সৎ-সাহিত্য গ্রন্থাবলী

১। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

২। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস

৩। টেকচাঁদের গীতাঙ্কুর

৪। লোকনাথের হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম

৫। তারাশঙ্করের রাসেলাস

৬। রামগতির রোমাবতী

১৩২৩

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁ তৎ সৎ।
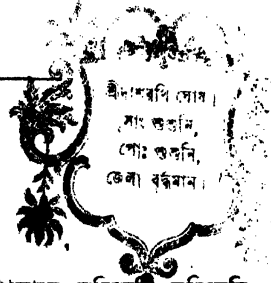
মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এক এই যে, সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা; দ্বিতীয় এই যে, পরস্পর সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।

(১) পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে, তাঁহাকে আপনার আত্মার এবং দেহের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে, যাহা করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।

(২) পরস্পর সাধু ব্যবহারে কাল হরণের নিয়ম এই যে, অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয়, সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব, আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয়, সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না।

পরমেশ্বরকে এক নিয়ন্তা প্রভু জ্ঞান করা আর তাঁহার সর্ব্বসাধারণ জনেতে স্নেহ রাখা আমাদিগকে পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র করিতে পারে; ধনাদি যে তাঁহার সামগ্রী, সুতরাং তাহার আকাঙ্ক্ষিত তেঁহো নহেন।

"পরিনির্ম্মথ্য বাগ্জালং নির্ণীতমিদমেব হি।
নোপকারাৎ পরো ধর্ম্মো নাপকারাদঘং পরম্।"

পরমেশ্বর সকল হইতে অধিক প্রিয় এবং প্রিয়কারী, ইহার প্রমাণ এক "আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ।" ৫৩।৩।৭।

পরমেশ্বর জীব হইতেও অধিক প্রিয় হয়েন, যেহেতু, পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান সর্ব্বদা শরীরে আছে অর্থাৎ সুষুপ্তি-সময়ে সকল লয় হইলেও পুনরায় জীবকে পরমেশ্বর প্রবর্ত্ত করেন।

"এষ হ্যেবানন্দয়তি।" কেবল পরমেশ্বর জীবকে আনন্দযুক্ত করেন।

পরমেশ্বর সকলের শাস্তা, তাহার প্রমাণ।—"মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্।" জগদ্ভক্ষক যে মৃত্যু, সেও পরমেশ্বরের শাসনেতে আছে।

"ন ধনেন ন চেজ্যয়া।" ধনেতে আর যজ্ঞেতে মুক্তি হয়, এমত নহে।

ব্রহ্মোপাসনার সংক্ষেপ ক্রম এই।

ওঁ তৎ সৎ ॥১॥ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ॥২॥

১ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্য।	২ একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যাপী নিত্য।

এই দুয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থক্যে শ্রবণ এবং চিন্তন করিবে।

* "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।"

এই শ্রুতির পাঠ এবং অর্থ-চিন্তন কৃতার্থের হেতু হয়। অর্থ-চিন্তার ক্রম সংস্কৃতে এবং ভাষাতে জানিবেন।

* "যস্মাল্লোকাঃ প্রজায়ন্তে যেন জীবন্তি জন্তবঃ। যস্মিন্ পুনর্লয়ং যান্তি তদেব শরণং পরম্॥ যদ্ভয়াৎ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। যস্মাদ্ভিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে তদেব শরণং পরম্॥ তরবঃ ফালনো যস্মাদ্যেন পুষ্পান্বিতা লতাঃ। যচ্ছাসনে গ্রহা যান্তি তদেব শরণং পরম্॥"

যাহা হ'তে এই বিশ্ব জন্মে পরে পরে।
জন্মিয়া যাহার ইচ্ছামতে স্থিতি করে॥
মরিয়া যাহাতে বিশ্ব ক্রমে পায় লয়।
জানিতে বাঞ্ছহ তারে সেই ব্রহ্ম হয়॥

তন্ত্রোক্ত স্তব তান্ত্রিকাধিকারে হয়।

"নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ১॥ ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্। ত্বমেকং জগৎকর্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ, ত্বমেকং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্॥ ২॥ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্। মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণাম্॥ ৩॥ পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ নির্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব, জগদ্ভাসকাধীশ্বরাধীশ নিত্য॥ ৪॥ বয়ং ত্বাং স্মরামো বয়ং ত্বাং জপামো, বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। বয়ং ত্বাং নিধানং নিরালম্বমীশং, নিদানং প্রসন্নং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫॥

এ ধর্ম্ম সুতরাং গোপনীয় নহে; অতএব ছাপা করান গেল, শেষ ছাপা হইল।

গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্।

গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্ (১)।

অথাহ ভগবান্ মনুঃ।—"ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥"

"যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্॥"

"ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥" (২)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ।—"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

(১) গায়ত্রীর দ্বারা পরমোপাসনার বিধান।

(২) ভগবান্ মনু এ প্রকরণে কহেন "প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন।

"ভূর্ভুবঃস্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ।" (৩)

স পুনস্তদর্থং বিবৃণোতি শ্লোকৈস্ত্রিভিঃ।

"দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্।
ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥
চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্ত চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ॥" (৪)

এবমন্তেঽপি গায়ত্র্যাঃ প্রণবজপো বিধীয়তে গুণবিষ্ণুধৃতস্মৃতিবচনেন। তদ্যথা—

"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। ক্ষরত্যনোংকৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি॥" (৫)

আদ্যন্তোচ্চারিতস্য প্রণবস্য সাক্ষাদ্ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ।—"ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্।" (৬)

মনুরপি স্মরতি তৎশ্রুত্যর্থম্।—"ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরস্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।"

"জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র

"যে ব্যক্তি প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া জপ করে, সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হয় এবং পবনতুল্য বিভূতিবিশিষ্ট হইয়া শরীর-নাশের পর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।"

"তৎসবিতুরিত্যাদি যে এই গায়ত্রী, তাঁহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন।"

(৩) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য এ স্থলে কহিতেছেন।—"প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা করিবে।

"যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাঁহাকে ঈশ্বরের দেহরূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন, সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায়; অতএব ঐ তিন শব্দ ত্রিলোকব্যাপক ঈশ্বরের প্রতিপাদক হন।"

(৪) সেই যোগিযাজ্ঞবল্ক্য তিন শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রীর অর্থকে বিবরণ করিতেছেন (যাহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যধৃত হয়) অর্থাৎ "সূর্য্যদেবের অন্তর্যামী সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদীরা কহেন, সেই প্রার্থনীয়কে আমরা আমাদের অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন, যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপক হন আর যিনি জন্ম-মরণাদি সংসার হইতে যাঁহারা ভয়যুক্ত, তাঁহাদের প্রার্থনীয় হন।"

(৫) গুণবিষ্ণুধৃত বচন দ্বারা যেমন গায়ত্রীর প্রথমে প্রণব-জপ আবশ্যক হয়, সেইরূপ শেষেও আবশ্যক হইয়াছে। সে এই বচন।—"ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর প্রতিবার জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেন, যেহেতু, প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে ফলের ত্রুটি জন্মে।"

(৬) গায়ত্রীর আদ্য ও অন্তে উচ্চারিত হইয়াছেন যে প্রণব, তাঁহার সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্ব বেদে দর্শাইতেছেন।

মুণ্ডক-শ্রুতি।—ওঙ্কারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান কর।

সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" (৭)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ।—"বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেঽপি বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি॥" (৮)

ভগবদ্গীতায়াম্।—"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥" (৯)

গায়ত্র্যর্থোপসংহারে দর্শিতো নিষ্পন্নার্থঃ প্রাচীনভট্টগুণবিষ্ণুনা।—"যস্তথাভূতো ভর্গো-ঽস্মান্ প্রেরয়তি স জল-জ্যোতী-রসামৃত-ভূরাদি-লোকত্রয়াত্মক--সকল-চরাচর--স্বরূপ-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সূর্য্যাদি-নানা--দেবতাময়-পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি সপ্ত-লোকান্ প্রদীপ-বৎ প্রকাশয়ন্ মদীয় জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ।" (১০)

তথোক্তং গৌড়ীয়স্মার্ত্তরঘুনন্দনভট্টাচার্য্যৈঃ প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদিবচনব্যাখ্যাপ্রকরণে "প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ম্"। (১১)

এবং মহানির্ব্বাণপ্রকৃষ্টে তন্ত্রে চ।—"তথা সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা। জপে-দিমাং মনঃপূতং মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্॥ প্রণব-ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রী পঠিতা যদি। সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ভবেদাশু শুভপ্রদা॥ প্রাতঃ প্রদোষে রাত্রৌ বা জপেদ্ব্রহ্মমনা ভবন্। পূর্ব্বপাপবিমুক্তোঽসৌ ধাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥ প্রণবং পূর্ব্বমুচার্য্য ব্যাহৃতিত্রিতয়ন্তথা। ততস্ত্রিপাদগায়ত্রীং প্রণবেন সমাপয়েৎ॥ যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততম্। সবিতুর্দেবতস্যান্তর্যামি তদ্ভর্গমব্যয়ম্॥ বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্যামিনং বিভুম্।

(৭) ভগবান্ মনু সেই বেদার্থকে স্মরণ করিতেছেন অর্থাৎ "বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলই স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পাইবেন; কিন্তু জগতের পতি যে পরব্রহ্ম, তাঁহার প্রতিপাদক ওঁকারের নাশ স্বভাবতঃ কিংবা ফলতঃ কদাপি হয় না।"

"প্রণব-গায়ত্রী-জপের দ্বারা ব্রাহ্মণ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হন, অন্য কর্ম্ম করুন অথবা না করুন, তিনি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, বেদে কহিয়াছেন।"

(৮) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, "ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের প্রতিপাদক ওঙ্কার হন; অতএব পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা, তেঁহ প্রসন্ন হন।"

(৯) ভগবদ্গীতা।—"ওঁ তৎ সৎ এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়।"

(১০) গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে সমুদায়ের নিষ্পন্নার্থকে প্রাচীন বিবরণকার গুণবিষ্ণু লিখেন যে, "এ প্রকার সর্ব্বব্যাপী ভর্গ আমাদের অন্তর্যামী হইয়া প্রেরণ করিতেছেন, তেঁহ জল, জ্যোতিঃ, রস, অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় এবং সকল চরাচরময় আর ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বর-সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় হন, সেই বিশ্বব্যাপী পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত লোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন, তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে আপন চিদ্রূপের সহিত এক ভাব প্রাপ্ত করেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।"

(১১) এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গায়ত্রীর অর্থ-প্রকরণে 'প্রণব-ব্যাহৃতিভ্যাং, ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে লিখেন, "ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে প্রণব-ব্যাহৃতি গায়ত্রী, তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ-জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করিবে।"

যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাম্॥ এবমর্থযুতং মন্ত্রত্রয়ং নিত্যং জপন্নরঃ। বিনাঽন্যনিয়মায়াসৈঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতম্। মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরম্॥ একধা দশধা বা যঃ শতধা বা পঠেদিমান্। একাকী বহুভির্বাপি সংসিদ্ধোঽদুত্তরোত্তরম্॥ জপান্তে সংস্মরেদ্ভূয় একমেবাদ্বয়ং বিভুম্। তেনৈব সর্ব্বকর্ম্মাণি সম্পন্নান্যকৃতান্যপি॥ অবধূতো গৃহস্থো বা ব্রাহ্মণোঽব্রাহ্মণোঽপি বা। তন্ত্রোক্তেষেষু মন্ত্রেষু সর্ব্বে স্যুরধিকারিণঃ॥" (১২)

তত্রাদৌ "ওঁ" ইতি জগতাং স্থিতিলয়োৎপত্ত্যেককারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিশতি,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতিঃ।

তদোঙ্কারপ্রতিপাদ্যকারণং কিমেভ্যঃ কার্য্যেভ্যো বিভিন্নং তিষ্ঠতীত্যাশঙ্কায়ামনন্তরং পঠতি। "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রম্। ইদং লোকত্রয়ং ব্যাপ্যৈব তৎ কারণরূপং ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" ইতি শ্রুতিঃ।

কিং তর্হি তস্মাৎ কারণাৎ জগদন্তঃস্থিতানি স্থূলসূক্ষ্মাত্মকানি ভূতানি স্বাতন্ত্র্যেণ নির্ব্বহন্তি ন বেতি সংশয়ে পুনঃ পঠতি—"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তৃতীয়মন্ত্রম্। দীপ্তিমতঃ সূর্য্যস্য তদনির্ব্বচনীয়মন্তর্যামী জ্যোতীরূপং বিশেষেণ প্রার্থনীয়ং ন কেবলং সূর্য্যান্তর্যামী কিন্তু যোঽসৌ ভর্গঃ অস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণামন্তঃস্থো অন্তর্যামী সন্ বুদ্ধিবৃত্তীবিষয়েষু প্রেরয়তি—"যথাদিত্যমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি

---

(১২) মহানির্ব্বাণ-প্রদায়ি তন্ত্রে কহিতেছেন,—"সেই মতে সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠরূপে কহিয়াছেন। মনের পবিত্রতা যে কালে হইবে, তখন মন্ত্রার্থ চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার জপ করিবে। প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হন, তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা করিয়া গায়ত্রী ঝটিতি শুভপ্রদান করেন। প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় অথবা রাত্রিকালে পরমেশ্বরে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইহার জপ করিলে সে ব্যক্তি পূর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরে অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। প্রথমে প্রণবের উচ্চারণ করিবে, পরে তিন ব্যাহৃতি, তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে প্রণবে সমাপ্তি করিবে। যাঁহা হইতে স্থিতি, লয় ও সৃষ্টি হয়, যিনি ভুবনত্রয় ব্যাপিয়া রহেন, সূর্য্যদেবের সেই অন্তর্যামী অতি-প্রার্থনীয় অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিরূপ অব্যয় সর্ব্বান্তর্যামী বিভুকে আমরা চিন্তা করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিস্থ হইয়া আমাদের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। এইরূপ অর্থযুক্ত তিন মন্ত্রকে নিত্য জপ করিলে অন্য নিয়ম ও আয়াস ব্যতিরেকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। একমাত্র দ্বিতীয়রহিত যিনি সকল উপনিষদে কথিত হইয়াছেন, সেই নিত্য, মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের অগোচর, পূর্ব্বোক্ত এই তিন মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেন। একবার অথবা দশবার অথবা শতবার যে ব্যক্তি একাকী অথবা অনেকের সহিত হইয়া এ সকলের জপ করে, সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জপ সাঙ্গে পুনরায় সেই এক অদ্বিতীয় বিভুকে স্মরণ করিবে, ইহার দ্বারা তাবৎ বর্ণাশ্রম-কর্ম্ম না করিলেও সে সকল সম্পন্ন হয়। অবধূত অথবা গৃহস্থ সেইরূপ, ব্রাহ্মণ কিংবা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সকলে অধিকারী হন।

শ্রুতিঃ। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইতি গীতাস্মৃতিশ্চ॥ (১৩)

ত্রয়াণাং মন্ত্রাণামভিধেয়স্যৈকত্বাদেকত্র জপো বিধীয়তে।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তেষাময়ং সংক্ষেপার্থঃ।

সর্ব্বেষাং কারণং সর্ব্বত্র ব্যাপিনং আসূর্য্যাদস্মদাদি-সর্ব্বশরীরিণামন্তর্য্যামিনং চিন্তয়ামঃ ইতি। (১৪)

---

(১৩) তাহাতে আদৌ "ওঁ" এই শব্দ জগতের স্থিতি-লয়-উৎপত্তির কারণ পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছেন,—"যাঁহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা স্থিতি করিতেছে, ম্রিয়মাণ হইয়া যাঁহাতে পুনর্গমন করে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তেঁহ ব্রহ্ম হন" এই শ্রুতি।

সেই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য যে কারণ, তিনি কি এই সকল কার্য্য হইতে বিভিন্নরূপে স্থিতি করেন, এই আশঙ্কায় পুনরায় পাঠ করিতেছেন "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিন ব্যাহৃতি যাহা দ্বিতীয় মন্ত্র হয়। অর্থাৎ সেই কারণরূপ পরব্রহ্ম এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। "জ্যোতীরূপ-মূর্ত্তি-রহিত অর্থাৎ স্বপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণ ও অন্তর বাহে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান এবং জন্মরহিত পরমাত্মা হন," এই শ্রুতি।

জগতের অন্তঃপাতী স্থূল সূক্ষ্ম ভূত সকল সেই কারণ হইতে স্বতন্ত্ররূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন কি না,এই সংশয়ে পুনরায় পাঠ করিতেছেন—"তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ," এই তৃতীয় মন্ত্র. অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অন্তর্য্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ বিশেষমতে প্রার্থনীয় তাঁহাকে আমরা চিন্তা করি, তিনি কেবল সূর্য্যের অন্তর্যামী হন, এমত নহে, কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদের সর্ব্বদেহীয় অন্তঃস্থিত অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন, "যিনি সূর্য্যের অন্তর্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিয়মে রাখিতেছেন, সেই অবিনাশী তোমার অন্তর্যামী আত্মা হন অর্থাৎ তোমার অন্তঃস্থিত হইয়া তোমাকে নিয়মে রাখিতেছেন" এই শ্রুতি। ভগবদ্গীতা—"সকল ভূতের হৃদয়ে হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর অবস্থিতি করেন।"

(১৪) এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হন, এ কারণ তিনের একত্র জপের বিধি দিয়াছেন।

সেই তিনের সংক্ষেপার্থ এই।

সকলের কারণ সর্ব্বত্র ব্যাপী সূর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহবন্তের অন্তর্যামী তাঁহাকে চিন্তা করি।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ।

—:০:—

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা তিন প্রকার হন ও তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ আবশ্যক অনুষ্ঠান হয়, ইহা ভগবান্ মনু চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থ-ধর্ম্ম-প্রকরণে তিন শ্লোকে বিধান করিয়াছেন; তাহার চরম প্রকারকে ঐ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে কহেন, যথা—

"জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা॥"

ভগবান্ কুল্লূক ভট্ট-সম্মত এই শ্লোকের ব্যাখ্যার ভাষা-বিবরণ এই,—"অন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চ-যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে, সে সকলকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, সে এই জ্ঞান যে,তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু যে উপনিষৎ, তাহার প্রমাণ দ্বারা জানেন যে, পঞ্চ-যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন" অর্থাৎ পঞ্চ-যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন, এইরূপ চিন্তনের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থেরা তত্তৎকর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন। এই প্রকরণের সমাপ্তিতে ভগবান কুল্লূক ভট্ট লিখেন :—

"শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ।"

"এই তিন শ্লোকেতে বেদ-বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগী যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, তাঁহাদের প্রতি এই সকল বিধি কথিত হইয়াছে।"

স্বশাখাদি বেদ পাঠ, তর্পণ, নিত্যহোম, ইন্দ্রাদির উদ্দেশে অন্নাদি প্রদান এবং অতিথি-সেবন এই পাঁচকে পঞ্চযজ্ঞ কহেন।

পুনশ্চ দ্বাদশাধ্যায়ে ৯২ শ্লোক।

"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।"

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম-চিন্তনে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও প্রণব-উপনিষদাদি-বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। ইহাতে তাবৎ বর্ণাশ্রম-কর্ম্ম পরিত্যাগ অবশ্যই কর্ত্তব্য হয়, এমত তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু জ্ঞান সাধনে ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও প্রণব-উপনিষদাদির অভ্যাসে যত্ন করা ব্রহ্মনিষ্ঠের আবশ্যক হয়, ইহাই বিধি দিলেন।

এই শেষের লিখিত মনুবচনে জ্ঞান-সাধন ও তাহার উপায় ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও বেদাভ্যাস, এই তিনে যত্ন করিতে বিধি দিয়াছেন; তাহার প্রথম, "পরব্রহ্ম-চিন্তন।" সে কিরূপ হয়, ইহা স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ "পঞ্চ-যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন," এইরূপ চিন্তন করিবেন, যেহেতু, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার যথার্থ স্বরূপ কদাপি বুদ্ধিগম্য নহে। প্রমাণ, মনু প্রথমাধ্যায়ে,—

"যত্তৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।"

"সকল জন্য বস্তুর কারণ এবং বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর ও উৎপত্তি-নাশ-রহিত এবং সৎস্বরূপ ও প্রত্যক্ষাদি তাঁহার হয় না। এ কারণ অলীক বস্তুর ন্যায় হঠাৎ বোধ হয় যে, এ প্রকার সেই পরমাত্মা হন।"

তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

"মনের সহিত বাক্য যাঁহার নিরূপণ-বিষয়ে অক্ষম হইয়া নিবৃত্ত হন।"

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

"অথাত আদেশো নেতি নেতি।"*

"আদৌ 'বোধ সুগমের নিমিত্ত' লৌকিক ও অলৌকিক বিশেষণ দ্বারা

পরব্রহ্মকে কহিলেন; কিন্তু তিনি এ সমুদায় বিশেষণ হইতে অতীত হন, এ নিমিত্ত বিশেষণের নিষেধ দ্বারা তাঁহার নির্দ্দিশ করিতেছেন যে, 'তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন, তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন' অর্থাৎ কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহার নিরূপণ হইতে পারে না।"

ঐ মনু-বচনে প্রথম উপায়, "শম" ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়কে চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, কর্ণ ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ করিতে যত্ন করিবেন, যাহাতে পরপীড়ন না হয় ও স্বীয় বিঘ্ন না জন্মে।

দ্বিতীয় উপায়, প্রণব-উপনিষদাদি-বেদাভ্যাস অর্থাৎ প্রণব এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যের অভ্যাস ও তদর্থ-চিন্তন, ইহাতে যত্ন করিবেন।

প্রণব-প্রকরণে, মনু দ্বিতীয় অধ্যায়, ৮৪ শ্লোক।

"ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ।
অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।"

"তাবৎ বৈদিক কর্ম্ম—কি হবন, কি যজন, স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পায়, কিন্তু প্রজাদের পতি যে পরব্রহ্ম, তাঁহার প্রতিপাদক যে প্রণব, ইহাঁর কি স্বভাবতঃ কি ফলতঃ ক্ষয় হয় না।"

অতএব প্রণব একাক্ষরস্বরূপে অভিপ্রেত হইয়া পরব্রহ্ম-সাধনের উপায় হন। মনু ২ অধ্যায়, ৮৩ শ্লোক।

"একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম।"

"একাক্ষর যে প্রণব, তিনি পরব্রহ্মের প্রাপ্তির হেতু হন, এ কারণ পরব্রহ্ম শব্দে কহা যায়।" কিন্তু ত্র্যক্ষররূপে প্রণব অভিপ্রেত হইলে তিন অবস্থা, বেদত্রয়, ত্রিলোক ও ত্রিদেব, ইত্যাদি প্রতিপাদক হন।

উপনিষদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ।

"তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।"

"সেই উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে আত্মা, তোমাকে তাঁহার প্রশ্ন করিতেছি।"

প্রয়োজন।

বেদ-দ্বেষকার জৈনী ও যবনাদির আক্রমণ প্রযুক্ত ভারতবর্ষে নানা শাখাবিশিষ্ট বেদের সমুদায়-প্রাপ্তি হইতেছে না, কিন্তু এই দৌর্ভাগ্য-প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন যে,—

"যদ্বৈ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্ভেষজম্।"

"যাহা কিছু মনু কহিলেন, তাহাই পথ্য হয়" অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয় প্রকার বেদার্থ মনু গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে অনুষ্ঠানে বেদ বিহিত অনুষ্ঠান-সিদ্ধি হয়। অতএব এ স্থলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি ভগবান্ মনু যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পংক্তি সকলে লিখিলাম, অভীষ্টমতে অনুশীলন করিবেন।

গায়ত্রীর অর্থ

ওঁ তৎ সৎ।

ভূমিকা।

বেদেতে এবং বেদান্তাদি দর্শনেতে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্গীতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরব্রহ্মোপাসনার ভূরি বিধিবাক্য আছে, তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। প্রথমতঃ শ্রুতিঃ।—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।" সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্ম হয়েন, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর। বৃহদারণ্যকে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীর প্রতি কহিতেছেন।—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবে। 'আত্মানমেবোপাসীত।' কেবল আত্মার উপাসনা করিবে। মুণ্ডকোপনিষৎ।—"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।" কেবল সেই এক আত্মাকে জান, অন্য বাক্য ত্যাগ কর। ছান্দোগ্যে।—"কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য আসন্" ইত্যাদি। বেদাধ্যয়নানন্তর গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিত করিয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।—"তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।" কেবল আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয়, আত্মজ্ঞান বিনা মোক্ষের আর উপায় নাই। মনুঃ।—"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥" পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও প্রণবাদি-বেদাভ্যাসে যত্ন করিবে। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—"অনন্যবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ম্। ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোহসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ।" মন, বুদ্ধি, চিত্ত আর ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত প্রকাশস্বরূপ যে পরমাত্মা, তাঁহার চিন্তন করিবে। ভগবদ্গীতা।—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।' হে অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানীদের নিকট প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন ও সেবা করিয়া সেই আত্মতত্ত্বকে জান। কুলার্ণবে।—"করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি। সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥" হস্ত-পাদ-উদর-মুখাদি-রহিত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাঁহার ধ্যান, হে ভগবতি, লোকে করিবে। অতএব এ পর্য্যন্ত বাহুল্যমতে বিধিবাক্য সকল বর্ত্তমান থাকাতে স্বার্থপর ব্যক্তিসকলের এমত সাহস হঠাৎ হয় না যে, এ সাধনকে অনাবশ্যক কিংবা অকর্ত্তব্য কহেন; কিন্তু আপন লাভার্থে অনুগত লোকদিগকে এ উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন যে, এ সাধন শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াও এদেশে পরম্পরাসিদ্ধ নহে। ঐ অনুগত ব্যক্তিরা কি সিদ্ধপরম্পরা, কি অন্ধপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া আত্মোপাসনা হইতে বিমুখ হইয়া লৌকিক ক্রীড়া, যাহাতে হঠাৎ মনোরঞ্জন হয়, তাহাকেই পরমার্থ-সাধন করিয়া নিশ্চয় করিয়া-

ছেন; অতএব ব্রহ্মোপাসনা যেমন ব্রাহ্মণাদির প্রতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ পরম্পরাতেও সিদ্ধ হয়, ইহা বিশেষরূপে সকলকে জ্ঞাত করা এই এক প্রয়োজন হইয়াছে। প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী ইঁহাকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং অনেকে ইঁহার পুরশ্চরণও করিয়া থাকেন অথচ তাঁহাদের গায়ত্রীপ্রদাতা আচার্য্য অথচ পুরোহিত কিংবা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হইতে তাঁহাদিগকে পরাঙ্মুখ রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ, তাহা অনেকে কহেন না এবং ঐ জপকর্ত্তারাও ইহার কি অর্থ, তাহা জানিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথার্থ ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। এ কারণ ইহার অর্থজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের জপের সাফল্য হয়, এই দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর অর্থ যাহা বেদে এবং মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে লিখিয়াছেন, তাহার বিবরণ করিতেছি এবং সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণু ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি, যাহার দ্বারা তাঁহাদের নিশ্চয় হইবে যে, প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মই জপকর্ত্তাদের অজ্ঞাতরূপে পরম্পরায় উপাস্য হয়েন। তখন তাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পরমাত্মার শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন। অর্থচিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ। স্মার্ত্তধৃতব্যাসস্মৃতিঃ।—"জপিত্বা প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ। সোঽহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ।" গায়ত্রীর অর্থ যে ব্রহ্ম হইয়াছেন, সে অর্থের সহিত উচ্চারণ পূর্ব্বক এইরূপে তাঁহাকে জানিয়া যে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য যিনি ঈশ্বর, তেঁহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা তাঁহার সহিত অভিন্ন হয়েন, উপাসনা করিবে। আর গায়ত্রীর অর্থ-প্রকরণে 'প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং' ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন—"প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাংশুং প্রসাদনীয়ম্।" ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে প্রণবব্যাহৃতি গায়ত্রী, তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। ভট্ট গুণবিষ্ণুও গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে লিখেন,—"যস্তথাভূতো ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জল-জ্যোতী-রসামৃত-ভূরাদি লোকত্রয়াত্মক-সকল-চরাচর-স্বরূপ-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সূর্য্যাদি-নানা-দেবতাময়-পরব্রহ্ম-স্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ।" যে সর্ব্বব্যাপী ভর্গ আমাদের অন্তর্যামী হইয়া প্রেরণ করিতেছেন, তেঁহ জল, জ্যোতিঃ, রস, অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় হয়েন এবং সকলচরাচরস্বরূপ হয়েন, আর ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশর-সূর্য্যাদি নানা দেবতা হয়েন, তেঁহই বিশ্বময় পরব্রহ্ম, তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন, তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত করিয়া চিদ্রূপ পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে একত্বপ্রাপ্ত করেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবে। বিশেষতঃ গায়ত্রীতে ধীমহি শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব গায়ত্রী-জপকালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। যে তন্ত্রানুসারে এতদ্দেশে দীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাতেও লিখেন যে, মন্ত্রার্থ না জানিলে জপের বৈফল্য হয়।

ওঁকারশব্দে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কারণ এবং জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরব্রহ্ম, তেঁহ প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহা সমুদায় বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ছান্দোগ্যো-পনিষৎ।—"ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিতি ব্রহ্ম।" ওঁকারের প্রতিপাদ্য যে আত্মা, তাহাতে চিত্তনিবেশ করিবে। ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম হয়েন। মুণ্ডক।—"ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্।" ওঁকারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান কর। মাণ্ডুক্য।—"সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরমোঙ্কারঃ।" সেই পরমাত্মার তেঁহ ওঁকার যে অক্ষর, তৎস্বরূপে কথিত হইয়াছেন। এইরূপ ভূরিপ্রয়োগ আছে। মনুঃ।—"ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।" বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম, কি যাগ, সকলেই স্বভা-বতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পাইবেন, কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।—"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যাত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের উচ্চারণ ও অর্থ-জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা করিবে। "বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি॥" ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের প্রতি-পাদক ওঁকারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা,তেঁহ প্রসন্ন হয়েন। ভগবদ্গীতা।—"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" ওঁ, তৎ, সৎ, এই তিন শব্দের দ্বারা পর-ব্রহ্মের কথন হয়। দ্বিতীয়—ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমু-দায় জগৎ পরব্রহ্মময় হয়েন। শ্রুতিঃ।—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। পুরুষ এবেদং বিশ্বঃ।" তাবৎ সংসার পরব্রহ্মময় হয়েন। মনুঃ।—"ওঁকার-পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥" প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছে। যোগযাজ্ঞবল্ক্যঃ। —"ভূর্ভুবঃ স্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ।" যেহেতু, পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তাহাকে জ্ঞানদেহরূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন, সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায়; অতএব ঐ তিন শব্দ ঈশ্বরের প্রতিপাদক হয়েন। তৃতীয় —গায়ত্রী যাহা গায়ত্রী ছন্দেতে পঠিত হইয়া-ছেন। গায়ত্রীপ্রকরণে শ্রুতিঃ।—"যদ্বৈতদ্ব্রহ্ম।" গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য সেই পরব্রহ্ম হয়েন। যজুঃ-শ্রুতিঃ।—"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মীতি।" সূর্য্যমণ্ডলস্থ যে ভর্গরূপ আত্মা, সে আমি হই অর্থাৎ সূর্য্যের যিনি অন্তর্যামী, তেঁহ আমার অন্তর্যামী হয়েন। মনুঃ।—"ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।" তৎসবিতু-রিত্যাদি যে গায়ত্রী,তাঁহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন। যো-ঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্।" যে ব্যক্তি প্রণব, ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন জপ করে, সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া শরীর-নাশের পর সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—"দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচো-দয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ

পুনঃ॥ বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসার-ভীরুভিঃ॥" সূর্য্যদেবের অন্তর্যামী সেই তেজঃ-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদীরা কহেন, তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন, যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগৎ হয়েন, আর যেঁহ জন্মমরণাদি সংসার হইতে যাহারা ভয়যুক্ত, তাহাদের প্রার্থনীয় হয়েন। গায়ত্রীর প্রথমে যেমন প্রণবোচ্চারণের আবশ্যকতা, সেইরূপ অন্তেতেও ওঁকারো-চ্চারণের আবশ্যকতা হয়। প্রমাণ গুণবিষ্ণুধৃত মনু-বচন।—"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। ক্ষরত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি।" ব্রাহ্মণেতে গায়ত্রীর প্রতিবার জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবে। যেহেতু, প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে ফলের ক্রটি জন্মে। এখন ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের অনুসারে এবং প্রাচীন সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যানুসারে এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও লেখা যাইতেছে।—"দেবস্য সবিতুস্তৎ ভর্গরূপং অন্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যু-ভীরুভিঃ তন্নিরাসায়োপাসনীয়ং ধীমহি পূর্ব্বোক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষেষু প্রেরয়তি।" সূর্য্যদেবের অন্তর্যামী যে তেজঃস্বরূপ ব্রহ্ম জন্মমৃত্যুসংসারভয়-নিবারণের নিমিত্ত সকলের প্রার্থনীয় হয়েন, তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামিস্বরূপ জানিয়া চিন্তা করি, যে ঈশ্বর আমাদের অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষেতে প্রেরণ করিতেছেন। এরূপ অভেদ চিন্তনের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বাধিক তেজস্বী ও প্রকাশক এবং মহান্ যে সূর্য্য, তাঁহার অন্তর্যামী আত্মা আর অতি সাধারণ জীব যে আমরা, আমাদের অন্তর্যামী আত্মা একই হয়েন, কিন্তু বিকারময় যে নামরূপ, তাহার মধ্যে পরস্পর উপাধি-ভেদে উত্তম-অধম-ভেদ আছে, বস্তুতঃ আত্মার ভেদ নাই। কঠশ্রুতিঃ।—"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" পরমেশ্বর এক সমুদায় জগৎকে আপন বশে রাখেন, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের অন্তরাত্মা হয়েন।

নিকৃষ্টার্থঃ।

১ ২ ৩
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো-দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রথম ওঁকার এক মন্ত্র দ্বিতীয় ভূর্ভুবঃ স্বঃ এক মন্ত্র তৃতীয় তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ এই একমন্ত্র। এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হয়েন, এ নিমিত্ত তিনকে একত্র করিয়া জপ করিবার বিধি দিয়াছেন।

১।
সমুদায়ের মিলিতার্থ। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা, তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময়
২।
হয়েন, সূর্য্যদেবের অন্তর্যামী সেই প্রার্থনীয় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে আমাদের অন্তর্যামি-
৩।
রূপে আমরা চিন্তা করি, যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির বৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন।

অনুষ্ঠান

অবতরণিকা।

উপনিষদে কথিত শুদ্ধ-স্বভাব-প্রাপ্ত সনাতন উপাসনাকে প্রশ্নোত্তর-প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন। প্রত্যেক বিষয়ের প্রমাণকে অঙ্কানুসারে নিম্নের পত্র সকলে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে এ প্রকরণকে বোধ-সুগমের নিমিত্ত প্রায় প্রশ্নোত্তরক্রমে উপদেশ করেন, এ কারণ এ স্থলেও তদনুরূপ প্রশ্নোত্তরের দ্বারা লিখিত হইল।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

১ শিষ্যের প্রশ্ন। কাহাকে উপাসনা কহেন?

১ আচার্য্যের প্রত্যুত্তর। তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়; কিন্তু পরব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

২ প্রশ্ন। কে উপাস্য?

২ উত্তর। অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি-সংবলিত অচিন্তনীয় রচনা-বিশিষ্ট যে এই জগৎ ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি-যুক্ত যে এই জগৎ ও নানাবিধ স্থাবর-জঙ্গম শরীর, যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে, সেই সকল শরীর ও শরীরেতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি, তিনি উপাস্য হন।

৩ প্রশ্ন। তিনি কি প্রকার?

৩ উত্তর। তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ-কর্ত্তা, তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি, কি যুক্তি সমর্থ হন না।

৪ প্রশ্ন। কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না?

৪ উত্তর। তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে, কি বাক্যেতে, নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন, এবং যুক্তিসিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু, এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়?

৫ প্রশ্ন। বিচারত এই উপাসনার বিরোধী কেহ আছে কি না?

৫ উত্তর। এ উপাসনার বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু, আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা, এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ-সম্ভব হয় না, কেন না, প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা, এই বিশ্বাস পূর্ব্বক উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসকরূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিংবা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিংবা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তারূপে চিন্তনের বিরোধী হইতে পারিবেন না, এবং চীন ও ত্রিবৃৎ ও

ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন, তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

৬ প্রশ্ন। বেদে কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দ্দেশ্য শব্দে কহিতেছেন এবং অন্যত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমাধান কি?

৬ উত্তর। যে স্থলে অগোচর অজ্ঞেয় শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন, ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে। যেমন শরীরের ব্যাপারের দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্য, যাঁহাকে জীব কহেন, তিনি আছেন, ইহা নিশ্চয় হয়, কিন্তু সেই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ও শরীরের নির্ব্বাহক জীবের স্বরূপ কি, অর্থাৎ সেই জীব কি প্রকার হন, ইহা কদাপি জানা যায় না।

৭ প্রশ্ন। আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কি না?

৭ উত্তর। কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাঁহার যাঁহার উপাসনা করেন, সেই সেই উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিংবা তাঁহার আবির্ভাব-স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবে?

৮ প্রশ্ন। যদি আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন এবং অন্য অন্য উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি?

৮ উত্তর। তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়। প্রথমতঃ, তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয় বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা যিনি জগৎকারণ, তিনি উপাস্য, ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়তঃ, এক প্রকার অবয়ববিশিষ্টের যে উপাসক, তাঁহার সহিত অন্য প্রকার অবয়ববিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই, যাহা পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছি।

৯ প্রশ্ন। কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয়?

৯ উত্তর। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন, তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয়-দমনে ও প্রণব-উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। ইন্দ্রিয়-দমনের অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে। বস্তুতঃ যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন, তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব-উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন, অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস-সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব-ব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা, তাঁহার

চিন্তন করিবেন এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ইহাঁদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে, আর ব্রীহি, যব, ওষধি ও ফল-মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয়, এই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্যকথন, ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।

১০ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে আহার-ব্যবহারাদিরূপ লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্ত্তব্য?

১০ উত্তর। শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়, অতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার-ব্যবহার যে করে, তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়, আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রত ও যুক্তিত উভয়থা বিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরি প্রয়োগ আছে। যুক্তিতেও দেখ, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন না করিয়া আহার ও ব্যবহার আপন আপন ইচ্ছামতে করেন, তবে লোক-নির্ব্বাহ অতি অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়, কেন না, খাদ্যাখাদ্য,কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও গম্যাগম্য ইত্যাদির কোন নিয়ম তাঁহাদের নিকটে নাই, কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার নির্দ্দোষ হইবার প্রতি কারণ হয়, ইচ্ছাও সর্ব্বজনের এক প্রকার নহে,সুতরাং পরস্পরবিরোধী নানা প্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বদাই কলহের সম্ভাবনা এবং পুনঃ পুনঃ পরস্পর কলহ দ্বারা লোকের বিনাশ শীঘ্র হইতে পারে। বাস্তবিক বিদ্যা ও পরমার্থ চর্চ্চা না করিয়া সর্ব্বদা আহারের উত্তমতা ও অধমতার বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত হয়, যেহেতু, আহার যে কোন প্রকারের হউক, অর্দ্ধপ্রহরে সেই রক্তরূপে পরিণামকে পায়, যাহাকে অত্যন্ত অশুদ্ধ কহিয়া থাকেন, এবং ঐ অত্যন্ত অশুদ্ধ সামগ্রীর পরিণামে আহারের শস্যাদি স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইতেছে, অতএব উদরের পবিত্রতার চেষ্টা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা জ্ঞাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়।

১১ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে দেশ, দিক্, কাল, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম আছে কি না?

১১ উত্তর। উত্তম দেশাদিতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত বিশেষ নিয়ম নাই, অর্থাৎ যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, সেই দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করিতে সমর্থ হয়।

১২ প্রশ্ন। এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে?

১২ উত্তর। ইহার উপদেশ সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্তু যাঁহার যে প্রকার চিত্তশুদ্ধি, তাঁহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয়।

সৎ এই শব্দ প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত লেখা যায়। প্রমাণ ভগবদ্গীতা।—
"সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সৎশব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥"

১ উত্তরের প্রমাণ। "আত্মেত্যেবোপাসীত।" (বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ)। "ন স বেদেতি বিজ্ঞানং প্রস্তুত্য আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যভিধানাৎ বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাহবগম্যতে।" (ইতি ভাষ্যম্)। "আত্মানমেব লোকমুপাসীত।" (বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ)

২ উত্তরের প্রমাণ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ (বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র) যতো বা

ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।" (তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ)। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতৎ ব্রহ্মনাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে।" (মুণ্ডক-শ্রুতিঃ)। "যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে।" (মনুবচন)। যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি। যস্মিন্ সর্ব্বাণি তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্মলক্ষণম্। কালং কলয়তে কালে মৃত্যোর্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ম্। বেদান্তবেদ্যং চিদ্রূপং যত্তৎশব্দোপলক্ষিতম্।" (মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রবচন)। "অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেক-কর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকাল-নিমিত্ত-ক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য "জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ।" (ইতি পূর্ব্ব-লিখিতদ্বিতীয়সূত্রভাষ্য)।

৩ উত্তরের প্রমাণ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ)। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" (কেন-শ্রুতিঃ)

৪ উত্তরের প্রমাণ। "অথাত আদেশো নেতি নেতি।" (বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ)। "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" (কেনোপনিষৎ-শ্রুতিঃ)। "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ।" (গীতাস্মৃতিঃ)

৫ উত্তরের প্রমাণ। "আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। এবংবিৎ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি।" (ইতি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ)। "নামরূপাদি-নির্দ্দেশৈর্বিভিন্নানামুপাসকাঃ। পরস্পরং বিরুদ্ধস্তি ন তৈরেতদ্বিরুধ্যতে।" (ইতি গৌড়পাদাচার্য্য-কারিকা)। প্রথম ব্যাখ্যানে ইহা বিস্তারমতে লেখা গিয়াছে।

৬ উত্তরের প্রমাণ। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।" (কঠ-শ্রুতিঃ)। "নামরূপাদি-নির্দ্দেশ-বিশেষণবিবর্জ্জিতঃ। অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তি-জন্মভিঃ। বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্।" (বিষ্ণুপুরাণম্)। দ্বাদশ ব্যাখ্যানে বিস্তার পাইবেন।

৭ উত্তরের প্রমাণ। "তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।" (কঠশ্রুতিঃ)। ব্রহ্ম দৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।" (বেদান্তসূত্রম্)। "ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিষু স্যাৎ কস্মাৎ উৎকর্ষাৎ এবমুৎকর্ষেণাদিত্যাদয়ো দৃষ্টা ভবন্তি উৎকৃষ্টদৃষ্টিস্তেষ্বধ্যাসাৎ।" (ঐ সূত্রের ভাষ্য)। "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।" (ইতি গীতাস্মৃতিঃ)।

৮ উত্তরের প্রমাণ। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্।" (ইতি ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ)। পঞ্চম উত্তরের লিখিত প্রমাণেও দেখিবেন।

৯ উত্তরের প্রমাণ। প্রথমতঃ পরমেশ্বরের চিন্তনের প্রকার। "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে" (কঠশ্রুতিঃ)। তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ। তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ। অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ

সর্ব্বে তস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা।" (ইতি মুণ্ডকশ্রুতিঃ)। "জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।" (চতুর্থাধ্যায়ে মনুবচনম্)। "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" (ইতি মুণ্ডকশ্রুতিঃ)। দ্বিতীয়তঃ এ উপাসনার আবশ্যক সাধনে প্রমাণ। "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসেন যত্নবান্।" (দ্বাদশাধ্যায়ে মনু-বচনম্)। 'যথৈবাত্মাপরস্তদ্বদ্ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥" (ইতি স্মার্ত্তধৃত-দক্ষ-বচনম্)। 'সত্যমায়তনম্।' (কেনশ্রুতিঃ)। দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ ব্যাখ্যানে বিস্তার পাইবেন।

১০ উত্তরের প্রমাণ। শাস্ত্রই ক্রিয়ার নিয়ামক, ইহার প্রমাণ। "চাতুর্ব্বর্ণং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বার আশ্রমাঃ পৃথক্। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি।" (৯৩) 'সেনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ। সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদ শাস্ত্রবিদর্হতি।' (১০০) দ্বাদশাধ্যায়ে মনু-বচনম্)। ঐ উত্তরে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে প্রমাণ। 'ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ। যথেষ্টাচরণস্যাহুর্মরণান্তমশৌচকম্।' উদরের পবিত্রতা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার নিমিত্ত যত্নের আবশ্যকতার প্রমাণ। 'মলে পরিণতে শস্যং শস্যে পরিণতে মলম্। দ্রব্যশুদ্ধিং কথং দেবি মনঃশুদ্ধিং সমাচরেৎ।' (তন্ত্র-বচনম্)।

১১ উত্তরের প্রমাণ শুচি দেশাদির প্রাশস্ত্যে প্রমাণ। 'কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ ইত্যাদি।' (ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ)। শুচি দেশাদির বিশেষ আবশ্যকতার অভাবে প্রমাণ। 'যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।' (বেদান্ত-দর্শন-সূত্রাণি। ৪। ১। ১১। 'যত্রৈবাস্য দিশে কালে বা মনসঃ সৌকর্য্যেণৈকাগ্রতা ভবতি তত্রৈবোপাসীত প্রাচীদিক্ পূর্ব্বাহ্ণ প্রাচীপ্রবণাদিবৎ বিশেষপ্রবণাৎ।' (ভাষ্যম্)।

১২ উত্তরের প্রমাণ। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকটে সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিরোচন অশুদ্ধস্বভাব প্রযুক্ত উপদেশের ফল প্রাপ্ত হইলেন না, প্রমাণ। 'সহ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচ আত্মৈবেহ মহয্য আত্মাপরিচর্য্য আত্মানমেবেহ মহয়ন্ আত্মানং পরিচরন্ উভৌ লোকাববাপ্নোতি ইমঞ্চামুঞ্চেতি।' (ছান্দগোপনিষৎ)। অথচ ইন্দ্র ক্রমশঃ কৃতার্থ হইলেন, প্রমাণ। 'অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা ইত্যাদি।' (ছান্দোগোপনিষৎ)

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার।

—:০:—

ওঁ তৎ সৎ।

সাঙ্গবেদাধ্যয়নভাবাদ্ব্রাত্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষতা সুব্রহ্মণ্যেন শ্রীমতা সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রিণানেকাননধীতসাঙ্গবেদান্ গৌড়ান্ ব্রাহ্মণান্ প্রতি প্রেরিতায়াং তদ্বিষয়িকায়াং পত্রিকায়াং তদ্বিষয়াপ্রযোজকানি "বেদবিহীনস্যাত্ম্যদর্শনিঃশ্রেয়সয়োরসিদ্ধিরেব এবমধীতবেদস্যৈব ব্রহ্মবিচারেঽপ্যধিকারঃ প্রাগ্‌ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্ত্তব্যানি, শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণি" ইত্যেতানি বাক্যান্তবলোক্য তৈর্বাক্যৈর্ব্রহ্মবিদ্যা

স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মযজ্ঞদেবযজ্ঞাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণ্যবশ্যমপেক্ষতে ইতি তৎপ্রতিপিপাদয়িষিতং সমালোচ্য চ বয়ং ক্রমঃ ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বাভিব্যক্ত্যনুকূলত্বাৎ অধ্যয়নাদীনি বর্ণাশ্রমকর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যন্তে ইতি তু বেদাদিশাস্ত্রাবিরোধিত্বাদস্মাভিরপি মন্যতে ন তু মন্যতে এতৎ যৎপ্রতিপিপাদয়িষিতং আশ্রমকর্ম্মাণি স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মবিদ্যয়াবশ্যমপেক্ষ্যন্ত ইতি বাদরায়ণেন আশ্রমকর্ম্মরহিতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য সূত্রিতত্বাৎ তথা চ ভগবদ্বাদরায়ণপ্রণীতে সূত্রে "অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টে" "অপি চ স্মর্য্যতে" ইত্যেতে। যিয়তে চৈতে সূত্রে ভগবদ্ভাষ্যকারপূজ্যপাদৈঃ"বিদুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানামন্তরালবর্ত্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি কিংবা নাস্তীতি সংশয়ে নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তং আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্ম্মাসম্ভবাচ্চৈতেষাং ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমাহ অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেরিতি অন্তরা চাপি তু অনাশ্রমিত্বেন বর্ত্তমানোঽপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে কুতঃ তদ্দৃষ্টেঃ রৈক্কবাচক্নবীপ্রভৃতীনামেবন্তূতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রুত্যুপলব্ধে অপি চ স্মর্য্যতে ইতি। সংবর্ত্ত-প্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্মণামপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যতে ইতিহাসে" ইতি।

কিঞ্চ বেদাধ্যয়নাধিকারাসম্ভবাদেবানধীতবেদানামপি ব্রহ্মবাদিমৈত্রেয়ীপ্রভৃতীনাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য "তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবোধিতত্বাৎ সুলভাদীনামপি স্ত্রীব্যক্তীনাং ব্রহ্মবাদিত্বস্য স্মৃতৌ ভাষ্যে চ প্রদর্শনাৎ শূদ্রযোনিপ্রভবত্বেনানধীতবেদানামপি বিদুরধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তেরিতিহাসে অধীতবেদস্যৈব ব্রহ্মবিচারেঽপ্যধিকার ইতি নিয়মোক্তিস্তত্তচ্ছ্রুতিস্মৃতি-পর্য্যালোচনপরৈর্নৈব শ্রদ্ধেয়া।

অপি চ "শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ইতি সূত্রং বিবৃণ্বন্তো ভাষ্যকারপাদাঃ শূদ্রাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যাধিকারসংশয়ে "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ" ইতিহাসপুরাণাগমানাং সামান্যতঃ সর্ব্বেভ্যো বর্ণেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদাতৃত্বমিতি সিদ্ধান্তয়াঞ্চক্রুঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মযজ্ঞাদ্যাশ্রমকর্ম্মরহিতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য ভগবতা বাদরায়ণেন সিদ্ধান্তিতত্বাৎ অনধীতবেদানামপি বিদ্যাধিকারস্য শ্রুতিস্মৃতিবোধিতত্বাৎ ভাষ্যকারপাদৈর্নির্ণীতত্বাচ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়া স্বোৎপত্তিনিমিত্তত্বাদধ্যয়নাদ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নিয়মেনাপেক্ষ্যন্তে ইত্যুক্তির্বৈয়াসিকতত্ত্বসিদ্ধান্ত--তত্ত্বব্যাখ্যাতৃ--ভগবৎপূজ্যপাদরাদ্ধান্তশ্রদ্ধালুভির্নাদরণীয়া।

এতেন অধীতকেবলেশ্বরগীতাশাস্ত্রঃ পরাং শান্তিং প্রাপ্তবানিতি ক্রবন্নিহিহাসশ্চরিতার্থীভূতঃ। শিষ্টপরিগৃহীতপ্রসিদ্ধাগমোক্তাত্মতত্ত্বশ্রবণ--মননাদেনিঃশ্রেয়সাবাপ্তিরৈকান্তিকীতি পরমারাধ্যস্য মহেশ্বরস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপি সফলাসীৎ। আত্মানাত্মনোঃ সত্যানৃতত্বে প্রদর্শয়ন্তো লোকানাত্মশ্রবণমননিদিধ্যাসনেষু প্রবর্ত্তয়ন্তো বেদান্তগ্রথিতশব্দা যথা নিঃশ্রেয়সহেতবো ভবন্তি তথৈব তমেবার্থং প্রবদতাং স্মৃত্যাগমপ্রভৃতীনাং তত্তচ্ছ্রোতৃভ্যো নিঃশ্রেয়সপ্রদাতৃত্বং সুক্ষমপীত্যলমতিজল্পনেন। ইতি॥

ওঁ তৎ সৎ।

যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন না করেন, তাঁহারা ব্রাত্য অর্থাৎ অব্রাহ্মণ হয়েন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণধর্ম্মতৎপর শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী যে পত্র সাঙ্গবেদপাঠহীন অনেক এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদের নিকটে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম যে, তেঁহ লিখিয়াছেন, "বেদাধ্যয়নহীন

ব্যক্তিদের স্বর্গ এবং মোক্ষ হইতে পারে না, আর যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়াছে, তাহারই কেবল ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার এবং ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য হয়," আর এ সকল বাক্য যাহা অব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে সম্পর্ক রাখে না, তাহার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না; ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা উত্তর দিতেছি, ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশের নিমিত্ত বর্ণাশ্রম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বটে, যেহেতু, এ কথা বেদাদি শাস্ত্রের সহিত বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং আমারাও ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ইহা সর্ব্বথা অমান্য হয় যে, বর্ণাশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, যেহেতুক, ভগবান্ বেদব্যাস বর্ণাশ্রম-কর্ম্মহীন ব্যক্তিদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা সূত্রে লিখিয়াছেন। সে এই দুই সূত্র—

"অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।"

"অপি চ স্মর্য্যতে।"

এবং এই দুই সূত্রের বিবরণ ভগবান্ ভাষ্যকার করিয়াছেন, "অগ্নিহীন ব্যক্তি সকল এবং দ্রব্যাদি-সম্পত্তি-রহিত ব্যক্তি সকল, যাহাদের কোন বর্ণাশ্রম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, এমতরূপ অনাশ্রমী ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার আছে কিংবা নাই, এই সংশয়ে আপাততঃ জ্ঞান এই হয় যে, আশ্রম-কর্ম্মহীন ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার নাই, যেহেতু, বিদ্যার প্রতি আশ্রম-বিহিত কর্ম্ম কারণ হয়; আর ঐ সকল ব্যক্তিদের আশ্রম-কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই এই পূর্ব্বপক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অনাশ্রমী ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারী হয়, যেহেতু, রৈক, বাচক্লবী, প্রভৃতি আশ্রমকর্ম্মহীন ব্যক্তি সকলেরও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা বেদে দেখিতেছি; আর সর্ব্বদা বিবস্ত্র থাকিতেন, এ প্রযুক্ত বর্ণাশ্রমকর্ম্মহীন যে সংবর্ত্ত প্রভৃতি তাঁহাদেরও মহাযোগিত্ব ইতিহাসে দেখিতেছি," এবং ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রী সকল, যাঁহাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার কদাপি সম্ভব নহে, তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা

'তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব।

এবং আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ।'

ইত্যাদি শ্রুতিতে বুঝাইয়াছে; আর সুলভাদি স্ত্রী সকল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, ইহা স্মৃতিতে ও ভাষ্যেতে দেখিতেছি এবং শূদ্র-যোনিতে জন্মিয়াছিলেন, এ প্রযুক্ত বেদাধ্যয়নহীন যে বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি, তাঁহারাও জ্ঞানী ছিলেন, ইহা ইতিহাসে দেখিতেছি, অতএব যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই ব্রহ্মবিচারে অধিকার, এই যে নিয়ম আপনি করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল শ্রুতি-স্মৃতির আলোচনা করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না, আর শ্রবণাধ্যয়ন ইত্যাদি এই সূত্রের বিবরণেতে শূদ্রাদির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্তে ভগবান্ ভাষ্যকার লিখেন যে, "ইতিহাস-পুরাণ-আগমেতে চারি বর্ণের অধিকার আছে, ইহা স্মৃতিতে লিখেন," অতএব ইতিহাস, পুরাণ, আগম সামান্যতঃ চারি বর্ণেতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতে পারেন, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মযজ্ঞাদি বর্ণাশ্রম-কর্ম্মহীন ব্যক্তিদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা ভগবান্ বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত দ্বারা, আর বেদাধ্যয়নহীন ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা শ্রুতি

স্মৃতিতে প্রাপ্তি হইবার দ্বারা এবং ভগবান্ ভাষ্যকারেরও এই প্রকার নির্ণয় করিবার দ্বারা নিশ্চয় হইল, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা আপন প্রকাশের নিমিত্ত বেদাধ্যয়নাদি আশ্রম-কর্ম্মকে অবশ্যই অপেক্ষা করেন, এ কথাকে বেদব্যাসের সিদ্ধান্তে এবং তাঁহার শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃ ভগবান্ পূজ্যপাদ ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না, অতএব ইতিহাসে লিখেন যে, কেবল ঈশ্বর গীতা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরম-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাও সুসঙ্গত হইল এবং শিষ্ট-পরিগৃহীত যে সকল প্রসিদ্ধ আগম, তাহাতে কথিত যে আত্মতত্ত্বের শ্রবণমননাদি, তাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা অবশ্যই পরমপদপ্রাপ্তি হয়, এই যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ঐ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও সফল হইল। আত্মা সত্য, আত্মা ভিন্ন তাবৎ মিথ্যা, ইহা দেখাইয়া আত্মার শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে বেদান্ত-গ্রথিত শব্দ সকল যেরূপ লোককে প্রবৃত্ত করিয়া তাহাদের শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির কারণ হয়েন, সেইরূপ ঐ সকল অর্থ কহেন যে, স্মৃতি আগম প্রভৃতি শাস্ত্র সকল তাঁহার আপন শ্রোতাদের প্রতি মোক্ষপ্রাপ্তির যে কারণ হয়েন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ হয়। অধিক কথনে প্রয়োজন নাই।

কায়স্থের সহিত মদ্যপান-বিষয়ক বিচার

পরমেশ্বরায় নমঃ।

কোন বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ কহিয়া থাকেন যে, "এ কি কাল হইল, আমাদের বর্ণের মধ্যে অনেকেই মদ্যপান করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতেছে; ইহারা অতি নিন্দনীয়, সুতরাং এ সকল লোকের সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য নহে।" অতএব ঐ কায়স্থ মহাশয়কে নিবেদন করি যে, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ইহার নিয়ম শাস্ত্রে করেন। বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ বিশেষ পুণ্যজনক ও নদীর মধ্যে গঙ্গা অনন্ত শুভদায়ক, ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ হন; লোকদৃষ্টিতে অন্যাপেক্ষা বিশেষ চিহ্ন প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও শাস্ত্র প্রমাণ হন; শূদ্রের প্রতি মদ্যপানে অধর্ম্ম নাই, তাহার প্রমাণ মনু, যথা,—

"তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ।"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইঁহারা সুরা পান করিবেন না।

বৃহদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—

"কামাদপি হি রাজন্যো বৈশ্যো বাপি কথঞ্চন।
মদ্যমেবাসুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে।"

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ ব্যতিরেকেও সুরা * ভিন্ন অন্য মদ্য পান করেন, তত্রাপি দোষ প্রাপ্ত হন না।

দ্বিতীয় প্রমাণ;—মিতাক্ষরা ও প্রায়শ্চিত্তবিবেক, যাহার মতে সমুদায় ভারতবর্ষে এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা মান্য হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে। মিতাক্ষরা, যথা—

"ত্রৈবর্ণিকানাং জন্মপ্রভৃতি পৈষ্টীনিষেধঃ ব্রাহ্মণস্য তু মদ্যমাত্রনিষেধোঽপ্যুৎপত্তিপ্রভৃ

* এ স্থানে সুরা শব্দে পৈষ্টী মদিরাকে কহি।

ত্যেব রাজন্যবৈশ্যয়োস্তু ন কদাচিদপি গৌড়্যাদিমদ্যনিষেধঃ শূদ্রস্য তু ন সুরাপ্রতিষেধো নাপি মদ্যপ্রতিষেধঃ।”

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্ম অবধি পৈষ্টী সুরা নিষিদ্ধ হয়, আর ব্রাহ্মণের প্রতি জন্ম অবধি মদ্যমাত্রের নিষেধ, * ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি গৌড়ী প্রভৃতি মদ্যের কদাপি নিষেধ নাই অর্থাৎ রাগতও নিষিদ্ধ নহে; আর শূদ্রের প্রতি সুরা এবং মদ্য এ দুইয়ের একও নিষিদ্ধ নহে।

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক, যথা—

“তদেবং পৈষ্টীনিষেধস্ত্রৈবর্ণিকানাং গৌড়ী-মাধ্বী-নিষেধস্তু ব্রাহ্মণানামেব। তথা, রাজন্যাদীনান্তু গৌড়ীমাধ্বী-প্রভৃতি-সকল-মদ্যপানে ন দোষঃ।”

ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পৈষ্টী সুরাপান নিষিদ্ধ হয়; আর কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি গৌড়ী-মাধ্বীর নিষেধ হয়; কিন্তু গৌড়ী-মাধ্বী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মদ্যপানে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের দোষ নাই।

এই সকল দেদীপ্যমান শাস্ত্রের প্রমাণ বাক্য কি ঐ কায়স্থ মহাশয়ের অবোগ্য অন্নগ্রাহ্য হইবে? আর এরূপ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার নিন্দনীয় হয়, কি এ ব্যবহারকে যে নিন্দা করে, সে নিন্দনীয় হয়?

বিশেষতঃ ঐ কায়স্থ মহাশয় কহিয়া থাকেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জে ছিলেন। তথা হইতে গৌড়-রাজ্যে আইলেন; অতএব প্রত্যক্ষ কেন না দেখেন যে, কান্যকুব্জস্থ কায়স্থেরা এই শাস্ত্রপ্রমাণে পরম্পরানুসারে মদ্যপানে কদাপি পাপ জানে না।

যদি কেহ স্বলাভের উদ্দেশে মূর্খ ভুলাইবার নিমিত্ত শূদ্র কমলালয় ইত্যাদি গ্রন্থের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক শূদ্রের মদ্যপান-নিষেধবিষয়ে স্বকপোল-কল্পিত শ্লোক পাঠ করেন, তবে বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ মহাশয়কে বিবেচনা করা উচিত হয় যে, এরূপ শ্লোক যদি সমূল হইত, তবে প্রায়শ্চিত্ত বিবেককার ও মিতাক্ষরাকার যাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রের সামগ্রস্য করিয়া ব্যবস্থা সকল স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহার উল্লেখ করিয়া সমাধান করিতেন।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ধৃত যে বচন নহে, তাহার অর্থ-দৃষ্টিতে ইদানীন্তন কোন নূতন ব্যবস্থার কল্পনা যদি প্রমাণ হয়, তবে এক দুই শ্লোক কিংবা কতিপয় পত্রের কোন এক গ্রন্থ রচনা করিতে যাহার শক্তি আছে, সেও নানাবিধ নূতন ব্যবস্থার প্রচার করিতে পারে; কিন্তু তাহা বিজ্ঞ লোকের নিকট প্রথমতঃ গ্রাহ্য হইবে না এবং তাহার যোগ্য উত্তর ঐ প্রকার স্বকপোল-রচিত শ্লোক ও গ্রন্থের দ্বারা অন্য ব্যক্তিও কেন দিতে না পারেন।

এখন এই প্রতীক্ষায় রহিলাম যে, ঐ কায়স্থ মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর শীঘ্র লিখিবেন, কিংবা নিন্দা হইতে বিরত হইবেন।

* এ স্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি যে মদ্য নিষেধ করিলেন, তাহা অবিহিত মদ্য বিষয়ে জানিবে। যে হেতু, “সৌত্রামণ্যাং সুরাং গৃহ্নীয়াৎ” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “ন মাংসভক্ষণে দোষো” ইত্যাদি মনু-বচন ও নানাবিধ তন্ত্র-বচনের সহিত একবাক্যতা করিতে হইবে।

২৮৩

বজ্রসূচী।

—:০:—

পরমাত্মনে নমঃ।

বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনম্।
দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাম্॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাশ্চত্বারো বর্ণা ব্যবহ্রিয়ন্তে তেষাং "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" ইতি বচনাৎ ব্রাহ্মণস্বরূপং বিচার্য্যতে। কোঽসৌ ব্রাহ্মণো নাম, কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং বর্ণঃ কিং ধর্ম্মঃ কিং পাণ্ডিত্যং কিং কর্ম্ম কিং জ্ঞানমিতি।

তত্র জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি সর্ব্বস্য জনস্য জীবস্যৈকরূপত্বে স্বীকৃতে সর্ব্বজনস্যৈব হি ব্রাহ্মণত্বাপত্তিঃ শরীরভেদাত্তস্যানেকত্বাভ্যুপগমে ইদানীং ব্রাহ্মণরূপো যো জীবস্তস্যৈব কর্ম্মবশাচ্ছূদ্রাদিদেহসম্বন্ধে অব্রবর্ণত্বং নোপপদ্যেত অথবা ব্রাহ্মণত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণদেহস্থো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ব্রাহ্মণত্বং কেবলং ব্যবহারমূলকমেব ন তু পরমার্থতঃ কিঞ্চিদস্তীত্যঙ্গীকৃতং স্যাৎ, এবমজ্ঞাতজাতিকুলস্য ব্রাহ্মণচিহ্নধারিণঃ কস্যাপি শূদ্রস্য ব্রাহ্মণত্বেন পরিগৃহীতস্য ব্রাহ্মণত্বং কেন বার্য্যেত তেন সহ নিষিদ্ধৈকপংক্তিভোজনৈকশয্যাশয়নোপবেশনাদিভ্যঃ পাপোৎপত্তিঃ কেন বাধ্যেত তস্মাজ্জীবো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি চণ্ডালপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং দেহস্য ব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেত মূর্ত্তত্বেন জরামরণাদিধর্ম্মবত্ত্বেন চ তুল্যত্বাৎ ব্রাহ্মণঃ শতবর্ষং জীবতি ক্ষত্রিয়স্তদর্দ্ধং বৈশ্যস্তদর্দ্ধং শূদ্রস্তদর্দ্ধমিতি নিয়মাভাবাচ্চ, অপি চ দেহস্য ব্রাহ্মণত্বে পিতৃমাতৃশরীরদহনাৎ পুত্রাণাং ব্রহ্মহত্যাপাপমুৎপদ্যেত তস্মাদ্দেহো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অন্যচ্চ জাত্যা ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি অন্যেঽপি ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ পশবঃ পক্ষিণশ্চ জাতিমন্তঃ সন্তি, কিন্তেষাং ন ব্রাহ্মণত্বং? যদি চ জাতিশব্দেন শাস্ত্রবিহিতং ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীভ্যাং জন্মোপলক্ষ্যেত তর্হি বহূনাং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ-মহর্ষীণামব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেত, যস্মাৎ ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যা কৌশিকঃ কুশস্তম্বকেন বাল্মীকির্বল্মীকৈঃ মাতঙ্গো মাতঙ্গীপুত্রঃ অগস্ত্যঃ কলসোদ্ভবঃ মাণ্ডূক্যো মণ্ডূকোদরোৎপন্নঃ হস্তিগর্ভোৎপত্তিরচরঋষেঃ শূদ্রাণীগর্ভোৎপত্তির্ভারদ্বাজমুনেঃ ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াং বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়ায়ামিতি এতেষাং তাদৃশজন্মব্যতিরেকেণাপি সম্যক্ জ্ঞানবিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং শ্রূয়তে তস্মাজ্জাত্যা ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

বর্ণেন ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ সত্ত্বগুণত্বাৎ, ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ সত্ত্বরজঃস্বভাবত্বাৎ, বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ রজস্তমঃপ্রকৃতিত্বাৎ, শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণস্তমোময়ত্বাচ্ছূদ্রস্য। ইদানীং পূর্ব্বস্মিন্নপি চ কালে শ্বেতাদিবর্ণানাং ব্যভিচারদর্শনাৎ বর্ণো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অন্যচ্চ ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়াদয়োঽপীষ্টাপূর্ত্তাদিধর্ম্মকারিণো নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়ানুষ্ঠায়িনো বহবো দৃশ্যন্তে, তে কিং ব্রাহ্মণা ভবেয়ুঃ? তস্মাদ্ধর্ম্মো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অন্যচ্চ পাণ্ডিত্যেন ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি জনকাদি-ক্ষত্রিয়প্রভৃতীনাং মহাপাণ্ডিত্যং শাস্ত্রেষূপলভ্যতে, অধুনাপ্যন্যজাতীয়ানাং সতি কারণে পাণ্ডিত্যং সম্ভবত্যেব কিন্তু ন ব্রাহ্মণত্বং, তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

ধনুচ্চ কর্ম্মণা ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়-বৈশ্যশূদ্রাদয়োঽপি কন্যাদানগজপৃথিবীহিরণ্যাশ্বমহিষীদানাদ্যনুষ্ঠায়িনো বিদ্যন্তে ন তেষাং ব্রাহ্মণত্বং, তস্মাৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

কিন্তু করতলামলকমিব পরমাত্মাঽপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদিষড়্গুণশীলো দয়ার্জ্জবক্ষমাসত্যসন্তোষবিভবো নিরুদ্ধমাৎসর্য্যদম্ভসম্মোহো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে। তথা হি—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ। বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।" ইতি। অতএব ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। তদ্ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি," "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তীতি" "একমেবাদ্বিতীয়ং" "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধম্। তজ্জ্ঞানতারতম্যেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ তদভাবেন শূদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ।

ইতি শ্রীভগবৎপূজ্যপাদমৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য-বিরচিতে প্রথমনির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ।

পরমাত্মনে নমঃ।

বজ্রসূচীনাম গ্রন্থের ভাষা-বিবরণ।

অজ্ঞানের নাশ করেন, এমতরূপ বজ্রসূচী নামে শাস্ত্র কহিতেছি, যে শাস্ত্র অজ্ঞানীদের দূষণ আর জ্ঞানীদের ভূষণ হন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি, ইহা প্রথমতঃ বিচারণীয় হয়, যেহেতু, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু, ইহা শাস্ত্রে কহেন। ব্রাহ্মণ শব্দে কাহাকে কহি, কি জীবাত্মা, কি দেহ, কি জাতি, কি বর্ণ, কি ধর্ম্ম, কি পাণ্ডিত্য, কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান?

যদি বল, জীবাত্মা ব্রাহ্মণ হন, তাহাতে সর্ব্বপ্রকারে দোষ হয়। প্রথমতঃ, সর্ব্বপ্রাণীর জীবকে একস্বরূপ, স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রাণীর ব্রাহ্মণত্ব সম্ভব হইল। দ্বিতীয়তঃ, শরীর-ভেদে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন হন, ইহা অঙ্গীকার করিলে, ইহজন্মে যে জীব ব্রাহ্মণ আছেন, তেঁহ কর্ম্মাধীন জন্মান্তরে শূদ্র-দেহ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার শূদ্রত্ব তবে না হউক। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মণরূপে যে দেহকে ব্যবহার করা যাইতেছে, তাহাতে যে জীব আছেন, তিনি ব্রাহ্মণ হন, এমত কহিলে, ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহারমূলক হইল, পরমার্থতঃ কিছুই নহে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর ব্রাহ্মণবেশধারী কোন এক শূদ্র, যাহার জাতি ও কুল জ্ঞাতসার নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণরূপে আপনাকে ব্যবহার করাইয়াছে, তাহার ব্রাহ্মণত্ব কেন না হয় এবং তাহার সহিত একপঙ্‌ক্তিভোজন ও একশয্যা-শয়ন-উপবেশনাদি যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা করিলে পাপোৎপত্তির বাধক কি? অতএব জীবাত্মার ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বল, দেহ ব্রাহ্মণ হয়, তবে আচণ্ডাল মনুষ্য সকলের দেহ ব্রাহ্মণ হইল, যেহেতু, মূর্ত্তিতে ও জরা-মরণাদি ধর্ম্মেতে সকল দেহ তুল্য হয়। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ এক শত বর্ষ বাঁচেন, তাহার অর্দ্ধেক ক্ষত্রিয়, তাহার অর্দ্ধেক বৈশ্য, তাহার অর্দ্ধেক শূদ্র বাঁচেন, এমত নিয়মও নাই, যাহার দ্বারা অন্য দেহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-দেহের বৈলক্ষণ্য জানা যায়। আর দেহকে ব্রাহ্মণ কহিলে পিতা-মাতার মৃত দেহকে দাহ করিলে পুত্রের ব্রহ্মহত্যা-পাপের উৎপত্তি হউক; অতএব দেহের ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি জাতিকে ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষী সকলও এক এক জাতিবিশিষ্ট হয়, কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে।

যদি জাতি শব্দে জন্ম কহ অর্থাৎ শাস্ত্র-বিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম যাহার হয়, সেই ব্রাহ্মণ, তবে শ্রুতি-স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষিদের ব্রাহ্মণত্বে ব্যাঘাত হইল, যেহেতু, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী হইতে জন্মেন এবং পুষ্পস্তবক হইতে কৌশিব মুনি, উই-ঢিবি হইতে বাল্মীকি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ মুনি, কলস হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভে মাণ্ডুক্য, হস্তিগর্ভে অচর ঋষি, শূদ্রা-গর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, কৈবর্ত্তকন্যাতে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মেন। ইঁহাদের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক্‌প্রকার জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনিতেছি; অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বর্ণবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, এমত কহ, তবে সত্ত্বগুণপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণের শুক্লবর্ণ হওয়া আর সত্ত্বগুণ ও রজোগুণস্বভাব প্রযুক্ত ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ ও রজোগুণ-তমোগুণ হেতুক বৈশ্যের পীতবর্ণ আর শূদ্র তমোময়, এই হেতু তাহার কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত হয়; এক্ষণে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালেও শুক্লাদি বর্ণের স্থানে স্থানে বিপরীত দেখিতেছি; অতএব বর্ণবিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি ধর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপীকূপাদি-প্রতিষ্ঠা ও অন্য নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ হইবেন? অতএব ধর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, এমত কহ, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অনেকের মহা-পাণ্ডিত্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে এবং এক্ষণেও কারণ সত্ত্বে অন্য জাতীয়দেরও পাণ্ডিত্য হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে; অতএব পাণ্ডিত্য কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, এমত কহিলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতিও কন্যাদান, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব, পৃথিবী ও মহিষী-দানাদি কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব নাই; অতএব কর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ নহে।

কিন্তু করতলস্থিত আমলকীফলে যেমন নিশ্চয় হয়, তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম-দমাদি-সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান্ যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়, যেহেতু, শাস্ত্রে কহে, "জন্ম প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বসাধারণ শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন;" অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অন্য নহে, ইহা নিশ্চয় হইল। "যাহা হইতে এই সকল ভূতের জন্ম হয়, জন্মিয়া যাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করে এবং ম্রিয়মাণ হইয়া যাঁহাতে পুনর্গমন করে, তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।" "সকল বেদ যে ব্রহ্ম পদকে কহিতেছেন," "ব্রহ্ম একমাত্র দ্বিতীয়-রহিত হন" "নামরূপ হইতে যিনি ভিন্ন হন, তিনি ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্ম, যাঁহাকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র হয়, এই সিদ্ধান্ত।

ইতি শ্রীভগবৎপূজ্যাপাদ মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য-কৃত বজ্র-সূচী গ্রন্থের প্রথম নির্ণয় সমাপ্ত।

পাদরী ও শিষ্য-সংবাদ

এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরী ও তাঁহার তিন জন চীনদেশস্থ শিষ্যের পরস্পর কথোপকথন।

পাদরী তিন জন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে ভাই, ঈশ্বর এক কি অনেক?"

প্রথম শিষ্য উত্তর করিল, "ঈশ্বর তিন।"

দ্বিতীয় শিষ্য কহিল, "ঈশ্বর দুই।"

তৃতীয় শিষ্য উত্তর দিল, "ঈশ্বর নাই।"

পাদরী।—হায়, কি মনস্তাপ, সয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারীর ন্যায় উত্তর করিলে?

সকল শিষ্য।—আমরা জ্ঞাত নহি, আপনি এ ধর্ম্ম যাহা আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন, কিন্তু আমাদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় জানি।

পাদরী।—তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড।

সকল শিষ্য।—আপনার উপদেশ আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াছি এবং যাহাতে আপনার নিন্দাকর হয়, এমত বাঞ্ছা রাখি না। কিন্তু আপনার উপদেশে আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে।

পাদরী ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ, তাহাতে কিরূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ?"

প্রথম শিষ্য।—আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি-গোষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন, ইহাতে আমাদিগের গণনামতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন হয়।

পাদরী।—আহা, আমি দেখিতেছি, তুমি অতি মূঢ়। আমার অর্দ্ধেক উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছ, আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে, এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য।—যথার্থ, আপনি ইহাও কহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অনুমান করিলাম যে, আপনার ভ্রম হইয়া থাকিবে, এ নিমিত্তে যাহা আপনি প্রথমে কহিয়াছিলেন, তাহাকেই সত্য করিয়া জানিয়াছি।

পাদরী।—হা, এমত নহে, তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখন বিশ্বাস করিবে না এবং তাঁহাদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে, এমত জানিও না, কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য।—এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীনদেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

পাদরী।—ওহে ভাই, এ এক নিগূঢ় বিষয়।

প্রথম শিষ্য।—এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয় মহাশয়?

পাদরী।—এ নিগূঢ় বিষয়, কিন্তু আমি জানি না, কিরূপে তোমাকে বুঝাই এবং আমি অনুমান করি, এ গুপ্ত বিষয় কোনরূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না?

প্রথম শিষ্য হাস্য করিয়া কহিল, "মহাশয়! দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম্ম আমাদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।

পাদরী।—"আহা! স্থূলবুদ্ধির বাক্য এই বটে, চীনের দেশে প্রবল কলি আপন কর্ম্ম প্রকৃতরূপে করিতেছে।" পরে দ্বিতীয় শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন যে, "কিরূপে তুমি দুই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে?"

দ্বিতীয় শিষ্য।—অনেক ঈশ্বর আছেন, আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি সংখ্যার ন্যূন করিয়াছেন।

পাদরী—আমি কি তোমকে কহিয়াছি যে,ঈশ্বর দুই হয়েন? সে যাহা হউক, তোমাদিগের মূঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমাদিগের নিস্তার-বিষয়ে নিরাশ হইতেছি।

দ্বিতীয় শিষ্য।—সত্য বটে, আপনি স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে, ঈশ্বর দুই, কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই হয়।

পাদরী।—তবে তুমি এই নিগূঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় শিষ্য।—আমরা চীনদেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি, আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে, পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন বহু কাল হইল মারা গিয়াছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে, এক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন।

পাদরী।—"কি বিপদ্! এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হয়।" পরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে তোমরা দুই ভাই পাষণ্ড বটে, কিন্তু তুমি উহাঁদিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ, কোন্ আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে, ঈশ্বর নাই?"

তৃতীয় শিষ্য।—আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা কেবল এক হয়েন যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম। ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম, অন্য কথা আমি বুঝিতে পারি নাই; আপনি জানেন যে, আমি পণ্ডিত নহি, সুতরাং যাহা বুঝা যায়, তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে; অতএব এই অন্তঃকরণবর্ত্তী করিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খৃষ্টিয়ান নাম গ্রহণ করিছেন।

পাদরী।—এ যথার্থ বটে; কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর করিয়াছ, তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

তৃতীয় শিষ্য এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিল যে, 'দেখ, এই এক বস্তু বর্ত্তমান আছে, ইহাকে স্থানান্তর করিলে এ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবে।'

পাদরী।—এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এ স্থলে সঙ্গত হইতে পারে?

তৃতীয় শিষ্য।—আপনারা পশ্চিমদেশীয় বুদ্ধিমান্ লোক, আমাদিগের বুদ্ধি আপনাদিগের ন্যায় নহে, দুরূহ কথা আমাদিগের বোধগম্য হয় না, কারণ, পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খৃষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন, কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল, আরবের সমুদ্র-তীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই, ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি?

পাদরী।—আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করিব, কারণ, তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্ম্মকে স্বীকার করিলে না; অতএব তোমাদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল।

সকল শিষ্য।—এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, এমত ধর্ম্ম মহাশয় উপদেশ করেন, পরে কহেন যে, তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে, যেহেতু, বুঝিতে পারিলে না।

সংবাদ কৌমুদী।
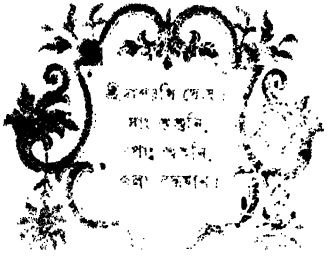
বিবাদ-ভঞ্জন।

পূর্ব্বপক্ষ পরপক্ষ কর নিরীক্ষণ।
পক্ষপাতশূন্য হয়ে কহিবে বচন ॥

এক স্থানে এক মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, সে স্থান চারিদিকে পথের সহিত সংলগ্ন, ঐ মূর্ত্তির হস্তে একখান ঢাল ছিল, তাহা সম্মুখে স্বর্ণময় এবং পশ্চাৎ রৌপ্যময়।

এক দিন দৈবাৎ দুই জন ঘোড়সওয়ার দুই দিক্ হইতে ঐ মূর্ত্তির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তি দেখে নাই। কতক্ষণ অবলোকন করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল যে,'এই ঢাল স্বর্ণময়,' দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তির অন্যদিকে দেখিতেছিল, সে তাহার কথা শুনিবামাত্র কহিল যে, 'এ কি স্বর্ণঢাল? যদি তোমার চক্ষু থাকে, তবে এ ঢাল রৌপ্যময়।' প্রথম ব্যক্তি কহিল যে, 'যদি আমি কখনও স্বর্ণ দেখিয়া থাকি, তবে এ অবশ্য স্বর্ণ-ঢাল।' দ্বিতীয় তাহাকে উপহাস পূর্ব্বক কহিল যে, 'এমন মাঠে অবশ্য স্বর্ণ-ঢাল রাখিবে বটে, আশ্চর্য্য এই যে, পথিকেরা কেন রৌপ্য-ঢাল লইয়া যায় নাই? যেহেতু, ইহার উপরে যে লিখিত আছে, তাহার দ্বারা জানা যায় যে, এই ঢাল তিন শত বৎসর এইখানে আছে।' স্বর্ণঢালবাদী দ্বিতীয় ব্যক্তি উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে দুই জন আপন আপন ঘোটক ফিরাইয়া ধাবনোপযুক্ত আয়ত স্থানে গেল ও আপন আপন অস্ত্র লইয়া পরস্পর আক্রমণ করিল, তাহাতে উভয়কে এমত আঘাত লাগিল যে, দুই জন আঘাতী কাতর হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রহিল। এই কালে একজন অতি শিষ্ট মনুষ্য পথে যাইতেছিল, সে তাহাদিগকে সেরূপ দুর্দ্দশা-প্রাপ্ত দেখিল, সে ব্যক্তি বনৌষধিতে পণ্ডিত ছিল ও আপনি এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল, সে ঔষধ তাহার সহিত ছিল, তাহা তাহাদের ক্ষততে লাগাইয়া তাহাদিগকে সজীব করিল। যখন তাহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল, তখন সে তাহাদিগকে বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। এক জন বলিল যে, 'এই ঘোড়সওয়ার কহে যে, এই ঢাল রৌপ্যময়।' দ্বিতীয় কহিল যে, 'এই ব্যক্তি কহে যে, ঢাল স্বর্ণের, এ কি চমৎকার!' তখন সে পথিক খেদ করিয়া কহিল যে, 'হায়! হে ভ্রাতারা! তোমরা দুই জন সত্য বুঝিয়াছ ও দুই জনই মিথ্যা বুঝিয়াছ, তোমরা একজনও যদি আপনার অ-দৃষ্ট দিক্ দেখিতে, তবে এত ক্রোধ ও রক্তারক্তি হইত না, যেহেতু, এই ঢালের এক দিকে স্বর্ণ ও অন্য দিকে রৌপ্য আছে। অতএব অদ্য তোমাদের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, ইহার দ্বারা তোমরা শিক্ষিত হও যে, তোমরা কোন বিষয়ের দুই দিক্ না দেখিয়া কদাচ বিরোধ করিও না, অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী এ উভয়ের যথার্থ অভিপ্রায় না বুঝিয়া এক পক্ষের প্রশংসা এবং অন্য পক্ষের নিন্দা করা মহতের নিকট কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হয়।'

প্রতিধ্বনি।

গুরু। এমত স্থান আছে যে, যেখানে অনেক প্রাচীর ও পর্ব্বত আছে, সেখানে শব্দ করিলে সেই শব্দ প্রথম প্রাচীরে কিংবা পর্ব্বতে ঠেকিয়া অন্য প্রাচীরে কিংবা পর্ব্বতে লাগে, তাহার মধ্যে যে লোক থাকে, তাহাদের সমসূত্রপাতে যে কয়েকবার গমনাগমন করে, সেই কয়েকবার প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়। স্কটলণ্ড দেশে এক প্রতিধ্বনি আছে যে, সেখানে তুরী দ্বারা শব্দ করিলে প্রতিশব্দের তিনবার প্রতিধ্বনি হয়। রোম নগরের নিকটস্থ দেশে যে প্রতিধ্বনি হয়, সে প্রতি কথায় পাঁচ বার প্রতিধ্বনি জন্মে। ইংলণ্ডে এক স্থান আছে, সেখানে দশ এগারবার এক শব্দের প্রতিধ্বনি হয়, ব্রসেল্‌স নগরে এক প্রকার প্রতিধ্বনি আছে, সে পোনের বার হয় এবং জর্ম্মণীর অন্যস্থানে অন্য হইতে এক আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি আছে, সে সামান্য প্রতিধ্বনিতে শব্দ নির্গত হইবার দুই তিন পল পরে প্রতিধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু সেখানে মুখ হইতে শব্দ নির্গত হইবামাত্র অতি স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনি হয় এবং পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কোন কোন সময়ে এমন বোধ হয় যে, ঐ প্রতিধ্বনি যে তোমার নিকটে আইসে ও কোন কোন সময়ে বোধ হয় যে তোমার নিকট হইতে যায়। কোন কোন সময়েতে যেখানে শব্দকালে প্রতিধ্বনি শুনা যায় ও অন্য সময়েতে প্রায় শুনা যায় না এবং সেখানে শব্দ করিলে তাহার নিকটবর্ত্তী জন এক প্রতিধ্বনি শুনে ও অন্য লোক সে শব্দ হইতে অনেক প্রতিধ্বনি শুনে।

ইংলণ্ড দেশে এক পণ্ডিত প্রতিধ্বনি দ্বারা স্থানের দূরত্ব মাপিয়াছিল, সে ব্যক্তি নদীর এক তীরে দাঁড়াইয়া শব্দ করিল ও দেখিল যে, সে শব্দের প্রতিধ্বনি কত পলের মধ্যে ফিরিয়া আইসে, তাহাতে সে নদীর আয়তনতা নিশ্চয় করিল।

অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি।

চুম্বকমণি এক প্রকার লৌহ, তাহার আশ্চর্য্য যে যে গুণ, তাহার স্থূল বিবরণ শুন।

যদি চুম্বকমণি কোন লৌহের অথবা ইস্পাতের নিকটবর্ত্তী হয়, তবে সেই লৌহ চুম্বকমণির অভিমুখে আইসে এবং যদি আর কোন ব্যবধান না থাকে, তবে সে মণি ও লৌহ কিংবা ইস্পাত উভয়ে একত্র মিলাইলে পুনর্ব্বার পৃথক্ করিতে বল অপেক্ষা করে।

চুম্বকমণিতে স্পষ্ট লৌহ-শিক যদি এমত রাখা যায় যে, সে মধ্যদেশে বদ্ধ থাকে, অথচ চতুর্দ্দিকে অবাধে ঘোরে, তবে কতকক্ষণ পরে সে এইমত স্থির হইয়া থাকিবে যে, এক মুখ উত্তরদিকে ও অন্য মুখ দক্ষিণদিকে হইবে, এই তাহার যে দুই মুখ, তাহার নাম, সে চুম্বক-লৌহের দুই কেন্দ্র, যেহেতু, সে দুই মুখ পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের অভিমুখে থাকে।

এই চুম্বকমণির উত্তর-দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকা যে স্বভাবসিদ্ধ গুণ, তাহার কেন্দ্রাভিমুখ্য মণির যে কেন্দ্রাভিমুখ্য স্বভাব, তাহার মধ্যে দুই আশ্চর্য্য বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ, চুম্বক-লৌহের উত্তর-মুখ নিশ্চয় উত্তরে থাকে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলে। দেড় শত বৎসর হইল, নিশ্চয় উত্তরে না গিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হেলিয়াছিল, তদবধি ক্রমে ক্রমে অত্যল্প পশ্চিমে চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যদি চুম্বক-লৌহ জালের উপরে এমত রাখা যায় যে, সে সমানে খেলে, তবে সে লৌহ আড়ে সমভাবে

থাকিবে না, কিন্তু উর্দ্ধগামী হয় ও আর মুখ অধোগামী হয়।

চুম্বকলৌহ উত্তর আর দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া থাকে, এই স্বাভাবিক গুণ। তাহাতে এমত দৃঢ়রূপে আছে যে, তাহার দক্ষিণমুখ কখনও উত্তরে যায় না ও উত্তরমুখ কখনও দক্ষিণে যায় না। দুই চুম্বকলৌহ যে স্বচ্ছন্দে রাখে, সে দুই পরস্পর যদি এইমত রাখা যায় যে, একটার দক্ষিণমুখ ও আর একটার উত্তরমুখ নিকটবর্ত্তী হয়, তবে দুই মুখ সংলগ্ন হইবে, কিন্তু যদি এমত রাখা যায় যে, দুইটার উত্তর-মুখ পরস্পর আসন্ন হয়, তবে দুইটাই অপদ্রাবক হয়।

চুম্বকমণির কেন্দ্রাভিমুখ্যরূপ যে গুণ, তাহার অন্য অন্য সকল গুণ হইতে সপ্রয়োজনক, যেহেতু, ইহার দ্বারা নাবিকেরা পথহীন সমুদ্রে পথ নিশ্চয় করিয়া জাহাজ চালাইতে পারে। ইহার গুণ জানিবার পূর্ব্বে নাবিকদের তারা ভিন্ন কোন পথ-নিশ্চায়ক বস্তু ছিল না এবং সমুদ্রের তীর হইতে অনেক দূর যাইতে তাহাদের সাহস ছিল না। যাহারা পৃথিবী খনন করিয়া ধাতু বাহির করে, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যায় ও ঐ চুম্বকমণির দ্বারা তাহাদের পথ-নিশ্চয় হয় এবং চুম্বকমণির দ্বারা পথিকেরা দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আপনাদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে। যদি চুম্বকমণি লুপ্ত হইত, তবে পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমাতে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা একবারে ভ্রষ্ট হইত এবং ঐ বাণিজ্য দ্বিরা পৃথবীস্থ লোকদের যে মহোপকার হইতেছে, সে এককালে লুপ্ত হইত।

চুম্বকমণি সকল লৌহ ও লৌহনির্ম্মিত সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে এবং যত কোমল ও শুদ্ধ লৌহ হয়, চুম্বকমণি তত অধিক আকর্ষণ করে। চুম্বকমণির যে আকর্ষণ-শক্তি, সে তাহার সর্ব্বাবয়বে তুল্য নহে, কিন্তু তাহার দক্ষিণ ও উত্তর-মুখে অর্থাৎ তাহার দুই কেন্দ্রে অধিক আকর্ষণ-শক্তি; তাহার দুই মুখ হইতে মধ্যস্থানে আকর্ষণ-শক্তি ন্যূন, ইহার দ্বারা চুম্বকমণির দুই কেন্দ্রাভিমুখ্য জানা যায়, নতুবা যখন অসংস্কৃত প্রকৃত চুম্বকমণি পাওয়া যায়, তখন তাহার কেন্দ্রাভিমুখ কোন্ স্থান, তাহা জানা যাইত না।

চুম্বকমণি কতক লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিতে পারে, এবং যে যে চুম্বকমণি সমান গঠন ও সমান পরিমাণ, তাহারা যে সমান লৌহ নিত্য আকর্ষণ করিতে পারে, এমত নহে। নিউটন নামে পণ্ডিতের একটি চুম্বকমণি ছিল, সে আপন পরিমাণ হইতে আড়াই শত গুণ ভারী লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিত। কিন্তু সামান্য চুম্বকমণি যদি পরিমাণে এক সের হয়, তবে দশ সেরের অধিক প্রায় তুলিতে পারে না। যদি একটা ক্ষুদ্র লৌহের এণ্টাল চুম্বকমণি আকর্ষণ করে, তবে সে এণ্টাল আপন নীচে আর এক লৌহের এণ্টালকে আকর্ষণ করে এবং কোন কোন সময়ে ঐ নীচের এণ্টাল তৃতীয় এণ্টালকে আকর্ষণ করে।

চুম্বকমণি ও লৌহ এই দুইয়ের মধ্যে যদি লৌহহীন কোন বস্তু ব্যবধান হয়, তথাপি মণির আকর্ষণশক্তির হানি হয় না। চুম্বকমণি হইতে একাঙ্গুল দূরে যদি লৌহ থাকে এবং ঐ উভয়ের মধ্যে কাঁচ ব্যবধান হয়, তবে অব্যবধানে যেমন চুম্বকমণি লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন সে ব্যবধান থাকিলেও করে। ইহার বিষয় আর এক আশ্চর্য্য কথা শুন, যদি চুম্বকমণির নিকটে কোন লৌহ থাকে, তবে চুম্বকমণির কিঞ্চিৎ গুণ ঐ লৌহে প্রবেশ করে এবং এইমত চুম্বকমণির গুণ লৌহে প্রবেশ করিলেও

চুম্বকমণির সে শক্তি হয় না। যে প্রকরণেতে চুম্বকমণির গুণ লৌহেতে আনা যায়, সে অতি দুর্জ্জেয় এবং অন্যকে বুঝান ভার, অতএব আমাদের এই পর্য্যন্ত নির্ব্বাচ্য যে, চুম্বকমণির গুণ লৌহেতে এমত জানা যায় যে, ঐ লৌহ চুম্বকমণির তুল্য কর্ম্মোপযোগী হয়। চুম্বকমণি যে আপন গুণ সামান্য লৌহকে দেয়, ইহাতেই চুম্বকমণি অতিশয় সপ্রয়োজনক হইয়াছে, যেহেতু, প্রকৃত এত চুম্বকমণি দুর্লভ।

চুম্বকমণির গুণ-হানি হইতে পারে। যদি অতি সুন্দর চুম্বকমণি যত্নপূর্ব্বক না রাখা যায়, তবে তাহার গুণ-হানি অবশ্য হয়। চুম্বকমণির উত্তরের মুখ যদি অনেক ক্ষণ দক্ষিণ-দিকে রাখা যায়, তবে তাহার সে গুণ নষ্ট হয় এবং যদি সে প্রকৃত চুম্বকমণি না হয়, কিন্তু তাহা হইতে প্রাপ্ত-গুণ লৌহ হয়, তবে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। আরও উষ্ণ জলে চুম্বকমণি নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ-হানি হয় এবং অত্যন্ত জলদগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। যদি দুই চুম্বকমণি একত্র এমত রাখা যায় যে, একটার দক্ষিণ-মুখ ও অন্যের উত্তর-মুখ নিকটে থাকে, তবে উভয়ের শক্তি-হানি হয়।

চুম্বকমণির এই এই আশ্চর্য্য গুণের প্রকৃত কারণ অদ্যাপি কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। অনেক জ্ঞানবান্ লোক ইহাতে যত্নপূর্ব্বক মনোযোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় কোন অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। সম্প্রতি সকলের মনে এই উদয় হয় যে, পৃথিবীর উপরের মধ্যে দক্ষিণ-ভাগে ও উত্তরভাগে এমন দুই স্থান অর্থাৎ কেন্দ্র আছে যে, তাহার আকর্ষণ-শক্তিতে চুম্বকমণির দুই মুখ দুই দিকে স্থির থাকে। চুম্বকমণির যে এই দক্ষিণ-উত্তরাভিমুখ্য গুণ, সে পৃথিবীর উপরে নহে, কিন্তু পৃথিবীর বাহিরেও তাহাদের এই স্বভাব। যাঁহারা বেলুন দ্বারা আকাশে উঠেন, তাঁহারাও এই নিশ্চয় করিয়াছেন, উর্দ্ধে যত দূর পর্য্যন্ত উঠা যায়, সেখানেও চুম্বকমণির শক্তিহানি হয় না এবং উত্তরদক্ষিণাভিমুখ্য গুণের কিছুই হানি হয় না।

এই চুম্বকমণি রোমান লোক কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অনুভূত এবং বহুকালাবধি হিন্দু লোক কর্ত্তৃকও জ্ঞাত ছিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণ-উত্তরাভিমুখ্য গুণ কেহই পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল না, সে গুণ কেবল পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর হইল, মার্কোপোল নামে এক ব্যক্তি চীন দেশে গিয়াছিল ও সেখানে চুম্বক-যন্ত্র দেখিয়া সেখান হইতে চুম্বকমণি ইউরোপে আনিয়াছিল, এইমত লোকে কহে, কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই। যেহেতু, চীনীয়েরা ইউরোপীয় লোক হইতে কি ইউরোপীয়েরা চীনীয়দের হইতে এই বিদ্যা পাইয়াছে এই বিষয়ে বিবাদ আছে। নাবিক ও আকরখনক ও পথিকদের উপকারার্থে চুম্বকমণি চুম্বক-যন্ত্রেতে দেওয়া যায়, তাহার আকার এক ফর্দ্দ কাগজের উপরে পৃথিবীর সকল দিক্ ও বিদিক্ ও উপদিক্ নিশ্চয় লিখিত থাকে, সেই কাগজের মধ্যস্থানে একটা ক্ষুদ্র আল রাখা যায়, পরে চুম্বকমণি স্পষ্ট এক সূচির মত করিয়া ঐ আলে এমত রাখা যায় যে, সে বদ্ধ অথচ অনায়াসে চারিদিকে খেলে এবং চতুর্দ্দিকের বায়ু তাহার উপরে না লাগিবার কারণ তাহার উপরে একটা কাঁচ দেওয়া যায়। যখন ঐ চুম্বক-সূচি উত্তরমুখে দুলিয়া দুলিয়া কাগজে লিখিত উত্তরদিকের উপরে স্থির হয়, তখন কোন্ স্থান কোন্ দিকে, তাহা নিশ্চয় জানা যায়। প্রত্যেক জাহাজে বড় এক চুম্বক-যন্ত্র সর্ব্বদা থাকে

এবং জাহাজের যে স্থানে অত্যল্প দোলান আছে, ঐ স্থানে চুম্বক-যন্ত্র রাখে। যখন নাবিকেরা কোন দিকে জাহাজ লইয়া যাইতে নিশ্চয় করে, তখন ঐ চুম্বক-যন্ত্র দ্বারা তাহারা অগম্য অথচ পথহীন সমুদ্রের মধ্যে উপরে গ্রহ, নীচে জলমাত্র দেখিয়াও নয় দশ হাজার ক্রোশ পৌঁছে।

যাহারা স্বীকার করে যে, ইউরোপের মধ্যে প্রথম চুম্বকযন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা বলে যে, ইউরোপের মধ্যে নাপল্‌স দেশে ফ্লাবিও জৈয়া নামে এক ব্যক্তি ১৩০২ সনে চুম্বক-যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই হেতু সে দেশের ধ্বজার স্বরূপ ঐ চুম্বক-যন্ত্র হইয়াছে।

মকর মৎস্যের বিবরণ।

মকর মৎস্য আমাদের জ্ঞানবিষয় তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বৃহৎ। তাহার মধ্যে কোন কোন মৎস্য পঞ্চাশ হাত লম্বা এবং শরীরের তৃতীয়াংশ তাহার মস্তক, তাহার পুচ্ছ নয় হাত লম্বা এবং তাহার ডানা চব্বিশ হস্ত আয়তন। তাহার চক্ষু বড় গরুর চক্ষুর মত এবং এমত স্থানে স্থাপিত যে, সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে পারে; মকরী নয় দশ মাস গর্ভবতী হইয়া অন্য মৎস্যের মত ডিম্ব প্রসব না করিয়া পশুর ন্যায় একটি শাবক প্রসব করে, ঐ শাবক আপন মাতার দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়। সমুদ্রে এক প্রকার শ্যামবর্ণ ও একাঙ্গুলি-পরিমাণ কীট আছে, মকর মৎস্য সেই কীট ভক্ষণ করে।

সমুদ্রের এই বৃহৎ জন্তুর অনেক অরি আছে। প্রথম উকুনের মত সমুদ্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহারা ঐ মৎস্যের চর্ম্মে সংলগ্ন হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও তাহার তৈল পান করে। তাহার দ্বিতীয় শত্রু কাঁকিলা মৎস্য, সে সর্ব্বদা মকরের পশ্চাৎ দৌড়ে ও যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই ক্ষুদ্র জন্তুকে দেখিলে ভয়ে মকর মৎস্য দূর হইতে অন্য দিকে পলায়, যেহেতু, মকরের আত্মরক্ষার্থ পুচ্ছ ব্যতিরেকে আর কোন উপায় নাই। ঐ পুচ্ছ দ্বারা সে শত্রুকে মারিতে চেষ্টা করে ও তাহাকে একবার পুচ্ছাঘাত করিলে তাহার সংহার হয়, কিন্তু কাঁকিলা মৎস্য সতর্করূপে তাহার আঘাত নিষ্ফল করে। কাঁকিলা মৎস্য উল্লম্ফন করিয়া মকরের উপর পড়িয়া আপনার সধার চঞ্চু দ্বারা তাহার শরীর বিদারণ করে; তৎক্ষণাৎ মকরের গায়ের রক্তেতে সমুদ্রের জল রক্তবর্ণ হয় এবং ঐ মহা জন্তু আপনার শত্রুকে আঘাত করিতে বৃথা চেষ্টা পূর্ব্বক আপন পুচ্ছ দ্বারা জলে আস্ফালন করে, তাহার প্রতি আঘাতে তোপের শব্দ হইতেও অধিক শব্দ হয়।

কিন্তু এই বৃহৎ মৎস্যের তাবৎ শত্রু হইতে মনুষ্য তাহাদের প্রধান শত্রু। তাহার অন্য শত্রুরা শত বৎসরের মধ্যে যত সংহার করিতে না পারে, মনুষ্য সংবৎসরের মধ্যে একাকী তত সংহার করে। মকর মৎস্য উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকটে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। মকর মৎস্য ধরিবার প্রথম উপক্রমেতে ঐ মৎস্যেরা অল্পকাল পর্য্যন্ত অকুতোভয় হইয়া সমুদ্রের খাড়িতে আসিত এবং তাহার তীরের নিকটেই প্রায় মারা যাইত; কিন্তু দেনমার্ক ও হলণ্ড ও ইংলণ্ড হইতে ঐ মৎস্য ধরিবার কারণ প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ যাওয়াতে সে মৎস্য ন্যূন হইয়াছে এবং এখন [illegible] ও গভীর জলে সর্ব্বদা থাকে।

এ মকর মৎস্য ধরার বিবরণ অত্যাশ্চর্য্য ও পৃথিবীতে অসম্ভব বিষয়। তাহার প্রকরণ এই,

—ঐ মৎস্য ধরিবার কারণ প্রতি জাহাজের সহিত ছয়খানি নৌকা থাকে, সেই প্রতি নৌকাতে ছয় জন দাঁড়ী ও অস্ত্র দ্বারা মৎস্য মারিবার কারণ একজন বর্শাধারী থাকে, দুই নৌকা জাহাজ হইতে কতক দূরে বরফের উপরে লাগান করিয়া ঐ মৎস্যের চৌকীতে থাকে এবং নৌকার বদলী চারি ঘড়ী অন্তর হয়। মকর মৎস্য দেখিবামাত্র ঐ দুই নৌকা তাহার পশ্চাতে দৌড়ে, ঐ মৎস্য জলে মগ্ন হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি এক নৌকা তাহার নিকটে পৌঁছে, তবে বর্শাধারী অস্ত্র তাহার উপরে নিক্ষেপ করে। সে মৎস্য যখন জলের নীচে যায়, তখন পুচ্ছ ঊর্দ্ধ করে, তাহাতে তাহার নীচে গমন অবধারিত হয়। ঐ মৎস্যকে আঘাত করিবামাত্র ঐ নৌকার লোকেরা জাহাজের লোকদিগকে জানাইবার কারণ আপনাদের এক দাঁড় নৌকাতে গাড়িয়া দেয়. ইহাতে ঐ জাহাজের চৌকীদার অন্য অন্য নৌকা সকলকে ঐ নৌকার সাহায্য করিতে শীঘ্র পাঠাইয়া দেয়

ঐ মকর মৎস্য আপনার উপর অস্ত্রাঘাত হইলে অতি বেগে দৌড়িয়া যায়। যে রজ্জু ঐ বর্শাতে বদ্ধ আছে, সে রজ্জু দুই শত ব্যাম লম্বা ও নৌকাতে অতি সুন্দররূপে চক্রাকার করিয়া রাখে যে, সে অবাধিতরূপে যাইতে পারে। প্রথমে মকর মৎস্য এমত বেগে যায় যে, নৌকার ঘর্ষণে অগ্নি জন্মিবার ভয়ে ঐ রজ্জুতে জলাভিষেক করে; কিন্তু সে মৎস্য দুর্ব্বল হইলে নাবিকেরা আর রজ্জু না ছাড়িয়া ঐ ক্ষিপ্ত রজ্জু আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে এবং ঐ দুই শত ব্যাম লম্বা রজ্জু যদি ফুরায়, তবে অন্য নৌকার রজ্জু আনিয়া তাহার সহিত সংলগ্ন করে। কোন কোন সময় এমত হয় যে, ঐ ছয় নৌকার রজ্জুর আবশ্যক হয়, কিন্তু প্রায় তিন নৌকার রজ্জুর অধিক অপেক্ষা হয় না। সে মৎস্য অধিকক্ষণ জলের মধ্যে থাকিতে পারে না, নিশ্বাস ত্যাগ করিবার কারণ জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং শ্রান্তিপ্রযুক্ত জলের উপরেই থাকে, সেই সময়ে অন্য নৌকা তাহার নিকট আসিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপরে সেই অস্ত্রক্ষেপ করে, সে তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার জলের নীচে যায়, কিন্তু পূর্ব্বকার হইতে অল্প বেগে চলে। যখন সে দ্বিতীয়বার উপরে উঠে, তখন আবার জলে প্রবেশ করিতে অপারগ হয় এবং অস্ত্র দ্বারা নাবিকেরা আঘাত করিয়া বধ করে। যখন তাহার মুখ হইতে সজল রক্ত নির্গত হয়, তখন তাহার আসন্ন মৃত্যু অবধারিত হয়।

মকর মরিলে তাহাকে জাহাজের সঙ্গে স্থূল রজ্জু দিয়া বান্ধে, আর এক দিকে উল্টাইয়া তাহার মস্তকে এক রজ্জু ও পুচ্ছে এক রজ্জু দিয়া বদ্ধ করে ও তাহার পৃষ্ঠ হইতে পিছলিয়া না পড়ে, এই নিমিত্ত আপন আপন পায়ে লোহের কাঁটা বান্ধিয়া তিন জন লোক তাহার উপরে চড়ে ও তাহাকে কাটে এবং তিন হাত স্থূল ও আট হাত লম্বা তাহার চর্ব্বি কাটিয়া জাহাজের উপরে উঠায়। তাহার সকল বাহির করিলে ওষ্ঠের রোম কুঠার দ্বারা ছেদন করে। এক মৎস্য হইতে আশী পিপা তৈল পাওয়া যায়, তাহার মূল্য আড়াই হাজার টাকা। সভ্য লোকেরা তাহার মাংস ভক্ষণ করেন না, উত্তর কেন্দ্রের নিকটে যে যে বন্য লোকেরা আছে, তাহারা পাইলে অতিশয় তুষ্ট হয় এবং তাহার তৈল অতিশয় মিষ্টজ্ঞানে পান করে। তাহারা যেখানে মৃত মৎস্য পায়, সেই স্থানে স্ত্রী-পুত্রসমেত বাস করিয়া ভক্ষণ করে, তাহা ফুরাইলে সেখান হইতে উঠিয়া যায়। এই মৎস্যবধার্থ প্রতিবৎসর ইংলণ্ড হইতে তিন শত জাহাজ যায় এবং এই ব্যবসায়ী লোকেরা প্রায় সকলেই লাভ করিয়া আইসে।

বেলুনের বিবরণ।

তাবৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে যে, লোকেরা আকাশপথে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এই অসম্ভব বিষয় যে সত্য হইবে, সে কেবল এই কালের কারণ। পূর্ব্বকালে যে বিষয় অদ্ভুত ও অবিশ্বসনীয়স্বরূপে গণিত ছিল, সে বিষয় এতৎকালীন বিদ্যা প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বসনীয় হইয়াছে। যে যন্ত্র দ্বারা এই আশ্চর্য্য আকাশযাত্রা হয়, তাহার নাম বেলুন।

সন ১৭৬৬ সতর শত ছেষট্টি সালে কাবেণ্ডিস সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে, আগ্নেয় আকাশ সামান্য আকাশ হইতে সাত গুণ লঘু। ইহার পর আর এক সাহেবের মনে হইল যেঁ, এক পিতল থৈলী আগ্নেয় আকাশে পূর্ণ করিলে সে অবশ্য উপরে উঠিবে, কিন্তু পরীক্ষাতে সে উত্তীর্ণ হইল না।

ইংলণ্ড দেশে এই নূতন সৃষ্টি সমাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে করিতে হঠাৎ শুনা গেল, ফ্রান্স দেশে সমাপ্ত হইয়াছে। ১৭৮২ সালে স্তিফন ও জন মঙ্গলফো নামে দুই ভ্রাতা এই বিষয় সিদ্ধ করিতে অতিশয় মনোযোগ করিলেন।

ধূম ও মেঘ এই উভয়ের আকাশ-গমন দেখিয়া বেলুনের কথা তাঁহাদের মনে আইল ও তাঁহারা এই ভাবিলেন যে, এক থৈলী ধূমে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে আকাশে উঠাইব। তাঁহারা অক্টোবর মাসে এক রেশমের থৈলী দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা প্রথম করিলেন, সে থৈলীর নীচে ছিদ্র করিয়া তাহার নীচে কাগজ লাগাইলেন, তাহাতে থৈলীর মধ্যস্থিত আকাশ পাতল হইল এবং ঐ থৈলী উঠিয়া গৃহের ছাদে ঠেকিল। সেইরূপ পরীক্ষা বাহিরে করিলে থৈলী পঞ্চাশ হস্ত উর্দ্ধে উঠিল। অনন্তর ইহা হইতে বড় থৈলীর পরীক্ষা করিলে তাহা যে রজ্জুতে বদ্ধ ছিল, সে রজ্জু ছিঁড়িয়া চারি শত হস্ত উর্দ্ধে উঠিল, ইহা হইতেও বড় আর একটা করা গেলে সে সাড়ে সাত শত হস্ত উঠে ও যেখানে উঠিয়াছিল, সেখান হইতে আট শত হস্ত অন্তরে গিয়া পড়িল। তাহার পর বৎসর দেখা গেল যে, ১৭৬৬ সনে অশ্বত্রিধারী বেলুন আপন ভার ভিন্ন আর আড়াই শত সের ভার লইয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারে। এইমত এক বেলুন নির্ম্মাণ করিয়া দেখা গেল যে, পঁচিশ পলের মধ্যে চারি হাজার হস্ত উর্দ্ধে উঠিল এবং যে স্থান হইতে উঠিল, সে স্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক দূরে পড়িল।

এই বিষয় জনরব হইলে ঐ দুই ভ্রাতা রাজধানী নগরে আহূত হইলেন এবং সেখানে তাঁহারা অনেক প্রকার পরীক্ষা করিতে করিতে শেষে রাজাকে দেখাইবার কারণ চল্লিশ হস্ত উচ্চ ও আটাইশ হস্ত আয়তন অতি বড় এক বেলুন প্রস্তুত করিলেন; ঐ বেলুনের সহিত এক টুকরি সংলগ্ন করিয়া বান্ধিল ও তাহাতে এক মেষ ও এক কুক্কুট ও এক হংস রাখিল। এই তিন পশু প্রথম আকাশযাত্রী হয়। ঐ বেলুন উঠিবার পূর্ব্বে বৃহৎ বায়ু দ্বারা তাহার বস্ত্র ছিন্ন হইল, কিন্তু সে এক সহস্র হস্ত উর্দ্ধে উঠিল এবং বিশ পলে আকাশ ভ্রমণ করিয়া যেখান হইতে উঠিয়াছিল, সেখান হইতে এক ক্রোশ দূরে পড়িল, ঐ তিন পশুর কিছু ক্ষতি হইল না।

এই এই পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে, বেলুনে মনুষ্য নির্ভাবনায় আকাশ-পথে গমন করিতে পারে; অতএব পিলাতর সাহেব আকাশযাত্রা করিতে সমত হইলেন; তন্নিমিত্ত এক বেলুন প্রস্তুত হইল ও তাহার নীচে অগ্নি-স্থান ও অগ্নি জ্বালাইবার দ্রব্য

আয়োজন হইল। তাবৎ যন্ত্রের পরিমাণ ত্রিশ মণ। ১৭৮৩ সালে ১৫ই অক্টোবর এই বেলুনের পরীক্ষা হইল এবং ঐ পিলাতর সাহেব আপনি বেলুনের নীচে বসিলেন ও তাহার মধ্যে আগ্নেয় আকাশ দেওয়া গেল, এবং সে সাহেব ছাপ্পান্ন হস্ত পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিলেন। এই প্রথমবার মনুষ্য-বংশ আকাশ-গমন করিল। কতক দিন পরে সেই বেলুন এক শত চৌয়ান্ন হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল, যখন বেলুন নামিতে লাগিল, তখন সাহেব অগ্নিতে জাল দিতে লাগিলেন, তাহাতে বেলুন আগ্নেয় আকাশেতে পূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার উঠিল। তাহার পরে সেই বেলুন দুই শত বিশ হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল এবং পারিস নগরের উপরে লোকেদের দৃষ্টিগোচরে উড্ডীয়মান হইয়া তেইশ পল থাকিল

ইহার পূর্ব্বে যত বেলুন হইয়াছিল, সে সকল বেলুন রজ্জু দ্বারা পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিত। ঐ সনে পিলাতর সাহেব এক আত্মীয় লোকের সহিত বিনা বন্ধনেতে বেলুনে উর্দ্ধে উঠিতে নিশ্চয় করিলেন। সকল প্রস্তুত হইলে ঐ আকাশ-যাত্রিকেরা বেলুন দ্বারা ৬২ পলে আড়াই ক্রোশ গমন করিলেন, তাহাতে কোন ব্যাঘাত জন্মিল না। পরে নাবিক বেলুন দ্বারা আকাশ-গমন শেষ হইল; যেহেতু, ইহার পরে অগ্নির স্থানে উদন্নাত বায়ুতে বেলুন পরিপূর্ণ করিলেন। ঐ উদন্নাত বায়ু তাহাদের অধিক আয়ত্ত ও তাহাতে কাষ্ঠাদির অপেক্ষা নাই।

ঐ উদন্নাত বায়ুর দ্বারা চার্লসও রবর্ট এই দুই সাহেব বেলুনের পরীক্ষা প্রথমে করিলেন অর্থাৎ রেশমের এক বেলুন প্রস্তুত করিয়া ঐ বায়ুতে পরিপূর্ণ করিলেন ও তাহার নীচে নল-নির্ম্মিতা সাড়ে পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও আড়াই হস্ত আয়ত এক নৌকা সংলগ্না করিয়া তাহার মধ্যে উপযুক্ত হিসাবে ভার রাখিলেন। ঐ যন্ত্র উর্দ্ধে উঠিলে আগ্নেয় আকাশ নির্গত হওয়াতে তাঁহারা যেমন বেলুন নামিতে দেখিলেন, তেমন বোঝাই কিঞ্চিৎ ফেলিয়া দিলে হাল্‌কা হইয়া ঐ বেলুন পুনর্ব্বার উপরে উঠিতে লাগিল। এই উপায় দ্বারা তাঁহাদের আকাশ গমনকালে তাঁহারা পৃথিবীর উপরে সমান ভাবে বেলুন রাখিলেন।

সাড়ে চারি দণ্ডের মধ্যে তাঁহারা সাড়ে তের ক্রোশ ভ্রমিয়া পৃথিবীতে নামিলেন। কিন্তু আগ্নেয়-আকাশ বেলুনে অবশিষ্ট ছিল, তৎপ্রযুক্ত চার্লস সাহেব দ্বিতীয়বার একাকী উর্দ্ধে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাঁহার ভ্রাতার অবরোহণে বেলুনের ভার এক মণ পঁচিশ সের ন্যূন হইল; তাহাতে এক দণ্ডের ন্যূন কালে তিনি ছয় হাজার হস্ত উঠিলেন, সেখানে তাবৎ বিশ্ব তাঁহার অদৃশ্য হইল। প্রথমতঃ তিনি আকাশ তপ্ত জ্ঞান করিলেন, কতক্ষণ পরে তাঁহার হস্তের অঙ্গুলী শীতেতে জড়ীভূত হইল, কিন্তু তিনি সেখানে যে সুশ্রী দর্শন করিলেন, তাহাতে তিনি সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার উঠিবার কালে সূর্য্য অস্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এত উর্দ্ধে পৌঁছিলেন যে, সূর্য্য পুনর্ব্বার তাঁহার দৃশ্য হইল এবং কতকক্ষণ পর্য্যন্ত নদী হইতে বাষ্প উঠিতে দেখিলেন। তিনি মেঘ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাঁহার এমত দর্শন হইল যে, মেঘ পৃথিবী হইতে উঠিয়া মেঘের উপরে আচ্ছাদন করিতেছে। অপর আকাশযাত্রাকালে আপন মিত্রদের নিকটে সওয়া দণ্ডের পরে আসিতে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি বেলুনের ক্ষুদ্র কপাট খুলিলেন ও আগ্নেয় আকাশ ছাড়িয়া দিলেন ও নামিতে লাগিলেন। কতকক্ষণ পরে তিনি এক মাঠে নামিলেন। তিনি সাত হাজার হস্ত পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন।

এই এই পরীক্ষার পরে ইউরোপের নানা দেশেতে অনেক লোক বেলুনে উঠিলেন। তাঁহাদের বিবরণ লিখিতে বৈরক্তি জন্মে, যেহেতু, তাহাতে অধিক বিশেষ নাই; এই প্রযুক্ত দুই তিন আশ্চর্য্য গমন মাত্র প্রকাশ করি।

১৭৮৪ সনে দুই জন সাহেব পৃথিবী হইতে আট হাজার ছয় শত ছেষট্টি হস্ত বেলুন দ্বারা উর্দ্ধে উঠিলেন।

কিছু কাল পরে ঐ চার্লস ও রবর্ট দুই ভ্রাতা বায়ুর প্রতিকূলে এবং আপনাদের ইচ্ছানুসারে দাঁড়ের দ্বারা বেলুন চালাইবার প্রত্যাশাতে পুনর্ব্বার বেলুনের পরীক্ষা করিলেন। তাঁহারা নয় শত বত্রিশ হস্ত উর্দ্ধে উঠিলে কতক বিদ্যুন্ময় মেঘ দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারা সঙ্কটগ্রস্ত না হইবার কারণ বেলুন নামাইতে ও উঠাইতে লাগিলেন, যেহেতু, বায়ু ঐ মেঘের প্রতি গমনশীল ছিল; কিন্তু তাঁহারা নিঃশঙ্কে সেই মেঘে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের গমনকালে এক দাঁড় নষ্ট হইল, কিন্তু অবশিষ্ট দাঁড় দ্বারা তাঁহাদের গমন কিঞ্চিৎ বেগে হইল। কতক উর্দ্ধে উঠিলে তাঁহারা বিরত হইয়া দাঁড় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দাঁড়ে কিছু উপকার দেখা গেল না। পরে পঁচাত্তর ক্রোশ চলিয়া সম্মুখে রাত্রি দেখিয়া নামিলেন। সেই যাত্রাতে এই নিশ্চয় হইল যে,বায়ুর প্রতিকূলগমন দুঃসাধ্য, কেবল কিঞ্চিৎ বক্র গমন মাত্র হইতে পারে।

সকল হইতে বেলুন দ্বারা যে সঙ্কট গমন, তাহা এই দুই সাহেব ও এক ফ্রান্সিস করিয়াছিলেন। তাঁহারা এমন বেগে উর্দ্ধে গমন করিলেন যে, সাড়ে সাত পলে মেঘেতে আচ্ছন্ন হয়েন এবং এমত ঘোর বাষ্পতে আবৃত হইলেন যে, পৃথিবী ও আকাশ তাঁহাদের অদৃশ্য হইল। এই বিপদ্‌কালে এক ঘূর্ণ বায়ু উপস্থিত হইয়া সে বেলুনকে ঘুরাইল ও উলট পালট করিল ও দিক্‌বিদিক ক্ষেপ করিল। তাঁহারা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন [illegible] তাহা চিন্তা করাও দুঃসাধ্য। [illegible] নীচে সমুদ্রের তরঙ্গের মত এক মেঘ অন্য মেঘের উপরে সংশ্লিষ্ট ছিল, তৎপ্রযুক্ত অদৃশ্য পৃথিবীতে পুনরাগমনের কোন পথ দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে বেলুনের আস্ফালন পলে পলে বাড়িতে লাগিল। অনন্তর নীচে হইতে একটি বৃহৎ বায়ু উঠিয়া ঝড়ময় বাষ্পের আবরণ হইতে তাঁহাদিগকে উর্দ্ধে ক্ষেপ করিল। তাহাতে তাঁহারা মেঘরহিত সূর্য্য দেখিতে পাইলেন। কিন্তু বেলুনমধ্যস্থিত আগ্নেয় আকাশের উপরে ভাস্কররশ্মি এমত লাগিল যে, তাঁহারা প্রতিক্ষণ ভাবিলেন যে, বেলুন ফাটিয়া যাইবে। এই প্রযুক্ত তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঐ বেলুনে দুই ছিদ্র করিলেন ও তাহা বর্দ্ধিষ্ণু হইলে তাহার দ্বারা আগ্নেয় আকাশ নির্গত হইল, তাহাতে তাঁহারা অতি শীঘ্র নামিলেন এবং হ্রদের মধ্যে পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহারা কিঞ্চিৎ বেলুনের ভার ন্যূন করিলেন, তাহাতে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া হ্রদের তীরে নামিলেন।

যে নির্ভয় যাত্রিক পিলাতর সাহেব প্রথম এই দুর্গম পথারোহণ করিয়াছিলেন, তিনি শেষে ঐ যন্ত্র দ্বারা মরিলেন। তিনি অর্দ্ধ পোয়া ক্রোশ উর্দ্ধে নিঃভাবনায় উঠিলে দেখা গেল যে, সে তাবৎ যন্ত্রে অগ্নি লাগিয়াছে, তাহাতে কোন শব্দ শুনা গেল না, কিন্তু ঐ বেলুনের তাবৎ রেশম একত্র জড় হইল এবং সে এমত শীঘ্র পৃথিবীতে পড়িল যে, সে অভাগ্য সাহেব ভূমিতে পড়িবামাত্র মরিলেন।

১৮০২ সনে ৮ই জুন তারিখে গার্নেরিন সাহেব ইংলণ্ডে বেলুনে উঠিলেন, তিনি

সকল হইতে বেগে গমন করেন, সাড়ে ছয় হাজার হস্ত পর্য্যন্ত উঠেন এবং দুই দণ্ডের মধ্যে ত্রিশ ক্রোশ চলেন।

যদি আপন আপন ইচ্ছানুসারে এবং বায়ুর প্রতিকূলে বেলুন চালাইবার কোন উপায় কখন মনুষ্যেরা পায়, তবে তাহার দ্বারা অশেষ উপকার হইতে পারে। ইদানীং কেবল বিহার ও বিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষা মাত্র তাহার কার্য্য। কতক বৎসর ফ্রান্সীয়ের ও এক জর্ম্মণীদের মধ্যে এক যুদ্ধকালে ফ্রান্সীয় সেনাপতি বেলুনের দ্বারা আকাশে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যের গমনাগমন-বৃত্তান্ত উপর হইতে লিখিয়া পাঠাইল। বিপক্ষেরা তাহাকে মারিতে গুলী উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিল; কিন্তু সে এতদূরে ছিল যে, গুলী তত দূরে পৌঁছিতে পারিল না। কল্পিত স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিলে সে দর্শনকারী নিরুদ্বেগ ও নির্ভাবনায় আকাশের শান্তিরাজ্য হইতে রণভূমিতে পরস্পর নাশক দুই সৈন্য দেখিল।

মিথ্যা-কথন।

মিথ্যাবাক্য কহাতে কেবল ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা করা হয়, কারণ, মিথ্যাবাদীরা পরমেশ্বরের আজ্ঞার বহির্ভূত এবং যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ হয়েন, তাঁহাদিগের উপর ঈশ্বর সন্তুষ্ট থাকেন, কারণ, নিষ্ঠেরা তাঁহার আজ্ঞাবহ। মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার পর আর অধর্ম্ম নাই, মিথ্যা কহা এমন ঘৃণার বিষয় যে, অত্যন্ত মিথ্যাবাদীরাও পরের মিথ্যা শুনিয়া নিন্দা করে। দেখ, যাহারা মিথ্যা কহে, তাহাদিগের দুই প্রকার দৌর্ভাগ্য, এক এই যে, মিথ্যাবাদী যদি সত্য কহে, তত্রাপি কেহ প্রত্যয় করে না। দ্বিতীয় এই যে, আপনাদিগের একটি মিথ্যা স্থির রাখিবার জন্য তাহাকে অনেক মিথ্যা দিয়া সাজাইতে হয়, ইহার অধিক বা আর প্রবঞ্চনা কি আছে?

এক ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, আমার সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমা হইতে বয়সে বড়, এমন আর দুই জনের সহিত আমি পাঠশালায় একত্র পড়িতাম। এক দিবস আমি পাঠশালায় যাই নাই, কেবল এই জন্য ঐ দুই জন আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যাকথা কিংবা আর কোন দোষ প্রযুক্ত আমাকে কেহ কখন তিরস্কার করিতে পারেন নাই। মিথ্যা-কথার প্রতি আমার স্বভাবতঃ এমন দ্বেষ আছে যে, যদ্যপি কোন অপরাধ করিতাম, তাহাতে বিচার-সঙ্গত শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকিতেও, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কহিতাম না, বরং সে জন্য নিগ্রহ-ভোগও স্বীকার ছিল, তথাপি মিথ্যা কহিয়া মনের মালিন্য জন্মাইতাম না। দেখ, এই মত অবলম্বন করিয়া অবধি অদ্যাপি অন্যথা করি নাই।

আরিস্তাতিল নামে এক ব্যক্তি পরম জ্ঞানবান্ ছিলেন। তাঁহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিল যে, 'মিথ্যা কহিলে কি হয়?' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'মিথ্যা কহিলে এই হয় যে, সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না।' এপোলোনী নামে অন্য এক ব্যক্তি জ্ঞানবান্ কহিতেন যে, যে সকল লোক মিথ্যা কহিয়া অপরাধী হয়, তাহাদিগকে বিশিষ্ট লোকের মধ্যে গণনা করা যায় না, যাহারা দাস্য-কর্ম্ম করিয়া প্রাণ বাঁচায়, তাহাদিগের মধ্যেও মিথ্যাবাদীরা ঘৃণিত হয়।

মেণ্ডরিস নামে এক বালকের স্বভাব বড় ভাল ছিল এবং সে সদ্বংশোদ্ভব বটে। কিন্তু নিয়ত মন্দ লোকের সহবাসেতে তাহার মিথ্যা কহিবার অভ্যাস অতিশয় জন্মিয়াছিল,

এই নিমিত্ত আত্মীয় লোকেরা কেহ তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া তুচ্ছ করিত। সত্যের অন্যথাচরণ করিয়া এইরূপ পাপভোগ তাহার প্রতিদিন হইত।

ঐ মেণ্ডক্লিসের এক অপূর্ব্ব বাগান নানা প্রকার ফুল-ফলেতে পূর্ণ ছিল, তাহারই পারিপাট্যেতে সে সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত থাকিত। দৈবাৎ একদিন একটা গরু বেড়া ভাঙ্গিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম ফলের পাঁচ বৃক্ষ নষ্ট করিল। মেণ্ডক্লিস ঐ ক্ষতিকারী গরুটাকে আপনি তাড়াইতে না পারিয়া শীঘ্র একজন মালীর নিকটে গিয়া কহিল যে, 'ওহে ভাই মালী, একটা গরুতে আমার বাগানের বৃক্ষ নষ্ট করিতেছে, অতএব তুমি যদি একবার আইস, তবে তাহাকে দুজনে তাড়াই।' মালী কহিল, 'আমি পাগল নহি,' অর্থাৎ তাহার কথায় প্রত্যয় করিল না।

এক দিবস ঘোড়া হইতে পড়িয়া মেণ্ডক্লিসের পিতার হাঁটু ভাঙ্গিয়া গেল, পরে মেণ্ডক্লিস আপন পিতাকে ভূমিতে পতিত ও অচেতন দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে আপনি কোন উপায় না করিতে পারিয়া লোকদিগের নিকটে গিয়া পিতার বিপদ্‌-সমাচার কহিতে লাগিল। কেন না, যদি কেহ আসিয়া উপকার করে; কিন্তু মেণ্ডক্লিসকে সবাই অত্যন্ত মিথ্যাবাদী জানিয়া তাহার কথায় কেহই বিশ্বাস করিলেন না। পরে মেণ্ডক্লিস কোন উপায় না পাইয়া অতি কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, সে স্থানে তাহার পিতা নাই। পশ্চাৎ শুনিল যে, কোন এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার পিতাকে লইয়া শুশ্রূষা করিতেছে। তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। মেণ্ডক্লিস এক দুরন্ত বালকের মিথ্যা অখ্যাতি করিয়াছিল, এই আক্রোশে ঐ দুরন্ত বালক কোন কোন দিন মেণ্ডক্লিসকে পথি-মধ্যে পাইয়া নির্ঘাত মারিত।

বিচার-জ্ঞাপক ইতিহাস।

নওসেরওঁ খাঁ নামক পূর্ব্বকালের এক বাদসাহ যথার্থ বিচার জন্য অত্যন্ত খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। তাঁহার বিচারবিষয়ক বৃত্তান্ত এবং দৃষ্টান্ত অনেক অনেক পারস্য গ্রন্থমধ্যে বিন্যাসিত আছে। এক দিবস একজন মন্ত্রী তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল যে, অমুক প্রদেশের কৃষিব্যবসায়িবর্গ যদর্থে আনীত, তদপরাধে সেসর্গ স্ব স্ব কর্ম্মকারীদিগকে উৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে নিরপরাধী বোধ করিতেছে। বাদসাহ উত্তর করিলেন যে, ইহা কোন মতে সম্ভাবিত হয় না যে, অস্ত্র দ্বারা লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়া অস্ত্রের উপর দোষ দিয়া আপনি নির্দোষী হইতে পারে। ইহার অভিপ্রায় যে, এক ব্যক্তি আপন স্বামীর অনুজ্ঞানুসারে এক ব্যক্তিকে সংহার করিয়াছিল। তাহার পক্ষে একজন মুসলমান শাস্ত্রের ব্যবস্থাবিশেষ এই অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভৃত্য কেবল অস্ত্রের ন্যায় হয়; সুতরাং এই সংহারের পরিবর্ত্তে স্বামীকে সংহার করা এবং ভৃত্যকে বন্ধনালয়ে রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্য এক বচন আছে যে, 'যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে, সেই স্বয়ং তাহার ফলভোগী হয়।' এই বচন-প্রমাণে সিদ্ধান্তকর্ত্তারা এই নিয়মের বিপরীত অনুমতি করিয়াছেন যে, যে ভৃত্যের হস্তে মস্তকচ্ছেদন হয়, তাহার মস্তকচ্ছেদ করা এবং যাহার আজ্ঞায় সংহার করে তাহাকে চিরকালের নিমিত্ত বন্ধনালয়ে রাখা উচিত। কিন্তু এই উভয় মতের একটা কারণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যদ্যপি স্বামী আপন ভৃত্যকে প্রাণবধের আশঙ্কা দেখাইয়া

বাধিত করিয়া কাহারও প্রাণ-হননে প্রবৃত্ত করেন, তবে সে স্বামী প্রাণ-হননের উপযুক্ত বটে।

ইতিহাস।

অনেক মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গে' এক দিবস আপন বাদসাহকে জিজ্ঞাসা করিল যে, 'হে বাদসাহ, আপনি সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন যে, বাদসাহদিগের কর্ত্তব্য এই যে, যে কোন ব্যক্তি সমীপাগত হইবার' জন্ত দ্বারে উপস্থিত হয়, অবকাশকালে দ্বারপাল তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ না করে, এতাদৃশ আজ্ঞার তাৎপর্য্য কি?' বাদসাহ উত্তর করিলেন, 'লোক সকলকে সমীপাগত হইতে বঞ্চিত করিলে পর তাহারা মনে মনে অনেক অভরসা পাইবে; সুতরাং অন্য বাদসাহের শরণাপন্ন হইতে তাহাদের অবশ্য ইচ্ছা হইতে পারে।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্যকে বশীভূত এবং আপ্যায়িত করণে কি ফল, তাহা ঐ বাদসাহ জানিতেন। যে ব্যক্তি পরোপকারে রত এবং ক্ষমতাবান্ হয়েন, তাঁহার উপকারাকাঙ্ক্ষী লোকদিগকে নিকটে আসিতে দিবাতে কি শঙ্কা?

ব্রহ্ম-সঙ্গীত

ওঁ তৎ সৎ।

ধ্রুবপদ।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।

চিতান।

সে অতীত-গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়,

রূপের প্রসঙ্গ তার, কিরূপে সম্ভবে।

অন্তরা।

ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,

ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ,

সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে॥ ১ ॥

ধ্রুবপদ।

দেখ মন এ কেমন আপন অজ্ঞান।

আমি যারে বল তার না পাও সন্ধান॥

চিতান।

সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার,

অথচ না জান তার কেমন প্রকার,

অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান॥ ২ ॥

ধ্রুবপদ।

এ কি ভুল মন!

দেখিবারে চাহ যারে না দেখে নয়ন।

চিতান।

আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে,

যে ব্যাপিল আকাশেরে,

আকাশের মাঝে তারে আনা এ কেমন।

অন্তরা।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত,

তারে দোলাইতে কত করহ যতন।

পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয় নরে,

চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন॥ ৩ ॥

ধ্রুবপদ।

নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা,

নাহি হয় সম্ভাবনা।

চিতান

অচিন্ত্য উপাধি-হীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,

যত সব অর্ব্বাচীনে করয়ে কল্পনা।

অন্তরা।

পদার্থ ইন্দ্রিয়পর, বিভু সর্ব্ব-অগোচর,

বেদ-বিধির অন্তর, মন জান না।

বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি,

শ্রবণ মনন তাঁরি, কর সূচনা॥ ৪ ॥

ধ্রুবপদ।

নিরঞ্জনের নিরূপণ, কিসে হবে বল মন,

সে অতীত-ত্রৈগুণ্য।

চিতান।

ন ষণ্ড পুমান্ শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি,

অতিক্রান্ত ভূতপংক্তি, সমাধান শূন্য।

অন্তরা।

কেহ হস্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতির্ম্ময়,

কেহ বা আকাশ কয়, কেহ কহে অন্য।

সে সব কল্পনা মাত্র, বার বার কহে শাস্ত্র,

এক সত্য বিনা অত্র, অন্য নহে মান্য॥ ৫ ॥

ধ্রুবপদ।

জান ত বিষয়ে মন প্রপঞ্চ সব।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব॥

চিতান।

হইয়া আশার দাস, করে নানা অভিলাষ,

না কাটিলে কর্ম্মপাশ, সকলি অশিব।

অন্তরা।

একেতে ভাবিয়া ভঞ্চ, কল্পনা করিয়া পঞ্চ,

সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ কি বোধ তব।

না করো সত্যেতে প্রীত, কর্ম্মজালে বিমোহিত,

বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব॥ ৬ ॥

ধ্রুবপদ।

মন তোরে কে ভুলালে হায়।

কল্পনারে সত্য করি জান এ কি দায়।

চিতান।

প্রাণ দান দেহ যাকে, যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়।

অন্তরা।

কখন ভূষণ দেহ কখন আহার,
ক্ষণেকে স্থাপহ ক্ষণে করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে, সমুখে নাচাও তারে,
এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায় ॥৭॥

ধ্রুবপদ।

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার।

চিতান।

যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কেবা আন কাকে, এ কি চমৎকার।

অন্তরা।

অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে,
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার।
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার ॥ ৮ ॥

ধ্রুবপদ।

দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেনে কারণ।
একের সত্তায় হয় যে কিছু সৃজন।

চিতান।

পঞ্চদ্রব্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন,
সকলের সে কারণ, জীবের জীবন।

অন্তরা।

গন্ধগুণ দিয়া ধরায় অপে আস্বাদন,
অনিলেতে স্পর্শ আর তেজে দরশন।
শূন্যে শব্দ সমর্পিয়া, বিশ্বেরে আশ্রয় হইয়া,
সর্ব্বান্তরে ব্যাপিয়া, আছে নিরঞ্জন ॥ ৯ ॥

ধ্রুবপদ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায়।

চিতান।

সে অতীত-ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনাশূন্য,
ঘটে পটে যত মান্য, সে কেবল কথায়।

অন্তরা।

দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন,
প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদায়।
ত্যজিয়া বাস্তব বোধ, করে অন্য অনুরোধ,
মোক্ষপথ হয় রোধ, হায় হায় হায় ॥ ১০ ॥

ধ্রুবপদ।

দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয় ॥

চিতান।

হংসরূপে সর্ব্বান্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে,
সে বিনা কে আছে ওরে এ কোন্ নিশ্চয়।

অন্তরা।

স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব যম,
প্রত্যেকেতে যথা ক্রম, যাতে লীন হয়।
কর অভিমান খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈত গর্ব্ব,
একাত্মা জানিবে সর্ব্ব,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময় ॥ ১১ ॥

ধ্রুবপদ।

মন রে ত্যজ অভিমান।
যদি রে নিশ্চিত জ্ঞান হবে না এ প্রাণ।

চিতান।

কিবা কর্ম্ম কেবা করে, মন তুমি জান না রে,
ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান।

অন্তরা।

অভ্যাস করিলে আগে, বিষয়-ব্যাপার যোগে,
আছ সেই অনুরাগে, করে অহং জ্ঞান।
আর কি কর হে মান্য, এক সত্য বিনা অন্য,
ত্রিলোক জানিবে জন্য, বেদের প্রমাণ ॥ ১২ ॥

ধ্রুবপদ।

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যেরে ভয়।
যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয় ॥

অন্তরা।

জড় ছিলে সচেতন যে করে তোমারে,
পুনর্ব্বার ক্ষণমাত্রে নাশিবারে পারে,
জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৩ ॥

ধ্রুবপদ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান।
উচিত হয় এই ভাবিতে আপনারে যন্ত্রজ্ঞান ॥

চিতান।

ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন।
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন।
তোমারে নিযোজিত যে করে
তার তো পাও প্রমাণ ॥ ১৪ ॥

ধ্রুবপদ।

ভুলো না নিষাদ কাল,
পাতিয়েছে কর্ম্মজাল,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ।

চিতান।

দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু-ফল,
গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ।

অন্তরা।

ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন,
নিত্য-সুখ-জ্ঞানারণ্যে করহ গমন।
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দে বিহঙ্গ ॥ ১৫ ॥

ধ্রুবপদ।

পরমাত্মায় মন রে হও রত।
বেদ-বেদান্ত সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত ॥

অন্তরা।

বিধি বিষ্ণু বল যাঁরে,
কালে শেষ করে তাঁরে,
গুণত্রয় বুঝ না রে,
স্মর পরমেশ্বরে ত্রিগুণাতীত ॥ ১৬ ॥

ধ্রুবপদ।

চৈতন্যবিহীন জন, নিত্যানন্দ পাবে কেন,
আকাশ-পুষ্পের ন্যায় কল্পনায় সদা মন।

চিতান।

কেবা এ মন্ত্রণা দিলে, অনিত্যেতে প্রবর্ত্তিলে,
আত্মতত্ত্ব মর্ম্ম জান
কর্ম্ম মিথ্যা কর জ্ঞান ॥ ১৭ ॥

ধ্রুবপদ।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব,
ভ্রম-পথে ভ্রম অকারণ।

চিতান।

দেহ রথ আত্মা রথী বুদ্ধি কর সারথি,
ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশরজ্জু মন।

অন্তরা।

বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ-পথ আশ্রিয়ে,
মায়া জিনি ব্রহ্ম-ভাবে কর অবস্থান ॥ ১৮ ॥

ধ্রুবপদ।

সে কোথায় কার কর অন্বেষণ।
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র পূজা স্মরণ মনন।

চিতান।

অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে,
ক্ষণে আন ক্ষণে তাঁরে কর বিসর্জ্জন।

অন্তরা।

কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম,
গুণাতীত পরব্রহ্ম, সকল কারণ।
জ্ঞানে যত্ন নাহি হয়, পঞ্চে করি নিশ্চয়,
সে পঞ্চ প্রপঞ্চময় না জান কি মন ॥ ১৯ ॥

ধ্রুবপদ

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়।
বিশ্ব যাঁর ছায়া হয়, তুলা নাহি শাস্ত্রে কয়,
সাদৃশ্য দিব কোথায়।

চিতান।

যদ্যপি চাহ জানিতে, ঐক্য-ভাব করি চিতে,
চিন্তহ তাঁহায়।
পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা ভান,
নাহি কোন অন্য উপায় ॥ ২০ ॥

ধ্রুবপদ।

এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে।
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্ব্বান্তরে।

চিতান।

সূর্য্যেতে প্রকাশ তেজে রূপ করে স্থিতি,
শশিতে শীতলতা জগতে এই রীতি,

তোমাতে যে আত্মারূপে প্রকাশ
সেই ব্যাপ্ত চরাচরে ॥ ২১ ॥

ধ্রুবপদ।

কোথায় গমন, কর সর্ব্বক্ষণ,
সেই নিরঞ্জন অন্বেষণে।
ফলশ্রুতি বাণী হৃদয়েতে মানি,
প্রফুল্ল আনি আপন মনে।

অন্তরা।

সর্ব্বব্যাপী তাঁর আখ্যা,
এই সে বেদের ব্যাখ্যা,
অন্যথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে ॥ ২২ ॥

ধ্রুবপদ।

অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর এ কি অনুষ্ঠান।
পরাৎপর করি পর অপরে পরম জ্ঞান।

অন্তরা।

জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার,
অসত্য বাণিজ্য তাহে না দেখি সুসার,
অবিবেকে ত্যজি তত্ত্ব অতত্ত্বে যথার্থ ভান॥২৩॥

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বর মন আমার।
আর কি কর চিন্তা ভবে সেইমাত্র সার।

অন্তরা।

সঙ্গ করি তত্ত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বময় তাঁরে নিত্য মানি, ত্যজ আশা অহঙ্কার ॥ ২৪ ॥

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল-কারণ, বিভু বিশ্ব-নিকেতন। বিকার-বিহীন, কাম-ক্রোধ হীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন।

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর। শক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচর।

অনন্ত অপার, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময়। উপমা-রহিত, সর্ব্বজনহিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।

সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে যাঁর। জলবিন্দূপরি, শিল্পকার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার।

পশু পক্ষী নানা, জন্তু কে গণনা, যাঁহার রচনা হয়। স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেইরূপে সব রয়।

আহার উদরে, দেন সদাকারে, জীবের জীবন-দাতা। রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, পান হেতু বিশ্বপাতা।

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় যাঁর নিয়মেতে। সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর, ভাব মনে বিধিমতে ॥ ২৫ ॥

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাই যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ২৬ ॥

ধ্রুবপদ।

জান ত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব। হইয়া আশার দাস, কর নানা অভিলাষ না কাটিলে কর্ম্ম-পাশ, সকলি অশিব।

একেতে করিয়া তর্ক, সত্য জান এ প্রপঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ কি বোধ তব। না করে সত্তেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব ॥ ২৭ ॥
—নী, বো।

ধ্রুবপদ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান। উচিত হয় এই করিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট

মন। তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন। তোমারে নিয়োজিত যে করে তার ত পাও সন্ধান ॥ ২৮ ॥—গৌ, স।

ধ্রুবপদ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি রূপায়। দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়। সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি-কল্পনা-শূন্য, ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।

মা কুরু ধন-জন যৌবন-গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্। মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥

নলিনী-দলগত-জলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলম্। ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ, শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ। কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণী-রক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ২৯ ॥—নী, বো।

ধ্রুবপদ।

কেন সৃজন লয়-কারণে ভজ না। হবে না হবে না জনন-মরণ-যাতনা। দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান, কূপেতে পতিত হয়ে মজো না। অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ, নির্গুণ বিশেষ বোঝ না। ॥৩০॥ —কৃ, ম।

ধ্রুবপদ।

কেমনে হব পার, সংসার-পারাবার, বিনা জ্ঞান-তরণি বিবেক-কর্ণধার। শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ-কলস, কর্ম্মগুণে সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার। ঘোরতর মায়াতম, আশা-পবন বিষম, প্রবৃত্তি-তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বার বার। নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা, কাম ক্রোধ লোভ জলচর দুর্নিবার ॥ ৩১ ॥—কৃ, ম।

ধ্রুবপদ।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে। সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়, যাহার বর্ণনে [illegible]। [illegible] [illegible] এই মাত্র সিদ্ধান্ত জানিবে। ৩২।

ধ্রুবপদ।

এই ছিল এই হবে এই বাসনায়। দিবা-নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়। মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে, না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্। ৩৩।

ধ্রুবপদ।

আরে মন কি এত অনুচিত, নিজ হিতাহিত বোঝ না। বিষয়-আসব, পান-সমুদ্ভব, প্রমোদ নহে সে যাতনা। ধন জন সর্ব্ব, যৌবনের গর্ব্ব, ক্ষণে হবে খর্ব্ব, জান না। আমি বল যাঁরে, না চেন তাঁহারে, মিছা অভিমান কর না ॥ ৩৪ ॥—কৃ, ম।

ধ্রুবপদ।

কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন। করিতে যাঁহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রুতি, স্মৃতি দর্শন। নিরাধার বিশ্বাধার, নির্বিশেষ নির্বিকার, চিদাভাস অবিনাশ বুদ্ধিগম্য নন। শুন শান্তচিত্ত জন, সে তো জীবের জীবন, মনের সে মন। ৩৫ ॥ কৃ, ম।

ধ্রুবপদ।

বিনাশ অজ্ঞান রিপু প্রবোধ আমার। জ্ঞানোদয়ে সুখোদয় হইবে অপার। দেহ-রথে করি স্থিতি, জীবাত্মা তাহাতে রথী, লক্ষ্য কর বাদী প্রতি, ভয় কি তোমার। অশ্ব দশেন্দ্রিয় তাতে, মনোরূপ রজ্জু হাতে, নিবার বিষয়-পথে, আশা অনিবার।

বস্তু-বিচারণ বাণ, কর সদা সুসন্ধান, ইথে না পাইবে ত্রাণ, রিপু-কুল আর॥ ৩৬॥
—রা, দ।

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে। বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায়-সাধনে। বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে॥ ৩৭॥

ধ্রুবপদ।

শুন তো ভ্রান্ত অশান্ত মন দিন তো মিছা গেল বয়্যা। ইন্দ্রিয় দণ, হতেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস, যায় ফুরায়্যা।

এ'কি অনুচিত, সত্যে নাই প্রীত, বিষয়ে মোহিত রয়্যাছ হয়্যা। সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর, অন্তরে অন্তর আছ ভাবিয়্যা।

সৃজন পালন, করেন নিধন, তিনি সে কারণ, দেখ ভাবিয়া। শ্রবণ মনন, কর সর্ব্বক্ষণ, সত্য-পরায়ণ, থাক রে হয়্যা॥ ৩৮॥
—নী, ধো।

ধ্রুবপদ।

অহে পথিক শুন, কোথায় কর গমন, নিবাসে নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ। যে দেখ ইন্দ্রিয়গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম, আত্মতত্ত্ব নিজ ধাম, কর তার অন্বেষণ। পঞ্চভূতময় দেশে, ষড়্ভূতের উপদেশে, ভ্রম কেন অনুদ্দেশে, দেশে দ্বেষ কি কারণ॥ ৩৯॥—নী, হা।

ধ্রুবপদ।

সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথায় কর অন্বেষণ, অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ। যে বিভু করে যোজন, কর্ম্মেতে ইন্দ্রিয়গণ, মাজিয়া মন-দর্পণ, তাঁরে কর দর্শন॥ ৪০॥

ধ্রুবপদ।

দেখ মন, এ কেমন আপন অজ্ঞান। আমি যারে বল তার না পাও সন্ধান। সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ না জান তারে কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান॥ ৪১॥

ধ্রুবপদ।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব, ভ্রম অকারণ। দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধি কর সারথি, ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশ কর মজ্জন। বিষয়ে বিরক্ত হয়ে, মোক্ষপথ আশ্রিয়ে, আশা জিনি স্বরূপেতে কর অবস্থান॥ ৪২॥

ধ্রুবপদ।

বচন-অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়। বিশ্ব যার মায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়, সাদৃশ্য দিব কোথায়। যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ় ভাব করি চিতে, চিন্তহ তাঁহায়। পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যাভান, নাহি কোন উক্ত উপায়॥ ৪৩॥
—নী, ধো।

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বরে মন আমার। আর কি কর চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার। সঙ্গ করি তত্ত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বব্যাপী তাঁরে মানি, ত্যজ আশা অহঙ্কার॥ ৪৪॥
—নী, ধো।

ধ্রুবপদ।

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়। যাহাতে করিলে প্রীত জগতের প্রিয় হয়। জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়। সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়। কিন্তু তুমি ভুল তারে এ ত ভাল নয়॥ ৪৫॥

ধ্রুবপদ।

ভুল না ভুল না মন নিত্যং সদসদাত্মকে। অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে অবলম্বন করি যাঁকে। অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, সে পদার্থ পরাৎসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে।

ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরিহরি, জ্ঞান-অসি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে ॥ ৪৬ ॥
—কা, রা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর। যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, তার মুখ চায়ে তত হইবে কাতর। গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর। অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর ॥ ৪৭ ॥

একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ। এত আশা বৃদ্ধি কেন এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।

এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ, ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ।

যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।

অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত, দয়া কর জীবে লও সত্যের শরণ ॥ ৪৮ ॥

মানলাম হও তুমি পরমসুন্দর। গৃহ পূর্ণ ধনে, আর সর্ব্বগুণে গুণাকর। রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর ॥ কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিনান্তর। অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ, মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর ॥ ৪৯ ॥

দম্ভভাবে কত রবে হবে সাবধান। কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান। কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে, মুগ্ধ হয়্যা নিজ দোষ না কর সন্ধান ॥ রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি, অথচ অমর বলি মনে মনে ভান। অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও, অবশ্য মরিবে জানি মৃত্যু কর ধ্যান ॥ ৫০ ॥

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে। কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে।

মাতৃগর্ভ অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে, অন্তে পুন অন্ধকার সংসার দেখিবে।

প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন, সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে। অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান, পরহিতে মন দিবে, সত্যকে চিন্তিবে ॥ ৫১ ॥

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে। তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।

গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হ'ল এত, বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।

এ সব কথার ছলে, কিবা ধনজন বলে, তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে। অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর, বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে ॥ ৫২ ॥

আর কত সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে ॥

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে। লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার, হস্ত-পদ-শিরঃকম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, দয়া জীবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে ॥ ৫৩ ॥

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন। ভ্রমেও না ভাব হয় নিশ্চয় মরণ ॥

বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বেড়িবে তত, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।

অশ্রু পড়ে বাসনায়, দম্ভ করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।

অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ মরণসময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন ॥ ৫৪ ॥

ভজ অকাল নির্ভয়ে। পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে। সর্ব্বকাল বিদ্যমান, সর্ব্ব-

ভূতে যে সমান, সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে॥ ৫৫॥

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎস্বরূপ নিরঞ্জন। ত্যজ মন দেহগর্ব্ব খর্ব্ব হবে রিপুগণ। সম্মুখে বিষয়জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল, গেল কাল অন্ত কাল, ভাব রে এক্ষণ। যাঁ হতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক মতি, এ তোর কেমন রীতি, ওরে দম্ভময় মন॥ ৫৬॥ —কা, রা।

তাঁরে দূর জানি ভ্রম সংসার-সঙ্কটে। আছে বিভু তোমা হতে তোমার নিকটে। তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁ হতে অন্তর, ভাব সেই পরাৎপর, নিত্য অকপটে। অতএব জ্ঞান-রত্ন, অহরহ কর যত্ন, জ্ঞান বিনা জন্ম বৃথা দেখ সত্য বটে॥ ৭॥ —কা, রা।

অচিন্ত্য রচন বিশ্ব যেই করিল রচনা। কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তাঁরে ভাব না। জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি, যা হতে হতেছে এই সংসার-কল্পনা।

দেখ জলবিন্দুপরি, যেই শিল্প কর্ম্ম করি, অপূর্ব্ব-রূপ-মাধুরী, বিবিধ প্রকার।

করিল সৃজন যেই, জানিবা উপাস্য সেই, কর ছেদ ভেদাভেদ দারুণ বাসনা।

অনিত্য কামনাবশে, বদ্ধ হয়ে কর্ম্ম-ফাঁসে, বিষয়ের অভিলাষে রহিলে যদ্যপি।

অজপা হতেছে শেষ, ত্যজ দম্ভ রাগ দ্বেষ, যাবে ক্লেশ নির্ব্বিশেষ, কর রে সূচনা॥ ৫৮॥ —কা, রা।

এ দুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে। যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে। দেখিতে সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল, কি ফল সে ফলে বল, যাতে হলাহল পাবে।

কেন ভোগে মুগ্ধ হও, আমি আমি সদা কও, আশার বশেতে রও, বৃথা প্রাণ যাবে।

অতএব সাবধান, ত্যজি ভ্রমাত্মক জ্ঞান, ভজ সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে॥ ৫৯॥ —কা, রা।

অহঙ্কার পরিহরি চিন্ত তাঁরে অহরহঃ। ক্রিয়াহীনমনাকারং নির্গুণং পরাৎপর মহঃ। গুণাতীত নিরাশ্রয়, বাক্য মনাতীত বিশ্বময়, সর্ব্ব সাক্ষী সর্ব্বাশ্রয়, তাঁহার শরণ লহ। জগৎ প্রত্যক্ষ হয়, দেখ যাঁর সত্তায়, সর্ব্বত্র অথচ ইন্দ্রিয়-গোচর নয়। জ্ঞানের অদর্শন, সেই নিত্য নিরঞ্জন, শ্রবণ মনন মন তাঁহার করহ॥ ৬০॥ —কা, রা।

মন অশান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত দিন যায় রে। আত্মার শ্রবণ মনন না হইল হায় রে। অহং জ্ঞানে আছ হত, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে রত, মিথ্যায় প্রতীত কর মায়ায় রে। স্বপ্ন প্রায় জ্ঞান জীবন, শুধু আছ অচেতন, সম্বন্ধ নাহিক কোন, প্রাণ-কায়ায় রে। আত্মতত্ত্ব না জানিয়ে, পরমাত্মা না ভাবিয়ে, নির্ব্বোধ প্রবীণ হয়ে, ফল কি বাঁচায় রে॥ ৬১॥ —নি, মি।

কেন ভোল মনে কর তাঁরে। যে বিভু সৃজন পালন সংহারে। সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ, কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর, নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, নিয়ন্তা বল যাঁরে॥ ৬২॥ —নি, মি।

অন্ত ধ্যানে ভ্রান্ত মন কেন দেও উপাধি। জলচর খেচর ব্যাপ্ত ভূচর অবধি।

কাম ক্রোধ নাহি যাঁর, নির্দ্বন্দ্ব নির্ব্বিকার, না দিবে উপমা তার সত্য সত্য বিধি। তিনি যে গুণাতীত, অখণ্ড অপরিমিত, শব্দাতীত স্পর্শাতীত বেদে বলে নিরবধি। মনে যারে না যায় পাওয়া, বাক্যেতে না হয় কওয়া, মন্তরণে পার হওয়া, হয় জলধি॥ ৬৩॥ —নি, মি।

সর্ব্বকর্ম্ম ত্যজিয়া একের লও শরণ।

নাশিবে কলুষরাশি নিরর্থক শোক কেন।

স্বচ্ছন্দ আসনে বসি ভাব সেই অবিনাশী, জলেতে যাদৃশ শশী, সর্ব্বভূতে নিরঞ্জন।

বশীভূত কর মায়া, সর্ব্বজীবে রাখ দয়া, পুনশ্চ না হবে কায়া, আনন্দেতে হবে লীন ॥ ৬৪ ॥—নি, মি।

জন্মের সাফল্য কর ওরে আমার মন। সত্য প্রতি আত্মার্পণ কর এই নিবেদন।

জগৎ অনিত্য দেখে, সত্যেতে নিশ্চয় রেখে, সতত থাক হে সুখে, কেন বিফল ভ্রমণ। আত্মপরিচয় জান, ওরে মন কথা শুন, বিশ্ব তাঁর সত্তাধীন, বেদের এই বচন। তাঁহারে ভাবিলে পরে, সর্ব্ব-দুঃখ যাবে দূরে, শোক মোহ সিন্ধু পারে, নিতান্ত হবে গমন ॥ ৬৫ ॥ নি, মি।

ভাব সেই পরাৎপরে অতীন্দ্রিয় সর্ব্বাত্মারে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য-মন-অগোচরে।

কে বুঝিবে শাস্ত্র-মর্ম্ম, অতীত সে ধর্ম্মাধর্ম্ম, একমেবাদ্বিতীয় বেদে কহে বারে বারে। পাত্রে পাত্রে রাখি অম্বু দেখ রবি-প্রতিবিম্ব, তেমতি প্রত্যক্ষ আত্মা, সর্ব্বভূত চরাচরে। দেখ গাভী নানাবর্ণ, দুগ্ধ সবে এক বর্ণ, সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান, এই বোধে ভাব তাঁরে ॥ ৬৬ ॥—নি, মি।

বিষয়-মৃগতৃষ্ণায় ক্রমে আয়ু হয় ক্ষীণ। আমি কর্ত্তা আমি ধনী এই দর্পে যায় দিন।

হয়ে আশা বশীভূত, কুসঙ্গে কুপথে রত, সতত আত্ম-বিস্মৃত, হারাইয়া তত্ত্বধন।

ক্ষুধাদি চতুষ্টয়, কামাদি রিপু ছয়, বলেতে হারিয়া লয়, পরম পদার্থ মন।

যারে বল পরমার্থ, না ভাবিলে সে পদার্থ, সংসার সকলি ব্যর্থ, সার সত্যের সাধন ॥ ৬৭ ॥—নি, মি।

নিরন্তর ভাব তাঁরে, বিশ্বাধার বল যাঁরে। বিভু পরিপূর্ণ তত্ত্ব ব্যাপ্ত সাক্ষী চরাচরে।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে, নাহি পায় ধ্যান ধরে, স্বপ্রকাশ স্বস্বরূপে বেদে কহে বারে বারে। বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, ধারণা না, কহিতে পারি, ন ষণ্ড পুমান নারী কে তাঁরে বলিতে পারে ॥ ৬৮ ॥—নি, মি।

এ দিন তো রবে না, জীবন জীবন-বিম্ব জানিয়া কি জান না। ক্ষণমাত্র পরিচয় কা কস্য পরিবেদনা।

মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বায়ু সহকারে মিলন, বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল করে চালনা।

দারা সুত বন্ধু জন, হয় একত্র মিলন, বিশ্লেষ হলে তখন, কোথায় যাবে বল না।

মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে, শান্তি ধৈর্য্য-যুক্ত হয়ে, কর আত্মার সাধনা ॥ ৬৯ ॥—নি, মি।

ছিল না রবে না সংযোগ প্রাণেতে। অবশ্য হইবে লীন স্ব স্ব কারণেতে। মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে, আত্মতত্ত্ব পাসরিয়ে, দারা সুত ধন লয়ে, আছ ভাল সুখেতে। কি কর বিষয়-গর্ব্ব, অবশেষে হবে খর্ব্ব, নাশিবে তোমার সর্ব্ব কাল নিমেষেতে। অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য কর বিধান, থাক সত্যাশ্রয়েতে ॥ ৭০ ॥—নি, মি।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল প্রাণে। কোথায় কুশল তোমার আয়ুর্যাতি দিনে দিনে। দারা সুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাথী, তোমার কালে অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে। বুঝি দেখ রে চল মিথ্যা মায়ায় কেন ভোল ইন্দ্রিয় আছে সবল, ভজ সত্য নিরঞ্জনে ॥ ৭১ ॥—নি, মি।

বিষয়-বিষ-পানাসক্তে ত্যজিল জীবন। প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবের শুন বিবরণ।

রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভৃঙ্গ,

স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দে কুরঙ্গ নিধন। বিষয়েতে রত, যে জীব অবিরত, বিনষ্ট ঘটিত, পতঙ্গাদি নিদর্শন অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয়-রস-পান, বৈরাগ্যেতে কর যত্ন হৃদয়ে ভাব নিরঞ্জন॥ ২॥—নি, মি।

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৭৩॥

জান ত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব। হইয়া আশার দাস, কর নানা অভিলাষ, না কাটিলে কর্ম্মপাশ সকলি অশিব॥

একেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জান এ প্রপঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ কি বোধ তব। না করে সত্যেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব॥ ৭৪॥—নী, পো।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে। লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার, হস্তপদশিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, দয়া জীবে নম্রভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে॥ ৭৫॥

মন তুমি সদা কর তাহার সাধনা। নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা। যে ব্যাপিল সর্ব্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র, নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন জান না॥ জানিতে তাঁর পরিশ্রম, করিছ সে বৃথা শ্রম, সে সব বুদ্ধির ভ্রম, দুঃসাধ্য সূচনা। বিচিত্র বিশ্বনির্ম্মাণ, কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান, আছে এই এই জ্ঞান, অতীত ভাবনা॥ ৭৬॥—নী, খো।

কোন্ ক্ষণে যাবে তনু নাহি তার নিরূপণ। তথাপি বুঝে না জীব চিরস্থায়ী মনে ভান। ধনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পরিবার লয়ে, না দেখে কালেরে চ্যায়ে মোহরস করে পান॥ এ জীবন, ওরে মন এ কেমন, দেখে জনন মরণ, তবু নহে সচেতন॥ মনুষ্য-জন্ম ধরে, উচিত বৈরাগ্য করে, মায়া কাটি জ্ঞানঅস্ত্রে ভাব জীবের জীবন॥ ৭৭॥—নি, মি।

এ কি ভুলে রয়েছ মন, বিষয় ভোগে অচেতন। জান না অনিত্য দেহ করেছ ধারণ। পঞ্চভূত জড়ময়, কভু আছে কভু নয়, সকলি অনিত্য হয়, দারা সুত ধন জন। ভুল না মায়ার আর, ত্যজ আশা অহঙ্কার, ভজ নিত্য নির্ব্বিকার পুনর্জ্জনন-হরণ॥ ৭৮। —নি, মি।

তাঁরে কর হে স্মরণ, এক অনাদি নিধন, আপনি জগত ব্যাপ্ত জগত-কারণ। নির্ব্বিকার নিরাময়, নির্ব্বিশেষ নিরাশ্রয়, বিভু অতীন্দ্রিয় হয়, সকল-কারণ। যাহার ভয়ে তপন, নিয়মে করে ভ্রমণ, সভয়ে যাহার ভয়ে বহিছে পবন। দেখ হে যাহার ভয়ে, নক্ষত্র প্রকাশ হয়ে, যার ভয়ে ফলে তরু বন্ধ অকারণ। সৃজন পালন লয়, ইচ্ছায় যাহার হয়, স্বরূপ না জানে দেব ঋষি মুনিগণ। অভ্রান্ত বেদান্ত শাস্ত্র, কহে না পাইয়া অন্ত, এ নহে এ নহে হয় এই নিরূপণ॥৭৯॥—কু, ম।

দৃশ্যমান যে পদার্থ সকলি প্রপঞ্চ-জাত। অনাদি অনন্ত সত্যে চিত্ত রাখ অবিরত॥ স্থাবর জঙ্গম দ্বয়, তাঁহাতে উৎপন্ন হয়, একাত্ম সর্ব্বাশ্রয়, অতিরিক্ত মিথ্যাভূত। মমেতি বাধাতে প্রাণী, কর্ত্তা ভর্ত্তা অভিমানী, অহং সুখী অহং জ্ঞানী জীব মায়ায় মোহিত॥ ৮০॥—নি, মি।

নিরঞ্জন নিরাময় করহ স্মরণ। কি জানি

প্রাণ বিহঙ্গ পলাবে কখন। আরে অভাজন সুখে, কুপিত ফণি-সম্মুখে করেছ শয়ন। সুখ মানিতেছে যারে সে সব যন্ত্রণা। সুধা ভ্রমে বিষ পান করো না করো না, মত্ত করি তুল্য মনে, ধৈর্য্য আদি তত্ত্ব গুণে, কর হে বন্ধন। তোমারে খেলাতে কাল করিলে যাপন, কামরসে রসোল্লাসে ডুবিলে যৌবন। জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি-ব্যাধিসমাকুল, কোথা সত্যে মন ॥ ৮১ ॥—কৃ, ম।

তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন। মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন। রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন। প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন। নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন। তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব, সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ। কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ, কোথা বা রহিবে তব প্রাণ-প্রিয় জন। ধন যৌবন গুমান, কোথা রবে অভিমান, যখন করিবে গ্রাস নিঠুর শমন ॥ ৮২ ॥—কৃ, ম।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা, অনিত্য যে দেহ তব জেনে কি জান না। শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে, কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না। এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমো-গুণ, ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না ॥ ৮৩ ॥—বৈ, দ।

বিষয়-আসক্ত মন দিবা-নিশি আছো, লোকে মান্য হবো বলে কি কষ্ট পাতেছো। ধন জন দারা সুত, যাহাতে মমতা এতো, শেষে না রহিবে সে তো, তাহা কি ভুলেছো। অতএব আত্মজ্ঞান, কর তার অনুসন্ধান, পরম পদার্থ জান, মিছে কেন মজিতেছো ॥ ৮৪ ॥—বৈ, দ।

ভাব মন আপন-অন্তরে তারে যে জগত পালন করে। সর্ব্বশাস্ত্রে এই কয়, শুদ্ধচিত্ত যার হয়, অজ্ঞান তিমির তার যায় অতি দূরে। অন্য অভিলাষ আর, নাহি হয় পুনঃ র্ব্বার, আত্মানাত্ম বিচার যে এক বার করে ॥ ৮৫ ॥—বৈ, দে।

ভজ মন তাঁরে, যে তারে ওরে ভব-পারাবারে। পড়িয়া মায়ায় বৃথা কাল যায়, মজালে তোমায়, রিপু পরিবারে। ইন্দ্রিয় হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে ফুরাইছে দিন, ওরে মন অর্ব্বাচীন, শেষে কবে কারে। এখন উপায় শুন, চিন্ত সত্য নিরঞ্জন, কর শ্রবণ মনন, সাধ্য অনুসারে ॥ ৮৬ ॥—নী, ঘো।

নিজ গ্রামে পর-গৃহে চোর প্রবেশিলে মন। লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হন। নবদ্বার দেহ পরে, কালরূপী তস্করে, প্রতি দিন আয়ু হরে নাহি অন্বেষণ। মোহ-রাত্রি তমো ঘন, মায়া নিদ্রা প্রাণিগণ, প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ। শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান-অসি করে ধরে, জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর নিবারণ ॥ ৮৭ ॥—নি, মি।

ইন্দ্রিয় বিষয় দানে নহে ইন্দ্রিয় দমন। ঘৃতাহুতি দিলে বহ্নি না হয় বারণ। বৃত্তিহীন করে মনে, রাখ ইন্দ্রিয় শাসনে, জীব ব্রহ্ম এক জ্ঞানে, থাক যোগ-পরায়ণ। উভভোগে সঁপে বিরাগ, ব্রহ্মে রাখ অনুরাগ, তবে তো হইবে ত্যাগ, ভেদ-দৃষ্টি মিথ্যা জ্ঞান। এক ব্রহ্ম ন দ্বিতীয়, বিশ্বাস কর নিশ্চয়, নাশিবেক সর্ব্বভয়, আত্মায় কর প্রাণার্পণ ॥ ৮৮ ॥—নি, মি।

চপল চঞ্চল আয়ু যায় প্রতিক্ষণ। পত্রাগ-ভাগে যেমন জলের গমন। বিষয়ের সুখোদয়, সকলি অনিত্যময়, যেমন বিবিধ রচনায় দেখা সুস্বপন। ইহা দেখে মন আমার, ত্যজ আশা অহঙ্কার, সদা কর সুবিচার, মন ইন্দ্রিয় দমন। বিবেক বৈরাগ্যাদ্বয়, আত্মজ্ঞানের

সহায়, ভাব চিদানন্দময়, সকল কারণ ॥ ৮৯ ॥
—নি, মি।

আত্ম উপাসনা বিনা কিছু নাহি মন। আত্মাতে আত্মতা করা ব্রহ্মের সাধন। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে, বিভু আছেন আত্মরূপে, ডুবো নাহি মায়াকূপে, না জানে কারণ। দেখ সত্যের সত্তা বই, তুমি আমি কেহ নই, কৃপা করি আমার এই শুন নিবেদন। যতো হলো বলা কওয়া, তস্মেতে আহুতি দেওয়া, উচিত আত্মময় হওয়া এই প্রয়োজন ॥ ৯০ ॥
—নী, ঘো।

আমি ভাবি সদা ভাবি পরমাত্মা পরমেশ্বর। মন প্রতিকূল হয়ে ভাবিতে না দেয় পরাৎপর। পঞ্চ বিষয় গরল, ইন্দ্রিয় তাতে ব্যাকুল, মন তার অনুকূল, কুপথগামী নিরন্তর। চঞ্চল স্বভাব তার, লয়ে রিপু পরিবার, সে নিয়োগ সবাকার, করিছে বিষম ব্যাপার। শুন মন দুরাচার, কি ভাব বিষয় আর, অনিত্যময় এ সংসার, নিত্য অবিনাশী স্মর ॥ ৯১ ॥—নি, মি।

শুন ওরে মন, বলি তোরে শুন, সত্যেরি সূচনা যথার্থ। ভুলে আত্মতত্ত্ব, গেলো পরমার্থ, কাম অর্থ বস্তু নিরর্থ। কর্ম্মজন্য ফল, মিশ্রিত গরল, নহে কোন ফল এ ফলে। ভাবিলে নিষ্ফল, হইবে সকল, আত্মজ্ঞান হেন পদার্থ ॥ ৯২ ॥— কা, রা।

কোথা হতে এলে কোথা যাইবে কোথারে, কে তুমি তোমায় কে বা চিন্তিলে না একবারে। নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন, প্রপঞ্চ জগত তেমন ভ্রমে সত্য দরশন, অতএব দেখ বুঝে যিনি সত্য ভজ তাঁরে ॥ ৯৩ ॥—কা, রা।

আমি আমি বল কারে পড়ে মোহ-অন্ধকারে, আপনারে আপনি না কর সন্ধান। অতএব বলি শুন, হও সাবধান, আত্মজ্ঞান অবলম্বে বিনাশ ভ্রমাত্মজ্ঞান। এই সে জানিবে নিত্য চিন্তা কর আপনারে ॥ ৯৪ ॥
—কা, রা।

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে। কিন্তু গৃহ ক্ষয়মূল হইতেছে দিনে দিনে॥ অল্পপা হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায়, তীক্ষ্ণ করে করে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। ক্রমেতে হইল শেষ, এখন বুঝ বিশেষ, ত্যজ দ্বেষ যাবে ক্লেশ ভজ নিরঞ্জনে ॥৯৫॥—কা, রা,

তাঁরে ভাবো ওরে মন যে মনের মন। নয়নের নয়ন যিনি জীবের জীবন। ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর, সর্ব্বলি অনিত্য নিত্য একমাত্র তিনি হন। জীব-জন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা, অচিন্ত্য-রচনা বিশ্ব যাঁহার রচনা। যিনি সর্ব্বমূলাধার, ভ্রময়ে নিয়মে যাঁর, সর্ব্বদা পবন শশী নক্ষত্র তপন। ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়ে না পায় স্থল, অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত না জানে তাঁহার। মীমাংসা সংশয়াপন্ন, হয়ে করে তন্ন তন্ন, বাক্য-মনোতীত তিনি সকল কারণ ॥ ৯৬ ॥ কা, রা।

বৃথায় বিষয়ে ভ্রম সুখেরি আশায়। রহিয়ে কুপিত ফণি-ফণার ছায়ায় ॥ কর দম্ভ মনে গণি, আছ নানা ধনে ধনী, কিন্তু ক্ষণে কাল-ফণী দংশিবে তোমায়। দুঃখ যেন দুর্দ্দিন সুখ খদ্যোতিকা হেন, মন রে নিশ্চয় জান, সংসারকান্তারে অতএব বলি সার, ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার, ভজ সেই নির্ব্বিকার হইবে উপায়। যদি না মানে বারণ, প্রমত্ত বারণ মন, জ্ঞানাঙ্কুশ করে ধরি কর নিবারণ। মনেতে বৈরাগ্য আন, ঘুচিবে দুঃখ দুর্দ্দিন, নিত্যসুখী হবে মনে, রিপু করি জয় ॥ ৯৭ ॥—কা, রা।

আত্ম-উপাসনায় রে মন কর হে যতন, সংসার-জলধি-পারে নিতান্ত হবে গমন। বিষয়ে বৈরাগ্য কর, মিথ্যা জান এ সংসার, শ্রবণ মনন তাঁর কর পুনঃ পুনঃ। সিংহ দৃষ্টে গজ যেমন, ভয়ে করে পলায়ন, সাধনার গুণে

তেমন পাপরিপু হবে দমন। ব্রহ্মে অনুরাগ যার, কাল-ভয়ে কি ভয় তার, দেহ পরিগ্রহ আর না হবে কখন॥ ৯৮॥—নি, মি।

দেহরূপ এক বৃক্ষে নিরন্তর দুই পক্ষী করে কাল যাপন। ঔপাধিক ভেদ মাত্র স্বরূপত অভেদ হন॥ দৈহিক বৃক্ষের ফল যত জীব কর্ত্তা ভোক্তা অবিরত পরমাত্মা ভোগরহিত সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বকারণ। জলাদি সংসর্গ-গুণে, দৌর্গন্ধ হয় চন্দনে, তেমতি প্রকৃতির গুণ আত্মায় আরোপণ॥ ঘর্ষণ করিলে পরে, ক্লেদাদি যাইবে দূরে, প্রকাশিবে বাহ্যান্তরে এক যথার্থ চন্দন তেমতি জানিবে মন, অবিদ্যা নাশিবে যখন, স্বপ্রকাশ চিদাভাস উদিত হইবে তখন॥৯৯॥—নি, মি।

কর সে আত্মতত্ত্ব কাল আসিতেছে। নিরাধার বিভু সর্ব্বাধার হইয়াছে॥ ন নীল ন পীত রক্ত, সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত, মহাশূন্য-স্বরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে। অনল জল তপন, এ তিনের তিন গুণ, আকাশেতে শব্দরূপে সুধা শশধরে। আদি-অন্ত-মধ্য-শূন্য, বিশ্বরূপ বিশ্ব ভিন্ন, বিশ্বসাক্ষিরূপে বিশ্বেরে দেখিতেছে। মনোবাক্য-অগোচর, পরম ব্যোমের পর, জন্মাগুস্য যত বলি বেদে কহে যাঁরে। পাবন সর্ব্বকারণ, তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন, স্বপ্রকাশস্বরূপ সর্ব্বদা ভাসিতেছে॥ ১০০॥—কৃ, ম।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান শমন-ভয় রবে না রবে না। পঙ্কজদল-জল-ইব জীবন চঞ্চল, ধন-জন চপলা সমান রবে না রবে না। নিগুণ নির্গুণ মন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন, মহামায়া নির্ম্মিত ত্রিগুণ-ব্যবধান। এখনি হইবে সুখী, অন্তরে আত্মারে দেখি, কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান ভুল না ভুল না॥ ১০১॥ -কৃ, ম।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি। তোমার রচনামধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি। দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণ সাক্ষী দেয় তোমার মহিমা, তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী॥১০২,

ভুল না নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল, সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ। দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু ফল, গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ॥ ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মন, নিত্যসুখজ্ঞানারণ্যে করহ গমন, সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়, পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ-বিহঙ্গ॥ ১০৩॥—গো, সে।

সংসার-সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহ তরী। অজ্ঞান-সলিলে ভাসে দিবস শর্ব্বরী॥ দেখ দেখ সাবধান, রিপুর-সুখের বান, প্রতিক্ষণে ভয়ানক তরঙ্গ-লহরী। অতএব যুক্তি বলি, বিবেকেরে কর হালী, তোলো বৈরাগ্যের পালি, বাঁধ শান্তিগুণে। বুদ্ধি কর কর্ণধার, অনায়াসে হবে পার, নিত্যজ্ঞান আত্মতত্ত্ব অবলম্ব করি॥ ১০৪॥—কা, রা।

সংসার সকলি অসার ভাবিয়া দেখ মন। কখন্ আসি প্রাণ লয়ে কাল করিবে গমন। আমকুম্ভে বারি যেমন, জীবের জীবন তেমন। কে কখন্ পঞ্চত্ব পাবে, তাহার নাহি নিরূপণ। প্রস্ফুটিত পুষ্পগণ, শোভিত করে কানন, অবশ্য হবে মলিন, এক বা দ্বিতীয় দিনে। তেমতি জানিবে মন, ধন জীবন যৌবন, কিছু দিন স্থিতি পায় পশ্চাতে হয় নিধন। এখন এই উপায়, ভাব চিদানন্দময়, দূরে যাবে কালভয় অচিরে নির্ব্বাণ॥ ১০৫॥ —নি, মি।

পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না, বারংবার যাতায়াতে পাইবে ঘোর যাতনা। তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি, পরমায়ু অল্প স্থিতি, গর্ব্ব খর্ব্ব ভাবনা। সম্বন্ধ জীবনাবধি, আশার নাহি অবধি, তবে কেন নিরবধি ভ্রান্তি বুদ্ধি কুমন্ত্রণা। গর্ব্ব দর্প খর্ব্ব

করি, দ্বৈতবুদ্ধি পরিহরি, বিষয়ে বৈরাগ্য করি, কর আত্মার উপাসনা ॥১০৬॥—নি, মি।

কে নাশে কামাদি অরি অবিবেকবলে। কে দহে কলুষরাশি বিনা জ্ঞানানলে। শ্রবণ ধ্যান মনন, জ্ঞান অনল কারণ, যতনে কর সাধন, না রহিও ভুলে। শুন রে অশান্ত মন, নিবৃত্তি হৃদয়ে আন, করিয়া অতি যতন রাখ সমাদরে। রিপু হবে পরাজয়, এ কথা অন্যথা নয়, সত্য সত্য এই সত্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে। বিবেকেরে সঙ্গে লয়ে, জ্ঞান-চন্দ্রসুধা পিয়ে, আনন্দে মগন হইয়ে সাধ সমাধিরে। মহাশূন্যে যাবে মন, না হবে অনুগমন, ভ্রম হবে মৃষা ভ্রম, তত্ত্বজ্ঞান হবে॥ ১০৭॥—কৃ, ম।

মায়াবশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়। চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায়॥ পড়িলে অজ্ঞান-কূপে, ত্রাণ নাহি কোনরূপে, এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয়। দেহ দেহী যে সৃজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতনা দিল, বুদ্ধি জ্ঞান আদি তব সহায় জীবনে। অনুচিত মম চিত, না চিন্তিলে হিতাহিত, তাঁরে ভুলো এ কি ভুল হায় হায় হায়॥ ১০৮॥—কা, রা।

এক অনাদি পুরুষ সনাতন। ধ্যান না ধরিয়ে, দারা সুত ধন লয়ে, প্রবীণ অজ্ঞান হয়ে, নিদ্রিত ফণি-সম্মুখে করেছ শয়ন॥ না হইল শ্রবণ মনন গেল, দিন ভ্রমে হলাহল, পান করো না করো না না ভাবিলে না ভজিলে না চিন্তিলে হে নির্গুণ নির্গুণানন্দ জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে যে দেখায় নিরঞ্জন॥ ১০৯॥—কৃ, ম।

বিনাশ বিনাশ মন বিষয়েরি অভিলাষ। জ্ঞানামৃত পান করি সেই রস আভাসে ভাস, অবলম্ব করি যারে স্থিতি কর, এ সংসারে ক্ষণে না ভাবহ তাঁরে অনিত্য করি বিশ্বাস॥ ১১০॥—কা, রা।

ওরে মন-ভৃঙ্গ দ্বিদলে বসিয়া কত বঞ্চাও রঙ্গ শুন বলি তোমারে, জ্ঞানদীপ জ্বালিলে, পরে দাহ হবে ইচ্ছা করে তুমি যে পতঙ্গ। সংসার-কেতকী বনে, আছ মধুর অন্বেষণে, পাপ রজ বই সেখানে নাহিক প্রসঙ্গ। হারাইবে তত্ত্ব নেত্র, সন্দেহ নাহিক অত্র, সৎপথে না হলে সত্বর বৃথা হয় অঙ্গ॥১১১॥ নী, ঘো।

শুন ওরে মন ভজ সদা অশোকমভয় যে জন হয় সৃজন পালন লয়েরি কারণ। বিষয়-কূপেতে হইয়ে পতিত রহিলো ভুলে এ কি বিবেক, বল মন রে ত্যজ বাসনা, গরলময় হায় হায় ভ্রম বৃথা রে মান হে বারণ॥ ১১২॥ —কা, রা।

আত্মা এব উপাসনা-প্রসিদ্ধ এ অনুভব, বিষয়-বাসনা ছাড়ি সে রসে কর গৌরব, জ্ঞানচন্দ্র প্রকাশিয়ে, অজ্ঞান তমো নাশিয়ে, সহজে থাকি বসিয়ে রিপু করি পরাভব॥১১৩॥ —কা, রা।

বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহুবলে, সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে। হৃদে অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হলো ধরা, শরীরে দুর্জ্জয় রিপু তায় না চিন্তিলে। প্রবল সে রিপু ছয়, তোমারে করিল জয়, ধিক্ ওরে নরাধম কেন বৃথা অহঙ্কার। অতএব যুক্তি শুন, মনেতে বৈরাগ্য আন, আত্মতত্ত্ব জানি জয় করে রিপুদলে॥ ১১৪॥—কা, রা।

পবিত্র পবিত্র করিয়া ওরে মন, আত্ম-উপাসনা-বীজ কর হে বপন। প্রযত্ন-সেচনী ধরি, বিবেক-বৈরাগ্য-বারি, প্রাণপণে প্রতি-ক্ষণে করহ সেচন

হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্যজ্ঞান ফলচয়, নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে। যুক্ত এই যুক্তিমতে, সত্বর হও ইহাতে, নিবৃত্তিয়া গতাগতি নিত্যসুখী হবে মন॥ ১১৫॥ —কা, রা।

কে তুমি কোথায় ছিলে যাবে কোথা বল, না জানিয়া আত্মতত্ত্ব অনর্থ কাল গেল। কারণের কার্য্য তুমি, বট পঞ্চভূতগামী, অথচ বলায় আমি আমার এ সকল। ফণিমুখে ভেক যেমন, কাল-স্থানে আছ তেমন, কেন অভিমান ও মন করিছ বিফল॥ ১১৬॥ —নী, ঘো।

ব্রাহ্মণ-সেবধি

জগদীশ্বরায় নমঃ।

শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এ দেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে, তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে, তাঁহাদের নিয়ম এই যে, কাহারও ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক, ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা। পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল, কতক ব্যক্তি ইংরেজ, যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত, হিন্দু ও মুসলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খৃষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে, নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন, যাহা হিন্দুর ও মুসলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন। তৃতীয় প্রকার এই যে, কোন নীচ লোক ধনাশায় কিংবা অন্য কোন কারণে খৃষ্টান হয়, তাহাদিগকে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন, যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে, সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না। সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে, যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয়, এরূপ ধর্ম্ম-উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন, তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামিরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয়, তথায় এরূপ দুর্ব্বল, দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মতঃ কি লোকতঃ প্রশংসনীয় হয় না। যেহেতু, বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন, তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয়, তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ, যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে, যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে, সেই প্রবলের ধর্ম্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদস্বরূপ হয়, তথাপি ঐ দুর্ব্বল দেশীয়ের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে। তাহার উদাহরণ এই যে, যখন মুসলমানেরা এ দেশ আক্রমণ করিল, তাহারাও এইরূপ নানাবিধ ধর্ম্মগ্লানি করিত, চঙ্গেশাহার

সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস করিয়াছিল, তখন যগুপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর ন্যায় ছিল, তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও উপহাস করিত। মগেরা—যাহাদের প্রায় কোন ধর্ম্ম ছিল না, তাহারাও যখন বাঙ্গালার পূর্ব্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল, সর্ব্বদা হিন্দুর ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্ব্বকালে গ্রীকেরা ও রোমীরা—যাহারা অতি নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎ কর্ম্মে বিরত ছিল, তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বরপরায়ণ ইহুদীর ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত, অতএব এ দেশে অধিকারপ্রাপ্ত ইংরেজ মিসনরিরা এরূপ ধর্ম্ম-ঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা করেন, তাহা অসম্ভাবনীয় নহে। কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায়-সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না; ইহাতে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞ দেশ-আক্রমণকর্ত্তাদের ন্যায় ধর্ম্মঘটিত উপদ্রব করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ত্রুটি আছে, যেহেতু, নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভপ্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না। তবে বিচারবলে হিন্দুর ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব, ইহা স্থাপন করেন; সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন, এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন, যেহেতু, সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এমত নিয়ম নহে। সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তিসিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল। পরে পরে উভয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তরকে এইরূপে ছাপান যাইবে।

আঠার শত একুশের ১৪ জুলাইয়ের
লিখিত পত্র যাহা পূর্ব্বে
প্রস্তাবিত হইয়াছে।

সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়দের প্রতি আমার নিবেদন এই, বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ একত্র আছেন। শাস্ত্রার্থের সন্দেহচ্ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই; তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি। অনুগ্রহাবলোকন পূর্ব্বক সমুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার-দর্পণ দ্বারা দেন, তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত। এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব।

প্রথম, হিন্দুদের বেদান্ত শাস্ত্র দৃষ্টে বোধ হয় যে, আত্মা এক, নিত্য, কালত্রয়-রহিত, অরূপী, ইন্দ্রিয়াতীত, নিরীহ, চৈতন্যস্বরূপ, বিভু, নিরাময়, অন্তর্ব্বহিঃপূর্ণ, তদ্ভিন্ন ভূত জীব পদার্থ পৃথক্ নাই। প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয়, শুদ্ধ মায়ারচিত; সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে। যেমত রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নাদিতে গন্ধর্ব্বনগরী দর্শন, তদ্রূপ জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা, কেবল অজ্ঞানবশতঃ অহং ও জগৎ সত্যের ন্যায় জীবাভিমানে বোধ হইতেছে। যদি এই মনের গৌরব মানি, তবে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা আত্মা ও মায়া এ দুয়ের প্রাধান্য সমান অথবা কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেক উভয়ের নিত্যত্ব প্রমাণ হয়। দ্বিতীয়তঃ, এক

আত্মা হইলে জীবের কর্ম্মজন্য হিতাহিত ভোগ মানা আশ্চর্য্য হয়। তৃতীয়তঃ, আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে। এই শাস্ত্র কহিতেছেন, যেমত জলের বিম্ব উঠিয়া পুনর্ব্বার ঐ জলে লীন হয়, তেমতি অজ্ঞানে আত্মাতে জগৎ এই উৎপত্তি, স্থিতি, লয় বারংবার হইতেছে। মায়ার বল এ গতিকে আত্মার পর মানিলে আত্মা নির্দ্দোষ কি ক্রমে সম্ভবেন? শ্রুতি কহেন, "জন্মাদ্যস্যযতঃ।" এ প্রমাণে জীবের সদসম্ভোগ কেন মানি?

দ্বিতীয়তঃ, ন্যায়শাস্ত্র কহেন যে, পরমাত্মা এক ও জীব নানা; উভয়েই অবিনাশী এবং দিগ্‌দেশ, কালাকাশ, অণু এ সকল নিত্য। সমবায়-সম্বন্ধে জগজ্জীশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকার, তাঁহাকে কর্ত্তা নাম দিয়া জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতৃত্ব জন্যেচ্ছারহিত কহেন, এ কথা বিচারে ঈশ্বরের কৃতিত্বের ব্যাঘাত হয়, কেন না, তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্যসংযোগকারকত্বে প্রতিপাদ্য হন। উপরের বিধানে বোধ হয়, ঐ দ্রব্যাদিও জীবের বাচকত্ব, তাহাতে অভাবের বিশেষতঃ জন্যেচ্ছারাহিত্যে নানা দেহাদির উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ ও জীবের কর্ম্মফলদাতৃত্বের কারণ তেঁহ কি ক্রমে সম্ভবেন? বিশেষতঃ কর্ত্তা ও জীব উভয়কেই বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর কেন না কহি? যেমত অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ ও আল্পৈশ্বর্য্যবান্ মধ্যে ন্যূনাতিরেক, তদ্বৎ কর্ত্তা ও জীব সম্ভব এবং ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতি ব্যাঘাত।

তৃতীয়তঃ, মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন, সংস্কৃত-শব্দে রচিত যে মন্ত্র, সেই মন্ত্রাত্মক যাগাদি নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল বর্ত্তে, সে ঈশ্বর। মনুষ্য-জীবমধ্যে নানাবিধ ভাষা, এই জগতেও নানাবিধ শাস্ত্র প্রকাশ আছে, দ্রব্য ও ভাষা, উভয়ই জড়, মনুষ্যের অধীন; এ গতিকে যে কর্ম্মের কর্ত্তা মনুষ্যকে দেখিতেছি, সেই কর্ম্মের ফলকে ঈশ্বর কি ক্রমে স্বীকার করি? বিশেষতঃ ঈশ্বর কর্ম্মরূপী এক, ঐ শাস্ত্র এই কহেন, নানা কর্ম্মরূপী ঈশ্বর এই বিধান দৃষ্টে ঈশ্বরের একত্ব কেমনে প্রতীত হয়? অধিকন্তু এ প্রমাণে সংস্কৃত শব্দে রচিত কর্ম্ম এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই, সে দেশকে অনীশ্বরীয় কেন না কহা যায়? পাতঞ্জল-শাস্ত্রের মতে ষড়ঙ্গ যোগ সাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত উপরের বিধান দৃষ্টে এক প্রশ্ন ভুক্ত করিলাম।

চতুর্থ, সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ উভয় মিলিত চণকদলের ন্যায় পুরুষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন, এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব-সম্পাদন কেমনে সম্ভব হয়, এ মতের বিধানে ঈশ্বরের দ্বিত্ব কেন না মানি?

ইহার শেষ লিপিকে দুইয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবে।

নমো জগদীশ্বরায়।

পূর্ব্ব-লিখিত পত্রের উত্তর যাহা সমাচার-দর্পণে স্থান পায় নাই।

আঠার শত একুশের ১৪ই জুলাইয়ের সমাচার-দর্পণকে কোন প্রধান ব্যক্তি বিবেচনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। তাহাতে দেখিলাম যে, হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রকে যুক্তিহীন জানাইয়া তাহার খণ্ডন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি— যাঁহার শাস্ত্রে বিশেষ অবগতি নাই, করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিস্নরি মহাশয়েরা এরূপ খণ্ডনের চেষ্টা সদালাপে ও গ্রন্থ-রচনায় করিতেন। সংপ্রতি সমাচার লিপিতেও আরম্ভ হইল, কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিরুদ্ধ বোধ করিলাম না, যেহেতু, তেঁহ খণ্ডনের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন; অতএব পশ্চাতের লিখিত উত্তর দিতেছি।

প্রথমতঃ, বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি দোষ

দিবার নিমিত্ত বেদান্তের মত লিখেন যে, বেদান্তে ঈশ্বরকে এক, নিত্য, কালত্রয়-রহিত, অরূপী, নিরীহ, ইন্দ্রিয়াতীত, চৈতন্যস্বরূপ বিভু, নিরাময়, অন্তর্ব্বহিঃপূর্ণ কহেন ও তাঁহা হইতে অন্য বস্তু ও জীব পৃথক্ নাই, প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয়, মায়া-রচিত, সেই মায়া অজ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞান হইলে তাহার কার্য্য আর থাকে না), যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নে গন্ধর্ব্ব-পুরী-দর্শন যথার্থ জ্ঞানে আর থাকে না। পরে ঐ মতে তিন প্রকার দোষোল্লেখ করেন। প্রথম এই যে, এ মতের গৌরব মানিলে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা ঈশ্বর ও মায়া এ দুয়ের সমান প্রাধান্য ও নিত্যতা প্রমাণ হয়।

উত্তর—এ মতের গৌরব মানিলে কি দোষ আত্মাতে স্পর্শে, তাহা লিখেন না; সুতরাং উত্তর দিতে অক্ষম রহিলাম। যদি অনুগ্রহ করিয়া সে দোষ লিখেন, তবে উত্তরের চেষ্টা করিব। আর দ্বিতীয় কোটিতে দোষ দেন যে, এ মতকে গৌরব করিলে ঈশ্বর ও মায়া এ দুয়ের সমান নিত্যতা ও প্রাধান্য হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি। কি বেদান্তবাদী, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, যাঁহারা ঈশ্বরকে নিত্য কহেন, তাঁহারা ঈশ্বরের তাবৎ শক্তিকে নিত্যও কহেন, সৃষ্টির কারণ ঈশ্বরের শক্তি মায়া হয়েন; অতএব শক্তিমান্‌কে নিত্য করিয়া বেদান্ত জানেন সুতরাং ও শক্তিকে নিত্য কহেন। "নিঃসত্তা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ"। বেদান্ত-ধৃত বচন। এরূপ কথনে যদি দোষ হয়, তবে এ দোষ সর্ব্বসাধারণ হইবে, কেবল বেদান্ত পক্ষে হয়, এমত নহে। সেইরূপ শক্তি হইতে শক্তিমানের প্রাধান্য কি বেদান্ত, কি অন্য অন্য শাস্ত্রে ও লোকদৃষ্টিতে সকলেই স্বীকার করেন; অতএব উভয়ের সমান প্রাধান্য বেদান্তে কোন মতে অঙ্গীকার করেন না যে, আপনি দোষ দিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রকার দোষোল্লেখ করেন যে, এক আত্মা হইলে অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর এক হইলে জীবের কর্ম্ম জন্য হিতাহিত মানা আশ্চর্য্য হয় অর্থাৎ সে ভোগ ঈশ্বরের মানা হয়।

উত্তর—প্রপঞ্চ মায়াকার্য্য জড়স্বরূপ হয়, পরমাত্মা চিদাত্মক ঐ জড়স্বরূপ নানা প্রপঞ্চে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। যেমন নানাশরাস্থিত জলে এক সূর্য্যের অনেক প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেই সেই প্রতিবিম্ব জলের কম্পন দ্বারা কম্পিত অনুভূত হয়, কিন্তু সেই জলের কম্পনেতে সূর্য্য কাঁপেন না, সেই প্রকার প্রপঞ্চেতে জীব সকল চিদাত্মার প্রতিবিম্ব হয়েন; অতএব জীবের হিতাহিত ভোগ পরমেশ্বর স্পর্শ করে না। যেমন জলের নির্ম্মলতাতে কোন কোন প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ দৃষ্ট হয় ও জলের মলিনতাতে কোন কোন প্রতিবিম্ব মলিন হয়, সেইরূপ প্রপঞ্চময় শরীরে ঐ ইন্দ্রিয়াদির স্ফূর্ত্তির দ্বারা কোন কোনো জীবের স্ফূর্ত্তির আধিক্য, আর ঐ সকলের মলিনতার দ্বারা কোন কোন জীবের স্ফূর্ত্তির মলিনতা হয়। আর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বস্তুতঃ তেজঃপদার্থ না হইয়াও তেজঃপদার্থের প্রতিবিম্বতার দ্বারা তেজস্বী দেখায়, সেইরূপ জীব সাক্ষাৎ চিদাত্মক না হইয়াও চিদাত্মার প্রতিবিম্বিত প্রযুক্ত চেতনাত্মা বুঝায় ও চেতনের আচরণ করে। আর যেমন নানা শরাস্থিত জলের সহিত এক সূর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারা নানা প্রতিবিম্ব উপস্থিত হইয়া ঐ সকলকে সূর্য্যের ন্যায় অথচ সূর্য্য হইতে পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট দেখায়, পুনরায় সেই সেই জলের অন্যথা হইলে প্রতিবিম্ব আর থাকে না, সেইরূপ আত্মা এক, তাঁহার মায়া-

প্রভাবে প্রপঞ্চে নানাবিধ চেতনাত্মক জীব পৃথক্ পৃথক্ হইয়া আচরণ ও কর্ম্মফল ভোগ করে, পুনরায় সেই সেই প্রপঞ্চ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিম্বের ন্যায় আর ক্ষণমাত্র পৃথক্‌রূপে আত্মার সহিত থাকে না; অতএব আত্মা এক ও জীব যদ্যপিও বস্তুতঃ তাঁহা হইতে ভিন্ন না হয়েন, তথাপি জীবের ভোগাভোগে আত্মার ভোগাভোগ হয় না।

তৃতীয় প্রকার দোষোল্লেখ করেন, "আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব-সম্পাদনে দোষ পড়ে।" কি নিমিত্ত দোষ পড়ে, তাহার বিবরণ লিখেন না; অতএব তাহার হেতু লিখিলে বিবেচনা করিব, যদি আপনার এ অভিপ্রায় হয় যে, আত্মার স্বরূপ জীব হইয়া আত্মা হইতে নিঃসৃত হইলে আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্ভবে না, তবে উপরের উত্তরে মনোযোগ করিবেন যে, প্রতিবিম্বের সত্তা সূর্য্যের সত্তাতেই হয় এবং সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে ও সূর্য্যতে পুনরায় লীন হইতেছে, ইহাতে সূর্য্যের অখণ্ডত্বে নিরাময়ত্বে দোষ পড়ে না।

অধিকন্তু লিখেন যে, বেদান্তে কহেন, যেমন জলের বুদ্‌বুদ উঠিয়া পুনরায় ঐ জলে লীন হয়, সেইরূপ মায়ার দ্বারা আত্মাতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় বারংবার হয়, ইহাতে মায়ার বল আত্মাতে স্বীকার করিলে ঈশ্বর নির্দ্দোষ থাকেন না।

উত্তর—এ স্থলে বেদান্তবাদীরা দৃষ্টান্ত এই অংশে দেন যে, যেমন জলকে অবলম্বন করিয়া বায়ু দ্বারা বুদ্‌বুদের উৎপত্তি-স্থিতি হয়, সেইরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা জগতের উৎপত্তি-স্থিতি হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যেমন বুদ্‌বুদ অস্থায়ী, সেইরূপ জগৎ অস্থির হয়। ব্যাঘ্রের ন্যায় অমুক ব্যক্তি, ইহাতে সাদৃশ্য কেবল দর্প ও পরাক্রমাংশে হয়, চতুষ্পদাদি সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত হয় না, সেইরূপ এখানেও স্বীকার করেন। তবে সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত হইলে ঈশ্বরকে জলপুঞ্জের ন্যায় জড় স্বীকার করিতে হয় ও জগৎকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয়াংশস্বরূপ তাঁহার বিকার মানিতে হয়। কখন কখন ঐ জগৎ ঈশ্বরের বহিস্তনের উপরে ফিরিবে ও কখন কখন তাঁহার সহিত একত্র হয়। যাঁহাদের কেবল দোষদৃষ্টি, তাঁহারাই এরূপ সর্ব্বাংশ-দৃষ্টান্ত মানিয়া ঈশ্বরের বল আত্মার উপর হইতেছে, এই দোষ দিতে উৎসুক, নতুবা ঈশ্বরের শক্তি মায়া, তাহার দ্বারা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, ইহাতে ঈশ্বরের উপর মায়ার বল কোন পক্ষপাতরহিত বিজ্ঞ লোক স্বীকার করিবেন না। যেহেতু, যে কোন জাতীয় ও দেশীয় ব্যক্তি ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা কহেন, তাঁহারা সকলে মানেন যে, সৃষ্টি করিবার শক্তি ঈশ্বরে আছে, সেই শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই শক্তির বল ঈশ্বরের উপর হয়। এমত ইঁহাদের কেহ অদ্যাপি দেখিতে পান না। পাপী ব্যক্তি মনস্তাপ করিলে ঈশ্বর করুণাশক্তি দ্বারা মার্জ্জনা করেন, ইহাতে করুণাশক্তি ঈশ্বরের উপর প্রবল হয়, এমত নহে। বেদান্তবাদীরা মায়াকে অজ্ঞান কহেন, যেহেতু, জ্ঞান হইলে মায়ার কার্য্য—যাহার দ্বারা ঈশ্বর হইতে জীবসকল পৃথক্ দেখায়, সে কার্য্য আর থাকে না অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। মায়াশব্দের প্রয়োগ মুখ্যরূপে ঈশ্বরের জগৎকারণ শক্তিতে ও গৌণরূপে ঐ শক্তির কার্য্যেতে হয়। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, তাহার সহিত জগতের দৃষ্টান্ত বেদান্তে দেন। ইহার তৎপর্য্য এই যে, ভ্রম সর্পের ন্যায় জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সত্তাবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ জগৎকে স্বপ্নের সহিত সাদৃশ্য দেন, যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সকল জীবের সত্তার অধীন হয়। সেইরূপ জগৎ পরমেশ্বরের

সত্তার অধীন; অতএব জীব হইতে ও সকল হইতে প্রিয় পরমাত্মাই সর্ব্বথা হয়েন, আর বেদান্তে ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই, ঈশ্বর সকল ও ঈশ্বর সকলেতে, ইহা কহেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যথার্থ সত্তা কেবল পরমেশ্বরের হয়; অতএব ঈশ্বর কেবল সত্য ও সর্ব্বব্যাপী, অন্য তাবৎ অসত্য। ঈশ্বর সকল ও সকলে ব্যাপক। এমত প্রয়োগ খ্রীষ্টানদের কেতাবেও শুনিতে পাই। তাহার তৎপর্য্য বুঝি, এমত না কহিবেন যে, ঘট পট সকল ঈশ্বর, বরঞ্চ তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে, তিনি সর্ব্বব্যাপক; অতএব মিথ্যা বাক্‌কলহের বলে বেদান্তে কেন দোষ দেন?

জড়াত্মক মায়া-কার্য্য এই জগৎ হয় ও পরমেশ্বর চৈতন্যস্বরূপ হয়েন, যেহেতু, পদার্থ জড় ও চেতন এই দুই প্রকার করিয়া সকলে স্বীকার করেন, তাহাতে সমষ্টি জগতের অবলম্বনে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ আত্মার অধিষ্ঠানে দৃশ্য হইয়া পুনরায় ঐ জগতে লীন হয়। সেইরূপ সমষ্টি চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরের অবলম্বনে চৈতন্যরূপী জীব প্রতিবিম্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধ হয়, পুনরায় আত্মাতে লয় পায়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে, এক বর্ত্তিকার অগ্নি অন্য বর্ত্তিকার অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ দেখায়, কিন্তু বর্ত্তিকার সহিত সম্বন্ধ-ত্যাগ হইলে মহাতেজে লীন হয়, সেইরূপ উপাধি-ত্যাগী হইলে পৃথক্ পৃথক্ জীব পরমেশ্বরে লীন হয়েন; অতএব জিজ্ঞাসা করি যে, চৈতন্যাত্মক জীবের অধিষ্ঠান-সমষ্টি চৈতন্যকে স্বীকার করা যুক্তিসিদ্ধ হয়, কি অভাবকে অথবা জড়াত্মক জগৎকে তাহার কারণ মানা যুক্ত হয়? যদি বলেন, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি অভাব হইতে জীবকে উৎপন্ন করেন, তবে নানা দোষ ইহাতে উপস্থিত হয়। তাহার এক এই যে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ পদার্থ নহেন, প্রত্যক্ষমূলক অনুমানকে প্রমাণ স্বীকার না করিয়া অভাব হইতে জীবের ও অন্য পদার্থের উৎপত্তি মানা যায়, তবে ঈশ্বরের সত্তাতে আর কোন প্রমাণ থাকে না, আর ঈশ্বরের অপ্রমাণ দ্বারা তাঁহার শক্তি, সুতরাং অপ্রমাণ হইবে। প্রত্যক্ষসিদ্ধ যুক্তিকে তুচ্ছ করা, এ কেবল নাস্তিকের মতকে প্রবল করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট করা হয়।

ন্যায়শাস্ত্রে দোষ দেন যে, ঈশ্বর এক ও জীব নানা, দুই অবিনাশী, ইহা ন্যায়শাস্ত্রে কহেন আর দিক্ কাল আকাশ অণু ইহারা নিত্য ও সমবায় সম্বন্ধে কৃতী ঈশ্বরে আছে, জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতা এবং নিত্য ইচ্ছাবিশিষ্ট ঈশ্বর হয়েন, ইহাতে ঈশ্বরের কৃতিতে ব্যাঘাত হয়, কেন না, তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্যসংযোগে কর্ত্তা হইলেন।

উত্তর—ঈশ্বরবাদী যেমন নৈয়ায়িক ও খৃষ্টান সকলেই কহেন যে, ঈশ্বর নশ্বর নহেন এবং জীবের নাশ নাই, জীব চিরকাল ব্যাপিয়া জ্ঞানফল অথবা কর্ম্মফলকে প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ ঈশ্বরকে ফলদাতা উভয় মতেই অর্থাৎ নৈয়ায়িক খৃষ্টানেরাই কহেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য, ইহাও উভয় মতে স্বীকার করেন। অতএব এ মতকে গ্রহণ করিলে যদি দোষ হয়, তবে উভয় মতেই সমান দোষ স্পর্শিবে। বস্তু সকল পৃথক্ পৃথক্ কালে উৎপন্ন হইলে ইচ্ছার নিত্যত্বে দোষ পড়ে না, যেহেতু, পরমেশ্বর কালাতীত, বস্তু সকল কালিক। যে কালে যাহার উৎপত্তি তাঁহার নিত্যেচ্ছায় হয়, সেই কালে সেই বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাতে তাঁহার ইচ্ছার নিত্যতায় কোন ব্যাঘাত জন্মে না। ক্রিয়া ও গুণের সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধকে সমবায় কহেন, সেই সম্বন্ধে জগৎকর্ত্তৃত্ব জগৎকর্ত্তা যে ঈশ্বর, তাঁহাতে আছে, ইহা ও সকল-মত সিদ্ধ, কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কর্ত্তা শব্দ প্রয়োগ হয় না। আর দিক কাল আকাশের অসং-

বলিত কি ঈশ্বর, কি অন্য কোন পদার্থকে মনেও ভাবা যায় না; অতএব দিক্ কাল আকাশের অভাব স্বীকার করিলে কোন বস্তুর প্রমাণ হইতে পারে না। ঈশ্বরকে খৃষ্টানেরা ও নৈয়ায়িকেরা উভয়েই নিত্য কহেন অর্থাৎ যাবৎ কাল ব্যাপিয়া আছেন; অতএব সেই নিত্যকাল না থাকিলে ঈশ্বর নিত্য হয়েন না অথবা নিত্য শব্দের অর্থ এই যে, প্রথম ও অন্ত নাই। এ অর্থ যেমন ঈশ্বরে সম্ভবে, সেইরূপ কালেও সম্ভবে ও ঈশ্বরের নিত্যত্ব জ্ঞান কালের জ্ঞানের সাপেক্ষ হয়। আর প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের সমবায়ি-কারণ জগতের অতি সূক্ষ্মতম অবয়ব হয়, তাহার নাশ অসম্ভব, সেই পৃথিব্যাদির সূক্ষ্মতম ভাগকে পরমাণু কহেন, অবয়বরহিত পরমেশ্বরকে অথবা অভাবকে পরমাণুর সমবায়ি-কারণ কহা যায় না। অতএব পরমাণুর জন্য হওয়া অসম্ভব, ঐ সকল পরমাণু ঈশ্বরেচ্ছায় পৃথক্ পৃথক্ দেশে পৃথক্ পৃথক্ কালে পৃথক্ পৃথক্ আকারে একত্র হইয়া নানাসৃষ্টি হইতেছে। যে যে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ত্তা, সেই সেই কর্ত্তা দ্রব্যসংযোগে কার্য্য সম্পন্ন করেন প্রত্যক্ষ দেখি এবং ঈশ্বরকে জ্ঞান পূর্ব্বক জগৎকর্ত্তা সকল মতে মানেন। অতএব পরমাণু কাল আকাশ সমভিব্যাহারে তাহারও স্রষ্টৃত্ব নিশ্চিত হয়, ইহাতে মহাশয় যে দোষ দেন, এমতে কর্ত্তা ও জীব বড়, ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর হয়েন, তাহা লগ্ন হয় না, যেহেতু, ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব ও স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্ব, জীবের কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব তাহাও ঈশ্বরাধীন হয়, কিঞ্চিৎ অংশে সাম্য হইলে ঈশ্বরত্ব হয় না। মিসনরি মহাশয়েরা এবং আমরা ঈশ্বরকে ইচ্ছাবিশিষ্ট ও দয়াবিশিষ্ট কহি, জীবকেও দয়ালু ও ইচ্ছাবিশিষ্ট কহিয়া থাকি। ইহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে কি মিসনরি মহাশয়েরা কি আমরা কেহ বড় ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর স্বীকার করি না।

মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রতি দোষোল্লেখ করেন, যে, সংস্কৃত-শব্দ রচিত মন্ত্র ও সেই মন্ত্রাত্মক যাগ নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল জন্মে, সে ঈশ্বর হয়, এ দর্শনে এমত কহেন। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে নানা ভাষা ও শাস্ত্র এবং ভাষা ও দ্রব্য দুই জড় ও মনুষ্যের অধীন, কিন্তু মনুষ্যের অধীন যে দ্রব্য ও ভাষা, তাহার অধীন যে যে কর্ম্মফল, তাহাকে এই শাস্ত্রে ঈশ্বর কিরূপে কহেন? পুনরায় লিখেন যে, মীমাংসা-শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর কর্ম্মরূপী এক হয়েন, কিন্তু কর্ম্ম নানা, এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব কি প্রকারে প্রতীত হয়? বিশেষতঃ যে যে দেশে সংস্কৃত শব্দে কর্ম্ম না হয়, সে সে স্থান অনীশ্বরীয় কেন না হয়?

উত্তর।—প্রথমতঃ, মহাশয়ের দুই আশঙ্কার পূর্ব্বাপর ঐক্য নাই একবার লিখিলেন, কর্ম্মফল ঈশ্বর, পুনরায় লিখিলেন, ঈশ্বর কর্ম্ম হয়েন। সে যাহা হউক, মীমাংসকেরা দুই প্রকার হয়েন, যাঁহাদের কর্ম্ম পর্য্যন্ত কেবল পর্য্যবসান, তাঁহারা নাস্তিকের প্রভেদ। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া কর্ম্ম হইতে তাবৎ ভোগাভোগ মানেন, তাঁহাদের তাৎপর্য্য এই যে, যে মনুষ্য সৎকর্ম্ম করে, সে উত্তম ফল পায়, অসৎ কর্ম্ম করিলে অধম ফল পায়। ঈশ্বর ইহাতে নির্লিপ্ত। কাহাকে ঈশ্বর আপন আরাধনাতে ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া সুখ দেন, কাহাকে বা আপন হইতে ঔদাস্য প্রদান পূর্ব্বক অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত দিয়া আরাধনা করে না, এ নিমিত্তে দুঃখ দেন; এমত স্বীকার করিলে তাঁহাতে বৈষম্যদোষ হয়, যেহেতু, উভয়ই তাঁহার সমান কার্য্য হয়, অতএব এরূপ মীমাংসামতে ঈশ্বরের একত্বে কোন দোষ হয় না।

পাতঞ্জলমতে দোষ দিবার সময়ে লিখেন যে, ঐ শাস্ত্রে যোগসাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন; অতএব মীমাংসক মতে পাতঞ্জল-মতকে ভুক্ত করা গেল।

উত্তর—পাতঞ্জল-মতে যোগসাধন দ্বারা সর্ব্বদুঃখ নিবারণ হইয়া মুক্তি হয়, এমত কহেন এবং ঈশ্বরকে নির্দোষ, অতীন্দ্রিয়, চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বাধ্যক্ষ কহেন; অতএব মহাশয় কি বিবেচনায় মীমাংসা মতে পাতঞ্জল-মতকে ভুক্ত করিলেন, জানিতে পারিলাম না।

সাংখ্য-মতে দোষ দেন যে, প্রকৃতি-পুরুষ চণক দ্বিদল, তাহাতে পুরুষের প্রাধান্য-বিধানে তাঁহাকে অরূপী ব্রহ্ম কহেন, ইহাতে ঈশ্বরের দ্বৈত আইসে।

উত্তর—অদৃশ্য ও ব্যাপক প্রকৃতি কার্য্যোৎপত্তিতে ও বিশ্বের প্রবাহে চৈতন্যের প্রাধান্য কেবল হয়; সুতরাং চৈতন্য কেবল ব্রহ্ম হয়েন। বেদার্থবক্তাদের যদ্যপিও অন্য অন্য অনাত্মপদার্থে মতভেদ আছে, কিন্তু ঈশ্বরকে আকার ও কুণপ কিংবা জন্ম ও মৃত্যুবিশিষ্ট কহেন না।

ইহার শেষ উত্তর দুয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবে।

সংখ্যা ২।

আঠার শত একুশের ১৪ই জুলাইয়ের সমাচার-দর্পণে লিখিত পত্রের একদেশ, যাহাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের দোষ কল্পনা আছে।

পঞ্চম প্রশ্ন। পুরাণ ও তন্ত্র-শাস্ত্রাদিতে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম ও রূপ ও ধাম মানিয়া উপাস্য উপাসনা জীবের সহিত জীবের কল্যাণদায়ক বিধানে স্থির পূর্ব্বক গুরুকরণীয় গৌরব ও গুরু-বাক্যে দৃঢ়তার বিধান করিয়াছেন এবং ঐ সাকার ঈশ্বরের অস্মদাদির ন্যায় স্ত্রী-পুত্র ও বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী স্থির পূর্ব্বক বিভুত্ব মানিতেছেন। ইহা অতি আশ্চর্য্য। আদৌ এ মতে নানা ঈশ্বর ও বিষয়ভোগী সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, নামরূপবিশিষ্টের বিভুত্ব কোন ক্রমে সম্ভবে না। যদি বল, অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় তাঁহার নহে, এ কথা উত্তম, কিন্তু প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যেরূপ অস্মদাদি আছি, তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়যুক্ত মানিতে হইবে, অপ্রাপঞ্চিক বিষয় কখন প্রপঞ্চরচিত জীবে জানিতে পারে না। তবে কি ক্রমে তাঁহার নাম ও রূপ স্বীকার করি? তৃতীয়তঃ, ঐ শাস্ত্রে কহেন, ঈশ্বর নাম-রূপবিশিষ্ট, কিন্তু জীবে প্রপঞ্চ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পায় না, এ বিধানে রূপ নাম কি ক্রমে মানিতে পারি? চতুর্থ, গুরুবাক্যনিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ ঐ শাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভূত নহেন, তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক? বরং বোধ হয় যে ব্যক্তি দ্বারা পরম পথ জানিবার ইচ্ছা যাহার থাকে, তাহার কৃতিঃ সুন্দর জ্ঞাত। পরে যদি তাঁহার কথায় দার্ঢ্য করে, তথাচ সম্ভব, তদ্ভিন্ন দেশ-চলিত লৌকিক গুরু করণীয় দ্বারা লাভ কি?

ষষ্ঠ প্রশ্ন। হিন্দুদের শাস্ত্র-মতে জীবের জন্ম-মৃত্যু কর্ম্মবশতঃ বারংবার স্থাবর-জঙ্গম শরীর হয়, কেচিৎ মতে এই দেহত্যাগ পরে অখণ্ড স্বর্গ-নরক ভোগ হয় ও কেচিৎ মতে ভোগাভাব ও ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্য বর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম-ভোগ ও অন্য জীবের কর্ম্ম নাই। ইহার কোন্ মত সত্য, পরস্পর শাস্ত্রের সমন্বয় কি ক্রমে সম্ভব আজ্ঞা হবে।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূরদেশ হইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন-সংবলিত পত্র প্রেরণ

করিয়াছেন। তাঁহার বাসনা এই যে, ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন; অতএব ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন, তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবে।

সমাচার-দর্পণের পত্রের উত্তর—যাহাতে হিন্দুর শাস্ত্রের দোষ উদ্ধার আছে ও যাহা শ্রীরামপুরে পাঠান গিয়াছিল, কিন্তু ছাপা-কর্ত্তা সমাচার-দর্পণে স্থান দেন নাই; এ নিমিত্ত তাহার একদেশ ইহাতে ছাপান গেল।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর—পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দোষোল্লেখ করেন যে, তাহাতে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম, রূপ ও ধাম মানিয়া জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য কহিয়াছেন এবং গুরুকরণের বিধি ও গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিতে লিখেন। ঐ সাকার ঈশ্বরকে স্ত্রী-পুত্রবিশিষ্ট ও বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিয়া তাঁহার বিভুত্ব মানিতেছেন। এমতে আদৌ নানা ঈশ্বর ও বিষয়ভোগী সম্ভবে। দ্বিতীয়তঃ, নামরূপবিশিষ্টের বিভুত্ব কোন মতে সম্ভবে না। তৃতীয়তঃ, ঐ শাস্ত্রে কহেন, ঈশ্বর নামরূপবিশিষ্ট, কিন্তু প্রপঞ্চ চক্ষুর দ্বারা জীব দেখিতে পায় না, এ বিধানে নামরূপ কি প্রকারে মানিতে পারি?

উত্তর—পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ব্বথা ঈশ্বরকে বেদান্তানুসারে অতীন্দ্রিয়, আকার-রহিত কহেন। পুরাণে অধিক এই যে, মন্দবুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক্ প্রকারে পরমার্থ-সাধন বিনা জন্মক্ষেপ করিবে কিংবা দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবে; অতএব নিরবলম্বন হইতে ও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির সর্ব্বদা গ্রহ হয়, তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ হয়, পরে পরে যত্ন করিলে যথার্থ জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু বারংবার ঐ পুরাণাদি সাবধান পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, এ সকল রূপাদি বর্ণন কেবল কল্পনা করিয়া মন্দবুদ্ধির নিমিত্ত লিখিলাম; বস্তুতঃ পরমেশ্বর নামরূপহীন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম-বিষয়-ভোগ-রহিত হয়েন। মাণ্ডুক্য-ভাষ্যধৃত বচন,—"নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ।" স্মার্ত্তধৃতযমদগ্নিবচন,—"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" মহানির্ব্বাণতন্ত্রে,—"এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্।" কিন্তু ইহা বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য যে, তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ত নাই, সেই মহাপুরাণ ও পুরাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার, এ নিমিত্ত শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজনধৃত হয়, তাহারই প্রামাণ্য অথবা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয়, এমত নহে, অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি—যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে, তাহা আধুনিক হইবার সম্ভব আছে। কোন কোন পুরাণ-তন্ত্রাদি এক দেশে চলিত আছে, অন্য দেশীয়েরা তাহাকে কাল্পনিক কহেন, বরঞ্চ এক দেশেই কতক লোক তাহাকে মান্য করেন, কতক লোক নবীন কৃত জানিয়া অমান্য করেন। অতএব সটীক কিংবা মহাজন-ধৃত পুরাণ-তন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন। গ্রন্থের মান্যামান্যের সাধারণ নিয়ম এই, যে সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ

অর্থ কহে,তাহা অপ্রমাণ। মনুঃ,—"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।" কিন্তু মিসনরি মহাশয়েরা উপনিষদাদি ও প্রাচীন স্মৃত্যাদি ও শিষ্ট-সংগৃহীত পরম্পরাসিদ্ধ তন্ত্রাদি এ সকলের অর্থের বিবরণ ইংরেজী ভাষাতে প্রায় করেন না, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ, শিষ্টের অসংগৃহীত, পরম্পরায় অসিদ্ধ গ্রন্থের বিবরণ আপন ভাষাতে করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম অতি কদর্য্য, ইহাই সর্ব্বদা প্রকাশ করেন। পুরাণ ও তন্ত্রের দোষ দিবার উদ্দেশে লিখিয়াছেন যে, পুরাণে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম-রূপ কহেন ও স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট ও বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী কহেন। ইহাতে নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়-ভোগ সম্ভবে ও ঈশ্বরের বিভুত্ব থাকে না; অতএব মিসনরি মহাশয়দিগকে বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা মনুষ্যরূপবিশিষ্ট যীশুখৃষ্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলিগোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কি না, আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর যীশুখৃষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-ভোগ ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভোগ তাঁহারা মানেন কি না এবং তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী ভূত স্বীকার করেন কি না অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধ হইত কি না, তাঁহার মনঃপীড়া হইত কি না, তাঁহার দুঃখ-বেদনাদি জন্মিত কি না ও তাঁহার আহারাদি ছিল কি না? তেঁহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কি না ও তাঁহার জন্ম-মৃত্যু হইয়াছিল কি না এবং সাক্ষাৎ কপোতরূপবিশিষ্ট হোলিগোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিতেন কি না আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা যীশুখৃষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কি না? যদি এ সকল তাঁহারা স্বীকার করেন, তবে পুরাণের প্রতি এ দোষ দিতে পারেন না যে, পুরাণ মতে ঈশ্বরের নাম-রূপ সিদ্ধ হয় ও তাঁহাকে বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিতে হয় ও ঈশ্বরকে স্ত্রী-পুত্রবিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকারবিশিষ্ট হইলে তাঁহার বিভুত্ব থাকে না, যেহেতু, এ সকল দোষ অর্থাৎ ঈশ্বরের নানাত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়ভোগ ও অবিভুত্ব সম্পূর্ণ মতে তাঁহাদের প্রতি সংলগ্ন হয়। যদি কহেন যে, তাবৎ অসম্ভব বস্তু যাহা সৃষ্টির প্রণালীর অতি বিপরীত, তাহা ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা সম্ভব হয়, তবে হিন্দুরা ও মিসনরিরা উভয়েই আপন আপন অবতারের সংস্থাপনের জন্য এই অযোগ্য সিদ্ধান্তকে অবলম্বন সমানরূপে করিতে পারেন। বৃদ্ধ ব্যাস মহাভারতে সত্য কহিয়াছেন, "রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি।" বরঞ্চ পুরাণে কহেন যে, নাম ও রূপ ও ইন্দ্রিয়-ভোগাদি যাহা ঈশ্বরের বর্ণন করিলাম, সে কাল্পনিক, মন্দবুদ্ধির চিত্তাবলম্বনের নিমিত্ত কহিয়াছি। কিন্তু মিসনরি মহাশয়েরা কহেন যে, বায়বেলে নাম, রূপ ও বিষয়ভোগ যে ঈশ্বরের বর্ণন আছে, সে যথার্থ; অতএব নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের অবিভুত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসিত্ব দোষ তথ্যরূপে মিসনরি মহাশয়দের মতেই কেবল উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুদের পুরাণ-তন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ, কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন, বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে ঐ পুরাণাদির বচন অগ্রাহ্য হয়। "শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সদা॥" স্মার্ত্ত ধৃত বচন। কিন্তু বায়বেল মিসনরি মহাশয়দের সাক্ষাৎ বেদ হয়েন, যাহার বচনের দ্বারা তাঁহারা এ সকল অপবাদ যথার্থ জানিয়া ঈশ্বরে দিয়া থাকেন; অতএব যথার্থ দোষ ও দোষের আধিক্য তাঁহাদের মতেই দেখা যায়।

ষষ্ঠ লিখিয়াছেন যে, যে গুরুর বস্তু অনুভূত নহে, তাঁহার সে বস্তু বিষয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক হয়? দেশচলিত লৌকিক গুরুকরণের কি ফল?

উত্তর—এ আশঙ্কা হিন্দুর শাস্ত্রে কোন মতে উপস্থিত হয় না, যেহেতু, শাস্ত্রে কহেন, যে ব্যক্তির বস্তু অনুভূত আছে, তাঁহাকেই গুরু করিবে, অন্য প্রকার গুরুকরণে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। মুণ্ডক-শ্রুতিঃ,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" তন্ত্রে,—"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ।" গুরুর লক্ষণ,—"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ" ইত্যাদি। কৃষ্ণানন্দ-ধৃত বচন।

শেষে লিখেন যে, হিন্দুদের শাস্ত্রমতে কর্ম্মবশতঃ বারংবার স্থাবর-জঙ্গম শরীর হয় ও কোন মতে এই দেহ-ত্যাগ, পরে অখণ্ড স্বর্গ-নরক-ভোগ হয়, কোন মতে ভোগাভাব।

উত্তর—হিন্দুর কোন মতে এমত লিখিত নাই যে, ভোগাভাব। এ নাস্তিকের মত, কিন্তু ইহা প্রমাণ বটে যে, শাস্ত্রে লিখেন যে, কোন কোন পাপ-পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয়, কাহার বা পাপ-পুণ্যের ভোগ মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকে ঈশ্বর দেন, কাহার বা পাপ-পুণ্যের ভোগ অন্য স্থাবর-জঙ্গমাদির শরীরে পরম নিয়ন্তা দিয়া থাকেন, ইহাতে পরস্পর কি দোষ জন্মে যে, সমন্বয় করিতে লিখিয়াছেন? খৃষ্টান-মতেও ভোগের নানা প্রকার লিখন আছে, কাহার বা পাপ-পুণ্যের ভোগ ঈশ্বর ইহলোকেই দেন। যেমন ইহুদীদিগকে বারংবার তাহাদের পাপ-পুণ্যের ফল ইহলোকে ঈশ্বর দিয়াছেন। এরূপ বায়বেলে লিখিত আছে, বরঞ্চ যিশুখ্রীষ্ট আপনি কহিয়াছেন যে, বাক্যরূপে দান করিলে তোমাদের কর্ম্মফল এই লোকেই প্রাপ্ত হইবে আর কাহার বা মৃত্যুর পরে শুভাশুভ ভোগ হইয়াছে, ইহাও এ বায়বেলে লিখেন, এরূপ কথনে বায়বেলে অনৈক্য-দোষ জন্মে না, যেহেতু, পরমেশ্বর ফলদাতা, কাহাকে এই লোকেই ফল দেন, কাহাকেও বা পরলোকে ফল দেন। খ্রীষ্টানেরা সকলে স্বীকার করেন যে, এ দেহ নাশ হইলে পাপ-পুণ্যের ফল-দানের সময় ঈশ্বর জীবকে এক শরীর দিয়া সেই শরীর-বিশিষ্ট জীবকে সুখ অথবা দুঃখরূপ কর্ম্মফল দিবেন। যদি সৃষ্টির প্রণালীর অন্য প্রকারে জীবকে শরীর দিয়া ঈশ্বর কর্ম্মফল ভোগ করাইতে পারেন, এমত তাঁহারা মানেন, তবে সৃষ্টির পরম্পরা নির্ব্বন্ধের অনুসারে দেহ দিয়া জীবকে ভোগাভোগ দেন, ইহাতে অসম্ভব জ্ঞান কেন করেন? ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্য বর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ নাই, আপনি লিখিয়াছেন, এমত কোন স্থানে আমাদের শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অন্য বর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্ম নাই, ইহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদোক্ত কর্ম্ম নাই, সে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বটে, অতএব শাস্ত্রের পরস্পর সর্ব্বথা সমন্বয় আছে, এইরূপ ও পরস্পর দর্শনের মধ্যেও জানিবেন অর্থাৎ দর্শন ঈশ্বরকে এক অতীন্দ্রিয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহেন, কেবল অন্য অন্য পদার্থের নিরূপণে যিনি যে প্রকার বেদার্থ বুঝিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। সেইরূপ বায়বেলেরও টীকাকারদের কোন কোন অংশে পরস্পর অনৈক্য হওয়াতে বায়বেলে দোষ জন্মে না এবং টীকাকারদের মহিমার লঘুতা হয় না।

পুনশ্চ হিন্দুর শাস্ত্রে যুক্তিবিরুদ্ধ যে দোষ দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিলাম। কালিকাতা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে

পাদরী মহাশয়েরা আছেন, পশ্চাতের লিখিত তাঁহাদের মত কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হয়, ইহার মীমাংসা লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন। যিশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন; কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন? যিশুখ্রীষ্ট কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন, কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।

ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন, পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, হোলিগোষ্ট ঈশ্বর।

ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চ ভাবে আরাধনা করিবে কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে যিশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন যে, পুত্র অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন, তিনি পিতার তুল্য হয়েন, কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেক তুল্যতা সম্ভবে না। এ সকলের উত্তর পাইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।

৩ সংখ্যা।

নমো জগদীশ্বরায়।

ব্রাহ্মণ-সেবধির দুইয়ের সংখ্যা—যাহা কয়েক সপ্তাহ হইল ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত হইয়া প্রচার হইয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তর ফ্রেণ্ড-ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ৩৮ সংখ্যায় কেবল ইংরেজী ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রীয় বিচার প্রধানরূপে এতদ্দেশীয়ের উপকারের নিমিত্ত আর আনুষঙ্গিকরূপে বিলাতি লোকের ব্যবহারের জন্য, উভয় পক্ষে অযুক্ত হইয়াছে। কারণ আমার এই প্রত্যাশা ছিল যে, ফ্রেণ্ড-ইণ্ডিয়া গ্রন্থকর্ত্তা কিংবা অন্য কোন মিসনরি মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতে রচনা করিয়া আমার ব্রাহ্মণ-সেবধিতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পাঠাইবেন, তাহাতে কেবল ইংরেজী উত্তর পাইয়া নিরাশ হইলাম। সে যাহা হউক, যেরূপ উত্তর লিখিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিলাম এবং সেই প্রত্যুত্তরের উত্তর বিনয়পূর্ব্বক লিখিতেছি।

আমার প্রথম প্রশ্ন ব্রাহ্মণ-সেবধিতে এই ছিল যে, "যিশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন। কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন?" তাহাতে যে নিদর্শনের দ্বারা আমি ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহাকে আপনি অতথ্য জানাইয়া লিখিয়াছেন যে, "বাইবেলে এমত কোন স্থানে লিখেন নাই যে, পুত্র যিশুখ্রীষ্ট সাক্ষাৎ পিতা ঈশ্বর হয়েন," এ নিমিত্ত আমি যে কারণে এ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ লিখা আবশ্যক জানিলাম যাহাতে সকলে বিবেচনা করিবেন যে, ঐ প্রশ্ন তাঁহাদের আলাপে এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ অনুসারে যুক্ত কি অযুক্ত হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উপদেশকর্ত্তারা ইহা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর এক ও যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয়েন। তাঁহাদের এই উক্তির দ্বারা আমি সুতরাং ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা ইহা অভিপ্রায় করেন যে, পুত্র যিশুখৃষ্ট সাক্ষাৎ পিতা হয়েন; অতএব পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারেন, ইহাই প্রশ্ন করিয়াছি, যেহেতু, যদি কোন ব্যক্তি কহে যে, দেবদত্ত এক হয় আর যজ্ঞদত্ত তাহার পুত্র, কিন্তু পুনরায় কহে যে যজ্ঞদত্ত সাক্ষাৎ দেবদত্ত হয়, তবে আমরা ইহার দ্বারা এই উপলব্ধি করিব যে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হয় এবং জিজ্ঞাসা করিব যে, পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারে? যে যাহা হউক, খ্রীষ্টান

ধর্ম্মের প্রধান পাদরীদের মধ্যে গণিত হইয়া আপনি যখন ইহা কহিলেন যে, "বায়বেলে এমত কোন স্থানে লিখেন নাই যে, পুত্র পিতা হয়েন, বরঞ্চ বায়বেলে এমত কহেন যে, পুত্র যিশুখ্রীষ্ট স্বভাবে এবং স্বরূপে পিতার তুল্য হয়েন ও পিতা হইতে পৃথক্ ব্যক্তি হয়েন" আর আমাকে মনুষ্য-জাতির মধ্যে বিবেচনা করিতে অনুমতি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক পুত্র তাহার পিতার সহিত যদি এক মনুষ্যস্বভাব না হয়, তবে সে অবশ্য রাক্ষস হইতে পারে। যদি আমি বায়বেলের অর্থ আপনার অপেক্ষা অধিক জানি অভিমান করি, তবে আমার অতিশয় স্পর্দ্ধা হয়; অতএব আপনার অনুমতিক্রমে ঐ সাদৃশ্যের দ্বারা আমি ইহা অঙ্গীকার করিতাম যে, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন, যেমন মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য হয়। যদি ঐ স্বীকারের দ্বারা আপনার অন্য এই বিশেষ উপদেশকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে না হইত যে, "পুত্র যিশুখ্রীষ্ট পিতার সহিত সর্ব্বকাল স্থায়ী হয়েন," যেহেতু, মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য হয়, এই সাদৃশ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন,ইহা যেমন উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ঐ সাদৃশ্যে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে,পুত্র পিতার সমকালীন কোন মতে হইতে পারেন না। কেন না, যদি মনুষ্যের পুত্রকে পিতার সমকালীন স্বীকার করা যায়, তবে সে রাক্ষস হইতেও কোন অধিক অদ্ভুত হইতে পারিবে। পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী তাবৎ ব্যক্তিরা ইহা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর যখন মনুষ্যকে কোন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র উপদেশ করেন, তখন তাঁহাদের ভাষার নিয়মিত অর্থের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব আমি বিনয় পূর্ব্বক আপনার নিকট আমার পরের প্রশ্নের এক স্পষ্ট উত্তর প্রার্থনা করিতেছি। মিসনরি মহাশয়েরা 'ঈশ্বর' এই শব্দকে সংজ্ঞা শব্দ কহেন, কি জাতি শব্দ কহেন, ইহা জানিতে চাহি। যেহেতু, গুণ ও ক্রিয়া ভিন্ন যাবৎ শব্দ এই দুই প্রকার অর্থাৎ কতক জাতি শব্দ ও কতক সংজ্ঞা শব্দ হয়। যদি কহেন যে, ঈশ্বর এই পদ সংজ্ঞা শব্দ হয়, তবে তাঁহারা কদাপি কহিতে পারিবেন না যে, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন। কিরূপে আমরা মানিতে পারি যে, দেবদত্তের কিংবা যজ্ঞদত্তের পুত্র সাক্ষাৎ দেবদত্ত কিংবা যজ্ঞদত্ত হয় অথবা দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের সমানকালীন হয়। আর যদি ইহা কহেন যে, ঈশ্বর এই পদ জাতিবাচক হয়, তবে মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য. এই সাদৃশ্যের বলেতে তাঁহারা কহিতে পারেন যে, ঈশ্বরের পুত্রও ঈশ্বর হয়েন, কিন্তু এ প্রয়োগ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, পুত্র ও পিতা উভয়ে এককালীন হয়েন। যেহেতু, পুত্রের সত্তা পিতার সত্তার পরকালীন অবশ্যই হইয়া থাকে।

এমতে ঈশ্বর ও মনুষ্য এই দুই জাতিবাচক শব্দের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ হইবে যে, মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় অনেক ব্যক্তি, আর ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় মিসনরিদের মতে তিন ব্যক্তি হয়েন, যাঁহাদের অধিক শক্তি ও সত্বস্বভাব হয়, কিন্তু কোন এক জাতির আশ্রয় ব্যক্তি যদি সংখ্যাতে অল্প হয় এবং শক্তিতে অধিক, তথাপি জাতিগণনার মধ্যে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জগতের বিচিত্র রচনার সূক্ষ্মদর্শীদের নিকটে প্রসিদ্ধ আছে যে, এক পাঠীন মৎস্যের গর্ভে যত ডিম্ব জন্মে, তাহা হইতে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় সমুদায় ব্যক্তিরা গণনায় ন্যূন সংখ্যা হয় এবং শক্তিতে অতিশয় অধিক হয় এ নিমিত্তে মনুষ্য শব্দের জাতিবাচকত্বে কোন ব্যাঘাত হয়, এমত নহে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় ব্যক্তি দেব-

দত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যদ্যপিও পিণ্ডেতে পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু মনুষ্যত্ব-স্বভাবে এক হয়। সেইরূপ আপনার মতে ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও ঈশ্বরত্বস্বভাবে এক হয়েন, অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলিগোষ্ট ঈশ্বর। আপনারা কহেন যে, ঈশ্বর এক হয়েন, সে কি এইরূপে এক কহিয়া থাকেন? কি আশ্চর্য্য! এরূপ যাঁহাদের মত, তাঁহারা কিরূপে হিন্দুকে অনেক-ঈশ্বরবাদী দোষ দিয়া উপহাস করেন? যেহেতু, হিন্দুরা অনেকে কহেন যে, ঈশ্বর তিন হইতে অধিক হইয়াও বস্তুতঃ ঈশ্বরত্ব ধর্ম্মে সকলে এক হয়েন।

আমার তৃতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, "আপনারা ঈশ্বরকে এক কহেন, অথচ কহেন, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলিগোষ্ট ঈশ্বর।" ইহা আপনি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে, "বায়বেলে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট এই তিনকে এক ঈশ্বরীয় স্বভাব ও পরিপূর্ণ করিয়া কহেন, এবং কহেন যে, যদ্যপিও তাঁহারা তিন পৃথক্ ব্যক্তি হয়েন, তথাপিও একস্বভাব ও একধর্ম্মী হয়েন ও বায়বেলে মনুষ্যের প্রতি আজ্ঞা দেন যে, ঐ প্রত্যেক ঈশ্বরকে আরাধনা করিবে।" অধিকন্তু আপনি লিখেন যে, বায়বেলে কহেন, "পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট তুল্যরূপে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যকে দেন ও তুল্যরূপে মনুষ্যের অপরাধ ক্ষমা করেন," কিন্তু যাহা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে ইহা যুক্তিসিদ্ধ কিরূপে হয়, তাহার ছন্দাংশে না গিয়া বরঞ্চ স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাতে কোন যুক্তি নাই, এবং অযুক্তিসিদ্ধ ত্রুটি বায়বেলে নিক্ষেপ করিয়াছেন, যেহেতু, কহেন যে, "বায়বেল যদ্যপিও এ সকল বৃত্তান্ত স্পষ্ট কহিয়াছেন, তথাপি আমাদিগকে জানান নাই যে, কিরূপে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট স্থিতি করেন ও কিরূপে তিনেতে এক হয়েন।" আর আপনি লিখেন যে, "যদ্যপিও বায়বেল আমাদিগকে জানাইতেন, তথাপি আমাদের নিশ্চয় হয় না যে, আমরা বোধগম্য করিতে পারিতাম"। অতএব আপনাকে ও অন্য মিসনরিদিগকে বেদান্ত ও অন্য অন্য শাস্ত্রে অযুক্তিসিদ্ধ দোষ সমাচার-দর্পণে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, তাঁহাদের মূলধর্ম্ম এরূপ অযুক্তিসিদ্ধ হয়, যে হেতু, এরূপ বিবেচনা প্রথমে করিলে আপনার মূলধর্ম্ম অযুক্তিসিদ্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিবার মনস্তাপ পাইতেন না। তথাপি আপনি ঐ মত যাহা সর্ব্বদা যুক্তির এবং প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়, তাহাতে লোকের নিষ্ঠা জন্মাইবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন যে, "যে সকল বস্তু আমাদের নিকট ও মধ্যে আছে ও যাহার বিশেষ উপলব্ধি আমাদের হয় নাই, অথচ আমরা তাহার সত্তাতে কোন সন্দেহ করি না, যেমন বৃক্ষের চারা ও বৃক্ষ সকল কিরূপে মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে ও সেই রস পত্রে ও পুষ্পে ও ফলে প্রদান করে, ইহার বিশেষ কারণ না জানিয়াও লোকে বিশ্বাস করে এবং কিরূপে জীব শরীরের অধ্যক্ষ হয়েন যে, আপন ইচ্ছাতে মনুষ্য মস্তকের উপর হস্ত প্রদান করে আর কিরূপে এই দেহকে অত্যন্ত শ্রমে নিয়োজিত করে, এ সকল বস্তুর কারণ না জানিয়াও বিশ্বাস করা যায়, যাহা আমাদিগকে বেষ্টিয়া আমাদের মধ্যে আছে, অতএব ইহাতে আমরা অসন্তোষ জানাইতে পারি না যে, তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি হয়েন, তিনি আপনার অনন্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষরূপে স্থিতি করেন, তাহা আমাদিগকে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা স্বীকার করেন

নাই।" আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে, আপনি কিংবা কোন সাধারণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই সাদৃশ্যের অত্যন্ত অযোগ্য ও অসংলগ্ন হওয়াকে উপলব্ধি করিতে না পারেন অর্থাৎ যে সকল বস্তু আমাদিগকে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে ও ভিন্ন ঈশ্বরের এক হওয়া যাহা আমাদিগকে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে কি থাকিবেন, কেবল খ্রীষ্টানদের মনঃকল্পনাতে আছেন, এই দুয়ের সাদৃশ্য কি প্রকারে হইতে পারে? বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পত্র ও পুষ্পকে উৎপন্ন করা ও শরীরের উপর জীবের অধ্যক্ষতা সেই প্রকার হয়, যাহা আমাদিগকে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে এবং কি খৃষ্টান কি খৃষ্টান ভিন্ন সকলের সমানরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়, এবং যাহার ইন্দ্রিয় আছে, সে কদাপি ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। যদ্যপিও কিরূপে ও কি নিয়মে বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও জীবের অধ্যক্ষতা, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হয় না, কিন্তু ঐ সকল বস্তুর দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষমূলক প্রমাণসিদ্ধ বস্তু সকল আমাদিগকে বলাৎকারে সেই সকল বস্তুতে নিশ্চয় করায়। অতএব জিজ্ঞাসা করি যে, বৃক্ষের বৃদ্ধির ন্যায় ও জীবসংক্রান্ত শরীরের ন্যায় ঐ তিন ঈশ্বরের ঐক্যতা কি আমাদিগকে বেষ্টিয়া কি আমাদের মধ্যে আছে, আর কি তাঁহারা বহিঃস্থিত বস্তুর ন্যায় খৃষ্টানদের ও খৃষ্টান ভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়েন? কি তাঁহারা উত্তরদেশীয় হিমপর্ব্বতের ন্যায় হয়েন, যাহা যদ্যপিও আমি দেখি নাই, কিন্তু তাহার দ্রষ্টাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি এবং অন্য কোন দ্রষ্টা তাহার খণ্ডন করে নাই ও যাহা সকলের দেখিবার সম্ভব হয়। যদি এ প্রকার হইত, তবে আমরা বৃক্ষের ন্যায় ও জীবসংক্রান্ত দেহের ন্যায় ও হিমপর্ব্বতের ন্যায় তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর হওয়াকেও বিশ্বাস করিতাম, যদ্যপিও উপলব্ধির বহির্ভূত ও উপলব্ধির বিপরীত হয়। অভিপ্রায় করি যে, খ্রীষ্টানেরা তাঁহাদের বাল্যাবধি শিক্ষাঃ বলেতে স্বীকার করেন যে, ঐ তিনই প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়েন, যেমন বাঙ্গলাতে তান্ত্রিকেরা পঞ্চ ব্রহ্ম কহেন অথচ ঐ পাঁচকে এক করিয়া জানেন ও যেমন ইদানীন্তন হিন্দুরা অভ্যাসের দ্বারা অনেক অবতারকে এক ঈশ্বররূপে প্রায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ করিয়া জানেন। খৃষ্টানেরা—যাঁহারা যথার্থরূপে আপন মার্জ্জিত বুদ্ধির অভিমান রাখেন, তাঁহারা কিরূপে এই অনন্বিত সাদৃশ্যকে স্বীকার করেন এবং অন্য অন্যকে ঐরূপ হেত্বাভাসের দ্বারা লোকের ভ্রম জন্মাইতে দেন। ইহার কারণ আমার অভিপ্রায়ে এই হইতে পারে যে, তাঁহাদের পণ্ডিতেরা গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদের ন্যায় এ সকলকে অযথার্থ জানিয়াও লৌকিক নির্ব্বাহের জন্য অনেকের মতে মত দিয়া থাকেন। আমাদের ইহা দেখিতে খেদ জন্মে যে, অনেক খ্রীষ্টানদের বাল্যকালের শিক্ষার দ্বারা অন্তঃকরণ ঐ মতের বিপরীত শুনিলে ইন্দ্রিয়ের ও যুক্তির ও পরীক্ষার নিদর্শনকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়েন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আপন মতাবলম্বীদের উপর অতিশয় প্রভুতা রাখেন, কিন্তু ইহা তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন যে, আপনারা কিরূপে আপন পাদরীদের প্রাবল্যের মধ্যে আছেন যে, এরূপ সাদৃশ্যের ও প্রমাণের দোষ দেখিতে পায়েন না। আপনি প্রথম লিখেন যে, "বায়বেল আমাদিগকে জানান নাই যে, পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট কিরূপে স্থিতি করেন, আর তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর কিরূপে হয়েন, তিনি আপনার অনন্ত ও

সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষরূপে স্থিতি ও ক্রিয়া করেন, তাহা আমাদিগকে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা স্বীকার করেন নাই।” তথাপিও বায়বেলের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহারা কি বিশেষরূপে স্থিতি করেন ও কি কি বিশেষ ক্রিয়া করেন, তাহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিয়াছেন; পুত্র ঈশ্বর, যিনি পিতা ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন, তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তিনি পাপগ্রস্ত মনুষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করিয়া আপনার মহিমাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া আপন লঘুতা স্বীকার করিয়াছেন ও ভৃত্যের আকৃতি গ্রহণ করিয়া পিতা ঈশ্বরের আরাধনা ও আজ্ঞাকারিত্ব স্বীকার করিলেন, আর আপন পিতাকে প্রার্থনা করিলেন যে, যে মহিমা পিতা ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার ছিল এবং যাহাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপন হইতে পৃথক্ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেন, আর তিনি স্বর্গে যেখানে পূর্ব্বে ছিলেন, তথায় পিতার অনুমতিক্রমে আরোহণ করিলেন। পরে তিনি পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন, যে পিতা স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের তাবৎ শক্তি মধ্যস্থ, যে তিনি তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, আর ঈশ্বর হোলিগোষ্ট পুত্র ঈশ্বরের উপর সাক্ষাৎ কপোতরূপে আসিয়া পুত্র ঈশ্বরের অবতার হইবাতে স্বস্তিবাদ করিলেন। “পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, হোলিগোষ্ট ঈশ্বর এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ বিনাশ, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া ও পৃথক্ পৃথক্ সত্তা কহিয়া পুনরায় কহেন যে, তাঁহারা এক হয়েন, আর বাসনা করেন যে, অন্য সকলেও তাঁহাদের এক হওয়াতে বিশ্বাস করে। তিন পৃথক্ দ্রব্যকে এক জ্ঞান করা ক্ষণমাত্রও সম্ভব হয় না, সেই তিনের এক ব্যক্তি স্বর্গে থাকিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নতা দেখান, আর তাঁহার দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া ধর্ম্মযাজন করেন, তাহার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য এ দুয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যক্তির অভিপ্রায়ানুসারে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। যদি নিবাসের পার্থক্য ও আধারের ও ক্রিয়ার ও কর্ম্মের পার্থক্য বস্তু সকলের পৃথক্ হইবার ও অনেক হইবার কারণ না হয়, তবে একেকে অন্য হইতে পৃথক্ জানিবার অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পর্ব্বত পৃথক্ ও মনুষ্য হইতে পক্ষী পৃথক্, তাহার প্রমাণ কিছু রহিল না, এই কি সেই উপদেশ, যাহাকে আপনি কহিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরের প্রণীত হয় আর যে কোন পুস্তক এমত উপদেশ করেন যে, ইন্দ্রিয় সকলের শক্তিকে পরিত্যাগ না করিলে তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে না, সেই পুস্তক কি পরমেশ্বরের প্রণীত হয়, যিনি আমাদের উপকার নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন? মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় থাকে ও বাল্যাভ্যাসের ভ্রমে মগ্ন না হয়, সে ব্যক্তি কোন বাক্‌প্রণালীর দ্বারা যাহা বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষের বিপরীত হয়, তাহাতে প্রতারিত হইতে পারে না। আপনি লিখেন যে, পুত্র ঈশ্বর কিঞ্চিৎ কালের জন্য আপন মহিমাকে পৃথক্ করিয়াছিলেন, আর পিতা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সেই মহিমা দেন ও ভৃত্যের আকারকে গ্রহণ করিলেন। ইহা কি অবস্থান্তর-রহিত পরমেশ্বরের স্বভাবের যোগ্য হয় যে, আপন স্বভাবকে কিঞ্চিৎ কালের জন্য ত্যাগ করেন ও পুনরায় তাহার প্রার্থনা করেন? আর এই কি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের স্বভাবের যোগ্য হয় যে, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ভৃত্যের বেশ ধারণ করেন? এই কি ঈশ্বরের যথার্থ মাহাত্ম্য যাহা আপনি

উপদেশ করিতেছেন? হিন্দুদের মধ্যেও যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, তাঁহারাও আপনার এইরূপ বাক্যরচনা হইতে উত্তম বাক্য-প্রবন্ধ করিতে পারেন। আমি আপনার উপকৃতি স্বীকার করিব, যদি আপনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, আপনার অনেক ঈশ্বর কথন অপেক্ষা হিন্দুর অনেক ঈশ্বর-কথন অযুক্তিসিদ্ধ হয়, যদি এমত প্রমাণ না হয়, তবে হিন্দুদের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আপন ধর্ম্মসংস্থাপন-চেষ্টা আপনি আর করিবেন না, যেহেতু, আপনারা ও হিন্দুরা উভয়েই আপন আপন নানা ঈশ্বরবাদকে স্থাপনের নিমিত্ত ঈশ্বরের অচিন্ত্য ভাব ও শক্তিকে তুল্যরূপে প্রমাণ দিয়া থাকেন। আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ঈশ্বর হোলিগোষ্ট পুত্র ঈশ্বরের উপদেশার্থে নিযুক্ত হওয়াতে স্বস্তিবাদ করিবার নিমিত্ত কপোতরূপে দেখা দিয়াছিলেন, আর তাহাতে এই যুক্তি দেন যে, "যখন ঈশ্বর আপনাকে মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর করেন, তখন অবশ্যই কোন আকার গ্রহণ করেন।" আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে, ঈশ্বরের কপোতরূপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও কিরূপে হিন্দুকে উপহাস করেন যে, পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর মৎস্য-কপোতের ন্যায় নিরীহ নহে, কি গরুড় ও গরুর বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, কি মৎস্য পায়রা হইতে অধিক প্রয়োজনে আইসে না। আমি হোলিগোষ্ট ঈশ্বরের বিষয়ে এইমাত্র লিখিয়াছিলাম যে, "সাক্ষাৎ কপোতরূপবিশিষ্ট হোলিগোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন কি না, আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা যিশুখৃষ্টকে সন্তান উৎপত্তি করিয়াছেন কি না," ইহার প্রথম প্রশ্নের দ্বারা ইহা তাৎপর্য্য ছিল যে, যিশুখৃষ্টের উপর তাঁহার জলে নিমজ্জন সময়ে কপোতরূপে হোলিগোষ্ট উপস্থিত হইয়াছিলেন আর দ্বিতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল যে, হোলিগোষ্টের বিবাহ যে স্ত্রীর সহিত হয় নাই, তাহাতে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন, যাহা বায়বেলে স্পষ্ট আছে যে, "হোলিগোষ্ট হইতে মেরীর সন্তান হইল," "তোমার উপরে হোলিগোষ্ট আসিবেন" এ দুই বিষয়কেই আপনি সম্যক্ প্রকারে অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু আপনি কি নিদর্শনে ইহা লিখেন যে, আমি এ স্থলে বিদ্রূপ করিবার বাসনা করিয়া অন্যথোক্তি করিয়াছি, ইহার কারণ বুঝিলাম না।

আমার চতুর্থ প্রশ্ন এই ছিল যে, "আপনারা ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে আরাধনা করিবে কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে যিশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধনা করেন।" ইহার উত্তর স্পষ্টরূপে দেন নাই, যেহেতু, আপনি লিখেন যে, "খৃষ্টানেরা যিশুখৃষ্টকে উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার শরীরকে আরাধনা করেন না।" আমি আপন প্রশ্নে এমত কদাপি লিখি নাই যে, খৃষ্টানেরা যিশুখৃষ্ট হইতে তাঁহার শরীরকে পৃথক্ করিয়া উপাসনা করেন যে, আপনি এ প্রকার উত্তর লিখিতে সমর্থ হইতে পারেন না যে, খৃষ্টানেরা যিশুখৃষ্টকে উপাসনা করেন, তাঁহার শরীরকে উপাসনা করেন না, বস্তুতঃ আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে, যিশুখৃষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে প্রপঞ্চাত্মক শরীরে আপনারা আরাধনা করিয়া থাকেন, অথচ ইহাও স্থাপন করিতে উদ্যত হয়েন যে, খৃষ্টানেরা অপ্রপঞ্চভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। যদি আপনি ইহা মানেন যে, দেহবিশিষ্ট চৈতন্যের আরাধনা করা, তাহাই অপ্রপঞ্চভাবে উপাসনা হয়, তবে আপনি কোন ব্যক্তিকে আকারের উপাসক কহিয়া অপবাদ দিতে

অতঃপর পারিবেন না, যেহেতু, কোন ব্যক্তি ভূমণ্ডলে চেতনরহিত দেহকে উপাসনা করেন না। গ্রীকেরা ও রোমানেরা যুপিটরের ও যোনার ও অন্য অন্য তাহাদের দেবতার কি চৈতন্য-রহিত শরীর মাত্রের আরাধনা করিত? তাহাদের লীলারূপ মাহাত্ম্যকথনের দ্বারা কি ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে, গ্রীকেরা ও রোমানেরা ঐ সকল দেবতা শব্দে তাহাদের 'দেহবিশিষ্ট চৈতন্যকে তাৎপর্য্য করিত? হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, তাঁহারা কি আপন আপন উপাস্য দেবতার চৈতন্যরহিত দেহকে উপাসনা করেন? এমত কদাপি নহে। যে সকল মূর্ত্তি তাঁহারা নির্ম্মাণ করেন, তাহাকে কদাপি আরাধ্য করিয়া জানেন না, যাবৎ সে সকল মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করেন অর্থাৎ তাহাতে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া উপাসনা করেন। অতএব আপনার লক্ষণের অনুসারে কাহাকেও সাকার উপাসক এই শব্দের প্রয়োগ করা যায় না, যেহেতু, তাহারা কেহ চৈতন্য রহিত শরীরের উপাসনা করে না। বস্তুতঃ কি মানস মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া, কি হস্তনির্ম্মিত মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা হইবে। আপনি লিখেন যে, "বায়বেলে কহেন, পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট এই তিনে তুল্যরূপে মনুষ্যকে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান করেন ও পাপ হইতে মোচন করেন, আর মনুষ্যকে ধর্ম্মপথে প্রবৃত্তি দেন, যাহা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত স্নেহ ও অত্যন্ত দয়ালু বিনা করিতে পারেন না।" আমি আপনার এই মত অপেক্ষা করিয়া অধিক স্পষ্ট অন্য কোন নানা ঈশ্বরবাদ অদ্যাপি শুনি নাই, যেহেতু, আপনি তিন পৃথক্ ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত দয়াবিশিষ্ট কহেন। আমি এ স্থলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, একের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বদয়ালুত্বের দ্বারা এই জগতের বিচিত্র রচনা ও তাহার রক্ষা হইতে পারে কি না? যদি বলেন, এক সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হইতে পারে, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বীকার করিবাতে মিথ্যা গৌরব হয়। যদি বলেন, এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান হইতে সৃষ্টি-স্থিতি হইতে পারে না, তবে তৃতীয় সংখ্যাতে কেন পর্য্যবসান করিব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যার সমান সংখ্যাতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানের গণনা কেন না করি ও তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাগে এক এক ব্রহ্মাণ্ডকে কেন না চিহ্নিত করা যায়? ইউরোপদেশীয়েরা যেরূপ বিচক্ষণতা রাজকার্য্যের ও শিল্পশাস্ত্রে প্রকাশ করেন, তাহা দৃষ্টি করিয়া অন্য দেশীয় ব্যক্তি সকল প্রথমত অনুমান করেন যে, ইহাঁদের ধর্ম্মও এইরূপ উত্তম যুক্তিসিদ্ধ হইবে, কিন্তু যে ক্ষণে তাহারা এই মত যাহা আপনার দেশে অনেকের গ্রাহ্য হয়, তাহা জ্ঞাত হয়েন, তৎক্ষণমাত্র তাঁহাদের এই নিশ্চয় জন্মে যে, রাজ্যঘটিত উন্নতি যথার্থ ধর্ম্মের সহিত কোন নৈয়ত্য সম্বন্ধ রাখে না।

আমার পঞ্চম প্রশ্ন এই ছিল যে, আপনারা কহিয়া থাকেন যে "পুত্র অর্থাৎ যিশুখ্রীষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন, তিনি পিতার তুল্য হয়েন; কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে তুল্যতা সম্ভবে না।" আপনি এই প্রশ্নের এক অংশকে উত্তরে লিখিয়াছেন যে, আমি প্রশ্ন করিয়াছি যে, কিরূপে পুত্র পিতার তুল্য হইতে পারেন? যদি পিতার সহিত সেই পুত্র একস্বভাব হয়েন। পরে লিখেন যে, এ অনন্বিত প্রশ্ন করা গিয়াছে। আমি এরূপ লিখি নাই যে, একস্বভাব হইলে তুল্যতা হইতে পারে না।

যেহেতু, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মনুষ্য সকল একস্বভাব অথচ পরস্পর কোন কোন অংশে তুল্যতা আছে; কিন্তু আমি লিখিয়াছি যে, অভিন্ন হইলে তুল্যতা হইতে পারে না ও মিসনরি মহাশয়েরা কহেন যে, পুত্র পিতা হইতে সর্ব্বথা অভিন্ন অথচ পিতার তুল্য হয়েন। যদি তেঁহ সর্ব্বপ্রকারে অভিন্ন, তবে পরস্পর তুল্যত্ব কখন সম্ভবে না। পিতা হইতে পুত্রের স্বরূপ ভিন্ন না কহিলে পিতার তুল্য কহা সর্ব্বথা অযুক্ত হয়; অতএব অভিপ্রায় করি যে, আমার প্রশ্ন অনন্বিত নহে।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, "যিশুখৃষ্টকে কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন যে, কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।" ইহার উত্তরে আপনি লিখেন যে, "তিনি অবতীর্ণ হইয়াও আপন ঈশ্বরত্ব স্বভাবকে সুতরাং প্রকাশ করিতেন, আর স্ত্রী হইতে জন্ম হইয়াছিল অথচ পাপ বিনা আর অন্য সকল মনুষ্য স্বভাবে সর্ব্বপ্রকারে আমাদের ন্যায় ছিলেন, সেই যিশুখ্রীষ্ট আপনাকে মনুষ্যের পুত্র কহিয়া আপন লঘুতা স্বীকার করিয়াছিলেন, যদ্যপিও কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।" আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, একবার যিশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ও আপ্তত্ব প্রমাণ করিতে আপনি উদ্যত হয়েন আর একবার তাহার বিপরীত কহেন; যে কথা বাস্তবিক নহে, তেঁহ তাহার উক্তি করিয়াছেন অর্থাৎ তেঁহ মনুষ্যের পুত্র কহিয়া লঘুতা স্বীকার করিলেন, যদ্যপিও মনুষ্যের পুত্র ছিলেন না। আমি আরও আশ্চর্য্য বোধ করি যে, আপনারা এইরূপ আপন প্রভুবাক্যের অবাস্তবিকস্বরূপে দোষ গ্রহণ করেন না অথচ হিন্দুর পুরাণকে মিথ্যাকথনের অপবাদ দেন। যেহেতু পুরাণ অল্পবুদ্ধির বোধাধিকারের নিমিত্ত রূপক করিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন; কিন্তু পুরাণ ইহাও পুনঃপুনঃ দর্শাইয়াছেন যে, এই সকল কেবল অল্পবুদ্ধির হিতের নিমিত্ত কহিলাম, যাহাতে পুরাণে দোষমাত্র স্পর্শে না। অধিকন্তু আপনি বেদার্থ-বক্তাদের মধ্যে এক জন যিনি অল্পবুদ্ধির হিতের নিমিত্ত রূপক ও ইতিহাসচ্ছলে ধর্ম্ম কহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি মিথ্যা রচনার অপবাদ দেন; কিন্তু এইমাত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দুদের তদ্ভিন্ন আর সমুদায় শাস্ত্রে আঘাত করেন। আপনার এই প্রত্যুত্তরেই দেখিতেছি যে, আপনি বায়বেলের প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছেন যে, "ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্ব" ইহা বায়বেলে লিখেন; অতএব আমি জানিতে বাঞ্ছা করি যে, ঈশ্বরের দক্ষিণপার্শ্ব এই উক্তি বায়বেলে যথার্থ হয় কি রূপক হয়? বায়বেলে আদ্য তিন অধ্যায়েই এই পরের লিখিত বাক্য সকল দেখিতে পাই যে, "ঈশ্বর আপন ক্রিয়া হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন", "ঈশ্বর ঈদন উপবনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতেছিলেন", "ঈশ্বর আদমকে কহিলেন যে, তুমি কোথায় রহিয়াছ?" অতএব বিশ্রাম এই শব্দের দ্বারা মোসোর কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে, ঈশ্বর শ্রমাধিক্যের নিমিত্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন, যাহার দ্বারা তাঁহার একাবস্থ স্বভাবে আঘাত পড়ে? আর দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতেছিলেন, এই বাক্যের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে, ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় পাদবিক্ষেপের দ্বারা উত্তাপের ভয়ে দিবসের শীতল সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থান গমন করেন? আর আদম তুমি কোথায় রহিয়াছ, এই প্রশ্নের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আদমের কোন্ স্থানে স্থিতি, ইহা জানিতেন না। যদি মোসার এই সকল তাৎপর্য্য ছিল, তবে ঈশ্বরের স্বভাবকে অতি চমৎকাররূপে মোসো জানিয়াছিলেন এবং মোসোর পর

মার্থ জ্ঞান ও তৎকালের মূর্খদের পরমার্থ-জ্ঞান দুই প্রায় সমান ছিল। কিন্তু আমি অভিপ্রায় করি যে, সে কালের অজ্ঞান ইহুদীয়ের বোধ সুগমের জন্যে এইরূপ মনুষ্য বর্ণনায় ঈশ্বরের বর্ণন মোসো করিয়াছেন এবং আমি খৃষ্টানদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টারা যাঁহাদিগকে ঐ খ্রীষ্টীন ধর্ম্মের পিতা কহিয়া থাকেন, তাঁহারা এবং ইদানীন্তন জ্ঞানবান্ খৃষ্টানেরা কহেন যে, মোসো অজ্ঞানদের বোধাধিকারের নিমিত্ত এরূপ বর্ণন করিয়াছেন। আপনি আহ্লাদ জানাইয়াছেন যে, "এদেশস্থ মনুষ্যেরা এখন অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে জাগ্রৎ হইলেন, যে জড়তা সর্ব্বপ্রকারে নীতি ও ধর্ম্মের হন্তা হয়," আমি এই খেদ করি যে, আপনি এতকাল এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কিছুই জানিলেন না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে ও স্মৃতিতে ও তর্কশাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গালা দেশে এতদ্দেশীয়ের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যে, ইহা আপনার অদ্যাপি জ্ঞাতসার হয় নাই; যেহেতু, আপনি ও প্রায় অন্য অন্য সকল মিসনরিরা এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমত্ব দর্শনে এককালে চক্ষু মুদিত করিয়াছেন। এদেশের লোকের নীতি ও ধর্ম্মের ত্রুটি-বিষয়ে যাহা আপনি লিখিয়াছেন, তাহাতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপদেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিষয়ে উৎপেক্ষা দিয়া দোষের ন্যূনাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম; কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে এরূপ দ্বন্দ্ব করা অনুচিত হয়; সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। যেহেতু, ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্টি জন্মিতে পারে। আপনি যে সকল কদুক্তি করিয়াছেন যে, "মিথ্যার পিতা যাহা হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম উৎপত্তি হয়" আর "হিন্দু মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত বর্ণন সকল" "হিন্দুর মিথ্যা দেবতা সকল" সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি, পরস্পর দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি এই উত্তরকে পরের লিখিত প্রার্থনার দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি যে, ইহার প্রত্যুত্তরকে আপনি ক্রম পূর্ব্বক দিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক পাঁচ প্রশ্নের উত্তরকে পূর্ব্বাপর নিয়ম পূর্ব্বক যেন দেন, যাহাতে বিজ্ঞলোক সকল প্রত্যেকের পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তকে অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন।

প্রার্থনা-পত্র

পরমেশ্বরায় নমঃ।

সবিনয় প্রার্থনা।

যাঁহারা এই বেদবাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"; "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" অর্থাৎ "ব্রহ্ম কেবল একই, দ্বিতীয়রহিত হয়েন;" "সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষু দ্বারা জানা যায় না; তত্রাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরূপ তেঁহ হয়েন, এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবে; অতএব অস্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে, তাহার জ্ঞানগোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন?"—এবং এই বাক্যানুসারে আচরণে যত্ন করেন, "যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥" অর্থাৎ "কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে, সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয়, সেইরূপ পরেতেও হয়, এমত জানিবেন"—তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন, তাঁহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যপিও তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন। দশ-নামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুরুনানকের সম্প্রদায় ও দাদূপন্থী ও কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। ভাষা-বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বারা এবং ভাষা গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে; অতএব তাঁহাদের পরমার্থ-সাধনে সন্দেহ আছে, এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে; যেহেতু, যাজ্ঞবল্ক্য বেদগানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে, "ঋগ্‌গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা। গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি।" অর্থাৎ "ঋক্-সংজ্ঞক গান ও গাথা-সংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত গান ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়; মোক্ষসাধন যে এই সকল গান, ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্তস্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি, ইহাতে প্রবীণ এবং তালজ্ঞ, ইহাঁরা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।" স্মার্ত্তধৃত শিবধর্ম্মের বচন—"সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ। দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ।" অর্থাৎ "শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন, তাঁহাকে গুরু কহা যায়।"

বিদেশীয়দের অন্তঃপাতী ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারই উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ-সাধন জানেন, তাঁহাদিগকেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। তাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য কহেন, ইহাতে পরমার্থ-বিষয়ে আত্মীয়তা

কিরূপে হয়, এমত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু, উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা যিশুখৃষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন, ইহাই স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও বিরোধিভাব কর্ত্তব্য নহে; বরঞ্চ যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহেতে প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যানধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শান, তাঁহাদের সহিত যেরূপে অবিরোধিভাব রাখি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্ত্তব্য হয়।

আর যে সকল ইউরোপীয় যিশুখৃষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নানা প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের প্রতিও দ্বেষভাব কর্ত্তব্য হয় না; বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই; যেহেতু, এ দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার স্বদেশীয় ইহাঁদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে, যদ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন, তখনও তাঁহাদিগকে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হয় যে, ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি আছে, এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না।

ক্ষুদ্র পত্রী।

ওঁ তৎ সৎ।

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ১ ॥

কঠবল্লীশ্রুতিঃ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং,
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং,
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥

ভগবান্ হস্তামলকের কারিকা।

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো,
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ,
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১ ॥

ষট্পদী।

বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখ-
পরিপূর্ণম্।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং ভজ পরমেশং
তূর্ণম্ ॥ ১ ॥

হিত্বাকারং হৃদয়বিকারং মায়াময়-
মত্যম্।
আশ্রয়সততং সত্তাবিততং নিরবদ্যং তৎ
সত্যম্ ॥ ২ ॥

বেদৈর্গীতং প্রত্যগভীতং পরাৎপরং
চৈতন্যম্।
অজরমশোকং জগদালোকং সর্ব্বস্যৈক-
শরণ্যম্ ॥ ৩ ॥

গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং পশ্যতি নেত্র-
বিহীনম্।
শৃণ্বদকর্ণং বিরহিতবর্ণং গৃহ্ণদহস্ত-
মপীনম্ ॥ ৪ ॥

ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং নির্গুণ-
মপরিচ্ছিন্নম্
বিততবিকাশং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধি-
বিভিন্নম্ ॥ ৫ ॥

যস্য বিবর্ত্তং বিশ্বাবর্ত্তং বদতি শ্রুতিরবি-
রামম্।
নাগস্থূলং জগতো মূলং শাশ্বতমীশ-
মকামম্ ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় ষট্পদী।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহম্
পূর্ণমনাদিচরাচরগেহম্ ॥ ১ ॥
চিন্তয় মূঢ়মতে পরমেশম্।
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশম্ ॥ ২ ॥
ভবতি যতো জগতোঽস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি ভবতি যতোঽস্য বিনাশঃ ॥ ৩॥
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ ॥ ৪ ॥
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ ॥ ৫ ॥
যো ন ভবতি বিষয়ঃ করণানাম্।
জগতি পরং শরণং শরণানাম্ ॥ ৬ ॥

বেদের মন্ত্র এবং ভাষ্যের কারিকা ও পরমার্থ-বিষয়ের ষট্পদী গীতি যাহা মনোরম ছন্দে এবং সুলভ শব্দে আছে. তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখা গেল, সুশ্রাব্য জানিয়া পাঠ করিলেও অর্থাবগতি হইয়া কৃতার্থ হওনের সম্ভাবনা আছে।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার।

(এত দিন অপেক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়াও রাজা রামমোহন রায়ের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে আমরা যাহা যাহা পাইলাম না, তন্মধ্যে ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার একটি। কিন্তু তাহার কিছু কিছু পল্লবিতাংশ বাদ দিয়া সার ভাগ "মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক" এই নামে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম কল্পের প্রথম অংশে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইল)।

ওঁ তৎ সৎ।

ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন যে, এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্য লেখা যাইতেছে, এমত কেহ যেন মনে না করেন, কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয়, কেবল এই নিমিত্তে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্তচন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমাদিগের হইতেছে যে, যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ব্বে হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন, তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন, তখন সুতরাং দেখিবেন যে, বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদীর উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে "অশ্বচিকিৎসা," "গোপের শ্বশুরালয় গমন," "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" "চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং" "হাটারি বাজারি কথা নয়," "রোজা নমাজ" ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্য-কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ পাঠকর্ত্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে, সে বেদান্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র, যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, দুর্ব্বাক্য লেখা দেখিতেছি, যে গ্রন্থের সংক্ষেপে চন্দ্রিকা এইরূপ হয়, তাহার মূল গ্রন্থ বা কি প্রকার হইবে? কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সুবোধ হয়েন, তবে অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে, প্রসিদ্ধরূপে শুনা যায়, বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবে না, কিন্তু এ বেদান্ত-চন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে; অতএব তিনি বেদান্তে অশ্রদ্ধা না করিয়া চন্দ্রিকাকেই অপ্রামাণ্য করিবেন।

আমাদিগের সম্বন্ধে যে যে বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে, পরমার্থ-বিষয়-বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য-কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদিগের এমত রীতিও নহে যে, দুর্ব্বাক্য-কথন-বলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর-প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষাবিবরণের ভূমিকা প্রভৃতিতে আমরা যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে ভট্টাচার্য্য আপনার বেদান্ত-চন্দ্রিকার স্থানে স্থানে অঙ্গীকার করিয়া এবং ব্রহ্মকে এক ও বিশেষ-রহিত বিশ্বাত্মা ও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রতি কারণ এবং ব্রহ্মাদি দুর্গাদি ও যাবৎ নাম-রূপ চরাচর কেবল ভ্রমমাত্র কহিয়া এখন আপনার পূর্ব্ব-লিখিত বাক্যের বিরুদ্ধ এবং বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রের ও বেদ-

সম্মত যুক্তির বিরুদ্ধ, যাহা কেবল আপনাদিগের লৌকিক লাভের রক্ষার নিমিত্ত লিখিয়াছেন, তাহার বিবরণ লিখিতেছি। ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে লিখেন যে, পরমাত্মার দেহ আছে। পরমাত্মাকে দেহবিশিষ্ট বলায় প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ করা হয়। তাহার কারণ এই, বেদান্ত-সূত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন,—

"অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ।"—বেদান্তসূত্রম্।

ব্রহ্ম কোনমতে রূপবিশিষ্ট নহেন। যেহেতু, নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়।

"তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম।"—বেদান্তসূত্রম্।

ব্রহ্ম নাম-রূপের ভিন্ন হয়েন।

"আহ হি তন্মাত্রম্।"—বেদান্তসূত্রম্।

বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্য মাত্র করিয়া কহিয়াছেন। সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে,—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি।"—কঠোপনিষৎ।

"সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।"—মুণ্ডকোপনিষৎ।

তলবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত এই দৃঢ় করিয়া বার বার কহিয়াছেন যে, বাক্য, মন, চক্ষু ইত্যাদির অগোচর যিনি, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন, উপাধিবিশিষ্ট যাহাকে লোকে উপাসনা করে, সে ব্রহ্ম নহে এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তলবকার উপনিষদের ভাষ্যেতে চতুর্থ মন্ত্রের অবতরণিকাতে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে, লোকপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন; কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যমাত্র হয়েন। ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কদাপি নহেন, ইহাতে বেদের এবং বেদান্তসূত্রের এবং ভাষ্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রমাণ লেখা গেল। ইহার কারণ এই, ভট্টাচার্য্য বেদ-শাস্ত্রে ও ব্যাসাদি মুনিদিগের বাক্যে ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বাক্যে প্রামাণ্য রাখেন, এমত তাঁহার লিপির স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে রূপবিশিষ্ট কহা, সর্ব্বথা বেদসম্মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ, কারণ, যখন মূর্ত্তি-স্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে, সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয়, তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবে কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন, কোন মতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন। ভট্টাচার্য্য যদি কহেন, ব্রহ্ম বস্তুতঃ অমূর্ত্তি বটেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশক্তি আছে, অতএব তিনি আপনাকে সমূর্ত্তি করিতে পারেন। ইহার উত্তর এই, জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব, সে ব্রহ্ম নহে; অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন, এই নিমিত্তই স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারে না। যেহেতু, সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবে। যদি ভট্টাচার্য্য বলেন যে, ব্রহ্ম যদি সমূর্ত্তি হইতে না পারেন, তবে জগদাকারে কিরূপে তিনি দৃশ্যমান হইতেছেন? ইহার উত্তর বেদান্ত শাস্ত্রেই আছে যে, যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয়, এমত নহে, সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি

মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না, এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে, ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে এখনকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন, বিনাশযোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মন, মন হইতে যে পর বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন, সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু, সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন?

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥"—গীতা।

অতএব পূর্ব্ব-লিখিত শ্রুতিসকলের প্রমাণে এবং বেদান্ত-সূত্রের প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ যুক্তিতে এবং শ্রুতি-সম্মত অনুমানেতে যাহা সিদ্ধ, তাহার অন্যথা কহিলে যে ব্যক্তির বেদে শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর দর্শনাধীন অনুমান করিবার ক্ষমতাও আছে, সে কেন গ্রাহ্য করিবে?

বেদান্তচন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য্য কহেন যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই কর্ত্তব্য। এ সর্ব্বথা বেদান্তবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু, বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয়, এমত নহে, যেমন এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার করা যায় অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না। সেইরূপ পরব্রহ্ম বিশেষরহিত অনির্ব্বচনীয় হয়েন। বরঞ্চ শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না, কিন্তু ভ্রমাত্মক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্মকে স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥"

যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে, আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করে, মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাঁহাতে লীন হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপ বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থলক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ কহাতে সাকার কহা হয়, এমত নহে। বস্তুতঃ অন্য অন্য সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাঁহার সগুণরূপে বর্ণনের অপবাদকে দূর করিবার নিমিত্তে কহেন যে, ব্রহ্মের কোন প্রকার দ্বিতীয় নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না, তবে যে তাঁহাকে স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায়, সে কেবল প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥"—শ্রুতিঃ

মনের সহিত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবর্ত্ত হয়েন।

"দর্শয়তি চাথো অপি চ স্মর্য্যতে।"

—বেদান্তসূত্রম্।

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হয়েন, ইহা অথ অবধি করিয়া বেদে দেখাইতেছেন। স্মৃতিও এইরূপ কহেন।

অতএব বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম সর্ব্বদা নির্ব্বি-

শেষ, দ্বিতীয়শূন্য হয়েন, এইরূপ জ্ঞান মাত্র মুক্তির কারণ হয়।

বেদান্তচন্দ্রিকার অন্য অন্য স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না, যেহেতু, উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয়; অতএব সাকার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে। যেহেতু, সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান। উত্তর—দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের হানি নাই, কিন্তু উপাসনামাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহির্মুখ করিবার চেষ্টা করেন, ইহাতে আমাদিগের আর অনেকের সুতরাং হানি আছে, যেহেতু, ব্রহ্মের উপাসনাই মুখ্য হয় তদ্ভিন্ন মুক্তির কোন উপায় নাই। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নামরূপময় জগৎ মিথ্যা হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণমননের দ্বারা বহুকালে বহু যত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য, এই মত বেদান্তসিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানরূপ আত্মোপাসনা, তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন।

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন
তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে
চাত্মহনো জনাঃ॥"—শ্রুতিঃ॥

আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন, তাঁহাদিগের লোককে অসূর্য্য লোক অর্থাৎ অসুরলোক কহি, সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে, ঐ সকল লোককে আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তি সকল সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন।

"ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"

এই মনুষ্য-শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে, তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিব পারত্রিক দুর্গতি হয়।

এবং আত্মোপাসনার ভূরি বিধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"—শ্রুতিঃ।

"আত্মেত্যেবোপাসীত॥"—শ্রুতিঃ।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।"—বেদান্তসূত্রম্।

ইত্যাদি বেদান্তসূত্রে আত্মার শ্রবণমননে পুনঃ পুনঃ বিধি দেখিতেছি। এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘন করিলে এবং লৌকিক লাভার্থী হইয়া এ সকল বিধির অন্যথা প্রেরণা লোককে করিলে পাপভাগী হইতে হয়, ইহা কোন্ ভট্টাচার্য্য না জানেন? কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন, সেরূপ উপাসনা সুতরাং পরমাত্মার হইতে পারে না, যে কাল্পনিক উপাসনাতে উপাসকের কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই উপাস্যের ভোজন-শয়নাদির উদ্যোগ করিতে এবং তাহার জন্মাদি তিথিতে ও বিবাহদিবসে উৎসব করিতে এবং তাহার প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করাইতে হয়।

ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে কোথায় স্পষ্ট কোথায় বা অস্পষ্টরূপে প্রায় এই লিখিয়াছেন যে, বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের সময়ে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির পরেও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হয়। যদিও জ্ঞানসাধনের সময় বর্ণাশ্রমাচার কর্ত্তব্য হয়, কিন্তু এ স্থলে আমাদিগের বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক যে, বর্ণাশ্রমাচার ব্যতিরেকেও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়।

"অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।"

বেদান্তসূত্রে ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৬ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ পূজ্যপাদ প্রথমতঃ

আশঙ্কা করেন যে, তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্মজ্ঞানসাধন হয় না? পরে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়। রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"তুল্যন্তু দর্শনম্।"—বেদান্তসূত্রম্।

যেমন কোন কোন জ্ঞানী কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেইরূপ কোন কোন জ্ঞানী কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

তবে বেদান্তসূত্রের ৩ অধ্যায় ৪ পাদে ৩৯ সূত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগী যে সাধক, তাহা হইতে বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট যে সাধক, তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিয়াছেন। ইতি প্রথমখণ্ডম্॥

এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সকল যোগ্যাযোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এক প্রকার দেওয়া যাইতেছে।

তিনি প্রশ্ন করেন যে, "যদি বল, আমি তাদৃশ বটি, তবে তুমি যাহাদিগকে স্বীয় আচরণকরণে বর্ত্তাইতেছ তাহারাও সকলে কি বামদেব-কপিলাদির প্রায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ হইয়াছে?" ইহার উত্তর; পূর্ব্বপূর্ব্ব যোগীদিগের তুল্য হওয়া আমাদিগের দূরে থাকুক, ভট্টাচার্য্য যেরূপ সৎকর্ম্মান্বিত, তাহাও আমরা নহি, কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, তাহাতে যেরূপ কর্ত্তব্য, শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠানেও অপটু আছি, ইহা আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে অঙ্গীকার করিয়াছি, অতএব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এরূপ শ্লেষ করেন, সে ভট্টাচার্য্যের মহত্ত্ব আর আমরা অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত করিতেছি, ইহা যে ভট্টাচার্য্য কহেন, সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে, বাজসনেয়সংহিতাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমরা করিয়াছি, যাঁহার দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি তাহা দেখেন, আর যাঁহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে, তিনি তাহাতে শ্রদ্ধা করেন, আর যাঁহারা সুবোধ হয়েন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ দুইয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লয়েন আর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ সকলের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে কি না, এ প্রশ্ন ভট্টাচার্য্যের প্রতি সম্ভব হয়, যেহেতু, ভট্টাচার্য্যের মন্ত্রবলে কাষ্ঠ-পাষাণ-মৃত্তিকাদিকে সজীব করিতেছেন; অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ করা তাঁহাদিগের কোন্ আশ্চর্য্য? কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য, আমাদিগের এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

আর লেখেন যে, "তবে ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে সদুদ্দেশে শাস্ত্রবিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক প্লীহাচ্ছেদন, বাণ-মারণাদির ন্যায় কেন না হয়? আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুন না? যেমন গারুড়ী মন্ত্রশক্তিতে একের উদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্য ফলভাগী হয়, তেমনি কি বৈদিক মন্ত্র-শক্তিতে হয় না?" উত্তর—এই যে দুই উদাহরণ দিয়াছেন যে, বাণ মারিলে প্লীহাচ্ছেদন হয়, আর সর্পাদি মন্ত্র অন্যোদ্দেশে পড়িলে অন্য ব্যক্তি ভাল হয়, ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে, তাঁহারাই সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন, আর তাঁহাদিগের চিত্তস্থিরের নিমিত্তে শাস্ত্রে নানা প্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন, কিন্তু যাঁহাদিগের জ্ঞান আছে, তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানিতেছেন, আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার

নিমিত্ত উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

আর লেখেন যে, "যদি কহ, শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন, তবে আমি জিজ্ঞাসি, সে কি কেবল দেব-বিগ্রহের হয়? তোমাদিগের বিগ্রহের নয়? যদি বল, আমাদিগের বিগ্রহেরও বটে, তবে আগে শরীরকে মিথ্যা করিয়া জ্ঞান, মনে হইতে তাহাকে দূর কর এবং তদনুরূপ ক্রিয়াতে অন্যের প্রামাণ্য জন্মাও, পরে দেবতা-বিগ্রহকে মিথ্যা বলিও এবং তদনুরূপ কর্ম্মও করিও?" ইহার উত্তর—ভট্টাচার্য্যের এ অনুমতির পূর্ব্বেই আমরা আপনাদিগের শরীরকে এবং দেবতাদিগের শরীরকে মিথ্যারূপে তুল্য জানিয়া সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি। অতএব আমাদের প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ প্রেরণার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ভট্টাচার্য্যের উচিত, আপন প্রিয়পাত্র শিষ্ট সন্তানদিগের প্রতি এ প্রেরণা করেন যে, তাঁহারা আপনার শরীরকে এবং দেবশরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদনুরূপ কর্ম্ম করেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য প্রথমে আপন শরীরকে, পশ্চাৎ দেবশরীরকে মিথ্যা করিয়া ক্রমে জানিবার যে বিধি দিয়াছেন, সে ক্রম সর্ব্বপ্রকারে অযুক্ত হয়, যেহেতু, আপনার শরীরকে মিথ্যা করিয়া জানিবার যে কারণ হয়, দেবশরীরকে জানিবার সেই কারণ। নামরূপ সকলকে মায়ার কার্য্য করিয়া জানিলে কি আপন শরীর কি দেবাদির শরীর তাবতের মিথ্যা জ্ঞান এককালেই হয়, অতএব আপন শরীরে আর দেব-শরীরে মিথ্যা জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বাপরের সম্ভাবনা নাই।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান, সেই শাস্ত্রজ্ঞানে দেবতাদিগকে কেন না মান?" উত্তর,—

"বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি-দেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥"

ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি এবং ঐ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাঁহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি, ইহার বিস্তার বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে, দেবতাদিগের বিগ্রহ কেন না মান, ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

আর লেখেন যে, "শাস্ত্র-দৃষ্টিতে দেববিগ্রহস্মারক মৃৎপাষাণাদি প্রতিমাদিতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত তৎপূজাদি কেন না কর, ইহা আমাদিগের বোধগম্য হয় না।"—ইহার উত্তর—

"কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাম্। অপ্সায়াং দেবচক্ষুষাম্। প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাম্।"ইত্যাদি বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারীর নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি; কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ লোক সকল আপন আপন লাভের কারণ ঐ বিধি সর্ব্বসাধারণকে প্রেরণা করেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহাদিগের হইয়াছে, তাঁহাদিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না।

"যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম্।"—শ্রুতিঃ।

যে ব্যক্তি ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, আর কহে যে, এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য উপাসকরূপে

হই, সে অজ্ঞান দেবতাদিগের পশুমাত্র হয়।

'ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি।'

—বেদান্তসূত্রম্।

শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া কহিয়াছেন, সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয়, যাহার আত্মজ্ঞান না হয়. সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে, বেদ এইরূপ দেখাইয়াছেন।

ভগবান্ মনু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পরম্পরা রীতি দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা বাহ্ পঞ্চযজ্ঞ স্থানে কেবল জ্ঞানসাধন ও জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। ইহার বিশেষ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে পাইবেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে, নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে।" উত্তর—ভট্টাচার্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে, বুদ্ধিমত্তা হইলে প্রতিমাদি পূজা ধিক্কৃত হয়, এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে, এদেশস্থ লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই, এ কারণ এই সকল কাল্পনিক উপাসনা ধিক্কৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন যে, অজ্ঞানীর মনঃস্থিরের নিমিত্ত বাহ্যপূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, ইতর লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে, এ জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্তা এক পরমেশ্বর আছেন, তিনি সকলের নিয়ন্তা, তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না, তাঁহার আরাধনাতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তাঁহারই আরাধনা কর, সে ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধগম্য না হইয়া চিত্তের অস্থৈর্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে। আর যদি সেই ইতর ব্যক্তিকে এইরূপ উপদেশ করা যায় যে, যাঁহার হস্তীর ন্যায় মস্তক, মনুষ্যের ন্যায় হস্তপদাদি, তিনি ঈশ্বর হয়েন, সে ব্যক্তি এ উপদেশকে শীঘ্র বোধগম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির রাখে এবং শাস্ত্রাদির অনুশীলন করে এবং তাহার দ্বারা পরে পরে বুঝে যে, এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর জন্যে অরূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের রূপকল্পনা হইয়াছে, অপরিমিত যে পরমাত্মা, তিনি কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আসিতে পারেন। কোথা বাক্যমনের অগোচর ব্রহ্ম, আর কোথায় হস্তীর মস্তক, এইরূপ মননাদি দ্বারা সে ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কৃতকার্য্য হয়।

'স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে।
স্থূলেন নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি নিশ্চলম্॥'—কুলার্ণবঃ।

কোন কোন ব্যক্তি মন-স্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির ধ্যান করেন। যেহেতু, স্থূলধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পরে সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে।

কিন্তু যাহাদিগের বুদ্ধিমত্তা আছে, আর যাঁহারা জগতের নানা প্রকার নিয়ম ও রচনা দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন, তাঁহাদিগের জন্যে হস্তিমস্তকের উপদেশ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে।

"করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি।
সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্॥"

—কুলার্ণবঃ॥

হস্ত, পাদ, উদর, মুখ প্রভৃতি অঙ্গরহিত সর্ব্বতেজোময় সচ্চিদানন্দস্বরূপকে হে ভগবতি ধ্যান করিবে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন, "যদি বল, ফলাভাব প্রযুক্ত দেবতাদিগের উপাসনা না করি, তবে

হে ফলার্থি জ্ঞানি মানি, তাহাদিগকে মিথ্যা কেন কহ? যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে, সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে?" উত্তর—প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, আত্মজ্ঞান-সাধনের প্রয়োজন মুক্তি হয়, এরূপ প্রয়োজনকে যদি ফল কহ, তবে সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষী হয়; ইহাতে হানি কি আছে? স্বর্গাদি-ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করা মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর অকর্ত্তব্য বটে। আর যাহার যাহাতে উপযোগ নাই, সে তাহাকে বৃথা কহিয়া থাকে। যেমন নাসিকার রোম—যাহাতে যাহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই, তাহাকে সুতরাং বৃথা কহা যায়। এ স্থলেও সেইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে সোপাধি উপাসনা বৃথা জ্ঞান হয়।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে, "ঘৃতাভোজীর কাছে ঘৃত কি মিথ্যা?" উত্তর,—ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং ক্রয়-বিক্রয়াদি না করে, সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে; কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃততে নাই, এ নিমিত্ত সে ঘৃতকে আপন বিষয়ে বৃথা জানিয়া থাকে।

"তুমি বা একাক্ষ না হও কেন, কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ব্বাহ হয় না?" এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, ইহার উত্তরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি রাজ-সংক্রান্ত কর্ম্ম ত্যাগ কেন না করেন? যাঁহাদিগের রাজসংক্রান্ত কর্ম্ম নাই, তাঁহাদিগের কি দিনপাত হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য যাহা কহিবেন, তাহা আমাদিগেরও উত্তর হইবে। যদি ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন যে, রাজ-সংক্রান্ত কর্ম্মে আমার উপকার আছে, আমি কেন ত্যাগ করি? তবে আমরাও কহিব যে, দুই চক্ষুতে অধিক উপকার আছে, অতএব কেন তাহার মধ্যে এক চক্ষুকে নষ্ট করি?

ভট্টাচার্য্য লেখেন, "যদি বল, আমরা দেবতাত্মাই মানি না, তাহার বিগ্রহ ও তৎস্মারক প্রতিমার কথা কি? শিরো নাস্তি শিরোব্যথা। ভাল, পরমাত্মা তো মান, তবে শাস্ত্র-দৃষ্টি দ্বারা তাহারই নানা মূর্ত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার কর।" উত্তর,—আমরা পরমাত্মা মানি, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ অপ্রসিদ্ধ জন্য তাহা স্বীকার করি না। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিয়াছি; অতএব পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। বেদান্তচন্দ্রিকাতে লেখেন যে, "আত্মার (জীবাত্মার) প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সম্বন্ধানুভবসিদ্ধ যদি মান, তবে পরমাত্মারও তাহা অনুমানে মান। আত্মার (জীবাত্মার) ও পরমাত্মার রাজা-মহারাজার ন্যায় ব্যাপ্য-ব্যাপকত্ব ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য কৃতবিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপ গতবিশেষ কি?" উত্তর,—ভট্টাচার্য্য জীবাত্মাকে ব্যাপ্য ও অনীশ্বর এবং পরমাত্মাকে ব্যাপক ও ঈশ্বর কহিয়া পুনর্ব্বার কহিতেছেন যে, 'এ দুইয়ের স্বরূপগত বিশেষ কি? ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক আর কি বিশেষ আছে? ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরের দেহ-সম্বন্ধের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব দেখিয়া ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্নত্ব যে কল্পনা করেন, ইহা হইতে আর কি আশ্চর্য্য আছে? আমরা ভয় পাইতেছি যে, যখন জীবের দেহসম্বন্ধ দেখিয়া পরমাত্মার দেহ-সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতেছেন, তখন জীবের সুখ-দুঃখাদিভোগ ও স্বর্গনরকাদিপ্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়া পরমাত্মারও সুখদুঃখাদিভোগ বা স্বীকার করেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন, "যদি বল, আমরা

পরমাত্মার তাহা (প্রকৃত্যাদি) মানিলে তোমাদিগের দেবাত্মার কি আইসে? ইহাতে আমরা এই বলি, তবে আমাদিগের দেবতাদিগকে তোমরা মানিলে। যেহেতু, পরমাত্মার যে প্রকৃত্যাদি, তাহাকেই আমরা স্ত্রীপুংলিঙ্গভেদে দেবী দেবাত্মা নামে কহি। তোমরা ঈশ্বরীয় প্রকৃত্যাদিরূপে কহ, এই কেবল জলপানি ইত্যাদিবৎ?" উত্তর—যদি ভট্টাচার্য্য পরমাত্মার প্রকৃত্যাদিকে দেবী দেবাত্মা নামে স্বীকার করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যেহেতু,ঈশ্বরীয় মায়া কোথায় দেবীরূপে, কোথায় দেবরূপে, কোথায় জল, কোথায় স্থলরূপে সদ্রূপ পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, আর ঐ ভ্রমাত্মক দেবী-দেব জল-স্থলাদির প্রতীতি যথার্থ জ্ঞান হইলেই নাশকে পায়।

আর লেখেন, "যদি বল, আমরা মাংসপিণ্ড মাত্র মানি, মৃৎপাষাণাদি-নির্ম্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না।" উত্তর,—এ আশঙ্কা-ভট্টাচার্য্য কি নিদর্শনে করিতেছেন, অনুভব হয় না। যেহেতু,আমরা মাংসপিণ্ড ও মৃত্তিকা পাষাণাদি-নির্ম্মিত পিণ্ড এ দুইকেই মানি, কিন্তু এ দুইয়ের কাহাকেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর কহি না। পরমাত্মার সত্তার আরোপের দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুইয়ের প্রথম যে মাংসপিণ্ড, সে পশ্বাদির ভোজনে আইসে, আর দ্বিতীয় যে মৃত্তিকা-পাষাণাদি পিণ্ড, সে খেলা আর অন্য অন্য আমোদের কারণ হয়।

ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার আশঙ্কা করেন যে, "যদি বল,আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি, অচেতন পিণ্ড মানি না।" উত্তর—উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন উভয় বস্তুরই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রতীতি হয়; সুতরাং উভয়কেই মানি, আর তন্মধ্যে যে বস্তু যদর্থে নিয়মিত হইয়াছে, তাহাকে তদনুরূপে ব্যবহার করি। সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতিকে মান্য করিতে হয় ও ভৃত্যাদির দ্বারা গৃহকর্ম্ম লওয়া যায়, আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহাদি এবং পাষাণাদি দ্বারা পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ করা যায়; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, অনেক সচেতন পিণ্ড অচেতন পিণ্ডকে সচেতন অভিপ্রায় করিয়া আহার, শয্যা, সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।

আর লেখেন, "মীমাংসকমত-সিদ্ধ অচেতন মন্ত্রময় দেবতাত্মাই না মান, বেদান্তমত-সিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতা কেন না মান?" উত্তর—বেদান্তমতে দেবতাদিগের শরীর প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং আমরাও ঐ দেবতাদিগের বিগ্রহ স্বীকার করি; কিন্তু ঐ বেদান্ত নিদর্শনে ঐ বিগ্রহকে অস্মদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর করিয়া জানি এবং যেমন আমাদিগের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের অধিকার আছে, সেইরূপ দেবতাদিগের প্রতিও অধিকার আছে।

"তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।"

—বেদান্তসূত্রম্।

মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদিগের উপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে, বাদরায়ণ কহিতেছেন; যেহেতু, বৈরাগ্যের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যের আছে, সেইরূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়।

এবং তাবৎ দেবতার সমাধি করা ভারতাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "যদি বল, আমরা যাদৃশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষে দেখিতে পাই, তাহাই মানি, বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীর চক্ষে দেখিতে পাই না,অতএব মানি না, তৎপ্রতিমার প্রসক্তিই কি?" উত্তর—পূর্ব্বপ্রশ্নের উত্তরেতেই ইহার উত্তর দেওয়া গিয়াছে যে, বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীরকে এবং সেই

শরীরের মায়িকত্ব নশ্বরত্ব আমরা মানিয়া থাকি।

আর লেখেন যে, "যদি বল, আমি তাহা অর্থাৎ নাস্তিক নহি; কিন্তু অবৈদিকেরা এইরূপ কহিয়া থাকে, আমিও তদ্দৃষ্টিক্রমে কহি।" উত্তর—আশ্চর্য্য এই যে, ঐহিক লাভের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ আত্মোপাসন ত্যাগ করিয়া, এবং করাইয়া এবং গৌণসাধন যে প্রতিমাদির পূজা, তাহার প্রেরণা করিয়া আপনার বৈদিকত্ব অভিমান রাখেন, আর আমরা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত পরব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভট্টাচার্য্যের বিবেচনায় অবৈদিক ও নাস্তিক হই। সুবোধ লোক এ দুইয়েরই বিবেচনা করিবে।

আর লেখেন যে, "অন্য ধনব্যয়-আয়াস-সাধ্য প্রতিমাপূজা দর্শন জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবৃত্তি করিও। সম্প্রতি কেন এক দিক্ আশ্রয় না করিয়া আন্দোলায়মান হও?" উত্তর—যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয়, সে অন্য ব্যক্তিকে দুঃখী অথবা প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায় এবং ঐ দুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু যাহার প্রতারণার উপর কেবল জীবিকা এবং সম্মান, সে অবশ্যই প্রতারণার যে ভঞ্জক, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। আর আমরা একমাত্র আশ্রয় করিয়াই আছি। আশ্চর্য্য এই যে, ভট্টাচার্য্য পাঁচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক পড়িয়া অন্যকে উপদেশ করেন যে, মাঝামাঝি থাকিয়া আন্দোলায়মান হইও না।

ভট্টাচার্য্য আরও লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিমা-পূজার প্রমাণ প্রথমতঃ প্রবল শাস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বকর্ম্মার প্রণীত শিল্পশাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণের উপদেশ। তৃতীয়তঃ, নানা তীর্থ-স্থানেতে প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ, শিষ্টাচার-সিদ্ধ। পঞ্চমতঃ, অনাদি-পরম্পরা-প্রসিদ্ধ।

উত্তর—প্রথমতঃ শাস্ত্রপ্রমাণ যে লিখিয়াছেন, তাহার বিবরণ এই,—শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি, দক্ষিণাচারের বিধি, বৈষ্ণবাচারের বিধি এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহাদিগের প্রতিমা-পূজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে, এমত নহে, বরঞ্চ নানাবিধ পশু—যেমন গো, শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষী—যেমন শঙ্খচীল, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর—যেমন অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, তুলসী প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টি-গোচরে এবং ব্যবহারে আইসে, তাহাদিগেরও পূজা নিমিত্ত অধিকারিবিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী, সে তাহাই অবলম্বন করে। তথাহি—

"অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ॥"

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমা-পূজার বিধি আছে, কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে, যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন, তাঁহাদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি, কি মারণোচ্চাটনাদি, যখন যে বিষয় লেখেন, তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন। তদনুসারে প্রতিমাপূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার নির্ম্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতিমার নির্ম্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয়, তাহাও লিখিয়াছেন।

"উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতিঃ স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা॥"

—কুলার্ণবঃ।

আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাকে উত্তম কহি, আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি,জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কহি,হোম-পূজাকে অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি।

তৃতীয়তঃ, নানা তীর্থে প্রতিমাদির চাক্ষুষ হয় যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর,—যে সকল ব্যক্তি তীর্থগমনের অধিকারী, তাহারাই প্রতিমা-পূজার অধিকারী; অতএব তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায়, তবে সুতরাং তাহাদিগের তীর্থগমনেয় তাবদভিলাষ থাকিবে না, এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে; অতএব তাহারাই নানা তীর্থে নানাবিধ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং,
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

রূপবিবর্জ্জিত যে তুমি,তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপ বর্ণন করিয়াছি, আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব, তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি, আর তীর্থযাত্রার দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি, হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতা-কৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।

চতুর্থতঃ, প্রতিমাপূজা শিষ্টাচারসিদ্ধ যে লিখিয়াছেন,তাহার উত্তর,—যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন, তাঁহাদিগের অনেকেই প্রতিমাপূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তিথি-মাহাত্ম্য ও লীলার উপলক্ষ্যে তাঁহাদিগের যে লাভ, তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আত্মোপাসনাতে, কাহারও জন্মদিবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে ও নানা প্রকার লীলাচ্ছলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই, সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত থাকেন। ঐ শিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা পরমার্থ-নিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাঁহারা কি এ দেশে, কি পাঞ্চালাদি অন্য দেশে কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন, প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই।

পঞ্চমতঃ, প্রতিমাপূজা পরম্পরাসিদ্ধ হয় যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর,—ভ্রমবশতই হউক বা যথার্থবিচারের দ্বারাই হউক, বৌদ্ধ কি জৈন, বৈদিক কি অবৈদিক যে কোন মত কতক লোকের একবার গ্রাহ্য হইয়াছে,তাহার পর সম্যক্ প্রকারে সেই মতের নাশ প্রায় হয় না, যদি হয়, তবে বহুকালের পরে হয়। সেইরূপ প্রতিমা-পূজা প্রথমতঃ কতক লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা-অবহেলাও কতক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ নির্ব্বোধ সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে এবং তাহার-দিগের অনুষ্ঠিত পৃথক্ পৃথক্ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে, কিন্তু এ কাল অপেক্ষা পূর্ব্বকালে প্রতিমা-প্রচারের যে অল্পতা ছিল, ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চতুর্দ্দিক্ সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন, তবে বোধ করি, তাঁহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে, ঐ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত

বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অবশিষ্ট সমুদয় উনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্ততঃ যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রুটি হয়, সেই সেই দেশে প্রায় পরমার্থ-সাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন, তাহার, তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরোদ্দেশে করা যায়, তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়, আর রূপগুণবিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবং মৃৎ-সুবর্ণাদি-নির্ম্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না, এমত যে কহে, সে প্রলাপ ভাষণ করে, ইহার উত্তর আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা, সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয়, ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন, আমাদিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এ স্থলে জানা কর্ত্তব্য যে,আত্মার শ্রবণ-মননাদি বিনা কোন এক অবয়বীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তি-ভাগী হয় না, সকল শ্রুতি একবাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"—শ্রুতিঃ।

সেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়,মুক্তিপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই।

"নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে।"—শ্রুতিঃ।

তত্ত্বজ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই।

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"—
—কঠশ্রুতিঃ

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্যবিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণীর কামনাকে দেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহাদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতর-দিগের সুখ হয় না।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "উপাসনা পরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না, নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক, সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা বিবেচনা করিয়া বুঝ।" ইহার উত্তর,—বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি, সেই পরম্পরা উপাসনা হয়, আর যখন অভ্যাস বশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তামাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে,তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি, কিন্তু ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকে নিত্য, আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করাকে পরম্পরা উপাসনা কহেন। বস্তুতঃ সে উপাসনাই হয় না, কেবল কল্পনা মাত্র। রাজাদিগের সেবা তাঁহাদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে হয় না, ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, যেহেতু, তাঁহারা শরীরী, সুতরাং তাঁহাদিগের উপাসনা শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য, কিন্তু অশরীরী আকাশের ন্যায় ব্যাপক, সদ্রূপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরীর সহিত দেওয়া শাস্ত্র এবং যুক্তির সর্ব্বথা বিরোধ হয়। তবে এ উপমা দেওয়াতে ভট্টাচার্য্যের ঐহিক লাভ আছে, অতএব দিতে পারেন। যেহেতু, পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজাদিগের উপাসনা এই দুইকে তুল্য করিয়া জানিলে লোকে রাজাদিগের উপাসনায় যেমন উৎকোচ দিয়া থাকে, সেই-রূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবে, বিশেষ এই মাত্র—রাজাদিগের

নিমিত্ত যে উৎকোচ দেওয়া যায়, তাহা রাজাতে পর্য্যাপ্ত হয়, ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ, তাহা ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে।

আর লেখেন যে, "ঐ এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন, ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে, তাঁহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবে না।" উত্তর,—জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই; অতএব যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে, তবে এ যুক্তিক্রমে কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী সকলেরই উপাসনার তুল্যরূপে বিধি পাওয়া গেল, তবে নিকটস্থ স্থাবর-জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতাবিগ্রহের উপাসনা কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব; অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। "যদি বল, দূরস্থ দেবতাবিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবর-জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্যরূপেই ঐ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয়, তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেববিগ্রহের পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে; অতএব শাস্ত্রানুসারে দেববিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর,—যদি শাস্ত্রানুসারে দেব-বিগ্রহের উপাসনা কর্ত্তব্য হয়, তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ, শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নাই, সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবে, আর যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তিনি আত্মার শ্রবণ-মননরূপ উপাসনা করিবেন, শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়।

"এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্।"
—মহানির্ব্বাণম্।

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্ত কল্পনা করা গিয়াছে।

"ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥"—মুণ্ডকশ্রুতিঃ।

সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা জীবাত্মারূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া প্রণবরূপ মহাস্ত্র ধনুকেতে তাহা সন্ধান করিবে। পশ্চাৎ ব্রহ্মচিন্তনযুক্ত চিত্ত দ্বারা মনকে আকর্ষণ করিয়া অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্মেতে হে সৌম্য, সেই জীবাত্মারূপ শরকে বিদ্ধ কর।

"তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্।"—তলবকারোপনিষৎ।

সর্ব্বভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন, এ প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ চিন্তা কর্ত্তব্য হয়।

ভট্টাচার্য্য লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, "যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় স্ফূর্ত্তি না হয়, তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফলসিদ্ধি অবশ্য হয়। আপনার বুদ্ধিদোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানিলে ফলসিদ্ধির হানি হইতে পারে না। যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি-দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়?" ইহার উত্তর,—ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বুদ্ধিদোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি-দর্শনের ফলের ন্যায় ফলসিদ্ধি হয়, কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন, তিনি অবশ্য এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে, স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদিদর্শনেতে যেমন ফলসিদ্ধি হয়, সেইরূপ এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবে।

স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয়, সেইরূপ ভ্রম-নাশ হইলেই ভ্রমজন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়, যখন ভট্টাচার্য্যের উপদেশ দ্বারা তাঁহার কোন সুবোধ শিষ্য ইহা জানিবেন, তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর সে ফলের কদাপি নাশ নাই, তাহার উপার্জ্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

আর লেখেন, "যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর রাম-কৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে আচ্ছন্নস্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা করেন।" উত্তর—কি রাম-কৃষ্ণ-বিগ্রহে, কি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। অস্মদাদির শরীরে এবং রাম কৃষ্ণ-শরীরে ব্রহ্ম-স্বরূপের নূন্যাধিক্য নাই, কেবল উপাধি-ভেদ মাত্র। যেমন এক প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহে প্রকাশ পায়, সেইরূপ রামকৃষ্ণাদি শরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন, আর সেই দীপ যেমন স্থূল আবরণ ঘটাদিমধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহে প্রকাশ পায় না সেই-রূপ ব্রহ্ম স্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন না; অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মসত্তার তারতম্য নাই।

"অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্॥"
—ভাগবতম্।

হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ! আমি ও তোমরা ও এই বলদেব আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান। কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম জানিবে, এমত নহে, কিন্তু স্থাবর-জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান।

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"
—গীতা।

হে অর্জ্জুন, হে শত্রুতাপজনক, আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে এবং তোমা-রও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যা-মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে, এ প্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি, আর তোমার চৈতন্য অবিদ্যা-মায়াতে আবৃত আছে, এই হেতু তাহা জানিতেছ না।

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম
দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং
বরিষ্ঠম্॥"—মুণ্ডকশ্রুতিঃ।

সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে, অধো উর্দ্ধে তোমার অবিদ্যা-দোষের দ্বারা যাহা যাহা নামরূপে প্রকাশমান দেখিতেছ, সে সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ব্রহ্মমাত্র হয়েন অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়াকার্য্য, ব্রহ্মই কেবল সত্য সর্ব্বব্যাপক হয়েন।

ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গ পূর্ব্বক যাহা লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সে কেমন অদ্বৈত-বাদী, যে কহে যে, রূপগুণবিশিষ্ট দেব-মনু-ষ্যাদি ও আকাশ-মন-অন্নাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় এবং তাহারা ব্রহ্মোদ্দেশে উপাস্য হয় না। ইহার উত্তর,—আমরা যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বিবরণ করিয়াছি, তাহাতে ইহাই পরিপূর্ণ আছে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, কোন বস্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্থিতি করে না, ব্রহ্মের উদ্দেশে দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষীরও উপাসনা করিলে ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা হয় এবং ঐ সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন্ কোন্ ব্যক্তি, ইহাও লিখিয়াছি। এ সকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লেখেন, ইহা

জ্ঞানবান্ লোকের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তবে যে আমরা কি দেবতার, কি মনুষ্যের, কি অন্নের, কি মনের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছি, সে কেবল বেদান্ত-মতানুসারে এবং বেদসম্মত যুক্তি দ্বারা। যেহেতু, ব্রহ্মের আরোপে যাবৎ মায়াকার্য্য নামরূপের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায়, মায়িক নামরূপাদি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কদাপি নহে।

"নেতরোঽনুপপত্তেঃ।"—বেদান্তসূত্রম্।

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎকারণ হয়েন না, যেহেতু জগতের সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে, এমত বেদে কহেন নাই।

"ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।"—বেদান্তসূত্রম্।

সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন, যেহেতু, সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তীর ভেদ-কথন বেদে আছে।

বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদর্শন দ্বারা ব্রহ্ম-সত্তাকে প্রমাণ করেন। তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তামাত্র, চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া, ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্ম-স্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থতঃ অনির্ব্বচনীয় হয়, তিনি কোন বিশেষণ দ্বারা নির্দ্ধারিতরূপে কথনযোগ্য হয়েন না।

"অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।"—বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

নানা প্রকার সগুণ নির্গুণ-স্বরূপে ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে, বাক্যের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না, যেহেতু, নামের দ্বারা কিংবা রূপের দ্বারা অথবা কর্ম্মের দ্বারা অথবা জাতির দ্বারা অথবা অন্য কোন গুণের দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন, কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মেতে ইহার কিছুই নাই; অতএব ইহা নহেন ইহা নহেন, এইরূপে বেদে তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করেন। কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহারা প্রত্যক্ষ হয় কিংবা মনের দ্বারা যাহার অনুভব হয়, সে ব্রহ্ম নহে, তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম, বিজ্ঞান ঘন ব্রহ্ম, আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে, সে উপদেশমাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায়। অতএব ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন, এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ,ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ, তাহার মধ্যে যথার্থরূপ যে সত্য,তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন, তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ॥"

—তলবকারোপনিষৎ।

ব্রহ্মস্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে, এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর হয়, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। আর আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয়, সে ব্রহ্মকে জানে না।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে,"যদি মন্দির, মস্‌জিদ, গিরজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন, তবে কি সুঘটিত স্বর্ণ, মৃত্তিকা, পাষাণ, কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?" উত্তর,—মস্‌জিদ-গিরজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণ-মৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা, এ দুইয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন, সে অত্যন্ত অযুক্ত, যেহেতু, মস্‌জিদ-গিরজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা

ঐ মসৃজিদ-গিরজাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্তু স্বর্ণ-মৃত্তিকা-পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা উহাকেই ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত-নিবারণার্থে বস্ত্র দেন, তাহার গ্রীষ্মনিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন, এই সকল ভোগ-শয়নাদি ঈশ্বর-ধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্‌জিদ, গিরজা, মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই, যেখানে চিত্তস্থির হয়, সেই স্থানেই উপাসনা করিবে।

"যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।"

—বেদান্তসূত্রম্।

যেখানে চিত্তস্থির হয়, সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবে, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "ইহাতে যদি কেহ কহে যে, বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম, ইহা কহিয়াছেন,তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য, কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য, কি গম্যা বা কি অগম্যা, যখন যাহাতে আত্মসন্তোষ হয়, তখন সেই কর্ত্তব্য, যাহাতে অসন্তোষ হইবে, সে অকর্ত্তব্য।" উত্তর,—যে ব্যক্তি এমত কহে যে, সকলই ব্রহ্ম, তাহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে, লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হইতেছে, তাহার বাস্তব সত্তা নাই, যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের,আর সেই ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া মৌলিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহাকে সেই সেইরূপে ব্যবহার করিতে হয়; যেমন এক অঙ্গ হস্তরূপে, অন্য অঙ্গ পাদরূপে প্রতীত হইতেছে, যে পাদরূপে প্রতীত হয়,তাহার দ্বারা গমন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যায়, আর যে হস্তরূপে প্রতীত হয়, তাহার দ্বারা গ্রহণরূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা যায়, আর যাহার দাহিকা-শক্তি দেখেন, তাহাকে দাহকর্ম্মে, আর যাহার শৈত্য-গুণ পায়েন, তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না। ভট্টাচার্য্যের মতানুযায়ীদিগের প্রতি এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে, যেহেতু, তাঁহারা জগৎকে শক্তিময় অথবা বিষ্ণুময় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহাদিগের, তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির প্রভেদ চক্রে অথবা পঙ্গতে করেন না এবং যে ব্যক্তি ধ্যানসময়ে পূজাতে যুগলের সাহিত্য সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং যাঁহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে, আমার আরাধ্য দেবতারা নানা প্রকার অগম্যাগমন করিয়াছেন এবং ঐ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি এক প্রকার অগম্যাগমনাদির আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে, বিধি-নিষেধের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বত্রব্যাপী, সর্ব্বদ্রষ্টা, সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখরূপ ফল দেন, সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাস প্রযুক্ত তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "এতাদৃশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিতানুমানে বৈধ বহুপশুবধ স্থানের সিদ্ধপীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে বুচরখানার সিদ্ধপীঠত্ব কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে, তাহারা স্বস্ত্রী ও অদ্ভুতর স্ত্রী মাত্রেতে কিরূপ ব্যবহার করে, ইহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।" উত্তর,—যাহার পর নাই, এমত উপাসনা

বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতি এ প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক হয়। অতএব যে পক্ষে কল্পনা ব্যতিরেকে নির্ব্বাহ নাই, তাহাদিগের এ প্রশ্ন করা অতি আশ্চর্য্য।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে, "হে অগ্রাহ্য-নাম-রূপ অমুকেরা! আমরা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসি, তোমরা কি?" ইত্যাদি উত্তর,—আমাদিগকে সোপাধি জীব করিয়া বেদে কহেন, ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না, এ কারণ তাঁহার জিজ্ঞাসু হই; সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি গর্ব্ব রাখি না এবং ভট্টাচার্যের উপকৃতি স্বীকার করি, যেহেতু, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয়, এ নিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দেখিতে পাইতেছিলাম না, ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্রোধও বরতুল্য হয়।

যদি বল, আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন, তাহার সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না; অতএব সাকার উপাসনা সুলভ, তাহাই কর্ত্তব্য। উত্তর,—উপাসনার নিয়মের সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্ত্তব্য হয়, তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না, যেহেতু, তাহার নিয়মেরও সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য; অতএব অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য যত্ন কর্ত্তব্য হয়। বরঞ্চ যজ্ঞাদি এবং প্রতিমার অর্চ্চনাদি কর্ম্মকাণ্ডে যথাবিধি দেশ, কাল, দ্রব্য অভাবে কর্ম্ম সকল পণ্ড হয়, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা স্থলে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জনের প্রতি যত্ন থাকিলেই ব্রহ্মোপাসনা সুসিদ্ধ হইতে পারে; কারণ, কেবল এই যত্নকরণের বিধি মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে।

"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ
যত্নবান্।"—মনুঃ।

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন।

আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারীর নিন্দা করেন অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসী হয়েন, আর গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্টরূপে ভোজন করে, আপনাকে কোন মতে সদাচারী দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে, তাহা অঙ্গীকার করে, এ দুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বক-ধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়? এ প্রশ্নের কারণ এই যে, ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে বক-ধূর্ত্ত করিয়া বেদান্তচন্দ্রিকাতে কহিয়াছেন।

দ্বিতীয়, এক জন নিষিদ্ধাচারী, সে আপনাকে বিশ্বগুরু করিয়া জানে, আর এক জন নিষিদ্ধাচারী, সে আপনার অধমতা স্বীকার করে, এই দুইয়ের মধ্যে কাহার অপরাধ মার্জ্জনীর যোগ্য হয়?

তৃতীয়, এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে, যাহা আমি বলি, এই শাস্ত্র, ইহাই নিশ্চয়

কর, তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ, আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান, আমার তুষ্টির জন্যে সর্ব্বস্ব দিতে পার, ভালই, নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক আমাকে দেও, আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আর এক জন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষা বিবরণ করিয়া লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে, আপনার অনুভবের দ্বারা এবং বেদসম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ, আর যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর, আর অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে ভয় এবং সম্মান কর। এ দুই-য়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়? এ প্রশ্নের কারণ এই যে, ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রি-কাতে আমাদিগকে স্বপ্রয়োজনপর করিয়া লিখিয়াছেন। এখন ইহার সমাধা বিজ্ঞ লোকের বিবেচনায় রহিল। হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে দ্বেষ, মৎসরতা, মিথ্যাপবাদে প্রবৃত্ত করাইবে না।

গোস্বামীর সহিত বিচার

ওঁ তৎ সৎ।

অদ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী যে পরব্রহ্ম, তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ-নাসিকাদি অবয়ব-বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্য ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামীজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে, বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন। প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রশ্ন করেন যে, "সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন, ইহার উত্তর বাক্য কি সংগ্রহ করিব, যেহেতু, এ কথা সকল দর্শনকারদিগের সম্মত, কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, ব্রহ্মেতে কোন উপাধি-দোষ স্পর্শ হইবে না অথচ বেদেরা প্রতিপন্ন করিতেছেন, তাহার প্রকার কি?" উত্তর,—বেদ সকল ব্রহ্মের সত্তাকে কিরূপে প্রতিপন্ন করেন, আর উপাধি-দোষ-স্পর্শ বিনা কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব-কথনে বেদেরা প্রবর্ত্ত হয়েন, ইহা জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে, পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশোপনিষৎ বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করেন, যদি চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে, তবে বেদান্তের বিশেষ অবলোকনের পরে এতাদৃশ প্রশ্নের পুনরায় সম্ভাবনা থাকে না। সংপ্রতি আমরাও এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কেনোপনিষৎ,—"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, ব্রহ্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন এবং ঘটপটাদি হইতে ভিন্ন অথচ অদৃশ্য যে পরমাণু, তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন। বৃহদারণ্যক,—"অথাত আদেশো নেতি নেতি।" এ বস্তু ব্রহ্ম নহে এ বস্তু ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদিরূপে যাবৎ অন্য বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন, এই মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ বেদে করেন, কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি-ভঙ্গ দেখিয়া আর জড়-স্বরূপ শরীরের প্রকৃতি দেখিয়া এই সকলের কারণ যে পরব্রহ্ম, তাঁহার সত্তাকে নিরূপণ করেন। যদি এই প্রশ্নের উত্তরকে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশেষমতে কোন জ্ঞানীর নিকট আপনার জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে মুণ্ডকোপনিষদের শ্রুতি এবং গীতা-স্মৃতির অর্থের আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করিবেন। মুণ্ডকোপনিষৎ-শ্রুতিঃ,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বিনয় পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে। গীতাস্মৃতিঃ,—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" প্রণিপাত ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানীর নিকটে তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে। আপনি তৃতীয় পৃষ্ঠায় পুনরায় লিখেন যে, তোমাদের যদি কোন বেদান্ত-ভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার, এমত জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সে কুজ্ঞান। উত্তর,—কেবল ভগবৎ-পূজ্যপাদের ভাষ্যেই ব্রহ্মকে আকাররহিত করিয়া কহিয়াছেন, এমত নহে, কিন্তু তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মকে নামরূপের ভিন্ন করিয়া স্পষ্টরূপে এবং প্রসিদ্ধ শব্দে সর্ব্বত্র কহেন। এ সকল শাস্ত্র অপ্রাপ্য নহে, সুতরাং তাহাতে কাহারও প্রতারণার সম্ভাবনা নাই; অতএব তাহার কিঞ্চিৎ

লিখিতেছি। কঠবল্লী,—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।" পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধ,এই পাঁচ গুণ আছে, এ নিমিত্ত শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পৃথিবী হয়েন। জলেতে গন্ধগুণ নাই, এ প্রযুক্ত পৃথিবী হইতে জল সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ ভিন্ন চারি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন, আর তেজেতে গন্ধ ও রস এই দুই গুণ নাই, এ নিমিত্ত জল হইতে তেজ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ আর জিহ্বা ইহা ভিন্ন তিন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন, আর বায়ুতে রূপ, রস, গন্ধ, এই তিন গুণ নাই, এ নিমিত্ত তেজ হইতেও বায়ু সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ,জিহ্বা,চক্ষু এই তিন ইন্দ্রিয় ভিন্ন যে দুই ইন্দ্রিয়, তাহার গোচর হয়েন, আর আকাশেতে স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধ, এই চারি গুণ নাই, এ নিমিত্ত বায়ু হইতেও আকাশ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, এই চারি ভিন্ন কেবল এক শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন; অতএব এ পাঁচ গুণের এক গুণও যে পরমাত্মাতে নাই, তেঁহ কিরূপ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন,তাহা কি প্রকারে বলা যায়। মুণ্ডক,—"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং ইত্যাদি।" যে ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন, আর হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন এবং জন্মরহিত এবং চক্ষুঃশ্রোত্র-হস্তপাদাদি অবয়বরহিত হয়েন ইত্যাদি। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, "অদৃষ্ট-মব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্‌।" যেহেতু, ব্রহ্ম সর্ব্ববিশেষণ-রহিত হয়েন, এই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচর হয়েন না এবং ব্যবহারের যোগ্য তেঁহ হয়েন না, আর হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তেঁহ গ্রাহ্য হয়েন না এবং তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না এবং তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে, আর তেঁহ শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ্য নহেন। "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ।" বেদান্তের ৩ অধ্যায়, ২ পাদ। ১৪ সূত্র। ব্রহ্ম কোন প্রকারেই রূপবিশিষ্ট নহেন, যেহেতু, নির্গুণ-প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বত্র প্রাধান্য হয়। অতএব এই সকল স্পষ্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধ যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহার জ্ঞানকে কুজ্ঞান করিয়া কহিতে তাঁহারাই পারেন, যাঁহাদের বেদে প্রামাণ্য নাই অথবা যাঁহারা প্রতারণার উদ্দেশে কিংবা পক্ষপাত করিয়া স্পষ্টার্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা করেন। পুনর্ব্বার তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখেন যে, বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে না। উত্তর,—যদ্যপি বেদ দুর্জ্ঞেয় বটেন, তত্রাপি বেদের অনুশীলন করা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম হইয়াছে; অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। শ্রুতিঃ—"ব্রাহ্মণেন নিঃকারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ ইতি।" ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম এই যে, ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন। ভগবান মনুঃ,—"আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্‌।" ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থ-জ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের ঐহিক, পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই। এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ-সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে,এই নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্‌ স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মসংহিতাতে তাবৎ বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন। শ্রুতিঃ—"যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজম্‌।" যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন, তাহাই পথ্য, এবং বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব ভগবান্‌ বেদব্যাস বেদান্তসূত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় করিয়াছেন এবং ভগবান্‌ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ঐ বেদান্তসূত্রের এবং দশোপ-

নিষদের ভাষ্যে তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন; অতএব বেদ দুর্জ্ঞেয় হইয়াও এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন, ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। ব্যাসস্মৃতিঃ,—"বেদাৎ যোঽর্থঃ স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেদ্যদি। ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাম্॥" বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাতে যদি শঙ্কা জন্মে, তবে ঋষিরা যেরূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আর শঙ্কা হইতে পারে না। আর সেই পৃষ্ঠাতে আপনি লিখেন যে, পরমার্থ বিষয়ে প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে পারে না। ইহার উত্তর,—অনুমানাদি সকল প্রমাণের মূল যে প্রত্যক্ষ, তাহা প্রমাণ না হইলে তাবৎ বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্র যাহা প্রত্যক্ষ দেখি এবং প্রত্যক্ষ শুনি, তাহার অপ্রামাণ্য হইয়া সকল ধর্ম্ম লোপ হইতে পারে. আর প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিফল হয়, কিন্তু বেদ শাস্ত্রকে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ করিয়া লোককে জানাইলে নবীন মতাবলম্বীদের উপকার আছে। যেহেতু, বেদের প্রামাণ্য থাকিলে তাঁহাদের স্বয়ং রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও ভাষা পয়ার সকল যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা লোকে মান্য হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষকে প্রমাণ স্বীকার করিলে জড়কে নিত্য করিয়া ও অচেতনকে সচেতন করিয়া এবং একদেশস্থায়ীকে বিশ্বব্যাপক করিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না। সুতরাং নবীন-মতাবলম্বীরা বেদে এবং প্রত্যক্ষে অপ্রামাণ্য জন্মাইবার চেষ্টা আপন মতের স্থাপনের নিমিত্ত অবশ্যই করিবেন, কিন্তু বেদ যাহার বিচারণীয় না হয় ও প্রত্যক্ষ যাহার গ্রাহ্য নহে, তাহার বাক্য বিজ্ঞ লোকের গ্রাহ্য কি প্রকারে হইতে পারে? "বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণম্॥" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদাদিতে যাহার প্রামাণ্য নাই, তাহার বাক্য কেহ প্রমাণ করে না, আর যে মতের স্থাপনের নিমিত্তে বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয়, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণকে অপ্রমাণ জানাইতে হয়, সে সত্য কি মিথ্যা, ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। আর চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখেন, বেদার্থ-নির্ণায়ক যে মুনিগণ, তাঁহাদের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে, এ কারণ বেদার্থনির্ণায়ক যে পুরাণ ইতিহাস, তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হইবে। উত্তর—বেদার্থ-নির্ণয়কর্ত্তা মুনিগণের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে, এ নিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় না হয়েন, তবে পরস্পর-বিরুদ্ধ যে ব্যাসাদি ঋষিবাক্য, তাহা কিরূপে বিচারণীয় হইতে পারে? অতএব এই যুক্তির অনুসারে পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি যাহা ঋষিবাক্য, তাহাও বিচারণীয় না হইয়া সকল ধর্ম্মের লোপাপত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ, এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, দুর্জ্ঞেয় নিমিত্ত বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হয়েন, তবে আপনারা গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশ সংস্কার প্রভৃতি বেদমন্ত্রে করেন, কি পুরাণ-বচনে করিয়া থাকেন? পুরাণাদিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে ইতিহাসচ্ছলে স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুদিগের নিমিত্ত ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন; সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র মান্য। কিন্তু পুরাণ ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদ নহেন, যেহেতু সাক্ষাৎ বেদ হইলে শূদ্রাদির শ্রোতব্য হইতেন না এবং আপনার যে মতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন, সে মতে পুরাণাদি সাক্ষাৎ বেদ হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। তবে যে বেদের তুল্য

করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে বেদ হইতে গুরুতর লিখেন, আর আগমে আগমকে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন, সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র। যেমন "ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং" অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন, এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন, আর যেমন পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তর-শত নামের ফলে লিখিয়াছেন—"রাজানো দাসতাং যান্তি বহ্নয়ো যান্তি শীততাম্।" এই স্তবের পাঠ করিলে রাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হন, আর অগ্নি সকল শীতল হন। যদি এ বাক্য প্রশংসাপর না হইয়া যথার্থ হইত, তবে এ স্তব পাঠ করিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইত না। আর দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়,এমত স্মৃতিতে কহিয়াছেন, সে নিন্দা দ্বারা শাসনপর না হইয়া যদি যথার্থ ব্রহ্মহত্যা হয়, তবে পূতিকা-ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কেন না করে? এইরূপে ঐ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর, কোন স্থানে বা শাসনপর হয়। পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্য্য, তাহা ঐ পুরাণ ইতিহাসের কর্ত্তা তাহাতেই কহিয়াছেন। "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থাঃ প্রদর্শিতাঃ।" স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ এ সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে পারেন না, এ নিমিত্ত ভারতের উপদেশে তাবৎ বেদের অর্থ স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন।"সর্ব্ববেদার্থ-সংযুক্তং পুরাণং ভারতং শুভম্। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতম্॥" সকল বেদার্থ-সংবলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন, তাহাকে স্ত্রী, শূদ্র, পতিত ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদব্যাস কহিয়াছেন। অতএব বেদ এবং বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলোচনাতে যাঁহাদের অধিকার আছে,তাঁহারা সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাতেই কৃতার্থ হইবেন। শ্রুতিঃ,—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" ইত্যাদি। সেই পরমাত্মাকে বেদবাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা করেন। মনুঃ,—"বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অর্থ যথার্থরূপে জানে এবং তাহার অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে থাকিয়া ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়। "যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥" বেদের বিরুদ্ধ যে যে স্মৃতি ও বেদবিরুদ্ধ তর্ক, তাহা সকলকে নিষ্ফল করিয়া জানিবে, যেহেতু, মনু প্রভৃতি ঋষিরা তাহাকে নরকসাধন করিয়া কহেন। ৫। আপনি ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার এবং তিনি যাহা জানিয়াছেন ও যাহা কহিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ, আর ইহার পোষক পুরাণের বচন লিখিয়াছেন। ইহার উত্তর,—এ যথার্থ বটে, এই নিমিত্তই ভগবান্ বেদব্যাস বেদের সমন্বয়ার্থ যে শারীরক সূত্র করিয়াছেন, তাহা বিশেষ নিঃসন্দেহে মান্য হইয়াছে এবং স্ত্রীশূদ্রাদির নিমিত্ত যে পুরাণ ইতিহাস করিয়াছেন, তাহাও মান্য এবং অধিকারিবিশেষের উপকারক হয়, এ কথা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিয়াছি এবং বেদব্যাস ভিন্ন মনু প্রভৃতি ঋষিরা যাহা কহিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বপ্রকারে মান্য। পুনর্ব্বার সপ্তম পৃষ্ঠায় লিখেন যে, পুরাণের মধ্যে যে যে স্থানে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে, সে সাত্ত্বিক, আর ব্রহ্মাদির মাহাত্ম্য যাহাতে আছে,তাহা রাজস আর শিবাদির মাহাত্ম্য যে পুরাণে আছে, সে

তামস এবং গরুড়-পুরাণ বলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন। ইহার উত্তর,—তমোলেশ-রহিত যে মহাদেব, তাঁহার মাহাত্ম্য যে শাস্ত্রে থাকে, সে শাস্ত্র তামস হয়, ইহা মনু প্রভৃতি কোন শাস্ত্রে নাই, বিশেষতঃ মহাভারতে লিখেন,—"যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ।" যাহা মহাভারতে নাই, তাহা কুত্রাপি নাই। সে মহাভারতেও শিবমাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে তামস করিয়া কহেন নাই, বরঞ্চ মহাভারত শিবমাহাত্ম্যতে পরিপূর্ণ হয়। তবে আপনি গরুড়পুরাণ বলিয়া যে সকল বচন লিখিয়াছেন, এরূপ বচন কোন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতীয় দানধর্ম্মে শিবের প্রতি বিষ্ণুর বাক্য,—"নমোঽস্তু তে শাশ্বতসর্ব্বযোনয়ে, ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষয়ো বদন্তি। তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ, ত্বামেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ॥" সর্ব্বদা একরূপ, সকলের উৎপত্তিকারণ, আর যাঁহাকে সাধু ঋষিরা ব্রহ্মার অধিপতি করিয়া কহেন, আর তপস্যা ও সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণের সাক্ষী যে তুমি, তোমাকে প্রণাম করিতেছি। "সদাশিবাখ্যা যা মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা।" সদাশিবাখ্যা মূর্ত্তির তমোলেশ নাই। ইত্যাদি বচনের দ্বারা মহাদেব সর্ব্বপ্রকারে তমোরহিত হয়েন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে কিরূপে তাঁহার মাহাত্ম্য তামস হইতে পারে? অতএব সমূলক এই সকল বচনের দ্বারা পূর্ব্ববচনের অমূলকত্ব বোধ হয়, আর মহাদেবের অংশাবতার নানা প্রকার রুদ্র ও ভৈরব হইতে কখন কখন তামস কার্য্য হইয়াছে, সে তমোদোষ মহাদেবে কদাপি স্পর্শ হয় না, যেমন বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারে বেদনিন্দা জন্য দোষ বুদ্ধতেই আশ্রয় করিয়াছে, কিন্তু সে দোষ বিষ্ণুতে স্পর্শ হয় নাই। যদিও গরুড়পুরাণে ঐ সকল বচন—যাহাতে শিবের মাহাত্ম্যকে তামস করিয়া লিখেন, তাহা পাওয়া যায়, তবে সেই পুরাণের প্রকরণ দেখা উচিত হয়, যেহেতু, মহাভারতবিরুদ্ধ এবং শিবনিন্দাবোধক যে বচন, সে দক্ষযজ্ঞ-প্রকরণীয় বাক্য হইবে; অতএব শিব বিষয়ে দক্ষাদির নিন্দাবাক্য ও বিষ্ণুবিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। অধিকন্তু, এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি যে, রাজস-তামসাদিরূপ পুরাণেতে যে সকল শিবাদির মাহাত্ম্য এবং চরিত্র লিখিয়াছেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা? যদি মিথ্যা কহ, তবে বেদব্যাসের সত্যবাদিত্বে ব্যাঘাত হয়, আর আপনি যে কহিয়াছেন যে, বেদব্যাস যাহা কহিয়াছেন, সে প্রমাণ তাহারও বিরোধ হয়, আর যদি সত্য কহ, তবে পুরাণমাত্রেরই সমানরূপেই মান্যতা হইবে। আপনি অষ্টম পৃষ্ঠায় লিখেন যে, বেদান্তসূত্র অতি কঠিন, ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না পাইয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থস্বরূপ পুরাণচক্রবর্ত্তী শ্রীভাগবত মহাপুরাণ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে গরুড়-পুরাণের প্রমাণ লিখিয়াছেন। তদ্‌যথা,—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥" উত্তর,—শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন, এমত বিবাদ করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি, কিন্তু বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ শ্রীভাগবত নহেন, ইহাতে কি অন্যের, কি আমাদের সকলেরই নিশ্চয় আছে, তবে তাবদ্দেশের অশ্রুত নবীন বার্ত্তা এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সংপ্রতি উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহা স্থাপনের নিমিত্ত গরুড়পুরাণীয় কহিয়া ঐরূপ বচনের রচনা করিয়া-

ছেন, কিন্তু শ্রীভাগবত বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ নহেন, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা যাইতেছে। প্রথমতঃ, ঐ সকল বচন, যাহা আপনি লিখিয়াছেন, প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীধর স্বামী—যিনি ভাগবতকে লোকে পুরাণ করিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন, তিনিও এরূপ গরুড়পুরাণের স্পষ্ট বচন থাকিতে ইহা হইতে অস্পষ্ট বচন সকল ভাগবতের প্রমাণের নিমিত্ত আপন টীকার প্রথমে লিখিতেন না। তৃতীয়তঃ, আপনার লিখিত গরুড়পুরাণের বচনের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মহাভারত ও বেদার্থনির্ণায়ক যে বেদান্তসূত্র, তাহার অর্থকে শ্রীভাগবতে বিবরণ করিয়াছেন, আর পুরাণের মাহাত্ম্য-কথনে আপনি পূর্ব্বে লিখেন যে, পুরাণ সকল সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বেদার্থকে কহেন, ইহাতে আপনার পূর্ব্বাপর বাক্য-বিরোধ হয়, যেহেতু, ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, সম্পূর্ণ শ্রীভাগবত বেদ এবং বেদের বিবরণ ও পুরাণচক্রবর্ত্তী না হইয়া বেদার্থ যে মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র, তাহার বিবরণ হইলেন। চতুর্থ, এ দেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এবং সুলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণের ন্যায় বচনের রচনা হইতে পারে, এই অবসর পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে ভাষ্য করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড়পুরাণ বলিয়া বচন রচনা করিয়াছেন, আর দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্ম যাঁহাদের এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ, এমত নবীন নবীন ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন লিখেন, এইরূপ কোন কোন শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবতরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণীয় বচনের প্রকাশ করেন। তদ্‌যথা—"ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র গীয়তে নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ। কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণবমানিনঃ। অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥" যে গ্রন্থেতে নানা অসুরবধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন, তাহাকে ভাগবত করিয়া জানিবে। 'কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবে। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থকারের অধৃত বচন সকলকে শুনিবামাত্র যদি পুরাণ করিয়া মান্য করা যায়, তবে পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এইরূপ শাক্তের কথিত বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং অর্থের অনির্ণয় ও ধর্ম্মের লোপ এককালে হইয়া উঠে। অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্ব্বসম্মত টীকা না থাকে, তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না। পঞ্চম, শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহেন। ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি সুব্যক্ত হইতেছে, যেহেতু, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অবধি "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এ পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচশত বেদান্তসূত্রে সংসারে বিখ্যাত আছে। তাহার মধ্যে কোন্ সূত্রের বিবরণস্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে লিখিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপ গ্রন্থ শ্রীভাগবত বটেন কি না, তাহা অনায়াসে বোধ হইবে। তদ্‌যথা—দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে—"বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ, স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ। মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি, দ্রব্যালাভে স গৃহ-

কুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্‌” ॥ ২২ শ্লোক ॥ “এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ, স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকোহয়মাস্তে ॥” ২৪ শ্লোক ॥ ২২ অধ্যায়ে ভগবানুবাচ। “ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ। অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ” ॥ ১২ শ্লোক ॥ ৩৩ অধ্যায়ে—“কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্‌। গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাম্বুলচর্ব্বিতম্‌” ॥ ১৪ শ্লোক ॥ কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়িয়া দিতেন, ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া দুর্ব্বাক্য কহিলে হাসিতেন, আর চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে সুস্বাদু দধি-দুগ্ধ, তাহা ভক্ষণ করিতেন, আর আপন খাদ্যদ্রব্য না পাইলে ক্রোধ করিয়া গোপবালককে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন ॥ ২২ ॥ এইরূপে পরিষ্কৃত গৃহের মধ্যে বিষ্ঠা-মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন, চৌর্য্য-কর্ম্ম করিয়াও সাধুর ন্যায় প্রসন্নরূপে থাকিতেন ॥ ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদের প্রতি কহিতেছিলেন—যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি, তাহা কর, তবে তোমরা হাস্যবদনে আমার নিকট ঐরূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর ॥ ১২ ॥ নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডলদ্বয়, তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন গণ্ড, সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পণ করিতেছেন, এমন যে কোন গোপী, তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিতেন ॥ ১৪ ॥ বেদান্তের কোন্‌ শ্রুতির এবং কোন্‌ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ব্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ হয়, ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন? অধিকন্তু, কৃষ্ণনাম আর তাঁহার অন্য অন্য প্রসিদ্ধ নাম ও তাঁহার রূপ ও গুণবর্ণনেতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু বেদান্তসূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কি কৃষ্ণের কোন প্রসিদ্ধ নামের লেশও নাই; সুতরাং তাঁহার রূপগুণবর্ণনের সহিত বিষয় কি? অতএব যাহার সামান্য বোধ আছে এবং পক্ষপাতে নিতান্ত মগ্ন না হইয়া থাকে, সে অবশ্যই জানিবে যে, যে গ্রন্থ যাঁহার উদ্দেশে হয়, তাহাতে সেই দেবতার অথবা সেই ব্যক্তির প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বর্ণন বাহুল্যরূপে অবশ্য থাকে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহার নাম-গুণ-বর্ণন হইতে শূন্য হয় না, অতএব সেই সকল বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, বেদান্তসূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্কমাত্র নাই। যদি বল, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কেহ কেহ কেবল ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, বেদান্তশাস্ত্রকে স্পষ্টাক্ষরে অন্যথা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপক্ষে এবং তাহার রাসক্রীড়াদি লীলাপক্ষে বিবরণ করিয়াছেন। উত্তর,—সেইরূপে শৈব সকল ঐ বেদান্তসূত্রকে ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা শিবপক্ষে ও তাঁহার কোচবধূর সহিত লীলাপক্ষে অক্ষর ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন, এবং এইরূপে বিষ্ণুপ্রধান শ্রীভাগবতকে কালীপক্ষে ব্যাখ্যা কোন শাক্তবিশেষে করিয়াছেন; অতএব এরূপ ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা প্রকরণকে এবং প্রসিদ্ধার্থকে ত্যাগ করিয়া এরূপ ব্যাখ্যার প্রামাণ্য করিলে কোন্‌ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য, তাহা স্থির না হইয়া শাস্ত্র সকল কদাপি প্রমাণ হইতে পারেন না। ষষ্ঠ, বেদান্ত ভিন্ন অন্য অন্য দর্শনকার আপন আপন দর্শনের ভাষ্য কেহ করেন নাই, কিন্তু তত্তুল্য আচার্য্য সকলে করিয়াছেন; অতএব এ রীতি দ্বারাও বুঝা যায় যে, আপন কৃত

বেদান্তসূত্রের অর্থ বেদব্যাস করেন নাই, কিন্তু তত্তুল্য ভগবান্ পূজ্যপাদ বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন। সপ্তম, শাস্ত্রের প্রমাণ শাস্ত্রান্তরও হয়েন; অতএব গোতম, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতি অন্য অন্য দর্শনকার যাঁহারা বেদব্যাসের সমকালীন এবং ভ্রমপ্রমাদ-রহিত ছিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের ভাষ্যকারেরা যখন আপন আপন গ্রন্থে বেদান্তমতকে উত্থাপন করিয়াছেন, তখন অদ্বৈতবাদ বলিয়া বেদান্তের মতকে কহিয়াছেন, কিন্তু আপনার মতে শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য সাকার গোপীজনবল্লভ যে পরিমিত রূপ, তেঁহ বেদান্তের প্রতিপাদ্য হয়েন, এমত কেহ কহেন নাই। অষ্টম, বেদার্থবিবরণকর্ত্তা যত মুনি, তাঁহাদের মধ্যে ভগবান্ মনু সকলের প্রধান। তাঁহার বাক্যের বিপরীত যে সকল বাক্য, তাহা অপ্রমাণ হয়, যেহেতু, বৃহস্পতি কহেন,—"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।" মনুর অর্থের বিপরীত যে ঋষিবাক্য,তাহা মান্য নহে; অতএব সেই ভগবান্ মনু বেদের অধ্যাত্মকাণ্ডের অর্থের বিবরণে বেদান্তসম্মত অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু ভাগবতীয় হস্তপাদাদিবিশিষ্ট পরিমিত বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন নাই। মনুঃ,—"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥" যে ব্যক্তি স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে দেখে, এমতরূপ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণ ন্যায়ে যাগাদি কর্ম্ম করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। "সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥" সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম করিয়া জানিবে, যেহেতু, তাবৎ ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং তাহার দ্বারাই মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, এবং উপসংহারে ভগবান্ মনু লিখেন, "এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা। স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥" যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বভূতে আত্মাকে সমতাভাবে জ্ঞান করে,সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। বরঞ্চ যেমন অন্য অন্য দেবতাকে এক এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, সেইরূপ বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাত্র করিয়া কহেন। তদ্‌যথা,—"মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরম্। বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্॥" মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, এইরূপ কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দিক্ হয়েন, পাদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও বলের অধিষ্ঠাতা হর এবং বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি, আর গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও সন্তান উৎপত্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি হয়েন, ইহাঁদের ঐ ঐ অঙ্গের সহিত অভেদরূপে ভাবনা করিবে। নবম, অন্য অন্য পুরাণ ইতিহাস করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ না হইলে পর শ্রীভাগবত করিলেন,এই আপনারা যে লিখেন, ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোন ঋষিবাক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ,পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্ব্বের গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই, এরূপ যুক্তির দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহ, তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম আর তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদব্যাস রচনা করেন, তবে ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীভাগবত করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচিলেন। শ্রীভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধ,—"ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ। শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্বিংশতি শৈবকম্। দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং

পঞ্চবিংশতি ॥" বিষ্ণুপুরাণে,—"ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।" ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্ব্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন। দশম, যদি বল, শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ হইতে শ্রীভাগবতকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। উত্তর,—কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্ব্বোত্তম করিয়া কহিয়াছেন, এমত নহে, বরঞ্চ প্রত্যেক পুরাণের শেষে ঐরূপে সেই সেই পুরাণকে অন্য হইতে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। শ্রীভাগবত,—"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥" অর্থাৎ শ্রীভাগবত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত,—"প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ। ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী। তথা সর্ব্বপুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ ॥" অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। এইরূপ প্রশংসার দ্বারা অন্য অন্য পুরাণের অপ্রাধান্য তাৎপর্য্য হইলে পুরাণ সকল পরস্পর অনৈক্য হইয়া কোন পুরাণের প্রামাণ্য থাকে না; অতএব ইহার তাৎপর্য্য প্রশংসামাত্র, কিন্তু অন্য পুরাণের খণ্ডন তাৎপর্য্য নহে। অধিকন্তু এ স্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র কঠিন রচনা এবং দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত আপনার মতে অবিচারণীয় হয়েন, তবে শ্রীভাগবত—যাঁহাকে বেদ-বেদান্ত হইতেও কঠিন এবং দুর্জ্ঞেয় দেখা যাইতেছে, তেঁহ কিরূপে বিচারণীয় হইতে পারেন? আপনি পঞ্চম পত্রে লিখেন এই যে, 'ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরদ্বিষাম্।' ইত্যাদি অনেক বচন পরে আজ্ঞপ্ত ভগবান্ শিব শিবার প্রতি কহিয়াছেন। "বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি সম্যগুক্তং ময়াঽনঘে।" ইত্যাদি অনেক বচন পরে। "ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য মোহনায় কলৌ যুগে ॥" এ সকল বচন দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অসুর-মোহনের নিমিত্ত ভগবান্ শিব নানা প্রকার পাশুপতাদি শাস্ত্র করিয়াছেন এবং কলিযুগে আপনি শ্রীমদাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভাষ্যাদি শাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মের পরংরূপ অর্থাৎ আকার নির্গুণ অর্থাৎ অলীক ইহা প্রতিপন্ন করিয়া জগতের আসুরস্বভাব লোক সকলকে মোহযুক্ত করিলেন; অতএব আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার কৃত ভাষ্য দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের যাথার্থ্য আচ্ছাদিত হয় কি না? ইহার উত্তর,—এ সকল বচন যদ্যপিও সমূল হয়, তথাপি ইহার দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কৃত ভাষ্য অলীক হয়, এমত কদাপি প্রতিপন্ন হইতেছে না; কিন্তু এইমাত্র প্রমাণ হয় যে, যদি বেদবাহ্য কোন শাস্ত্র ভগবান্ মহেশ্বর করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মস্বরূপকে যদি কোন স্থানে বেদোক্তের বিপরীত করিয়া কহিয়া থাকেন, তবে সে অসুরদিগের মোহনার্থ বটে। আর যদি ঐ বচনকে প্রমাণ করিয়া এমত বল যে, মহেশ্বর-কৃত তাবৎ শাস্ত্র অপ্রমাণ হয়, তবে তান্ত্রিক দীক্ষা—যাহা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে এ দেশে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিতেছেন, তাহা মিথ্যা হইয়া সম্যক্ প্রকারে ঐ উপাসনাকে নিরর্থক স্বীকার করিতে হয়, অথচ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, কলিতে তন্ত্রোক্ত মতে দেবতার উপাসনা করিবে। "আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।" যে হেতু, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-রহিত ব্যক্তিদের ঐরূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনার দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়। আর অমূলক কিংবা সমূলক ঐ বচনের অবলম্বন করিয়া শিবোক্ত তাবৎ শাস্ত্রকে মিথ্যা আর মহেশ্বরকে প্রতারক করিয়া যদি

বৈষ্ণবেরা কহেন, তবে তন্ত্র-বচনে নির্ভর করিয়া তান্ত্রিকেরা পুরাণসকলকে মিথ্যা এবং বিষ্ণুকে প্রতারক করিয়া কহিলে কি করা যায়? ইহাতে কেবল পুরাণ এবং তন্ত্রের পরস্পর বিরোধে কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না এবং শিব-বিষ্ণুর প্রতারকত্ব উপস্থিত হইয়া চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্ম-লোপ হয়। যথোক্তং কুলাবলীতন্ত্রে—"বেদা বিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা। হরের্নাম ন গৃহ্নীয়াৎ ন স্পৃশেত্তুলসীদলম্। ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চ্চয়েৎ॥" এ সকল বচন যদিও সমূল হয়, তবে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এ সকল অধিদৈবত শাস্ত্র, ইহাতে যখন যে দেবতাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া কহেন, তখন সে দেবতার প্রাধান্য, আর অন্য দেবতার অপ্রাধান্য কহিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা কেবল প্রতিপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসামাত্র তাৎপর্য্য হয়। যথা বিষ্ণুমাহাত্ম্যে গীতা,—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" অর্থাৎ বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। দেবীমাহাত্ম্যে,—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" অর্থাৎ দেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। শিবমাহাত্ম্যে মহেশ্বরগীতা,—"প্রতিপাদ্যোঽস্মি নান্যোঽস্তি প্রভুর্জগতি মাং বিনা।" অর্থাৎ মহাদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। ইন্দ্র-মাহাত্ম্যে বৃহদারণ্যক,—"তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব বিজানীহি ইতি।" অর্থাৎ ইন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। প্রাণবায়ু-মাহাত্ম্যে প্রশ্নোপনিষৎ,—"এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ।" অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। গরুড়-মাহাত্ম্যে আদিপর্ব্ব,—"ত্বমস্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং ইতি।" অর্থাৎ গরুড় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। এইরূপে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া অন্যাপেক্ষা এক এক দেবতার প্রাধান্যরূপে বর্ণন করিলে অন্য দেবতা কদাপি হেয় হয়েন না। যদ্যপিও ভগবান্ আচার্য্যের কৃত ভাষ্যকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলেরই দুষ্কৃতের কারণ হয়, তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবে। যেহেতু, পূজ্যপাদ ভগবান্ ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য-প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন, সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন। আর শ্রীধরস্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্যশ্রেণীতে ছিলেন, তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে, কি অন্য সম্প্রদায়ে সর্ব্বথা মান্য এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন। আর সেই শ্রীধরস্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে, "ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃর্গিরস্তথা" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের মত ও ভাষ্যের টীকাকারদিগের মতকে আলোচনা করিয়া যথামতি গীতা ব্যাখ্যা করি, এবং শ্রীভাগবতের টীকাতেও লিখেন যে, "সম্প্রদায়ানুসারেণ পূর্ব্বাপর্য্যানুসারত" ইত্যাদি। অতএব ভগবান্ আচার্য্যের মত মোহের কারণ হয়, এমত কহিলে চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়া স্বীকার করিতে হইবে, আর আচার্য্য-মতানুসারে যে সকল শ্রীধরস্বামীর টীকা, তাহারই বা কি প্রকারে মান্যতা হইতে পারে? অতএব আচার্য্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আর আমাদের প্রতি আচার্য্য-মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন, সে আমাদের শ্লাঘ্য; সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব? আপনি ছয়ের পৃষ্ঠায় লিখেন যে, ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণমূর্ত্তি হয়েন, কিন্তু সে আকার মায়িক নহে, কেবল আনন্দের হয়, আর সেই আকার কেবল ভক্তগণের চক্ষুগোচর হয়। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম

আকার-ভিন্ন হয়েন, তাহার প্রমাণ তাবৎ বেদান্ত এবং দর্শন সকল আছেন। ইহার প্রতিপাদক কথক শ্রুতি ও বেদান্তসূত্র ও স্মৃতি প্রভৃতি পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে; অতএব তাহাকে এ স্থলে পুনরায় লিখিবার প্রয়োজন নাই এবং বেদসম্মত যুক্তি দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বস্তু সাকার, সে নিত্য, সর্ব্ব-ব্যাপী, ব্রহ্মস্বরূপ কদাপি হইতে পারে না, যেহেতু, প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতেছি যে, আকারবিশিষ্ট কোন এক বস্তু যদ্যপিও অতি বৃহৎ হয়, তথাপি আকাশের এবং দিক্ ও কালের অবশ্য ব্যাপ্য হইয়া থাকে, বিশ্বের ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং সেই বস্তু অবশ্যই পরিমিত ও নশ্বর হইবে এবং ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে কোন বস্তু চক্ষুগোচর হয়, সে কদাপি স্থায়ী নহে; অতএব, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যে অস্থায়ী এবং পরিমিত, তাহাকে ব্যাপক এবং নিত্যস্থায়ী পরমেশ্বর কিরূপে কহা যায়? আর যাহা বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ, তাহাকে বেদে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে, সে কিরূপে মান্য করিতে পারে আর পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ভিন্ন কেবল আনন্দের আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদের চক্ষুগোচর হয়, আপনার এ কথা অত্যন্ত অসম্ভাবিত। যেহেতু পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তু ব্যতিরেক কোন আকার চক্ষুগোচর হইয়াছে, কিংবা হইবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ বিশ্বাস তাবৎ হইতে পারে না, যাবৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল পক্ষপাতের দ্বারা অবশ না হয়। যদি বল, পৃথিব্যাদি ভিন্ন আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার আছে, কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উত্তর,—শ্রুতি, স্মৃতি এবং অনুভব ও প্রত্যক্ষ ইহার বিরুদ্ধ আপনার এই কথা সেইরূপ হয়, যেমন বন্ধ্যা-পুত্র ও শশারুর শৃঙ্গ, ইহারও একটি একটি অপ্রাকৃত রূপ আছে, কিন্তু তাহা কেবল সিদ্ধপুরুষের দৃষ্টিগোচর হয়, আর আকাশ-পুষ্পেরও অপ্রাকৃত এক প্রকার গন্ধ আছে, কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের ঘ্রাণগোচর হয়। বস্তুতঃ আনন্দের হস্ত-পদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এ সকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি-দের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হয়। কিন্তু পক্ষ-পাত ও অভ্যাস এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি যে, অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে, আনন্দের রচিত হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন, তাঁহার বেশভূষা, বস্ত্র, আভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তী ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত বস্তু আনন্দের দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড হয় অথচ আনন্দের কিংবা ক্রোধাদির ব্রহ্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক, অদ্যাপি কেহ আনন্দাদি-রচিত কণিকাও দেখিতে পাই-লেন না। নবম পৃষ্ঠায় লিখেন যে, সাকার হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অস্থায়ী এবং পরিমিত হয় এবং আনন্দনির্ম্মিত অবয়বের অসম্ভব, এ দুই তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তর,—যেখানে যেখানে তর্কের নিষেধ আছে, সে বেদবিরুদ্ধ তর্ক জানিবে, কিন্তু বেদসম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্ব্বথা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য; অতএব শ্রুতি সকল পূর্ব্বে যাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি, পরমেশ্বরকে অরূপ, অদ্বিতীয়, অচিন্ত্য, অগ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়, সর্ব্ব-ব্যাপী করিয়া কহিয়াছেন, আর ব্রহ্ম ভিন্ন যাবৎ বস্তুকে অল্প, নশ্বর, নিরানন্দ করিয়া কহেন। এই অর্থকে মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি এবং আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই যুক্তি দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন। তদনুসারে আমরাও সেই

অর্থকে ঐ বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিতেছি। বেদার্থকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিবে, ইহার প্রমাণ শ্রুতি। "শ্রোতব্যো মন্তব্য" ইত্যাদি। বেদবাক্যের দ্বারা পরমাত্মাকে শ্রবণ করিয়া যুক্তি দ্বারা নিশ্চিত করিবে। মনুঃ—"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মকে জানে, ইতরে জানে না। বৃহস্পতিঃ,—"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥" কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অর্থের নিশ্চয় করিবে না। যেহেতু, তর্ক বিনা শাস্ত্রার্থকে নির্ণয় করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। আপনি ষষ্ঠ পত্রে লিখিয়াছেন যে, গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণেতে সাকার-বিগ্রহ কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন; অতএব সাকার যে কৃষ্ণ, কেবল তেহোঁ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর,—আপনার এ কথা তবে গ্রাহ্য হইতে পারিত, যদি সাকার সকলের মধ্যে কেবল কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম করিয়া কহিতেন, কিন্তু আপনারা যেমন গোপালতাপনী শ্রুতি ও ভাগবতকে প্রমাণ করিয়া কৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহেন, সেইরূপ শাক্তেরা দেবীসূক্ত ও অন্য অন্য উপনিষৎকে প্রমাণ করিয়া কালিকাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া থাকেন এবং কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদ্রী ও শিবপুরাণ প্রভৃতি শ্রুতিস্মৃতিতে মহেশ্বরকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন, এইরূপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মা, সূর্য্য, অগ্নি, প্রাণ, গায়ত্রী, অন্ন, মন, আকাশ ইত্যাদিকে ব্রহ্ম কহেন এবং পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তাররূপে বর্ণন করেন, সেইরূপ শিবপুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালীপুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে ও শাম্বপুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যকে বিশেষরূপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন এবং 'মহাভারতে ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব, তিনকেই ব্রহ্ম করিয়া কহেন। অতএব তাপনী ও ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এই প্রমাণের বলে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণবিগ্রহকে কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মানা যায়, তবে ব্রহ্মা, সদাশিব, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি যাঁহাদিগকে বেদে এবং পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন,' তাঁহাদের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া কেন না স্বীকার কর? যদি কহ, পুরাণাদিতে অনেক স্থানে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, আর অন্যকে বাহুল্যরূপে কহেন নাই, এ প্রযুক্ত কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর,—যাহাদের নিকট বেদ ও পুরাণ সকল প্রমাণ হয়, তাহারা এমত কহে না যে, বারংবার বেদে যাহাকে কহিবেন এবং যে বিধি দিবেন, তাহা মান্য, আর একবার দুইবার যাহা কহেন, তাহা মান্য নহে, যেহেতু, যাহার বাক্য প্রমাণ হয়, তাহার একবার কথিত বাক্যকেও প্রমাণ করিয়া মানিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অন্য অপেক্ষা করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুল্যরূপে কহিয়াছেন, এমত নহে, যেহেতু, দশোপনিষৎ বেদান্তের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতিঃ—"তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি।" অঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোন এক ঋষি, তেঁহ দেবকী-পুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ-যজ্ঞ বিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষযজ্ঞকে জানেন, তেঁহ মরণসময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন। পরে কৃষ্ণ ঐ ঋষি হইতে

বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিস্পৃহ হইলেন। এই শ্রুতির অনুসারে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১০ স্কন্ধে ৬৯ অধ্যায়ে—নারদ কৃষ্ণকে এইরূপ দেখিতেছেন। "কাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্মবাগ্‌যতম্। তথা ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্॥"১৯॥ কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন, কোথায় বা প্রকৃতির পর যে, ব্যাপক এক পরমাত্মা, তাঁহার ধ্যান করিতেছেন, এমত রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন।০ বরঞ্চ সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির বাহুল্যরূপে বেদে ব্রহ্ম করিয়া কথন আছে এবং কৃষ্ণপ্রতিপাদক গোপালতাপনী গ্রন্থ হইতে ও কৈবল্যোপনিষদ ও শতরুদ্রী প্রভৃতি শিবপ্রতিপাদক শ্রুতি সকল বাহুল্যরূপে প্রসিদ্ধ আছেন এবং মহাভারতেও কৃষ্ণমাহাত্ম্য-বর্ণন অপেক্ষা করিয়া শিবমাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে। পুরাণ ও উপপুরাণাদিতেও বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষ্ণমাহাত্ম্য অপেক্ষা করিয়া ভগবান্ শিবের এবং ভগবতীর বর্ণন অল্প হইবে না। যদি কহ, যাঁহাকে যাঁহাকে বেদে ও পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন; সুতরাং তাঁহাদের হস্ত-পাদাদিও ঐরূপ আনন্দনির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর,—অবয়ববিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি সমুদায় শ্রুতির বিরোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ বেদসম্মত যুক্তির দ্বারাতেও এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ এক বিনা অনেক হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, বেদে যাঁহাকে যাঁহাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের আনন্দময় হস্তপাদাদি স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রকারে প্রত্যক্ষের বিপরীত হয়, যেহেতু, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, অন্ন যাঁহাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে, তাঁহাদেরও আনন্দের নির্ম্মিত শরীর স্বীকার করিতে হইবে এবং সূর্য্যের ও অগ্নির আনন্দময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা সুখানুভব হইতে পারিত। যদি বল, যে সকল দেবতাদের ব্রহ্মরূপে বর্ণন আছে; তাঁহারা অনেক হইয়াও বস্তুতঃ এক হয়েন। উত্তর,—পরমাত্মদৃষ্টিতে আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত কি দেবতা, কি অন্য সকলেই এক বটেন, কিন্তু নামরূপময় প্রপঞ্চদৃষ্টিতে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, একবক্ত্র, পঞ্চবক্ত্র, কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শরীরের ঐক্য স্বীকার করিলে ঘট, পট, পাষাণ, বৃক্ষ ইত্যাদিরও ঐক্য স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষকে এবং শাস্ত্রকে একবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। যদি বল, এইরূপে যত নামরূপবিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সে সকল শাস্ত্র কি অপ্রমাণ? উত্তর,—সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণ, যেহেতু, তাহার মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদান্তসূত্রে করিয়াছেন। "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।" ৪ অধ্যায়, ১ পাদ, ৬ সূত্র। নাম-রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মেতে নাম-রূপের আরোপ করিতে পারে না, যেহেতু, ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট হয়েন, আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে হইতে পারে, কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না, যেমন রাজার অমাত্যে রাজবুদ্ধি করা যায়, কিন্তু রাজাতে অমাত্যবুদ্ধি করা যায় না; অতএব নাম-রূপ সকল যে সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করা অশাস্ত্র নহে। এইরূপে নামরূপবিশিষ্ট সকলকে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করাতে কি জানি, ঐ সকলকে নিত্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করিয়া যদি লোকের ভ্রম হয়, এ নিমিত্ত ঐ

সকল শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্য এবং নশ্বর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, যেন কোন মতে এমত ভ্রম না হয় যে, উহাঁদের কেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম হয়েন। এ স্থলে তাহার এক উদাহরণ লিখা যাইতেছে, এইরূপে অন্যত্র জানিবেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণকে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া পুনরায় দান-ধর্ম্মে লিখেন,—"রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেণ জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা।" অর্থাৎ শিবভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। সৌপ্তিকে,—"প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।" মহাদেব হইতে শত শত, সহস্র সহস্র হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন। দানধর্ম্মে,—"ব্রহ্ম-বিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ।" ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর সকল দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু মহাদেব হয়েন। নির্ব্বাণ,—"গোলোকাধিপতির্দেবি স্তুতিভক্তিপরায়ণঃ। কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ॥" কালিকার স্তুতিভক্তিতে রত যে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণ, তেঁহ কালীপদ-প্রসাদেতে লোকের পালন-কর্ত্তা হয়েন। ৭ পত্রে লিখিয়াছেন যে, "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥" এ বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সূক্ষ্মরূপের অর্থাৎ চিন্ময় চতুর্ভুজাদি আকারের ধ্যানের নিমিত্ত প্রতিমা করা যায় এবং "পাতালমেতস্য হি পাদমূলম্" ইত্যাদি ভাগবতের শ্লোক—যাহাতে বিশ্বসংসারকে পরমেশ্বরের কল্পিতরূপ কহিয়াছেন, সেই সকল শ্লোককে ইহার প্রমাণ দেন। উত্তর,—আশ্চর্য্য এই যে, আপনার বক্তব্য হইয়াছে এই যে, পাষাণাদি-নির্ম্মিত প্রতিমা, তাহা ঈশ্বরের কল্পিত রূপ হয়, ইহাই এ বচনের তাৎপর্য্য, কিন্তু প্রমাণ দেন যে, সমুদায় বিশ্ব পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ হয়; অতএব আপনার বক্তব্য এক প্রকার, আর প্রমাণ অন্য প্রকার হয়। কিন্তু ভাগবতের শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহা যথার্থ বটে, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যে বিশ্ব, তাহা প্রপঞ্চময় কাল্পনিক হয়, কেবল সদ্রূপ পরমাত্মার আশ্রয়ে সত্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, ঐ প্রপঞ্চময় বিশ্বের মধ্যে পাষাণাদি এবং পাষাণাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও যে যে শরীরের ঐ সকল মূর্ত্তি হয়, সে সকলেই ঐ কাল্পনিক বিশ্বের অন্তর্গত হয়েন। কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি কালে জন্মিতেছেন এবং কালে নষ্ট হইতেছেন। ইহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে বাহুল্যরূপে পাইবেন। আর এ স্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে "চিন্ময়স্য" ইত্যাদি শ্লোকের প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে এই অর্থ স্পষ্টরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয়-রহিত বিভাগশূন্য এবং শরীররহিত যে পর-ব্রহ্ম, তাঁহার রূপের কল্পনা উপাসকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন; কিন্তু ইহার কোন্ শব্দ হইতে চতুর্ভুজাদি আকার আপনি প্রতিপন্ন করেন? বিশেষতঃ শ্লোকের অর্থ এই যে, রূপরহিতের রূপ-কল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন। আপনি ব্যাখ্যা করেন যে, চতুর্ভুজাদি রূপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপ কল্পনা করিয়াছেন। অতএব যে সকল ব্যক্তি প্রথম অবধি আপনাদের মতে প্রবিষ্ট হইয়া পক্ষপাতে মগ্ন না হইয়া থাকে তাহারা এরূপ সর্ব্বপ্রকার বিপরীত ব্যাখ্যাকে কর্ণেও স্থান দেয় না। বাস্তবিক যে যে বচনে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, শতভুজ, সহস্রভুজ ইত্যাদি রূপেতে ব্রহ্মারোপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সেই সকল বচনের সহিত বেদান্তসূত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ ভাষ্য ও গ্রন্থ-কর্ত্তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, সেই সকল আকার-কল্পনা মাত্র যাবৎ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা না হয়, তাবৎ; ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্ত-শুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়; কিন্তু

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পর কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু, সেই ব্যক্তি সকল বিশ্বের পূজ্য হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ,—"সর্ব্বে অস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।" ব্রহ্মনিষ্ঠকে সকল দেবতারা পূজা করেন। বৃহদারণ্যক,—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে।" ব্রহ্মনিষ্ঠের বিঘ্ন করিতে দেবতারাও সমর্থ হয়েন না। আর যদ্যপিও শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সাকারকে ব্রহ্ম করিয়া ভূরি স্থানে কহিয়াছেন, বস্তুতঃ পর্য্যবসানে অধ্যাত্ম-জ্ঞানকেই সর্ব্বত্র দৃঢ় করিয়াছেন, যেমন শ্রীভাগবতে ভগবান্ কৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিতে কহিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে, কি কৃষ্ণকে, কি তাবৎ চরাচরকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিবে; অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করে, সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্বে কেন বিপ্রতিপত্তি করিবে?। দশমস্কন্ধের ৮৫ অধ্যায়ে বসুদেবের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য,—"অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্।" হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ বসুদেব! আমি ও তোমরা এবং এই বলদেব আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান, কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান, এমত নহে, কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদয় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান। অতএব যে ভাগবতে কৃষ্ণবিগ্রহকে ব্রহ্ম কহেন, সেই ভাগবতে ঐ ভগবান্ কৃষ্ণ বিধি দিতেছেন যে, যেমন আমাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে, সেইরূপ যাবৎ চরাচর নাম-রূপেতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে এবং নানা প্রকার দারুময় শিলাময় প্রভৃতি প্রতিমা-পূজার বিধান ভাগবতে করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় ঐ ভাগবতে সিদ্ধান্ত করেন, তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে কপিল-বাক্য,—"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥" তাবৎ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার প্রতিমার পূজা বিধিপূর্ব্বক করিবে, যাবৎ অন্তঃকরণে না জানে যে, আমি পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করি। "অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥" আমি সকল ভূতে আত্মস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, এমতরূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাতে পূজার বিড়ম্বনা করে। "যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥" যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী আমি যে আত্মস্বরূপ ঈশ্বর, আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে, সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। অতএব পরমেশ্বরকে বিভু করিয়া যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার প্রতি প্রতিমাদিতে পূজার নিষেধ ঐ ভাগবতে করিয়াছেন। যদি এমন আশঙ্কা কর যে, শ্রীভাগবতে এবং মহাভারতে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বস্বরূপ আত্মা করিয়া কহিয়াছেন, অতএব তেঁহই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। তাহার উত্তর,—ভগবান্ কৃষ্ণ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিলও আপনাকে সর্ব্বব্যাপী, পরিপূর্ণস্বরূপ পরমাত্মারূপে কহিয়াছেন অথচ আপনারা এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন, আর কপিল ও কৃষ্ণ ইহাঁরাই কেবল ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, এমত নহে, কিন্তু ইন্দ্র প্রতর্দ্দনের প্রতি এইরূপ আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন।—"মামেব বিজানীহি" ইত্যাদি। এইরূপ অন্য অন্য দেবতা এবং ঋষিরা ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন; অতএব ইহার মীমাংসা বেদান্তসূত্রে করিয়াছেন। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপ-

দেশো বামদেববৎ।" বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সে শাস্ত্রানুসারেই কহিয়াছেন। যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি মনু হইয়াছি, অমি সূর্য্য হইয়াছি। শ্রুতিঃ,—"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি।" অধিক কি কহিব, আমরাও আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিবার অধিকার রাখি, ইহার প্রমাণ—"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥" আপনি দশম পত্রে লিখেন যে, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার না [illegible], ইহাতে বোধ হইতেছে যে, জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয় এবং ভক্তির দ্বারাও সাক্ষাৎ মুক্তি হয়। উত্তর,—যদ্যপিও এ শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই, তথাপি উপক্রম, উপসংহার এবং অন্য অন্য [illegible]তর সহিত একবাক্যতা করিয়া এবকারের [illegible]গ বিদিত্বা শব্দের সহিত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কঠবল্লী,—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।" যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন, তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি অর্থাৎ নিত্যমুক্তি হয়, তদিতরের মুক্তি হয় না। কেনশ্রুতিঃ,—"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনিষ্টিঃ।" যে সকল ব্যক্তি ইহ জন্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন, তাঁহাদের সকল সত্য হয় অর্থাৎ মুক্তি হয়, আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না জানেন, তাঁহাদের মহান্ বিনাশ হয়। ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির প্রশংসা বাহুল্যরূপে করিয়াও সিদ্ধান্তকালে এই কহিয়াছেন যে, জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না; কিন্তু সেই জ্ঞানের কারণ ভক্তি ও কর্ম্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার হয়। গীতা,—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যে মামুপযান্তি তে॥ তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা—যে সকল ভক্ত এইরূপ আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে; তাহাদিগকে সেই জ্ঞানরূপ উপায় আমি দিই, যাহার দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর সেই ভক্তদিগের অনুগ্রহ নিমিত্ত বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশময় জ্ঞানস্বরূপ দীপের দ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে নষ্ট করি। মনুঃ,—"সর্ব্বেষামপি [illegible]তেষা-মাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্ তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥" এই সকল ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান পরম ধর্ম্ম হয়েন, তাঁহাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ জানিবে, যেহেতু, সেই হইতে মুক্তি হয় [illegible] ১১ পত্রে লিখেন যে, আমরা একস্থানে লিখিয়াছি [illegible] কেন [illegible] কহিয়াছেন, সে ব্রহ্মের রূপকল্পনা [illegible], আর অন্য অন্যত্র লিখি [illegible] প্রকার রূপকল্পনা কেবল অল্প কালের পরম্পরাদ্বারা এ দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; অতএব আমাদের দুই বাক্যের পরস্পর অনৈক্য হয়। উত্তর,— পূর্ব্বে যে সকল অধিকারী তুল্য ছিলেন. তাঁহারা মন স্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন, সেই রূপকে পরব্রহ্মপ্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন, কিন্তু সেই পরিমিত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্য এবং নিত্যধামবাসী, যাহা বেদ এবং যুক্তি এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয়, এমত জানিতেন না, পরন্তু সেই কাল্পনিক রূপকে বিভু, নিত্য ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা, ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এ দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর যে স্থলে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, এরূপ কল্পনা অল্পকাল হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্তকৃত নানা

প্রকার নবীন নবীন বিগ্রহ এ দেশে অল্প কাল অবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ইহা ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১৪ পৃষ্ঠে দৃষ্টি করিয়া দেখিবেন। পুনরায় ১১ পত্রে জিজ্ঞাসা করেন যে, এক বিষয়ের মানস-জ্ঞান হইয়া পরে অন্য বিষয়ের মানস-জ্ঞান হইলে পূর্ব্ববিষয়ের মানস-জ্ঞান ধ্বংস হয় কিংবা বিষয়ের ধ্বংস হয়। উত্তর,—সর্ব্বথা অনুভব-সিদ্ধ বিষয়েতে এরূপ জিজ্ঞাসা করা, এ অত্যন্ত আশ্চর্য্য। আপনার এ আশঙ্কা নিবৃত্তিকরণের পথ অতি সুগম আছে যে, আপনার কোন স্বজনের কিংবা অন্য কোন জনের মানস-জ্ঞান করিবেন। পুনরায় অন্য বিষয়ের মানস-জ্ঞান করিলে পূর্ব্বের মানস-জ্ঞান তৎক্ষণাৎ নাশকে পাইবে, কিন্তু সেই স্বজন কিংবা অন্য জন যদ্বিষয়ের মানস-জ্ঞান হইয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ নষ্ট না হইয়া পরে পরে কালে নষ্ট হইবে. সেইরূপ এ স্থানেও জানিবেন যে, যাঁহার মনোময়ী মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া মনেতে রচনা করিবেন, মনের অন্য বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে সেই মনোময়ী মূর্ত্তি যাঁহার হয়, তেহোঁ কালের এবং আকাশাদির ব্যাপ্য সুতরাং তাঁহারাও কালে লোপ হইবে। তথাহি "ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ,—"অল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।" যে পরিমিত, সে অবশ্যই নষ্ট হইবে। যদি পুরাণেতে এস্বরূপ বচন কোন স্থানে পাওয়া যায় যে, যাঁহার যাঁহার সেই সকল মনোময়ী মূর্ত্তি হয়, তাঁহাদের শরীর অপ্রাকৃত, তবে সে সকল বচনকে প্রশংসাপর করিয়া জানিবে, যেহেতু, পুরাণাদিতে বর্ণনের প্রণালী এইরূপ হয় যে, যখন কাহাকে অপ্রাকৃত কহেন, তখন তাহাকে সামান্য প্রাকৃত হইতে ভিন্ন করিয়া সংস্থাপন করা তাৎপর্য্য হয়। যেমন, "পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃতমানুষঃ।" পাঁচ জনেরও পোষণকর্ত্তা যে হয়, সে প্রাকৃত মনুষ্য নহে ইত্যাদি। অন্যথা পৃথিবী অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ প্রাকৃত এই পঞ্চ ভূত ভিন্ন শরীর হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন এই উত্তরের সমাপ্তিতে নিবেদন করিতেছি যে, মহাশয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত ; অতএব কোন ধর্ম্ম পরমার্থসাধন হয়, আর কোন্ ব্যবহার কেবল মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়াস্বরূপ হয়, ইহা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য বিবেচনা করিবেন।

চারি প্রশ্নের উত্তর।

ভূমিকা।

চৈত্র মাসের সংবাদ-লিপিতে ধর্ম্মসংস্থাপ-নাকাঙ্ক্ষী চারি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না, তথাপি সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ চারি প্রশ্নের উত্তর আপন বুদ্ধি-সাধ্যে লিখিলাম, এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন সকলের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম, যেহেতু, ধর্ম্মসংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষী আপনাকে সর্ব্বজনহিতৈষী নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ চারি প্রশ্ন এবং তাহার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাষান্তরেও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবে।

সম্যগনুষ্ঠানানাক্ষম, তজ্জন্য মনস্তাপবিশিষ্ট।

পরমাত্মনে নমঃ।

কোন এক ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপ-নাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বজনহিতৈষী জানাইয়া চারি প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার প্রথম প্রশ্ন এই যে, "ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতা-ভিমানী ব্যক্তিবিশেষেরা এবং তদনুরূপ অভিমানী তৎসংসর্গী গডডলীকা বলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনিলোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এতাদৃশ সাধু সদাশয় বিশিষ্ট-সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ যোগবাশিষ্ঠ-বচনানুসারে ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না? যথা—"সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞো-হস্মীতি বাদিনম্। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥" উত্তর,—কি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী, কি অভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী, কি তাঁহার সংসর্গী যে কোন ব্যক্তি স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের সহিত সংসর্গ ভদ্র-লোকের অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদের যোগবাশিষ্ঠ-বচনানুসারে এবং অন্য অন্য শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। কিন্তু এক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভাক্তকর্ম্মী উভয়েই স্ব স্ব ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশও অনুষ্ঠান না করিয়া পরধর্ম্মানুষ্ঠানেই বহুকাল ক্ষেপ করে, আর যদি তাহার মধ্যে ঐ ভাক্তকর্ম্মী সেই ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীকে আপন অপেক্ষাকৃত নিন্দিত জানিয়া তাহার সংসর্গে পাপ জ্ঞান করে, সে ভাক্ত কর্ম্মীর নিন্দা কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্তে এবং পাপের নিমিত্তে হয় কি না? যেহেতু, তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান এই দুইকে যদি সমানরূপে স্বীকার করা যায়, আর ঐ দুইয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দুই ব্যক্তি স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন না করে, তবে দুই ব্যক্তিকেই তুল্যরূপে স্বধর্ম্মচ্যুত পাপী কহা যাইবে। তাহাতে যদি ঐ দুইয়ের এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মচ্যুত কহিয়া নিন্দা ও তাহার গ্লানি করে, তবে সে এইরূপ হয়, যেমন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে অন্ধ কহিয়া এবং এক খঞ্জ অন্য খঞ্জকে খঞ্জ কহিয়া নিন্দা ও ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষপাত-রহিত ব্যক্তি সকলে ঐ ব্যঙ্গকর্ত্তা অন্ধকে ও খঞ্জকে লজ্জাহীন এবং স্বদোষ-দর্শনে অপারগ জ্ঞান করিবেন কি না? যোগবাশিষ্ঠে ভাক্ত জ্ঞানীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে। যে ব্যক্তি সংসার-সুখে আসক্ত হইয়া, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, ইহা কহে, সে কর্ম্ম

ভ্রষ্ট উভয় ভ্রষ্ট, অতএব ত্যাজ্য হয়। সেইরূপ ভাক্ত কর্ম্মীর প্রতিও বচন দেখিতেছি। মনুঃ—"শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্। শূদ্রাদ্বিদ্যাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥" অর্থাৎ শূদ্রের অন্ন-গ্রহণ শূদ্রের সহিত সম্পর্ক, শূদ্রাসনে বসা এবং শূদ্র হইতে কোন বিদ্যা শিক্ষা করা, ইহাতে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণও পতিত হয়েন। "উদিতে জগতীনাথে যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্। স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনম্"॥ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে, সে পাপিষ্ঠ কি প্রকারে কহে যে, আমি বিষ্ণু-পূজা করি। অত্রিঃ—"আসনে পাদমারোপ্য যো ভুঙ্‌ক্তে ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ। মুখেন চান্নমশ্নাতি তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ॥" অর্থাৎ আসনের উপরে পা রাখিয়া যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে এবং হস্ত বিনা গবাদির ন্যায় কেবল মুখের দ্বারা ভোজন করে, সে ভোজন গোমাংসাহার তুল্য হয়। "উদ্ধৃত্য বামহস্তেন যত্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ। সুরাপানেন তুল্যং স্যান্মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥" অর্থাৎ বামহস্ত-করণক পাত্র উঠাইয়া জলপান করিলে সুরাপান তুল্য হয়, ইহা মনু কহিয়াছেন। অতএব জ্ঞান-সাধনে কোন অংশে ত্রুটি হইলে সে সাধক ত্যাজ্য হয়, এমত যে জ্ঞান করে, অথচ কর্ম্মানুষ্ঠানে সহস্র সহস্র অংশে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াও আপনাকে পবিত্র ও অন্যকে ত্যাজ্য জানে, সে স্বধর্ম্মচ্যুত ও স্বদোষ-দর্শনে অন্ধকে কি কহিতে পারা যায়? যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশঃ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে, সে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নিজে ম্লেচ্ছের চাকরী করিয়াছে, তাহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত ও ত্যাজ্য কহে, তবে তাহাকে কি কহি? যদি এক ব্যক্তি যবনের কৃত মিসি প্রায় নিত্য দন্তে ঘর্ষণ করে ও যবনের চোয়ান গোলাব ও আতর এ সকল জলীয় দ্রব্য সর্ব্বদা আহারাদিকালে ও অন্য সময়ে শরীরে গ্রহণ করে, কিন্তু অন্যকে কহে যে, তুমি যবন স্পর্শ করিয়া থাক, অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত, ত্যাজ্য হও, এরূপ ব্যক্তিকে কি কহা যায়? এক ব্যক্তি নিজে যবন ও ম্লেচ্ছের নিকটে যাবনিক বিদ্যা অভ্যাস করে ও মনু-মহাভারতাদির বচনকে সমাচার-চন্দ্রিকা ও সমাচার-দর্পণ—যাহা সে ব্যক্তির জ্ঞাতসারে অনেক ম্লেচ্ছে লইয়া থাকে, তাহাতে ছাপা করায়, কিন্তু অন্যকে কহে যে, তুমি যবন-শাস্ত্র পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করাইয়াছ; সুতরাং স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যাজ্য হও, তবে তাহাকে কি শব্দে কহিতে পারি? যদি এক ব্যক্তি শূদ্র স্বস্থানে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে ও স্বতন্ত্র আসন প্রদান না করিয়া আপনার আসনে বসাইয়া সেই ব্রাহ্মণের পাতিত্য জন্মায়, কিন্তু সে অন্য শূদ্রকে কহে যে, তুমি ব্রাহ্মণকে মান না, তবে তাহাকেই বা কি কহি? আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছ-সেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায়-দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনা পূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে, সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে, তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও, অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও, তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়? বিশেষতঃ, দুই স্বধর্ম্মচ্যুতের মধ্যে এক জন আপনার ত্রুটি স্বীকার ও আপনাকে সাপরাধ অঙ্গীকার করে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনাকে পবিত্র জানিয়া অন্যকে প্রাগল্‌ভ্য পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-রাহিত্য-দোষ দেখাইয়া ত্যাজ্য কহে, তবে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি কি শব্দ প্রয়োগ কর্ত্তব্য হয়? যদি ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে, পূর্ব্বোক্ত বচন সকল অর্থাৎ শূদ্রান্ন-গ্রহণ ইত্যাদি দোষে জ্বলন্ত

ব্রাহ্মণও পতিত হয় ও সূর্য্যোদয়ানন্তর মুখ প্রক্ষালন করিলে সে পাপিষ্ঠের পূজাধিকার থাকে না। আর আসনে পা রাখিয়া ভোজন করিলে গোমাংস-ভোজন হয়। আর বাম হস্তে পাত্র উঠাইয়া জলপান করিলে সুরাপান হয়, এ সকল নিন্দার্থবাদ মাত্র। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূদ্রান্ন-গ্রহণাদি করিবে না। তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী যোগবাশিষ্ঠের এই বচন যে, সংসার-বিষয়ে আসক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহে, সে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাজ্য হয়। তাহাকে নিন্দার্থবাদ না কহিয়া কি প্রকারে যথার্থবাদ কহিতে পারেন? সংসারের বিষয়ে আসক্ত হওয়া এবং আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গীকার করা জ্ঞাননিষ্ঠের জন্যে নিষিদ্ধ হয়, ইহা কেন না ঐ বচনের তাৎপর্য্য হয়? এ কথা যদি কহেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনকে নিন্দার্থবাদ না কহিলে তাঁহার নিজের নিস্তার হয় না, আর যোগবাশিষ্ঠের বচনকে যথার্থ-বাদ না মানিলে জ্ঞানীদের প্রতি নিন্দা করিবার উপায় দেখেন না, তবে তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং আমরা কি কহিতে পারি। বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠের যে শ্লোক ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী লিখিয়াছেন, তাহার অর্থবিশেষরূপে যোগবাশিষ্ঠের শ্লোকান্তরের দ্বারা অবগত হওয়া উচিত। তথাচ যোগবাশিষ্ঠে,—"বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥" অর্থাৎ বাহেতে ব্যাপারবিশিষ্ট, মনেতে সংকল্প ত্যাগ আর বাহিরেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া ও মনেতে অকর্ত্তা জানিয়া হে রামচন্দ্র! লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। অতএব জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয়-ব্যাপারযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুই অনুভব হইতে পারে। এক এই যে, মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছে; দ্বিতীয় এই যে, আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাপার করিতেছে। যেহেতু, মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্বরই জানেন, তাহাতে দুর্জ্জন ও খল ব্যক্তিরা বিরুদ্ধ পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ কহিবেন যে, আসক্তি পূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে, আর সজ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উত্তম পক্ষকেই গ্রহণ করেন, অর্থাৎ কহিবেন যে, এ ব্যক্তি জ্ঞান-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তবে বুঝি যে, আসক্তি-ত্যাগ পূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে, যেমন জনকাদির রাজ্যশাসন ও শত্রুদমন ইত্যাদি বিষয়ব্যাপার দেখিয়া দুর্জ্জনেরা তাঁহাদিগকে বিষয়াসক্ত জানিয়া নিন্দা করিত এবং ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে অর্জ্জুন জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং রাজ্য করিলে পর দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে রাজ্যাসক্ত জানিয়া নিন্দিতরূপে বর্ণন করিত, ইহা পূর্ব্বে পূর্ব্বেও দৃষ্ট আছে। এ উদাহরণ দিবার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, জনকাদির ও অর্জ্জুনাদির তুল্য এ কালের জ্ঞানসাধকেরা হয়েন অথবা ইদানীন্তন জ্ঞানসাধকের বিপক্ষেরা তাঁহাদের মহাবলপরাক্রম বিপক্ষের তুল্য হয়েন। বরং ঐ উদাহরণের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বকালেই দুর্জ্জন ও সজ্জন আছেন, আর দুর্জ্জনের সর্ব্বকালেই স্বভাব এই যে, কোন ব্যক্তির প্রতি দোষ ও গুণ এই দুয়েরই আরোপ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে কেবল দোষেরই আরোপ করে, আর সজ্জনের স্বভাব তাহার বিপরীত হয়, অর্থাৎ দোষ গুণ দুয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বে গুণেরই আরোপ করিয়া থাকেন। ঐ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত যোগবাশিষ্ঠ-বচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি বিষয়-সুখে আসক্ত হয়, আর কহে যে, আমি ব্রহ্মকে জানি, সুতরাং সে ত্যাজ্য, কিন্তু ইহা বিবেচনা কর্ত্তব্য যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ কদাপি এমত কহে না যে, ব্রহ্মকে আমি জানি; অতএব যে এমত

কহে, সে অবশ্যই কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়-ভ্রষ্ট এবং ভাক্ত কর্ম্মীর ন্যায় অধম হয়। কেন-শ্রুতি,—"অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মের অগোচর স্বরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই কহেন যে, ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয় আমাদের নহে, আর যাঁহারা ব্রহ্মকে না জানেন, তাঁহারা কহেন যে, ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হয়েন। তবে দুর্জ্জন ও খলে অপবাদ দেয় যে, তুমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহিয়া অভিমান কর, এ পৃথক্ কথা। কোন এক বৈষ্ণব, যে আপন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করে না ও বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে যদি কোন শাক্তের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ক্রটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত-শাক্ত কহে ও ব্যঙ্গ করে এবং কোন ব্রহ্ম-নিষ্ঠের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ক্রটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও নিন্দিত কহে, কিন্তু আপনাকে ভাক্ত বৈষ্ণব না মানিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বজনহিতৈষী বলিয়া অভিমান করে, তাহাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত করিয়া জানিবেন কি না? জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইকে সমানরূপে স্বীকার করিয়া এই পূর্ব্বের পঙ্‌ক্তি সকল লেখা গেল, বস্তুতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞান এ দুইয়ের অত্যন্ত প্রভেদ, যেহেতু, কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠায়ী হইলেও জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে অপ্রতিষ্ঠিত যে ব্যক্তি, তাহার তুল্যও সে হয় না। তথাচ মুণ্ডকশ্রুতিঃ,—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যে-ঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি।" অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম, তাহা সকল বিনাশী হয়, ঐ বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মজরা-মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। "অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাঃ বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥" অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে নিযুক্ত থাকিয়া অভিমান করে যে, আমরা কৃতকার্য্য হই, সে অজ্ঞান লোকেরা কর্ম্ম-ফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান জানিতে পারে না; অতএব সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্মফল-ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। আর অপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীর বিষয়ে ভগবদ্গীতা কহেন,—"অর্জ্জুন উবাচ। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ। অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি। অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি" অর্জ্জুন কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, পশ্চাৎ যত্ন না করে এবং জ্ঞানাভ্যাস হইতে বিরক্ত হইয়া বিষয়াসক্ত হয়, সে ব্যক্তি জ্ঞান-ফল যে মুক্তি, তাহা না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হইবে? সে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ প্রযুক্ত দেবস্থান পাইল না এবং জ্ঞানের অসিদ্ধতা প্রযুক্ত মুক্তিকে না পাইয়া নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হইবে কি না? ভগবান্ কৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন,— "ভগবানুবাচ। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। ন হি কল্যাণকৃত কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।" তথা,—"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্। যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥" হে অর্জ্জুন! সেই ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য ও পরলোকে নরক হয় না, যেহেতু, শুভকারী ব্যক্তির দুর্গতি কদাপি হয় না। সেই জ্ঞান

ভ্রষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মীদের প্রাপ্য যে স্বর্গলোক সকল, তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া শুচি, ধনবান্ ব্যক্তিদের গৃহে জন্ম লয়, পরে ঐ জন্মের পূর্ব্বদেহাভ্যস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা মুক্তির প্রতি অধিক যত্ন করে। মনুঃ,—"সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম কহা যায়, যেহেতু, সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ যে আত্মজ্ঞান, তাহা হইতে মুক্তি হয়। অন্যের সংসর্গাধীন জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্তে যত্ন করিলে তাহাকে গড্ডলিকা বলিকার ন্যায় লিখিয়াছেন; অতএব ইহার প্রয়োগস্থান বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যেমন অগ্রগামী মেষ দেখিয়া পশ্চাতের মেষ ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়া তাহার অনুগামী হয়, সেইরূপ যুক্তি ও শাস্ত্র বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তির ধর্ম্ম ও ব্যবহার অনুষ্ঠান যদি কোন ব্যক্তি করে, তবে তাহার প্রতি ঐ গড্ডলিকাপ্রবাহ শব্দের প্রয়োগ পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন, কিন্তু এ স্থলে দুই প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি। এক এই যে,বেদ ও বেদ-শিরোভাগ উপনিষৎ, তাহার সম্মত মনু প্রভৃতি, তাবৎ স্মৃতি-সম্মত এবং মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র সকল শাস্ত্র-সম্মত আত্মোপাসনা হয়, ইহা জানিয়া আর ইন্দ্রিয়ব্যাপ্য যে যে বস্তু এবং বিভাগযোগ্য যে যে বস্তু, সে সকল নশ্বর; অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া অন্য অন্য নশ্বর মনঃকল্পিত উপাসনা হইতে বিরত হইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরের সত্তাকে তাঁহার কার্য্যের দ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, তাহার প্রতি গড্ডলিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ করা উচিত হয়, কি যে ব্যক্তি এমত কোন কল্পিত উপাসনা, যাহা বেদ ও মন্বাদি স্মৃতি এবং মহাভারত ইত্যাদি সর্ব্বসম্মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোন মতে প্রাপ্ত হয় না, কেবল অন্য অন্য কেহ কেহ করিতেছে, এই প্রমাণে তাহা পরিগ্রহ করে এবং যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদিত করিয়া দুর্জ্জয় মানভঙ্গ-যাত্রা ও সুবল-সংবাদ এবং বড়াই-বুড়ীর উপাখ্যান যাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয়, তাহাকে পরমার্থ-সাধন করিয়া জানে, আপন ইষ্টদেবতার সংকে সম্মুখে নৃত্য করায়, কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে, এমত ব্যক্তির প্রতি গড্ডলিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ উচিত হয়, এ দুয়ের বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন।

আর ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী প্রথম প্রশ্নে লিখেন যে, "ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীরা এবং তাহার সংসর্গীরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়াছেন?" উত্তর,—প্রণব, গায়ত্রী, উপনিষৎ, মন্বাদি স্মৃতি এই সকল শাস্ত্র নিগূঢ় হউক, কি অনিগূঢ় হউক, উহারই প্রমাণে তাঁহারা জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু বেদবিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও দুটি ভাই ও তিন প্রভু এই সকলের সাধকেরা কোন্ শাস্ত্র-প্রমাণে অনুষ্ঠান করেন, জানিতে বাসনা করি।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, "যাহারা বেদ-স্মৃতি পুরাণাদ্যুক্ত স্ব স্ব জাতীয় সদাচার-সদ্ব্যবহার-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন, অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন, তাঁহাদিগের তবে অনাদরপুরঃসর যজ্ঞসূত্র-বহন কেবল বৃদ্ধব্যাঘ্র-মার্জ্জার তপস্বীর ন্যায় বিশ্বাসকারণ; অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিদিগের স্কান্দ ও মহাভারত-বচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা—"সদাচারে হি সর্ব্বাহে"

নাচারাদ্বিমুক্তঃ পুনঃ। তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা॥ দুরাচাররতো লোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ।" তথাচ—"সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্র ইতি নির্দ্দিশেৎ॥" উত্তর,—ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সদাচার-সদ্ব্যহার-হীন অভিমানীর যজ্ঞোপবীত-ধারণ নিরর্থক হয় লিখিয়াছেন, এ স্থলে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা তাঁহার কি তাৎপর্য্য, তাহা স্পষ্ট বোধ হয় না। প্রথমতঃ, যদি ইহা তাৎপর্য্য হয় যে, তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর যে আচার-ব্যবহার, তাহাই সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় এবং তাহা না করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর আচার ও ব্যবহার করিয়া থাকেন কি না অর্থাৎ বৈষ্ণবের আচার যে মৎস্য-মাংসত্যাগ এবং অধীনতা ও পরনিন্দা-রাহিত্য ইত্যাদি ধর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করেন কি না এবং তত্তৎকালে কৌলের ধর্ম্ম যে নিবেদিত মৎস্য-মাংসাদি-ভোজন ও মৎস্য-মাংস যে আহার না করে, তাহার প্রতি পশু শব্দ প্রয়োগ, ইহাও করিয়া থাকেন কি না? আর ব্রহ্মনিষ্ঠের ধর্ম্ম যাহা মনু কহিয়াছেন যে,—"জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞান চক্ষুষা॥" তথা—"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥" অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, তাঁহারা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা জানিতেছেন যে, পঞ্চযজ্ঞাদি সকল ব্রহ্মাত্মক হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদয় সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্ম-জ্ঞানে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে, প্রণব-উপনিষদাদি বেদের অভ্যাসে যত্ন করিবেন। এই সকলেরও অনুষ্ঠান ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী করিয়া থাকেন কি না? এই তিন পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আচার, যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, তাহা করিয়া থাকেন, এমত কহিতে ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বুঝি সমর্থ হইবেন না, যেহেতু, ধর্ম্ম বুঝিতে মৎস্য-মাংস-ত্যাগ ও মৎস্য-মাংস-গ্রহণ এবং গ্রহণাগ্রহণে সমান ভাব এই তিন ধর্ম্ম কোন মতে এক কালে এক ব্যক্তি হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব যদি সকল উপাসকের আচার ও ব্যবহার ইহাই সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর তাৎপর্য্য হইল, তবে তাঁহার ব্যবস্থানুসারে সদাচার-সদ্ব্যবহারের অনুষ্ঠানে অক্ষমতা হেতু যজ্ঞোপবীত-ধারণ তাঁহারই আগে বৃথা হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি আপন আপন উপাসনা-বিহিত যে সমুদায় আচার, তাহাই সদাচার-সদ্ব্যবহার শব্দে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর অভিপ্রেত হয়, তবে তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানি যে, তিনি আপন উপাসনার সমুদায় আচার করিয়া থাকেন কি না? যদি শাস্ত্র-বিহিত সমুদায় আচার করিয়া থাকেন, তবে যথার্থরূপে তিনি অন্য ব্যক্তি যে আপন উপাসনার সমুদায় ধর্ম্ম না করিতে পারে, তাহাকে তাজ্য কহিতে পারেন এবং তাহার যজ্ঞোপবীত বৃথা, ইহাও আজ্ঞা করিতে পারেন। আর যদি তিনি আপন উপাসনা-বিহিত ধর্ম্মের সহস্রাংশের একাংশও না করেন, তবে তাঁহার এই যে ব্যবস্থা স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞোপবীত-ধারণ বৃথা হয়, ইহার অনুসারে অগ্রে আপন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া যদি অন্যকে কহেন যে, তুমি স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান করিতে পার না; অতএব

কেন বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারণ কর, তবে এ কথা শোভা পায়। তৃতীয়তঃ, সদাচার-সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা আপন আপন উপাসনা-বিহিত ধর্ম্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করা ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর যদি অভিপ্রেত হয় ও যে যে অংশের অনুষ্ঠানে ত্রুটি হয়, তন্নিমিত্ত মনস্তাপ এবং স্বধর্ম্ম-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে করে, তাহার যজ্ঞসূত্র-ধারণ বৃথা হয় না, তবে এ ব্যবস্থানুসারে কি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর, কি অন্য ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইল? চতুর্থতঃ, যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে, মহাজন সকল যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহার নাম সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয়, ইহাতে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করি যে, মহাজন শব্দে কাহাকে স্থির করা যায়? যেহেতু, দেখিতে পাই যে, গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এবং কবিরাজ গোঁসাই ও রূপদাস, সনাতন দাস জীবদাস প্রভৃতিকে গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের গ্রন্থানুসারে পরম্পরায় আচার করিতে উদ্যুক্ত হয়েন এবং শাক্ত-সম্প্রদায়ের কৌলেরা বিরূপাক্ষ ও নির্ব্বাণাচার্য্য এবং আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও তাঁহাদের গ্রন্থানুসারে আচার করিতে প্রবৃত্ত আছেন। সেইরূপ রামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা রামানুজ ও তৎশিষ্য-প্রশিষ্যকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও আচারকে সদাচার-সদ্ব্যবহার জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে এ পর্য্যন্ত যত্ন করিতেছেন যে, শিবলিঙ্গ দর্শনকে পাপ কহিয়া শিবমন্দিরে প্রবেশ করেন না এবং নানকপন্থী ও দাদূপন্থী প্রভৃতিরা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিকে মহাজন জানিয়া তাঁহাদের ব্যবহার ও আচারানুসারে ব্যবহার ও আচার করিতে যত্ন করেন এবং শাস্ত্রেও অধিকারিবিশেষে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান লিখিয়াছেন,—"অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ।" কিন্তু একের মহাজনকে অন্যে মহাজন কি কহিবে, বরঞ্চ ঘাতকও কহে না এবং ঐ সকল মহাজনের অনুগামীরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর এরূপ তাৎপর্য্য হইলে সদাচার-সদ্ব্যবহারের নিয়মই রহে না; সুতরাং একের মতে অন্য সদাচার-সদ্ব্যবহারিগণ ও বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী হয়েন। পঞ্চমতঃ যদি ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ইহা তাৎপর্য্য হয় যে, আপন পিতৃপিতামহাদি যে আচার করিয়াছেন, সে সদাচার হয়, তথাপিও সদাচারের নিয়ম রহিল না। পিতা পিতামহ অযোগ্য কর্ম্ম করিলে সে ব্যক্তি অযোগ্য কর্ম্ম করিয়াও আপনাকে সদাচারী কহিতে পারিবে এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর মতে পিতৃ-পিতামহের মতানুসারে সেই অযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তার যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়। বস্তুতঃ আপন আপন উপাসনানুসারে শাস্ত্রে যাহাকে সদাচার কহিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রের অবহেলা পূর্ব্বক পরিত্যাগ যে করে অথবা বাধক প্রযুক্ত তাহার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে ত্রুটি, মনস্তাপ ও তত্তৎশাস্ত্র-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে না করে, তাহার যজ্ঞোপবীত ব্যর্থ হয় এবং যে আপনি স্বধর্ম্মহীন হইয়া অন্য স্বধর্ম্মহীনকে বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী বলে, এমতরূপ নিন্দকের এবং স্বদোষ-দর্শনে অন্ধের যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথাও হইতে পারে। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধ ব্যাঘ্র, বিড়াল-তপস্বীর যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন, তাহা কাহার প্রতি শোভা পায়, ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তি সকলে বিবেচনা করুন। নাসিকাতে সবিন্দু তিলক, যাহার সেবাতে প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরিকাল হস্তে মালা—যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শ-বিচার নাই এবং

লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয়, পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্য্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্ব্বদা এই ভাব দেখান, যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলেন ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্ব্বদা মুখে নির্গত হয়, কিন্তু গৃহমধ্যে মুণ্ড বিনা আহার হয় না। আর এক ব্যক্তি মহানির্ব্বাণের এই বচনে নির্ভর করেন,—"যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥" অর্থাৎ যে যে উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়, তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য, এই ধর্ম্ম সনাতন হয় এবং তদনুসারে বাহ্যে কোন প্রতারকতা, কি বেশে, কি আলাপে, কি ব্যবহারে, যাহাতে হঠাৎ লোকে ধার্ম্মিক ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহা না করিয়া অন্যের বিরুদ্ধ চেষ্টা না করে এবং তন্ত্রাদি-বিহিত মৎস্য-মাংসাদি-ভোজন—যাহা দেখিলে অনেকের অশ্রদ্ধা হয়, তাহাও স্পষ্টরূপে করিয়া থাকে, এই দুইয়ের মধ্যে কে বিড়াল-তপস্বী হয়, ইহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই সুবোধ লোকেরা জানিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর তৃতীয় প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবৈধ হিংসা করণ কোন্ ধর্ম্ম, বিশেষতঃ সর্ব্বভূতহিতে রত, অহিংসক, পরম-কারুণিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানীদের আত্মোদরভরণার্থে পরম হর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদি-ছেদন-করণ কি আশ্চর্য্য, এতাদৃশ সাধু সদাচার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণ-বচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়? যথা,—"যো জন্তূনাত্মতুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্য তস্যেহ নামুত্রাপি সুখং কচিৎ॥" উত্তর,—ধর্ম্মাধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য শাস্ত্র-বিহিত হইয়াছে। দেখ, পূজার্থে কুন্দ, সেফালিকা, জবা মহাদেবকে দান করিলে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ প্রযুক্ত পাতক হয়, আর দেবতাকে রুধির-প্রদানেতেও পুণ্য হয়, যেহেতু, শাস্ত্রে বিধি আছে, সেই শাস্ত্রে কহিতেছেন,—"দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্॥" মনুঃ,—"নাত্তা দুষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোহহন্যহন্যপি। ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোহত্তারএব চ॥" "অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্য-মাংসাদিকঞ্চন॥" অর্থাৎ দেবতাও পিতৃলোককে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষভাগী হয় না ও ভক্ষ্য প্রাণী সকলকে প্রতিদিন ভোজন করিয়া তাহার ভোক্তা দোষপ্রাপ্ত হয় না, যেহেতু বিধাতাই একেকে ভক্ষক, অপরকে ভক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং মৎস্য-মাংসাদি কোন দ্রব্য নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না। অতএব বিহিত মাংসাদি ভোজনে ছাগলাদির হনন ব্যতিরেকে মাংসের সম্ভাবনা হইতে পারে না, যেহেতু, অপ্রোক্ষিত মৃত পশু খাদ্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কিরূপে জানিয়াছেন যে, অনিবেদিত ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ কেহ করিয়া থাকেন, তাহার বিশেষ লিখেন নাই। তিনি কি ছাগহননকালে বিদ্যমান থাকিয়া নৃত্য কিংবা উৎসাহ করিতে দেখিয়াছেন, কি ভোজনকালে বসিয়া স্ব স্ব উপাসনার অনুসারে অনিবেদিত ভোজন করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন? দোষোল্লেখ করিবার জন্য ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সত্যকে এককালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যাঁহারা পরমেশ্বরের জন্ম, মরণ, চৌর্য্য, পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন, তাঁহারা যে কেবল অনিবেদিত ভোজনের অপবাদ মনুষ্যকে দিয়া ক্ষান্ত থাকেন, ইহাও আহ্লাদের বিষয়। মহানির্ব্বাণ—"বেদোক্তেন বিধানেন আগ-

মোক্তেন বা কালৌ। আত্মতৃপ্তঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ॥" জ্ঞানে যাঁহার নির্ভর, তিনি সর্ব্বযুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত কিংবা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন; অতএব আগম-বিহিত মাংস-ভোজন স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে নিবেদন পূর্ব্বক করিলে অধর্ম্মের কারণ হয়-ও গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবের স্বহস্তে মৎস্য বধ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া খাইলেও ধর্ম্ম হয়, ইহা যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর মত হয়, তবে তিনি অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী হইবেন। মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়! লোকে কেন খায়, কেন সুখে কালযাপন করে, ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়। মাংস-ভোজন যদি শাস্ত্রে অবিহিত, ইহা যদি না কহিতে পারে, অন্ততঃ লোকের নিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবে যে, নিবেদন করিয়া খায় না কিংবা আচমনে অধিক জল কি অল্প জল লইয়াছিল, কিন্তু মৎসরের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্রবিহিত আহার ও প্রারব্ধ-নির্ম্মিত ভোগ পরিত্যাগ করে? ইহাতে মৎসরের অদৃষ্টে যে দুঃখ, তাহা কে নিবারণ করিতে পারিবে?

চতুর্থ প্রশ্ন। অনেক বিশিষ্ট-সন্তান যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোকলজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, যবন্যাদি-গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। তত্তৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের কালিকাপুরাণ-মৎস্যপুরাণ-মনুবচনানুসারে কি কর্ত্তব্য? যথা,—"গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা ছিনত্তি যঃ কেশান্ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥" তথাচ,—"যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ, মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। অপেতব্রহ্মা চৈব স স্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ॥" অপিচ,—"যস্তু কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাবয়তে সকৃৎ। তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥" তথাচ,—"চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রীয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি। অন্ত্যা ম্লেচ্ছযবনাদয় ইতি কুল্লুকভট্টঃ॥" উত্তর,—যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতা প্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, যবন্যাদি গমন করেন, তাঁহারা বিরুদ্ধকারী; অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন। সেইরূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন, এ নিমিত্ত ধন ও প্রভুতা নাই, কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান ও যবন্যাদিগমন করেন, তাঁহারাও শাসনযোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্ত্যজ-রচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সর্বদা যাহা সুরাতুল্য হয়, তাহার পান এবং অভক্ষ্য, যবন-স্ত্রী ও চণ্ডালিনী বেশ্যা ভোগ করেন, সে সে ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্হ হয়েন। যেহেতু, পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কি পর্য্যন্ত অসৎপ্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবে? ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জানা উচিত যে, প্রয়াগ ও পিতৃবিয়োগ ব্যতিরেকে বৃথা কেশচ্ছেদ করিবে না, ইহা নিষেধ আছে, অতএব বৃথা শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক কেশচ্ছেদের নিষেধ ইহাতে বুঝায় না। বিশেষতঃ বৃথা কেশচ্ছেদ, অত্রিকচ্ছ পরিধান ও হাঁচি হইলে 'জীব' ইহা না বলা এবং ভূমিতে পতিত হইলে 'উঠ' এ শব্দ প্রয়োগ না করা, যাহাতে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়, এরূপ ক্ষুদ্র দোষে মহাপাতক-শ্রুতি যে সকল বিষয়ে

আছে, তাহার ক্ষয়ের নিমিত্তে ঐরূপ অল্পায়াস-সাধ্য অন্ন-হিরণ্যাদি-দানরূপ উপায়ও আছে। "ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপমন্নদানাৎ প্রণশ্যতি।" সংবর্ত্তঃ,—"হিরণ্যদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ। নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি॥" কুলার্ণবে—"ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনম্। তৎসর্ব্বপাতকং নশ্যেৎ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥" অর্থাৎ অন্নদান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ নষ্ট হয়। স্বর্ণদান, গোদান, ভূমিদান, ইহাতে মহাপাতকও নষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও জীব এই দুইয়ের অভেদচিন্তা ক্ষণমাত্র করিলেও যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যায়, তদ্রূপ সকল পাতক নষ্ট হয়। অতএব সাধারণ দোষের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরাই লিখিয়াছেন। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বচন লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হয়েন এবং অন্য স্মৃতি-বচনেও কলিতে ব্রাহ্মণের মদ্যপান নিষিদ্ধ দেখিতেছি, এ সকল সামান্য বচন, যেহেতু, ইহাতে বিশেষ-বিধি দেখিতে পাই। শ্রুতিঃ,—"সৌত্রামণ্যাং সুরাং গৃহ্নীয়াৎ।" সৌত্রামনী যজ্ঞে সুরাপান করিবে। ভগবান্ মনুঃ,—"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে॥" অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইলে যে প্রকার মদ্যপানে ও মাংসভোজনে এবং স্ত্রী-সংসর্গে বিধি আছে, তাহা করিলে দোষ নাই। কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র—"কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ মমাজ্ঞয়া॥ অতএব দ্বিজাতীনাং মদ্যপানং বিধীয়তে। দ্বেষ্টারঃ কুলধর্ম্মাণাং বারুণীনিন্দকাশ্চ যে। শ্বপচাদধমা জ্ঞেয়া মহাকিল্বিষকারিণঃ॥" কলিকালে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা কদাপি পশু হইবে না, এই হেতু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মদ্যপান বিহিত হয়। যে সকল ব্যক্তি কুলধর্ম্মের দ্বেষ এবং মদিরার নিন্দা করে, সে সকল মহাপাতকী চণ্ডাল হইতেও অধম হয়। পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি-বচনে সামান্যতঃ সুরাপানে নিষেধ বুঝাইতেছে, আর পশ্চাতে লিখিত শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্র-বচনে বিশেষ বিশেষ অধিকারে সুরাপানে বিধি প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব দুই শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইল, তাহাতে ভগবান্ মহেশ্বর আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"অসংস্কৃতঞ্চ মদ্যাদি মহাপাপকরং ভবেৎ॥" অর্থাৎ সংস্কারহীন যে মদ্যাদি, তাহার পান-ভোজনে মহাপাতক জন্মে। অতএব সংস্কৃত মদ্য ভিন্ন যে মদ্য, তাহার পানে ঐ স্মৃতি-বচনানুসারে অবশ্যই মহাপাতক হয়, আর সংস্কৃত মদিরা-পানে পাপ কি হইবে, বরঞ্চ তাহার নিন্দকের মহাপাতক জন্মে, পূর্ব্বোক্ত বচন ইহার প্রমাণ হয়। এইরূপ বিরোধ যখন বেদে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ এক বেদে কহিয়াছেন যে, কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না, আর অন্য বেদে কহেন যে, বায়ু-দেবতার নিমিত্তে শ্বেত ছাগল বধ করিবে, এমত স্থলে মীমাংসকেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে যে হিংসাতে বিধি আছে, তদ্ভিন্ন হিংসা করিবে না। যেহেতু, এক শাস্ত্রের কিংবা এক শ্রুতির অমান্যতা করিলে কোন শাস্ত্র এবং কোন শ্রুতি সপ্রমাণ হইতে পারেন না। মদ্যপান বিষয়ে পরিসংখ্যা-বিধি অর্থাৎ অধিক নিবারণও দেখিতেছি। যথা—"অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্। সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত ন পঞ্চতোলকাধিকম্॥ মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায় চ। অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং লোলুপো নরকং ব্রজেৎ॥ পানে ভ্রান্তির্ভবেৎ যস্য সিদ্ধিস্তস্য ন জায়তে। গোপনং কুলধর্ম্মস্য যশোবৃদ্ধিবিধারণম্॥ পশ্বন্নভোজনং দেবি বিজ্ঞেয়ং প্রাণসঙ্কটে॥" কুলার্ণবঞ্চ

মহানির্ব্বাণ—কুলবধূর মদ্যপান স্থানে আঘ্রাণ মাত্র বিহিত হয়। আর গৃহস্থ সাধকেরা পঞ্চপাত্রের অধিক গ্রহণ করিবে না। পাঁচ তোলার অধিক পানপাত্র করিবে না। মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্যপান করিবে, লোলুপ হইয়া করিলে নরকে যায়। যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয়, এমত পান করিলে সিদ্ধি হয় না। কুলধর্ম্মের গোপন ও পশুর বেশ ধারণ এবং পশুর অন্ন ভোজন প্রাণসঙ্কটে জানিবে। অতএব আপন আপন উপাসনানুসারে সংস্কৃত ও পরিমিত মদ্য পান করিলে হিন্দুর শাস্ত্র যাঁহারা মানেন, তাঁহারা শাসন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন না। যদিস্যাৎ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী স্বীয় মৎসরতার জ্বালাতে যবন-শাস্ত্রের কিংবা চৈতন্য-মঙ্গলাদি পয়ারের অবলম্বন করেন, যাহাতে কোন মতে মদিরা-পানের বিধি নাই, তবে শাসনের ক্ষমতা হইলে বৈধ মদ্যপানে দোষ কহিয়া শাসন করিতে পারগ হইবেন। কিন্তু যাঁহাদের উপাসনাতে মদ্য ও মাদক দ্রব্য বিন্দুমাত্রও সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হয়, তাঁহারা যদি লোকলজ্জা ও ধর্ম্মভয় ত্যাগ করিয়া মদ্য কিংবা সংবিদা কি অন্য মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে, তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত বচনের বিষয় তাঁহারা হইয়া পাতকগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হইবেন। যবনী কি অন্য জাতি পরদারমাত্র গমনে সর্ব্বদা পাতক এবং সে ব্যক্তি দস্যু ও চণ্ডাল হইতেও অধম, কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের ন্যায় অবশ্য গম্য হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবামাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে, এমত নহে, বরঞ্চ দেখিতেছি, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী, সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্ত্রকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্র-প্রমাণে হয়, গো-শরীরের সাক্ষাৎ রস যে দুগ্ধ, সে শাস্ত্র-বিহিত হইয়াছে, অতএব খাদ্য হইল, আর গৃঞ্জনাদি যাহা পৃথিবী হইতে জন্মে অথচ স্মৃতিতে নিষেধপ্রযুক্ত স্মার্ত্ত-মতাবলম্বীদের তাহা ভোজনে পাপ হয়, সেইরূপ স্মৃতির বচনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের কন্যা বিবাহ করিয়াও সন্তান জন্মাইয়াও পাতকী হইতেন না, সেইরূপ সাক্ষাৎ মহেশ্বর-প্রোক্ত আগম-প্রমাণে সর্ব্বজাতি শক্তি শৈবোদ্বাহে গ্রহণ করিলে পাতক হয় না, এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ। যথা—"বয়োজাতিবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ।" মহানির্ব্বাণ। শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই, কেবল সপিণ্ডা না হয়, তাহাকে, শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবে। কিন্তু যাঁহারা স্মার্ত্তমতাবলম্বী ও যাঁহাদের উপাসনা-মতে শৈব শক্তিগ্রহণ হইতে পারে না অথচ যবনী কিংবা অন্য অন্ত্যজ স্ত্রীতে গমন করেন, তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি-বচনের বিষয় হয়েন, অর্থাৎ সেই সেই জাতি প্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন।

সীতার বনবাস

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

সীতার বনবাস

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে স্বল্পসময়েই সমস্ত কোশলরাজ্য সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ, তদীয় অধিকারকালে প্রজালোকের সর্ব্বাংশে যাদৃশ সৌভাগ্যসঞ্চার ঘটিয়াছিল, ভূমণ্ডলে কোনও কালে, কোনও রাজার শাসনসময়ে সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। তিনি প্রতিদিন যথাকালে অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, অবহিত-চিত্তে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন; অবশিষ্ট সময় ভ্রাতৃত্রয়ের ও জনকতনয়ার সহবাসসুখে অতিবাহিত হইত।

কালক্রমে জানকীর গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে রামের ও রামজননী কৌশল্যার আহ্লাদের সীমা রহিল না; সমস্ত রাজভবন উৎসবে পূর্ণ হইল; পুরবাসিগণ অচিরে রাজকুমার দেখিব, এই মনের উল্লাসে স্ব স্ব আবাসে অনেকবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজা রামচন্দ্র পরিবারবর্গের সহিত তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইলেন। এই সময়ে জানকীর গর্ভ প্রায় পূর্ণ অবস্থায় উপস্থিত; এজন্য তিনি এবং তদনুরোধে রাম ও লক্ষ্মণ নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে পারিলেন না; কেবল বৃদ্ধ মহিষীরা বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী সমভিব্যাহারে জামাতৃযজ্ঞে গমন করিলেন। তাঁহারাও পূর্ণগর্ভা জানকীরে গৃহে রাখিয়া তথায় যাইতে কোনও মতে সম্মত ছিলেন না; কেবল জামাতৃকৃত নিমন্ত্রণের উল্লঙ্ঘন সর্ব্বথা অবিধেয়, এই বিবেচনায় নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক যজ্ঞদর্শনে গমন করেন।

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে রাজা জনক, তনয়া ও জামাতাকে দেখিবার নিমিত্ত অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। তিনি কৌশল্যা প্রভৃতির নিমন্ত্রণগমনের অব্যবহিত পরেই মিথিলায় প্রতিগমন করিলেন। প্রথমতঃ শ্বশ্রূজনবিরহ, তৎপরেই পিতৃবিরহ, উভয় বিরহে জানকী একান্ত শোকাকুলা হইলেন। পূর্ণগর্ভ অবস্থায় শোকমোহাদি দ্বারা অভিভূত হইলে অনিষ্টাপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা; এজন্য রামচন্দ্র সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগ পূর্ব্বক সীতার সান্ত্বনার নিমিত্ত সতত তৎসন্নিধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রামচন্দ্র জানকীসমীপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া বিনয়নম্র-বচনে নিবেদন করিল, "মহারাজ! মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে সংবাদ লইয়া অষ্টাবক্র মুনি আসিয়াছেন।" রাম ও জানকী শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, 'তাঁহাকে ত্বরায় এই স্থানে আন।' প্রতিহারী তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অষ্টাবক্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অষ্টাবক্র 'দীর্ঘায়ুরস্তু' বলিয়া হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাম ও জানকী প্রণাম করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে রাম জিজ্ঞাসিলেন, "ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের কুশল? তাঁহার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে?" সীতাও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, আমার গুরুজন ও আর্য্যা শান্তা সকলে কুশলে আছেন? তাঁহারা আমাদিগকে মনে করেন, না একবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন?"

অষ্টাবক্র সকলের কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া সমুচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক জানকীকে বলিলেন, "দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আপনারে বলিয়াছেন, ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী তোমায় প্রসব করিয়াছেন; সাক্ষাৎ প্রজাপতি রাজা জনক তোমার পিতা; তুমি সর্ব্বপ্রধান রাজকুলের বধূ হইয়াছ; তোমার বিষয়ে আর কোনও প্রার্থয়িতব্য দেখিতেছি না; অহোরাত্র এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও।" সীতা শুনিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন। রাম যার পর নাই হর্ষিত হইয়া বলিলেন, "ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব যখন এরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তখন অবশ্যই আমাদের মনোরথ সম্পন্ন হইবে।" অনন্তর অষ্টাবক্র রামচন্দ্রকে বলিলেন, "মহারাজ, ভগবতী অরুন্ধতী দেবী, বৃদ্ধ মহিষীগণ ও কল্যাণিনী শান্তা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন, সীতা দেবী যখন যে অভিলাষ করিবেন, যেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হয়।" রাম বলিলেন, "আপনি তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, ইনি যখন যে অভিলাষ করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইতেছে; সে বিষয়ে আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও আলস্য বা ঔদাস্য নাই।"

অনন্তর অষ্টাবক্র বলিলেন, "দেবি জানকি, ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ সাদর ও সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, বৎসে, তুমি পূর্ণগর্ভা, এজন্য তোমায় আনিতে পারি নাই, তন্নিমিত্ত আমি যেন তোমার বিরাগভাজন না হই; আর রাম ও লক্ষ্মণকে তোমার চিত্তবিনোদনার্থে রাখিতে হইয়াছে; আরব্ধ যজ্ঞ সমাপিত হইলেই আমরা সকলে অযোধ্যায় গিয়া তোমার ক্রোড়দেশ এক বারে নব কুমারে সুশোভিত দেখিব।" রাম শুনিয়া স্মিতমুখ ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া অষ্টাবক্রকে জিজ্ঞাসেন, "ভগবন্! বশিষ্ঠ দেব আমার প্রতি কোনও আদেশ করিয়াছেন?" অষ্টাবক্র বলিলেন, "মহারাজ, বশিষ্ঠ দেব আপনাকে বলিয়াছেন, বৎস! জামাতৃযজ্ঞে রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে কিছু দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে। তুমি বালক, অল্প দিন মাত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ; প্রজারঞ্জনকার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে; প্রজারঞ্জনসম্ভূত নির্ম্মল কীর্ত্তিই রঘুবংশীয়দিগের পরম ধন।" রাম বলিলেন, "আমি ভগবানের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম; তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সর্ব্বদাই আমার শিরোধার্য্য। আপনি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া বলিবেন, যদি প্রজালোকের সর্ব্বাঙ্গীন অনুরঞ্জনের জন্য আমার স্নেহ, দয়া বা সুখভোগে বিসর্জ্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীর মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না। তিনি যেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন; আমি প্রজারঞ্জনকার্য্যে ক্ষণকালের জন্যও অলস বা অনবহিত নহি।" সীতা শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, "এরূপ না হইলেই বা আর্য্যপুত্র রঘুকুলধুরন্ধর হইবেন কেন?"

অনন্তর রামচন্দ্র সন্নিহিত পরিচারকের প্রতি অষ্টাবক্রকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। অষ্টাবক্র সমুচিত সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া

বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলে, রাম ও জানকী পুনরায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া বলিলেন, "আর্য্য, আমি এক চিত্রকরকে আপনার চরিত্র চিত্রিত করিতে বলিয়াছিলাম; সে এই আলেখ্য প্রস্তত করিয়া আনিয়াছে, অবলোকন করুন।" রাম বলিলেন, "বৎস, দেবী ক্ষুণ্ণমনায়মানা হইলে কিরূপে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে হয়, তাহা তুমিই বিলক্ষণ জান; তা জিজ্ঞাসা করি, এই চিত্রপটে কি পর্য্যন্ত চিত্রিত হইয়াছে?" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্যা জানকীর অগ্নিপরিশুদ্ধিকাণ্ড পর্য্যন্ত।"

রাম শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি আমার সমক্ষে আর ও কথা মুখে আনিও না; ও কথা শুনিলে, অথবা মনে হইলে আমি সাতিশয় কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই। কি আক্ষেপের বিষয়! যিনি জন্মপরিগ্রহ করাতে জগৎ পবিত্র হইয়াছে, তাঁহাকে আবার অন্য পাবন দ্বারা পূত করিতে হইয়াছিল। হায়! লোকরঞ্জন কি দুরূহ ব্রত!" সীতা বলিলেন, "নাথ, সে সকল কথা মনে করিয়া আপনি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতেছেন কেন? আপনি তৎকালের সদ্বিবেচনার কর্ম্মই করিয়াছিলেন; সেরূপ না করিলে চিরনির্ম্মল রঘুকুলে কলঙ্কস্পর্শ হইত এবং আমারও অপবাদবিমোচন হইত না।" সীতার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয়ে, আর ও কথায় কাজ নাই; এস, আলেখ্য দেখি।"

সকলে আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "নাথ, আলেখ্যের উপরিভাগে ঐ সমস্ত কি চিত্রিত রহিয়াছে?" রাম বলিলেন, "প্রিয়ে, ও সকল সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র। ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণ বেদরক্ষার নিমিত্ত দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ঐ সকল তপোময় তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরুপরম্পরায় ভগবান্ কৃশাশ্বের নিকট সমাগত হইলে, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত মহাস্ত্র পাইয়াছিলেন। পরমকৃপালু রাজর্ষি সবিশেষ কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাড়কানিধনকালে আমায় তৎসমুদয় দিয়াছিলেন। তদবধি উহারা আমার অধিকারে আছে, তোমার পুত্র হইলে তাঁহাদের আশ্রয়গ্রহণ করিবে।"

লক্ষ্মণ বলিলেন, "দেবি, এ দিকে মিথিলাবৃত্তান্তে দৃষ্টিপাত করুন।" সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "তাই ত, ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলিত করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনিমিষনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন? আ মরি মরি! কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে! আবার এ দিকে বিবাহকালীন সভা; সেই সভায় তোমরা চারি ভাই তৎকালোচিত বেশ-ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া কেমন শোভা পাইতেছ। চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছি।" শুনিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে রাম বলিলেন, "প্রিয়ে, যথার্থ বলিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পিত করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, "এই আর্য্যা, আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতিকীর্ত্তি; কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ ঊর্ম্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত হাস্যমুখে ঊর্ম্মিলার

দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, এ দিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে?" লক্ষ্মণ কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দেবি, দেখুন দেখুন, হরশরাসনের ভঙ্গবার্ত্তাশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন আমাদের অযোধ্যাগমনপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন; আর এ দিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য্য তাঁহার দর্পসংহার করিবার নিমিত্ত শরাসনে শরসন্ধান করিয়াছেন।" রাম আত্মপ্রশংসাবাদ-শ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন; এজন্য বলিলেন, "লক্ষ্মণ, এই চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় আছে, ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন?" সীতা রামবাক্য-শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "নাথ, এমন না হইলে সংসারের লোকে একবাক্য হইয়া আপনার এত প্রশংসা করিবে কেন?"

তৎপরেই অযোধ্যাপ্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্গদবচনে বলিতে লাগিলেন, "আমরা বিবাহ করিয়া আসিলে কত উৎসবে দিনপাত হইয়াছিল; পিতৃদেবের কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ; মাতৃদেবীরা অভিনব বধূদিগকে পাইয়া কেমন আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন; সতত তাহাদের প্রতি কতই যত্ন, কতই বা মমতা প্রদর্শন করিতেন; রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদময় ও উৎসবপূর্ণ হইয়াছিল। হায়! সে সকল কি আহ্লাদের, কি উৎসবের দিনই গিয়াছে!" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্য, এই মন্থরা।" রাম মন্থরার নাম-শ্রবণে অন্তঃকরণে বিরক্ত হইয়া কোনও উত্তর না দিয়া অন্য দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয়ে, দেখ দেখ, শৃঙ্গবের নগরে যে তাপসতরুর তলে পরমবন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল, উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে!"

সীতা দেখিয়া হর্ষপ্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "নাথ, এ দিকে জটাবন্ধন ও বল্কলধারণ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে, দেখুন।" লক্ষ্মণ আক্ষেপপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বৃদ্ধবয়সে পুত্রহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া অরণ্যে বাস করেন; কিন্তু আর্য্যকে বাল্যকালেই কঠোর আরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি রামকে বলিলেন, "আর্য্য, মহর্ষি ভরদ্বাজ আমাদিগকে চিত্রকূটে যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া যাহার কথা বলিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দীতটবর্ত্তী বটবৃক্ষ।" তখন সীতা বলিলেন, "কেমন নাথ, এই প্রদেশের কথা মনে হয়?" রাম বলিলেন, "প্রিয়ে, কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই স্থলে তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক দিয়া নিদ্রা গিয়াছিলে।"

সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "নাথ, দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া আতপনিবারণ করিয়াছিলেন।" রাম বলিলেন, "প্রিয়ে, এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন।" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্য, এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধর-মণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা-প্রদেশ

বনপরিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ-বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।" রাম বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম? আমরা কুটীরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফলমূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন, গোদাবরীতীরে মৃদু-মন্দ-গমনে ভ্রমণ করিয়া আমরা প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল!"

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলি-প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, "আর্য্যে! এই পঞ্চবটী এই শূর্পণখা।" মুগ্ধস্বভাবা সীতা যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এইরূপ ভাবিয়া ম্লানবদনে বলিলেন, "হা নাথ, এই পর্য্যন্তই দেখা শুনা শেষ হইল।" রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "অয়ি বিয়োগ-কাতরে, এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে।" লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! চিত্রদর্শনে চিরাতীত জনস্থানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে! দুরাচার মারীচ হিরণ্ময় মৃগের আকৃতি ধারণ করিয়া যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ বৈর-নির্যাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে মর্ম্মবেদনা প্রদান করে। এই ঘটনার পর আর্য্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থান-ভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকিত হইলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

সীতা লক্ষ্মণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়! এ অভাগিনীর জন্য আর্য্যপুত্রকে কতই ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল।" সেই সময়ে রামেরও নয়ন-যুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্য, চিত্র দেখিয়া আপনি এত শোকাভিভূত হইতেছেন কেন?" রাম বলিলেন, "বৎস, তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্যাতনসঙ্কল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। চিত্রদর্শনে সেই অবস্থার স্মরণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, আমার হৃদয়ের গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে দেখিয়াছ; এখন অনভিজ্ঞের মত কথা বলিতেছ কেন?"

লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন এবং বিষয়ান্তরের সংঘটন দ্বারা রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তরসম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "আর্য্য, এ দিকে দণ্ডকারণ্যভূভাগ দৃষ্টিগোচর করুন; এই স্থানে দুর্দ্ধর্ষ কবন্ধ রাক্ষসের বাস ছিল; এ দিকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গমুনির আশ্রম; এই সেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা; এই এ দিকে পম্পা সরোবর।" রাম পম্পাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সীতাকে বলিলেন, "প্রিয়ে, পম্পা পরমরমণীয় সরোবর আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পা-তীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, প্রফুল্ল কমল সকল মন্দমারুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের নিরতিশয় শোভা-সম্পাদন করিতেছে; উহাদের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া রহিয়াছে; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে

গান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ বারিবিহঙ্গগণ মনের আনন্দে নির্ম্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনির্গত হইতেছিল; সুতরাং সরোবরের শোভার সম্যক্ অনুভব করিতে পারি নাই; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে মুহূর্ত্ত মাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল এক একবার অস্পষ্ট অবলোকন করিয়াছিলাম।"

সীতা চিত্রপটের আর এক অংশে দৃষ্টিযোজনা করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, ঐ যে পর্ব্বতে কুসুমিত কদম্ব-তরুর শাখায় ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্য্যপুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রুনয়নে উহাঁরে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি?" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্যে, ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান্; মাল্যবান্ বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন, নবজলধরমণ্ডলের সহযোগে শিখরদেশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন।" শুনিয়া পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া বলিলেন, "বৎস, বিরত হও, বিরত হও; আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না; শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠিতেছে; জানকীর বিরহ পুনরায় নবীভাব অবলম্বন করিতেছে।" এই সময়ে সীতার আলস্যলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্য, আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই, আর্য্যা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে। এক্ষণে উহাঁর বিশ্রাম-সুখসেবা আবশ্যক; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।"

এই বলিয়া বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ প্রস্থানোন্মুখ হইলে সীতা রামকে বলিলেন, "নাথ, চিত্র দেখিতে দেখিতে আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে।" রাম বলিলেন, "প্রিয়ে, কি অভিলাষ, বল, অবিলম্বেই সম্পাদিত হইবে।" তখন সীতা বলিলেন, "আমার অভিলাষ এই, পুনর্ব্বার মুনিপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া তপোবনে বিহার ও নিঃশঙ্ক ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিব।" সীতার অভিলাষ শ্রবণগোচর করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "বৎস, এইমাত্র গুরুজন আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, জানকী যখন যে অভিলাষ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। অতএব গমনের উপযোগী আয়োজন কর; কল্য প্রভাতেই ইনি অভিলষিত প্রদেশে প্রেরিত হইবেন।" সীতা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, "নাথ, আপনিও সঙ্গে যাবেন?" রাম বলিলেন, "অয়ি মুগ্ধে, তাহাও কি আবার তোমারে বলিতে হইবে! আমি কি তোমায় নয়নের অন্তরাল করিয়া এক মুহূর্ত্তও সুস্থহৃদয়ে থাকিতে পারিব?" তৎপরে সীতা সস্মিত-মুখে লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।" তিনি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া গমনের উপযোগী আয়োজন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মণ নিষ্ক্রান্ত হইলে পর রাম ও সীতা বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া অসঙ্কুচিতভাবে অশেষবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সীতার নিদ্রাকর্ষণের উপক্রম হইল। তখন রাম বলিলেন, "প্রিয়ে,

যদি ক্লান্তিবোধ হইয়া থাকে, আমার গলদেশে ভুজলতা অর্পিত করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।" সীতা কোমল বাহুবল্লী দ্বারা রামের গলদেশ অবলম্বন করিলে তিনি অনির্ব্বচনীয় স্পর্শসুখের অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে, তোমার বাহুলতার স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীরে যেন অমৃতধারার বর্ষণ হইতেছে, ইন্দ্রিয় সকল অভূতপূর্ব্ব রসাবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে, চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে; অকস্মাৎ আমার নিদ্রাবেশ কি মোহাবেশ উপস্থিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" সীতা রামমুখবিনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "নাথ! আপনি চিরানুকূল ও স্থিরপ্রসাদ। যাহা শুনিলাম, ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে? প্রার্থনা এই, যেন চিরদিন এইরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ থাকে।"

সীতার মৃদুমধুর মোহন বাক্য কর্ণগোচর করিয়া রাম বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার কথা শুনিলে শরীর শীতল হয়, কর্ণকুহর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকল বিমোহিত হয়, অন্তঃকরণের সজীবতা সম্পাদিত হয়।" সীতা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "নাথ, এই নিমিত্তই সকলে আপনাকে প্রিয়ংবদ বলে। যাহা হউক, অবশেষে এ অভাগিনীর যে এত সৌভাগ্য ঘটিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর।" এই বলিয়া সীতা শয়নের নিমিত্ত উৎসুক হইলে, রাম বলিলেন, "প্রিয়ে, এখানে অন্যবিধ শয্যার সঙ্গতি নাই; অতএব যে অনন্যসাধারণ রামবাহু বিবাহসময় অবধি কি গৃহে, কি বনে, কি শৈশবে, কি যৌবনে, উপধানস্থানীয় হইয়া আসিয়াছে, আজও সেই তোমার উপধানকার্য্য সম্পন্ন করুক।" এই বলিয়া রাম বাহু প্রসারিত করিলেন; সীতা তদুপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইলেন।

রাম স্নেহভরে কিয়ৎক্ষণ সীতার মুখনিরীক্ষণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে বলিতে লাগিলেন, "কি চমৎকার! যখনই প্রিয়ার বদনসুধাকরে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ ও অন্তরাত্মা অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। ফলতঃ ইনি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী. ইঁহার স্পর্শ চন্দনরসে অভিষেকস্বরূপ; বাহুলতা কণ্ঠদেশে বিনিবেশিত হইলে শীতল মসৃণ মৌক্তিক-হারের কার্য্য করে। কি আশ্চর্য্য! প্রিয়ার সকলই অলৌকিক প্রীতিপ্রদ।" রাম মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে সীতা নিদ্রাবেশে বলিয়া উঠিলেন, 'হা নাথ! কোথায় রহিলে?'

সীতার স্বপ্নভাষিত শ্রবণগোচর করিয়া রাম বলিতে লাগিলেন, "কি চমৎকার! চিত্রদর্শনে প্রিয়ার অন্তঃকরণে যে অতীত বিরহভাবনার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই স্বপ্নে অস্তিত্ব পরিগ্রহ করিয়া যাতনা প্রদান করিতেছে।" এই বলিয়া সীতার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিতে করিতে রাম প্রেমভরে প্রফুল্লকলেবর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা! অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ! কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত। ঈদৃশ প্রণয়সুখের অধিকারী হওয়া অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এরূপ প্রণয় জগতে নিতান্ত বিরল ও একান্ত দুর্লভ; যদি এত বিরল ও এত দুর্লভ না হইত, সংসারে সুখের সীমা থাকিত না।"

রামের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই

প্রতীহারী সম্মুখে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ, দুর্ম্মুখ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, কি আজ্ঞা হয়?" দুর্ম্মুখ অন্তঃপুরচারী অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য। রাম নূতন রাজ্যশাসন-বিষয়ে-প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সে প্রতিদিন প্রচ্ছন্নভাবে ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিত এবং যে দিন যাহা জানিতে পারিত, রামের গোচর করিয়া যাইত। এক্ষণে উহাকে সমাগত শুনিয়া রাম প্রতীহারীকে বলিলেন, 'ত্বরায় উহারে আমার নিকটে আসিতে বল।' দুর্ম্মুখ আসিয়া প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাম তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে দুর্ম্মুখ, আজ কি জানিতে পারিয়াছ, বল?" দুর্ম্মুখ বলিল, "মহারাজ, কি পৌরগণ, কি জানপদগণ, সকলেই বলে, আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে আছি।"

এই কথা শুনিয়া রাম বলিলেন, "তুমি প্রতিদিনই প্রশংসাবাদের সংবাদ দিয়া থাক; যদি কেহ কোনও দোষকীর্ত্তন করিয়া থাকে, বল, তাহা হইলে প্রতিবিধানে যত্নবান্ হই; আমি স্তুতিবাদশ্রবণবাসনায় তোমায় অনুসন্ধান করিতে পাঠাই নাই।" দুর্ম্মুখ অন্য অন্য দিন স্তুতিবাদ মাত্র শুনিয়া আসিত, সুতরাং যাহা শুনিত, তাহাই অকপটে রামের নিকটে জানাইত। সে দিবস সীতাসংক্রান্ত দোষকীর্ত্তন শুনিয়া, অপ্রিয়-সংবাদপ্রদান অনুচিত, এই বিবেচনায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে রাম দোষকীর্ত্তনকথার উল্লেখ করিবামাত্র সে চকিত ও হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ংক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল; পরে কথঞ্চিৎ বুদ্ধি স্থির করিয়া শুষ্কমুখে বিকৃতস্বরে বলিল, "না মহারাজ, আমি কোনও দোষকীর্ত্তন শুনিতে পাই নাই।" সে এইরূপে অপলাপ করিল বটে; কিন্তু তাহার আকারপ্রকার দর্শনে রামের অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সাতিশয় চলচিত্ত হইয়া আকুলবচনে বলিতে লাগিলেন, "তুমি অবশ্যই দোষকীর্ত্তন শুনিয়াছ, অপলাপ করিতেছ কেন? কি শুনিয়াছ, বল, বিলম্ব করিও না; না বলিলে আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব এবং এ জন্মে আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।"

রামের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া দুর্ম্মুখ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, 'আমি কি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম! কিরূপে রাজমহিষীসংক্রান্ত জনাপবাদ মহারাজের গোচর করিব? আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা এরূপ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিব কেন? কিন্তু যখন অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া ভার গ্রহণ করিয়াছি, তখন প্রভুর নিকটে অকপটে প্রকৃত কথাই বলা উচিত।' এই স্থির করিয়া সে কম্পিত-কলেবর হইয়া বলিল, "মহারাজ, যদি আমায় সকল কথা যথার্থ বলিতে হয়, আপনি গাত্রোত্থান করিয়া গৃহান্তরে চলুন; আমি সে সকল কথা প্রাণান্তেও এখানে বলিতে পারিব না।" রাম শুনিবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, সীতার জাগরণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; আস্তে আস্তে আপন হস্ত হইতে তাঁহার মস্তক নামাইলেন এবং দুর্ম্মুখকে সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বর সন্নিহিত গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে গৃহান্তরে উপস্থিত হইয়া রাম সাতিশয় ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক দুর্ম্মুখকে বলিলেন, "বিলম্ব করিও না, কি শুনিয়াছ, বিশেষ করিয়া বল; তোমার আকার-প্রকার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে নানা সংশয়

উপস্থিত হইতেছে।" সে বলিল, "মহারাজ! যে সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়াছি, তাহা মহারাজের নিকট বলিতে হইবে, এই মনে করিয়া আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া ওরূপ কার্য্যের ভার লইয়াছি, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, নিবেদন করিতেছি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ! প্রায় সকলেই একবাক্য হইয়া অশেষ প্রকারে সুখ্যাতি করিয়া বলে, আমরা রামরাজ্যে পরমসুখে বাস করিতেছি; কোনও রাজা কোশল-দেশে শাসনের এরূপ সুপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু কেহ কেহ রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়া কুৎসা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, 'আমাদের রাজার চিত্ত বড় নির্ব্বিকার; একাকিনী সীতা এত কাল রাবণগৃহে রহিলেন; তিনি তাহাতে কোনও দ্বৈধ বা দোষবোধ না করিয়া অনায়াসে তাঁহারে গৃহে আনিলেন। অতঃপর আমাদের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রে দোষ ঘটিলে তাহাদের শাসন করা সহজ হইবে না; শাসন করিতে গেলে তাহারা রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে নিরুত্তর করিবে। অথবা রাজা ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা; তিনি যে ধর্ম্ম অনুসারে চলিবেন, আমরা প্রজা, আমাদিগকেও সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে।' মহারাজ, যাহা শুনিয়াছিলাম, অবিকল নিবেদন করিলাম, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। হা বিধাতঃ! এত দিনের পর তুমি আমার দুর্ম্মুখনাম অন্বর্থ করিয়া দিলে!" এই বলিয়া বিদায় লইয়া রোদন করিতে করিতে দুর্ম্মুখ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দুর্ম্মুখমুখে সীতাসংক্রান্ত অপবাদবৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া রাম 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং গলদশ্রুলোচনে আকুলবচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম। ইহা অপেক্ষা আমার বক্ষঃস্থলে বজ্রাঘাত হওয়া ভাল ছিল। কি জন্য এখনও জীবিত রহিয়াছি? আমি নিতান্ত হতভাগ্য; নতুবা কি নিমিত্তে উপস্থিত রাজ্যাধিকার বিসর্জ্জন দিয়া আমায় বনবাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল? কি নিমিত্তেই দুর্বৃত্ত দশানন পঞ্চবটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণপ্রিয়া জানকীকে লইয়া গিয়া নির্ম্মল রঘুকুল অভূতপূর্ব্ব অপবাদে দূষিত করিয়াছিল? কি নিমিত্তেই বা সেই অপবাদ অদ্ভুত উপায় দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে অপসারিত হইয়াও দৈবদুর্বিপাক বশতঃ পুনর্ব্বার নবীভূত হইয়া সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইবে? সর্ব্বথা আমার জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ দুঃখভোগের নিমিত্তেই নিরূপিত হইয়াছিল! এখন কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোকাপবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে অমূলক বলিয়া এই অপবাদে উপেক্ষাপ্রদর্শন করি অথবা এ জন্মের মত নিরপরাধা জানকীকে বিসর্জ্জন দিয়া কুলের কলঙ্কবিমোচন করি; কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কেহ কখনও আমার মত উভয়-সঙ্কটে পড়ে না।"

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া রাম কিয়ৎক্ষণ অধোদৃষ্টিতে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, "অথবা এ বিষয়ে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেচনার প্রয়োজন নাই। যখন রাজ্যের ভারগ্রহণ করিয়াছি, সর্ব্বোপায়ে লোকরঞ্জন করাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম; সুতরাং জানকীকেই বিসর্জ্জন দিতে হইল। হা হতবিধে! তোমার মনে এই ছিল?" এই

বলিয়া রাম মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনাসঞ্চার হইলে রাম নিতান্ত করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যদি আর আমার চেতনা না হইত, আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর হইত; নিরপরাধা জানকীকে বিসর্জ্জন দিয়া দুরপনেয় পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতে হইত না। এইমাত্র অষ্টাবক্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি লোকরঞ্জনের অনুরোধে জানকীকেও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও করিব। এরূপ ঘটিবে বলিয়াই কি আমার মুখ হইতে তাদৃশ বিষম প্রতিজ্ঞাবাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল! হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাসসহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরাধমের, এমন হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়াছিলে যে, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তও তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি চন্দনতরুবোধে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলে। আমি পরম-পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্র গুণে অধম; নতুবা বিনা অপরাধে তোমায় বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইব কেন? হায়! যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাই। আর বাঁচিয়া ফল কি; আমার জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে; জগৎ শূন্য ও জীর্ণ অরণ্যপ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে।"

এইরূপ বলিতে বলিতে একান্ত আকুল-হৃদয় ও কম্পমান-কলেবর হইয়া রাম কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে 'হায়! কি হইল!' বলিয়া নিরতিশয় কাতর-বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হা মাতঃ! হা তাত জনক! হা দেবি বসুন্ধরে! হা ভগবতি অরুন্ধতি! হা কুলগুরো বশিষ্ঠ! হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র! হা প্রিয়বন্ধো বিভীষণ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব! হা বৎস অঞ্জনাহৃদয়নন্দন! তোমরা কোথায় রহিয়াছ, কিছুই জানিতে পারিতেছ না; এখানে দুরাত্মা রাম তোমাদের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে। অথবা আর আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের নামগ্রহণে অধিকারী নহি; আমার ন্যায় মহাপাতকী নামগ্রহণ করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহাদের পাপস্পর্শ হইবে। আমি যখন সরলহৃদয়া, শুদ্ধচারিণী, পতিপ্রাণা কামিনীকে নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? হা রামময়জীবিতে! পাষাণময় নৃশংস রাম হইতে পরিণামে তোমার যে এরূপ দুর্গতি ঘটিবে, তাহা তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই। নিঃসন্দেহ রামের হৃদয় বজ্রলেপময়; নতুবা এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? অথবা বিধাতা জানিয়া শুনিয়াই আমার ঈদৃশ কঠিনহৃদয় করিয়াছেন; তাহা না হইলে অনায়াসে এরূপ নৃশংস কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিব কেন?"

এই বলিয়া গলদশ্রুনয়নে বিশ্রামভবনে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাম নিদ্রাভিভূতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অঞ্জলি-বন্ধন পূর্ব্বক সাতিশয় করুণস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, হতভাগ্য রাম এ জন্মের মত বিদায় হইতেছে।" এই বলিয়া দুর্বিবহ শোকদহনে দগ্ধহৃদয় হইয়া রাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং অনুজগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যনিরূপণের নিমিত্ত মন্ত্রভবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাম মন্ত্রভবনে প্রবিষ্ট হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং সন্নিহিত পরিচারক দ্বারা ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন তিন জনকে সত্বর উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইলেন। দিবাবসানসময়ে আর্য্য জনকতনয়াসহবাসে কালযাপন করেন; ঈদৃশ সময়ে মন্ত্রভবনে গমন করিয়া অকস্মাৎ আমাদিগের আহ্বান করিলেন কেন, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া ভরত প্রভৃতি সাতিশয় সন্দিহান ও আকুলহৃদয় হইলেন এবং মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে করিতে সত্বরগমনে মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া একাকী উপবিষ্ট আছেন, মুহুর্ম্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতেছে! অগ্রজের তাদৃশী দশা দৃষ্টিগোচর করিয়া অনুজেরা বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন এবং কি কারণে তিনি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতি বিষম অনিষ্টসঙ্ঘটনের আশঙ্কা করিয়া তিন জনের মধ্যে কাহারও এরূপ সাহস হইল না যে, কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে তাঁহারাও তিন জনে ঘোরতর বিপৎপাত স্থির করিয়া এবং রামের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাম উচ্ছলিত শোকাবেগের কথঞ্চিৎ সংবরণ ও নয়নের অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক অনুজদিগকে সম্মুখদেশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবেশন করিয়া কাতর-ভাবে রামচন্দ্রের নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্রে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রামের নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহারাও যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণ আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বিনয়পূর্ণবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য, আপনার এই অবস্থা দেখিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছি। ভবদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবশ্যই কোনও অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টসঙ্ঘটন হইয়াছে। গভীর জলধি কখনও অল্প কারণে আকুলিত হয় না; সামান্য বায়ুবেগের প্রভাবে হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না। অতএব কি কারণে আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

লক্ষ্মণ এইরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে কারণজিজ্ঞাসু হইলে রামচন্দ্র অতি দীর্ঘনিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্ব্বহ শোকভরে অভিভূত হইয়া নিতান্ত কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বৎস ভরত, বৎস লক্ষ্মণ, বৎস শত্রুঘ্ন, তোমরা আমার জীবন, তোমরা আমার সর্ব্বস্বধন; তোমাদের নিমিত্তই আমি দুর্ব্বহ রাজ্যভারের দুঃসহ বহনক্লেশ সহ্য করিতেছি। হিতসাধনে বা অহিতনিবারণে তোমরাই আমার প্রধান সহায়। আমি বিষম বিপদে পড়িয়াছি এবং সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের অভিপ্রায়ে তোমাদিগকে অসময়ে সমবেত করি-

যাছি। আপতিত অনিষ্টের নিবারণোপায় একমাত্র আছে। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সেই উপায় অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বোধ করিয়াছি। তোমরা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর; সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত তোমাদের গোচর করিয়া সমুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা উপস্থিত বিপৎপাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব।"

এই বলিয়া রাম বিরত হইলেন এবং পুনর্ব্বার প্রবলবেগে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনুজেরা তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আর্য্যের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, অবশ্যই অতি বিষম অনর্থপাত ঘটিয়াছে; না জানি, কি সর্ব্বনাশের কথাই বলিবেন!' কিন্তু অনুভবশক্তি দ্বারা কিছুরই অনুধাবন করিতে না পারিয়া শ্রবণের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহারা একান্ত আকুলহৃদয়ে তদীয় বদনে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন।

রাম কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, শ্রবণ কর; আমাদের পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশে যে মহানুভব নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রজাপালন ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্ম্মসমুদয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পরম পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। আমার মত হতভাগ্য আর নাই; আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সেই চিরপবিত্র ত্রিলোকবিখ্যাত বংশকে দুষ্পরিহর কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিয়াছি। লক্ষ্মণ, তোমার কিছুই অবিদিত নাই। যৎকালে আমরা তিন জনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করি, দুর্ব্বৃত্ত দশানন আমাদের অনুপস্থিতিকালে বলপূর্ব্বক সীতাকে আপন আলয়ে লইয়া যায়। সীতা একাকিনী সেই দুর্ব্বৃত্তের আলয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। অবশেষে আমরা সুগ্রীবের সহায়তায় দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করি। আমি সেই একাকিনী পরগৃহবাসিনী সীতাকে লইয়া গৃহে রাখিয়াছি; ইহাতে পৌরগণ ও জানপদবর্গ অসন্তোষপ্রদর্শন ও কলঙ্ককীর্ত্তন করিতেছে। এজন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জানকীকে আর গৃহে রাখিব না। সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজারঞ্জন রাজার পরম ধর্ম্ম যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, নিতান্ত অনার্য্যের ন্যায় বৃথা জীবন-ধারণের ফল কি, বল? এক্ষণে তোমরা প্রশস্তমনে অনুমোদন কর; তাহা হইলে আমি উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাই।"

অগ্রজের এই কথা শ্রবণগোচর করিয়া অনুজেরা যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেন। পরিশেষে লক্ষ্মণ অতি কাতরস্বরে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "আর্য্য! আপনি যখন যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা কখনও তাহাতে দ্বিরুক্তি বা আপত্তি করি নাই; এক্ষণেও আমরা আপনার আজ্ঞা-প্রতিরোধে প্রবৃত্ত নহি। কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আমাদের প্রাণপ্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে। আমরা যে আপনার নিকটে আসিয়া এরূপ সর্ব্বনাশের কথা শুনিব, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমাদের অন্তঃকরণে সে আশঙ্কার উদয় হয় নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, যদি অনুমতি প্রদান করেন, নিবেদন করি।"

লক্ষ্মণের এই বিনয়পূর্ণ কাতরবাক্য

শ্রবণগোচর করিয়া রাম বলিলেন, "বৎস! যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে বল।" তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্যা জানকী একাকিনী রাবণগৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, যথার্থ বটে; এবং রাবণও অতি দুর্বৃত্ত, তাহার কোনও সংশয় নাই।" কিন্তু দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধানের পর আর্য্যা আপনার সম্মুখে আনীত হইলে আপনি লোকাপবাদভয়ে প্রথমতঃ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; পরে অলৌকিক পরীক্ষা দ্বারা তিনি শুদ্ধচারিণী বলিয়া নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত হইলে, তাঁহারে গৃহে আনিয়াছেন। সে পরীক্ষাও সর্ব্বজনসমক্ষে সমাহিত হইয়াছিল। আমরা উভয়ে, আমাদের সমস্ত সেনা ও সেনাপতিগণ এবং যাবতীয় দেবগণ, দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ পরীক্ষাকালে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক আর্য্যা একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারে আর পরগৃহবাসনিবন্ধন অপবাদে দূষিত করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি কি কারণে এক্ষণে এরূপ বিষম প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অমূলক লোকাপবাদ শুনিয়া ভবাদৃশ মহানুভবদিগের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সামান্য লোকের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অতি সামান্য; যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাই বলে এবং যাহা শুনে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিয়া তাহাতেই বিশ্বাস করে। তাহাদের কথায় আস্থা করিতে গেলে সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। আর্য্যা যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে অন্ততঃ আমি যত দূর জানি, আপনার অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় নাই এবং অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আপন শুদ্ধচারিতার যে অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এমন স্থলে আর্য্যাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলে লোকে আমাদিগকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিবে এবং ধর্ম্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে আমাদিগকে দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। অতএব আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যাবধারণ করুন। আমরা আপনার একান্ত আজ্ঞাবহ; যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই অসন্দিহান চিত্তে শিরোধার্য্য করিব।"

এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিরত হইলেন। রাম কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বৎস! সীতা যে একান্ত শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। সামান্য লোকে যে কোনও বিষয়ের সবিশেষ অনুধাবন না করিয়া যাহা শুনে বা যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাতেই বিশ্বাস করে ও তাহারই আন্দোলন করে, তাহাও বিলক্ষণ জানি। কিন্তু এ বিষয়ে প্রজাদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই; আমাদের অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃশ্যকারিতা-দোষেই এই বিষম সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। যদি আমরা অযোধ্যায় আসিয়া সমবেত পৌরগণ ও জানপদবর্গ-সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে তৎসংক্রান্ত সকল সংশয় অপসারিত হইত। সীতা অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় শুদ্ধচারিতার অসংশয়িত পরিচয়প্রদান করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেই পরীক্ষার যথার্থতা-বিষয়ে প্রজালোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। বোধ করি, অনেকে পরীক্ষাব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গ অবগত নহে। সুতরাং

সীতার চরিত্র বিষয়ে তাহাদের সংশয় দূর হয় নাই। বিশেষতঃ রাবণের চরিত্র ও বহু কাল একাকিনী সীতার তদীয় আগয়ে অবস্থান, এ দুই বিষয়ের বিবেচনা করিলে সীতার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব আমি প্রজাদিগকে কোনও অংশে দোষ দিতে পারি না। আমারই অদৃষ্টবৈগুণ্য বশতঃ এই উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে। আমি যদি রাজ্যের ভারগ্রহণ না করিতাম এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রজারঞ্জনপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে অমূলক লোকাপবাদে অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম। যদি রাজা হইয়া প্রজারঞ্জন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে জীবনধারণের ফল কি? দেখ, প্রজালোকে সীতা অসতী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে; তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে সেই সিদ্ধান্ত অপসারিত করা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং সীতাকে গৃহে রাখিলে, তাহারা আমারে অসতীসংসর্গী বলিয়া ঘৃণা করিবে। যাবজ্জীবন ঘৃণাস্পদ হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রাণত্যাগে পরাঙ্মুখ নহি; তোমরা আমার প্রাণাধিক; যদি ঐ অনুরোধে তোমাদিগেরও সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কাতর নহি; সে বিবেচনায় সীতাপরিত্যাগ তাদৃশ দুরূহ ব্যাপার নহে। অতএব তোমরা যত বল না কেন ও যত অন্যায় হউক না কেন, আমি সীতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কুলের কলঙ্কবিমোচন করিব, নিশ্চয় করিয়াছি। যদি তোমাদের আমার উপর দয়া ও স্নেহ থাকে, এ বিষয়ে আর আপত্তি উত্থাপিত করিও না। হয় সীতাপরিত্যাগ, নয় প্রাণ-পরিত্যাগ করিব, ইহার একতর পক্ষ স্থিরসিদ্ধান্ত জানিবে।"

এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রাম কিয়ৎক্ষণ অশ্রুপূর্ণ-নয়নে, অবনত-বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর লক্ষ্মণকে বলিলেন, "বৎস, অন্তঃকরণ হইতে সকল ক্ষোভ দূর করিয়া আমার আদেশপ্রতিপালন কর। ইতঃপূর্ব্বেই সীতা তপোবনদর্শনের অভিলাষ করিয়াছেন; সেই ব্যপদেশে তুমি তাঁহারে লইয়া গিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আইস; তাহা হইলে আমার প্রীতিসম্পাদন করা হয়। এ বিষয়ে আপত্তি করিলে আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব। তুমি কখনও আমার আজ্ঞালঙ্ঘন কর নাই। অতএব বৎস, কল্য প্রভাতেই মদীয় আদেশের অনুযায়ী কার্য্য করিবে, কোনও মতে অন্যথা করিবে না। আর, আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, আমি যে তাঁহারে এ জন্মের মত বিসর্জ্জন দিলাম, ভাগীরথী পার হইবার পূর্ব্বে জানকী যেন কোনও অংশে এ বিষয়ের কিছুমাত্র জানিতে না পারেন। তোমার হৃদয় কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ; এই নিমিত্ত তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র অবনত-বদনে অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তিন জনে জানকীর পরিত্যাগ-বিষয়ে তাঁহাকে তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, আপত্তিকরণে বিরত হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাম সকলকে বিদায় দিয়া বিশ্রামভবনে গমন করিলেন। চারি জনেরই যার পর নাই অসুখে রজনীযাপন হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বলিলেন, "সারথে, অবিলম্বে রথ প্রস্তুত করিয়া আন; আর্য্যা জানকী তপোবনদর্শনে গমন করিবেন।" সুমন্ত্র আদেশপ্রাপ্তিমাত্র রথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ জানকীর বাসভবনে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি তপোবনগমনের উপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হইয়া রথের প্রতীক্ষা করিতেছেন। লক্ষ্মণ সন্নিহিত হইয়া, 'আর্য্যে, অভিবাদন করি,' এই বলিয়া প্রণাম করিলেন। সীতা 'বৎস, চিরজীবী ও চিরসুখী হও;' এই বলিয়া অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে আশীর্ব্বাদ করিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্যে, রথ প্রস্তুতপ্রায়, প্রস্থানের অধিক বিলম্ব নাই।" সীতা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল-বদনে বলিলেন, "বৎস, অদ্য প্রভাতে তপোবনদর্শনে যাইব, এই আনন্দে আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই; সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি; রথ উপস্থিত হইলেই আরোহণ করি। আমি মনে করিয়াছিলাম, আর্য্যপুত্র এমন সময়ে আমার তপোবনগমনে আপত্তি করিবেন; তাহা না করিয়া প্রসন্নমনে অনুমোদন করাতে আমি কত প্রীতিলাভ করিয়াছি, বলিতে পারি না। বোধ হয়, আমি জন্মান্তরে অনেক তপস্যা করিয়াছিলাম; সেই তপস্যার বলে এমন অনুকূল পতি পাইয়াছি; আর্য্যপুত্রের মত অনুকূল পতি কখনও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আর্য্যপুত্রের স্নেহ, দয়া ও মমতার কথা মনে হইলে আমার সৌভাগ্যগর্ব্ব হইয়া থাকে। আমি দেবতাদের নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, যদি পুনরায় নারীজন্ম হয়, যেন আর্য্যপুত্রকে পতি পাই।" এই বলিয়া সীতা প্রীতিপ্রফুল্ল-নয়নে বলিলেন, "বৎস, বনবাসকালে মুনিপত্নীদের সহিত আমার নিরতিশয় প্রণয় হইয়াছিল; তাঁহাদিগকে দিবার নিমিত্ত এই সমস্ত বিচিত্র বসন ও মহামূল্য আভরণ লইয়াছি।"

এই বলিয়া সীতা সেই সমুদয় লক্ষ্মণকে দেখাইতেছেন, এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া সংবাদ দিল, সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করিয়া দ্বারদেশে আনিয়াছেন। সীতা তপোবনদর্শনে যাইবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিলেন। অনধিক সময়েই রথ অযোধ্যা হইতে বিনির্গত হইয়া জনপদে প্রবিষ্ট হইল। সীতা নয়নের ও মনের প্রীতিপদ প্রদেশ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া প্রীতমনে বলিতে লাগিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ, আমি যে এই সকল মনোহর প্রদেশ দেখিতেছি, ইহা কেবল আর্য্যপুত্রের প্রসাদের ফল; তিনি প্রসন্নমনে অনুমোদন না করিলে আমার ভাগ্যে এ প্রীতিলাভ ঘটিয়া উঠিত না। আমি যেমন আহ্লাদ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও তেমনই অনুকূলতাপ্রদর্শন করিয়াছেন।" লক্ষ্মণ মুগ্ধস্বভাবা সীতার এইরূপ হর্ষাতিশয় দেখিয়া এবং অবশেষে রামচন্দ্র কিরূপ অনুকূলতাপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া মনে মনে ম্রিয়মাণ হইলেন; অতি কষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিলেন এবং অনেক যত্নে ভাবগোপন করিয়া সীতার ন্যায় হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়দ্দূর গমন করিলে পর সীতা সহসা ম্লানবদনা হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "বৎস, এতক্ষণ আমি মনের আনন্দে আসিতেছিলাম; কিন্তু সহসা আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দক্ষিণ-নয়ন অনবরত

স্পন্দিত হইতেছে, সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে, অন্তঃকরণ যার পর নাই ব্যাকুল হইতেছে, পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছি। অকস্মাৎ এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখের আবির্ভাব হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি, আর্য্যপুত্র কেমন আছেন; হয় তাঁহার কোনও অশুভঘটনা হইয়াছে, নয় প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নের কোনও অনিষ্ট ঘটিয়াছে কিংবা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতেই কোনও অশুভ সংবাদ আসিয়াছে; তথায় গুরুজন কে কেমন আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, কোন প্রকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; নতুবা এমন আনন্দের সময় এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখসঞ্চার উপস্থিত হইবে কেন? বৎস, কি নিমিত্ত এরূপ হইতেছে, বল, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আর আমার তপোবনদর্শনে অভিলাষ হইতেছে না; আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাই। ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আর্য্যপুত্র সঙ্গে আসিবেন বলিয়াছিলেন, তাঁহার আসা হইল না কেন? রথে উঠিবার সময় আহ্লাদে তোমায় সে কথা জিজ্ঞাসিতে ভুলিয়াছিলাম। তাঁহার না আসাতে আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। বৎস, কি করি, বল; আমার চিত্তচাঞ্চল্য ক্রমেই প্রবল হইতেছে। রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বক্ষণে ঠিক এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, আবার কি সেইরূপ কোনও উৎপাত উপস্থিত হইবে? না জানি, কি সর্ব্বনাশই ঘটিবে! একবার মনে হইতেছে, তপোবনদর্শনে না আসিলে ভাল হইত, আর্য্যপুত্রের নিকটে থাকিলে কখনও এরূপ অসুখ উপস্থিত হইত না। এক একবার মনে হইতেছে, আর আমি এ জন্মে আর্য্যপুত্রকে দেখিতে পাইব না।"

সীতার এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া লক্ষ্মণ যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও শোকাকুল হইলেন; কিন্তু অতি কষ্টে ভাবগোপন করিয়া শুষ্ক-মুখে, বিকৃত-স্বরে বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি কাতর হইবেন না; রঘুকুল-দেবতারা আমাদের মঙ্গল করিবেন। বোধ হয়, সকলকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কেহ নিকটে নাই; এজন্যই আপনার এই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। আপনি অস্থির হইবেন না; কিয়ৎক্ষণ পরেই উহার নিবৃত্তি হইবে। মধ্যে মধ্যে সকলেরই চিত্তবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, সকল সময়ে এক ভাবে থাকে না। আপনি অত উৎকণ্ঠিত হইবেন না।"

সীতা লক্ষ্মণের মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য দর্শনে অধিকতর কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার ভাব দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমি কখনও তোমার মুখ এরূপ ম্লান দেখি নাই। যদি কোনও অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, স্পষ্ট করিয়া বল। বলি, আর্য্যপুত্র ভাল আছেন ত? কল্য অপরাহ্নের পর আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। বোধ হয়, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে এতক্ষণ এত অসুখ থাকিত না।" তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না; আপনার উৎকণ্ঠা ও অসুখ দেখিয়া আমিও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম ও অসুখবোধ করিয়াছিলাম; তাহাতেই আপনি আমার মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য লক্ষিত করিয়াছেন; নতুবা বাস্তবিক তাহা নহে; উহা মনে করিয়া আপনি বিরুদ্ধ ভাবনা উপস্থিত করিবেন না। যত ভাবিবেন, যত আন্দোলন করিবেন, ততই উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবে।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহাদের রথ

গোমতীতীরে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে সকলভুবন-প্রকাশক ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তগিরিশিখরে অধিরোহণ করিলেন। সায়ংসময়ে গোমতীতীর পরম রমণীয় হইয়া উঠে। তৎকালে তথায় অতি অসুস্থচিত্ত ব্যক্তিও সুস্থচিত্ত ও অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে সীতারও উপস্থিত আন্তরিক অসুখের সম্পূর্ণ অপসারণ হইল। লক্ষ্মণ দেখিয়া সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহারা সে রাত্রি সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। জানকী পথশ্রমে, বিশেষতঃ মনের উৎকণ্ঠায় সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং ত্বরায় তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি যতক্ষণ জাগরিত ছিলেন, লক্ষ্মণ সতর্ক হইয়া তাঁহাকে নানা মনোহর কথায় এরূপ ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন যে, তিনি অন্য কোনও দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবকাশ পান নাই। ফলতঃ, দিবাভাগে জানকীর যেরূপ অসুখসঞ্চার হইয়াছিল, রজনীতে তাহার আর কোনও লক্ষণ ছিল না।

প্রভাত হইবামাত্র তাঁহারা গোমতীতীর হইতে প্রস্থান করিলেন। সীতা বামে ও দক্ষিণে পরম রমণীয় প্রদেশ সকল নয়নগোচর করিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিন তাঁহার যেরূপ উৎকণ্ঠা ও অসুখ-সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইল না।

অবশেষে রথ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইল। ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া গিয়া সীতাকে এ জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইবে, এই ভাবিয়া লক্ষ্মণের শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আর তিনি ভাবগোপন বা অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। সীতা দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, কি কারণে তোমার এরূপ ভাব উপস্থিত হইল, বল।" তখন লক্ষ্মণ নয়নের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি ব্যাকুল হইবেন না; বহুকালের পর ভাগীরথীর দর্শনলাভ করিয়া আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাতেই অকস্মাৎ আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কপিলশাপে ভস্মাবশেষ হইয়াছিলেন; ভগীরথ কত কষ্টে গঙ্গা দেবীকে ভূমণ্ডলে আনিয়া তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করেন। বোধ হয়, তাহাই ভাগীরথীদর্শনে স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে এরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল।" সীতা একান্ত মুগ্ধস্বভাবা ও নিতান্ত সরলহৃদয়া; লক্ষ্মণের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া লক্ষ্মণকে বারংবার তাহার উদ্‌যোগ করিতে বলিতে লাগিলেন; কিন্তু গঙ্গা পার হইলেই যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তখন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরেই তরণীর সংযোগ হইল। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ রাখিতে বলিয়া সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন এবং কিয়ৎক্ষণমধ্যেই তাঁহারে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন। সীতা তপোবন দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্যে, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; আমার কিছু বক্তব্য আছে এই স্থানে নিবেদন করি।" এই বলিয়া তিনি অধোবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সীতা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! কিছু বলিবে বলিয়া এত

ব্যাকুল হইলে কেন? কি বলিবে, ত্বরায় বল; তোমার ভাবান্তর দেখিয়া আমার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। তুমি কি আসিবার সময় আর্য্যপুত্রের কোনও অশুভ-ঘটনা শুনিয়াছ, না অন্য কোনও সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে? কি হইয়াছে, শীঘ্র বল।" তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "দেবি, বলিব কি, আমার বাক্যনিঃসরণ হইতেছে না; আর্য্যের আজ্ঞাবহ হইয়া আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবে, তাহা আমি জানিতাম না। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, স্বপ্নেও তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে আমি সৌভাগ্যজ্ঞান করিতাম। যদি মৃত্যু অপেক্ষা কোনও অধিকতর দুর্ঘটনা থাকে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল, তাহা হইলে আজ আমার এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিতে হইত না। হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল!" এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া, লক্ষ্মণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।

সীতা লক্ষ্মণের ঈদৃশ অভাবিত ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; অনন্তর হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া অঞ্চল দ্বারা তদীয় নয়নের অশ্রু-মার্জ্জন করিয়া দিলেন এবং তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে কাতর-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কি কারণে তুমি এত ব্যাকুল হইলে? কি জন্যই বা তুমি মৃত্যুকামনা করিলে? তোমায় একান্ত বিকলচিত্ত দেখিতেছি; অল্প কারণে তুমি কখনই এত আকুল ও এত অস্থির হও নাই। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই? তুমি তদ্গতপ্রাণ, তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই জন্যই কল্য অপরাহ্ণে আমার তাদৃশ চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল। যাহা হয়, ত্বরায় বলিয়া আমার জীবনদান কর; আমার যাতনার একশেষ হইতেছে। ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, আমারই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; না হইলে এমন সময়ে তুমি এত ব্যাকুল হইতে না।"

সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দর্শনে লক্ষ্মণের শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্যনিঃসরণ রহিত হইয়া গেল। যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, অবশেষে অবশ্যই বলিতে হইবে, এই ভাবিয়া, লক্ষ্মণ বলিবার নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও ক্রমে তাঁহার মুখ হইতে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য নির্গত হইল না। তাঁহাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, সীতা তাঁহার হস্তে ধরিয়া, ব্যাকুলচিত্তে কাতর-বচনে বারংবার এই অনুরোধ করিতে লাগিলেন, 'বৎস! আর বিলম্ব করিও না; আর্য্যপুত্র যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, ত্বরায় বল; তুমি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না, আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে বল! তোমার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমারই কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কি হইয়াছে, ত্বরায় বল, বিলম্ব করিও না; আমি আর এক মুহূর্ত্ত এরূপ সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে পারিব না; যাহা হয় বলিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই? যদি তিনি কুশলে থাকেন, আমার আর যে সর্ব্বনাশ ঘটুক না কেন, আমি তাহাতে তত কাতর হইব না।

আমার মাথা খাও, তোমায় আর্য্যপুত্রের দোহাই, শীঘ্র বল; আর বিলম্ব করিলে তুমি অধিক ক্ষণ আমায় জীবিত দেখিতে পাইবে না। যদি যাতনা দিয়া আমার প্রাণ-বধ করা তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না।'

সীতার এইরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া লক্ষ্মণ ভাবিলেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। তখন অনেক যত্নে চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া, অতি কষ্টে বাক্যনিঃসরণ করিলেন; বলিলেন, "আর্য্যে, বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি একাকিনী রাবণ-গৃহে ছিলেন; সেই কারণে পৌরগণ ও জানপদবর্গ আপনার চরিত্র-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অপবাদকীর্ত্তন করিয়া থাকে। আর্য্য ইহা অবগত হইয়া একবারে স্নেহ, দয়া ও মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া, অপবাদ-বিমোচনের নিমিত্ত আপনার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমায় এই আদেশ দিয়াছেন, 'তুমি তপোবনদর্শনের ছলে লইয়া গিয়া বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিবে।' এই সেই বাল্মীকির আশ্রম।"

এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতাও শ্রবণমাত্র গত-চেতনা হইয়া বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি অনেক যত্নে জানকীর চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। জানকী চেতনালাভ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় স্থির-নয়নে লক্ষ্মণের মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ হতবুদ্ধির ন্যায়, চিত্রার্পিতের প্রায় অধোবদনে, গলদশ্রু-নয়নে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল; সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া সীতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, তাহার কিছু দেখিতে না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া কেবল অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া, কে কখন্ আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে, বল? বুঝিলাম, যাবজ্জীবন দুঃখ-ভোগের নিমিত্তই আমার নারীজন্ম হইয়াছিল। বৎস, অবশেষে আমার যে এ অবস্থা ঘটিবে, তাহা কাহার মনে ছিল! বহু কালের পর আর্য্যপুত্রের সহিত সমাগম হইলে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি এই অবধি দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু বিধাতা যে আমার কপালে সহস্রগুণ অধিক দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। হায় রে বিধাতা! তোর মনে কি এতই ছিল?"

এই বলিতে বলিতে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বাক্য-নিঃসরণ করিতে পারিলেন না; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, "লক্ষ্মণ, নিষ্ঠুর বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখ-ভোগ লিখিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা বিধাতার অপরাধ কি; সকলেই আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করে। আমি জন্মান্তরে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, এ জন্মে সেইরূপ ফলভোগ করিতেছি। বোধ করি, পূর্ব্বজন্মে কোনও পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিবিয়োজিতা করিয়াছিলাম; সেই মহাপাপেই আজ

আমার এই দুরবস্থা ঘটিল ; নতুবা আর্য্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া ও মমতায় পরিপূর্ণ ; আমিও যে একান্ত পতিপ্রাণা ও শুদ্ধচারিণী, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন ; তথাপি যে এমন সময়ে আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, সে কেবল আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ। বৎস! আমি বনবাসে কাতর নহি। আর্য্যপুত্রের সহবাসে বহুকাল বনবাসে ছিলাম ; তাহাতে এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। আর্য্যপুত্রসহবাসে যাবজ্জীবন বনবাসে থাকিলেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ হইত না। সে যাহা হউক, আমার অন্তঃকরণে এই দুঃখ হইতেছে, আর্য্যপুত্র কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুনিপত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব! তাঁহারা আর্য্যপুত্রকে করুণাসাগর বলিয়া জানেন ; আমি প্রকৃত কারণ বলিলে তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা ভাবিবেন, আমি কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। বৎস! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, এই মুহূর্ত্তে তোমার সমক্ষে জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আমার জীবনধারণের ফল কি, বল ? এমন অবস্থাতেও কি প্রাণ রাখিতে হয় ? আমি আশ্চর্য্যবোধ করিতেছি, আর্য্যপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াও আমার প্রাণবিয়োগ ঘটিতেছে না। বোধ করি, আমার মত কঠিন প্রাণ আর কারও নাই ; নতুবা এখনও নির্গত হইতেছে না কেন ? অথবা বিধাতা আমায় চিরদুঃখিনী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ; প্রাণত্যাগ হইলে তাঁহার সে সঙ্কল্প বিফল হইয়া যায়, এজন্যই জীবিত রহিয়াছি।”

এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে সীতা দীর্ঘ-নিশ্বাস সহকারে ‘হায় ! কি হইল’ বলিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। সুশীল লক্ষ্মণ দেখিয়া শুনিয়া নিরতিশয় কাতর ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া অবিরলধারায় বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন এবং রামচন্দ্রের অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব লোকানুরাগপ্রিয়তাই এই অভূতপূর্ব্ব ভয়ানক অনর্থের মূল, এই ভাবিয়া যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া বলিতে লাগিলেন, “যদি ইতঃপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে এই লোকবিগর্হিত ধর্ম্মবিবর্জ্জিত বিষম কাণ্ড দেখিতে হইত না। আমি আর্য্যের আজ্ঞাপ্রতিপালনে সম্মত হইয়া অতি অসৎকর্ম্মই করিয়াছি। আমার মত পাষণ্ড ও পাষাণহৃদয় আর নাই ; নতুবা এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিব কেন ? কেমন করিয়া এমন সরলহৃদয়া, শুদ্ধচারিণী, পতিপ্রাণা কামিনীকে এরূপ সর্ব্বনাশের কথা শুনাইলাম ? যদি আর্য্যের আদেশ-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া আমায় এ জন্মের মত তাঁহার বিরাগভাজন ও জন্মান্তরে নিরয়গামী হইতে হইত, তাহাও আমার পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর ছিল। সর্ব্বথা আমি অতি অসৎকর্ম্ম করিয়াছি। হা বিধাতঃ ! কেন তুমি আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণে প্রবৃত্তি দিয়াছিলে ? হা কঠিন হৃদয়! তুমি এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন ? হা দগ্ধ কলেবর! তুমি এখনও সর্ব্ব অবয়বে বিশীর্ণ হইতেছ না কেন ? আর আমি আর্য্যার এ অবস্থা দেখিতে পারি না। হা আর্য্য ! তোমার যে এমন কঠিন হৃদয়, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। যদি তোমার মনে এতই ছিল, তবে আর্য্যার উদ্ধারসাধনে তত সচেষ্ট হইবার কি প্রয়োজন ছিল ?

দশানন হরণ করিয়া লইয়া গেলে পর উন্মত্ত ও হতচেতন হইয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল? তুমি অবশেষে এই করিবে বলিয়া কি আমরা লঙ্কাসমরের দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলাম? যাহা হউক, তোমার মত নির্দ্দয় ও নৃশংস ভূমণ্ডলে নাই।"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ ও রামচন্দ্রের ভর্ৎসনা করিয়া লক্ষ্মণ উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণপূর্ব্বক সীতার চৈতন্যসম্পাদনে সযত্ন হইলেন। চেতনাসঞ্চার হইলে সীতা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া স্নেহভরে সম্ভাষণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "বৎস! ধৈর্য্য অবলম্বন কর; আর বিলাপ ও পরিতাপ করিও না। সকলই অদৃষ্টাধীন; আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে; তুমি আর সে জন্য কাতর হইও না; শোকসংবরণ কর। আমার ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া ত্বরায় তুমি আর্য্যপুত্রের নিকটে যাও। তিনি আমায় বনবাস দিয়া কাতর ও অস্থির হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; যাহাতে তাঁহার শোকের নিবারণ ও চিত্তের স্থিরতা হয়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হইবে; তাঁহাকে বলিবে, আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ক্ষোভ করিবার আবশ্যকতা নাই; তিনি সদ্বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন। প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম; আমায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি রাজধর্ম্মপ্রতিপালন করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন জানি; তিনি যে কেবল লোকাপবাদের ভয়ে এই কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তিনি যেন শোকশূন্য ও ক্ষোভশূন্য হইয়া প্রশস্ত মনে প্রজাপালনে নিয়ত ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, যদিও আমি লোকাপবাদভয়ে অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম, যেন তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে একবারে অপসারিত না হই। আমি তপোবনে থাকিয়া এই উদ্দেশে ঐকান্তিক চিত্তে তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন। আর তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে, যদিও ভার্য্যাভাবে আমায় নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, কিন্তু যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য করেন। তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর; যেখানে থাকি, তাঁহার অধিকারবহির্ভূত নই।"

এই বলিয়া, একান্ত শোকাকুল হইয়া, সীতা কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর নিতান্ত কাতর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ, আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, আমি সে জন্য তত কাতর নহি; পাছে আর্য্যপুত্রের মনে ক্লেশ হয়, সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইতেছি। তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিবে তিনি যেন শোকসংবরণ করিয়া ত্বরায় সুস্থচিত্ত হন। আমার ক্লেশের একশেষ হইয়াছে, যথার্থ বটে; কিন্তু সে জন্য আমি তাঁহাকে অণুমাত্র দোষ দিব না; আমার যেমন অদৃষ্ট, তেমনই ঘটিয়াছে; তজ্জন্য তিনি যেন ক্ষোভ না করেন। বৎস, তোমায় আমার অনুরোধ এই, তুমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে, ক্ষণকালের নিমিত্তও তাঁহারে একাকী থাকিতে দিবে না; একাকী থাকিলেই, তাঁহার উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবে। তিনি ভাল থাকিলেই আমার ভাল। যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে।" এই বলিয়া, লক্ষ্মণের হস্তে ধরিয়া, সীতা বাষ্পপরিপ্লুত-লোচনে করুণবচনে বলিলেন, "তুমি আমার নিকট শপথ করিয়া বল, এ বিষয়ে কদাচ ঔদাস্য করিবে না? তপোবনে থাকিয়া যদি লোকমুখে শুনিতে পাই, আর্য্যপুত্র কুশলে

আছেন, তাহা হইলেই আমার সকল দুঃখ দূর হইবে।”

এই বলিতে বলিতে সীতার নয়নযুগল হইতে অবিরল-ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদীয় পতিপরায়ণতার সম্পূর্ণ প্রমাণপূর্ণ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া লক্ষ্মণের শোকপ্রবাহ প্রবল বেগে প্রোচ্ছলিত হইয়া উঠিল; নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সীতা সান্ত্বনাবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন,“বৎস! শোকাবেগ সংবরণ করিয়া ত্বরায় তুমি আর্য্যপুত্রের নিকটে যাও, আর বিলম্ব করিও না।” বারংবার এইরূপ বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে বিদায় দিবার নিমিত্ত নিরতিশয় ব্যস্ত হইলেন। লক্ষ্মণ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং গলদশ্রুলোচনে কাতরবচনে বলিতে লাগিলেন, “আর্য্যে, আপনি পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন, আমি আর্য্যের একান্ত আজ্ঞাবহ; যখন যে আদেশ করেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতিপালনে প্রবৃত্ত হই। প্রাণান্তস্বীকার করিয়াও অগ্রজের আজ্ঞাপ্রতিপালন করা অনুজের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। আমি সেই অনুজধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া আর্য্যের এই বিষম আজ্ঞার প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যে পাষাণহৃদয়ের কর্ম্ম করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিলাম। প্রার্থনা এই, আমার উপর আপনার যে অপরিসীম স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তাহার যেন বৈলক্ষণ্য না হয়। আর আর্য্যের আদেশ অনুসারে এরূপ নৃশংস আচরণ করিয়া আমি যে বিষম অপরাধ করিলাম, কৃপা করিয়া আমার সেই অপরাধের মার্জ্জনা করিবেন।”

লক্ষ্মণকে এইরূপ শোকাভিভূত দেখিয়া সীতা বলিলেন, “বৎস! তোমার অপরাধ কি? তুমি কেন অকারণে এত কাতর হইতেছ ও পরিতাপ করিতেছ? তোমার উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কথা দূরে থাকুক, আমি কায়মনোবাক্যে দেবতাদের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করিব, যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর পাই; তুমি চিরজীবী হও। তুমি অযোধ্যায় গিয়া আর্য্যপুত্রের চরণে আমার প্রণাম জানাইবে। ভরত, শত্রুঘ্ন ও আমার ভগিনীদিগকে স্নেহসম্ভাষণ বলিবে; শ্বশ্রূদেবীরা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদিত করিবে। বৎস! তোমায় আর একটি কথা বলিয়া দি। আমি চিরদুঃখিনী, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই; সুতরাং আমার যে সর্ব্বনাশ ঘটিল, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু এই করিও, যেন আমার ভগিনীগুলি কষ্ট না পায়। তাহারা আমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইবে; যাহাতে ত্বরায় তাহাদের শোকনিবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে তোমরা তিন জনে সতত যত্ন করিও; তাহারা সুখে থাকিলেও অনেক অংশে আমার দুঃখনিবারণ হইবে। তাহাদিগকে বলিবে, আমি আপন অদৃষ্টের ফলভোগ করিতেছি; আমার জন্য শোকাকুল হইবার ও ক্লেশভোগ করিবার প্রয়োজন নাই।”

এই বলিয়া স্নেহভরে বারংবার আশীর্ব্বাদ করিয়া সীতা লক্ষ্মণকে প্রস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ, বাষ্পাকুল-লোচনে ও শোকাকুলবচনে, ‘আর্য্যে, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন,’ অঞ্জলিবন্ধপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। সীতা অবিচলিত-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। নৌকা অল্পক্ষণেই

ভাগীরথীর অপর পারে সংলগ্ন হইল। লক্ষ্মণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দনয়নে জানকীরে নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ সীতাকে দেখিতে পাওয়া গেল, লক্ষ্মণ অনিমিষনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; সীতাও চিত্রার্পিতপ্রায় রথে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রথ ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইল। তখন লক্ষ্মণ আর সীতাকে লক্ষিত করিতে না পারিয়া হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতাও রথ নয়নপথ-বহির্ভূত হইবামাত্র যূথবিরহিত কুররীর ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সীতার ক্রন্দনশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সন্নিহিত ঋষিকুমারেরা শব্দ অনুসারে ক্রন্দনস্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কামিনী হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। দেখিয়া, তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে যার পর নাই কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তাঁহারা ত্বরিতগমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্রবচনে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্, আমরা ফল, কুসুম, কুশ, সমিধ আহরণের নিমিত্ত ভাগীরথীসন্নিহিত অটবীবিভাগে পর্য্যটন করিতেছিলাম, অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, এক অলৌকিক-রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণা কামিনী নিতান্ত অনাথার ন্যায় একান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কমলা দেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তিনি কে, কি কারণে রোদন করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না; কিন্তু তাঁহার কাতরভাবের অবলোকন ও বিলাপবাক্যের আকর্ণন দ্বারা আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমরা সাহস করিয়া তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। অবশেষে আপনাকে সংবাদ দেওয়া উচিত বিবেচনায় ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি। এক্ষণে যাহা বিহিত বোধ হয়, করুন।"

মহর্ষি ঋষিকুমারদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং সীতার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সস্নেহ সম্ভাষণ পুরঃসর প্রশান্ত-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "বৎসে! বিলাপ করিও না; কি কারণে তুমি আমার তপোবনে আসিয়াছ, তোমার আসিবার পূর্ব্বেই আমি তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি মিথিলাধিপতি রাজা জনকের দুহিতা, কোশলাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের মহিষী। রামচন্দ্র অমূলক লোকাপবাদ শ্রবণে চলচিত্ত ও সদসৎপরিবেদনাবিহীন হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে তোমায় নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।" সীতা সান্ত্বনাবাদ-শ্রবণে নয়নের অশ্রু মার্জ্জন করিলেন এবং সৌম্যমূর্ত্তি মহর্ষিকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া গললগ্নবসনে তদীয় চরণে প্রণাম করিলেন। বাল্মীকি, 'রঘুকুলোচিত তনয় প্রসব কর' এই আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎসে! আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, আশ্রমে চল; আমি আপন তনয়ার ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তথায় থাকিয়া তুমি কোনও বিষয়ে কোনও ক্লেশ পাইবে না। জনপদবাসীরা 'বন' এই শব্দ শুনিলে ভয়াকুল হয়; কিন্তু তপোবনে ভয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। ঋষিদের

তপস্যার প্রভাবে হিংস্র জন্তুরাও স্বভাবসিদ্ধ হিংসাপ্রবৃত্তি দূরীভূত করিয়া পরস্পর সৌহৃদ্যভাবে কালহরণ করে। তপোবনের এরূপ মহিমা যে, স্বল্প কাল অবস্থিতি করিলেই চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন হয়। তোমায় আসন্নপ্রসবা দেখিতেছি। প্রসবের পর অপত্যসংস্কারবিধি যথাবিধি সমাহিত হইবে, কোনও অংশে অঙ্গহীন হইবে না। সমবয়স্কা মুনিকন্যারা তোমার সহচরী হইবেন; তাঁহাদের সহবাসে তোমার বিলক্ষণ চিত্তবিনোদন হইবে। বিশেষতঃ তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু, সুতরাং আমার তপোবনে থাকিয়া তোমার পিতৃগৃহবাসের সকল সুখ সম্পন্ন হইবে; আমি অপত্যনির্বিশেষে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। অতএব বৎসে, আর বিলম্ব করিও না, আমার অনুগামিনী হও।”

এই বলিয়া সীতারে সমভিব্যাহারে লইয়া মহর্ষি তপোবনে প্রবেশ করিলেন এবং সকল বিষয়ের সবিশেষ বলিয়া দিয়া সমবয়স্কা মুনিকন্যাদের হস্তে সীতার ভারার্পণ করিলেন। মুনিকন্যারা তদীয়সমাগমলাভে পরম প্রীতি ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং যাহাতে ত্বরায় তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন হয়, সে বিষয়ে অশেষবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সীতাকে বনবাস দিয়া রাম যার পর নাই অধৈর্য্য ও শোকাভিভূত হইলেন এবং আহার, বিহার, রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া অন্যের প্রবেশপ্রতিষেধ পূর্ব্বক, একাকী আপন বাসভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাকে নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া জানিতেন এবং পৃথিবীতে যত প্রিয় পদার্থ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভালবাসিতেন। বস্তুতঃ উভয়ের এক মন, এক প্রাণ; কেবল শরীর মাত্র বিভিন্ন ছিল। সীতা যেরূপ সাধুশীলা ও সরলান্তঃকরণা, রামও সর্ব্বাংশে তদনুরূপ ছিলেন; সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা, পতিহিতৈষিণী, ও পতিসুখে সুখিনী; রামও সেইরূপ সীতাগতপ্রাণ, সীতাহিতাকাঙ্ক্ষী ও সীতাসুখে সুখী ছিলেন। গৃহে রাজভোগে থাকিলে তাঁহাদের যেরূপ সুখে সময় অতিবাহিত হইত; বনবাসে পরস্পর সন্নিধান বশতঃ বরং তদপেক্ষা অধিক সুখে কালযাপন হইয়াছিল। বনবাস হইতে বিনিবৃত্ত হইলে তাঁহাদের পরস্পর প্রণয় ও অনুরাগ শত গুণে প্রগাঢ় হইয়া উঠে উভয়েই উভয়কে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। রাম কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; সুতরাং সীতানির্ব্বাসনশোক তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

রামের আন্তরিক অসুখের সীমা ছিল না। কেনই আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; কেনই আমি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম; কেনই আমি পুনরায় রাজ্যের ভারগ্রহণ করিলাম; কেনই আমি দুর্ম্মুখকে পৌরগণের ও জানপদবর্গের অভিপ্রায় পরিজ্ঞানের নিমিত্ত নিয়োজিত করিলাম, কেনই আমি লক্ষ্মণের উপদেশ অনুসারে না চলিলাম, কেনই আমি নিতান্ত নৃশংস হইয়া সীতারে বনবাস দিলাম, কেনই আমি নিরতিশয় ক্লেশকর অকিঞ্চিৎকর রাজ্যভার বিসর্জ্জন দিয়া সীতার সমভিব্যাহারী না হইলাম, বলিয়া মনকে

প্রবোধ দিব; কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব; প্রিয়ারে বনবাস দেওয়া অপেক্ষা আমার আত্মঘাতী হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃকল্প ছিল। ইত্যাদি প্রকারে তিনি অহোরাত্র বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দুঃসহ শোকানলে নিরন্তর জ্বলিত হইয়া তাঁহার শরীর অল্প দিনের মধ্যেই অর্দ্ধাবশিষ্ট হইল।

তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ন-সময়ে লক্ষ্মণ নিতান্ত দীনভাবাপন্ন মনে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে রামচন্দ্রের বাসভবনে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখদেশে দণ্ডায়মান হইয়া গলদশ্রুলোচনে গদ্গদবচনে নিবেদন করিলেন, "আর্য্য, দুরাত্মা লক্ষ্মণ আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আসিল।" রাম অবলোকন ও আকর্ণনমাত্র 'হা প্রেয়সি!' বলিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণ একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়াও, বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন তিনি কিয়ৎক্ষণ শূন্যনয়নে লক্ষ্মণের মুখনিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার ও অতিদীর্ঘনিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক "ভাই লক্ষ্মণ! তুমি জানকীরে কোথায় রাখিয়া আসিলে? আমি তাঁহার বিরহে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব; আর যে যাতনা সহ্য হয় না।" এই বলিয়া লক্ষ্মণের গলায় ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়েই অধৈর্য্য হইয়া কিয়ৎক্ষণ বাষ্পবিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ অতি কষ্টে স্বীয় শোকাবেগের সংবরণ করিয়া রামের সান্ত্বনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাম কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া লক্ষ্মণের মুখে সীতাবিলাপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হইয়া তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া রহিলেন এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপারের আলোচনা করিতে করিতে দুঃসহ শোকভার আর সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

লক্ষ্মণ পুনরায় পরমযত্নে রামচন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদন করিলেন এবং তাঁহার তাদৃশী দশা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর্য্য যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহাতে এ জন্মে আর সুস্থচিত্ত হইতে পারিবেন না। শোকাপনোদনের কোনও উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, সান্ত্বনার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি এইরূপ আলোচনা করিয়া বিনয়পূর্ণ প্রণয়গর্ভ বচনে বলিলেন, "আর্য্য! শোকে ও মোহে এরূপ অভিভূত হওয়া ভবাদৃশ মহানুভাবের পক্ষে কদাচ উচিত নহে। আপনি সকলই বুঝিতে পারেন। যাদৃশ বিধিনির্ব্বন্ধ ছিল ঘটিয়াছে; নতুবা আপনি অকারণে অথবা সামান্য কারণে আর্য্যাকে বিসর্জ্জন দিবেন, ইহা কাহার মনে ছিল! বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, উন্নতি হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে, জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে। এই চিরপরিচিত সাংসারিক নিয়মের কোনও কালে অন্যভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমুদয়ের আলোচনা করিয়া আপনার শোকসংবরণ করা উচিত, বিশেষতঃ আপনি সকল লোকের হিতানুশাসন-কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়াছেন; সে জন্যও আপনার শোকাভিভূত হওয়া বিধেয় নহে। প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ শোকের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ভবাদৃশ মহানুভাবদিগের একান্ত শোকাভিভূত হওয়া কদাচ উচিত হয় না। প্রাকৃত লোকেই শোকে ও মোহে বিচেতন

হইয়া থাকে। অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন করুন এবং অন্তঃকরণ হইতে অকিঞ্চিৎকর শোককে নিষ্কাশিত করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন। আর আপনার ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে আর্য্যারে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। আর্য্যাকে গৃহে রাখিলে প্রজালোকে বিরাগপ্রদর্শন করিবে, কেবল এই আশঙ্কায় আপনি তাঁহাকে বনবাস দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত শোকাকুল হইলে সে আশঙ্কার নিরাস হইতেছে না। সুতরাং যে দোষের পরিহারমানসে আপনি ঈদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, সেই দোষ পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিতেছে; আর্য্যার পরিত্যাগে কোনও ফলোদয় হইতেছে না। আর ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি যত দিন শোকাভিভূত থাকিবেন, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না। প্রজাপালনকার্য্য উপেক্ষিত হইলে রাজধর্ম্ম-প্রতিপালন হয় না। অতএব সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, আর অধিক শোক ও মনস্তাপ করা কোনও ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। অতীত বিষয়ের অনুশোচনায় কালহরণ করা সদ্বিবেচনার কার্য্য নয়।"

লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে রাম কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! তোমার উপদেশবাক্য শুনিয়া আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যথার্থ বলিয়াছ, আমি যে উদ্দেশে জানকীরে বনবাস দিয়া রাক্ষসের ন্যায় নিরতিশয় নৃশংস আচরণ করিলাম, এক্ষণে তাঁহার জন্য শোকাকুল হইলে তাহা বিফল হইয়া যায়। বিশেষতঃ শোকের ধর্ম্মই এই, তাহাতে অভিভূত হইলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতে থাকে। শোকাভিভূত ব্যক্তি অভীষ্টলাভ করিতে পারে না, কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা বশতঃ প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়। অতএব এই মুহূর্ত্ত অবধি আমি শোকসংবরণে যত্নবান্ হইলাম। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর আমি শোকে অভিভূত হইব না। প্রজালোকে কোনও ক্রমে আমায় শোকাভিভূত বোধ করিতে পারিবে না। অমাত্যদিগকে বল, কল্য অবধি রীতিমত রাজকার্য্যপর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব; তাঁহারা যেন যথাকালে সমস্ত আয়োজন করিয়া কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকেন।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র অবনতবদনে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর অশ্রুপূর্ণলোচনে আকুলবচনে বলিতে লাগিলেন, "হায়! রাজত্ব কি বিষম অসুখের ও বিপদের আস্পদ! লোকে কি সুখভোগের লোভে রাজ্যাধিকারলাভের কামনা করে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রাজ্যের ভারগ্রহণ করিয়া আমায় এ জন্মের মত সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল। যার পর নাই নৃশংস হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাস দিলাম। এক্ষণে তাঁহার জন্য যে অশ্রুপাত করিব, তাহারও পথ নাই। রাজত্বলাভে এই ফল দর্শিয়াছে যে, আমাকে স্নেহ, দয়া, মমতা ও ভদ্রতার বিসর্জ্জন দিতে হইল। উত্তরকালীন লোকেরা নিতান্ত নৃশংস অথবা নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া আমায় গণনা ও কলঙ্কঘোষণা করিবে।"

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া রাম কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণকে বিদায় দিলেন এবং ধৈর্য্যাবলম্বন ও শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক পরদিন প্রভাত অবধি যথানিয়মে রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তিনি রাজকার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন বটে এবং লোকেও বাহ্য আকার

দর্শনে বোধ করিতে লাগিল, রামচন্দ্র বড় ধৈর্য্যশীল, অনায়াসেই দুঃসহ শোকের সংবরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ নিরন্তর দুর্বিষহ শোকদহনে দগ্ধ হইতে লাগিল। নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, এই শোক ও ক্ষোভ বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় তাঁহাকে সতত মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতে লাগিল। কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে তিনি জানকীরে নির্ব্বাসিত করেন; এক্ষণেও কেবল সেই লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়েই বাহ্য আকারে শোকসংবরণ করিলেন। যৎকালে তিনি নৃপাসনে আসীন হইয়া মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় স্থিরচিত্তে রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বোধ করিত, ভূমণ্ডলে তাঁহার তুল্য ধৈর্য্যশীল পুরুষ আর নাই। কিন্তু রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেই তিনি যৎপরোনাস্তি বিকলচিত্ত হইতেন। লক্ষ্মণ সদা সন্নিহিত থাকিতেন এবং সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার শোকানল প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। ফলতঃ তিনি কেবল হাহাকার, বাষ্পমোচন, আত্মভর্ৎসন ও সীতার গুণকীর্ত্তন করিয়া বিশ্রামসময় অতিবাহিত করিতেন। এইরূপে দুর্নিবার সীতাবিবাসনশোকে একান্ত আক্রান্ত হইয়া তিনি দিন দিন কৃশ, মলিন, দুর্ব্বল ও সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ রাজকার্য্য ব্যতীত আর কোনও বিষয়েই তাঁহার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ রহিল না।

এ দিকে কিয়দ্দিন পরে জানকী দুই যমল কুমার প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি যথাবিধানে জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। মুনিতনয়ারা সীতার সন্তানপ্রসব দর্শনে যার পর নাই হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত আশ্রমে অতি মহান্ আনন্দ-কোলাহল হইতে লাগিল। সীতা দুঃসহ প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া কিয়ৎক্ষণ অচেতনপ্রায় ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিলে মুনিতনয়ারা উল্লসিতমনে প্রীতিপূর্ণ বচনে বলিলেন, "জানকি! আজ বড় আনন্দের দিন; সৌভাগ্যক্রমে তুমি পরমসুন্দর কুমারযুগল প্রসব করিয়াছ।" সীতা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র প্রফুল্ল ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে শোকভরে নিতান্ত অভিভূত হইয়া অবিরলধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মুনিকন্যারা সস্নেহ সম্ভাষণ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি জানকি! এমন আনন্দের সময় শোকাকুল হইলে কেন?" বাষ্পভরে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়াছিল; এ জন্য তিনি কিয়ৎক্ষণ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না; অনন্তর উচ্ছলিত শোকাবেগের কিঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "অয়ি প্রিয়সখিগণ! তোমরা কি কিছুই জান না যে, আমি এমন আনন্দের সময় কি জন্য শোকাকুল হইলাম, জিজ্ঞাসা করিতেছ? পুত্র প্রসব করিলে স্ত্রীলোকের আহ্লাদের একশেষ হয় যথার্থ বটে; কিন্তু কেমন অবস্থায় আমার সেই আহ্লাদের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার যে এ জন্মের মত সকল সুখ, সকল সাধ, সকল আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি এই হতভাগ্যেরা আমার গর্ভে না থাকিত, তাহা হইলে যে মুহূর্ত্তে লক্ষ্মণ পরিত্যাগবাক্য শুনাইলেন, সেই মুহূর্ত্তে আমি জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম; অথবা অন্য কোনও প্রকারে আত্মঘাতিনী হইতাম।

আমার কি আবার প্রাণ রাখিতে হয়, না লোকালয়ে মুখ দেখাইতে হয় ?”

এই বলিয়া একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়া জানকী অনিবার্য্য বেগে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মুনিকন্যারা সীতার ঈদৃশ হৃদয়বিদারণ বিলাপবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং প্রণয়পূর্ণ বচনে বলিতে লাগিলেন, “প্রিয়সখি ! শোকাবেগের সংবরণ কর ; যাহা বলিতেছ, যথার্থ বটে ; কিন্তু অধিক দিন তোমায় এ অবস্থায় কালযাপন করিতে হইবে না। রাজা রামচন্দ্রের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহাতেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ঈদৃশ অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব নৃশংস আচরণ করিয়াছেন। আমরা পিতার মুখে শুনিয়াছি, তুমি অচিরে পরিগৃহীতা হইবে ; অতএব শোকসংবরণ কর।” মুনিতনয়াদিগের সান্ত্বনাবাদ-শ্রবণে সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিতনয়াদিগের কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইল ; তাঁহারাও শোকাভিভূত হইয়া প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সদ্যঃপ্রসূত বালকেরা রোদন করিয়া উঠিল। স্নেহের এমনই মহিমা ও মোহিনী শক্তি যে, তাহাদের ক্রন্দনশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র জানকী এককালে সকল শোক বিস্মৃত হইলেন এবং স্নেহভরে তাহাদের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।”

কুমারেরা শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জানকীর নয়নের ও মনের অনির্ব্বচনীয় আনন্দসম্পাদন করিতে লাগিল। যখন তাহারা আধ আধ কথায় ‘মা মা’ বলিয়া আহ্বান করিত, যখন তাহাদের সন্নিবেশিত-মুক্তাকলাপ-সদৃশ দন্তগুলি দৃষ্টিগোচর হইত, যখন তাহাদের অস্ফোচ্চারিত মৃদু-মধুর বচনপরম্পরা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, যখন তিনি তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে তাহাদের মুখচুম্বন করিতেন, তখন তিনি সকল শোক বিস্মৃত হইতেন ; তাঁহার সর্ব্বশরীর অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় শীতল ও নয়নযুগল আনন্দাশ্রুসলিলে পরিপ্লুত হইত।

কুশ ও লব পঞ্চমবর্ষীয় হইলে মহর্ষি বাল্মীকি তাহাদের চূড়াকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া বিদ্যারম্ভ করাইলেন। বালকেরা অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভার প্রভাবে অল্পকালমধ্যেই বিবিধ বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে বাল্মীকি রাবণবধ পর্য্যন্ত লোকোত্তর রামচরিত অবলম্বন করিয়া রামায়ণ নামে বহুবিস্তৃত মহাকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম তিনি সেই অমৃতরসবর্ষী অপূর্ব্ব মহাকাব্য রামচন্দ্রের পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। তাহারা স্বল্প সময়েই সেই বিচিত্র গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিল এবং সীতার সমক্ষে মধুর-স্বরে আবৃত্তি করিয়া তাঁহার শোকনিবৃত্তি করিতে লাগিল। একাদশ বর্ষে মহর্ষি তাহাদের উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন করিয়া বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বালকেরা সংবৎসরকালেই সমগ্র বেদশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিল।

কুশ ও লবের বয়ঃক্রম পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর হইল ; কিন্তু তাহারা কে, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। তাহারা ঋষিকুমার ও তাহাদের জননী ঋষিপত্নী তাহাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল। ফলতঃ জানকী যে ভাবে তপোবনে কালযাপন করিতেন, তাঁহাকে দেখিলে কেহ ঋষিপত্নী ব্যতীত আর কিছুই বোধ করিতে পারিত না এবং

তাহাদেরও দুই সহোদরের আচার ও অনুষ্ঠান নয়নগোচর করিলে ঋষিকুমার ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা জানকীকে জননী বলিয়া জানিত; কিন্তু তিনি যে মিথিলাধিপতির তনয়া, অথবা কোশলাধিপতির মহিষী, তাহা জানিতে পারে নাই। বাল্মীকি, যত্নপূর্ব্বক এই বিষয় তাহাদের বোধবিষয় হইতে সঙ্গোপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তপোবনবাসীদিগকে এরূপ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ ভ্রমক্রমেও তাহাদের সমক্ষে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিত না; আর সীতাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনিও যেন কোনও ক্রমে তনয়দিগের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান না করেন; তদনুসারে সীতাও তাহাদের নিকট কখনও স্বসংক্রান্ত কোনও কথার উল্লেখ করেন নাই। তাহারা রামায়ণে রামের ও সীতার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের জননী যে জনকনন্দিনী অথবা রামের সহধর্ম্মিণী, তাহা জানিতে পারে নাই; সুতরাং ঐ মহাকাব্যে নিজ জনক-জননীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। এইরূপে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কুশ ও লব আত্মস্বরূপপরিজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপ অনধিকারী ছিল।

জননীর অনির্ব্বচনীয় স্নেহসহকৃত প্রযত্ন ব্যতিরেকে যত দিন পর্যান্ত সন্তানের জীবনরক্ষা সম্ভাবিত নয়; তাবৎ কাল জানকী সর্ব্বশোকবিস্মরণ পূর্ব্বক অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কুশ ও লবের লালন-পালনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহাদের শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইলে মাতৃযত্নের তাদৃশী অপেক্ষা রহিল না। তখন তিনি তাহাদের বিষয়ে এক প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া ঋষিপত্নীদিগের ন্যায় তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনাই তদীয় তপস্যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যদিও রাম নিতান্ত নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি এক ক্ষণের জন্য সীতার অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি রোষ বা বিরাগের উদয় হয় নাই। তিনি যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার নিজের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে, এই বিবেচনা করিতেন; ভ্রমক্রমেও ভাবিতেন না যে, সে বিষয়ে রামচন্দ্রের কোনও অংশে কিছুমাত্র দোষ আছে। বস্তুতঃ রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত ভক্তি ও ঐকান্তিক অনুরক্তি ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি দেবতাদিগের নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেন, যেন রামচন্দ্র কুশলে থাকেন এবং জন্মান্তরে তিনি যেন রামচন্দ্রেরই সহধর্ম্মিণী হয়েন। তিনি দিবাভাগে তপস্যাকার্য্যে ব্যাপৃত ও সমভাবাপন্ন ঋষিকন্যাগণে পরিবৃত থাকিয়া কথঞ্চিৎ কালযাপন করিতেন। কিন্তু যামিনীযোগে একাকিনী হইলেই তাঁহার দুর্নিবার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিত তিনি কেবল রামচন্দ্রের চিন্তায় মগ্ন হইয়া ও অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া যামিনীযাপন করিতেন। ফল কথা এই, সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহাতে অকাতরে বিরহযাতনা সহ্য করিতে পারিবেন, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভাবিত নহে। কালসহকারে সকলেরই শোক শিথিল হইয়া যায়; কিন্তু জানকীর শোক সর্ব্বক্ষণ নবীভাবাপন্ন ছিল। এইরূপে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর দুর্ব্বিষহ শোকদহনে নিরন্তর অন্তর্দ্দাহ হওয়াতে জানকীর অলৌকিক রূপ ও লাবণ্য এককালে অন্তর্হিত এবং কলেবর চর্ম্মাবৃত কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব শ্রবণমাত্র সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি; অখণ্ড ভূমণ্ডলে যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পুরাতন কোনও নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। রামরাজ্যে প্রজালোকে যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুই অসম্পাদিত রাখেন নাই; রাজকর্ত্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধ মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহা সম্পাদিত হইলেই আপনার রাজাধিকার আর কোনও অংশে অঙ্গহীন থাকে না। আমরা ইতঃপূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিব। যাহা হউক, যখন মহারাজ স্বয়ং সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে; অবিলম্বে তদুপযোগী আয়োজনের আদেশপ্রদান করুন।"

বশিষ্ঠদেব বিরত হইবামাত্র রামচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্ট অনুজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! ইনি যাহা বলিলেন, শ্রবণ করিলে; এক্ষণে তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেই কর্ত্তব্যনিরূপণ করি।" আজ্ঞানুবর্ত্তী অনুজেরা তৎক্ষণাৎ আন্তরিক অনুমোদন প্রদর্শন করিলেন। তখন রাম বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "ভগবন্! যখন আমার অভিলাষ আপনাদের অভিমত ও অনুজদিগের অনুমোদিত হইতেছে, তখন আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতাবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিষারণ্যে অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিষারণ্য পরম পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র। এ বিষয়ে আপনার কি অনুমতি হয়?" বশিষ্ঠদেব তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অনুজদিগকে বলিলেন, "দেখ, যখন কর্ত্তব্য স্থির হইল, তখন আর অনর্থক কালহরণ করা বিধেয় নহে। তোমরা সত্বর সমস্ত আয়োজন কর। অনুগত, শরণাগত ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগের নিমন্ত্রণ কর। সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক সমস্ত নগরে ও জনপদে এ বিষয়ের ঘোষণা করিয়া দাও। লঙ্কাসমরসহায় সুহৃদ্বর্গের পরম সমাদরে আহ্বান কর; তাঁহারা আমাদের যথার্থ বন্ধু, আমাদের জন্য অকাতরে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; তাঁহারা আসিলে আমি পরম সুখী হইব। এতদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় ঋষিদিগের নিমন্ত্রণ কর; তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিলে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত, তুমি অবিলম্বে নৈমিষক্ষেত্রে গিয়া যজ্ঞভূমিনির্ম্মাণের উদ্‌যোগ কর। লক্ষ্মণ, তুমি আবশ্যক সমস্ত দ্রব্যের যথোচিত আয়োজন করিয়া তৎসমুদয় সত্বর তথায় পাঠাইয়া দাও। দেখ, যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্ত নৈমিষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবে, অতএব যত্নপূর্ব্বক সমস্ত বিষয়ের এরূপ আয়োজন করিবে, যেন কোনও বিষয়ের অসঙ্গতি নিবন্ধন কাহারও কোনও অংশে ক্লেশ বা অসুবিধা না ঘটে। তুমি সকল বিষয়ে পারদর্শী, তোমায় অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে বশিষ্ঠদেব বলিলেন, "মহারাজ! সকল বিষয়েরই

উচিতাধিক আয়োজন হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি এক বিষয়ের একান্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি।" তখন রাম বলিলেন, "আপনি কোন্ বিষয়ে অসঙ্গতির আশঙ্কা করিতেছেন, বলুন।" বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, শাস্ত্রকারেরা বলেন, সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি ব্যবস্থা হইবে?" শ্রবণমাত্র রামের মুখকমল ম্লান ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ অবনতবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নয়নের অশ্রুমার্জ্জন ও উচ্ছ্বসিত শোকাবেগের সংবরণ করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! ইতঃপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধমাত্র হয় নাই, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, উপদেশ করুন।" বশিষ্ঠদেব অনেকক্ষণ একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, পুনরায় দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।"

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সকলেই এককালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ; কেবল লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে সীতাকে বনবাস দিয়া জীবন্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি রামের যে অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। সীতার মোহিনী মূর্ত্তি অহোরাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি যে উপস্থিত কার্য্যের অনুরোধে পুনরায় দারপরিগ্রহে সম্মত হইবেন, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব দারপরিগ্রহ-বিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র সে বিষয়ে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শিত করিয়া মৌনভাবে, অবনত-বদনে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, বহুবিধ বাদানুবাদের পর সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সমভিব্যাহারে যজ্ঞ সম্পন্ন করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।

এইরূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে ভরত সর্ব্বাগ্রে নৈমিষক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন এবং সমুচিত স্থানে যজ্ঞভূমির নিরূপণ করিয়া অনুরূপ অন্তরে পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশে এক এক শ্রেণীর লোকের জন্য তাঁহাদের অবস্থোচিত অবস্থিতিস্থান নির্ম্মাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও অনতিবিলম্বে অশেষবিধ অপর্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী ও শয্যা ও যান প্রভৃতির সমবধান করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে রক্ষকে নিযুক্ত করিয়া যথাবিধানে যজ্ঞীয় অশ্বের মোচন পূর্ব্বক মাতৃগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে সসৈন্যে নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরেই নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইতে লাগিল। শত শত নৃপতি বহুবিধ মহামূল্য উপহার লইয়া অনুচরগণ ও পরিচারকবর্গ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন; সহস্র সহস্র ঋষি যজ্ঞদর্শনমানসে ক্রমে ক্রমে নৈমিষে আগমন করিতে লাগিলেন; অসংখ্য নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও সমাগত হইলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন নরপতিগণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন; বিভীষণ ঋষিগণের কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; সুগ্রীব অপরাপর নিমন্ত্রিত-বর্গের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

এ দিকে মহর্ষি বাল্মীকি সীতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশবৎসর পূর্ণ দেখিয়া মনে মনে সর্ব্বদা এই আন্দোলন করেন যে, সীতার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন

জীবিত থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না। আর কুশ ও লব রাজাধিরাজতনয় হইয়া যাবজ্জীবন তপোবনে কালযাপন করিবে, ইহাও কোনও মতে উচিত নহে; তাহাদের ধনুর্ব্বেদ ও রাজধর্ম্ম এ উভয়ের শিক্ষার সময় বহিয়া যাইতেছে। অতএব যাহাতে সপুত্রা সীতা পুনরায় পরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোনও উপায় উদ্ভাবিত করা আবশ্যক। অথবা অন্য উপায় উদ্ভাবিত করিবার প্রয়োজন কি? শিষ্য দ্বারা সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রকে আমার আশ্রমে আনাইয়া অথবা স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সপুত্রা সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করি। রামচন্দ্র অবশ্যই আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। এই স্থির করিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া মহর্ষি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 'কিন্তু তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগপ্রিয়, কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে পূর্ণগর্ভা অবস্থায় নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; এখন আমার কথায় তাঁহারে সহজে গৃহে লইবেন, তাহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। যাহা হউক, কোনও সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনও মতে উচিত কল্প হইতেছে না। এই দুই বালক উত্তরকালে অবশ্যই কোশলসিংহাসনে অধিরোহণ করিবে; এই সময়ে পিতৃসমীপে নীত হইয়া রাজনীতিবিষয়ে বিধিপূর্ব্বক উপদিষ্ট না হইলে রাজকার্য্যনির্ব্বাহে একান্ত অপটু ও রাজমর্য্যাদারক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হইবে। বিশেষতঃ রাজা রামচন্দ্র আমায় কোশলরাজ্যের হিতসাধনে যত্নবিহীন বলিয়া অনুযোগ করিতে পারেন। অতএব এ বিষয়ে আর উপেক্ষা বা কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে। রামচন্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ পাঠান উচিত। অথবা একবারেই তাঁহার নিকটে সংবাদ না পাঠাইয়া বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য; তাঁহারাই বা কিরূপে বলেন, দেখা আবশ্যক।'

এক দিন মহর্ষি সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন হোমবিধির সমাধান করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক একাকী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে এক রাজভৃত্য আসিয়া রামনামাঙ্কিত নিমন্ত্রণপত্র তদীয় হস্তে সমর্পিত করিল। মহর্ষি পত্র পাঠ করিয়া পরম প্রীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক সেই লোককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বিদায় দিলেন এবং এক শিষ্যের উপর তাহার আহারাদিসমাধানের ভার প্রদান করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, দৈব অনুকূল হইয়া তাহার সিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া দিলেন। এক্ষণে বিনা প্রার্থনায় কার্য্যসাধন করিতে পারিব। কুশ ও লবকে শিষ্যভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া যাই। রামের ও উঁহাদের দুই সহোদরের আকৃতিগত যেরূপ সৌসাদৃশ্য, দেখিলেই সকলে উহাদিগকে তাঁহার তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। আর অবলোকনমাত্র রামেরও হৃদয় নিঃসন্দেহ দ্রবীভূত হইবে এবং তাহা হইলেই আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির পথ স্বতঃ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে।'

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মহর্ষি জানকীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "বৎসে, রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন; কল্য প্রত্যূষে প্রস্থান করিব মানস করিয়াছি; অপরাপর শিষ্যের ন্যায় তোমার পুত্রদিগকেও যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব।" সীতা তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন। মহর্ষি স্বীয় কুটীরে প্রতিগমন করিয়া শিষ্যদিগকে প্রস্তুত হইয়া

থাকিতে বলিয়া দিলেন এবং কুশ ও লবকে বলিলেন, "দেখ, এ পর্য্যন্ত জনপদের কোনও ব্যাপার তোমাদের নয়নগোচর হয় নাই। রামায়ণনায়ক রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদিগকে যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আনুষঙ্গিক রাজদর্শন সম্পন্ন হইবে এবং তথায় যে অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত হইবে, তাহাদিগকে দেখিয়া তোমরা অনেক অংশে লৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে।" তাহারা দুই সহোদরে রামায়ণে রামের অলৌকিক গুণপরম্পরার প্রকৃষ্ট ও প্রচুর পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সর্ব্বাংশে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া তাহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। এতদ্ব্যতিরিক্ত যজ্ঞসংক্রান্ত মহাসমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্নপ্রকার অসংখ্য লোকের একত্র সমাগম নয়নগোচর করিব, এই কৌতূহলও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

বাল্মীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া সীতার শোকানল প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এ পর্য্যন্ত রাম সীতাগতপ্রাণ বলিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আর তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই রাম তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবার্ত্তা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাম আবার বিবাহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি একবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন, রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ক্ষোভ সেই সীতার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার উপর তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, কোনও অংশে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই স্নেহের ও অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।

সীতা নিতান্ত আকুলচিত্তে এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কুশ ও লব তদীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "মা, মহর্ষি বলিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞদর্শনার্থে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়াছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকটে গিয়া রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড। কিন্তু মা, এক বিষয়ে আমরা যার পর নাই মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজারঞ্জনের অনুরোধে নিজ প্রেয়সী মহিষীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে সহধর্ম্মিণী কে হইবে? সে বলিল, 'যজ্ঞসমাধানের জন্য বশিষ্ঠদেব পুনরায় দারপরিগ্রহের নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা তাহাতে কোনও ক্রমে সম্মত হন নাই; সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে; সেই প্রতিকৃতি সহধর্ম্মিণীর কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে।' দেখ মা, এমন মহাপুরুষ কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

রামচন্দ্র রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে যেমন যত্নশীল, দাম্পত্যধর্ম্মপ্রতিপালনেও তদনুরূপ যত্নশীল। আমরা ইতিহাসগ্রন্থে অনেক অনেক রাজার ও অনেক অনেক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি; কিন্তু কেহই কোনও অংশে রাজা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রেয়সীর পরিত্যাগ ও সেই প্রেয়সীর স্নেহের অনুরোধে যাবজ্জীবন দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা এ উভয়ই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। যাহা হউক মা, রামায়ণ পড়িয়া অবধি আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল, একবার রাজা রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিব; এক্ষণে সেই বাসনা পূর্ণ হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে; অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত রামদর্শনে যাই।" সীতা অনুমতিপ্রদান করিলেন; তাহারাও দুই সহোদরে সাতিশয় হর্ষিত হইয়া মহর্ষিসমীপে গমন করিল।

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা জন্মিয়া যে অতি বিষম বিষাদবিষে সীতার সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শ্রবণগোচর করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত এবং তদীয় চিরপ্রদীপ্ত শোকানল অনেক অংশে নির্ব্বাপিত হইল। তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দবাষ্প বিগলিত হইতে লাগিল এবং নির্ব্বাসনের ক্ষোভ তিরোহিত হইয়া তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যগর্ব্ব আবির্ভূত হইল।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র মহর্ষি বাল্মীকি কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে নৈমিষপ্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ণ-সময়ে তথায় উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠদেব সাতিশয় সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। কুশ ও লব দূর হইতে রামচন্দ্রকে লোচনগোচর করিয়া চমৎকৃত ও পুলকিত হইল; পরস্পর বলিতে লাগিল, "দেখ ভাই, রামায়ণে রাজা রামচন্দ্রের যে সমস্ত অলৌকিক গুণকীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ইঁহার আকারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, দেখিলেই অলৌকিক গুণসমুদয়ের অসাধারণ আধার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ইনি যেমন সৌম্যমূর্ত্তি, তেমনই গম্ভীরাকৃতি। আমাদের গুরুদেব যেমন অলৌকিককবিত্বশক্তিসম্পন্ন, রাজা রামচন্দ্র তেমনই অলৌকিক গুণসমুদয়ে পূর্ণ। বলিতে কি, এরূপ মহাপুরুষ নায়কস্থলে পরিগৃহীত না হইলে মহর্ষির প্রণীত মহাকাব্যের এত গৌরব হইত না। রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিক গুণের পরিকীর্ত্তনে নিয়োজিত হওয়াতে তদীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা জন্মিয়াছে। যাহা হউক, এত দিনে আমরা নয়নের চরিতার্থতা লাভ করিলাম।"

ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে নিরূপিত দিবসে মহাসমারোহে সঙ্কল্পিত মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইল। অসংখ্য দীন, দরিদ্র ও অনাথ পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনায় যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্নার্থী অপর্য্যাপ্ত অন্ন, অর্থাভিলাষী প্রার্থনাধিক অর্থ ভূমিকাঙ্ক্ষী আকাঙ্ক্ষাতিরিক্ত ভূমি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফলতঃ যে ব্যক্তি যে অভিলাষে আগমন করিতে লাগিল, আগমনমাত্র তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে লাগিল। অনবরত চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত, বাদ্য হইতে লাগিল। সকলেই মনোহর বেশ-ভূষায় সুশোভিত। সকলেরই মুখে আমোদের ও আহ্লাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল; কাহারও অন্তঃকরণে দুঃখের ধা

ক্ষোভের সঞ্চার আছে, এরূপ বোধ হইল না। যে সকল দীর্ঘজীবী রাজা, ঋষি বা অস্মাদৃশ লোক যজ্ঞদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমরা কখনও এরূপ যজ্ঞ দেখি নাই।" অতীতবেদী ব্যক্তিরাও বলিতে লাগিলেন, "কোনও কালে কোনও রাজা ঈদৃশ সমৃদ্ধি ও সমারোহ সহকারে যজ্ঞ করিতে পারেন নাই; রাজা রামচন্দ্রের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড।"

এইরূপে প্রত্যহ মহাসমারোহে যজ্ঞক্রিয়া হইতে লাগিল এবং যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ সভায় সমবেত হইয়া যজ্ঞসংক্রান্ত সমৃদ্ধি ও সমারোহের আতিশয্যদর্শনে নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এক দিন মহর্ষি বাল্মীকি বিরলে বসিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি যজ্ঞদর্শনে আসক্ত হইয়া এত দিন বৃথা অতিবাহিত করিলাম; এ পর্য্যন্ত অভিপ্রেতসাধনের কোনও উপায় অবলম্বন করিলাম না। যাহা হউক, এক্ষণে কি প্রণালীতে কুশ ও লবকে রামচন্দ্রের দর্শনপথে পাতিত করি? উহাদের দুই সহোদরকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাজসভায় লইয়া যাই; অথবা রামচন্দ্রকে কৌশলক্রমে এখানে আনাই এবং বিরলে সকল বিষয়ের সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া এবং কুশ ও লবের পরিচয় দিয়া সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করি। মহর্ষি মনে মনে এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন, কুশ ও লবকে রামায়ণগান করিতে আদেশ করি। তাহারা স্থানে স্থানে গান করিয়া বেড়াইলে ক্রমে রাজার গোচর হইবে; তখন তিনি অবশ্যই স্বীয় চরিতের শ্রবণমানসে উহাদিগকে স্বসমীপে নীত করিবেন এবং তাহা হইলেই বিনা প্রার্থনায় আমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া মহর্ষি কুশ ও লবকে বলিলেন, "বৎস কুশ, বৎস লব, তোমরা প্রতিদিন সময়ে সময়ে সমাহিত হইয়া ঋষিগণের বাসকুটীরের সম্মুখে, নরপতিগণের পটমণ্ডপমণ্ডলীর পুরোভাগে, পৌরগণ ও জানপদবর্গের আবাসশ্রেণীর সমীপদেশে এবং সভাভবনের অভিমুখভাগে মনের অনুরাগে বীণাসংযোগে রামায়ণের গান করিবে। যদি রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তোমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তৎক্ষণাৎ গান করিতে আরম্ভ করিবে। আর যতক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিবে, কোনও প্রকারে ধৃষ্টতাপ্রদর্শন বা অশিষ্ট ব্যবহার করিবে না। রাজা সকলের পিতৃস্থানীয়; অতএব তোমরা তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিবে। যদি সঙ্গীত-শ্রবণে প্রীত হইয়া রাজা পুরস্কারস্বরূপ অর্থ-প্রদানে উদ্যত হন, লোভবশ হইয়া কদাচ অর্থগ্রহণ করিবে না; বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে নিস্পৃহতা দেখাইয়া অর্থগ্রহণে অসম্মতি প্রদর্শন করিবে; বলিবে, 'মহারাজ, আমরা বনবাসী, তপোবনে থাকিয়া ফল-মূল দ্বারা প্রাণধারণ করি, আমাদের অর্থের প্রয়োজন নাই।' আর যদি রাজা তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, বলিবে, আমরা বাল্মীকির শিষ্য।"

এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া মহর্ষি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর তাহারা দুই সহোদরে তদীয় আদেশ ও উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া বীণাসংযোগে, মধুরস্বরে স্থানে স্থানে রামায়ণগান করিতে আরম্ভ করিল। যে শুনিল, সেই মোহিত

ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। না হইবেই বা কেন? প্রথমতঃ,—রামের চরিত্র অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র; দ্বিতীয়তঃ,—বাল্মীকির রচনা অতি চমৎকারিণী ও যার পর নাই চিত্তহারিণী; তৃতীয়তঃ,—কুশ ও লবের রূপমাধুরী দৃষ্টিগোচর হইলে সকলকেই মোহিত হইতে হয়; তাহাতে আবার তাহাদের স্বর এমন মধুর যে, উহার সহিত তুলনা করিলে কোকিলের কলরব কর্কশ বোধ হয়; চতুর্থতঃ,—বীণাযন্ত্রে তাহাদের যেরূপ অলৌকিক নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। যে সঙ্গীতে এ সমুদয়ের সমবায় থাকে, তাহা শুনিয়া কাহার চিত্ত অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে পূর্ণ না হয়?

কিঞ্চিৎকাল পরেই অনেকেই রামের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, দুই সুকুমার ঋষিকুমার বীণাযন্ত্রসহযোগে আপনার চরিত্রগান করিতেছে; যে শুনিতেছে, সেই মোহিত হইতেছে। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও এমন মধুর সঙ্গীত শুনি নাই। তাহারা যমজ সহোদর। মহারাজ, মানবকলেবরে কেহ কখনও এমন রূপের মাধুরী দেখি নাই। স্বরের মাধুরীর কথা অধিক আর কি বলিব? কিন্নরেরাও শুনিলে পরাভবস্বীকার করিবে। আর, তাহারা যে কাব্যের গান করিতেছে, তাহা কাহার রচিত বলিতে পারি না; কিন্তু এমন অভূতপূর্ব্ব ললিত রচনা কখনও শ্রবণগোচর করেন নাই। মহারাজ, আমাদের প্রার্থনা এই, তাহাদিগকে রাজসভায় আনাইয়া আপনার সমক্ষে গান করিতে আদেশ করেন। আপনি তাহাদিগকে দেখিলে ও তাহাদের গান শুনিলে নিঃসন্দেহ মোহিত হইবেন।"

শ্রবণমাত্র রামের অন্তঃকরণে অতিপ্রভূত কৌতূহলরস সঞ্চারিত হইল। তখন তিনি এক সভাসদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহাদের দুই সহোদরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা রাজা আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে অতি বিনীতভাবে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র রামের হৃদয়ে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল। প্রীতিরস অথবা বিষাদবিষ সহসা সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইল, ইহার অবধারণ করিতে পারিলেন না; কিয়ৎক্ষণ বিভ্রান্তচিত্তের ন্যায় সেই দুই সুকুমারের উপর দৃষ্টিবিন্যাস করিয়া রহিলেন এবং অকস্মাৎ এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন, তাহার অনুধাবন করিতে না পারিয়া চিত্রার্পিতের প্রায় উপবিষ্ট রহিলেন।

কুমারেরা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া রামচন্দ্রের সংবর্দ্ধন করিল এবং তদীয় আদেশ অনুসারে সমুচিত প্রদেশে উপবেশন করিয়া যথোচিত বিনয় ও নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, কি জন্য আমাদের আহ্বান করিয়াছেন?" তাহারা সন্নিহিত হইলে, তদীয় কলেবরে নিজের ও জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া রাম একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন কিন্তু তৎকালে রাজসভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল; এজন্য অতি কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল্য সংবরণ করিয়া সম্পূর্ণ সপ্রতিভের ন্যায় তাহাদিগকে বলিলেন, "শুনিলাম, তোমরা অপূর্ব্ব গান করিতে পার; যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তোমাদের প্রশংসা করিতেছেন। এজন্য আমিও তোমাদের সঙ্গীত শুনিবার মানস করিয়াছি। যদি তোমাদের অভিমত

হয়, কিয়ৎক্ষণ গান করিয়া, আমার প্রীতি প্রদান কর।” তাহারা বলিল, “মহারাজ, আমরা যে কাব্যের গান করিয়া থাকি, তাহা বহুবিস্তৃত; তাহাতে মহারাজের পবিত্র চরিত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা আপনার সমক্ষে ঐ কাব্যের কোন্ অংশের গান করিব, আদেশ করুন।

সেই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি রামের চিত্ত এত চঞ্চল এবং সীতা-নির্ব্বাসনশোক এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকলজ্জার ভয়ে আর ধৈর্য্য অবলম্বন করা অসাধ্য ভাবিয়া তিনি সহসা সভাভঙ্গ করিয়া বিজন প্রদেশসেবনের নিমিত্ত নিরতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন; এজন্য বলিলেন, “অদ্য তোমরা ইচ্ছামত যে কোনও অংশের গান কর; কল্য প্রভাত অবধি প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া তোমাদের মুখে সমস্ত কাব্যের গান শুনিব।” তাহারা ‘যে আজ্ঞা মহারাজ’ বলিয়া সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাম কবির পাণ্ডিত্য ও রচনার লালিত্য দর্শনে নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কাব্য কাহার রচিত, কাহার নিকটেই বা তোমরা সঙ্গীতশিক্ষা করিয়াছ?” তাহারা বলিল, “মহারাজ, এই কাব্য ভগবান্ বাল্মীকির রচিত; আমরা তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকটেই সমস্ত শিক্ষা করিয়াছি।” তখন রাম বলিলেন, “ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত করিয়াছেন। অল্প শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায় না। আজ তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে, তোমাদিগকে আর অধিক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; এখন তোমরা আবাসে গমন কর।”

এই বলিয়া তাহাদের দুই সহোদরকে বিদায় দিয়া রাম সেই দিবস সত্বর সভাভঙ্গ করিলেন এবং বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘এই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া আমার অন্তঃকরণ এত আকুল হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপন সন্তান দেখিলে লোকের চিত্তে যেরূপ স্নেহের ও বাৎসল্য-রসের সঞ্চার হয় বলিয়া শুনিতে পাই, আমারও ইহাদিগকে দেখিয়া ঠিক সেইরূপ হইতেছে। কিন্তু এরূপ হইবার কোনও কারণই দেখিতেছি না। ইহারা ঋষিকুমার, আর যদিই বা ঋষিকুমার না হয়, তাহা হইলেই বা আমার সে আশা করিবার সম্ভাবনা কি? আমি যে অবস্থায় যেরূপে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, তাহাতে তিনি দুঃসহ শোকে ও অসহনীয় অপমানভরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, হয় তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, নয় কোনও দুরন্ত হিংস্র জন্তু তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। তিনি যে তেমন অবস্থায় প্রাণধারণে সমর্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সন্তানপ্রসব করিয়াছেন এবং তাহাদের লালন-পালন করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আশা নিতান্ত দুরাশা মাত্র। আমি যেরূপ হতভাগ্য, তাহাতে এত সৌভাগ্য কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না।’

এই বলিয়া একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া রাম কিয়ৎক্ষণ অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন; অনন্তর শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “কিন্তু উহাদের আকার-প্রকার দেখিলে ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। অধিকন্তু, উহাদের কলেবরে আমার অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আর, অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিলে সীতার অবয়বসৌসাদৃশ্য নিঃসংশয়িতরূপে

প্রতীয়মান হইতে থাকে; ভ্রূ, নয়ন, নাসিকা, কর, চিবুক, ওষ্ঠ ও দন্তপংক্তিতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এত সৌসাদৃশ্য কি আকস্মিক ঘটনামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে? আর ইহারা বলিল, বাল্মীকির তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছে; আমিও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলাম, সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিবে। হয় ত মহর্ষি কারুণ্য বশতঃ সীতাকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন; তথায় তিনি এই যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। লক্ষণ দেখিয়া সকলে এরূপ বোধ করিতেন, জানকী গর্ভ-যুগল ধারণ করিয়াছেন। এ সকলের আলোচনা করিলে আমার আশা নিতান্ত দুরাশা বলিয়াও বোধ হয় না। অথবা আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া অনর্থক আপনাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছি। যখন আমি নৃশংস রাক্ষসের ন্যায় নিতান্ত নির্দয় ও নিতান্ত নির্মম হইয়া তাদৃশী পতিপ্রাণা কামিনীরে সম্পূর্ণ নিরপরাধে বনবাস দিয়াছি, তখন আর সে সব আশা করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। হা প্রিয়ে! তুমি তেমন সুশীলা ও সরলহৃদয়া হইয়া কেন এমন দুঃশীলের ও কুটিলহৃদয়ের হস্তে পড়িয়াছিলে? আমি যখন তোমায় নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী জানিয়াও অনায়াসে বনবাস দিতে এবং বনবাস দিয়া এ পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিতে পারিয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা নৃশংস ও পাষাণহৃদয় আর কে আছে?"

এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে দুর্দ্ধর শোকভরে অভিভূত হইয়া রাম বিচেতন-প্রায় হইলেন এবং অবিরল-ধারায় বাষ্প-বারিবিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাল্মীকি সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সীতা তথায় এই দুই যমল তনয় প্রসব করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা যে প্রকৃত ঋষিকুমার নহে, তাহার এক দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহারা অল্পদিন মাত্র উপনীত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন নহে। বোধ হয়, একাদশ বর্ষে উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়কুমার না হইলে এ বয়সে উপনয়ন হইবে কেন? প্রকৃত ঋষিকুমার হইলে মহর্ষি অবশ্যই অষ্টম বর্ষে ইহাদের সংস্কার সম্পাদন করিতেন। ইহা ভিন্ন উপনীত ঋষিকুমারদিগের যেরূপ বেশ হয়, ইহাদের বেশ সর্ব্বাংশে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। যদি ইহারা ক্ষত্রিয়-কুমার হয়, তাহা হইলে ইহাদের সীতার সন্তান হওয়া যত সম্ভব, অন্যের সন্তান হওয়া তত সম্ভব বোধ হয় না; কারণ, অন্য ক্ষত্রিয়-সন্তানের তপোবনে প্রতিপালিত ও উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা কি? আমার মত হতভাগ্য লোকের সন্তান না হইলে ইহাদের কদাচ এ অবস্থা ঘটিত না।"

মনে মনে এইরূপ বিতর্ক ও আক্ষেপ করিয়া রাম বলিতে লাগিলেন, "যদি প্রিয়া এ পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন এবং এই দুই কুমার আমার তনয় হয়, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হয়! প্রিয়া পুনরায় আমার নয়নের ও হৃদয়ের আনন্দদায়িনী হইবেন, ইহা ভাবিলেও আমার সর্ব্বশরীর অমৃত-রসে অভিষিক্ত হয়।" এই বলিয়া যেন সীতার সহিত সমাগম অবধারিত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া রাম বলিতে লাগিলেন, "এই দীর্ঘ-বিয়োগের পর যখন প্রথম সমাগম হইবে, তখন বোধ হয়, আমি আহ্লাদে অধৈর্য্য হইব; প্রিয়ারও আহ্লাদের এক-

শেষ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রথম-সমাগমসময়ে উভয়েরই আনন্দাশ্রুপ্রবাহ প্রবলবেগে বাহিত হইতে থাকিবে।” কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া তিনি হর্ষবাষ্প বিসর্জ্জন করিলেন। পরক্ষণেই এই চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে প্রিয়ার সহিত সমাগম হইলে কেমন করিয়া তাঁহারে এ মুখ দেখাইব? অথবা তিনি যেরূপ সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া, তাহাতে অনায়াসেই আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি দেখিবামাত্র তাঁহার চরণে ধরিয়া বিনীত-বচনে ক্ষমাপ্রার্থনা করিব।” কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার এই চিন্তা উপস্থিত হইল, ‘পাছে প্রজালোকে বিরাগপ্রদর্শন করে, এই আশঙ্কায় আমি প্রিয়ারে বনবাসে পাঠাইয়াছি; এক্ষণে যদি তাঁহারে গৃহে লই, তাহা হইলে পুনরায় সেই আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। এতকাল আপনাকে ও প্রিয়াকে দুঃসহ বিরহযাতনায় যে দগ্ধ করিলাম, সে সকলই বিফল হইয়া যায়।’

এই বলিয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া রাম কিয়ৎক্ষণ অপ্রসন্নমনে অবস্থিত রহিলেন; অনন্তর সহসা উদ্ভূত রোষাবেশ সহকারে বলিতে লাগিলেন, “আর আমি অমূলক লোকাপবাদে আস্থাপ্রদর্শন করিব না। অতঃপর প্রিয়ারে গৃহে লইলে যদি প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক; আর আমি তাহাদের ছন্দানুবৃত্তি করিতে পারিব না। আমি যথেষ্ট করিয়াছি। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কে কখন্ আমার ন্যায় আত্মবঞ্চন করিয়াছে? প্রথমেই প্রিয়ারে বনবাস দেওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমি অবশ্যই তাঁহারে গৃহে লইব। নিতান্ত না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত করিয়া প্রিয়াসমভিব্যাহারে বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিব। প্রিয়াবিরহিত হইয়া রাজ্যভোগ অপেক্ষা তাঁহার সমভিব্যাহারে বনবাস আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর, তাহার সন্দেহ নাই।”

রাম আহার ও নিদ্রার পরিহার পূর্ব্বক এইরূপ বহুবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া রজনীযাপন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহর্ষি বাল্মীকি রামচরিত অবলম্বন করিয়া অতি অদ্ভুত কাব্যের রচনা করিয়াছেন; তাঁহার দুই কোকিলকণ্ঠ তরুণ-বয়স্ক শিষ্য অতি মধুর-স্বরে সেই কাব্যের গান করে; কল্য প্রভাতে তাহারা রাজসভায় গান করিবে; এই সংবাদ নৈমিষাগত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত হইয়াছিলেন। রজনী অবসন্না হইবামাত্র কি ঋষিগণ, কি নৃপতিগণ, কি অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ, সকলেই সঙ্গীত-শ্রবণলালসার বশবর্ত্তী হইয়া সাতিশয় ব্যগ্রচিত্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সে দিবসের সভায় সমারোহের সীমা ছিল না। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং সুগ্রীব, বিভীষণ আদি সুহৃদ্বর্গ তাঁহার বামে ও দক্ষিণে যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি রাজপরিবার অরুন্ধতী প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ সমভিব্যাহারে পৃথক্ স্থানে অবস্থিত হইলেন।

এইরূপে রাজসভায় সমবেত হইয়া সমস্ত লোক অভিনব কাব্যের ও সুকুমার গায়কযুগলের কথা লইয়া আন্দোলন ও নিতান্ত উৎসুকচিত্তে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি কুশ ও লব সমভিব্যাহারে সভামধ্যে উপ-

স্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র সভামণ্ডলে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। যাঁহারা পূর্ব্বদিন কুশ ও লবকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া স্বসমীপে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে তাহাদের দুই সহোদরকে দেখাইতে লাগিলেন। বাল্মীকি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র 'সভাস্থ সমস্ত লোকে এককালে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহর্ষি ও তাঁহার দুই শিষ্যের নিমিত্ত পৃথক্ স্থান স্থিরীকৃত ছিল; তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলেন। সকলেই সঙ্গীতশ্রবণের নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া একান্ত উৎসুক-চিত্তে কখন্ আরম্ভ হয়, এই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাল্মীকি সভার সর্ব্বাংশে নয়নসঞ্চালন করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, "মহারাজ! সকলেই শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; অতএব অনুমতি করুন, সঙ্গীতের আরম্ভ হউক।" অনন্তর তদীয় আদেশ অনুসারে কুশ ও লব বীণাযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। বাল্মীকি পূর্ব্বেই কুশ ও লবকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, 'রামায়ণের যে সকল অংশে রামের ও সীতার পরস্পর স্নেহ ও অনুরাগ বর্ণিত আছে, তোমরা অদ্য ঐ সকল অংশেরই গান করিবে।' তদনুসারে তাহারা কিয়ৎক্ষণ গান করিবামাত্র রামের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তদীয় নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের দুই সহোদরকে যত দেখিতে লাগিলেন, ততই তাহারা সীতার তনয় বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ইঁহারাও তাহাদের কলেবরে রামের ও সীতার সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতিরিক্ত সভাস্থ সমস্ত লোক একবাক্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই দুই ঋষিকুমার যেন রামচন্দ্রের প্রতিকৃতি-স্বরূপ; যদি বেশে ও বয়সে বৈষম্য না থাকিত, তাহা হইলে রামে ও এই দুই ঋষি-কুমারে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বোধ হয়, যেন রাম কুমারবয়স অবলম্বন পূর্ব্বক দুই মূর্ত্তি ধরিয়া ঋষিকুমারের বেশ পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই বয়সে রামের যেরূপ আকৃতি ও রূপ-লাবণ্যের যেরূপ মাধুরী ছিল, ইহাদের অবিকল সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে।" যাহা হউক, সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়া একতান-মনে সঙ্গীতশ্রবণ ও অনিমিষ নয়নে তাহাদের রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, "বৎস, ইহাদিগকে সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার দাও।" তাহারা শ্রবণমাত্র বিনয়নম্রবচনে বলিল, "মহারাজ! আমরা বনবাসী, বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি; যদৃচ্ছালব্ধ ফল-মূলমাত্র আহার ও বল্কলমাত্র পরিধান করিয়া কালযাপন করি; আমাদের সুবর্ণে প্রয়োজন কি? আমরা অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে আপনার চরিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম; আজ আপনার সমক্ষে তাহার পরিচয় দিয়া আমাদের সেই যত্ন ও সেই পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইল। আপনি শ্রবণ করিয়া যে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি।" বালকদিগের এইরূপ প্রবীণতা ও বীতস্পৃহতা দর্শনে সকলে এককালে চমৎকৃত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ অবিচলিত-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া কুশ ও লব সীতার তনয় বলিয়া কৌশল্যার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া দীর্ঘ-

নিশ্বাস সহকারে 'হা বৎসে জানকি!' ইহা বলিয়া ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে একান্ত বিকলান্তঃকরণ হইয়া অশেষ যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকলেরই হৃদয়ে সীতার শোক এত প্রবলভাবে উদ্ভূত হইয়া উঠিল যে, সকলেই নিতান্ত অস্থির হইলেন এবং অবিরল-ধারায় বাষ্পবারি-বিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা নিরতিশয় অধীরা হইয়া উন্মত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "ঐ দুই কুমারকে কেহ আমার নিকটে আনিয়া দাও; ক্রোড়ে লইয়া একবার আমি উহাদের মুখচুম্বন করিব; উহারা আমার জানকীর তনয়; উহাদিগকে দেখিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; হয় তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দাও, নয় আমি উহাদের নিকটে যাই; ক্রোড়ে লইয়া একবার উহাদের মুখচুম্বন করিলে আমার জানকীশোকের অনেক নিবারণ হইবে। ঐ দেখ না, উহাদের অবয়বে আমার রামের ও জানকীর সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। উহারা সভায় প্রবেশ করিবামাত্র যেন কেহ আমায় বলিয়া দিল, ঐ তোমার রামের দুই বংশধর আসিতেছে; সেই অবধি উহাদের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। আমি বারো বৎসরে সীতাকে একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু উহাদিগকে দেখিয়া আমার সীতা-শোক পুনরায় নূতন হইয়া উঠিয়াছে। হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ, তোমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, অদ্যাপি জীবিত আছ কি এই পাপিষ্ঠ নরলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছ; কিছুই জানি না।" এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কৌশল্যা পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে সযত্ন হইয়া পুনরায় তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন কৌশল্যা নিরতিশয় অধৈর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এখনও তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দিলে না; না হয় কেহ একবার লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া আমার নাম করিয়া বলুক; লক্ষ্মণ এখনই উহাদিগকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে দিবে।"

কৌশল্যার এইরূপ অস্থিরতা দেখিয়া অরুন্ধতীর আদেশ অনুসারে সমীপবর্ত্তী প্রতীহারী লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া সবিশেষ সমস্ত বলিয়া কৌশল্যার অভিপ্রায় তাঁহার গোচর করিল। লক্ষ্মণ কৌশলক্রমে সে দিবস সেই পর্য্যন্ত সঙ্গীতক্রিয়া রহিত করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন এবং কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা তাহাদের দুই সহোদরকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে বারংবার মুখচুম্বন করিলেন এবং 'হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ' এই বলিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সুমিত্রা, ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি সকলেই সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুশ ও লব এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কৌশল্যা কিঞ্চিৎ অংশে শোক সংবরণ করিয়া সস্নেহভক্তনম্রমানসে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ও তোমাদের জনক-জননীর নাম কি?" তাহারা অতি বিনীতভাবে স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন করিয়া বলিল, "আমাদের পিতা কে, তাহা আমরা জানি না; এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে দেখি নাই; আমাদের জননী আছেন, তিনি তপস্বিনী; কিন্তু এক দিনও আমরা

তাঁহার নাম শুনি নাই, কেহ আমাদিগকে বলিয়া দেয় নাই; আমরাও তাঁহাকে বা অন্য কাহাকেও কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য; তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি এবং তাঁহারই নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি।” আকুল-চিত্তে এই সকল কথা শুনিয়া অনেক অংশে কৌশল্যার সংশয়াপনোদন হইল। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের জননীর আকৃতি কিরূপ?” কুশ ও লব তদীয় আকৃতির যথাযথ বর্ণনা করিল। তখন তাহারা সীতার তনয় বলিয়া এককালে সকলের দৃঢ়নিশ্চয় হইল এবং কৌশল্যা প্রভৃতি সমস্ত রাজপরিবারের শোক-সিন্ধু অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কৌশল্যা কুশ ও লবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের জননী কেমন আছেন?” তাহারা বলিল, “তাঁহাকে সর্ব্বদাই জীবন্মৃতপ্রায় দেখিতে পাই; বিশেষতঃ তিনি দিন দিন যেরূপ ক্ষীণ হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, অধিক দিন বাঁচিবেন না।” এই কথা বলিতে বলিতে তাহাদের দুই সহোদরের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কুশ ও লবের এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণরূপে সন্দেহভঞ্জন করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণকে বলিলেন, “বৎস, তুমি একবার মহর্ষি বাল্মীকিকে এই স্থানে আন।” কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি বাল্মীকি লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলে সকলে যথোচিত ভক্তিযোগসহকারে প্রণাম করিয়া পরমসমাদরে আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর কৌশল্যা কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্! আপনার এই দুই শিষ্যকে, কৃপা করিয়া সবিশেষ বলুন।” বাল্মীকি, যে দিন লক্ষ্মণ সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আইসেন, সেই অবধি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রামের বিরহে সীতার যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিলেন। সমুদয় শ্রবণগোচর করিয়া সকলেরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কৌশল্যা শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, ‘হা বৎসে জানকি! বিধাতা তোমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন!’ এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সীতা অদ্যাপি জীবিত আছেন এবং কুশ ও লব তাঁহার তনয়, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

এত দিনের পর আত্মপরিচয় পাইয়া কুশ ও লবের অন্তঃকরণে নানা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে বলিলেন, “বৎস কুশ, বৎস লব, পিতামহীদের ও পিতৃব্যপত্নীদিগের চরণবন্দনা কর।” তাহারা তৎক্ষণাৎ কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার এবং উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। অনন্তর মহর্ষি বলিলেন, “তোমরা রামায়ণে লক্ষ্মণ নামে যে মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন পাঠ করিয়াছ, তিনি এই; ইনি তোমাদের তৃতীয় পিতৃব্য;” এই বলিয়া লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। তাহারা ‘লক্ষ্মণ’ এই শব্দ কর্ণগোচর হইবামাত্র বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে পদ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে কৌশল্যা লক্ষ্মণকে বলিলেন, “বৎস, তুমি ত্বরায় রামকে ও বশিষ্ঠদেবকে এখানে আন।”

তদনুসারে লক্ষ্মণ অল্পক্ষণমধ্যে রাম ও বশিষ্ঠদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা বাষ্পাকুল-লোচনে, শোকাকুল-বচনে তাঁহাদের নিকট কুশ ও লবের প্রকৃত পরিচয় দিলেন এবং সীতা যে তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত আছেন, তাহাও বলিলেন। কুশ ও লবের বিষয়ে রামচন্দ্রের অন্তঃকরণে যে সংশয় ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইল। চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তিনি অপ্রমেয় বাৎসল্যভরে নিস্পন্দনয়নে কুশ ও লবের মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৌশল্যা সপুত্রী সীতার পরিগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। রামচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌশল্যা তদীয় মৌনাবস্থাকে সম্মতিদান স্থির করিয়া সীতার আনয়নের নিমিত্ত বাল্মীকির নিকটে প্রার্থনা করিলেন। বাল্মীকি অবিলম্বে বাসকুটীরে গমন করিয়া কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকা-যান সমভিব্যাহারে আপন এক শিষ্যকে পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, 'তুমি জানকীরে এই যানে আরোহণ করাইয়া আমার বাস-কুটীরে লইয়া আসিবে।'

ক্রমে ক্রমে সমবেত নিমন্ত্রিতগণ অবগত হইলেন, রামায়ণগায়ক বাল্মীকিশিষ্যেরা রাজতনয়; সীতা-পরিত্যাগের পর বাল্মীকির আশ্রমে তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছেন; তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন. রাজা তাঁহারে গৃহে লইবেন; তাঁহার আনয়নের নিমিত্ত লোক প্রেরিত হইয়াছে। এই সংবাদে অনেকেই প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "আমাদের রাজা অতি অব্যবস্থিতচিত্ত; যদি জানকীরে পুনরায় গৃহে লইবেন, তবে পরিত্যাগ করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? তখনও যে জানকী, এখনও সেই জানকী; তখনও যে কারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখনও সে কারণ বিদ্যমান আছে। বড় লোকের রীতি-চরিত্র বুঝা ভার।"

সীতার পরিগ্রহ-বিষয়ে রাম একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন. কিন্তু এই সকল কথা কর্ণপরম্পরায় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, পুনরায় চলচিত্ত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে জানকীরে গৃহে লইলে প্রজালোকে আর আপত্তির উত্থাপন করিবে না; কিন্তু অদ্যাপি তাহাদের হৃদয় হইতে সীতার চরিত্রসংক্রান্ত সংশয় অপনীত হয় নাই দেখিয়া তিনি বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর ইহাই নির্দ্ধারিত হইল যে, সমবেত সমস্ত লোকের সমক্ষে সীতা শুদ্ধচারিতা প্রমাণ সিদ্ধ করিলে রাম তাঁহাকে গৃহে লইবেন। রামের আদেশ অনুসারে লক্ষ্মণ এই কথা বাল্মীকির গোচর করিলেন।

লক্ষ্মণের মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া বাল্মীকি অবিলম্বে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সীতা যে সম্যক শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, "ভগবন্‌, সীতার শুদ্ধচারিতা-বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমি রাজ্যের ভারগ্রহণ করিয়া নিতান্ত পরায়ত্ত হইয়াছি। আপনারাই উপদেশ দিয়া থাকেন, প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম; কোনও কারণে তাহাতে অণুমাত্র উপেক্ষাপ্রদর্শন করিলে ইহ-লোকে অকীর্ত্তিভাজন ও পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। প্রজালোকের অন্তঃকরণে সীতার চরিত্র-বিষয়ে বিষম সংশয় জন্মিয়া আছে; সে সংশয় অপসারিত না হইলে

আমি কিরূপে গ্রহণ করি, বলুন। আমি সীতার পরিত্যাগদিবস অবধি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি; কিরূপে এত দিন জীবিত রহিয়াছি, বলিতে পারি না। নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই আমায় সীতারে নির্ব্বাসিত করিতে হইয়াছে। একবার মনে করিয়াছিলাম, প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয় হউক, আমি আর তাহাদের অনুরোধে সীতাগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু তাহাতে রাজধর্ম্মের প্রতিপালন হয় না; সুতরাং সে বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না। আরবার ভাবিয়াছিলাম, না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইব; তাহা হইলে আর আমার জানকীপরিগ্রহের কোনও প্রতিবন্ধক থাকিবে না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে উপায় অবলম্বন করাও শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বোধ হইল না। আমি জানকীর প্রতি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহ ঘোরতর অধর্ম্মগ্রস্ত হইয়াছি; এ যাত্রা আমি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগে জীবনযাপন করিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি এক্ষণে যে বিষম মানসিক কষ্টে কালহরণ করিতেছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ বোধ করি।"

এই বলিয়া একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া রাম অনিবার্য্য-বেগে বাষ্পবারিবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া অঞ্জলিবন্ধ পূর্ব্বক বিনয়বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া বাল্মীকিকে বলিলেন, "ভগবন্! আপনার নিকটে আমার প্রার্থনা এই, সীতা উপস্থিত হইলে তাঁহারে আপন সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে লইয়া যাইবেন এবং অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার পরিগ্রহ-বিষয়ে সকলের সম্মতি জিজ্ঞাসিবেন। যদি তাঁহার পরিগ্রহ সর্ব্বসম্মত হয়, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিব। সর্ব্বসম্মত না হইলে তাঁহাকে কোনও অসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা প্রজাবর্গের সন্দেহনিরাকরণ করিতে হইবে।" বাল্মীকি অগত্যা সম্মত হইয়া বিষণ্ণবদনে বাসসদনে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে সীতা কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকাযান উপস্থিত দেখিয়া এবং মহর্ষির প্রেরিত শিষ্যের মুখে তদীয় আদেশ শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, বুঝি, বিধি সদয় হইয়া এত দিনের পর আমার দুঃখের অবসান করিলেন। যখন ঠাকুরাণী শিবিকা পাঠাইয়াছেন, তখন আমি পুনরায় পরিগৃহীতা হইব, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এই জন্যই আজ আমার বাম-নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে। আমি আর্য্যপুত্রের স্নেহ, দয়া ও মমতা জানি; নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই তিনি আমায় নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বিরহে যেমন কাতর, তিনিও আমার বিরহে সেইরূপ কাতর, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যদি আমার প্রতি স্নেহের কোনও অংশে খর্ব্বতা ঘটিত, তাহা হইলে তিনি কখনই পুনরায় দারপরিগ্রহে বিমুখ হইতেন না। তিনি সহধর্ম্মিণীস্থলে আমার প্রতিকৃতি স্থাপিত করিয়া স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং আমার সকল শোকের ও সকল ক্ষোভের নিবারণ করিয়াছেন। পুনরায় যে আমার অদৃষ্টে আর্য্যপুত্রের সহবাসসুখ ঘটিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

এইরূপ বলিতে বলিতে আহ্লাদভরে জানকীর নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরে শতগুণ বলাধান ও চিত্তে অপরিমিত স্ফূর্ত্তির ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। পুনরং

পরিগৃহীতা হইলাম ভাবিয়া তাঁহার হৃদয়-কন্দর অভূতপূর্ব্ব আনন্দপ্রবাহে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আশার আশ্বাসনী শক্তির ইয়ত্তা নাই। তিনি আশার উপর নির্ভর করিয়া মনে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন। রামের সহিত সমাগম হইলে যে সকল ব্যাপার ঘটিতে পারে, তিনি তৎসমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একবার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন; রাম লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন রাম অশ্রুপূর্ণনয়নে স্নেহভরে প্রিয়-সম্ভাষণ করিতেছেন, তিনি কথা কহিতেছেন না, অভিমানভরে বদন বিরস করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; একবার বোধ করিলেন, যেন প্রথমসমাগমক্ষণে উভয়েই জড়প্রায় হইয়া স্থির-নয়নে উভয়ের বদননিরীক্ষণ করিতেছেন এবং উভয়েরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; আরবার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ে একাসনে উপবেশন করিয়া পরস্পর দীর্ঘবিরহকালীন দুঃখের বর্ণনা করিতে করিতে অপরিজ্ঞাতরূপে রজনীর অবসান হইয়া গেল; একবার বোধ করিলেন, যেন তিনি শ্বশ্রূদিগের সম্মুখে নীত হইয়া তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলে, তাঁহারা বাষ্পপূর্ণ-নয়নে তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট দেখিয়া শোকভরে কতই পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আরবার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি শ্বশ্রূদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দেবরেরা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বাষ্পাকুল-লোচনে গদগদবচনে, 'আর্য্যে, প্রণাম করি,' ইহা বলিয়া অভিবাদন করিলেন; একবার বোধ করিলেন, যেন তাঁহার ভগিনীরা আসিয়া প্রণাম করিলেন এবং দীর্ঘবিয়োগের পর পরস্পর সন্দর্শনে শোকপ্রবাহ উচ্ছলিত হওয়াতে সকলে মিলিয়া গলদশ্রু-লোচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আরবার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত হইয়াছে, তিনি রামের বামে বসিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে সহধর্ম্মিণীকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

এইরূপ অনেকরূপ অনুভব করিতে করিতে আহ্লাদভরে পুলকিতকলেবর হইয়া জানকী শিবিকায় আরোহণ করিলেন এবং পরদিবস সায়ংসময়ে নৈমিষে উপনীত হইলেন। বাল্মীকি বলিলেন, 'বৎসে, রাজা রামচন্দ্র তোমার পুনর্গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। কল্য যৎকালে তিনি সভামণ্ডপে অবস্থিতি করিবেন, সেই সময়ে সর্ব্বসমক্ষে আমি তোমায় তাঁহার হস্তে সমর্পিত করিব।' বাল্মীকির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করিলে কোনও ব্যক্তি সাহস করিয়া সভামধ্যে অসম্মতি-প্রদর্শন করিতে পারিবে না। এ জন্য তিনি শুদ্ধচারিতার প্রমাণপ্রদর্শন আবশ্যক হইলেও হইতে পারে, এ কথার উল্লেখমাত্র করিলেন না। অনন্তর জানকী বিরলে বসিয়া কুশ ও লবের মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া স্বীয় পরিগ্রহ-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত-সংশয়া হইলেন এবং আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া প্রতিক্ষণে প্রভাতপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; সমস্ত রাত্রি একবারও নয়ন মুদিত করিতে পারিলেন না।

রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি স্নান-আহ্নিক সমাপিত করিয়া সীতা, কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কালমাত্রে

পর্য্যবসিত দেখিয়া রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতিকষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণে সমর্থ হইলেন এবং না জানি, আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে, এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া একান্ত আকুলহৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থা দর্শনে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। বাল্মীকি আসনপরিগ্রহ না করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এই সভায় নানাদেশীয় নরপতিগণ, কোশলরাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌরবর্গ ও জানপদগণ সমবেত হইয়াছ; তোমরা সকলেই অবগত আছ, রাজা রামচন্দ্র অমূলক লোকাপবাদশ্রবণে চলচিত্ত হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমাদের সকলের নিকট আমার অনুরোধ এই, তাঁহার পরিগ্রহ-বিষয়ে তোমরা প্রশস্তমনে অনুমোদন প্রদর্শন কর, জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।"

ইহা বলিয়া বাল্মীকি বিরত হইলে সভামণ্ডপে অতিমহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে নরপতিগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "আমরা অকপটহৃদয়ে বলিতেছি, রাজা রামচন্দ্র সীতা দেবীর পুনরায় গ্রহণ করিলে আমরা যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিব।" কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত লোক অবনত-বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাম এতক্ষণ বিষম সংশয়ে কালযাপন করিতেছিলেন, এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সীতার পরিগ্রহ-বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সম্মতি নাই। এজন্ত তিনি নিতান্ত ম্লানবদন ও ম্রিয়মাণপ্রায় হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় স্থিরনয়নে বাল্মীকির মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি অতিমাত্র হতোৎসাহ হইয়া উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া সীতাকে বলিলেন, "বৎসে জানকি, তোমার চরিত্র-বিষয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জন্মিয়া আছে, অদ্যাপি তাহা অপনীত হয় নাই; অতএব তুমি কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া সকলের অন্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপসারণ কর।" সীতা বাল্মীকির দক্ষিণ-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া নিতান্ত আকুলহৃদয়ে প্রতিক্ষণেই পরিগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণমাত্র বজ্রাহতার প্রায় গতচেতনা হইয়া বাতাহতা লতার ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।

জননীর তাদৃশী দশা দেখিয়া অতিমাত্র কাতর হইয়া কুশ ও লব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রাম অতিমহতী লোকানুরাগপ্রিয়তার সহায়তায় এ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন, কিন্তু সীতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া, কুশ ও লবের আর্ত্তনাদ শ্রবণগোচর করিয়া অতিদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'হা প্রেয়সি!' বলিয়া মূর্চ্ছিত ও সিংহাসন হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া 'হা বৎসে জানকি!' এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতার ভগিনীরাও দুঃসহ শোকভরে অভিভূত হইয়া 'হায়! কি হইল!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন শোকে একান্ত অভিভূত হইয়াও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের চৈতন্য-সম্পাদনে তৎপর হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার

চৈতন্যলাভ হইল। বাল্মীকিও সীতার চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত অশেষ প্রকারে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানবলীলার সংবরণ করিয়াছেন।

সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরল-হৃদয়া ছিলেন; তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতি-গোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতা-গুণের একপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্ম্মে উপদেশ দিবার নিমিত্ত সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি পাইয়া কখনও কোনও কামিনী তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, একপ বোধ হয় না।

সম্পূর্ণ।

গীতাঙ্কুর

টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত।

গীতাঙ্কুর।

ঝাঁঝকেলি—কাওয়ালি।

ত্রাণ কর পরমেশ্বর, ওহে বিশ্বেশ্বর।
ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া হই কাতর।
দয়া কর মোর প্রতি, আমি অতি মূঢ়মতি,
করযোড়ে করি স্তুতি, সদা পাপে জরজর।
মন সদা উচাটন, বিষয়েতে সদা মন,
তুমি হে অমূল্য ধন, সারাৎসার পরাৎপর ॥১॥

বিভাস—আড়া।

মনোযোগে মনোযোগ কর হে সাধন।
এ নয় অসাধ্য সাধন।
কি প্রয়োজন আসন, কি প্রয়োজন বন্ধন,
রেচক পূরকে নাহি কিছু প্রয়োজন।
অনুতাপ-অগ্নি জ্বালি, চিত্তমধ্যে দেহ ঢালি,
শ্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়া কর হে দাহন।
মন অতি সমল, কর তারে নির্ম্মল,
পাইবে হে বিমল, অমূল্য রতন ॥ ২ ॥

সোহিনীবাহার—আড়া।

প্রেমময় পাবে যদি হও প্রেমময়।
প্রেম গতি প্রেম মুক্তি প্রেম সর্ব্বাশ্রয়।
সৃজন পালন, জীবন মরণ,
তারণ কারণ সব প্রেমময়।
কোথায় অশিব, সর্ব্বত্রেতে শিব,
এ প্রেমে কি জীব, উদ্ধার না হয়।
যিনি প্রেমাধার, নিকটে তাঁহার,
মাগ প্রেমধার, পাইবে নিশ্চয়।
পাপ বিসর্জ্জন, অকপট মন,
তাঁহাতে অর্পণ, কর বিনিময়।
আত্মবৎ ভাব, হইবে স্বভাব,
মনের কুভাব যাইবে নিশ্চয়।
কামাদি প্রবল, দেখি প্রেমবল,
ক্রমশঃ দুর্ব্বল, হবে অতিশয়
মরণের ভয়, হইবে অভয়,
সব সুখময়, পাইবে আলয় ॥ ৩ ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

তব অর্চ্চনার কি ফল,
মন শান্ত হয় আর বাড়ে ধর্ম্মবল
ত্রাসিত তাপিত মন, সুখী না হয় কখন
লইলে তব শরণ, আনন্দ বিমল।
শোকেতে মোহিত জীব তব ধ্যানে সজীব
চিত্তের সান্ত্বনা শিব, তোমাতে কেবল
মানবের যত ক্লেশ, তুমি হে করহ শেষ,
কৃপাকর কৃপাশেষ, দেহ কৃপাবল।
পাপেতে পতিত অতি, অগতির তুমি গতি
কি হইবে মম গতি, ভাবিয়া বিহ্বল
তব প্রেমে এ নয়ন, যেন করে বরিষণ,
ভক্তি-অশ্রু নিরঞ্জন, নিষ্পাপ নির্ম্মল ॥ ৪

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

মন শোধন সাধন কর সযতন।
চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্রহ্ম দরশন।
কামের কুমতি নানা, পাইবে ঘোর যন্ত্রণা,
নির্ম্মল না হলে নির্ম্মল পাইবে কেমন
কর্ম্মজ পাপ যেমন, মনজ পাপ তেমন,
কায়-মনে শুদ্ধ হয়ে কর তাঁর স্মরণ
ক্রোধ প্রতি কর ক্রোধ, ক্ষমা অস্ত্রে কর রোধ
নম্রতার অগ্রে অহঙ্কারের মরণ ॥ ৫ ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

বৃথা গেল রে জীবন।
কি বলিব জিজ্ঞাসিলে জীবনের জীবন।
পেয়ে বুদ্ধি বল অর্থ, করিলাম অনর্থ,
বল বুদ্ধি গেল ব্যর্থ, গেল সব ধন।
ইন্দ্রিয়-সুখেতে কাল, গেল মোর সব কাল,
অবশেষে হলো কাল, কাল দরশন।
না হইল পরিহৃত, যা হইল অনুচিত,
পাইব হে সমুচিত, দহে মম মন।
নাহি কিছু সম্বল, ধ্বংস হলো বুদ্ধি বল,
কি করি এখন বল, নিকট নিধন।
খেদ সংবরহ নর, ভাব সেই পরাৎপর,
অপার করুণা তাঁর, দারিদ্র্য-ভঞ্জন ॥ ৬॥

নানা রাগমিশ্রিত গীত—আড়া।

এ মন কল্যাণ হইবে কেমন।
কেমনে করি আমি এই সাধন। ১।
পুত্র দারা কে স্নুত মায়া অঞ্জন।
সংসার অসার ভ্রম-দরশন। ২।
বিহাগ ত্যাগ অসার চিন্তন।
চরমে ইষ্টলাভ কর মনন। ৩।
ভৈরব ধ্যানে কর তাঁহার ধ্যান
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম কর অনুষ্ঠান। ৪।
ললিত স্তবে গলিত হও মন।
প্রেম উদয় সুখের আগমন। ৫।
বিভাস প্রকাশ সেই নিরঞ্জন।
মুদিত নয়ন কি হবে দরশন। ৬।
গৌড় সারঙ্গে তাঁর সংকীর্ত্তন।
একমন হয়ে কর পুনঃ পুন। ৭।
মূলতান অকপট আচরণ।
গ্রাম সুর মান নাহি প্রয়োজন। ৮।
পুরিয়া মনের সাধ সংপূরণ।
হৃদি চিত্ত মন কর হে অর্পণ। ৯॥ ৭॥

মালকোষ—আড়া।

ভ্রান্ত অশান্ত নর কভু না পায় অন্ত।
দুরন্ত কৃতান্ত-ভয়ে সর্ব্বদা প্রাণান্ত।
জীবের নিধন, সম্ভবে কেমন,
অবশেষে জীব শিব হইবে নিতান্ত।
কে বলে মরণ, লোকান্তে গমন,
মনের অগোচর নহে এ বৃত্তান্ত।
পাপ পুণ্য ফল, ভিন্ন ভিন্ন স্থল,
শুভাশুভ কর্মগুণে পাইবে অভ্রান্ত।
ভাই বন্ধু যত, হবে সমাগত,
মিলিবে তাঁহারা যদি হয় একান্ত।
ধর্ম্মের কি ভয়, হবে সদা জয়,
নিশ্চয় পাইবে সুখ অসীম অনন্ত।
পাপী স্বীয় পাপ, দহি অনুতাপ,
তাঁহার কৃপা-গুণে শেষে হবে শান্ত।
দুঃখ অকারণ, কর কি কারণ,
ভজি সত্য নিরঞ্জন, নাশ হে দুরন্ত ॥ ৮॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

বিপদ্ কে বলে বিপদ্।
বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ্।
তুমি হে প্রেম-আধার, প্রেম করহ বিস্তার,
চরমে হবে নিস্তার, এ জন্য বিপদ্।
কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ,
পাপের দারুণ ক্লেশ, বাড়ায় সম্পদ্।
বিপদ্ ঔষধি ধন, মন কর সংশোধন,
করিয়া পাপ নিধন, দেয় নিরাপদ্।
তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ,
বিপদে সম্পদে যেন, ভাবি ঐ পদ ॥ ৯॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

কে গো রোদন করে।
সকরুণ করে মারে মস্তক-উপরে।
একাকিনী চন্দ্রাননী, উন্মাদিনী পাগলিনী,
এ ধ্বনি করে কে ধনী, পরাণ শিহরে।
সিন্দুর অঞ্জন মিশি, মেঘে তড়িতের হাসি,
ধারা বহে পড়ি খসি, নয়নের নীরে।
এলোকেশী এলোমনা, বিগত-ধৈর্য্য-বন্ধনা,
শোকেতে হয়ে উন্মনা, মগনা কাতরে।

জিজ্ঞাসিলে রামা কহে, পতিশোকে হৃদি দহে,
কেন শ্বাস আর বহে, এ মিথ্যা শরীরে।
পতি মোর প্রাণধন, বৃথা মোর এ জীবন,
মরিলে বাঁচে জীবন, এ শোক-সাগরে।
স্থির হও গুণবতী, পিতা পুত্র ভাই পতি,
ব্রহ্মাণ্ডের তিনি পতি, ভাব হে তাঁহারে।
জগৎপতি করি পতি, হর স্বীয় দুর্গতি,
পুনর্ব্বার পাবে পতি, গেলে লোকান্তরে ॥১০॥

বেহাগ—আড়া।

দেখি ঘোর অন্ধকার।
তরঙ্গে গরজে তম-মেঘ বারংবার।
পাপ প্রচণ্ড পবন, ছিন্ন-ভিন্ন করে মন,
মত্তা-তড়িতে বাড়ে কুমতি বিকার।
অহঙ্কার বজ্রশব্দ, নম্রতা হইছে স্তব্ধ,
শিহরে শুদ্ধতা ভয়ে হইয়া অসার।
কত কুসঙ্গ তরঙ্গ, উঠিছে যেন মাতঙ্গ,
এ আতঙ্ক করে ভঙ্গ ভরসা আমার।
বিপদের নাহি পার, কেমনে হইব পার,
তোমার কৃপা অপার, তুমি কর্ণধার ॥১১॥

পরজ—আড়া।

কেমনে পাইব সে আলোক।
যে আলোকে পরিত্রাণ হয় ইহ-লোক।
যে আলোকে লয়ে যায়, দেয় সত্য প্রেমালয়,
সে আলয়ে বিরাজে যতেক পুণ্যশ্লোক।
কিন্নর অপ্সর নানা, সিদ্ধ সাধু অগণনা,
সুখরসে ভাসে সদা নাহি দুঃখ-শোক।
সবাকার এই চিত, কিসে হবে পরহিত,
প্রেম-বিগলিত হয়ে ভ্রমে ঐ লোক।
হলে প্রেমের প্লাবন, করে তারা দরশন,
নিষ্কল নির্ম্মল ব্রহ্ম আলোক আলোক।
যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা পরলোক,
কি হইবে ভাবিলে কেবল ইহলোক ॥ ১২ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর কেন হও বিমোহিত, মদে পতিত।
কাল কাল না দেখিবে কর যা উচিত।
মুখেতে বলা ঈশ্বর, যদিও এ শুভকর,
কেবল এই রবে না হইবে রক্ষিত।
কি করিবে দারা পুত্র, চিত্ত কর্ম্ম মূল সূত্র,
চিত্তের সরল গুণে তরিবে নিশ্চিত।
অকপট ভক্তি কর, ত্যজ বাহ্য আড়ম্বর,
ইহাতে তাঁহার প্রীত, এই হে বিহিত ॥ ১৩ ॥

ললিত—আড়া।

কর স্তব নর সব কর তাঁর সংকীর্ত্তন।
সেই নামে পরিণামে জুড়াইবে এ জীবন।
সমীরণ মন্দ মন্দ, বহে হয়ে সানন্দ,
বিকশিত পুষ্প গন্ধ করে বিতরণ।
বন উপবন শোভা, মিলিত অরুণ-আভা,
কি আশ্চর্য্য মনলোভা, নয়নরঞ্জন।
ডাকে নানা পক্ষিগণ, কত স্বর-আলাপন,
যোগীর ধ্যান-ভঞ্জন, শ্রবণ-মোহন।
আকাশের রম্য দৃষ্টি, প্রেমে পুলকিত সৃষ্টি,
দেখি এত প্রেমবৃষ্টি, স্থির কি কারণ।
উঠ উঠ সব নর, করপুটে স্তব কর,
সেবিলে সে বিশ্বাধার সুখেতে মরণ ॥১৪॥

আলাইয়া—আড়া।

ওহে ধর্ম্মব্রত জন মৌন দেখি কি কারণ।
চিত্তের অস্থৈর্য্য তুমি আশু কর নিবারণ।
দেখি পাপের উন্নতি, পুণ্যের অধম গতি,
বুঝি হইতেছে মতি, ধর্ম্মের কি প্রয়োজন।
পাপী নানা সুখভোগে আনন্দে বাঁচে অরোগে,
সদা থাকে যোগে যাগে, শুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ।
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, আত্মা নাহি ধ্বংস হবে,
থাকিলে পুণ্য-প্রভাবে, পাবে সুখনিকেতন।
পাপ-পুণ্য-ফলাফল, এখানে নহে কেবল,
এ হয় পরীক্ষা স্থল, এই এর নিদর্শন।
সব দণ্ড পুরস্কার, এখানে নহে বিস্তার,
এ লোকে হলে নিস্তার, পরলোক কি কারণ।
ক্লেশে থাকে যেই জন, ধর্ম্ম তাঁর আভরণ,
মনের সন্তোষ ধন, কভু না হয় নিধন।

বাড়িলে সে ধনাকর, শোভাকর মনোহর,
দুঃখ-শোকনাশকর, সুখকর অনুক্ষণ।
কঠোরেতে বাড়ে ধর্ম্মে, বৈভবে বৃদ্ধি অধর্ম্ম,
পরিদৃঢ়তার বর্ম্ম, ক্লেশ কর সংবরণ।
ক্লেশ ধর্ম্ম পুরস্কার, ধন পাপ তিরস্কার,
বুঝি এই পরিষ্কার, সদা ধর্ম্মে দেও মন ॥১৫॥

আড়ানা-বাহার—তেওট।

সাজ সাজ সাজ সমরে।
আত্মা-ভিতরে প্রবেশে পাপ পিশাচ সত্বরে।
কুপ্রবৃত্তি সেনাপতি, সঙ্গেতে দুর্ব্বল মতি,
ধাইছে বেগেতে অতি, মারে ছলনা-শরে।
পশ্চাতে আইসে কাম, সদা ব্যস্ত নিজ কাম,
অশুদ্ধতা অবিরাম, সকটাক্ষে বিস্তারে।
ক্রোধ চলে তার পর, ভয়ানক ঘোরতর,
কম্পান্বিত কলেবর, মার মার চীৎকারে।
লোভ যাহা পায় ধরে, একেবারে গ্রাস করে,
কর দিয়া স্ব-উদরে, মুখ সদা প্রসারে।
মদে মত্ত হয়ে মদ, উন্মত্ত স্ব-সম্পদ্,
পান করি মদমদ, করে করে প্রহারে।
শেষে আসে অহঙ্কার, উগ্র মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
ব্রহ্মাণ্ডই তুচ্ছ তার, তার শক্তি কে ধরে।
উঠ উঠ কর রণ, এ নহে সামান্য রণ,
এ রণে হ'লে মরণ হারাইবে অমরে।
শরীর হ'লে পতন, সে পতন কি পতন,
আত্মার হলে পতন, মজিবে একেবারে ॥১৬॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

ওহে কেন অচেতন।
জান না কি কালান্তরে লোকান্তরে গমন।
কেন অলস বিলাস, কেন লালস অভ্যাস,
কেন নিশ্বাস বিশ্বাস, প্রকাশ সার চিন্তন।
কেন হে ভৌতিকামোদ, কেন মদে গদগদ,
কেন ত্যজ সারাস্বাদ, সর্ব্ব-শান্তি ব্রহ্মজ্ঞান।
কেন বাহ্য আড়ম্বর, কেন অসারে তৎপর,
কেন সেই পরাৎপর, না কর হৃদয়ে ধ্যান ॥১৭॥

বিভাস—মধ্যমান।

আর কেন নয়ন মুদিত।
চল চল ধর্ম্মক্ষেত্রে কর যা উচিত।
কোথায় বা অনাহার, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর,
ভ্রমে প্রাণী শীত-বৃষ্টি হতে আচ্ছাদিত।
কোথায় বা স্বামিহীনা, ভোগে রমণী যন্ত্রণা,
কোথায় বা পিতৃমৃত্যে শিশু অনাশ্রিত।
কোথায় বা রোগ ক্লেশ, অনুপায়ে অবিশেষ,
কোথায় কুটীর চাল অনেকে বঞ্চিত।
কোথায় বা শোকানল, দহে সদা হৃদিদল,
শ্রাবণের ধারা বহে চক্ষু বিমোহিত।
কোথায় কলুষরাশি, গ্রাস করে ধর্ম্মশশী,
কোথায় মূর্খতা জন্য কর্ম্ম বিপরীত।
দান শ্রম উপদেশ, ক্লেশ-বিঘ্ন-পাপ-শেষ,
সাধনা হইবে হলে চিত্তেতে পীড়িত।
পরদুঃখ পরসুখ, আত্মদুঃখ আত্মসুখ,
এ বিধায় অনুষ্ঠানে স্বর্গীয় পীরিত ॥ ১৮ ॥

ভৈঁরো—আড়া।

জ্ঞান নিরাময় সুখময় সর্ব্বাশ্রয়।
বিচিত্র রচনা তব প্রেমময় অভিপ্রায়।
দেখিলে নভোমণ্ডল, এ আশ্চর্য্য ভূমণ্ডল,
জ্ঞান হয় সণ্ডল, এক পার্শ্বে রয়।
কত গ্রহ দিবাকর, কত তারা শশধর,
কত কেতু জ্যোতিষ্কর, সব প্রাণিময়।
কি কৌশলে নিরমিত,
কি কৌশলে নিয়োজিত,
কি কৌশলে নির্ব্বাহিত, বদ্ধ শৃঙ্খলায়।
করিয়াছ যে নিয়ম, নাহি তার ব্যতিক্রম,
তোমার নিয়ম-ভ্রম দৃষ্টি নাহি হয়।
সৃষ্টি অসংখ্য অসীমা, অপার তব মহিমা,
তোমাতে তব উপমা, সর্ব্ব-শক্তিময়।
অগণ্য তব সৃজন, অগণ্য তব পালন,
অগণ্য কৃপা অর্পণ, কর কৃপাময়।
কত ক্ষমা কর দান, মানবের নাহি জ্ঞান,
তোমাতে ক্রোধ বিধান, তুমি ক্ষমাময়।

ক্লেশ রোগ মৃত্যু শোক, শিব পায় এই লোক,
না ভাবিয়া পরলোক, তুষ্টির ত্বরায়।
কত কর পর্য্যটন, দিতে সুখ অনুক্ষণ,
তব নিয়ম ভঞ্জন, ক্লেশ নর পায়।
সব জীবে ক্রোড়ে কর, মাতাধিক স্নেহ ধর,
মহাপাপীকে উদ্ধার, বিহিত সময়।
মানবের হিত জন্য, দেহ করিয়াছ অন্য,
দিবে সুখ অসামান্য, গেলে স্বর্গালয় ॥ ১৯ ॥

বেহাগ—আড়া।

এ কি দেখি ভয়ঙ্কর।
যেন কে প্রহারে মোরে কাঁপি থরথর।
মনঙ্ক কর্ম্মজ পাপ, দেয় নিদারুণ তাপ,
আপন স্মরণ হলো ঘোর দণ্ডধর।
যাহা ছিল অপ্রকাশ, সে এক্ষণে সপ্রকাশ,
এ জানিলে কে করিত পাপ ঘোরতর।
পর-বনিতা-গমন, পরবিষয় হরণ,
পর-পীড়নে পীড়ন, সদা জরজর।
যেমন মন আমার, তেমন হলো আকার,
সঙ্গিগণে দেখি যেন হর-অনুচর।
ভয়ানক এই লোক, আর কোথায় নরক,
অসহ্য যন্ত্রণা-ভোগে অসীম কাতর।
চারি দিক্ অন্ধকার, কেমনে হবে সুসার,
অসার কর্ম্মের ফল অবশ্য অসার।
ঊর্দ্ধেতে করে গমন, পুণ্যবান্ এক জন,
নিকটে আনিয়া বলে হয়ে স্থিরতর।
অন্যের পাপ মোচন, অন্যকে পুণ্য প্রদান,
কাহার ক্ষমতা নাহি সৃষ্টির ভিতর।
শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধাচার, ইহাতে আশু নিস্তার,
তা না হলে কর্ম্মদোষে যন্ত্রণা বিস্তর।
দয়াময় ক্ষমাসিন্ধু, দেন সবে কৃপা-ইন্দু,
এ কারণ পাপী তাপী হয় কালান্তর।
হয়ো না সান্ত্বনান্তর, ভবান্তর গত্যন্তর,
যদি পাবে হও নিরন্তর তাপান্তর ॥ ২০ ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

কত পাইবে রতন, ওহে ধর্ম্মপরায়ণ,
যখন হইবে মুক্ত শরীরবন্ধন।
প্রজ্বলিত অনুতাপ, নাশিয়াছে তব পাপ,
এমন পুণ্য প্রতাপ, সুখেতে গমন।
দূরে যাবে রোগ শোক, সুখময় নানা লোক,
শোভিত সত্য আলোক, হবে দরশন।
কেহ না করিবে রোধ, ন বিবাদ ন বিরোধ,
পরহিত অনুরোধ, সদা বরিষণ।
কত দৃশ্য মনোহর, কত ধ্বনি সুখকর,
কত গন্ধ মত্তকর, পাবে অনুক্ষণ।
যেমন হয়েছ নত, হইবে হে উন্নত,
জ্ঞান প্রেমে ক্রমাগত ক্রমশঃ বর্দ্ধন।
দয়ালু দেবতা যত, মিলিবে প্রফুল্ল চিত্ত
সঙ্কীর্ত্তন প্রেমামৃত, থাকিবে মগন।
দেখিবে হে নিরঞ্জন, সর্ব্বতাপবিমোচন,
দুর্লভ হৃদয় ধন রতন রতন ॥২১॥

মূলতান—আড়া।

সুখ-ধামে যাবে যদি কর আয়োজন।
ভক্তি কাণ্ডারী হইলে অভ্রান্ত গমন।
ভক্তি কভু নহে বাম, মননেত্রে অবিরাম,
এইখানে সেই ধাম, করাইবে প্রদর্শন।
ভক্তির করব যুক্তি, ভক্তির অপার শক্তি,
ভক্তিতেই পাবে মুক্তি, এই স্থির কর মন ॥২২॥

গৌড়-সারঙ্গ—মধ্যমান।

কৃপাময় কৃপা কর এ অভাজনে।
অন্তরেতে সুখস্রোত ভাসমান তব ধ্যানে।
নানা তরঙ্গের রঙ্গ, একাগমে অঙ্গ ভঙ্গ,
ছাড়িলে তোমার সঙ্গ, কুরঙ্গ তাড়িত বনে ॥২৩॥

আড়ানা-বাহার—মধ্যমান।

মন্‌জেল মন্‌জেল চলে চল ভাই।
মনে করো না আগে মন্‌জেল নাই।
যত মন্‌জেল যাবে, দুখ বিগত হইবে,
সুখাকাশ প্রকাশিবে, দিবা-রাত্র নাই।
ছাড়িলে পার্থিব ভাব, ঘুচিবে সব অভাব,
ভব ভাবাতীত ভাব, বাড়িবে সদাই ॥২৪॥

রোদনে কর শোধন, নিরন্তর অন্তর ধন,
নাশিবে শান্তি তপন, পাপ-শর্ব্বরী।
পরে পাইবে যে হাস্য, সে হাস্য নয় উপহাস্য,
সদা আনন্দ প্রকাশ্য, সুধা সর্ব্বোপরি ॥ ৩২ ॥

গৌড়-সারঙ্গ—মধ্যমান।

তব অধীন মোরে কর, ওহে বিশ্বধর।
তোমা ছাড়ি স্বাধীনতা অতি ভয়ঙ্কর।
গতিশক্তি জীবন, সকলের তুমি জীবন,
ইচ্ছা মোর কর প্রভো, যে ইচ্ছা তোমার ॥৩৩॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

ওরে বৃন্দাবনের লোক।
দেখা রে আমাকে তোরা আলোকের আলোক।
যদুপতি, ব্রজপতি, কভু নহে সে মূরতি,
দেখা রে সে হৃদিপতি, ভূলোক, দ্যুলোক ॥৩৪॥

শ্রী—কাওয়ালি।

প্রেমনগরে চল যাই।
সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের দিব হে দোহাই।
প্রেমেতে মগন হয়, প্রেমামৃত পান করিব,
প্রেমানন্দ হইয়া ভ্রমিব ঠাঁই ঠাঁই ॥ ৩৫ ॥

রোদনে কর শোধন, নিরন্তর অন্তর ধন,
নাশিবে শান্তি তপন, পাপ-শর্ব্বরী।
পরে পাইবে যে হাস্য, সে হাস্য নয় উপহাস্য,
সদা আনন্দ প্রকাশ্য, সুধা সর্ব্বোপরি॥ ৩২ ॥

গৌড়-সারঙ্গ—মধ্যমান।

তব অধীন মোরে কর, ওহে বিশ্বধর।
তোমা ছাড়ি স্বাধীনতা অতি ভয়ঙ্কর।
গতিশক্তি জীবন, সকলের তুমি জীবন,
ইচ্ছা মোর কর প্রভো, যে ইচ্ছা তোমার ॥৩৩॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

ওরে বৃন্দাবনের লোক।
দেখা রে আমাকে কোথা আলোকের আলোক।
যদুপতি, ব্রজপতি, কভু নহে সে [illegible]।
দেখা রে সে হৃদিপতি, ভূলোক, দ্যুলোক। ৩৪

শ্রী—কাওয়ালি।

প্রেমনগরে চল যাই।
সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের [illegible]।
প্রেমেতে মগন হয়ে প্রেমামৃত পান করি [illegible]
প্রেমানন্দ [illegible] ঠাঁই ঠাঁই। ৩৫

হিন্দুধর্ম্মমর্ম্ম

৺লোকনাথ বসু প্রণীত।

হিন্দুধর্ম্মমর্ম্ম

কোন ব্যক্তি সংসার-দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গমন করত প্রান্তরমধ্যে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক মনে মনে ধর্ম্মবিষয়ে নানাপ্রকার আলোচনা করত খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় ও হিন্দুশাস্ত্রীয় কোন ধর্ম্মে কিছুমাত্র সার পদার্থ দেখিতে না পাইয়া পরে অত্যন্ত খিন্নমনে জ্ঞান ভূমি বারাণসী ধামে গমন পুরঃসর ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর এক পরম-হংসের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সমীপে গমন করত শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিল, "মহাশয়, আমি হিন্দুকুলোদ্ভব; অতএব হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ হওয়া আমার শ্রেয়ঃকল্প, কিন্তু তাহাতে বিস্তর সংশয় দেখিতেছি, অর্থাৎ নানা শাস্ত্রের নানা মত, বেদে নিরাকার অদ্বয় ব্রহ্মের এবং তন্ত্রে ও পুরাণে বিবিধ দেব-দেবীর উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর সেই উপাসনার প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অতএব এ অবস্থায় ঐ ধর্ম্মের অনুগামী হওয়া কর্ত্তব্য, কি ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করা বিহিত, আমি এই চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। যদি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশয়চ্ছেদক উপদেশ দেন, তাহা হইলেই সুস্থ হইতে পারি, নতুবা আর দ্বিতীয় উপায় নাই।"

গুরু।—আমি তোমার অমৃতাভিষিক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এবং তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করিলাম। দেখ বাপু, এক্ষণে অনেকেই হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মাবগত হইতে না পারিয়া তাহাকে ভ্রান্তিমূলক বিবেচনায় অগ্রাহ্য করিয়া থাকে, ইহা অপরিচিত ব্যক্তির নাম শ্রবণমাত্র তাহাকে দোষী বলার ন্যায় অতি অনুচিত ব্যবহার, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি যে তাহা না করিয়া স্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের দোষগুণ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ঐ শাস্ত্রের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহা হইতে অধিক প্রশংসনীয় কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? তদর্থ তোমাকে সাধুবাদ দিলাম। এক্ষণে আমি তোমার সংশয়চ্ছেদনার্থ সাতিশয় যত্ন করিতেছি; তুমি ভক্তি ও মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া সংশয় দূরীকরণ কর। শাস্ত্র সকলে পরস্পর কোন বিরোধ নাই (১)। এতদ্দেশে বেদের

(১) পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুত কৃষ্ণমিশ্র মহাশয়ও এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের পঞ্চম অঙ্কে লিখিয়াছেন যে, "তত্ত্ববিচারক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্রসকলের পরস্পর বিরোধ হয় হয় না"; এবং শ্রীযুত মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত প্রস্থানভেদেও তাবৎ শাস্ত্রের ঐক্যতা কথিত হইয়াছে। ফলতঃ মূল শাস্ত্র যে শ্রুতি, তাহার নানার্থ-বোধকতা প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঋষি তাহার ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণ করত স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুযায়ী শাস্ত্র করিয়াছেন, ইহাতে এক এক প্রধান শাস্ত্রে সামান্য সামান্য বিষয়ে মতান্তর দৃষ্ট হয়, কিন্তু অধিকাংশ সাধু লোক যে মতের অনুগামী হইয়াছেন, তাহাই

একাংশ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড ব্যতীত অপর দুই কাণ্ডের বিশিষ্টরূপ প্রকাশ না থাকায় তোমরা বেদের সহিত পুরাণাদির বিভিন্নতা অনুমান কর। বাস্তবিক বেদ হইতে পুরাণ, স্মৃতি, আগম অর্থাৎ তন্ত্র ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রেরই উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও ঐ সকল শাস্ত্রে পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ বিপরীত বিধান দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহারও হেতু বেদ ব্যতীত অন্য নহে। মনের গুণভেদে লোকের অধিকার ভেদ হয়, এজন্য অধিকারিভেদে বেদে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, সুতরাং একের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ দৃষ্ট হয়। বেদে যে প্রকার কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড আছে, পুরাণে এবং তন্ত্রেও সেই প্রকার কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানসম্বন্ধীয় উপদেশ দৃষ্ট হয়। বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। তদতিরিক্ত অন্য কোন দেবতার উপাসনা (২) করিবার উপদেশ অস্মদাদির গ্রহণযোগ্য, যেহেতু শাস্ত্রেই কথিত আছে যে, "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে" ইতি ব্যবহারতত্ত্বে বৃহস্পতিবচনম্। অস্যার্থঃ—কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ণয় করিতে হইলে কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করা উচিত নহে, যেহেতু, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হয়।

পুনশ্চ—"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

অস্যার্থঃ।—

"বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র একমত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাতে যান মহাজন॥"

ইতি মহাভারত বনপর্ব্ব। শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত ভারতের প্রথম বালমের ৪২১ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(২) ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের উপাসনার বিধি শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু তাহা বিষয়ভোগার্থী লোকের প্রতি কথিত হইয়াছে, দেবতারা অস্মদাদির ন্যায় জন্যজীব, ইহা বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাধ্যায়ে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে; সুতরাং তাঁহারাও নশ্বর, যেহেতু, জন্য পদার্থমাত্রেরই ধ্বংস হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহার প্রমাণ শ্রুতিতেও আছে, যথা—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।" ইহার তাৎপর্য এই যে, মনুষ্য সকল পুণ্য দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, পুণ্যক্ষয় হইলেই তাঁহারা স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্তালোকে জন্মগ্রহণ করেন; এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ঊনবিংশতি অধ্যায়ে কথিত আছে যে, স্বর্গের এবং পৃথিবীর অপরাপর খণ্ডের জীবেরা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের লোকেরা স্বর্গাদিতে জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ জীব সকল স্ব স্ব কর্ম্মবশতঃ স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি নানা স্থানে ভ্রমণ করে এবং ভবিষ্যোত্তরপুরাণের চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, শুভ কর্ম্মে দেবত্ব, শুভাশুভ-মিশ্রিত কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব, এবং অশুভ কর্ম্ম দ্বারা তির্য্যক্-যোনিত্ব-লাভ

'স্বর্গ' শব্দে সূর্য্যাদি তৈজসমণ্ডল সকল উপলব্ধি করিতে হইবে, কারণ, মৎস্যপুরাণে দ্বিতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে যে, এই বিশ্ব অণ্ডস্থ প্রযুক্ত ইহাকে ব্রহ্মাণ্ড কহে, ঐ ব্রহ্মাণ্ড দুই অংশে বিভক্ত,—এক অংশ পৃথিবী, অপর অংশ স্বর্গ। এক্ষণে বিবেচনা কর, যখন আকাশস্থ সূর্য্যমণ্ডলাদি পৃথিবীর অন্তর্গত নহে এবং উহা ব্যতিরিক্ত শূন্যস্থ আর অন্য স্বর্গ আছে, এমত উপলব্ধি হইতেছে না, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে

মুমুক্ষু জনগণের প্রতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কায়মনোবাক্যে ভক্তিপূর্ব্বক পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া মনের শান্তি-লাভ করিবার বিধান সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, বেদ যাহা বলিয়াছেন, পুরাণাদি তদাচরণের উপায় দেখাইয়াছেন। যথা—বেদ এই আদেশ করেন যে,"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" অস্যার্থঃ—অরে! আত্মার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা সাক্ষাৎকার হইতে পারে। কিন্তু বিষয়াসক্ত বেদানভিজ্ঞ লোকদিগকে সেই শ্রবণাদি অনুষ্ঠান করিবার উপায় পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যদিও শাস্ত্রে উপাসনাকাণ্ডে অর্থাৎ ভক্তিপ্রকরণে বিবিধ দেব-দেবীর প্রসঙ্গে মনুষ্যের ন্যায় তাঁহা-দিগের বাসস্থান ও পরিবার এবং বাহনাদি থাকার বিবরণ ও সেই সেই দেবদেবীর উপাসনা করিবার উপদেশ অথবা উপাস্য দেবের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তথাপি ইহা বেদের আশ্চর্য্য কৌশল জানিবে, ইহার কারণ ও প্রমাণ পশ্চাৎ দর্শিত হইবে। এ স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ঐ সকল স্ত্রী পুরুষ উভয় নাম রূপ এক পরব্রহ্মেরই হয় তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর নহে এবং বিবিধ প্রকারে যে উপাসনা করা যায়, সেও তাঁহা ব্যতীত অন্যের নহে, উপাসনাভেদে ফলের বৈলক্ষণ্য হয় না, তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইব।

যে, আকাশস্থ সূর্য্যমণ্ডলাদিই স্বর্গ এবং ঐ মণ্ডলস্থ প্রাণিবর্গই দেবতা, তাহার সন্দেহ নাই। অপর, যখন পৃথিবীর কোন স্থল প্রাণিহীন দৃষ্ট হয় না, বরং মাইক্রস্কোপ নামক যন্ত্রবিশেষ দ্বারা দর্শন করিলে জলে, বায়ুতে, প্রস্তরাদিতে এবং অগ্নিমধ্যেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম দেহী প্রত্যক্ষ হয়, তখন গ্রহ-নক্ষত্রাদি যে সকল মণ্ডল আকাশে আছে, তাহাতে কোন প্রাণীর বাস নাই, ইহা কি-রূপে সম্ভব হইতে পারে, এবং যে মণ্ডল যে পদার্থে নির্ম্মিত, তত্রস্থ জীবের শরীর অধি-কাংশই সেই পদার্থ-ঘটিত হওয়ার প্রতিও কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর তেজোনিরূপণ-প্রকরণেও সূর্য্যাদি লোকে তৈজস-দেহীদিগের বসতির প্রসঙ্গ আছে, এতাবতা যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা তৈজস-মণ্ডলবাসীদিগের দেহ তেজঃপ্রধান, ইহা প্রতিপন্ন হয়, এবং 'দেবতা' শব্দেও দীপ্তি-বিশিষ্ট বুঝায়। অতএব শাস্ত্রে 'স্বর্গ' শব্দে সূর্য্যাদি তৈজসমণ্ডল এবং 'দেবতা' শব্দে তত্তন্নিবাসী উৎকৃষ্ট দেহী অভিপ্রেত হওয়া ব্যতিরিক্ত অন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না, সুতরাং তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাবান্ বিবেচনা করিতে হইবে। এ স্থলে তাঁহাদিগের মানব-উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া কামনা পূর্ণ করিবার যোগ্যতা অসম্ভব নহে।

তুমি অবশ্য জানিয়া থাকিবে যে শাস্ত্রে দ্বৈতাদ্বৈত মতের এক বিবাদ আছে এবং ঐ বিরোধ আমিও স্বীকার করি, কিন্তু "দ্বৈতাদ্বৈত মত" পদে এমত বিবেচনা করিও না যে, কেহ পরমেশ্বরের তুল্য অন্য পুরুষের সত্তা অস্বীকার করেন এবং কেহ তাঁহার সদৃশের বিদ্যমানতা মানেন।

উক্ত বিবাদের মূল এই যে, পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ এবং তত্রস্থ ইন্দ্রিয়াদি কাহারও চৈতন্য নাই, কেবল আত্মার আবির্ভাবে ও তিরোভাবে তত্তাবতের চেষ্টার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। যেমন ধাতুময় বাষ্পযন্ত্র স্বভাবতঃ জড় হইয়াও বাষ্পপূর্ণ হইলে গত্যাদি শক্তিবিশিষ্ট হইয়া নানা কার্য্য করে, বাষ্পাভাব হইবামাত্রই অচল হয়, তদ্রূপ আত্মার সত্তা হেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চেষ্টা

জন্মিয়া নানা কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু আত্মা প্রস্থান করিলে কাহারও স্পন্দ থাকে না। অতএব আত্মা যে ভৌতিক পদার্থ নহে, তাহাতে আর প্রমাণাপেক্ষা করে না। পরন্তু কোন কোন ঋষি কারণের সহিত কার্য্যের অভিন্নতা জ্ঞানে ঐ আত্মাকে চিদাভাস বলিয়া জীবোপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে ব্রহ্মই স্বীকার করিয়াছেন। (৩) পক্ষান্তরে, কেহ কেহ কার্য্যকারণের প্রার্থক্য মানিয়া পরমেশ্বর হইতে জীবের ভেদ দর্শাইয়াছেন, ইহাতেই "দ্বৈতাদ্বৈত" মতের উৎপত্তি হইয়া ষড়্‌দর্শনে (৪) তুমুল বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রের যে বিরোধ, সে কেবল এই বিষয়ে জানিবে, কিন্তু অদ্বৈত মতই অধিকাংশ ঋষি গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং পুরাণ ও তন্ত্র আদি বহু শাস্ত্র তদনুগামী। ফলে দ্বৈতবাদীরাও উপাস্যের দ্বিত্ব স্বীকার করেন নাই।

(৩) জীব যে চিদাভাস, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব বোধ হইতে পারে, অতএব তাহার সম্ভাবনা দর্শাইবার নিমিত্ত এক উদাহরণ দিতেছি।

কোন তমোময় গৃহে দীপ আনয়ন করিবা মাত্রই তত্রস্থ সমুদায় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার কারণ এই যে, ঐ দীপশিখার আভা অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র তেজোময় পরমাণুসমূহ উক্ত গৃহে বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বত্র সংলগ্ন হয়, এই হেতু তাবতের রূপ নয়নগোচর হইয়া থাকে, অথচ দীপশিখার যে দাহিকা শক্তি আছে, ঐ সকল পরমাণুতে তাহার আবির্ভাব হয় না, তাহা হইলে বারুদাদি অনায়াসদাহ্য বস্তু উজ্জ্বল গৃহে কদাচ রক্ষা করা যাইতে পারিত না। তদ্রূপ জীব চিদাভাস হইয়াও স্বরূপের শক্তি প্রাপ্ত হয়েন না।

(৪) দর্শনকারদিগের মত অতি সংক্ষেপে প্রঃ নাঃ ৫ অঙ্কে লিখিত আছে।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বাক্য সকলের প্রমাণ ও কারণ বর্ণন করি, বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

১। পুরাণ শাস্ত্র যে বেদমূলক, তদ্বিষয়ে এই বক্তব্য যে, পুরাণকর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রধান যে বেদব্যাস, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, "এই ভাগবত শাস্ত্র বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল।"

পুনরায় তৃতীয় অধ্যায়ের চত্বারিংশৎ শ্লোকে লেখেন যে, "ইহা সর্ব্ববেদের তুল্য।" পুনশ্চ তৎপর শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, "মহর্ষি বেদব্যাস এই শাস্ত্রে সকল বেদ এবং ইতিহাসের সার উদ্ধার করিয়া আত্মসুত ধীরশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।" অনন্তর চতুর্থ অধ্যায়ে ২৩। ২৪। ২৫ শ্লোকে লিখিত আছে যে, "ঐ সকল ঋষি আপন আপন অধীত বেদ অনেক প্রকারে বিভক্ত করেন, অতএব তাঁহাদিগের এবং তত্তৎশিষ্য-প্রশিষ্যাদির দ্বারা বেদ সকল ক্রমে বহু শাখাবিশিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে অতিশয় মেধাবী লোকেই বেদ সকল ধারণ করিতেন, কিন্তু অল্পবুদ্ধি লোকেও তাহা যেরূপে ধারণ করিতে পারে, দীনবৎসল ভগবান্ বেদব্যাস তদ্রূপে সংগ্রহ করিলেন, পরে স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুর (৫) বেদে অধিকার নাই বলিয়া শ্রেয়ঃসাধন কর্ম্মমার্গে বিমূঢ় ঐ সকল লোকের কিরূপে নিস্তার হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ ঋষি কৃপা পূর্ব্বক তাহাদের নিমিত্ত মহাভারত আখ্যান রচনা করিলেন।" অপরঞ্চ শাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে বেদব্যাসকে নমস্কার উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে যে, "যিনি বুদ্ধিরূপ মন্থান-দণ্ড মন্দর ধারণ পূর্ব্বক শ্রুতি-সাগর হইতে মহাভারতরূপ চন্দ্র উদ্ধার

৫। স্বধর্ম্মচ্যুত ত্রিবর্ণাধম, অর্থাৎ হীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।" এবং গারুড়ে উক্ত হইয়াছে যে, "ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, গায়ত্রীর ভাষ্য এবং বেদার্থে বৰ্দ্ধিত (৬)।

এ বিষয়ের প্রমাণ স্মৃতিতেও পাওয়া যায়। "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।" অস্যার্থঃ—(৭) ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র বেদার্থেরই প্রবাক মাত্র। বেদ অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট লোক কর্তৃক প্রহারিত হইবার ভয়ে ভীত হয়েন। অর্থাৎ যে সকল লোক কেবল ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারমাত্র স্পর্শ করিয়া পণ্ডিতাভিমানী হয়, তাহারা বেদাধ্যয়ন বা তদালোচনা করিলে তাহার প্রকৃতাভিপ্রায় গ্রহণ করিতে অশক্ত হইয়া অর্থবাদ (৮) সকলকেই যথার্থবাদ জ্ঞান করিয়া অনর্থ ঘটাইতে আরম্ভ করে, এ নিমিত্ত বর্ণাশ্রম এবং অধিকারিভেদে ও রাজপ্রজাদির যাহা কর্ত্তব্য, পরমদয়ালু ঋষিরা তাহা পুরাণাদি শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট করিয়া উপন্যাসচ্ছলে লিখিয়াছেন।

সর্ব্বপুরাণের এবং মহাভারতাদি ইতিহাসের স্থানে স্থানে ব্রহ্ম জ্ঞানোপদেশ আছে, তত্তাবতের বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, তথাপি কয়েক স্থানের প্রসঙ্গ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, দৃষ্টি করিবে।

পুরাণের নাম।	তাহার যে অংশে ঐ উপদেশ আছে।
১ ব্রহ্ম।	—উত্তরভাগে, যোগ-সাংখ্যব্রহ্মবাদ-কথনে।
২ পদ্ম।	—চতুর্থ পাতালখণ্ডে, শিবগীতায়।
৩ বিষ্ণু।	—প্রথম ভাগের সপ্তাংশে, ব্রহ্মজ্ঞান-কথনে।
৪ বায়ু।	—উত্তর ভাগে, শিবসংহিতায়।
৫ ভাগবত।	দ্বাদশস্কন্ধে, বেদশাখাকথনে।
৬ নারদ।	—পূর্ব্বভাগের দ্বিতীয় পাদে, মোক্ষ-ধর্ম্ম-কথনে মোক্ষোপায়নিরূপণে।
৭ মার্কণ্ডেয়।	—সাংখ্যযোগোপদেশে।
৮ অগ্নি।	—যোগশাস্ত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানকথনে।
৯ ভবিষ্য।	—তৃতীয় পর্ব্বে, মোক্ষবিষয়ে বিষ্ণু-মাহাত্ম্যকথনে।
১০ বরাহ।	পূর্ব্বভাগে, রুদ্রগীতায়।
১১ স্কন্দ।	—দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে, মোক্ষ-সাধন-মন্ত্রোক্ত নানা-যোগনিরূপণে —তৃতীয়ে ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশে এবং জ্ঞানযোগাখ্যানে।
১২ বামন।	—দ্বিতীয় উত্তর ভাগে, মাহেশ্বরী-সংহিতায়, ভগবতী-সংহিতায়, সৌরী সংহিতায়, এবং গাণেশরী সংহিতায়।
১৩ কূর্ম্ম।	—উত্তর ভাগে, ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের মাহাত্ম্যকথনে, পূর্ব্বভাগে বেদ-

৬। এতদ্বচন হরিভক্তি-বিলাসের দশম বিলাসে আছে।

৭। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের প্রথম ভাগের ৩০২ পৃষ্ঠা।

৮। বেদে যে অর্থবাদ আছে, তাহা ভগবান্ বেদব্যাসও ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশৎ শ্লোকে এবং ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে ৪৫ ও ৪৭ শ্লোকে স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। কিঞ্চিৎ সত্যোপলক্ষে প্রশংসা-জনক আরোপিত বাক্যের নাম অর্থবাদ যথা অমুক যজ্ঞ করিলে অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে, এ স্থলে যজ্ঞের ফল যে স্বর্গভোগ, তাহা স্বরূপ বটে, কিন্তু সেই ভোগের ক্ষয় না হইবার যে উক্তি, তাহা প্রবৃত্তিজনক মাত্র। বেদব্যাস ঐ ৪৫ ও ৪৭ শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞের ফলশ্রুতি অলীক। কর্ম্মে মন নির্ম্মল করে, এজন্য ফলশ্রুতিরূপ লড্ডুর লোভ দেখাইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তাহার ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন।

শাখায়, দ্বিতীয় উত্তর ভাগে ঐশ্বরী গীতায়, ব্যাসগীতায়, ব্রাহ্মী-সংহিতায়, ভগবতী-সংহিতায়।

১৪ গরুড়।—প্রথম পূর্ব্বখণ্ডে যোগ, বেদান্ত, সাঙ্খ্য, সিদ্ধান্তশাস্ত্র এবং ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, গীতাসার-কথনে—দ্বিতীয় উত্তরখণ্ডে আত্যন্তিক লয়-কথনে।

১৫ ব্রহ্মাণ্ড।—অন্ত্য ভাগে উপসংহার পাদে, মনোময় পুরুষাখ্যান হইতে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মবর্ণন পর্য্যন্ত।

অধ্যাত্ম-রামায়ণ—রামগীতায়।

এতদ্ভিন্ন মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ভগবদ্গীতায়, মহাভাগবতের ভগবতী গীতায় এবং বাল্মীকি-মুনি-কৃত যোগবাশিষ্ঠে অপূর্ব্ব ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ আছে।

২। স্মৃতিশাস্ত্র যে বেদমূলক, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ তাহাতেই লিখিত আছে, যথা প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে প্রায়শ্চিত্তোপদেশপ্রকরণে এই মনুবাক্য ধৃত হইয়াছে, "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" (৮) স্মৃতি-সংগ্রহকার শ্রীযুত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এইরূপে ঐ বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ঋষি-জুষ্টত্বাৎ আর্ষং বেদং ধর্ম্মোপদেশং তন্মূলং স্মৃত্যাদিকং, যস্তদবিরুদ্ধেন তর্কেণ মীমাংসাদিনা অনুসন্ধত্তে বিচারয়তি, স ধর্ম্মং বেদ জানাতি, ন তু মীমাংসানভিজ্ঞঃ।"

অস্যার্থঃ।—বেদাধিকারী জনগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মীমাংসা দ্বারা বেদ এবং স্মৃত্যাদি অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্ম জানে, তদিতরে জানে না।

উক্ত প্রকরণে ধৃত দ্বিতীয় বচন এই যে, "ধর্ম্মে প্রতীয়মানে হি বেদেন করুণাত্মনা। ইতিকর্ত্তব্যতা ভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি॥" তদ্ব্যাখ্যা।—মীমাংসা বেদবিচারঃ, সা চ কর্ম্মব্রহ্ম-ভেদাৎ জৈমিনি-বাদরায়ণ-প্রণীতা দ্বিবিধা।" অস্যার্থঃ—করুণাত্মা বেদ দ্বারা ধর্ম্ম প্রকটিত হইলে তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা ভাগকে মীমাংসা পূরণ করেন, সেই মীমাংসা দুই প্রকার;—জৈমিনি-প্রণীত কর্ম্ম-মীমাংসা অর্থাৎ কর্ম্ম-কাণ্ড ও ব্যাস প্রণীত ব্রহ্ম-মীমাংসা অর্থাৎ জ্ঞান-কাণ্ড।

স্মৃতি-কারদিগের মধ্যে প্রধান যে মনু, তাঁহার সম্বন্ধে কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে, "শ্রুত্যুপগ্রহাচ্চ বেদ-মূলকতয়া প্রামাণ্যম্"। অস্যার্থঃ—মনু বাক্যের যে প্রামাণ্য, সে কেবল বেদ-মূলকতা হেতু।

বৃহস্পতিও লিখিয়াছেন যে, "বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।" অস্যার্থ। বেদার্থ নিবন্ধকতা জন্য মনু প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। তন্ত্র-শাস্ত্রের বেদমূলকতার প্রমাণ এই যে, 'ন বেদঃ প্রণবং ত্যক্ত্বা মন্ত্রো বেদ-সমুত্থিতঃ। তস্মাৎ বেদপরো মন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃতঃ॥" (৯)। ইতি মেরু-তন্ত্রে প্রথমপ্রকাশে। অস্যার্থঃ।—প্রণব-পরিত্যাগ করিলে বেদের বেদত্ব রহিত হয় এবং মন্ত্র সকলের উৎপত্তি বেদ হইতে; অতএব সমুদায় মন্ত্রই বেদপর অর্থাৎ বেদের মধ্যে উত্তম এবং আগমও বেদের অঙ্গ, এই হেতু মন্ত্র সকল বেদের অঙ্গরূপে কথিত হইয়াছে।

অপিচ, নিরুত্তর-তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "আগমঃ পঞ্চমো বেদঃ কৌলস্তু পঞ্চমাশ্রমঃ॥" ইতি (১০)। অস্যার্থঃ।—আগম

(৮) শ্রীরামপুরের মুদ্রা-যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত স্মৃতির প্রথম ভাগের ৩০২ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(৯) প্রাণঃ ৩৪।২।৮।

(১০) প্রাণঃ ৩৪।২।৯।

পঞ্চম বেদ এবং কৌল অর্থাৎ বামাচার পঞ্চম আশ্রম।

বিশেষতঃ তন্ত্রে যে সকল নাম রূপ উদ্দেশে উপাসনার বিধান আছে, তত্তাবতের প্রসঙ্গ বেদে এবং পুরাণে দৃষ্ট হইতেছে, এ বিধায়ে তাহা তন্ত্রকারদিগের স্বকপোল-কল্পিত বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু প্রকৃত বিষয়ে বেদের সহিত তান্ত্রিক মতের অনৈক্য নাই, যেহেতু, বৈদান্তিক মত যাহার আভাস তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তাহা এই যে, জীব বাস্তবিক চিদাভাস অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতিবিম্ব, কেবল মায়াচ্ছন্নতা প্রযুক্ত জীবরূপ উপাধিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং তন্ত্রে তাহাই অবিকল লিখিত আছে। যথা—"জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ। পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশ (১) মুক্তঃ সদাশিবঃ॥" ইতি মুণ্ডমালা-তন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে (২)।

অস্যার্থঃ।—জীবই শিব, শিব দেবতা এবং সেই যে জীব, তিনি কেবল, অর্থাৎ দ্বিতীয়-রহিত শিব কেবল পাশবদ্ধ হে জীব, পাশমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন।

তথাহি।—"তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবে তু তণ্ডুলঃ। কর্ম্মবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মমুক্তঃ সদাশিবঃ।" ইতি উক্ত তন্ত্রের তৃতীয় পটলে (৩)।

অস্যার্থঃ।—তুষাচ্ছাদিত যে শস্য, তাহারই নাম ব্রীহি, তুষ-রহিত হইলেই সেই শস্য তণ্ডুল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ কর্ম্ম-পাশ দ্বারা বদ্ধ হেতু জীব-সংজ্ঞা এবং তাহা হইতে মুক্ত হইলেই সদাশিব নাম হয় (৪)।

এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ-জ্ঞান-সাধনার্থে পূজা-পদ্ধতির মধ্যে ভূত-শুদ্ধির প্রকরণ কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে এমত ভাবনার উপদেশ আছে যে জীবাত্মা মূলাধারে চতুর্দ্দল-পদ্মে অবস্থিত জ্ঞানে সুষুম্না নাড়ীর পথে তাঁহাকে উর্দ্ধে উত্তোলন করত লিঙ্গমূলে ষড়্দল, নাভিমূলে দশদল, হৃদয়ে দ্বাদশদল, কণ্ঠে ষোড়শদল, ভ্রূ মধ্যে দ্বিদল পদ্ম (৫) ভেদ করণপূর্ব্বক মস্তক-মণ্ডলস্থ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকান্তর্গত দ্বাদশ কমল-দলস্থিত পরমাত্মার সহিত সংযোগ করত

---

(১) "ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী। কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ"। ইতি কুলার্ণবতন্ত্রে পঞ্চমখণ্ডে।

অস্যার্থঃ—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুল, শীল, জাতি, এই অষ্টপ্রকারকে পাশসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কুল, শীল এবং জাতি শব্দে কুলের, শীলের এবং জাতির অভিমান অভিপ্রেত হইয়াছে, তৎপরিত্যাগের চেষ্টা সাধনাঙ্গ বটে, কিন্তু চিত্ত-শুদ্ধির পূর্ব্বে জাত্যাদি পরিত্যাগে স্বেচ্ছাচারী হইলে ঐ চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে, তাহা পশ্চাৎ বর্ণ-ভেদের হেতু-বর্ণ-স্থলে প্রকাশিত হইবে।

(২) প্রাপ্তঃ ২৪৬। ১। ৯।

(৩) প্রাপ্তঃ ২৪৬। ১। ১১।

(৪) শিবের কটাক্ষপাতে যে কন্দর্পের দেহ ভস্ম হওনের ইতিহাস আছে, তাহারও হেতু ঐ। কেন না, কাম-জয় না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না; অতএব যোগিগণকেই জিতেন্দ্রিয়-গুণে কাম-বিনাশক বলা যায়।

(৫) ঐ সকল পদ্ম যে বাস্তবিক শরীরমধ্যে আছে, এমত নহে, তাহা শুদ্ধ সাধনার নিমিত্ত তন্ত্রকারেরা কল্পনা করিয়াছেন। যদি ঐ সকল পদ্ম যথার্থই থাকিত, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদে তাহার প্রসঙ্গ হইত।

সেই আমি, 'এই চিন্তা করিয়া পুনরায় জীবাত্মাকে পৃথক্ করণানন্তর উক্ত পথে অবতারণপূর্ব্বক স্বস্থানে স্থাপন করিবে।

এতাবতা পুরাণাদি তাবৎ শাস্ত্রের বীজ বেদই জানা যায়, অর্থাৎ বেদ যাদৃশ নিরাকার-ব্রহ্মোপাসনার উপদেশক, তাদৃশ সাকার অর্চ্চনার এবং বিবিধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অথচ সর্ব্ব-কর্ম্মাদিরও নিবর্ত্তক (৬)।

উপাস্য বিগ্রহ এবং তত্তন্নাম সকল যে পরব্রহ্মের ব্যতিরিক্ত নানা দেব-দেবীর নহে, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে কয়েকটিমাত্রের প্রসঙ্গ করিতেছি।

১। সকল পুরাণেই (৭) লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার গুণে সগুণ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সংজ্ঞা ধারণ করেন এবং মাৎস্যের তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে যে, প্রকৃতির গুণত্রয়ের নামই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অর্থাৎ রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুণ রুদ্রস্বরূপ তিন দেবতা রূপকবাক্যে কথিত হইয়াছে।

২। বৈষ্ণবের অষ্টমাধ্যায়ে লক্ষ্মীদেবীকেই বিষ্ণু আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রকাশিকা বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা, শঙ্কর, গৌরী, সূর্য্য, পদ্মা, হরি, ইন্দ্রাণী, দেবেন্দ্র, মধুসূদন, যম, চক্রধর, শ্রীধর, কুবের, বরুণ, কাম, রতি ইত্যাদি সর্ব্বস্বরূপা বলা হইয়াছে।

৩। গারুড়ের দ্বিতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, "উপনিষদাদিতে তাঁহাকে সত্যস্বরূপ এবং সত্যকর্ম্মা বলিয়া বর্ণনা করেন। পুরাণসকলে তিনিই পুরুষরূপে উক্ত হয়েন। আর দ্বিজাতিগণ তাঁহাকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন এবং প্রলয়কালে তিনি সঙ্কর্ষণ নামে উক্ত হইবেন। অতএব তিনিই উপাস্য।"

৪। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ১৭। ১৮। ১৯। ২০ অধ্যায়ে ভগবান্ বেদব্যাস পৃথিবীকে সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত করত তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপের অর্থাৎ আসিয়া-খণ্ডের প্রধানরূপে বর্ণন করিয়া তাহাকে নব বর্ষে, পুনর্ব্বার অংশ করত নিম্নের লিখনানুসারে এক এক স্থানে এক এক নামে এক এক ভক্ত কর্ত্তৃক উপাস্য হওয়ার কথা লিখিয়াছেন।

স্থানের নাম।	উপাস্যের নাম।	উপাসকের নাম
ইলাবৃত বর্ষ	সঙ্কর্ষণ	মহাদেব।
ভদ্রাশ্ব বর্ষ	হয়গ্রীব	ভদ্রশ্রবাঃ।
হরিবর্ষ	নরহরি অর্থ নৃসিংহ	প্রহ্লাদ।
কেতুমাল বর্ষ	কন্দর্প	লক্ষ্মী।
রম্যক বর্ষ	মৎস্য	সত্যব্রত মনু।
হিরণ্ময়বর্ষ		পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা।
উত্তরকুরুবর্ষ	বরাহ	পৃথিবী।
কিংপুরুষবর্ষ	শ্রীরাম	হনুমান্।
ভারতবর্ষ	নরনারায়ণ	নারদ।
প্লক্ষদ্বীপ	সূর্য্য	হংস, পতঙ্গ, ঊর্দ্ধায়ন, সত্যাঙ্গ।
শাল্মলদ্বীপ	চন্দ্র	শ্রুতিধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর, ইষুন্ধর।
কুশদ্বীপ	অগ্নি	কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত, কুলক।
ক্রৌঞ্চদ্বীপ	জল	পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ, দেবক।
শাকদ্বীপ	বায়ু	ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত, অনুব্রত।
পুষ্করদ্বীপ	ব্রহ্ম	তদর্থপুরুষ সকল।

(৬) ভাঃ ৭ স্কঃ ১৫ অঃ ৩৭ শ্লোক।

(৭) বিশেষতঃ ভাঃ ১ স্কঃ ২ অঃ ২৩শ্লোক। বিঃ ২ অঃ।

তদনন্তর দশম স্কন্ধের ৪০ অধ্যায়ে অক্রূর মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে যে স্তব করেন, তাহাতে এতদুক্তি আছে যে,"সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্। যে নানা-দেবতা-ভক্তা যদ্যপ্যন্যধীয়ঃ প্রভো॥ যথাদ্রি-প্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতা বিভো। বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতোহন্ততঃ॥" অস্যার্থঃ।—যদ্যপিও লোকে নানা দেবতার ভক্ত হয় এবং স্ব স্ব ইষ্টদেবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বুদ্ধি করে, তথাপি সর্ব্বদেবময় যে তুমি, তোমারই আরাধনা সকলে করে, অর্থাৎ সেই সকলের কৃত যে পূজা, সে তোমারই হয়। যেমন পর্ব্বোতোদ্ভবা নদী সকল মেঘের বৃষ্টিতে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সমুদ্রেই প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিচার-পর্য্যবসানে সকল দেবতার নিদান অর্থাৎ আদি-কারণ যে তুমি, তোমার আরাধনা সর্ব্বদেবের আরাধনা এবং সর্ব্বদেবতার যে আরাধনা, তাহা তোমারই।

৫। ভগবানের যে সকল নাম প্রচার আছে, তাহার শব্দার্থ বিবেচনা করিলেও নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, পরব্রহ্মের নানা শক্তি উপলক্ষে নানা সংজ্ঞা মাত্র হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে মহা আর্য্যা স্তোত্রে ভগবতী নানা স্থানে নানা আখ্যায় বিরাজ করিতেছেন, এমত বর্ণনা আছে। যথা—"ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা। ইন্দ্রাণী অমরাবত্যামম্বিকা বরুণালয়ে। যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভা। মহানন্দা অগ্নিকোণে বায়ব্যাং মৃগবাহিনী॥ নৈঋর্ত্যাং রক্তদন্তী চ ঐশান্যাং শূলধারিণী। পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী॥ সুরস্যা রমণদ্বীপে লঙ্কায়ামুগ্রকালিকা। রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে। বিড়োজা উড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে। কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী। বারাণস্যামন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী। কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা। দ্বারিকায়াং মহামায়া মথুরায়াং সুরেশ্বরী।" ইত্যাদি

ভগবানের নামার্থে যথা,—

বিষ্ণু—বিষ = ব্যাপ্তি + ণু + কর্ত্তা =) বস্ব-ব্যাপক।

নারায়ণ—(নার = জীবসমূহ + অয়ন = আশ্রয় =) যিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী।

নৃসিংহ—(নৃ = মনুষ্য + সিংহ = মৃগেন্দ্র =) বিশালবিক্রমশালী পুরুষ।

কৃষ্ণ (কৃষ = উৎকৃষ্ট + ণ = নিষ্পত্তি =) যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট নিষ্পত্তি হয়।

হয়গ্রীব —(হ = স্বর্গ + য় = প্রাপ্ত + গ্রীব = কন্ধর =) যাঁহার বিগ্রহ ত্রিলোক-ব্যাপ্ত হইয়াছে।

বাসুদেব—(বসুদেব = বিশুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান + অ = স্বরূপ) = বিশুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ।

গোপাল—(গো = পৃথিবী + পাল = পালন + অ = কর্ত্তা =) পৃথিবীর পালনকর্ত্তা।

রাম—(রম = ক্রীড়া + অ = কর্ত্তা =) চিত্ত-রঞ্জক।

হরিহর—(হর = হরণ + ই = কর্ত্তা + হর = সংহার + অ = কর্ত্তা =) যাঁহার কৃপা সংসার হরণ করে এবং যিনি সংহার কর্ত্তা।

দধিবামন—(দধ = পোষণ + ই = কর্ত্তা + বাম = বিপক্ষ + ন = বন্ধ) = পোষণকর্ত্তা, এবং যাঁহা হইতে বিপক্ষের বন্ধ হয়।

শিব—(শিব = মঙ্গল + অ = জনক =) মঙ্গল-কর্ত্তা।

ত্র্যম্বক—(ত্রি = ত্রিলোক + অম্বক = নয়ন =) ত্রিভুবন যাঁহার নয়নগোচর।

ভৈরব (ভীরু = ভয়যুক্ত + অ = পালক = রক্ষক।

মৃত্যুঞ্জয়—(মৃত্যু = মরণ + জয় = পরাভব + অ = কর্ত্তা =) মরণ-পরাজয়কর্ত্তা।

গণেশ—(গণ = বিঘ্নকারকসমূহ + ঈশ = ঈশ্বর =) বিঘ্নকারকগণ সকলের প্রভু।

সূর্য্য—(সৃ = গমন + য = কর্ত্তা =) তৈজসরূপে সর্ব্বত্র গমনশীল।

কালী—(কাল = সংহার + ঈ = কর্ত্রী =) সংহারকারিণী।

তারা—(তার = তারণ + আ = কর্ত্রী =) সংসারদুঃখের নিস্তারকারিণী।

ষোড়শী—(ষোড়শ = ষোল + ঈ = লয় =) পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ বিকার যাঁহাতে লয় হয়।

ভুবনেশ্বরী—(ভুবন = সংসার + ঈশ্বরী = সম্পাদনকর্ত্রী =) ত্রিভুবনের সম্পাদনকর্ত্রী।

ভৈরবী—(ভৈরব = ভয়শীল রক্ষক + ঈ = শক্তি = (ভয়শীল পালকের অন্তরঙ্গা শক্তি।

ছিন্নমস্তা—(ছিন্ন = খণ্ডিত + মস্ত = মস্তক + আ = কর্ত্রী =) দুঃখাভাব প্রকাশ করত স্বকীয়-মস্তক-খণ্ডন কারিণী। কর্ম্মের বীজনাশিনী।

ধুমাবতী—(ধুমা = ধূমবিশিষ্টা অর্থাৎ তামসী শক্তি + বতী = স্বয়ং শুদ্ধসত্বা হইয়াও জগৎসংহারের নিমিত্ত তামসশক্তি-স্বীকার-কারিণী।

বগলা—(বগ = খঞ্জ + ল = গ্রহণ + আ = কর্ত্রী =) নিরাশ্রয় ব্যক্তির রক্ষাকারিণী।

মাতঙ্গী—(মত = অভিমত, অর্থাৎ ভক্ত + গ = গান = আ = কর্ত্রী + ঈ = স্বরূপা =) ভক্ত-পারবশ্যা অর্থাৎ ভক্তবৎসলা।

কমলা — — (কমশব্দের ভাব পর নির্দ্দেশ প্রযুক্ত ক = ব্রহ্মত্ব + ম = শিবত্ব + লা = দাত্রী =) ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব-পদ-প্রদায়িনী।

বাগীশ্বরী—(বাক্ = বেদবাণী + ঈশ্বরী = কর্ত্রী =) বেদবাক্যের প্রকাশকারিণী।

জগদ্ধাত্রী—(জগৎ = ত্রিভুবন + ধাত্রী = পোষণকর্ত্রী =)ত্রিভুবনপালিকা।

দুর্গা— — (দুঃ = দুঃখসাধ্য তপোযোগাদি + গা = জ্ঞেয়া =) দুঃখসাধ্য তপোযোগাদি দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়।

অন্নপূর্ণা—(অন্ন = ভক্ষ্য-দ্রব্য + পূর্ণা = তৃপ্তিকর্ত্রী =) আহারদান দ্বারা সন্তোষকারিণী।

রাধা—(রাধ = সিদ্ধি + অ = স্বরূপা =) সর্ব্ব-সিদ্ধি-স্বরূপা।

বাসন্তী—(বাস = সংসার + অন্তী = বিস্তারকর্ত্রী =) সংসার-বৃদ্ধি কারিণী।

লক্ষ্মী (লক্ষ = চিহ্ন + ঈ = কর্ত্রী =) ধনাদির ধনাপহরণ দ্বারা অনুগৃহ, দরিদ্রগণের শ্রীকারিণী।

সরস্বতী—(সরস = জ্ঞান + বতী = যুক্তা =) জ্ঞানবিশিষ্টা।

গঙ্গা—(গং = পৃথিবী + গ = গমন + অ = কর্তৃ + আ = নিস্তারকর্ত্রী =) মর্ত্ত্যলোকগত জীবদিগের নিস্তারকারিণী।

ব্রহ্মা (ব্রহ্ম = ব্রহ্মাণ্ড + মন্ = কর্ত্তা =) সৃষ্টিকর্ত্তা।

ইন্দ্র—(ইন্দ = ঐশ্বর্য্য + র = বিশিষ্ট =) ঐশ্বর্য্যবান।

এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতা লাভার্থে যে সকল নামরূপের অর্চ্চনা করে, তাহাও রক্ষবাচী, যথা—

আদিত্য [ইতু ইতি অপভাষা] (অ = অভাব = আদি = তৎপ্রভৃতি বিপদসমূহ + ত্য = তাহাতে আবির্ভূত হয়েন =) অর্থাৎ দারিদ্র্যনাশক।

ঘণ্টাকর্ণ [ঘেঁটু ইতি অপভাষা]. (ঘণ্ট = গাত্রকণ্ডূ + আকর্ণ = অপনয়নকারক =) গাত্রকণ্ডূ আদি ত্বক্-রোগের নাশকর্ত্তা।

কুলচণ্ডী [কুলই চণ্ডী ইতি অপভাষা,]

(কুল = বিপত্তিসমূহ + চণ্ডী—কোপনা = বিপত্তিসমূহের প্রতি ক্রোধান্বিতা অর্থাৎ বিপত্তিনাশিনী।

মঙ্গলচণ্ডী—(মঙ্গল অভিপ্রেতার্থ-সিদ্ধি + চণ্ডী = কোপনা) = স্ত্রী-সকলের মনোঽভীষ্টসিদ্ধ্যর্থ অর্থাৎ তৎস্বামীদিগের আয়ুর্বৃদ্ধি নিমিত্ত যমের প্রতি কোপবতী, এতাবতা স্ত্রীদিগের আয়তী রক্ষাকারিণী।

ষষ্ঠী—(ষ = গর্ভমোচন, অর্থাৎ গর্ভস্রাব + ষ্ঠী = স্থিরকারিণী =) বালক-রক্ষাকর্ত্রী।

সুবচনী—(সু = শুভযুক্ত + বচনী = বাক্যবিশিষ্টা =) মঙ্গল বাক্য অর্থাৎ বর দ্বারা রোগাদিশান্তি-প্রদায়িনী।

শীতলা— (শীত = ত্বক্‌রোগ + লা = গ্রহণকর্ত্রী =) জীবদিগের বিস্ফোটকাদি ত্বগাময়ের গ্রহণ-কারিণী।

পঞ্চানন—(পঞ্চ—বিস্তার + অনন পরমায়ুঃ =) যাঁহা হইতে প্রাণীদিগের পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়।

মনসা —(মন = বিষাদি দ্বারা উদ্ভাবক: সা = উপশম-কর্ত্রী =) বিষহরী (৮)।

৫। তন্ত্রে যে সকল মূর্ত্তি-উপাসনার বিধান আছে, তাঁহাদিগের সকলেরই সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টান্তস্বরূপ পঞ্চোপাসকের স্তব হইতে পাঁচটি শ্লোক দর্শাইতেছি, যথা শক্তিস্তোত্রে—"প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ, সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ। অতস্তং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরপি মহেশোঽপি, প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥"১২॥ ইতি রুদ্রযামলোক্ত শ্রীমহাকালকৃত শ্যামা-স্তোত্রম্।

অস্যার্থঃ।—হে জননি! তুমি এই সংসার প্রসব করিয়াছ, পালন করিতেছ এবং প্রলয়কালে সংহারও করিয়া থাক; অতএব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপ যে বিশেষ মূর্ত্তি, তাঁহা তোমারই এবং প্রায় সকলই তুমি অর্থাৎ সকলই তোমার বিভূতি, এ স্থলে তোমার কি স্তব করিব অর্থাৎ তোমার স্বরূপ বর্ণনাতীত।

শিবস্তোত্রে—"পরাৎপরতরাতীত উৎপত্তি-স্থিতিকারক। সর্ব্বার্থসাধনোপায় বিশ্বেশ্বর নমোঽস্তু তে॥" ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত-লিঙ্গস্তবঃ (৯)।

অস্যার্থঃ।—হে শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠতরাতীত! হে উৎপত্তি-স্থিতি-কারক! হে সর্ব্বার্থ-সাধনের উপায়! হে বিশ্বের ঈশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি।

গণেশস্তোত্রে—"জগদীশ জগদ্বীজ জগন্নাথ নমোঽস্তু তে।" ইতি নারদপঞ্চরাত্রে প্রথমরাত্রে সপ্তমাধ্যায়ে (১০)।

অস্যার্থঃ—হে জগতের ঈশ্বর! হে জগতের বীজ! হে জগতের নাথ! তোমাকে নমস্কার করি।

সূর্য্যস্তোত্রে—"বিশ্বপালন মস্তেহস্ত সৃষ্টি-সংহারকারক। লোকচেষ্টাকর ধ্বান্তহারি-ন্নাদিত্য তে নমঃ॥" ইতি সূর্য্যরহস্য-তৃতীয়-পটলে ভানুস্তবঃ।

অস্যার্থঃ—হে বিশ্বপালক! হে সৃষ্টি-কারক! হে সংহারক! হে লোকচেষ্টাকর! হে অন্ধকার-নাশক! হে আদিত্য! তোমাকে নমস্কার করি।

---

(৮) নাম-সকলের ব্যুৎপত্তিতে শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুত রামেশ্বর সার্ব্বভৌম এবং শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়দিগের স্থানে আমি অসীম সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

(৯) প্রাণঃ ১৮। ১। ২০।

(১০) প্রাণঃ ১১৫। ১। ১৮।

বিষ্ণুস্তোত্রে—"সৃজ্যতে পাল্যতে বিশ্বং যেন সংহ্রিয়তে পুনঃ। যস্মান্মহিম্না জগতি তস্মাদেকস্ত্বমচ্যুতে॥" ইতি মন্ত্রপ্রদীপঃ।

অস্যার্থঃ।—তুমি স্ব-মহিমা দ্বারা এই জগতকে সৃজন, পালন এবং সংহার করিতেছ, এই হেতু তুমি এক অদ্বিতীয় এবং অচ্যুত অর্থাৎ নিত্য।

এতাবতা এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকে বিবিধ নাম রূপ উপলক্ষে এক পরব্রহ্মেরই উপাসনা করাতে উপাস্য বিগ্রহের বিচিত্রতা দৃষ্ট হয় মাত্র, কিন্তু তত্ত্ববিবেকীরা বিভিন্ন জ্ঞান করেন না, তদ্দৃষ্টান্তস্বরূপ পুষ্পদন্ত, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র এবং ভর্ত্তৃহরি প্রণীত মহিম্নঃস্তব(১), প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক (২), এবং বৈরাগ্য-শতক (৩) গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। উক্ত মহাত্মারা স্ব স্ব উপাস্য বিগ্রহে ঐকান্তিক ভক্তি প্রকাশ করত অপরাপর দেবের সহিত তাঁহার অভেদ জ্ঞানও জানাইয়াছেন।

অতএব বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রে কেবল অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেরই উপাসনা প্রতিপন্ন করা হইল। এক্ষণে তাঁহার বিবিধ নাম-রূপ-কল্পনার হেতু কহি, মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

মুক্তির (৪) অব্যবহিত কারণ যে তত্ত্ব-জ্ঞান, তাহা চঞ্চল এবং সমল মনে উদিত হয় না। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া তাহাকে নির্ব্বাত-দীপ তুল্য সুস্থির করা পরমেশ্বরের উপাসনার কর্ম্ম এবং মনোমালিন্য সম্যক্-রূপে পরিষ্কারকরণ-পূর্ব্বক শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল করা ঈশ্বরে প্রগাঢ় অথচ নৈষ্ঠিকী (৫) ভক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নাই। অপিচ, সেই প্রগাঢ় ভক্তি, (৬) তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হয়।

(১) সপ্তম শ্লোক।

(২) পঞ্চম অঙ্ক ৮। ৯ শ্লোক।

(৩) ৭৮ শ্লোক।

(৪) জন্ম-মৃত্যু-রহিত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হওয়ার নাম মুক্তি।

(৫) অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত

(৬) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ সংকলিত হইয়াছে, যথা— ১। গুরুপদাশ্রয়; ২। কৃষ্ণদীক্ষাদি (ভাগবত ধর্ম্ম) শিক্ষা; ৩। বিশ্বাসপূর্ব্বক (ঈশ্বর-বুদ্ধিতে) গুরুসেবা; ৪। সৎ (সাধু) পথানুগমন; ৫। সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা (সাধু-ধর্ম্মানুসন্ধান); ৬। কৃষ্ণার্থে ভোগাদি-ত্যাগ; ৭। দ্বারকাদিনিবাস; ৮। স্বকীয়-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থমাত্র প্রতিগ্রহ; ৯। একাদশী-ব্রত; ১০। অশ্বত্থাদিগৌরব; ১১। কৃষ্ণবিমুখ (অসাধু) অঙ্গ—১২। বহুশিষ্য; ১৩। বহ্বারম্ভ—১৪। বহু গ্রন্থের অভ্যাস ও ব্যাখ্যা ত্যাগ; ১৫। ব্যবহারে অকৃপণতা (ভোজনাচ্ছাদন-বিহীন হইলেও অব্যাকুল-চিত্তে হরিস্মরণ); ১৬। শোকাদির অবশ-বর্ত্তিত্ব; ১৭। অন্য দেবতার অবজ্ঞা না করা; ১৮। কোন ভূতের উদ্বেগ না দেওয়া; ১৯। সেবার এবং নামের অপরাধ বর্জ্জন; ২০। কৃষ্ণনিন্দা-অসহিষ্ণুতা; ২১। বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ; ২২। নামাক্ষর (ছাপ) ধারণ; ২৩। নির্ম্মাল্য-ধারণ; ২৪। কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য; ২৫। দণ্ডবন্নতি; ২৬। অভ্যুত্থান (যানারূঢ় প্রতিমাদর্শনে গাত্রোত্থান); ২৭। অনুব্রজ্যা (প্রতিমানুগমন); ২৮। তৎ-স্থানে (তীর্থে) গমন; ২৯। প্রদক্ষিণ; ৩০। পূজা; ৩১। পরিচর্য্যা; ৩২। গীত; ৩৩। সংকীর্ত্তন; ৩৪। জপ (অতি মন্দ স্বরে মন্দোচ্চারণ); ৩৫। বিজ্ঞপ্তি দৈন্যপ্রকাশ এবং সেবা-প্রার্থনা; ৩৬। স্তবপাঠ; ৩৭। নৈবেদ্য-ভোজন; ৩৮। পাদদোক-

ভগবানের ধ্যান, সেবা ও পরিচর্য্যা, যাহাকে পূজা বলা যায় ও নামগ্রহণ (জপ) তাঁহার স্মরণ, মনন এবং স্তবাদি পাঠ করার নামই উপাসনা।

যে বস্তু কখন চক্ষুগোচর হয় নাই ও যাহার আকার-প্রকার কদাচ শ্রুত হয় নাই এবং যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাহার ধ্যান অথবা পূজাদি কিছুই সম্ভবে না এবং কোনদেশীয় কোন পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, সকলেই তাঁহার সত্তা মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। অস্মদাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিক এই উক্ত হইয়াছে যে, তিনি চিৎ, সৎ, আনন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, স্বয়ং জ্যোতিঃ-স্বরূপ, স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম, এই দ্বাদশ বিশেষণের বিশেষ্য। এমত অবস্থায় তাঁহার উপাসনা, অর্থাৎ ধ্যানধারণাদি সম্পন্ন হইবার উপায় কি আছে? সেই উপাসনা প্রথমাবস্থায় খণ্ডরূপে করণাবশ্যক হইয়া তদর্থে নানা কৌশল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রথম কৌশল,—পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরিচ্ছিন্নভাবে দারুস্থিত বহ্নির ন্যায় আত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছেন, এ হেতু আত্মোপাসনাতেই তাঁহার উপাসনা করা হয় (৭)। যেমন কোন মান্য ব্যক্তির পদাঙ্গুষ্ঠমাত্র পূজা করিলেই সমুদায় শরীরের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু সেই আত্মারও কোন অবয়ব নাই, অতএব ধ্যান ধারণাদি সাধনা সম্পন্নতার নিমিত্ত আত্মার এক এক রূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে (৮)। সাধকেরা স্বয়ং ঐ কল্পনা করিলে পাছে ভক্তির ত্রুটি এবং ব্যভিচার-দোষ উপস্থিত, অর্থাৎ সময়ে সময়ে উপাস্য মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনেচ্ছা হয়, এ নিমিত্ত গুরুকরণপূর্ব্বক উপাস্য বিগ্রহ অর্থাৎ ইষ্টদেবতা এবং তাঁহার মন্ত্ররূপ গুহ্য নাম লাভ করত ঐ স্থূলাবয়বে চিত্তের স্থৈর্য্য

পান; ৩৯। নিবেদিত ধূপ-মাল্যাদি গন্ধগ্রহণ; ৪০। শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন; ৪১। দর্শন; ৪২। আরাত্রিকোৎসবাদিদর্শন; ৪৩। নামাদিশ্রবণ; ৪৪। কৃপাকাঙ্ক্ষা; ৪৫। স্মরণ; ৪৬। ধ্যান; ৪৭। দাস্য; ৪৮। সখ্য; ৪৯। আত্মনিবেদন; ৫০। নিজ প্রিয়বস্তু নিবেদন; ৫১। তদুদ্দেশে সর্ব্বকর্ম্মকরণ; ৫২। শরণাপত্তি (রক্ষাপ্রার্থনা); ৫৩। তুলসী-সেবা; ৫৪। শাস্ত্রসেবা; (শ্রবণ-পঠনাদি; ৫৫। মথুরাসেবা (তন্নাম-শ্রবণাদি); ৫৬। বৈষ্ণবসেবা; ৫৭। মহোৎসব; ৫৮। কার্ত্তিকমাসাদির (নিয়মসেবা); ৫৯। জন্মদিনাদি যাত্রা; ৬০। বিশেষতঃ শ্রীমূর্ত্তির চরণসেবাতে প্রীতি; ৬১। ভগবদ্ভক্তের সহিত ভাগবতার্থের আস্বাদন; ৬২। আত্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বজাতীয় শান্ত সাধুর সহিত সঙ্গ; ৬৩। নামসংকীর্ত্তন; ৬৪। মথুরা মণ্ডলে বাস।

ঐ সকল অঙ্গ কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ার্থ সংগৃহীত হওয়া জানা যায় বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে নাম ধাম পরিবর্ত্ত করিলেই তাহা পঞ্চোপাসকের সাধ্য হইতে পারে, এ প্রযুক্ত সকলের বিজ্ঞাপনার্থ এই স্থলে গ্রহণ করা গেল।

(৭) ভাঃ ২ স্কঃ ৪ অঃ ৮ শ্লোক। ১১ স্কঃ ২৭ অঃ ৪৫ শ্লোক।

(৮) পৌত্তলিক-ধর্ম্মদ্বেষী খ্রীষ্ট-মতাবলম্বীরাও ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়াছেন, যেহেতু, বাইবেলের এক স্থলে কথিত আছে যে, পরমেশ্বর স্বরূপানুযায়ী মনুষ্যাকার নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং স্থলান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি স্বর্গে নিজ পার্ষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া স্বর্ণসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার বামভাগে হলিগোষ্ট এবং দক্ষিণে তদীয় পুত্র খ্রীষ্ট বসিয়া থাকেন।

(৯) এবং প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব পর্য্যন্ত (১০) পরব্রহ্মের ঐ সকল নাম ও মূর্ত্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসে একাগ্রচিত্তে স্বহৃদয়ে তাঁহারই চিন্তা এবং মানস-পূজা করিবার বিধান অবধারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কৌশল,—অন্তর্যাগ অপেক্ষা বহির্যাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয়, এবং পরমেশ্বর যেমন প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাঁহার সত্তারহিত স্থানই নাই, অতএব গন্ধ-পুষ্পাদি তাঁহার পাদপদ্মে এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখচন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোন স্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে, এ নিমিত্ত বাহ্যপূজার সৃষ্টি হইয়াছে (১১)।

(৯) কোন স্থূল মূর্ত্তিতে চিত্তস্থির না হইলে সূক্ষ্মাবয়বে তাহা কদাচ হয় না, অতএব চিত্তৈকাগ্রতা-সিদ্ধির স্থূল মূর্ত্তির ভাবনা পরিত্যাগ করত জ্যোতির্লিঙ্গ-স্বরূপ যে চিন্ময় সূক্ষ্ম দেহ, তাঁহার চিন্তা করিতে হয়। "জ্যোতির্লিঙ্গং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে নিত্যং ধ্যায়েৎ সদা যতিঃ।" ইতি মহাবাক্যাবলী। অস্যার্থঃ।—যতি ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বীয় ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিত্য জ্যোতির্লিঙ্গ ধ্যান করিবে। পরমেশ্বর যে জ্যোতির্ম্ময়, তাহা বাইবেল এবং কোরাণ-কারেরাও স্বীকার করিয়াছেন, যেহেতু, ঐরূপে মোজেস্ আদি ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে তাঁহার দর্শন দেওয়ার বিবরণ লিখিত হইয়াছে এবং যে বিষয়ে নানাদেশীয় মত ঐক্য হয়, তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, একাগ্রচিত্তে যে কোন মূর্ত্তির চিন্তা নিরন্তর করা যায়, তাহা অবশ্যই স্বহৃদয়ে দৃষ্টিমান্ হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কেননা, ইংরাজী অনেক গ্রন্থেও এমত উদাহরণ লিখিত আছে যে, বহু ব্যক্তি আপনাদিগকে বিশেষ বিশেষ রোগগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া শুদ্ধ তচ্চিন্তা জন্য সেই সেই রোগ প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব অস্মদাদির শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ বচন যে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী", তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবং ইষ্টসিদ্ধি-প্রকরণে ভ্রমরকীটের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ আর্শুলা কাচ-পোকা কর্ত্তৃক ধৃত হইলে তাহার ভয়ে ভীত হইয়া একাগ্রচিত্তে তাহার ভাবনায় মগ্ন হইয়া নিজে সেই আকার প্রাপ্ত হয়, ইহা মিথ্যা বলা যাইতে পারেন।

ধ্যানের প্রণালী ভগবদ্গীতার ৬ অঃ ১০—১৪ শ্লোকে, ভাঃ ২ স্কঃ ২ অঃ ৮—১৪ শ্লোকে, এবং কল্কি পুঃ ৭ অধ্যায়ে দৃষ্টি কর।

(১০) ভাঃ ২ স্কঃ ২ অঃ ৪ শ্লোক।

(১১) ঐ পূজার বিধান এই যে, উপাস্য বিগ্রহে ধ্যান ও পূজা স্বহৃদয়ে করণানন্তর তাঁহাকে দক্ষিণ নাসিকা রন্ধ্র দিয়া ইড়ানাম্নী পথে বাহির্নির্গত করিয়া সম্মুখস্থিত সিংহাসনে উপবেশন করাইলাম, এইরূপ জ্ঞানে পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা অর্চনা করত পুনরায় সংহারমুদ্রা প্রদর্শনে সেই পথে তাঁহাকে লইয়া গিয়া স্বস্থানে স্থাপন করিতে হয়। ইহাতে কেবল চিত্তৈকাগ্রতা লব্ধ হয়, এমত নয়, ভক্তি-উদ্রেকেরও উপযোগিতা সম্ভবে। ইহার বিস্তার তন্ত্রে আছে, বিশেষতঃ কল্কিপুরাণের ৭।৮ অধ্যায়ে বিষ্ণুপূজার যে পদ্ধতি লেখা আছে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট।

যেমন রণকার্য্যে নৈপুণ্যলাভের নিমিত্ত কল্পিত লক্ষ্যভেদ এবং হস্তপদাদির চালন অভ্যাস করিতে হয়, তদ্রূপ চিত্তৈকাগ্রতা এবং ঐকান্তিক ভক্তিলাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত সাধনা সকলের জন্য পূর্ব্বোক্ত সাধনা-সকলের প্রয়োজন জানিবে। হরিভক্তি-

প্রস্তাবিত কল্পনা আমার স্বকপোল-কল্পিত নহে (১২)। শাস্ত্রকারেরা স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি প্রমাণ দর্শাইতেছি।

১। ভগবদ্গীতার সপ্তমাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন যে, "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"

অস্যার্থঃ।—আমি অব্যক্ত হইলেও মূঢ় ব্যক্তিরা আমার অব্যয় অনুত্তম পরম ভাব অবগত হইতে না পারিয়া আমাকে ব্যক্তস্বরূপ বিবেচনা করে। আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত রহিয়াছি, সুতরাং মূঢ়েরা অজ ও অব্যয়স্বরূপ আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না।

২। মার্কণ্ডেয়ে চতুর্থাধ্যায়ে (১৩) প্রকাশ আছে যে, জৈমিনি ঋষি মহাভারতের কয়েক বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া বিন্ধ্য-পর্ব্বত-গহ্বরস্থিত পক্ষিরূপী-দ্রোণপুত্র চতুষ্টয়কে অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে প্রথমতঃ এই জিজ্ঞাসা করেন যে, "ভগবান্ বাসুদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার এবং সকলের কারণের কারণ; তিনি নির্গুণ হইয়াও কি নিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? তাহাতে পক্ষীরা উত্তর-প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করণানন্তর পরিশেষে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যে, "তাঁহার রূপ এবং বর্ণ ইত্যাদি কিছুই যথার্থ পদার্থ নহে, কল্পিতমাত্র। সেই মূর্ত্তি অতি শুদ্ধা এবং প্রতিষ্ঠা-স্বরূপা হইয়া বর্ত্তমান আছে, কেবল ইহাই মাত্র করি।

পুরাণ-বৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত, তাহাতেও বেদব্যাস উক্ত কল্পনা অপ্রকাশ রাখেন নাই, যেহেতু, ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, "যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জ্জনানাং, যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি। যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং, স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্॥"

অস্যার্থঃ।—সেই ঈশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন, যিনি আধুনিক উপাসনা দ্বারা লোকদিগের চিন্তানুরূপ বিবিধ আকারবিশিষ্ট হইয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, যেমত এক বায়ু পার্থিব পরমাণু আশ্রয় করিয়া নানাবিধ গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পুনশ্চ,—দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশাধ্যায়ে শৌনকাদি ঋষিদিগের প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে এবম্প্রকারে বিষ্ণু-মূর্ত্তি কল্পনার অলঙ্কার স্ফুট করিয়াছেন যে, তিনি যজ্ঞরূপ পুরুষ, শুদ্ধ জীব চৈতন্য (তাঁহার বক্ষঃস্থিত) কৌস্তুভমণি, ঐ চৈতন্যের প্রকাশ শ্রীবৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলী, নানাগুণময়ী মায়া বনমালা, ছন্দোময় পীত বস্ত্র, প্রণব যজ্ঞোপবীত, সাংখ্য যোগ (কর্ণের) মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়, ব্রহ্ম পদ-মস্তক, সত্ত্বগুণ পদ্ম,

বিলাসের একাদশ বিলাসে বিষ্ণুরহস্যে যে বচন ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও এই ভাব ব্যক্ত আছে যে, ধ্যানাভ্যাসের নিমিত্তই বাহ্য পূজার প্রয়োজন, যথা—"ক্রিয়াযোগেন যোগোঽপি ধ্যানিনঃ সংপ্রবর্ত্ততে। ক্রিয়াহীনস্য দেবর্ষে তথা ধ্যানং ন মুক্তিদম্॥" অস্যার্থঃ—যোগীদিগের সম্বন্ধে ক্রিয়াযোগই ধ্যানের সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তক হয়, ইহা ভিন্ন ক্রিয়াহীন যে ধ্যান, তাহা মুক্তিপ্রদ নহে।

(১২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রও প্রঃ নাঃ ৬ অঙ্ক ২৮ শ্লোকের পর গদ্যেতে কহিয়াছেন যে, "দেবতা সকল সঙ্কল্পযোনি" অর্থাৎ মানসিক ভাবনাতে তাঁহাদের উৎপত্তি হয়।

(১৩) সঃ পুঃ ৯৭ পৃষ্ঠা।

প্রাণতত্ত্ব গদা, জলতত্ত্ব শঙ্খ, তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন নামক চক্র, আকাশতত্ত্ব অসি, তমোময় চর্ম্ম, কালরূপ ধনুঃ, (সকাম এবং নিষ্কাম, কর্ম্মময় তূণদ্বয়, ইন্দ্রিয়গণ শর, ক্রিয়াশক্তি রথ, বিষয় (১৪) রথের প্রকাশ (অভিব্যক্তি), অর্থক্রিয়া (১৫) বরাভয়াদি মুদ্রা, ধর্ম্ম এবং যশ উভয় চামর-ব্যজন, বৈকুণ্ঠ (মুক্তি) ছত্র, বেদত্রয় গরুড় (নামক বাহন), চিৎশক্তি লক্ষ্মী, অণিমাদি অষ্টৈশ্চর্য্য দ্বারপাল (১৬)। এবং বিষ্ণুপুরাণের ১ খণ্ডের ২২ অধ্যায়ে ঐ মূর্ত্তির রূপক এইরূপে স্ফুটীকৃত হইয়াছে যে, হরির বিশ্বাত্মা কৌস্তুভমণি, প্রধান শ্রীবৎস-চিহ্ন, মহত্তত্ত্ব গদা, অহঙ্কারের একাংশ শঙ্খ ও অপরাংশ ধনু, মন সুদর্শন-চক্র, যেহেতু, তদ্বৃত্তি সকল ঐ চক্রের ন্যায় বায়ু অপেক্ষা দ্রুত গমন করে, পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চরত্নের বৈজয়ন্তীমালা, কর্ম্মের ও বুদ্ধির গুণসকল শর, তত্ত্বজ্ঞান অসি, তাহা কখন কখন অজ্ঞানরূপ চর্ম্মাচ্ছাদিত থাকে। এতাবতা এই বিজ্ঞাপ্য আছে যে, আত্মা, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়সকল, মন, অজ্ঞান এবং বিজ্ঞান সকলই হরিতে আছে।

৪। মুণ্ডমালাতন্ত্রে সপ্তম পটলে উক্ত হইয়াছে যে, "শিব উবাচ। নির্গুণা প্রকৃতিঃ সত্যমহমেব চ নির্গুণঃ। যদৈব সগুণা ত্বং হি সগুণোঽহং সদাশিবঃ॥ সত্যং হি সগুণা দেবী সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ। উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণো মতঃ॥" (১৭)

অস্যার্থঃ।—শিব কহিলেন, ইহা সত্য বটে যে, প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া নির্গুণা এবং আমিও নির্গুণ, যে কালে তুমি সগুণা হও, সেই কালে আমিও সগুণ অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হই। প্রকৃতি যে সগুণা, ইহাও সত্য এবং শিবও নির্গুণ, কিন্তু উপাসকের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত উভয়েই সগুণরূপে কল্পিত হয়েন।

উক্ত তন্ত্রের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পটলের যে দুই বচন (১৮) পশ্চে ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ আছে যে, মায়াতীত জীব অর্থাৎ ব্রহ্মবিদাচার্য্যেরাই শিব সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তান্ত্রিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, অতএব এ স্থলে কেবল এইমাত্র বলিবার প্রয়োজন যে, পরমেশ্বরের মায়ারূপা শক্তি পার্ব্বতী নামে বাচ্যা হইয়াছেন, ইহা ব্যতীত বক্তা ও শ্রোতা যে হরপার্ব্বতী,তাঁহারা দেব-দেবীরূপ দম্পতী নহেন। তবে যে ঐ পার্ব্বতীর উপাসনা করিবার উপদেশ আছে, তাহার কারণ এই যে, পরমেশ্বর হইতে তাঁহার শক্তি পৃথক্ নহে, যথা—অগ্নির যে দাহিকা শক্তি, তাহা অগ্নি হইতে কদাচ ভিন্ন জ্ঞান করা যায় না, সুতরাং মায়ার উপাসনায় পরমপুরুষের উপাসনা সিদ্ধ হয়। অধিকন্তু ব্রহ্মতত্ত্ববিচারে এতন্নিরসন দ্বারা এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি অবশিষ্ট থাকে, সেই শক্তিকেই ব্রহ্মা বা বিষ্ণু কিংবা পরমেশ্বর বলা যায়, এ বিধায়েতেও তাঁহাকে শক্তি দ্বারা ভগবতী নামে উপাসনা করা যাইতে পারে।

৫। কুলার্ণব তন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে ষষ্ঠোল্লাসে উক্ত হইয়াছে যে, "চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা (১৯)।"

অস্যার্থঃ।— জ্ঞান-স্বরূপ অপরিমিত নিঃসঙ্গ অশরীরী যে ব্রহ্ম, তাঁহার রূপকল্পনা কেবল সাধকদিগের হিতার্থ।

৬। মহাবাক্য রত্নাবলীর লিখন এই

---

(১৪) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ।

(১৫) ক্রিয়ার প্রয়োজন।

(১৬) অপরাপর যত দেবমূর্ত্তি আছে, তত্তাবতের উৎপত্তিতেও এবংপ্রকার রূপক বাক্যে হওয়ার উপলব্ধি করিতে হইবে।

(১৭) প্রাণঃ ১১১। ২। ৬।

(১৮) ১২। ১৩ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(১৯) প্রাণঃ ১১১। ২। ১৩।

যে, "রক্ষকো বিষ্ণুরিত্যাদি ব্রহ্মা সৃষ্টেস্তু কারণম্। সংহারে রুদ্র ইত্যেবং সর্ব্বং মিথ্যেতি নিশ্চিনু।"

অস্যার্থঃ।—বিষ্ণু রক্ষক, ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ এবং সংহারকর্ত্তা মহাদেব, ইত্যাদি সকলই মিথ্যা।

তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, মন অদৃশ্য বস্তুর ধারণায় নিতান্ত অশক্ত, অতএব ধ্যেয় মূর্ত্তির বর্ণনামাত্র শ্রবণে তাহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং মনের তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে সেই মূর্ত্তি পটে চিত্র, কিংবা মৃত্তিকাদিতে নির্ম্মাণ করত পূজা করিলে ধ্যানার্চ্চনা উভয়েরই উপযোগী হয়। কিন্তু ঐ প্রকার আরাধনা প্রত্যহ হওয়া সুকঠিন, অথচ যখন ইচ্ছা তখন করার নিয়ম হইলে জীবিতকালের মধ্যে বারেক না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, এজন্য তদর্থে বিশেষ বিশেষ দিনাবধারিত হইয়া কতিপয় বিগ্রহে উৎসব-সম্বন্ধে দৃঢ় শাসনও হইয়াছে, অর্থাৎ পর্ব্বে পর্ব্বে সেই সেই পূজা অকরণে প্রত্যবায়রূপ ভয় এবং তৎকরণে স্বর্গ-ভোগাদি মিষ্ট ফলের প্রলোভ দর্শিত হইয়াছে। ইহাই পৌত্তলিক ধর্ম্মের বীজ জানিবে।

যদিও কালক্রমে ঈশ্বরারাধনাতেও অভিমান এবং অজ্ঞান জড়িত হইয়াছে, অর্থাৎ লোকে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, উপরোধ, অনুরোধ, নিন্দা ভয় ইত্যাদি নানা কারণ বশতঃ স্ব স্ব উপাস্য-বিগ্রহাতিরিক্ত বিবিধ প্রতিমার্চ্চনার অনুষ্ঠান করে, তথাপি তাহারও প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না, যেহেতু, নানা নামরূপ উদ্দেশে যে পূজা, তাহা একেরই হয়, (২০) ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষতঃ সাংসারিক লোকে সময়ে সময়ে আপন আপন আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া ভোজন এবং নৃত্যগীতাদি দ্বারা আমোদ-প্রমোদ না করিয়া কদাচ সুস্থির থাকিতে পারে না, ইহা সভ্যাসভ্য সর্ব্ব দেশেই প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু শুদ্ধ লোকানুরোধের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরোদ্দেশে তদনুষ্ঠান করিলে ঐহিক-সুখাতিরিক্ত পারত্রিকেরও উপকারও সম্ভবে।

কোন কোন বাদী এতৎকারণে পৌত্তলিক ধর্ম্মের গ্লানি করিয়া থাকেন যে, মৃত্তিকাদির প্রতিমাতে ঈশ্বরবুদ্ধি করায় জগদীশ্বরের বিলোপ হয়, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে, কিন্তু তাহাতেও অধিকারিভেদ আছে, অর্থাৎ মলিনচিত্ত লোক, যাহাদিগকে পণ্ডিতেরা মূঢ় কহিয়া থাকেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে পৌত্তলিক-ধর্ম্মাচরণ চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়।(২১),

(২০) বেদব্যাস ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ের ১৫। ১৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞ অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক পূজা করণের এই তাৎপর্য্য যে, তদুপলক্ষে সমূহ লোকের ভোজ হয়, তদ্দ্বারা আত্মার তৃপ্তি জন্মে, সুতরাং আত্মরূপী ভগবানের প্রীতি হয়।

(২১) মূঢ় লোকের মন বিনা উপলক্ষে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম-করণে উৎসুক হয় না, এজন্য প্রতিমা-পূজা চিত্ত-শুদ্ধির উপযোগিনী বলা যাইতে পারে এবং তাহাতে মৃত্তিকাদি জড়-পদার্থে ঈশ্বরবুদ্ধির আশঙ্কাও নাই। কেন না, পরমেশ্বর স্বশরীর হইতে এই বিশ্বের উৎপাদন করিয়া আপনাতেই তাহা রক্ষা করিয়াছেন, অর্থাৎ এক সূত্রে সমূহ মুক্তাবলি গ্রথিত থাকার ন্যায় এই প্রপঞ্চ-জগৎ তাঁহাতেই স্থিত হইয়াছে. "আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এ বিধায়ে মৃণ্ময় বা ধাত্বাদি-নির্ম্মিত প্রতিমাতেও তাঁহার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে এবং লোকে প্রতিমা উপলক্ষে যে পূজা করে, সে ঐ প্রতিমাস্থ চিৎ

পক্ষান্তরে, বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা বিড়ম্বনাস্বরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে (২২) যাহা বক্তৃতা করিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই বলিবার অপেক্ষা নাই; অতএব মৎকর্ত্তৃক তাহাই ধৃত হইল।

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥"

অস্যার্থঃ—আমি অ আত্মস্বরূপ সর্ব্বভূতে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছি, সেই আত্মরূপ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মরণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট মনুষ্য যে প্রতিমা পূজা করে, তাহা বিড়ম্বনামাত্র॥১৮॥

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি"॥১৯॥

অস্যার্থঃ। আমি আত্মরূপ ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাদিতে ভজনা করা ভস্মেতে আহুতি দেওয়ার ন্যায় বিফল। পরকায়াতে অর্থাৎ অন্যের শরীরে আমাকে দ্বেষ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মাভিমানী ও ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা দর্শন এবং অপরাপর প্রাণীকে বৈরি জ্ঞান করে, তাহার মন শান্তি পায় নাই॥১৯॥

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স কর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেম্ববস্থিতম্"॥২০॥

অস্যার্থঃ।—আমি ঈশ্বর, আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করা কর্ম্মী লোকের সেই পর্য্যন্ত বিধেয়, যে পর্য্যন্ত আমাকে সে নিজে হৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত না জানে॥২১॥

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা"॥২৩॥

অস্যার্থঃ।—অনন্তর (অর্থাৎ এমত জ্ঞান হইলে পর) সর্ব্বভূতে আত্মরূপে রহিয়াছি যে আমি, আমাকে দানে, মানে, মৈত্রভাবে এবং অভিন্নদৃষ্টিতে পূজা করিবে, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আমি আছি, এহেতু সর্ব্বত্র সকলকে দান, মান এবং তাবৎকে মিত্র জ্ঞান করিবে ও সকলকে আত্মতুল্য জানিবে, ইহা হইলেই আমার প্রকৃত পূজা হইবে।

চতুর্থ কৌশল,—সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রের এই অভিপ্রায় যে, লোকে আপনার প্রতি যেরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা করে, সেইরূপ ব্যবহারের অন্যের সম্বন্ধে করা তাহাদের কর্ত্তব্য, এই নিমিত্ত উপাস্য দেবের সেবা আত্মবৎ করিবার আবশ্যকতা প্রযুক্ত তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ সম্পন্ন করণার্থে স্বীয় কলত্র-পুত্রাদি পরিবার ও বাসস্থান, যান বাহনাদি পরিকরনিকর থাকার ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধে তত্তাবতের কল্পনা করণের প্রয়োজন হইয়াছে, বিশেষতঃ মনকে একেবারে বিষয়ভাবনা হইতে উপরত করিতে হইলে তাহাকে অন্যত্র সংস্থাপন করিতে হয় এবং চিত্তস্থির করিবার স্থল আপন অভীষ্ট দেবের মূর্ত্তি ব্যতীত আর কোথায় আছে? কিন্তু ভক্তি ব্যতিরেকে ঐ মূর্ত্তিতে চিত্তের আকর্ষণ সম্ভবে না এবং তাব (২৩) ব্যতিরিক্ত ভক্তির

(২২) স্বঃ ২৯ অঃ।

(২৩) ঈশ্বর-বিগ্রহে জড়-বুদ্ধি না করিয়া তাহা সচেতন জ্ঞানে, অর্থাৎ তিনি অস্মদাদির ন্যায় শয়ন-ভোজনাদি যাবতীয় নিত্য ... ব্যতীত মৃত্তিকাদি জড়াংশের নয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, পিত্রাদি গুরুজনের শরীরে যে পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহার মান্যতা, চৈতন্যাভাব হইলেই তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা যায়, অতএব জড়োপলক্ষে স্বরূপের অর্চ্চনাই হয়।

উদয় হয় না, অধিকন্তু যোগের প্রথমাবস্থায় অহর্নিশ সেই মূর্ত্তির ধ্যানপরায়ণ হওয়া দুঃসাধ্য, অতএব ধ্যানবর্জ্জিত-কাল ব্যর্থ ব্যয় না হইবার নিমিত্ত অর্থাৎ ঐ কাল ভগবৎ-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং মনন দ্বারা যাপন করণার্থে তিনি বিবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক স্থানবিশেষে এক মূর্ত্তিতে মনুষ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রাসাদে সপরিবারে ক্রীড়াদি করিতেছেন এবং যাতায়াতের কারণ তাঁহার রূপবিশেষের বিশেষ বাহন আছে, এমত বর্ণনা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার গমনাগমনের জন্য পশুপক্ষ্যাদি বাহন থাকার এবং স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করিবার উক্তি স্বরূপাখ্যান বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবার অভিপ্রায় শাস্ত্রের নহে (২৪)।

ফলে ঐ বাহনাদির যে কল্পনা, তাহা প্রলাপ-বাক্য বলা যাইতে পারে না, অলঙ্কারে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বেই দর্শাইয়াছি (২৫)।

শি। পুরাণ শাস্ত্রে যে সকল ইতিহাস লেখা আছে, তাহা এত অধিক অসম্ভব যে, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার সত্যতা বোধকরণে সক্ষম হইতে পারেন না।

গু। ঐ সকল ইতিহাস বাস্তবিক স্বরূপাখ্যান নহে এবং তাহাকে তদ্রূপ বিবেচনা করিবারও উপদেশ শাস্ত্রে নাই।

মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত, এ বিধায়ে উঁহারা বৈষয়িক কথা ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে চায় না, এবং গুণের প্রভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন রস-বিশিষ্ট উপাখ্যান ভালবাসে, যথা—তমোগুণের আধিক্যে আদিরস-ঘটিত, রজোগুণ-প্রভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধীয়, সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে ভক্তি ও যোগাদি-সম্পর্কীয় কথা শ্রবণে ইচ্ছা জন্মে এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি এই যে,তাহারা সতত স্ব স্ব বিষয়ের পরিবর্ত্তন না হইলে তৃপ্তি হয় না এবং অধিকারিভেদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যেরও বিধান আবশ্যক হয়, সুতরাং সর্ব্বলোকের রঞ্জনার্থে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরা অপ্রাণীতে প্রাণারোপ করিয়া, নানা-রস-যুক্ত প্রস্তাব অলঙ্কৃত, উপমিত এবং রূপক ও পরোক্ষ বাক্যে গদ্য-পদ্যেতে রচনা করিয়া থাকেন (৬)। তৎপাঠে উত্তম, মধ্যম, কর্ম্ম বাস্তব করিয়া থাকেন, এমত বৃত্তির উদয় করার নাম ভাব।

(২৪) এ বিষয়ের প্রকৃতাভিপ্রায় পুরাণোৎপত্তি প্রকরণে দৃষ্টি কর।

(২৫) ২৮। ২৯। পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(২৬) খ্রীষ্ট এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও অস্মদাদির পৌরাণিক ইতিহাসের ন্যায় অনেক অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনা আছে, তাহার তাৎপর্য্য কেবল তত্তদুপলক্ষে জগদীশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন দ্বারা ভক্তির উদ্রেক করা ভিন্ন আর কিছুই নয়, ইহা বেদব্যাসও ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তমাধ্যায়ের দশ শ্লোকে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাইবেলে লিখিত আছে যে, জগদীশ্বর সেটান্ নামক দৈত্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ করত তাহাকে নিরয়গামী করিয়াছেন,—মেরী নাম্নী কন্যাকে আসঙ্গ করিয়া খৃষ্ট নামক পুত্রোৎপত্তি করিয়াছেন,—খৃষ্টের বেপ্টাইজ অর্থাৎ দীক্ষাকালে ঘুঘু-দেহ ধারণ করিয়া তাহার মস্তকোপরি অবতরণ করিয়াছিলেন এবং ঐ খৃষ্ট মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া কেবল বাক্য দ্বারা কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য, মুদিত কর্ণদ্বয় বিকসিত এবং অস্ফুরিত বাক্য স্ফুট করিয়াছিলেন এবং প্রাণদানে মৃতদেহ সজীব করিয়াছিলেন,—পঞ্চগ্রাস রোটিকা এবং দুই মৎস্য দ্বারা অরণ্যমধ্যে পঞ্চ সহস্র ব্যক্তিকে পার

অধম এবং বালক, যুবা, বৃদ্ধ, এই নানাবিধ লোক স্ব স্ব চিত্তোল্লাস লাভ করে, বহুপ্রকার হিতোপদেশ প্রাপ্ত হয়, বাগ্বিন্যাসাদি শিক্ষা করে, কাহার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য এবং কোন্ কর্ম্মের কি ফল, তাহাও জানিতে পারে। অস্মদাদির পুরাণ-শাস্ত্রে তদ্বিপরীতাচরণ কিছুই হয় নাই এবং তদতিরিক্ত এই অসাধারণ গুণপনা দেখা যায় যে, কোন প্রস্তাবই প্রায় আধ্যাত্ম-পক্ষ ছাড়া নহে। শ্রীযুত ডাক্তার উইলসন সাহেবও পুরাণের ইংরাজী ভাষান্তর করিয়া ঐরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। বিশেষতঃ অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণের ২৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয়সংখ্যক টিপ্পনীতে বরাহমূর্ত্তির এই রূপক অনুভব করিয়াছেন যে, জগদীশ্বর যজ্ঞরূপ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীকে পাপরূপ জলপ্লাবন হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তাবৎ পুরাণে, বিশেষতঃ বৈষ্ণবের ৪ অধ্যায়ে বরাহমূর্ত্তির

তোষরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন, জলধির উপরে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন,—এক পর্ব্বতোপরি তেজোরূপী হইয়া পূর্ব্বমৃত মোজেস ও এলিয়া নামক ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বয়ের সহিত কথোপকথনে এবং আকাশবাণী দ্বারা খ্রীষ্টকে পুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। অপর সাধুদিগের অসাধারণ ক্ষমতা বর্ণনোপলক্ষে উক্ত হইয়াছে যে, মোজেস নামক ভবিষ্যদ্বক্তা মিসর দেশাধিপতি ফেরোর সমক্ষে এক যষ্টিকে সর্প করিয়াছিলেন,—সেণ্ট পিটারের ভর্ৎসনায় অনেরিয়াস স্বীয় কলত্র সহিত শমনভবনে গমন করে এবং ঐ পিটারের বরে এক খঞ্জ ব্যক্তি গতিশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল,—সেণ্ট পাল এক পঙ্গুকে আরোগ্য এবং কেবল এক বাক্য অর্থাৎ অভিসম্পাত দ্বারা এলিমাস নামক মায়াবীকে অন্ধ করিয়াছিলেন। অনন্তর মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে, তাহা লিখিলে পুস্তকের বাহুল্যতা হয়, এ নিমিত্ত কেবল কয়েকটি ইতিহাসের সারোদ্ধার করিয়া লিখিতেছি।

বাইবেলের মোজেসের যষ্টির যে অদ্ভুত গুণ বর্ণিত হইয়াছে, মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহার প্রসঙ্গ আছে, যথা—মূসা (মোজেস) ফেরুণের (অর্থাৎ ফেরোর) সম্মুখে স্বীয় যষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্রই তাহা অশীতি গজ-পরিমিত দীর্ঘাকার এবং সাত শত দন্তযুক্ত বদন, হস্তীর ন্যায় চরণ ও শরতুল্য সপ্ত সহস্র লোমবিশিষ্ট এক সর্প হয়, তদনন্তর অন্য এক দিনে স্থানান্তরের সভাতে ঐ যষ্টি প্রতি-মুণ্ডে সপ্ততি সহস্র মুখযুক্ত, সপ্ততিসহস্র মস্তকবিশিষ্ট বৃহৎ সর্পাকৃতি ধারণপূর্ব্বক চতুঃসহস্র ঐন্দ্রজালিককে পুচ্ছ দ্বারা বেষ্টন করিয়া গ্রাস করত ফেরুণের বাটী শূন্যে নিঃক্ষেপ করিয় মূসার স্পর্শ মাত্রেই স্বভাব প্রাপ্ত হয়,—অপর ঐ ঘটনার পূর্ব্বে এক দিবস উক্ত মূসাকে তদীয় চকমকী বলিল যে, তোমাকে অগ্নি দিতে খোদার আজ্ঞা নাই,—তৎশ্রবণানন্তর সে তুর নামক পর্ব্বতে গিয়া পরমেশ্বরকে কুল-বৃক্ষের ন্যায় অগ্নিরাশি দর্শন করে, উক্ত অগ্নিতে স্বীয় যষ্টি সংলগ্ন করাতে তন্মধ্যে অগ্নির প্রবেশ হয় নাই এবং তাহার কাষ্ঠপাত্রকাদ্বয় বিচ্ছু অর্থাৎ হিংস্র জন্তু-বিশেষ হইয়াছিল,—সময়ান্তরে ইস্রায়েলের বংশ, যাহার সংখ্যা বালক ও যোষিৎ ব্যতিরিক্ত কেবল পুরুষই ছয় লক্ষ ছিল, তাহাদিগকে লইয়া উক্ত মূসার নীল নদী পার হইবার কালে ফেরুণ সসৈন্যে তাহার পশ্চাদ্গামী হইলে মূসার যষ্ট্যাঘাতে নদীর জল বিভাগ হইয়া বহু বর্ত্ম হওয়ায়, তাহারা সকলে পার হইয়া যায়। কিন্তু ফেরুণ নিজ

রূপ এইরূপে স্ফুটীকৃত হইয়াছে যে, তাঁহার চরণে বেদ, তাঁহার দংষ্ট্রাদ্বয়ে যূপ, তাঁহার দন্ত বলি, তাঁহার মুখ বেদী, তাঁহার জিহ্বা অগ্নি, শরীরের লোমসকল কুশ, চক্ষু দিবারাত্রি, তাঁহার মস্তক সকলের নিকেতন ব্রহ্মপদ, তাঁহার কেশর বেদস্তুতি, তাঁহার নাসিকা হবিঃ, তাঁহার তুণ্ড যজ্ঞের স্রুক্, তাঁহার স্বর সামবেদোচ্চারণ, তাঁহার শরীর যজ্ঞ-গৃহ, গ্রন্থিসকল বিবিধ কর্ম্ম, তাঁহার কর্ণদ্বয় পূর্ত্ত অর্থাৎ স্মার্ত্ত ধর্ম্ম এবং ইষ্ট অর্থাৎ শ্রৌত ধর্ম্ম এবং এই সংসারচক্র যে ঐশিক লীলা মাত্র, ইহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এ প্রযুক্ত পুরাণ সকল মুক্ত, মুমুক্ষু

দল-বল সহিত জলমগ্ন হয়। শাম-রাজ্যাধিপতি আনকের পুত্র এওজের শরীর ৩০৩৩ গজ দীর্ঘ ছিল,—নূঃ অর্থাৎ নোয়াপ্যগম্বরের সময়ের জলপ্লাবনে তাহার শরীর-রক্ষা হইয়াছিল,—সমুদ্রের জল তাহার জানুর উর্দ্ধে উঠিত না; সে সাগরে মৎস্য ধরিয়া সূর্য্যমণ্ডলে ভর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করিত; তাহার বাসস্থানের দাড়িম্ব-ফলের একটি বীজ মাত্র দশ ব্যক্তির আহারোপযুক্ত হইত এবং সমুদয় বীজ স্থানান্তর করিলে তাহার ত্বকের মধ্যে দশ জনের বাসস্থান হইত,—ইজরাইলের বংশ মূসার এবং হারুণের সমভিব্যাহারে ঐ এওজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া ভয়ে পলায়ন করাতে, মূসার শাপে ৪০ বৎসর যাবৎ তাহাদিগকে একই ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল,—মূসার যষ্ট্যাঘাতে উক্ত এ ওজের মৃত্যু হইলে তাহার দেহ ৪০ বৎসর যাবৎ রণ-ভূমিতে পতিত থাকে, তদনন্তর তাহার মেরুদণ্ড নীল নদীর সেতু হইয়াছে।—সোলেমান্ রাজা সৈহূন্ রাজ্যাধিকারীর সহিত যুদ্ধ-করণার্থে বায়ুযানে সসৈন্যে গমন

এবং বিষয়ী ত্রিবিধ লোকের শ্রবণযোগ্য(২৭) অর্থাৎ অধিকারিভেদে পুরাণবিশেষ শ্রবণীয় জানিবে। ভা. ৩ স্ক, ৫অ, ১২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের গুণ-বর্ণন-মানসেই ভারতাখ্যান রচনা করিয়াছেন। তাহাতে অর্থকামাদির বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু তাহার অন্য তাৎপর্য্য নহে, গ্রাম্যসুখানুবাদ দ্বারা মানবগণের মতি ভগবানের কথাতে নীত হইয়াছে।

কিন্তু খেদের বিষয় এই যে, অনভিজ্ঞতা-দোষে আমরা পৌরাণিক রচনার প্রকৃতভাব-গ্রহণে অক্ষম হইয়াছি এবং এক পুরাণাখ্যানের তাৎপর্য্য অন্য পুরাণে স্ফুটীকৃত হওয়ায় আমাদিগের পক্ষে তাহা দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে, কেন না, এক্ষণে অত্যল্প লোকের সমগ্র পুরাণে দৃষ্টি আছে।

শি। পৌরাণিক ইতিহাস দ্বারা রূপক এবং পরোক্ষ বাক্যে অধ্যাত্মোপদেশ প্রদত্ত হওয়ার প্রমাণ কি?

গু। এ বিষয়ের প্রমাণ অসংখ্য আছে,

করিয়াছিলেন,—ঐ সৈহূন্ রাজ্যে সুবর্ণময় ব্যাঘ্রদ্বয় বিচার-নিষ্পত্তি এবং দোষীকে ভক্ষণ করিত। সোলেমানের আদেশে বায়ু কর্ত্তৃক এক মুষ্টি মৃত্তিকা সৈহূনাধিপতির চক্ষে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহার মৃত্যু হয়। ইতি খোলা আম্বীয়া নামক পুস্তক।

এই স্থলে বক্তব্য যে, যে সকল খ্রীষ্ট এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়েরা পৌরাণিক ইতিহাসোপলক্ষে হিন্দু-ধর্ম্মের গ্লানি করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শৃগালপক্ষক নামক গ্রন্থের এই প্রসিদ্ধ বচনটি উদাহৃত হইতে পারে, যথা—"আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাতি পর-চ্ছিদ্রানুসারিণী।"

(২৭) ভাঃ ১০ স্কঃ ১ অঃ ৪ শ্লোক।

তত্তাবৎ দর্শাইবার চেষ্টা করা বিফল, এহেতু আমি কয়েকটিমাত্রের প্রসঙ্গ করিতেছি, তাহাতেই মদীয় উক্তি প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব।

১। তপস্যাদি ধর্ম্মের অঙ্গ, এ প্রযুক্ত ধর্ম্মকে বৃষরূপী করিয়া তপস্যা, শৌচ, দয়া, সত্য নামে তাঁহার চারিটি পদ কল্পিত হইয়াছে। (২৮)

২। ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানে এবং পঞ্চমের ত্রয়োদশাধ্যায়ে ভবাটবী নামক যে দুই অপূর্ব্ব ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেক শব্দার্থ তত্তৎপর অধ্যায়েই বেদব্যাস প্রত্যক্ষ বাক্যে স্ফুট করিয়াছেন, যথা—পুরঞ্জন নামক রাজা দেহাভিমানী জীব, পুরঞ্জনী নাম্নী যে তাহার স্ত্রী, সে বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি এবং নবদ্বার পুরী এই দেহ। অপর ভবাটবী সংসার, তাহাতে বাণিজ্যার্থে প্রবেশক বণিক্ জীব, তত্রস্থ দস্যুগণ তাহার ষড়িন্দ্রিয়, বন-জন্তু সকল তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি, তথায় বিস্তৃত বিষ্ঠা স্বর্ণ, মরীচিকা বিষয়, এবং যে কণ্টকাবিশিষ্ট পর্ব্বত, সে কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক বেদ।

৩। পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের আত্মাতে রমণ করিতেছেন এই নিমিত্ত ব্রজ-ভূমিতে এবং দ্বারকায় অসংখ্য রমণী লইয়া তাঁহার কাম-কেলি করিবার বর্ণনা আছে এবং ভগবান্ বেদব্যাসও তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই, যেহেতু, ভাগবতের দশম স্কন্ধে প্রথমতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ (২৯) এবং ত্রয়োদশ (৩০) শ্লোকে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে (৩১) বিশ্বাত্মা যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করায় এবং তথায় ভৌতিক দেহধারণপূর্ব্বক তদীয় যোনি দিয়া নির্গত হইয়া মনুষ্যের ন্যায় কর্ম্ম করায় সন্দেহ করিয়া পরে ত্রয়োত্রিংশাধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকের অন্তিম চরণে (৩২) ও ষড়্‌বিংশৎ শ্লোকের এক বিশেষণ পদে (৩৩) এবং পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে (৩৪) স্ফুট করি

---

(২৮) ভাঃ ১স্কঃ ১৭ অঃ।

(২৯) "ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥"

অস্যার্থঃ।—ভগবান্‌ও বিশ্বাত্মা এবং ভক্তগণকে অভয়প্রদ যে হরি, তিনি আদৌ পরিপূর্ণভাবে বসুদেবের মনে প্রবেশ করিলেন।

(৩০) "ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং, সমাহিতং শূরসুতেন দেবী, দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং, কাষ্ঠা যথানন্দকরমনস্তঃ ॥"

অস্যার্থঃ। জগতের মঙ্গলকর এবং সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ যে সর্ব্বাত্মা, তাঁহাকে দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক মনে ধারণ করিলেন।

(৩১) "দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥"

অস্যার্থঃ।—দেবরূপিণী যে দেবকী, তাঁহাতে সর্ব্বাত্মা বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন, পূর্ব্বদিকে বিদ্যমান অখণ্ড চন্দ্রের যেমন উদয় হয়, তদ্বৎ।

(৩২) "রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমম্ ॥"

অস্যার্থঃ।—রমাপতি ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত সেইরূপ রমণ করিয়াছিলেন, যেরূপ বালকেরা নিজ প্রতিবিম্বের অর্থাৎ ছায়ার সহিত বিলাস করে। (এতাবতা ব্রজবাসীরা যে তাঁহারই ছায়ামাত্র, এই বলা হইয়াছে।

(৩৩) "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ।" অস্খলিতচরমধাতু ইত্যর্থঃ।

(৩৪) "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং চৈব দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্ ॥"

অস্যার্থঃ।—তিনি গোপীদিগের এবং

থাকেন যে জগৎপতি যে, বিষ্ণু, তিনি বিশ্বের আত্মা. এহেতু গোপীদিগের এবং তৎপতি-দিগের আত্মারূপ পতি; সুতরাং তাহাদিগের আত্মাতে স্বরূপে রমণ করিয়াছিলেন, (১) ইহা ব্যতীত তিনি স্থূলদেহ ধারণ করিয়া গোপনারীদিগের স্থূলদেহে প্রকৃত শৃঙ্গার করেন নাই এবং ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের অষ্টবিংশতি শ্লোকে (১) ইহাও সুব্যক্ত আছে যে, গোপনারীরাও তাঁহাকে তদ্রূপ পরিজ্ঞানে তাঁহার সহিত আত্মক্রীড়া মাত্র করিয়াছিলেন। পরিশেষে নবতি অধ্যায়ের চতুর্বিংশতি শ্লোকে মঙ্গলাচরণের ছলে আরও স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন যে, দেবকীর উদরে শ্রীকৃষ্ণের যে জন্ম, তাহা বাদমাত্র, বাস্তবিক এরূপ ঘটনা হয় নাই (২)

শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজাদিগের ভয়ে পলায়ন করিয়া সমুদ্রমধ্যে দ্বারকা নামক পুরী নির্ম্মাণ করণ পূর্ব্বক বসতি করিয়াছিলেন, এই ইতিহাসের বীজ ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬০ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণী দেবীর উক্তিচ্ছলে এইরূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ আত্মা ও সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয় জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজা এবং অন্তঃকরণ সমুদ্র আর কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল আত্মার দ্বেষকারী বলিষ্ঠগণ, এ নিমিত্ত আত্মা উহাদিগের ভয়ে অন্তঃকরণরূপ সমুদ্রে পলায়ন করিয়া গিয়া শয়ন করিয়া থাকেন।

৪। পরমেশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা এবং অজ হইয়াও, মীন কূর্ম্মাদি নানা দেহ ধারণ

---

(১) তদীয় স্বামীদিগের এবং তাবদ্দেহীর আত্মারূপ পতি এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, [illegible] সর্ব্বদেহেতেই রমণ করিতেছেন।

(১) ঐ ৩৩ অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকেও তদ্রূপ আভাস প্রকাশ আছে, যথা—"কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ। রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥"

অস্যার্থঃ।—ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও গোপস্ত্রীর সংখ্যানুরূপ অর্থাৎ যত গোপী, তত আপনাকে করিয়া লীলাবশতঃ তাহাদিগের সহিত বিহার করিলেন।

ইহাতে এই বলা হইয়াছে যে, তিনি গোপীদিগের প্রত্যেকের দেহে আত্মারূপে খণ্ডিতভাবে বিহার করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাহাদিগের চিত্তের অজ্ঞান নাশ করিয়া প্রকট হইয়াছিলেন। যদিও তিনি সর্ব্বদেহে আত্মা নামে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত দেহীর চিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে; সে পর্য্যন্ত তাহার প্রকাশ থাকে না অর্থাৎ সেই জীব ব্রহ্মানন্দাস্বাদন করিতে পারে না, সুতরাং আত্মা অজ্ঞানাবৃত থাকেন; এই সর্ব্বশাস্ত্রের মত। সেই অজ্ঞান নষ্ট হইলেই আত্মার প্রকাশ পায় অর্থাৎ তিনি বিরাজমান হন এবং সেই অবস্থাতেই জীব আত্মারাম হয় এবং জগদীশ্বর তাহার আত্মাতে রমণ করেন, এমত উক্তি করা যায়। ব্রজগোপীরা ভগবান্‌কে কান্তভাবে ভজিয়া কাত্যায়নীব্রত এবং অন্যান্য চিন্তা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করণ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আত্মারাম হইয়াছিলেন।

(১) "সংপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গস্ত্রীণাম্। [illegible]

(২) স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়া অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥"

অস্যার্থঃ। হে শ্রীকৃষ্ণ! পতি, পুত্র এবং বন্ধুর সেবাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম তুমি কহিয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমার সেবাতেও রক্ষা হইতে পারে, যে হেতু, তুমি সকলের আত্মা, এ নিমিত্তে তোমার সেবাতেই সকলেরই সেবা করা হয়।

পূর্ব্বক বিবিধ কার্য্য সাধন করেন, ইত্যাদি যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহার হেতু এই যে, ব্রহ্মাণ্ডে সুর, নর, তির্য্যগাদি যত জীব আছে, সকলেতেই তিনি আত্মারূপে স্থিতি করিয়াছেন এবং শরীরোৎপাদক যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, তন্মধ্যে আত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (১), এ বিধায় তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া যাহা বলা যায়, তাহা স্থূলশরীরে আরোপিত হইয়া থাকে। এ স্থলে জীব সকলকে অবতার বলায় কোন দোষ নাই, এবং ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে চতুর্বিংশতি অধ্যায়েও এতদাভাস প্রকাশ আছে। যথা—

"উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরন্ বায়ুরিবেশ্বরঃ। নোচ্চাবচত্বং ভজতে নির্গুণত্বাৎ ধিয়ো গুণৈঃ" ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।—ঈশ্বর নির্গুণ, এ প্রযুক্ত বুদ্ধির গুণে নানা আকারবিশিষ্ট হয়েন না, কেবল বায়ুর ন্যায় বিবিধ ভূতে অর্থাৎ দেহে আত্মারূপে প্রবেশ করেন।

অতএব এই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, এতৎকারণেই ভাগবতের প্রথম (২) ও দ্বিতীয় (৩) স্কন্ধে সনকাদি ঋষিচতুষ্টয়, মনু, মনুপুত্র, প্রজাপতি, ঋষভ, পরমহংস, ধ্রুবাদি ভক্তবৃন্দ, ধন্বন্তরি চিকিৎসক এবং যত পশু পক্ষী সুর নর ইত্যাদি তাবৎ প্রাণীকেই তাঁহার অবতার বলা হইয়াছে এবং বৈষ্ণবের অষ্টমাধ্যায়ে (৪) লিখিত হইয়াছে যে, "দেবতা তির্য্যক্ মনুষ্যাদিতে পুরুষের নামে যে কিছু পদার্থ আছে, সকলই ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ, আর ঐ সকলের স্ত্রী নামে যাহা যাহা আছে, তৎসমুদায় লক্ষ্মীর স্বরূপ।"

৫। বামনাবতারের যে ইতিহাস, তাহার বীজ এই যে, পরমেশ্বর বিশ্বব্যাপক হইয়াও, আপনাকে জীবরূপে পরিকল্পিত করণ পূর্ব্বক খর্ব্ব হয়েন এবং ঐ অবস্থায় মায়ার অধীন হইয়া দেহস্থ অসুরবর্গ যে কামাদি রিপুচয়, তাহাদিগের উপর বিক্রম-প্রকাশে অক্ষম জন্য উহাদিগের দাসত্ব করিয়া থাকেন, তথাচ লঘুত্ব-স্বীকারে ছল দ্বারা উক্ত অসুরবর্গকে পরাজয় করিবার উপায় আছে, এইটি দর্শাইবার নিমিত্ত তিনি একদা বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া শরীরান্তর্গত ত্রিপুরাধিকারী মহাবলী যে মোহরূপ বলি রাজা, তাহাকে ভিক্ষার ছলে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া সুতল যে পদতল, তথায় প্রেরণ করিয়া স্থানভ্রষ্ট দেবরূপী বিবেক-বৈরাগ্যাদিকে স্বপদে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন, এমত রচনা হইয়াছে।

৬। মৎস্যের তৃতীয়াধ্যায়ে (১), গায়ত্রীকে শতরূপানাম্নী ব্রহ্মার কন্যা এবং চতুর্বেদ (১) বেদরাশিকে ব্রহ্মা কল্পনা করিবার উক্তি আছে, এবং পাদ্মের তৃতীয়াধ্যায়ে (৩) এমত উক্ত হইয়াছে যে, ঐ ব্রহ্মার স্বায়ম্ভুব মনু, কথিত শতরূপার পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং তাহাদিগের অঙ্গজাদ্বয়ের মধ্যে প্রসূতিকে উক্ত ব্রহ্মার অন্য পুত্র দক্ষ বিবাহ করিলেন, ঐ দক্ষ স্বীয় চতুর্বিংশতি কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি,

(১) "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥" ইতি ভগবদ্গীতা। ৩ অঃ ৪২ শ্লোক।

(২) ৩ অঃ ২৭ শ্লোক।

(৩) ৬ অঃ ১৩ ১৫ শ্লোক। ৭ অঃ ৪১ শ্লোক।

(৪) সঃ পুঃ ২৪৫ পৃষ্ঠা।

(১) সঃ পুঃ ১৪২ পৃষ্ঠা।

(২) সঃ পুঃ ১৭২ পৃষ্ঠা।

(৩) সঃ পুঃ ১৯৬ পৃষ্ঠা।

কীর্ত্তি, তুষ্টি, এই ত্রয়োদশটি ধর্ম্মকে এবং খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা, এই একাদশটি যথাক্রমে ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি, পিতৃগণকে প্রদান করিলেন এবং ইহাও কথিত হইয়াছে যে, শ্রদ্ধা কাম ও দম্ভকে, ভূতি বিনয়কে, তুষ্টি সন্তোষকে, পুষ্টি লোভকে, মেধা শ্রুতকে, ক্রিয়া দণ্ড, নয় ও বিনয়কে প্রসবিলেন।

৭। দেবাসুরের পরস্পর চিরস্থায়ী দ্বেষ-ভাবের এবং সময়বিশেষে যুদ্ধ-বিগ্রহের যে ইতিহাস পুরাণে লিখিত আছে, তাহার বীজ এই বোধ হয় যে, মন কশ্যপ ঋষি, তাঁহার এক পত্নী নিবৃত্তির নাম অদিতি, এবং অন্য পত্নী প্রবৃত্তির নাম দিতি, ঐ নিবৃত্তি-জাত বিবেক-বৈরাগ্যাদিই দেবতা এবং প্রবৃত্তির গর্ভে উৎপন্ন যে ইন্দ্রিয়গণ-সহিত মোহাদি, তাহারা অসুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল পরস্পর বৈরতা করিতেছে এবং প্রত্যেক পক্ষ স্ব স্ব প্রাধান্যের নিমিত্ত সময়ে সময়ে যুদ্ধাদি করিয়া কখন দৈত্যদল এবং কখন বা দেবদল বিজয়ী হয়। সমুদ্র-মন্থন উপলক্ষে এ বিষয়ে যে বর্ণনা (১) আছে, তাহার রূপকত্ব স্ফুট করিলেই প্রস্তাবিত উক্তির যুক্তিসিদ্ধতা সপ্রমাণ হইতে পারে।

আত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা, এ প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি অসুর কর্ত্তৃক পীড়িত বিবেকাদি দেবতা-দিগকে কৈবল্যরূপ অমৃত উৎপাদনার্থে শ্রুতিসাগর মন্থনে প্রবৃত্তি প্রদান করত ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য ব্যতীত তৎসম্পাদনের অসাধ্যতা হেতু, স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য তাহা-দিগের সহিত সন্ধি করিবার উপদেশ দেন, তদনুসারে ঐ ইন্দ্রিয়াদির অধিপতি যে মহাবল-পরাক্রান্ত মোহ অর্থাৎ দেহাত্মবোধ, তাহার সহিত বিবেকাদি সন্ধি করিয়া উভয় দলে বুদ্ধিকে মন্থান-দণ্ড এবং আশাকে রজ্জু করণ পূর্ব্বক শ্রুতি-সমুদ্রে মন্থনে অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন এবং আত্মা কূটস্থ, এ প্রযুক্ত পুনরায় কূর্ম্মস্বরূপে ঐ বুদ্ধির আধার হয়েন এবং প্রস্তাবিত মন্থনে প্রথমতঃ উপসর্গরূপ কালকূটের উৎপত্তি হইলে মহাদেবরূপ শুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি যে গুরু-দেব, তিনি তাহা পান করিয়া শিষ্য-গণের ব্যাঘাত নিবারণ করেন। তৎ-পরে নির্ব্বিঘ্নে বেদাভ্যাস আরম্ভ হইলে ক্রমে ক্রমে যজ্ঞরূপ সুরভি, ঐশ্বর্য্যরূপ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, সাংখ্যযোগ-(১) রূপ ঐরাবত নামক হস্তী, অষ্টাঙ্গযোগরূপ অষ্ট দিগ্‌হস্তী, অষ্টসিদ্ধিরূপা অষ্ট হস্তিনী, জীবোপাধিক কৌস্তভ মণি, আত্মোপাধিক পদ্মরাগ মণি, চিত্তোল্লাসজনক আনন্দরূপ পারিজাত বৃক্ষ, শান্তি ও করুণা এবং শ্রদ্ধাদি অপ্সরোগণ, চিৎশক্তিরূপা লক্ষ্মী, মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ অবিদ্যারূপা বারুণী দেবী উৎপন্না হইয়া চরমে কৈবল্যামৃত-সহিত জ্ঞানরূপ ধন্বন্তরির প্রাদুর্ভাব হয়। ইন্দ্রি-য়াদি অসুরগণ ঐ অমৃত-প্রাপ্তির অযোগ্য পাত্র প্রযুক্ত জগৎপতি যে আত্মা, তিনি বিদ্যারূপা মোহিনীবেশে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া অমৃতে বঞ্চনা করত বিবেকাদি দেবতাবর্গকে তৎপ্রদানে চির-জীবী করেন, কিন্তু তমোগুণ কদাচ অন্য গুণদ্বয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না, এহেতু সে রাহু-(২) রূপে দেবপংক্তিতে বসিয়া অমৃত পান করে, কিন্তু তাহা উঁহার

(১) ভাঃ ৮ স্কঃ—১১ অঃ।

(১) আত্মানাত্মবিবেক।

(২) রাহুর একটি নাম তমঃ। ইতি অমরকোষ।

গলাধঃকরণ হওয়ার পূর্ব্বেই সত্ব এবং রজঃ যে চন্দ্র সূর্য্য, তাঁহারা উহার পরিচয় দেওয়াতে অন্তর্যামী জগদীশ্বর তেজস্তত্ত্বরূপ চক্রদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করেন, কিন্তু অমৃতাস্বাদন জন্য তদীয় উত্তমাঙ্গ সজীব আছে, এ নিমিত্ত উক্ত চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত তাহার চিরস্থায়িনী বৈরতা হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে সে তাহাদিগকে গ্রাস করে, কিন্তু সত্ব এবং রজোগুণের এমত প্রভাব যে, তমোগুণ তাহাদিগকে পাক করিতে শক্য হয় না, কিয়ৎকাল পরেই উদ্গার করে।

৮। মহাভারতে উল্লিখিত প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন আছে যে, "দুর্য্যোধন ক্রোধরূপী। মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি তাহার শাখা, দুঃশাসন তাহার সমৃদ্ধ পুষ্প-ফল, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। কিন্তু যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহামহীরুহ ছিলেন, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রানন্দন নকুল-সহদেব তাহার সমৃদ্ধ পুষ্প-ফল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্মণ সকল তাহার মূল (১)"। এবং ঐ গ্রন্থের তাৎপর্য্য বনপর্ব্বে এইরূপে স্ফুটীকৃত হইয়াছে যে, অধর্ম্মের দ্বারা মনুষ্য বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া ভদ্র দর্শন করে, তদুত্তর শত্রু জয় করিয়া অন্তে সমূলে নষ্ট হয়।

রামায়ণের তাৎপর্য্য এই বোধ হয়, আত্মা যে রাম, তিনি স্বীয় প্রতিবিম্ব লক্ষ্মণকে এবং বিদ্যারূপা সীতাকে সঙ্গে লইয়া সংসারগহনে আগমন পূর্ব্বক দশেন্দ্রিয়রূপ দশকন্ধর-বিশিষ্ট রাবণ যে মহামোহ, তৎকর্ত্তৃক ঐ বিদ্যাহারা হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া বিচরণ করেন, ইতিমধ্যে যদিস্যাৎ কোন সময়ে ভাগ্যবশাৎ সদ্গুরুর উপদেশে সাধনচতুষ্টয় এবং অষ্টাঙ্গযোগরূপ সুগ্রীবাদি সেনাপতি সমুদয়ে অকিঞ্চন ভক্তিরূপ সেতু দ্বারা মায়াসাগর উত্তীর্ণ হওনানন্তর মলিনচিত্তরূপ লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হইয়া কাম-ক্রোধাদি দলবলসহিত মহামোহকে বিনাশ করিতে পারেন, তবেই স্বভার্য্যা উদ্ধার করিয়া স্বকীয় রাজ্যপদ যে ব্রহ্মত্ব, তাহা প্রাপণক্ষম হয়েন। (ভাঃ দশম স্কঃ ৭০ অধ্যায়ে জরাসন্ধকে কর্ম্ম বলা হইয়াছে।)

৯। ভাগবতের ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ভগবানের ক্ষীরোদশায়ীর তাৎপর্য্য এই লেখা আছে যে, তিনি আপন যোগনিদ্রা অর্থাৎ মায়ারূপ অম্বুধি বিস্তার করিয়া তাহাতে শয়ন করিয়াছেন, অর্থাৎ নিজ মায়ায় আপনি আবৃত হইয়া রহিয়াছেন (১)।

(১) সঃ পুঃ ৮ পৃষ্ঠা।

(১) ভগবানের মায়া দ্বিপ্রকার;—বিদ্যা ও অবিদ্যা। অধ্যাত্মরামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ৩ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে। অধ্যাত্মরামায়ণের আদিকাণ্ডের ১ অধ্যায়ে, শিবপার্ব্বতীসংবাদে শিব-উক্তি এই আছে যে, শ্রীরাম পরব্রহ্ম, তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও নিষ্কাম এবং রাবণাদি বধ কিছুই করেন নাই, কেবল মূঢ় ব্যক্তিরা ঐ সকল কর্ম্ম তাহাতে আরোপ করে মাত্র এবং উক্ত অধ্যাত্মরামায়ণে জানকীর এই উক্তি সদাশিব পুনরুক্তি করেন, শ্রীরাম পরমাত্মা, তিনি কিছুই করেন না এবং আমি মূলা প্রকৃতি, তাঁহার সন্নিধি হেতু সৃষ্টি স্থিতি আদি করি, যেমন চুম্বকের গুণে জড় যে লৌহ, সে গতিবিশিষ্ট হয়, এবং অরণ্যকাণ্ডের ৯ অধ্যায়ে আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, পরমাত্মা রাম

১০। নরক এবং মৃত্যুর বিষয়ে বৈষ্ণবে (১) এই বর্ণনা আছে যে, অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা, তাহার গর্ভে অনৃত নামে পুত্র এবং নিকৃতি নাম্নী কন্যা জন্মে, ঐ দুই হইতে ভয় এবং নরক নামে দুই পুত্র হয়, ভয়ের পত্নী মায়ার মৃত্যু এবং নরকের ভার্য্যা বেদনার গর্ভে দুঃখ-নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। অপর, পাপাস্বরূপ দণ্ডের যে বিধান নরকে হয়, তদ্বর্ণনানন্তর ভবিষ্যে (২) এই উক্ত হইয়াছে যে, তৎপাপক্ষয় না হওন পর্য্যন্ত সেই সেই শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি হয় না; এবং অভিধানে নরকশব্দের অর্থ দুঃখভোগস্থান লিখিত আছে, অতএব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় যে, আত্মজ্ঞানোপদেশার্থে মর্ত্ত্যলোককে নরক অর্থাৎ যমালয়, মৃত্যুকে যম এবং নিষ্ঠুর আততায়ী ব্যক্তিগণকে যমদূতস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। কেন না, সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, দুঃখভোগেই পাপের ক্ষয় হয় এবং ভবার্ণবে জীবের যে ক্লেশ, তাহার মূল জন্মান্তরীয় পাপ। এমত অবস্থায় পাপের ভোগার্থ অন্য স্থান অবধারিত থাকা কিরূপে সম্ভবে? তাহা হইলে এক পাপের শাস্তি দুইবার হওয়ার বিধান মান্য করিতে হয়। ঐ পুরাণের যে ভাষান্তর ডাক্তার উইলসন সাহেব করিয়াছেন, তাহার ৫৪ পৃষ্ঠায় দক্ষপ্রজাপতির বংশাবলী-বর্ণনকালীন এবং উহার ১২ সংখ্যক টিপ্পনীতে তাঁহারা তাবৎই রূপক, এমত লিখিয়াছেন।

শিঃ। পুরাণবৃন্দে যে মন্বন্তর, বংশাবলি এবং পৃথিব্যাদি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য কি?

গুঃ। পুরাণ-শ্রবণ দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফলপ্রাপ্তি অভিপ্রেত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রাজাবলী বা ভূগোল-খগোল-সম্বন্ধীয় উপদেশ দেওনার্থ পুরাণনিচয়ের রচনা হয় নাই। ধর্ম্মাদি-সম্বন্ধীয় উপদেশ স্পষ্ট ভাষায় প্রদান করিলে বিষয়াসক্ত চিত্তে মনোনীত হয় না, এ নিমিত্ত ইতিহাসের ছলে রূপক বাক্যে অভিপ্রেত উপদেশ সকল প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ইতিহাস রচনায় মনুষ্যের স্থূল দেহকে ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করিয়া তাহার স্থানবিশেষকে পৃথিবী ও স্বর্গ, সুরলোক ও ব্রহ্মলোকাদি নানাখ্যা দিয়া এবং মনের নানাবৃত্তিকে প্রাণারোপ করিয়া তাহাদিগের নামকরণ করত রাজাবলীর ও গুণবিশেষের প্রাদুর্ভাবানুসারে মন্বন্তরের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সকল কল্পনা কেবল সাধক লোকের হৃদয়ঙ্গম হইয়া তাহাদিগের চিত্তরঞ্জক হয়। অশ্রদ্ধাবান ও কুতার্কিক জনগণ ঐ সকল বর্ণনা অসম্ভব ও যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া উপহাস করে।

উপরি-উক্ত যুক্তির প্রমাণ এই যে, বিশ্ব রচনায় মন এবং অহঙ্কার এই দুই পদার্থ মূল তত্ত্বস্বরূপে উক্ত হইয়াছে, এবং ঐ দুই পদার্থ মানবশরীরেই সম্বন্ধ রাখে। পৃথিব্যাদি যে দৃশ্য বস্তু, তাহাতে উক্ত পদার্থদ্বয়ের সত্তা সম্ভবে না। অপর, বৈষ্ণবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ের সূর্য্যরথের রূপকত্ব এইরূপে স্ফুটীকৃত হইয়াছে যে, ঐ রথের এক চক্র, তাহার নাভি তিনটি, চক্রদণ্ড পাঁচ ও বেড় ছয়। তাহাতেই সংবৎসর পূর্ণ হয় এবং ঐ সমস্ত একত্রে কালচক্র হয়, এবং তাহাতে অন্য এক অক্ষদণ্ড আছে, ও যোয়ালির দুই অর্দ্ধাংশের মধ্যে ক্ষুদ্রটির সহিত

ও জীবাত্মা লক্ষ্মণ এবং মায়া সীতারূপে কল্পিত হইয়াছেন এবং ২ অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, ভরত শঙ্খ ও শত্রুঘ্ন চক্র, অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(১) ৭ অঃ। সঃ পূঃ ২০৪ পৃষ্ঠা।

(২) ৬ অঃ। সঃ পূঃ ২৪০ পৃষ্ঠা।

ক্ষুদ্র অক্ষদণ্ড ধ্রুব নক্ষত্রের উপর আছে এবং লম্বা অক্ষদণ্ডের শেষ ভাগে যাহাতে রথের চক্র সংলগ্ন আছে, তাহা মানস-পর্ব্বতের উপর চলে। সূর্য্য-রথের যে সাত অশ্ব, তাহা বেদের সাত ছন্দঃ; যথা—গায়ত্রী, বৃহতী, অস্মী, জায়তী, ত্রিশতব, অনুষ্টুব এবং পংক্তি। ডাক্তার উইলসন্ সাহেব উক্ত অধ্যায়ের অনুবাদ করত নানা পুরাণাখ্যান দৃষ্টে ২ অঙ্কিত টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে, দিবসের যে তিন ভাগ অর্থাৎ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং রাত্রি, ইহাই এই চক্রের তিন নাভি, পাঁচ গন্তী বৎসর ঐ চক্রের পাঁচটি দণ্ড, ছয় ঋতু তাহার ছয় বেড়। ভাগবতের মতে চারি চারি মাসে ঐ চক্রের এক নাভি হয়, এবং বার মাস তাহার বারটি দণ্ড। বায়ু, মৎস্য এবং ভবিষ্য পুরাণ তদতিরিক্ত লেখেন যে, সংবৎসরই ঐ রথ, তাহার ঊর্দ্ধাধঃ যে দুই খণ্ড, তাহা সূর্য্যের দুই ক্রান্ত, ধর্ম্ম ধ্বজা, অর্থ এবং কাম যোঁয়ালীর ও অক্ষদণ্ডের পিন, রাত্রি তাহার নাভি, নিমেষ সকল তাহার মেজে, মুহূর্ত্ত অক্ষদণ্ড, ক্ষণ কেন্দ্র, পলসকল তাহার পরিচারক এবং ঘণ্টা সকল কবচ।

পুনরায় একাদশাধ্যায়ে ঐ সূর্য্যকে রূপক প্রকাশ করত তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যে, বিষ্ণুর অখণ্ড এবং প্রবল-পরাক্রম যাহা ঋচ্, যজু এবং সাম নামে বেদত্রয়াখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই সূর্য্যরূপে সংসার উজ্জ্বল এবং তদীয় পাপ নষ্ট করিতেছে। ঋগ্বেদের ঋচা সকল প্রাতে দীপ্তি প্রদান করে যজুর্ব্বেদের স্তব সকল মধ্যাহ্নে এবং সামবেদের বৃহদ্রথন্তরাদি অপরাহ্নে কিরণ দেয়। তদনন্তর ঐ তিন বেদই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, এমত উক্ত হইয়াছে।

১১। কল্কিপুরাণে (১) ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্ম নামে খ্যাত পাপের সৃষ্টি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া তদ্বংশাবলী এইরূপে লিখিত হইয়াছে যে, "অধর্ম্মের পত্নীর নাম মিথ্যা, সে অতি তেজস্বী দম্ভ নামক পুত্র ও মায়ানাম্নী কন্যা প্রসব করে। ঐ দম্ভ হইতে নিজ ভগিনী মায়াতে লোভ নামক তনয় ও নিকৃতি-নাম্নী দুহিতা উৎপন্ন হয়, লোভও স্বভগিনী নিকৃতিতে সঙ্গত হইলে তাহার ক্রোধ নামক পুত্র ও হিংসানাম্নী কন্যা জন্মে, তাহাদের পরস্পরের সংসর্গে কলির জন্ম হয়। সে অতি জুগুপ্সিত, তাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ, তৈলাভ্যক্ত কাক তুল্য উদর, বিকট বদন, লোল জিহ্বা এবং সর্ব্বাঙ্গে পূতিগন্ধ, দ্যূতক্রীড়া, মদ্য এবং স্ত্রী, সুবর্ণ এই সকল তাহার নিয়ত আশ্রয়।

১২। ব্রহ্মাণ্ডের যে চতুর্ব্বিধ প্রলয় বর্ণনা পুরাণে (২) আছে, তাহা এই যে, জগতের প্রভু ব্রহ্মা যখন শয়ন করেন, তাহার নিদ্রা নিমিত্ত যে প্রলয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে আর ঐ ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়, তখন জগতের প্রাকৃতিক প্রলয় হয় এবং যোগীদিগের জ্ঞান-প্রভাবে পরমাত্মাতে যে লীন হওয়া, তাহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়, আর সর্ব্বদা উৎপন্ন প্রাণীদিগের দিবা-রাত্রি যে নাশ হইতেছে, তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে।

ঐ লিখনের এতদ্ভাব গ্রহণ করিতে হইবে যে, প্রাণীদিগের স্থূল দেহই ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার প্রভু যে ব্রহ্মা, তিনি জীব, ঐ জীবের নিদ্রাবস্থাই নৈমিত্তিক প্রলয় এবং তাহার আয়ুর শেষ হইলে যে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, তাহার নাম প্রাকৃতিক লয়, তন্মধ্যে জ্ঞানো-

(১) ১ অঃ। মঃ পুঃ ১৩ পৃষ্ঠা।

(২) বিঃ ৭ অঃ। ভাঃ ১২ স্কঃ ৪ অঃ।

বয়ান্তে যে যোগীর মৃত্যু হয়, তাহার পুনরাবৃত্তি সম্ভবে না, এজন্য তাহার মৃত্যুকে আত্যন্তিক প্রলয় এবং অপর প্রাণীর মরণকে নিত্য প্রলয় বলা হইয়াছে (১)।

১৩। মহাভারতের কৃষ্ণার্জ্জুন, তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা ব্যতীত অন্য নহেন, তাহার ভূরি প্রমাণ ভগবদ্গীতায় আছে; যথা—১৩ অধ্যায়ের "ক্ষত্রপুত্রঞ্চ মাং বিদ্ধি" ইত্যাদি ২ শ্লোক এবং ৫ অধ্যায়ের ২ শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী লেখন "দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং"।

শিঃ। নিত্য-নৈমিত্তিক আদি কর্ম্ম কাহাকে বলা যায়? মনের মলা কি? এবং কর্ম্মই বা কিরূপে চিত্তশুদ্ধিকর হয়?

কাম্য, নিষিদ্ধ, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা, এই ষট্ কর্ম্মের মধ্যে আদ্যোক্ত দুইটি মুমুক্ষু জনের সম্বন্ধে অবশ্যই পরিত্যজ্য, যেহেতু, কাম্য কর্ম্ম বন্ধের হেতু হয় (২), এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মে পাপ জন্মায়, এজন্য তাহা করণে সকলেরই ক্ষান্ত থাকা উচিত হয়, আর উপাসনা কর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বেই কহিয়াছি (৩); অতএব অবশিষ্ট তিন কর্ম্মের কথামাত্র বলি। সন্ধ্যাবন্দনাদি, স্নান, তর্পণ, প্রাত্যহিক ইষ্টপূজা, স্মৃত্যুক্ত একাদশী, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্র্যাদি ব্রত, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্ম্ম, যাহার অকরণে প্রত্যবায় হয়, তাহার নাম নিত্য কর্ম্ম।

পুত্রজন্মাদি-নিমিত্তক জাতেষ্টি প্রভৃতি, মৃত পিতৃ-মাত্রাদি বন্ধুজনের আদ্য শ্রাদ্ধ, তড়াগাদি খনন ও উৎসর্গ এবং সেতুবন্ধনাদি, তান্ত্রিক বার্ষিক পূজা ইত্যাদি কর্ম্মের নাম নৈমিত্তিক।

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম তাহাকে বলা যায়, যাহা পাপক্ষয়ার্থে কৃত হয়, যথা—চান্দ্রায়ণাদি ব্রত (১)।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক এবং শারীরিক হানিকর প্রযুক্ত ষড়্রিপু সংজ্ঞায় গণ্য হয় তাহারা এবং গণ্য লক্ষ [illegible] ক্ষার, মমকার, নিন্দা, দ্বেষ, জিঘাংসা, প্রতিহিংসা, [illegible] অভাবনা, বিপরীত ভাবনা, [illegible] যে সকল মনোবৃত্তি নীতিশাস্ত্রে [illegible] বর্ণিত হইয়াছে, তাহারাই মনের [illegible] জানিবে।

ঐ সকল অসদ্বৃত্তি যে পাপজ, [illegible] বলিবার অপেক্ষা নাই, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মে যাহার মধ্যে তপস্যাও গণ্য হইতে পারে, তাহাতে ঐ পাপ ক্ষয় হইয়া মনোমালিন্যের মূলোৎপাটন হইবার সন্দেহ কি আছে? অপর, নিত্যনৈমিত্তিক এবং উপাসনা কর্ম্ম, ঈশ্বরোদ্দেশে অর্থাৎ শুদ্ধ তাঁহারই প্রীত্যর্থে করিলে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন। যেহেতু, তিনি অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা প্রযুক্ত অন্তরের ভাবমাত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সন্তোষের পরিমাণে সুতরাং মনের প্রসন্নতা হওয়া সম্ভব, যেহেতু

---

(১) বৈষ্ণবের ৬ কাণ্ডের ৩। ৪। ৫ অধ্যায় এবং ভাঃ ৩ স্কঃ ১০ অ ১৩ শ্লোকও মদভিপ্রায়ের পোষকতা করে।

(২) কাম্য কর্ম্ম ত্যজ্য হইলেও নিতান্ত মূঢ় জনের তাহা অকর্ত্তব্য বলা যাইতে পারে না, যেহেতু, ফলাভিসন্ধানসংযুক্ত কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে বহুজন্মান্তে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে, এতাবতা তাহা বহুদূর সম্বন্ধে মুক্তির হেতুস্বরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

(৩) ২৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(১) দ্বিতীয়বার মুদ্রিত বেদান্তসারের ৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

তিনিই মনের নিয়ন্তা, অতএব ঐ প্রসন্নতার ফলে ঈশ্বরে যে ভক্তির বৃদ্ধি হইবে, তাহার সংশয় নাই। কেন না, যে কর্ম্মে সুফল-প্রাপ্তি হয়, তাহাতেই লোকের শ্রদ্ধা জন্মে, ইহা সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে। অপর, ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি হইলে অসৎ বৃত্তিরা কোথায় উদয়ের স্থান প্রাপ্ত হইবে? বিশেষতঃ মনের কুপ্রবৃত্তি সকল রজঃ এবং তমোগুণ-জনিত, ঈশ্বরে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইলে ঐ রজঃ এবং তমোগুণের হ্রাস হইয়া সত্ত্বের প্রভাব হয়, তাহাতেও অসদ্বৃত্তি উদয়ের অসম্ভাবনা।

শিঃ। যজ্ঞ সকল ইন্দ্রাদি নানা দেবতোদ্দেশে হইয়া থাকে, এ স্থলে তাহাতে পরমেশ্বরের তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা কি?

গুঃ। তাহা হওয়ার প্রতি দুই কারণ আছে। প্রথম এই যে, রাজার তুষ্টির জন্য তাঁহার পারিষদের উপাসনা করিলে যদি অন্যের মনোবৃত্তি জানিবার ক্ষমতা ঐ রাজার থাকে, তবে তাঁহার পরিতোষ হওয়া ব্যতীত আর কিছু সম্ভবে না। এ স্থলে পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিলে, তিনি সর্ব্বজ্ঞতা দ্বারা তাহা জানিয়া পূজকের প্রতি অবশ্যই তুষ্ট হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে অন্তর্যামিরূপে স্থিতি করিতেছেন, এ বিধায় ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁহারই অংশ, সুতরাং ঐ সকল দেবতার পূজা করিলে জগদীশ্বরের অর্চ্চনা হয় (১)।

শিঃ। সাধনার অর্থ কি?

গুঃ। দশ ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করার নাম সাধনা। তাহা চারি প্রকার; যথা,—নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক (১), ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ (২), শমদমাদি সাধন-সম্পত্তি (৩) এবং মুমুক্ষুত্ব (৪), জ্ঞানশাস্ত্রে এই চারিটি সাধনচতুষ্টয় নামে খ্যাত আছে, কিন্তু শমদমাদির অন্তর্গত আর চারিটি সাধন আছে, তাহা এই যে, উপরতি (৫), তিতিক্ষা (৬), সমাধান (৭) এবং শ্রদ্ধা (৮)।

এতদ্ভিন্ন অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসকেও এক প্রকার সাধনা (৯) বলা যাইতে পারে। ঐ

(১) ভগঃ গীঃ ৯ অঃ ২৩ শ্লোক।

(১) ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সকল বস্তু অনিত্য, এই প্রকার বিবেচনা।

(২) যেমন কর্ম্মজন্য প্রযুক্ত ঐহিক মাল্য-চন্দনাদি বিষয়ভোগ সকল অনিত্য, তদ্রূপ পারত্রিক স্বর্গাদি বিষয়ভোগ সকলও কর্ম্মজন্য হেতু অচিরস্থ অতএব তাহা হইতে সুতরাং নিবৃত্তি।

(৩ শম—ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ এবং দম—শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি।

(৪) মোক্ষেচ্ছা।

(৫) বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ অর্থাৎ অননুষ্ঠান।

(৬) শীতোষ্ণাদি সহন।

(৭) ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণাদিতে বা তৎসদৃশ কোন বিষয়েতে নিগৃহীত মনের একাগ্রতা।

(৮) গুরুবাক্যে ও বেদান্ত-বচনে বিশ্বাস।—(দ্বিতীয়বার মুদ্রিত বেদান্ত-সারের ৫। ৭ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর)।

(৯) ঐ সাধনার উত্তমোপদেশ কাশী-খণ্ডের ৪১ অধ্যায়।

সকল অঙ্গের নাম যম (১), নিয়ম (২), আসন (৩), প্রাণায়াম (৪), প্রত্যাহার (৫), ধারণা (৬), ধ্যান (৭), এবং সমাধি (৮)।

শিঃ। সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্নতার লক্ষণ কি?

গুঃ। সর্ব্ব অনর্থের মূল যে ইন্দ্রিয় সকল, তাহারা বশীভূত হয় অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-দর্শনে, সুশ্রাব্য শ্রবণে, সুঘ্রাণ আঘ্রাণে, সুরস আস্বাদনে, স্নিগ্ধ দ্রব্য স্পর্শনে সুখবোধ ও তদ্বিপরীত ঘটনায় দুঃখ জ্ঞান থাকে না, মন ভয় ও ক্ষোভশূন্য হয় এবং কোন বস্তুতে স্পৃহা বা আশা থাকে না ও যথা-লাভে তুষ্ট হয় এবং অলাভেও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয় না, যখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই অন্তঃকরণ সন্তুষ্ট থাকে, কাহারও স্তুতিতে হর্ষ অথবা নিন্দাতে কি কাহারও বিমর্ষ হয় না, কেহ প্রহার করিলেও প্রতি-ফল দিবার ইচ্ছা জন্মে না, কাহাকেও শত্রু জ্ঞান হয় না, শীত গ্রীষ্মাদিতে দুঃখ-বোধ থাকে না, স্বজন ও পরজন-রূপ ভেদ-জ্ঞানের অভাব হইয়া সর্ব্ব জীবের প্রতি সমদৃষ্টি অর্থাৎ সকলেই আত্মতুল্য বোধ হয় এবং ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখের অনিত্যতা দৃষ্টে তাহাতে শ্রদ্ধাভাব হইয়া কেবল মুক্তি ইচ্ছা করে।

শিঃ। কাম-ক্রোধাদি বৃত্তি মনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, এ স্থলে তাহার নাশ কিরূপে সম্ভবে?

গুঃ। তাহার নাশ হওয়ার কথা আমি কহি নাই, ঐ সকল বৃত্তি স্বভাবত-মনে লীন অর্থাৎ অব্যক্তই থাকে, কেবল কারণ বশতঃ কখন কাহারও উদয় হয়, অতএব সাধনা দ্বারা তাহাদের উদ্দীপনের নিবারণ হইবার অসম্ভাবনা কি আছে? বিশেষতঃ অসৎবৃত্তিচয়কে বশীভূত করিতে পারিলে যদিও প্রারব্ধের বেগবশতঃ কখন কাহারও উদয় হয়, তথাপি বিষ-দন্তহীন সর্পের ন্যায় তাহা অনিষ্টকর হয় না।

শিঃ। কিছু কিছু কাম-ক্রোধাদি এবং বিষয়াসক্তি ব্যতীত সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, অতএব আপনার উপদেশে এই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাস অপেক্ষা করে।

গুঃ। না, আমার কথার তাৎপর্য্য এমত

(১) অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য ও অপরি-গ্রহ।

(২) শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন এবং ঈশ্বরেতে প্রণিধান।

(৩) হস্ত-পদাদির সংস্থানবিশেষ পদ্মা-সন প্রভৃতি।

(৪) রেচক, পূরক, কুম্ভকরূপ প্রাণ দমন করিবার উপায়।

(৫) শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের নিবারণ করা।

(৬) অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ।

(৭) অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ।

(৮) ঐ সমাধি দুই প্রকার;—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পক। জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই বিকল্পত্রয়ের জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তুতে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থা-নকে সবিকল্পক সমাধি এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই বিকল্পত্রয়জ্ঞানের অভাবে অদ্বি-তীয় ব্রহ্মবস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকা-রাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে নির্ব্বিক-ল্পক সমাধি বলা যায়। (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত বেদান্তসারের ৭২। ৭৩। ৭৫। ৭৬ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর)

নহে,বরং চিত্তশুদ্ধি গৃহে ব্যতীত অরণ্যে পরিপকরূপে হওয়ার সম্ভাবনা নাই (১), যেহেতু, তথায় চিত্ত বিক্ষেপের বিষয় না থাকায়, তৎপরীক্ষার কারণাভাব (১), এবং বিসয়াসক্ত জনের বনে নির্জনে থাকার প্রবৃত্তি হইবারও বিষয় কি? গৃহস্থাশ্রমে সংসার-সমুদ্রে বিষয়তরঙ্গে মধ্যে নৌকা নিরন্তর দোলায়মান থাকে, তাহাকে বৈরাগ্যাদি সাধনরূপ কর্ণ অর্থাৎ হালি দ্বারা সুস্থির করত সেই সকল তরঙ্গোত্তীর্ণ করিতে পারিলেই তদীয় নিরাপদত্ব অবধারিত হইতে পারে।

ফলতঃ তুমি যে সাংসারিক লোকের কাম-ক্রোধাদির প্রয়োজন থাকা বিবেচনা করিয়াছ, ইহা তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি, কেন না যদি আপন অধীন ব্যক্তি কোন অপরাধ করে, তবে তাহাকে মিষ্ট ভাষায় শাসন করিলে সে কি শাসিত হয় না? এবঞ্চ সর্বলোকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্রোধোদয়ে রক্তের উষ্ণতা জন্মে, তাহাতে ক্রোধবিশিষ্ট শাসনকারীর শারীরিক অনিষ্ট সম্ভবে, অসভ্যতা প্রকট হয় এবং মনের শান্ত ভাবের অভাব জন্য ক্লেশ জন্মে, এতদ্ভিন্ন শাসিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে অধিক দুঃখ হইয়া দ্বেষের খর্বতা হইবার সম্ভাবনা, অতএব জ্ঞানশাস্ত্রে এতৎ উপদেশ আছে যে, যদি কোন সময়ে অবস্থাবিশেষে রাগদ্বেষাদি

---

(১) চতুরাশ্রমের কর্তব্যতা-বিষয়ক যে বর্ণনা ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের দ্বাদশাধ্যায়ে আছে, তাহাতে এই বিধান দৃষ্ট হয় যে, প্রথমতঃ, গুরুকুলে অর্থাৎ আচার্য্যগৃহে বাস করত বেদাধ্যয়ন এবং সাধনা সম্পন্ন করিয়া তদুত্তর যাহার গৃহস্থ হইবার বাসনা হয়, সে দারপরিগ্রহ এবং যাহার তদিচ্ছা না হয়, সে বনে গমন করিবে; একাদশ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে আশ্রমধর্ম বর্ণন করিয়া গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চযজ্ঞ, নিজ পোষ্যগণের ভরণ-পোষণ, ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে যাগাদি, কুটুম্বের আসক্তি ত্যাগ, অনুক্রমে অথবা সুবৃত্তি দ্বারা লব্ধ ধনে ব্যয়নির্ব্বাহ, সংসারের অনিত্যতা বিচার, স্ত্রীপুত্রের সহিত পথিকের মিলন, শরীরের সহিত কুটুম্বের নাশ বিবেচনা, গৃহকর্ম্মকরণানন্তর ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরপূজা, অহং-মমতা-ভাব পরিত্যাগ করণের এবং ঈশ্বরনিষ্ঠায় সমাহিত হওনের ও অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করণের বিধান দিয়াছেন এবং বানপ্রস্থের নিয়ম এই উক্ত করিয়াছেন যে, অরণ্যবাস ও মৃত্তিকায় শয়ন, ফল-মূলাদি আহার, বল্কল বা অজিন পরিধান, বস্ত্র-অলঙ্কার আদি পরিত্যাগ, কেশ, রোম, নখ, শ্মশ্রু আদি ধারণ, শরীরের মলা অমার্জ্জন, দণ্ড ধারণ না করণ, ত্রিকালীন স্নানকরণ, গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, বর্ষায় জলধারা সহন,শিশিরে জলমগ্ন ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা তপস্যা করিবে, অতএব স্পষ্ট জানা যায় যে, গৃহে মনের সাধন ও বনে শরীরের সাধন হয়, এবং সন্ন্যাসধর্ম্মে কেবল জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করিয়া সুখে বিচরণ করে।

(১) ব্রহ্মাও প্রিয়ব্রত রাজাকে এতৎপরামর্শ দিয়া সংসারী করিয়াছিলেন যে, ষড়রিপু লইয়া বনে যাওয়ার ফল কি? বরং সংসারে থাকিয়া উক্ত রিপুগণকে পরাজয় করত নিরভিমানে রাজ্য করা শ্রেয়ঃকল্প। ভাঃ ৫ স্কঃ ১ অঃ ১৭।১৮।১৯। শ্লোক।

অপর, মহাদেব আপন জিতেন্দ্রিয়তার পরীক্ষা জন্য হিমালয়ের প্রার্থনানুসারে পার্ব্বতীর সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতি কুমারসম্ভব, প্রথমসর্গঃ।

প্রকাশের নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তবে অন্তরে রাগাদির উদ্দীপন নিবারণপূর্ব্বক ক্রোধাসক্ততার চিহ্নমাত্র দর্শন করাইবে। অপরঞ্চ, ইহা সত্য বটে যে, কোন বিষয়ের বাসনা মনে না হইলে, তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না এবং বিনা উদ্যোগে সাংসারিক কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না, কিন্তু মনে বিকারশূন্য (১) হইয়া শান্তভাবে সাংসারিক তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের কোন ব্যাঘাত নাই, এ স্থলে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার করার অর্থাৎ কর্দ্দমস্থ বানি মৎস্যের (২) ন্যায় নির্লিপ্ত থাকার অসম্ভব কি আছে (৩)? তোমার অবিদিত নাই যে, দিবা-রাত্রির ন্যায় সুখ-দুঃখের প্রবাহ ক্রমশঃ চলিতেছে. অতএব যেমন বিনা যত্নে দুঃখ উপস্থিত হয়, সেইরূপ সময়ানুসারে সুখের উদয় অবশ্যই হওয়া সম্ভবে (৪), এ সুখে তদাশা করিয়া মনের চাঞ্চল্য জন্মান পণ্ডিতের অকর্ত্তব্য, বরং আসক্তিহীন হইয়া যথাকালে যাহা করিবার প্রয়োজন, তাহা করিলেই লৌকিক ধর্ম্ম রক্ষা পায়, ফলতঃ সাংসারিক অনিত্য সুখকে পণ্ডিতবর্গ সুখস্বরূপে গণ্য না করিয়া, তাহাকে দুঃখের কারণ বলেন, যেহেতু, নিরন্তরাগত দুঃখে যাদৃশ সহিষ্ণুতা হয়, সুখোদয়ে তদ্বিচ্ছেদোত্তর তাহার পুনরাগমনে তাদৃশ হয় না, বরং অধিক ক্লেশদায়ক বোধ হয়, অতএব সুখের যত্নই অনুচিত।

শিঃ। মনের যে প্রকার [illegible] সাধনাকে শাস্ত্রে চিত্তশুদ্ধি আখ্যা দিয়াছেন ইহা মনুষ্যের দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে।

গুঃ। দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভের প্রত্যাশা করিলেই অসাধ্য-সাধন করিতে হয়। যদি চিত্তশুদ্ধি করা সহজ কর্ম্ম হইত, তবে প্রতি সংবৎসর অসংখ্য লোক মুক্ত হইয়া বহুকাল পূর্ব্বেই এই জগৎ প্রাণিশূন্য হইত।

শিঃ। তবে এরূপ [illegible] উপদেশার্থে শাস্ত্র-কারদিগের [illegible] প্রম করিবার হেতু কি [illegible]

[illegible]। তাহারা [illegible] জীবের অপার [illegible]

[illegible]

কোটি ব্যক্তির মধ্যে [illegible] হইয়া [illegible] প্রবৃত্ত হয় [illegible] জন্মান্তে [illegible] সিদ্ধ [illegible]

(১) [illegible] মুক্তিসাধনের [illegible] শুভকর, কেন না, ইন্দ্রিয়ের দমন [illegible] পার, ততই সুখানুভব করিবে, [illegible] সাধনাসম্পন্ন না হওয়া হেতু জ্ঞান [illegible] হইতে না পার, তথাপি ক্রমে ক্রমে [illegible] নিবৃত্তি ও সুখের বৃদ্ধি সম্ভবে (২)।

---

(১) ভগঃ গীঃ ১৮ অঃ ২৩ শ্লোক।

(২) বানিমৎস্য কাদায় থাকে, কিন্তু তাহাকে তাহা হইতে উঠাইলে অতি পরিস্কার দৃষ্ট হয়, কোন অঙ্গে কর্দ্দম লগ্ন থাকে না।

(৩) ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে ১৪। ১৫ অধ্যায়ে গৃহস্থের ধর্ম্মসাধনের বিস্তারিত উপদেশ আছে।

(৪) ভাঃ ৭ স্কঃ ৬ অঃ ৩ শ্লোক।

---

(১) ভগঃ গীঃ ৬ অঃ ৪৫ শ্লোক।

(২) ঐ ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে "আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু হয়েন" এমত উক্তি করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর-শ্লোকে তাহা এইরূপ স্ফুট করিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা আপনার বা অন্যের অনিষ্ট না করেন, তিনিই আপনি আপনার মিত্র হয়েন; আর যে ব্যক্তি

শিঃ। ইন্দ্রিয়-দমনে মনের কি কর্ত্তৃত্ব আছে ?

গুঃ। মনের ইচ্ছা ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না। এ বিধায় বাহেন্দ্রিয়-দমনের কর্ত্তাও মন, কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের পক্ষে মানসিক সাধনার সহিত কিঞ্চিৎ অভ্যাসযোগ অপেক্ষা করে, যেহেতু, অভ্যাসেই তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে, দুঃখীলোকে শৈশবাবস্থা হইতে প্রায়, মৃত্তিকায় শয়ন ও শীতকালে অত্যল্প বসন পরিধান ও গ্রীষ্মের উত্তাপ-সহিষ্ণুতা করে, এহেতু তাহারা অনায়াসে তাহা সহ্য করিয়া থাকে, ধনাঢ্য লোকে তদ্বিপরীত অভ্যাস জন্য ক্লেশ পায় এবং শিশুদিগের শীত উষ্ণতা যাদৃশ সহ্য হয়, অধিকবয়স্ক লোকদিগের তাদৃশ হয় না, যেহেতু, পিতামাতার পালনঘটিত অভ্যাসে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের ঐ অসহ্যতা হইয়া উঠে, অতএব ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রাবল্য অভ্যাসেই অধিক হয়, সুতরাং তাহার দমনে অভ্যাসাবলম্বন করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু উভয় অভ্যাসের প্রবর্ত্তক অথচ সুখ-দুঃখের অনুবোধক মন।

শিঃ। সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, বারাণসী পুরী পৃথিবীর অংশ নহে, তাহা শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত ; তৎস্পর্শমাত্রেই জীব জন্মজন্মান্তরীয় পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং ঐ স্থানে দেহপতন হইলে তথায় বাসকালীন কৃত পাপের দণ্ড করিয়া মহাদেব তারক মন্ত্র অর্থাৎ তত্ত্বমসি মহাবাক্য প্রদান করণ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ-মুক্তি দেন। এ জন্য দিগ্দিগন্তরের মহাপাপিগণ স্ব স্ব পাপের দণ্ড এড়াইবার মানসে তথায় মরণাশয়ে গিয়া বসতি করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি কহিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই, এ স্থলে বারাণসীর এমত কি বিশেষ ক্ষমতা থাকা সম্ভবে যে, তথায় মরণমাত্রেই পুনরাবৃত্তির নিবারণ হইতে পারে ? বিশেষতঃ ইহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, শিব নামে দিব্যদেহধারী কোন দেবতা নাই, জীবন্মুক্ত পুরুষই শিবাখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। এমত অবস্থায় মৃত্যুর পরে শিব যে মহামন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক জীবকে মুক্ত করেন, এতৎ উক্তি এক প্রকার প্রলাপবাক্য বলা যাইতে পারে।

গুঃ। শাস্ত্রে অমূলক কোন কথা নাই, কেবল প্রবৃত্তির নিমিত্ত কোন কোন স্থলে অর্থবাদ এবং কোন কোন স্থলে ব্যবহিত হেতুকে অব্যবহিত কারণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, অতএব উপরি উক্ত বিধির মূলাভিপ্রায় কহিতেছি, অবধান কর।

অতি প্রাচীনকালে বারাণসী ক্ষেত্র মহর্ষিনিকরের তপোবন ছিল, অর্থাৎ বহু মুনি তথায় স্ব স্ব আশ্রম করিয়া যোগাভ্যাস, তপস্যা এবং জ্ঞানালোচনা করিতেন (১)। ইহাতে তাহা সিদ্ধপীঠ হইয়াছে অর্থাৎ ঐ স্থানের এমত বিশেষ গুণ হইয়া উঠিয়াছে

ইন্দ্রিয়শাসনে অসমর্থ, সে আপনি আপনার শত্রু হইয়া অনিষ্ট করে।

---

(১) কাশী যে সাধকনিকরের তপোবন ছিল, তাহার বিবরণ কাশীখণ্ডে বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে এবং ৩৯ অধ্যায়ে এমত উক্তি আছে যে, যে ব্যক্তি নির্ব্বাণ-প্রাপণাকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রিয়গণকে দমন করণ পূর্ব্বক অবিমুক্তে বাস করে, তাহার মহা উগ্রযোগ করা সিদ্ধ হয় ; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, মুমুক্ষু জন সম্বন্ধে কাশীধামেও ইন্দ্রিয়দমনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

যে, তথায় তপস্যা ও সাধনাদি করিলে ত্বরায় সিদ্ধ হয় (১)। তাহার প্রমাণ অদ্য পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান আছে, যেহেতু, এক্ষণেও তথায় বেদান্তের বিলক্ষণ অনুশীলন দৃষ্ট হইতেছে। বহুতর ভণ্ড তপস্বীর মধ্যে অনেক যথার্থ সাধুলোকও বসতি করিতেছেন এবং কর্দ্দমাদি ঋষিগণের আশ্রমের চিহ্নও প্রত্যক্ষ হয়, অতএব বারাণসী শিবের কাশী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে (২), সুতরাং তথায় গমন করিলে সৎসঙ্গ এবং সদ্‌গুরু লাভ হইয়া তাহার ফল যে পাপক্ষয়, চিত্তশুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞান, তাহা লব্ধ হইবার সম্ভাবনা।

তত্ত্বজ্ঞানোদয় হওয়ার পরেও অসৎসঙ্গদোষে চিত্তের পুনর্ম্মালিন্য সম্ভবে, এ প্রযুক্ত তথায় ক্ষেত্র-সংন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দেহত্যাগের নিতান্ত প্রয়োজন, এতদ্ভিন্ন কাশীতে মৃত্যু হইলে মুক্তি পাইব, এই বিশ্বাসে সংসার-পরিত্যাগে তথায় বসতি করিয়া যে সকল লোক চিত্তশুদ্ধির ও জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়াবলম্বন না করিয়া অজ্ঞানাবস্থায় কাল-কবলগ্রস্ত হয়, তাহাদিগেরও জন্ম-জন্মান্তরে জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আছে, কেননা, মুক্তির প্রতি প্রযত্ন হইলেই ক্রমে ক্রমে তাহার উপযোগিতা হইয়া থাকে (১)।

এতাবতা কাশীবাস পাপক্ষয়ের এবং তথায় মৃত্যু মুক্তির পরম্পরা কারণ (২) বটে, সুতরাং শাস্ত্রের কৌশল প্রশংসনীয় ব্যতীত নিন্দার্হ নহে।

অন্যান্য তীর্থমাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও উক্তপ্রকার বাদ জানিবে, অর্থাৎ তীর্থগমনে তথায় স্নানাদিতে কেবল পাপক্ষয় রূপ চিত্তশুদ্ধির উপযোগিতা হয় মাত্র ... হা তীর্থ-যাত্রা-বিধায়ক মহর্ষি বেদব্যাসও ... বতে (৪) স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন ... শিঃ। কাশ্যাদিতে সাধুবর্গ আশ্রম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ... সতত ভক্তদিগের সমাগম হয়, ইহাতেই সকল স্থল পুণ্যতীর্থস্বরূপে গণ্য হইয়াছে, তাহা অন্যায় নহে, কি ... ক ... নদীকে তদ্রূপ ব্যাখ্যা ক ... কারণ কি ?

ক্ষিত্যাদি ... বা ...

(১) বিশেষ কারণ বশতঃ স্থানবিশেষের বিশেষ গুণোৎপত্তি অসম্ভব নহে; কেন না, তাহাতে দ্রব্যেই দ্রব্যান্তরযোগে গুণান্তর হয়, এমত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এবং বৃক্ষসকল বাস্তবিক এক পদার্থ, কিন্তু কোন বৃক্ষের পত্র-মূল খাইলে মৃত্যু এবং কাহার পত্রাদি সেবনে ঐ মৃত্যুর নিবারণ হয়।

(২) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সিদ্ধ পুরুষই শিব। ১২। ১৩। ২৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(১) ভগঃ গীঃ ৬ অঃ ৪০। ... ক।

(২) শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে এতদ্রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ২ অঙ্কের ৪১ এবং ৬ অঙ্কের ১৭ শ্লোকানুগত গদ্য দৃষ্টি কর।

(৩) পাপের নাশ যে ভোগে হয়, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তীর্থযাত্রা করিলে পথের ক্লেশ, প্রবাসের নানা দুঃখ, তীর্থবাসী পাণ্ডাদি বিবিধ লোকের দৌরাত্ম্য অতিশয় সহ্য করিতে হয়, এ স্থলে তীর্থগমনে পাপক্ষয় যে হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

(৪) ১ স্কঃ ২ অঃ ১৬ শ্লোক

ব্রহ্ম (১), কেবল অজ্ঞানান্ধ সাধারণ জনগণের বোধে তাহা প্রতীত হয় না, অতএব সেই জ্ঞান ক্রমে ক্রমে সাধনের নিমিত্ত গঙ্গা নদীর ঈশ্বরত্ব এবং তদতিরিক্ত অন্যান্য কতিপয় জলপ্রবাহাদির মুক্তিদাতৃত্ব (২) উক্ত হইয়া তাহাতে স্নানাদি করিবার বিধান হইয়াছে (৩)। ঐ স্নানাদিও চিত্তশুদ্ধির সাধন জানিবে, যেহেতু, ঈশ্বরোদ্দেশে যে কোন নিষ্কাম কর্ম্ম করা যায়, তাহারই ঐ ফল।

শিঃ। অস্মদাদির বোধে শুচি বরং মনোমালিন্যবৃদ্ধিকর জ্ঞান হয়, এ স্থলে তাহা কিরূপে যোগাঙ্গ হইয়াছে?

গুঃ। সাধারণ বিবেচনায় শুচি মনোমালিন্যকরই বোধ হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা সারগ্রাহী, এ প্রযুক্ত তাহাকে যোগাঙ্গস্বরূপে গণনা করিয়াছেন। তুমি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবে যে, স্থূল দেহের সহিত মনের এতাধিক আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, যেন উভয়েই এক-ধর্ম্মাক্রান্ত এবং বাস্তবিক তাহাই বটে, যেহেতু, উভয়েই জড় পদার্থ, অতএব স্থূলদেহের অপবিত্রতায় মনের অশুচি এবং তামসিক আহারে তজ্জন্য তমোগুণের বৃদ্ধি করে, পক্ষান্তরে, স্থূলদেহের পবিত্রতায় মনের শুদ্ধি জন্মে এবং সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্বগুণের প্রভাব হয়, সুতরাং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শুদ্ধাচার এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি (১) নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়।

শিঃ। ভাল মহাশয়! বর্ণভেদে মুক্তির কি উপকারিতা করে?

গুঃ। মুক্তিসাধনের পক্ষে বর্ণবিভেদ অনিবার্য্য জানিবে, যেহেতু, জীবজন্তু, স্থাবর-জঙ্গমাদি তাবতেরই জন্ম স্ব স্ব জাতিতে হয় এবং পরমেশ্বর প্রত্যেক জাতিকে পৃথক্

(১) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শ্রুতেঃ। অস্যার্থঃ।—এ সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম যেহেতু, তাহা হইতে জন্ম ও তাহাতেই স্থিতি এবং লয় হয়।

(২) "ঈশসূত্রবিরাট্‌বেধোবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ। বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকাযক্ষরাক্ষসাঃ। বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ। অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ। জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যকুদ্দালকাদয়ঃ। ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ।" ১৩৪॥—ইতি পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে।

অস্যার্থঃ।—ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিঘ্নভৈরব, মৈরাল, মারিক, যক্ষ, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী, অশ্বত্থ, বট, আম্র, যব, ধান্য, তৃণ, জল, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বাসী এবং কুদ্দাল প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরের অবয়ব হয় ও পূজিত হইয়া শুভফল প্রদান করে। ১৩৪।

(৩) ভাঃ ১১স্ক ১৬ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকেও বিভূতিযোগ কথনের এইরূপ তাৎপর্য্য লিখিত আছে।

(১) ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে ১২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, যথা—"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

অস্যার্থঃ।—স্ত্রীলোকের স্মরণ ও কীর্ত্তন, তাহার সহিত ক্রীড়া ও তাহাদিগের দর্শন, উহাদিগের সহিত নির্জ্জন স্থানে কথোপকথন, মানসিক মৈথুন এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি অর্থাৎ কায়িক মৈথুন, এই অষ্ট প্রকার মৈথুন কথিত হইয়াছে, ইহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ এই সকল না করা ব্রহ্মচর্য্য শব্দে বাচ্য হয়।

পৃথক্ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, এ প্রযুক্ত একের ধর্ম্ম অন্যে আচরণ করিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সম্ভবে না, যথা—"বানরের হস্তে খন্তা" এই কথা প্রসিদ্ধ আছে, অতএব সাত্ত্বিক লোকের ঔরসে তামস এবং রজো-গুণপ্রধান ব্যক্তির সাত্ত্বিক সন্তান উৎপন্ন হওয়া অসাধারণ ঘটনা। সাধারণ নিয়ম এই যে, পিতা-মাতার গুণই সন্তানে বর্ত্তে (১)। ব্রাহ্মণের জন্ম সত্ত্বগুণাধিক্যে ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি রজোগুণের প্রাধান্যে হয়, শূদ্রের তমোগুণই প্রবল, আর রজঃ ও তমঃ উভয় গুণের আধিক্যে বৈশ্যের উৎপত্তি (২)। উহারা পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত না হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত থাকিলে, বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ ভ্রষ্ট সন্তান উৎপত্তি এবং উচ্চের নীচের অন্ন ভোজন করিলে আত্মের উত্তম গুণের হ্রাস হইয়া অধমত্ব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

ক্ষত্রিয়কুলে জারজ সন্তান উৎপত্তি করিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে ক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষণ শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহাতে বর্জ্জিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াও ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হয় না। যথা —"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র, এবং দ্বিজ-বন্ধু বেদাধিকারী নহে, (তাহার কারণ পশ্চাৎ প্রকাশ হইবে) ব্রাহ্মণের লক্ষণ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে এই লেখা আছে যে, "শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্।"

অস্যার্থঃ।—শম, দম, তপঃ, শৌচ সন্তোষ, তিতিক্ষা, আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান (আত্মা অনাত্মা বিবেচনা), দয়া, অচ্যুতাত্মত্ব (বিষ্ণুপরত্ব), সত্যকথন, এই একাদশটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, যে কোন ব্যক্তি স্বীয় সাধন বলে প্রস্তাবিত একাদশ-গুণবিশিষ্ট হইতে পারেন, ব্রাহ্মণত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। যদ্যপিও সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চাতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ আছে, তথাপি তাহা রূপক বাক্য বিবেচনা করিতে হইবে, কেন না, প্রথমতঃ ব্রহ্মারই উৎপত্তি অন্যাকারে হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি অনাদি, ইহা সর্ব্বজ্ঞানশাস্ত্রের মত, এবং যুক্তিযুক্ত বটে, অতএব বোধ হয় যে, বেদ লোক সকলকে চতুর্ব্বর্ণে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের গুণানুযায়িনী বৃত্তি নিরূপণ

(১) ভাঃ ৬ স্কঃ ১ অঃ ৫১ শ্লোক।

(২) ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ভগবান্ বেদব্যাসও এতদাভাস প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনুষ্যের গুণভেদ না হওন পর্য্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ লোক এক-বর্ণ ছিল, যথা,—"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্ব্বর্ণ এব চ॥" ৩৫॥

উক্ত পুরাশব্দে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী "সত্য যুগ" ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তৎপর শ্লোকে "ত্রেতা" শব্দের প্রয়োগ থাকায় উক্ত ব্যাখ্যার অভ্রান্তত্ব প্রতিপন্ন করে, বিশেষতঃ অধমবর্ণজ লোক স্বীয় ক্ষমতা-প্রকাশে উত্তম বর্ণ প্রাপ্ত হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণে দৃষ্ট হয়, যথা—ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ঋষভের একাশীতি পুত্র ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ হওয়া ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত আছে এবং বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

অন্যের কথা কি কহিব, স্বয়ং বেদব্যাস বর্ণসঙ্কর অথচ জারজ হইয়াও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুনি হইয়াছিলেন এবং

যেমন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোকের পাককৃত বা পরিবেশিত অন্নাহারে সেই রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ মনুও দশমাধ্যায়ের চতুঃষষ্টি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু • বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥"

অস্যার্থঃ।—ব্রাহ্মণ শূদ্র এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়। ক্ষত্রিয় শূদ্র এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় হয়, বৈশ্য শূদ্র এবং শূদ্রও বৈশ্য হয়। অতএব স্পষ্ট জানা যায় যে, শুদ্ধ গুণের তারতম্যই বর্ণবিভেদের মূল এবং তাহা সাধারণ হিত ব্যবতীত কেবল ব্রাহ্মণের উপকার নিমিত্ত হয় নাই।

শিঃ। যদি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত জাতির ভেদ হইয়াছে, তবে তদুত্তর বর্ণ-বিচারের প্রয়োজন কি?

গুঃ। তাহার দুই প্রয়োজন আছে। প্রথম এই যে, বিশুদ্ধচিত্ত জনে আহারাদির নিয়ম-পরিত্যাগে যথেষ্টাচারী হইলে, মনের পুনর্ব্বার মালিন্য জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, এবং দ্বিতীয় এই যে, উত্তম লোকের দৃষ্টান্তের অনুগামী সাধারণ লোকে হয়, অতএব যদি জ্ঞানী জনগণ জাতিবিচার পরিত্যাগ করেন, তবে কাহারও তদ্বিচার করা সম্ভব নহে, সুতরাং মূঢ় ব্যক্তিদিগের চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে।

শিঃ। লোক সকলকে চতুরাশ্রমে বিভাগ করিবার প্রয়োজন কি?

গুঃ। সকলেরই প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি (১)। তাহা একেবারে প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য, এ নিমিত্ত আশ্রমরূপ সোপানচতুষ্টয় রচিত হইয়া প্রত্যেকে সাধনোপযুক্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—হিংসা বিনা গৃহস্থাশ্রম নির্ব্বাহ হওয়া দুঃসাধ্য, ঐ আশ্রমে পঞ্চশূনায় (২) প্রত্যহ যে সকল অপরিমিত ক্ষুদ্র জীবের হিংস করিতে হয়, তদতিরিক্ত ছাগাদি যে বড় বড় পশু, তাহাও হনন করিবার প্রয়োজন আছে, নতুবা স্বজন-প্রতিপালন এবং অমাত্যবর্গের মনোরঞ্জন দুষ্কর হয়, এ নিমিত্ত গৃহস্থের ঐ পঞ্চশূনাজনিত পাপক্ষয়ের জন্য অতিথিসেবা এবং দানাদির বিধান হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে অতিথিসেবা ইত্যাদি করিবার অসাধ্যতা হেতু তদর্থে তপোবিশেষের বিধি দেওয়া হইয়াছে। গৃহস্থের পক্ষে "বায়ব্য শ্বেতং ছগলমালভেত (৩)," "অগ্নিসোমীয় পশুমালভেত," ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বৈধ হিংসার বিধি প্রদত্ত হইয়া অন্যান্য আশ্রমীর পশুবধের প্রয়োজনাভাব হেতু "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি (৪)" ইত্যাদি শ্রুতি তাহাদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। গৃহস্থদিগকে দারপরিগ্রহের অনুমতি প্রদত্ত হইয়া অপর আশ্রমে স্ত্রীসঙ্গের নিষেধ হইয়াছে।

যদি বল, গৃহস্থাশ্রমে এবম্প্রকার সুখ-

করিয়াছেন, এ প্রযুক্ত ব্রহ্মার চতুরঙ্গ হইতে চাতুর্ব্বর্ণোৎপত্তির কল্পনা হইয়াছে। কিন্তু ঐ পৃথক্ বর্ণ যে পৃথক্ পৃথক্ গুণবিশিষ্ট, তাহা অপ্রকাশ নাই, যথা—বৈষ্ণবের ষষ্ঠ অধ্যায় দৃষ্টি কর।

(১) ভাঃ ৭ স্কঃ ১১ অঃ ২ শ্লোক।

(২) চুলা, শিল-লোড়া, খেজরা, ঢেঁকী এবং জলের কলসী।

(৩) অস্যার্থঃ।—বায়ু দেবতার সম্বন্ধে শুক্লবর্ণ ছাগল বধ কর্ত্তব্য।

(৪) অস্যার্থঃ।—ভূতমাত্রেরই হিংসা করিবে না।

জনক ব্যবস্থা থাকার স্থলে তৎপরিত্যাগে প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, ঐ আশ্রমে ত্বরায় এবং সর্ব্বতোভাবে চিত্তশুদ্ধি হওয়ার বহুতর প্রতিবন্ধক আছে; অতএব তদাশ্রমসাধ্য সাধনাসম্পন্ন হইবামাত্র আশ্রমান্তর অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সাধনার উন্নতি ভিন্ন প্রতিগতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার এক দৃষ্টান্ত দেখ, দণ্ডীদিগের পক্ষে তিন দিনের অতিরিক্ত কোন এক স্থানে বসতি, নিজে অগ্নি স্পর্শ এবং এক দিনে ভিক্ষার্থে তিন বাটীর অধিক গমন এবং তিনবারাধিক নারায়ণ-নামোচ্চারণরূপ ভিক্ষা সঙ্কেত করণের নিষেধ আছে, তাহার কারণ কেবল ত্বরায় আসক্তি দূর করা ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। অতএব সাধনার উন্নতানুসারে আশ্রমান্তর-গ্রহণের নিতান্ত প্রয়োজন দৃষ্ট হয়।

শিঃ। তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির অব্যবহিত কারণ হইয়াছে এবং সেই জ্ঞান বেদ ব্যতীত অন্যত্র নাই, কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবর্ণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি বেদাধ্যয়ন কিংবা শ্রবণ করিবার অধিকারী নয়, ইহাতে শাস্ত্রের পক্ষপাত প্রতিপন্ন হয় কি না?

গুঃ। শাস্ত্রের কোন স্থলে পক্ষপাত এব মুক্তিবাদে জাতিবিচার নাই। ভগবান্ বেদ-ব্যাস ভগবদ্গীতায় (১) এবং ভাগবতে (২) স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন যে, হীন কুলে জন্মে, এমত যে অন্ত্যজাদি, আর শাস্ত্রাভ্যাস বিরহে জ্ঞানহীন যে স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র, তাহারাও পরমেশ্বরের উপাসনায় সদ্গতি পায় এবং চণ্ডালও হরি-ভক্ত হইলে যজ্ঞের যোগ্য হয়। ঐ ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৩৮ অধ্যায়ে পুনর্ব্বার লিখিয়াছেন যে, "মমৈতদ্দুর্লভং মন্ত উত্তম-শ্লোকদর্শনম্। বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্মকীর্ত্তনং শূদ্রজন্মনঃ॥" ৯

অস্যার্থঃ।—আমার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণদর্শন অতি দুর্লভ, যেমন বিষয়াসক্ত শূদ্রের বেদোচ্চারণ দুর্লভ হয়। এতাবতা বলা হইয়াছে যে, শূদ্রত্ব বেদপাঠের প্রতিবন্ধক নহে, কেবল বিষয়াসক্ততাই তাহার বাধা জন্মায়, সুতরাং বিশুদ্ধচিত্ত যে শূদ্র, সে অনায়াসে বেদোচ্চারণ করিতে শক্ত। বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডালরাজ গুহের সহিত সখ্য এবং শবরীর নিবেদিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমত রামায়ণে প্রকাশ আছে। পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামী তত্ত্বজ্ঞানাধিকারিনিরূপণে বর্ণের কোন প্রসঙ্গ না করিয়া অজ্ঞানবোধনী নামক গ্রন্থে এই লিখিয়াছেন যে, "তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীত-রাগিণাম্। মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥"

অস্যার্থঃ।—যে ব্যক্তির পাপ তপস্যার দ্বারা ক্ষীণ ও যাহার মন শান্তি প্রা রাগশূন্য হইয়াছে এবং যাহার ম জন্মিয়াছে, তাহারই প্রতি আত্মবোধ বিহিত হয়।

মহাকাব্য রত্নাবলীর সান্ধ্যাহ্নিক বিধি-বাক্যের মধ্যেও মন্ত্রিত্ব কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে অন্যান্য উপদেশের মধ্যে লেখা আছে যে, "আত্মানমাত্মনা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা সুনিশ্চ-লম্। দেহজাত্যাদিসম্বন্ধান্ বর্ণাশ্রমসমন্বি-তান্। বেদশাস্ত্রপুরাণানি পদপাংশুমিব ত্যজেৎ।"

অস্যার্থঃ।—ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা আত্মা কর্ত্তৃক সুনিশ্চল আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে বর্ণাশ্রমে সম্যক্ প্রকারে অন্বিত যে দেহ-

---

(১) ৯ অধ্যায় ৩২ শ্লোক।

(২) ৩ স্কঃ ৩৩ অঃ ৬ শ্লোক।

জাত্যাদির সম্বন্ধ, তাহা এবং বেদশাস্ত্র ও পুরাণ সকল পদধূলির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। অতএব স্পষ্ট জানা যায় যে, পরমার্থ-সাধনের পক্ষে বেদাধ্যয়নের নিষেধ কাহারও প্রতি নাই। যদ্যপি "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" এই শাস্ত্রে আছে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহা নয়। ঐ বচনের অভিপ্রায় এই স্পষ্ট জানা যায় যে, স্ত্রী, শূদ্রাদি, কেবল বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করণে অশক্ত প্রযুক্ত বেদপাঠে অনধিকারী হইয়াছে, ইহা ভিন্ন স্বভাবসিদ্ধ কোন দোষ তাহার কারণ নহে। অস্মদ্-বিবেচনায় ঐ নিষেধ শুভকর বোধ হয়, কেন না, শাস্ত্রে যাহার ব্যুৎপত্তি নাই, সে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিলে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, যাদৃশ কোন মূঢ় জনে চিকিৎসকাভিমানী হইয়া স্বল্প রোগে বিষ-প্রয়োগ করিলে হয়।

এ বিষয়ে একটি উদাহরণ প্রদর্শন করাইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। বেদ বলিয়াছেন, "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ।"

অস্যার্থঃ।—আত্মাই সর্ব্বদেবতা, অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত দেবতা নাই। শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ শ্রুতি শ্রবণ করিলে তাহার তাৎপর্য্যগ্রহণাক্ষমতা হেতু বেণ রাজার ন্যায় স্বদেহকেই পূজ্য জ্ঞান করা ব্যতীত আর কিছু সম্ভব হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে সভ্যতারম্ভে মনুষ্যের গুণ-ভেদে তাহাদিগের বৃত্তি নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হইয়া, সেই সেই বৃত্ত্যনুযায়ী শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল। তদনুসারে তমোগুণপ্রধান অর্থাৎ মূঢ় জনগণ শূদ্রজাতি-বদ্ধ হইয়া, অপর তিন বর্ণের দাস্যোপজীবিত্ব প্রাপ্ত হওন পূর্ব্বক সেই কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিত, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কঠিন বিদ্যাভ্যাসের রীতি কখনই নাই। অপিচ, বেদপাঠ ও তপস্যাদি যে ব্রাহ্মণধর্ম্ম, তদাচরণে বর্জিত যে ব্রাহ্মণসন্তান, তিনিও বেদার্থ বুঝিতে অক্ষম, সুতরাং ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তির প্রতি বেদাধ্যয়ন এবং বেদশ্রবণ নিষিদ্ধ যে হইয়াছে, তাহা উচিত কার্য্য বটে, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি কোন স্ত্রী বা শূদ্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠতা এবং সাধারণ বিদ্যোপার্জন দ্বারা দ্বিজগণের তুল্য বেদার্থ-হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে ঐ নিষেধ বলবান্ নহে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদ ও পুরাণে আছে। বিদুর শূদ্র এবং গার্গী ও দেবহূতি স্ত্রীলোক হইয়াও ঋষিদিগের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেবর্ষি নারদ মানবদেহে দাসীপুত্র থাকিয়া ঋষিচতুষ্টয়ের সেবা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমত ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ব্যাস-নারদসংবাদে লিখিত আছে। অনন্তর ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে শ্রীমন্ত উদ্ধবকে কহিয়াছেন যে, আমি তোমাকে যে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলাম, তাহা দম্ভরহিত ও আস্তিক ও অবঞ্চক এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত অথচ ব্রাহ্মণ্য-সভার প্রিয় ও শুচিবিশিষ্ট স্ত্রী শূদ্রকেও দিবে। আমি বোধ করি যে, এতৎকথনের প্রয়োজন নাই যে, শ্রুতিপাঠ ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ সম্ভবে না, তথাপি ভবিষ্যোত্তর পুরাণের চতুর্থাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে উক্তি করিয়াছেন, তদুল্লেখ করিতেছি, যথা—"বেদাধ্যয়নেই সংসারনিবৃত্তি হইয়া থাকে (১)।"

তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি (২) যে, কেবল গুণই বর্ণবিভেদের মূল অর্থাৎ যদি

---

(১) সঃ পূঃ ১৭৪ পৃষ্ঠা।

(২) পূর্ব্বলিখিত বর্ণভেদের হেতুবর্ণন দৃষ্টি কর।

কোন শূদ্রের সত্বগুণোদয় হয়, তবে সেও ব্রাহ্মণ হইতে পারে, এবং বেদাধ্যয়ন করিয়া অধিকারার্থে কেবল সাধন-সম্পত্তির প্রয়োজন, এমত দৃষ্টান্ত এক্ষণে দেখিতেছ, এ স্থলে এতৎসিদ্ধান্ত করিবার বাধা কি আছে যে, মনুষ্য যে কুলে জন্ম গ্রহণ করুক এবং যে কোন লিঙ্গবিশিষ্ট দেহ প্রাপ্ত হউক, কেবল তমোগুণপ্রধানতা নিমিত্ত বেদপাঠে অনধিকারী হয়, পরে সাধনার দ্বারা রজোরূপ সূর্য্যোদয় করিয়া এ মত নষ্ট করিতে পারিলেই বেদপাঠে তাহার অধিকার জন্মিতে পারে, সুতরাং স্ত্রী, শূদ্র এবং স্বধর্ম্মচ্যুত ব্রাহ্মণাদি বেদাধিকারী নহে, এই বচন বলবৎ থাকিল এবং শাস্ত্রের পক্ষপাতিত্ব রহিত হইল, কেন না, বেদপাঠাধিকার অবস্থায় শূদ্রের শূদ্রত্ব ও স্ত্রীলোকের স্ত্রীত্ব এবং দ্বিজবন্ধুর স্বধর্মত্যাগিত্ব রহিত হইয়া তাহারা দ্বিজ হইয়া উঠে।

কিন্তু আমার কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে, কোন শূদ্র স্বীয় উপজীবিকার নিমিত্ত বেদাধ্যয়ন করিতে পারেন, কেন না, তাহাতে ব্রাহ্মণের জীবিকা হরণ করা হয়। শাস্ত্রার্থ-প্রচার, যজ্ঞাদি সম্পাদন এবং উপাসনাদির উপদেশ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিসমূহের নিতান্ত প্রয়োজন এবং তাঁহাদিগের সাংসারিক ব্যয়োপযোগী অর্থের আবশ্যক। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশে রাজব্যবস্থাক্রমে প্রতি ব্যক্তিকে স্ব স্ব উপার্জ্জনের দশমাংশ ধর্ম্মোপদেশকবর্গের বেতনার্থে প্রদান করিতে হয়, অস্মদাদির মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যবস্থা নাই, তৎপরিবর্ত্তে এই বিধান হইয়াছে যে, এক বর্ণে অন্যের বৃত্তিতে হস্তক্ষেপ না করে (১) ও ব্রাহ্মণ সবে যজ্ঞের হোত্রাদি কর্ম্মে অন্য বর্ণের অধিকারাভাব (২) এবং যজ্ঞের যে দ্রব্য-সামগ্রী এবং দক্ষিণা, তাহা ঐ হোত্রাদির প্রাপ্য, অতএব যে স্থলে এই বিধির উল্লঙ্ঘনে ধর্ম্মলোপের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, সে স্থলে তাহাতে প্রত্যবায় না হওয়ার বিষয় কি? সুতরাং স্বস্ত্যার্থে শূদ্রাদি বেদোচ্চারণের অনধিকারী স্বীকার করিতে হইবে।

শিঃ। আমি শুনিয়াছি যে, স্বধর্ম্মত্যাগের পর ধর্ম্মাবলম্বনে প্রত্যবায় হয় এবং শূদ্রের ধর্ম্ম দ্বিজসেবা ও স্ত্রীর ধর্ম্ম পতিসেবা, শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে. এ স্থলে স্ত্রী শূদ্র কিরূপে দ্বিজধর্ম্ম, ঈশ্বরোপাসনা, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বেদপাঠের অধিকার লাভ করিতে পারে?

গুঃ। ঈশ্বরোদ্দেশে যে কোন কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা নিষ্ঠা পূর্ব্বক করিতে করিতে কালে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং স্ত্রী-শূদ্রাদিতে কেবল পূজা (১) ও বেদপাঠ ব্যতীত উপাসনার অন্যান্য অঙ্গ-সাধনের নিষেধ দৃষ্ট হয় না, আর ধ ব্যতীত স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা সম্ভবে না. এ স্থলে ঈশ্বর-প্রীত্যার্থে স্ব স্ব ধর্ম্ম-যাজনে অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পতি এবং শূদ্রের দ্বিজসেবায় মনের মালিন্য দূর হইবে, ইহার সন্দেহ কি আছে? তাহার পর উঁহাদিগের ভগবৎপূজার ও বেদাদিপাঠের বাধা থাকে না, অধিকন্তু পূজা অষ্টপ্রকার, তাহার মধ্যে অন্তর্যাগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা করণে স্ত্রীশূদ্রের বাধা কি আছে? এতাবতা জানিবে যে, ধর্ম্ম-যাজকের ইচ্ছা হইলে. তাহা স্বধর্ম্মনিষ্ঠতায় ও শাস্ত্রাবলম্বনে করণের বিবিধ পথ আছে।

---

(১) ভগঃ গীঃ ৩ অঃ ৩৫ শ্লোকে।

(২) শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগ শ্রুতির ২৮৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

(১) ভাগবতের ১১ স্ক ২৭ অঃ ৮ শ্লোকের ভাবে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভিন্ন অপর কাহার ভগবৎপূজায় অধিকার নাই; সুতরাং স্ত্রীশূদ্রের দীক্ষাও সম্ভবে না, যে হেতু, তাহাতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য স্ব স্ব বেদানু-

তান্ত্রিক উপাসনা।

শিঃ। তন্ত্র-শাস্ত্রের মতেই একণে তাবৎ উপাসনা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে অতি কদর্য্যাচারের বিধান হইয়াছে, অর্থাৎ পঞ্চমকার দ্বারা ভগবতীর সাধনা করিবার উপদেশ আছে, ইহা কিরূপে সঙ্গত কহিতে পারেন?

গুঃ। ঐ পঞ্চ মকারের প্রকৃতার্থ অনবগত হেতুক তুমি তাহা বৃথা বিবেচনা করিয়াছ। বাস্তবিক তাহাও রূপক বাক্য, তৎপ্রমাণ আগম-সার, যাহাতে পঞ্চ মকারের এই অর্থ উক্ত হইয়াছে যে,

"সোমধারা ক্ষরেদ্‌যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে। পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ। মাশব্দাৎ রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে। সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ। গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা। তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স এব মৎস্যসাধকঃ। সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চ যৎ। আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্। অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্। যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে। মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্। মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্। রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতম্। মকারো বিন্দুরূপশ্চ মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে। আকারো হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্ আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে। ব্রহ্মাণ্ড

সারে উপনয়ন হইলে ভগবৎপূজার অধিকারী হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, স্ত্রী-শূদ্রাদি যাহার উপনয়ন হইবার উপায় নাই, তাহারা পূজাধিকারী নহে।

জায়তে যস্মাৎ তস্মাদ্‌ব্রহ্ম প্রকীর্ত্তিতম্। অত এব রাম নাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্। মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ম্। সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্। মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্। সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদম্। ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবি সর্ব্বমন্ত্রং প্রসীদতি। আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমীরিতম্। আবাহনং শীতকারঞ্চ নৈবেদ্যমুপলেপনম্। জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা। সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে॥"

অস্যার্থঃ।—হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত যে অমৃত, তৎপানে যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, সেই মদ্যসাধক। হে রসনপ্রিয়ে! মা শব্দে জিহ্বা বুঝায়, তাহার অংশ অবিরত ভক্ষণকারী (অর্থাৎ বাক্যসংযমক যোগী) মাংসসাধক। গঙ্গা-যমুনার মধ্যে নিরন্তর যে দুই মৎস্য চরিতেছে, তৎখাদক (অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে নিরন্তর গতায়াত করিতেছে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, তন্নিরোধক যোগী) মৎস্যসাধক। হে দেবেশি! সহস্রারে মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকামধ্যে আত্মা কেবল পারার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহার প্রভা কোটি সূর্য্যের তুল্য এবং তিনি কোটি চন্দ্রতুল্য সুশীতল, অতিশয় সুন্দর এবং মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত, এতদ্রূপ জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহাকেই মুদ্রাসাধক বলা যায়। মৈথুন পরমতত্ত্ব; যেহেতু, সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ। মৈথুনে সিদ্ধি এবং সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। রেফ কুঙ্কুমবর্ণ কুণ্ডের মধ্যে আছে, মকার বিন্দুরূপ মহাযোনিস্থিত। হে প্রিয়ে! আকার হংসতে আরোহণ করিয়া যখন একতা প্রাপ্ত হয়েন, তখন সুদুর্লভ ব্রহ্ম

জ্ঞানানন্দ জন্মে। আত্মাতে রমণ করণ হেতু তাঁহাকে আত্মারাম বলা যায় এবং তাঁহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড জন্মে, এ নিমিত্ত তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলি। অতএব 'রাম নাম তারকব্রহ্ম এই নিশ্চিত। হে মহেশানি! মৃত্যুকালে "রাম" এই দুই অক্ষর স্মরণ করিলে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হয়। এই মৈথুনতত্ত্ব তোমার স্নেহেতে প্রকাশ করিলাম। ' মৈথুন পরম তত্ত্ব, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, সর্ব্বপূজাময় জপাদির ফলপ্রদ। হে দেবি! ষড়ঙ্গ-পূজা করিলে সর্ব্বমন্ত্র প্রসন্ন হয়। ন্যাস আলিঙ্গন, ধ্যান চুম্বন, আবাহন শীৎকার, নৈবেদ্য উপলেপন, রমণ জপ, দক্ষিণা রেতঃপাত; এ কথা সর্ব্বথা গোপন করিবে, যে হেতু, তাহা আমার প্রাণাপেক্ষাও অধিক [illegible]

শিঃ। তবে যাহারা সামান্য মদ্যপান ও মৎস্য-মাংস আহার এবং রমণী-রমণ-করণ পূর্ব্বক সাধন করে, তাহাদিগের গতি কি হওয়া সম্ভবে?

গুঃ। তাহাদিগের বুদ্ধির এবং ব্যবহারের উপর তাহা নির্ভর করে, কেননা, যদি তাহারা আপন অভীষ্ট-দেবের তুষ্টি পঞ্চ মকার ব্যতীত হওয়ার অসাধ্যতা জ্ঞানে আনীত নারীকে স্বীয় উপাস্য দেবী ভগবতী বোধে শুদ্ধ তাহার প্রীতি জন্মাইবার এবং আসক্তি পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাহাকে মদ্যাদি পান করাইয়া আপনি প্রসাদ মাত্র গ্রহণ এবং নিজে কামাতুর না হইয়া রতিক্রীড়া করে, তবে ঐ ঐ কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে হওয়া প্রযুক্ত দোষরহিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের প্রভাব এবং ভক্তির উদয় করিতে থাকে, সুতরাং কালে চিত্তশুদ্ধি হইয়া উঠে (১)।

কিন্তু যে সকল লোক নিজ সুখার্থে মদ্যপান ও মাংসাদি আহার এবং রমণী-সম্ভোগ করে, তাহাদিগের অন্যান্য মাতাল এবং লম্পটের ন্যায় গতি হয়।

শিঃ। এরূপ ভয়ানক সাধনা, যাহাতে ইষ্টানিষ্ট উভয় ঘটনার সম্ভাবনা আছে তাহার বিধান শাস্ত্রে হওয়ার হেতু কি?

গুঃ। তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, গুণের গতিকে লোকের প্রবৃত্তি হয় এবং আরও বলি যে, যে বিষয়ে যাহার রুচি নাই, তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করা বিফল, যেহেতু, অনিচ্ছায় কিছুতেই মনোনিবেশ এবং উৎসাহ হয় না! তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিরা পঞ্চ মকারের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া সামান্য মদ্যাদিতেই রত থাকে, এ নিমিত্ত তামসিক উপাসনাই তাহাদের পক্ষে বিধেয়। উহারা সাত্বিক উপাসনার কথাকে কদাচ কর্ণে স্থান দেয় না। সুতরাং তাহাদের উদ্ধারের উপায়ার্থে বীরাচারের সৃষ্টি হইয়াছে [illegible] অতএব এতদাচারেও গৌণ রূপে মুক্তিসাধন জানিবে। যদ্রূপ কোন রোগীর তিক্তরস বিশিষ্ট ঔষধ-সেবনে অনিচ্ছা হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগবর্দ্ধক যে মিষ্টান্ন, তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঔষধ মিশ্রিত করণ পূর্ব্বক ঐ ঔষধযুক্ত মিষ্টান্ন আহার করাইয়া কালে তাহার রোগশান্তি করেন, তদ্রূপ সত্ত্বগুণোদয়ের বিরোধী যে পঞ্চ মকার, তাহার সহিত ভগবত্যারাধনারূপ [illegible]

---

(১) ভাঃ ১১ স্কঃ ৫ অঃ ১১ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে যে, বেদে মদ্যপানাদির যে বিধি আছে, তাহা নিবৃত্তি ব্যতীত প্রবৃত্তির অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হয় নাই! সাত্বিক সাধনায় একেবারে প্রবৃত্ত হওয়া তামস লোকের অসাধ্য, এ নিমিত্ত তাহাদিগের প্রবর্ত্তক উপায়স্বরূপে ঐ তামস সাধনার নিয়ম হইয়াছে।

(১) ভাঃ ১১ স্কঃ ৫ অধ্যায় ১১শ্লোক।

রোগের ঔষধ সেবন করিলে উদ্দেশ্য ফল-প্রাপ্তি হয় (১)।

শিঃ। তন্ত্র-কারেরা স্ব স্ব নাম গোপনে শিব নামে উক্ত শাস্ত্র করায় তাঁহাদের কপটতা প্রতিপন্ন হয়, এ স্থলে তাঁহারা যে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

গুঃ। মূঢ় লোকে যাদৃশ ঈশ্বরের বাক্যে শ্রদ্ধা করে, তাদৃশ মানববচনে করে না. এজন্য সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরোক্তি বলিয়া লিখিত আছে, ইহা বাইবেল এবং কোরাণ দৃষ্টেও জানিতে পার, অতএব ঐ প্রবৃত্তিজনক কৌশল হিতকারী বিধায়ে নিন্দনীয় নহে। বস্তুতঃ শাস্ত্র সকল মনুষ্যের মুখ হইতে নির্গত হইলেও তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতীত ঐ মনুষ্য নহে, কেন না, কোন বস্তুর উৎপাদনে মনুষ্যের ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই, কেবল তদীয় বুদ্ধিযোগে তাবতের প্রকাশ হয়, এবং সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিয়ন্তা ঈশ্বর, অতএব এমত কোন শাস্ত্র নাই যে. তাহা ঈশ্বর-প্রণীত বলা যাইতে না পারে। বাষ্পাদির গুণ এবং পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি পরমেশ্বর-দত্ত, মানবক্ষমতায় তাহার উৎপত্তি হয় নাই, ঐ গুণ এবং শক্তি যে পর্য্যন্ত মানবজ্ঞানের অগোচর ছিল, সে পর্য্যন্ত তাহা হইতে বিশেষ কোন ফলপ্রাপ্তি হয় নাই, কিন্তু তদবগত হওনাবধি তৎপ্রয়োগে এবং অন্য বস্তুর সংযোগে নানাবিধ যন্ত্ররূপ অসাধারণ কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে. তদ্রূপ বেদাদি তাবৎ শাস্ত্র পরমেশ্বরকৃতই জানিবে, তিনি সময়ে সময়ে কোন কোন সিদ্ধ পুরুষের দ্বারা প্রচার করিয়া পুনরায় কালক্রমে তাহাকে লুপ্ত এবং পুনরুত্থান করেন (১)।

শিঃ। উপাসনার যে প্রণালী তন্ত্রে লিপি-বদ্ধ হইয়াছে, তদবলম্বনে কাহারও সিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ আছে কি না?

গুঃ। ঐ তন্ত্রশাস্ত্রই তাহার প্রমাণ, কেন না, হিন্দুশাস্ত্রে পুস্তকবিক্রয় নিষিদ্ধ (২), বিশেষতঃ এক্ষণে ছাপাযন্ত্র ও কাপি রাইট আক্ট দ্বারা গ্রন্থ প্রস্তুতে যেরূপ লভ্যের উপায় হইয়াছে, পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজা-দিগের অধিকারে তদ্রূপ ছিল না, এ বিধায়ে কেহ কোন পুস্তক বিক্রয়ের ইচ্ছা করিলেও তাহাতে ইষ্ট সিদ্ধ হওয়া দুঃসাধ্য ছিল, সুতরাং কোন ব্যক্তি যে অর্থ-লাভের নিমিত্ত কোন তন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না, অধিকন্তু কোন এক ব্যক্তির এতাধিক আয়ুঃ সম্ভবে না যে. তিনি একক ঐ তাবৎ তন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন, এবং তাহা সাধ্য বিবেচনা করিলেও তন্ত্র সকলে এতাধিক মতের অনৈক্যতা

(১) তন্ত্রে যে গুরুকরণের পূর্ব্বে এক বৎসর যাবৎ একত্র বাসের উপদেশ আছে, তাহার হেতু কেবল পরস্পরে মনের বেগানুগমন করণ ব্যতীত আর কিছু বোধ হয় না। অপর কৌলাচারেও কথন কথন পুরশ্চরণ ও পর্ব্বাদি উপলক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাচরণের যে বিধান আছে, তাহার হেতু এই বোধ হয় যে, তদ্দ্বারা সাত্ত্বিকাচারের অভ্যাস হইয়া ক্রমে ক্রমে সাধকের নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় হইতে পারে।

(১) ভগবান্ বেদব্যাসও ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে এতদ্রূপ আভাস করিয়াছেন, যেহেতু, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, সত্যযুগে প্রণবরূপ একই বেদ, সকল লোক এক বর্ণ এবং এক অগ্নি ছিল। ত্রেতাযুগে পুরূরবা নামক রাজা হইতে বেদবিভাগ এবং অগ্নির বিভাগ হইয়া যজ্ঞের উৎপত্তি হয়।

(২) পঃ উত্তর খণ্ডে ৪২ অধ্যায়।

দৃষ্ট হইতেছে (১) যে, তাহা একের লেখনী-উদ্ভব হওয়া দূরে থাকুক, এক গুরুর শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ ক্রমে ক্রমে লেখাও অসম্ভব, অতএব ঐ অসংখ্য তন্ত্রকারেরা স্ব স্ব লিখিত মতে সিদ্ধ না হইলে এরূপ অলাভ-বাণিজ্যে তাহাদের প্রবর্ত্ত হওয়া কদাচ সম্ভব হইত না, বরং আপনারা সিদ্ধ হইয়া লোকের হিতার্থে স্ব স্ব সাধনার প্রণালী প্রচার করাই বিবেচনা-সিদ্ধ বোধ হয়। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধনা প্রকৃত প্রস্তাবে করিলে তাহাতে অবশ্যই সিদ্ধ হয়, ইহার কোন সন্দেহ করিবে না।

শিঃ। মহাশয়, কোন স্থলে পরমেশ্বর এবং কোন স্থলে কেবল ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহার কারণ কি ?

গুঃ। ভগবান্‌কে ব্রহ্মত্ব উদ্দেশে পরমেশ্বর এবং পরিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বর বলা গিয়া থাকে, তদনুসারে আমিও স্থলবিশেষে সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ব্যাচ্য করিয়াছি।

শিঃ। এ দেহের পতনান্তে জীবের অন্য দেহ হওযার প্রমাণ কি ?

গুঃ। প্রাণী সকলের সুখ-দুঃখের তারতম্যই তাহার প্রমাণ। দেখ, কোন মনুষ্য রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবন নানাবিধ সুখ-সম্ভোগ করত স্বচ্ছন্দচিত্তে পরলোকগমন করে, কেহ বা সুদরিদ্রের গৃহে এবং কেহ নীচ বংশে জন্মিয়া যাবজ্জীবন অপার দুঃখ ভোগ করে এবং কোন কোন লোক জীবনের নানাবস্থায় নানা ফেরে পতিত হয়, কেহ কেহ সাতিশয় স্বাস্থ্যাবস্থায় দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়. কাহাকেও চিরকাল রোগ ভোগ করিতে হয়, কোন পশু বা পক্ষী স্বাধীনাবস্থায় সুখে অরণ্যে বিচরণ করে, কেহ বা নিষ্ঠুর মনুষ্যের দাস হইয়া অসীম কষ্ট ভোগ করে, এ সকল বিচিত্র ঘটনার কারণ পূর্ব্বজন্মের পাপ-পুণ্য ব্যতীত আর কি হওয়া সম্ভবে ? কেন না, এমত উক্তি পথ নাই যে, পরমেশ্বর একের প্রতি অনুগ্রহ এবং অন্যের প্রতি নিগ্রহ করেন, বিশেষতঃ সামুদ্রিকবিদ্যাকুশল ব্যক্তিরা কত কোষ্ঠী দৃষ্টে লোকের শুভাশুভ, জন্ম-মরণ দিনাদি তাবৎ বিবরণ অবগত হইতে পারেন, যদি জীবের পূর্ব্বদেহ স্বীকার না করা যায়, তবে করে কোষ্ঠী লিখিত থাকার কারণ কি বলা যাইতে পারে ? অনন্তর ইহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না যে, পরমেশ্বর পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার করেন না এবং ভৌতিক দেহ ভিন্ন ঐ দণ্ডাদির ভোগ সম্ভবে না, ইহা বাইবেল এবং কোরাণও অস্বীকার করিতে পারেন নাই, বরং কথিত উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রের লিখনের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে অস্মদাদির শাস্ত্রোক্ত পুনর্জ্জন্মঘটিত মতের সম্পূর্ণ পোষকতা পাওয়া যায়, যেহেতু, তাহাতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে যে, মানবদেহের পতনান্তে আত্মা স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গিয়া পৃথিবীর চরমাবস্থা পর্য্যন্ত সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে, পরে শেষ দিবসে পরমেশ্বর সেই সকল আত্মা যে যে শরীরে ছিল, তাহা মৃত্তিকাবিবর অর্থাৎ কবর হইতে উত্তোলন করিয়া প্রত্যেক আত্মাকে তদীয় দেহে প্রবিষ্ট করিয়া তাহাদের পাপ-পুণ্যের বিচার করত প্রতিফল প্রদান করিবেন, ইহাতে পুনর্জ্জন্ম স্বীকারে ব্যভিচার কি আছে ? কেন না, ভৌতিক দেহ মৃত্তিকামধ্যে থাকিলে কিছু কাল পরে তাহা যে মৃত্তিকাই হয়, ইহার কোন সন্দেহ নাই, এ বিধায় শেষ দিনে প্রত্যেক আত্মার

---

(১) কোন তন্ত্রে শিবনির্ম্মাল্য ধারণে নিষেধ, এবং তন্ত্রান্তরে তদ্বিধি আছে, এবং কোন তন্ত্রে অশৌচকালে এবং দ্বাদশ্যাদিতে সন্ধ্যাবন্দনের নিষেধ এবং কোন তন্ত্রের মতে তাহা বৈধ হইয়াছে।

এক একটি নূতন দেহ উৎপত্তির প্রয়োজন সহজেই সম্ভবে, এবং পুনর্জন্মের তাৎপর্য্য পুনর্দ্দেহ হওয়া ব্যতীত আর কিছু নহে, সুতরাং যদিও অস্মদাদির শাস্ত্রের সহিত ঐ ঐ শাস্ত্রের শব্দগত ভেদ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাৎপর্য্যের বৈলক্ষণ্যাভাব (৫)।

শিঃ। মৃত পিতা মাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করার ফল কি?

গুঃ। শ্রাদ্ধের দ্বারা মৃত ব্যক্তির এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা উভয়েরই শুভাদৃষ্ট জন্মে, যেহেতু, শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে দানাদি এবং ভোজ হয়, তাহা মৃতের পুণ্যার্থে হওন হেতু ঐ ব্যক্তির সঞ্চিত কর্ম্মে (২) গিয়া নাস্ত হইয়া থাকে, কেন না, মৃত্যুর দ্বারা কেবল জীবের এক প্রাচীন দেহ ত্যক্ত হইয়া অন্য অন্য কলেবর-প্রাপ্তি হয়, সুতরাং সে যে কোন স্থলে যে কোন দেহবিশিষ্ট হইয়া থাকুক, তাহার পুণ্যার্থে যে কেহ দানাদি করে, তাহাতেই তাহার পুণ্য সম্ভবে। অপচ, পুত্রাদি বন্ধুবর্গ মৃতের ধনাধিকারী হইয়াও যদি সময়ে সময়ে ঐ ধনের কিয়দংশ ধনী ব্যক্তির পুণ্যার্থে ব্যয় না করে, তবে তাহাকে অত্যন্ত কৃতঘ্ন বলা যাইতে পারে, বিশেষতঃ নির্ধন ব্যক্তির পুত্রের সঙ্গতি থাকিলে যদি সে স্বধনব্যয়ে মৃত পিতামাতার পুণ্যানুসন্ধান না করে, তবে সেও কৃতঘ্নতাপরাধী বটে, কেন না, যে পিতামাতা হইতে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাহার প্রত্যুপকার স্বীকার হেতু সুকৃতি জন্মে, এবং অকরণে তদ্বিরুদ্ধাচরণ জন্য প্রত্যবায় হয় (১)।

তোমাকে সংক্ষেপে এক কথা বলি, তাহা সতত মনে জাগরূক রাখিবে। অস্মদাদির শাস্ত্রকারেরা নির্ব্বোধ অথবা কপট ছিলেন না, তাঁহারা যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহা সকলই অস্মদাদির হিতার্থে জানিবে, কেবল আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অভাব জন্য ঐ সকল বিধির তাৎপর্য্য হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম হয় না এবং প্রত্যেক বিধির কারণ দেওয়া দুঃসাধ্য, এ প্রযুক্ত তাঁহারা সর্ব্বত্রে হেতুবাদ প্রদান করেন নাই, কেবল কোন কোন স্থলে প্রস্তাবান্তরে কাহার কাহার কারণ লিপিবদ্ধ করা দৃষ্ট হয়; তাহার দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দর্শাইলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

১। বিধিবাক্যের মধ্যে চতুর্থ মাসোত্তর গর্ভবতী স্ত্রীগমনে পাপ স্পর্শিবার কথা বলিয়া ঐ কর্ম্ম নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু

(১) বাইবেলের এবং কোরাণের মত যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা এক বালকের বুদ্ধিতেও উদিত হইতে পারে, যেহেতু, ভৌতিক দেহ ব্যতীত আত্মার সুখ-দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা থাকিলে বিচারের দিনে দেহ সকলের পুনরুত্থানের অর্থাৎ পুনঃসৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না; এবং জাবজ্জীবনের পাপ-পুণ্যের বিচার ও ভোগ এক দিনে হওয়াই বা কিরূপে সম্ভবে? অতএব বুদ্ধিমান্ লোকেরা যে ঐ ঐ ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া মান্য করত হিন্দুশাস্ত্রের গ্লানি করেন, ইহাই কেবল আশ্চর্য্য।

(২) কর্ম্ম তিন প্রকার ;—সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মাণ। জীবের জন্মজন্মান্তরে কৃত যত কর্ম্মপুঞ্জ, তাহার মধ্যে কিয়ৎসংখ্যা মাত্রের ভোগার্থে এক এক দেহের উৎপত্তি হয় এবং ঐ সংখ্যাকে প্রারব্ধ বলা যায়, অবশিষ্ট যাহা ন্যস্ত থাকে, তাহারই নাম সঞ্চিত কর্ম্ম, আর বর্ত্তমান দেহে কৃত যে কর্ম্ম, তাহার নাম ক্রিয়মাণ।

(১) শব্দকল্পদ্রুমে শ্রাদ্ধশব্দার্থের মধ্যে শ্রাদ্ধের উৎপত্তিবিবরণ লিখিত আছে।

পাপের হেতু তথায় কহেন নাই, তাহা ভবিষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে (১) জীবের গর্ভ-যন্ত্রণা দর্শাইবার ছলে এইরূপে লিখিত আছে যে, জীবের গর্ভবাসকালে যোনি-পীড়ন হইলে মস্তকে মুদ্গর প্রহার করার তুল্য যাতনা তাহার হয়, এমত অবস্থায় চতুর্থ মাসান্তে জীবের চৈতন্য হওয়ার পরে গর্ভিণী নারী-গমনে অত্যন্ত উৎকট পাপ হওয়ার প্রতি সন্দেহ কি আছে?

২। মহর্ষিরা তিথিবিশেষে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাহারে ঐহিক অথবা পারত্রিক হানি দর্শাইয়া তত্তদ্দিনে সেই সেই সামগ্রী ভক্ষণের নিষেধ করিয়াছেন, (২) তাহার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, চন্দ্রগতির সহিত পৃথিবীর দ্রব্যগুণের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এ জন্য তিথিবিশেষে দ্রব্যবিশেষের গুণের বৈলক্ষণ্য জন্মে, এই নিমিত্ত ভয়ঙ্কর দণ্ডাশঙ্কা প্রদর্শিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন প্রতিপত্তিথিতে কুষ্মাণ্ড-ভোজনে অর্থহানি কিংবা নবমীতে অলাবু-ভোজনে গো-মাংস-ভক্ষণের পাপ যে বাস্তবিক হয়, এমত বিবেচনা করিও না, ঐ শাসনোক্তি নিন্দার্থবাদ জানিবে। অপর কোন কোন ঋষি রবিবারে মসুরডালি, নিম্ব, মৎস্য, মাংস, মাষকলাই ভক্ষণের যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার কারণ, এই বোধ হয় যে, উক্ত বাসরে ঐ সকল দ্রব্যের গুণান্তর হয়, তাহার এক প্রমাণ এই দেখ যে, অমাবস্যায় এবং পৌর্ণমাসীতে রসাল সামগ্রী আহারে শ্লেষ্মাধিক্য হওন প্রযুক্ত বাতাদিরোগগ্রস্ত লোকে ঐ ঐ তিথিতে অন্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, ইহা সর্ব্ব-লোকে প্রসিদ্ধ আছে, অতএব যে দিন যে সামগ্রী ভক্ষণে অনিষ্ট সম্ভবে, তদ্দিনে তদাহারে প্রবৃত্তিনিরাসার্থে কোন স্থলে ঐহিক এবং কোন স্থলে পারত্রিক হানি-রূপ দণ্ডের ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩। স্মৃতিশাস্ত্রে কতিপয় পর্ব্বাদি দিবসে স্ত্রী-গমনে নরকভোগের ভয় প্রদর্শন করাইয়া তন্নিষেধ করিয়াছেন, এবং আয়ুর্ব্বেদে ঐ কর্ম্মে আয়ুঃক্ষয় হইবার কথা আছে, এতদুভয় স্থানে একই বিধান হওয়ায় তাহার হেতু এই বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, চতুর্দ্দশ্যাদি তিথিতে রেতঃপাতে অবশ্যই আত্যন্তিক তেজোহানি অথবা কোন বিশেষ পীড়া সম্ভবে এবং শ্রাদ্ধাদি দিবসে যত্যাচারের কর্ত্তব্যতা, এ নিমিত্ত সেই সেই দিনে স্ত্রীসঙ্গমে পাপ স্পর্শে, বিশেষতঃ কামুক ব্যক্তিদিগের প্রাত্যহিক স্ত্রীসংসর্গ করিবার সম্ভাবনা আছে; তাহাতে অতিশয় তেজোহানি প্রযুক্ত নানারোগোৎ-পত্তির সম্ভাবনা, অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে রতি-ক্রীড়া পরিত্যাগে শ্রেয়ঃকর যে নিবৃত্তি, তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং উক্ত নিষেধ সর্ব্বতোভাবে শুভকর বলা যাইতে পারে।

৪। কর্ম্মলোচন গ্রন্থে প্রাতঃস্নান ও গ্রহণ-

(১) সঃ পুঃ ১৭৩ পৃষ্ঠা।

(২) প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়াতে ব্যাকুড় অর্থাৎ ক্ষুদ্র বার্ত্তাকু, তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলক, পঞ্চমীতে বিল্ব, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলম্বী-শাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, পৌর্ণমাসীতে মৎস্য, অমাবস্যাতে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ এবং কোন কোন ঋষি পর্ব্বেতে অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী, সংক্রান্তিতে মাংস এবং স্ত্রী, তৈল বর্জ্জন করিতেছেন। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সর্ব্বকালেই মৎস্যাহার করা দূষা কথিত আছে, তবে যে তিথিবিশেষে তাহার বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, যে সকল ব্যক্তি মৎস্য পরি-ত্যাগে অশক্ত, তাহারা প্রস্তাবিত দিনে কোন মতে যেন না খায়।

কালে ব্রত ও শ্রাদ্ধবাসরে এবং দ্বাদশী তিথিতে তৈলমর্দ্দনে মদিরা-লেপন তুল্য হওয়ার উক্তি আছে, ইহার কারণ এই বোধ হয় যে, তৈল চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাতকারী, যেহেতু, রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে তাহার যে সকল গুণ বর্ণিত আছে (১), তন্মধ্যে শুক্রহিত-কারিত্ব, মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনত্ব এবং বায়ু-বিকার-নাশকত্বও দৃষ্ট হয়, অতএব গৃহস্থ লোকে তৈলকে অত্যন্ত হিতকারী বোধে তদ্ব্যবহারে ব্যগ্র। তাহাদিগকে অল্পে অল্পে নিবর্ত্ত করণার্থ ঋষিরা সময়-বিশেষে তন্মর্দ্দন নিষেধ করিয়া-ছেন, বিশেষতঃ প্রাতে শ্লেষ্মার কাল এবং তৈলের সহিত জলের একত্রতায় স্নিগ্ধত্বের অধিক বৃদ্ধি যে হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার্থে প্রাতঃস্নানকারী-দগের পক্ষে তাহা অত্যন্ত নিষিদ্ধ।

৫। দুগ্ধের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার নিষেধের কারণ, রাজবল্লভ নামক গ্রন্থের সংযোগ-বিরুদ্ধ প্রকরণ দৃষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেহেতু, তাহাতে যে সকল দ্রব্যের একত্রীকরণে ভোজন করিলে রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুগ্ধের এবং লবণের প্রসঙ্গ আছে, অতএব দুগ্ধের সহিত লবণের সংযোগে গোমাংসতুল্য হওয়ার বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

শিঃ। যদি পরমেশ্বরের বৈষম্য দোষ নাই, তবে তাঁহার নিগ্রহানুগ্রহের উক্তি কিরূপে হইয়া থাকে ?

গুঃ। বাস্তবিক পরমেশ্বরের বৈষম্য-দোষ নাই (২), তবে যে তাঁহার কৃপার এবং অকৃপার উল্লেখ হয়, তাহার হেতু এই যে, তিনি করুণাময়, সর্ব্বজীবে তাঁহার কৃপা সমান আছে, কেবল অস্মদাদির অসৎকর্ম্মে তাহা আচ্ছাদিত থাকে, যদি কেহ সৎকর্ম্ম-জনিত নৈষ্ঠিকী ভক্তি দ্বারা ঐ আবরণ নষ্ট করিতে পারে, তবে তাঁহার কৃপার প্রকাশ হয় মাত্র। যেমন সূর্য্য এক স্থানে (১) থাকিয়া সর্ব্বদাই সমভাবে কিরণ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সকল লোক সর্ব্বকালে তাহা তুল্যরূপে প্রাপ্ত হয় না, পৃথিবীর গতি ও মেঘের আবরণ হেতু একই সময়ে কোন দেশে অধিক ও কোন দেশে অল্প উত্তাপ হয় এবং কোন প্রদেশে সূর্য্যের দর্শন মাত্র হয় না, তথাপি সূর্য্যের উদয়াস্ত আদি বলার ব্যবহার আছে, তদ্রূপ জীবের কর্ম্ম-গতিকে ভগবানের কৃপা প্রত্যক্ষ বা অপ্র-ত্যক্ষ হয় এবং ঐ প্রত্যক্ষতাকেই তাঁহার অনুগ্রহ হওয়া বলা গিয়া থাকে।

(১) শব্দ কঃ ৩ কাঃ ১২৬৪ পৃষ্ঠা।

(২) ভগঃ গীঃ ৯ অঃ ২৯ শ্লোক।

(১) সূর্য্য হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবশরীরে রথারূঢ় হইয়া প্রত্যহ গমনাগমন করেন, এমত কথা পুরাণে লিখিত আছে, কিন্তু তাহা রূপক মাত্র, বাস্তবিক সূর্য্য যে তেজো-ময় গোলাকৃতি এক লোক মাত্র, ইহ পূর্ব্ব-টিপ্পনীর মধ্যে প্রস্তাবাধীন লিখিত হই-য়াছে এবং সকলের চক্ষেই প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে; অধিকন্তু স্মৃতির জলাশয়োৎসর্গ-তত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শান্তিদীপিকার যে বচন ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও সূর্য্য বর্ত্তু-লাকৃতি কথিত আছে এবং তিনি যে একই স্থানে অবস্থিতি করেন, তাহা ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার পৃথূদক-স্বামি-ধৃত আর্য্যভট্টের বচনে প্রকাশ আছে; যথা—"ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রতি দৈবসিকৌ উদয়াস্ত-ময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্।" অস্যার্থঃ —নক্ষত্রমণ্ডল স্থির আছে, কেবল পৃথিবীর আবৃত্তি অর্থাৎ পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয়-অস্ত হইতেছে। (১৭৬৯ শকের আষাঢ় মাসের ৪৭ সংখ্যক তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার ৪১ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।)

সমাপ্ত।

রাসেলাস

তারাশঙ্কর তর্করত্ন সঙ্কলিত।

বিজ্ঞাপন।

ইংরেজী ভাষায় জন্‌সন-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রাসেলাস গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। জন্‌সন এক সপ্তাহে ঐ গ্রন্থ রচনা। যিনি এত অল্প সময়ে এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, ঈদৃশ অসাধারণ-ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত জানিতে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে. এজন্য অতি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনচরিত সঙ্কলিত হইয়া এই পুস্তকের প্রথমে সন্নিবেশিত হইল। এক্ষণে এই পুস্তক লোকসমাজে পরিগৃহীত হইলে আমার সমুদায় শ্রম সার্থক হয়।

কলিকাতা, সংস্কৃত কালেজ
২৫এ ভাদ্র। সংবৎ ১৯১৫।

শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্মা।

জন্‌সনের জীবনচরিত।

১৭০৯ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ষ্টাফোর্ড সায়ারের অন্তর্গত লিচ্‌ফিল্ড গ্রামে জন্‌সন জন্মগ্রহণ করেন। জন্‌সনের পিতা পুস্তক-বিক্রেতার ব্যবসা করিতেন। প্রথম অবস্থায় কিছু সঙ্গতিও করিয়াছিলেন, কিন্তু পার্চমেণ্টের ব্যবসায়ে একবারে নির্ধন হইয়া যান। যাহা হউক, বুদ্ধি-বিদ্যার জন্য সকলে তাঁহার সম্মান ও সমাদর করিত। জন্‌সনের মাতাও বুদ্ধিমতী ছিলেন। জন্‌সন বাল্যাবধি শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ রোগে আক্রান্ত হন। শারীরিক রোগে তাঁহার একটি চক্ষু একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তাঁহার পিতার স্বাভাবিক যে উদ্বেগ ও চিন্তারোগ ছিল, তাহারও তিনি উত্তরাধিকারী হন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তিনি পঠদ্দশায় বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদিগের ন্যায় শ্রমসাধ্য ক্রীড়া-কৌতুকে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। ওলিবর-নাম্নী এক বিধবার নিকট তাঁহার প্রথম শিক্ষা হয়। লিচ্‌ফিল্ডে ঐ বিধবার এক বিদ্যালয় ছিল। তিনি সর্ব্বদা কহিতেন, 'জন্‌সনের মত বুদ্ধিমান্ ছাত্র বিদ্যালয়ে কখন আইসে নাই।'

জন্‌সন প্রথমে হাকিন্সের নিকট, তদনন্তর হণ্টরের নিকট লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। হণ্টর ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়াই সকল ছাত্রকে প্রহার করিতেন। জন্‌সন যাবজ্জীবন ঐরূপ প্রহারের প্রশংসা করিয়াছিলেন ও কহিতেন, "শিক্ষক মহাশয় আমাকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন, প্রহার না করিলে বোধ হয় আমি কিছুই করিতাম না, আমার বিদ্যা-ব্যুৎপত্তিও কিছুই হইত না।" পনর বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্‌সন ওয়াসেষ্টর-সায়ারের অন্তর্গত ষ্টাযুর্‌ব্রিজের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। উনিশ বৎসর বয়সে অক্সফোর্ডের পেম্ব্রোক্ কালেজে প্রবিষ্ট হন। ঐ কালেজের শিক্ষক জর্ডন তাদৃশ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন না। জন্‌সন তাঁহার উপদেশ ও অধ্যাপনায় তাদৃশ মনোনিবেশ করিতেন না। একদা জন্‌সনের অনাগমন-জন্য বিরক্ত হইয়া তাঁহার দুই পেন্স দণ্ড করাতে তিনি কহিয়াছিলেন, "মহাশয়! যে উপদেশ এক পেনিরও উপযুক্ত নয়, তাহা শুনিতে আসি নাই বলিয়া আমার দুই পেন্স দণ্ড করিলেন?" জন্‌সন ঐ শিক্ষকের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহার অনুরোধে পোপের মেসায়া কাব্য লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। পোপ ঐ অনুবাদ দেখিয়া কহিয়াছিলেন, "ইহার পর কোন গ্রন্থ মূল ও কোন গ্রন্থ অনুবাদ, এই লইয়া লোকদিগের পরস্পর মহা বিবাদ উপস্থিত হইবে।"

জন্‌সন এক্ষণে এমন দুরবস্থায় পতিত হইলেন যে, কালেজ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা না হইতেই এবং কালেজ হইতে প্রশংসাসূচক কোন উপাধি না পাইতেই তাঁহাকে কালেজ পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৭২৯ খ্রীঃ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর কালেজ ছাড়িয়া তিনি লিচ্‌ফিল্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। কালেজ ছাড়িয়া আসিলেও প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত কালেজের পুস্তকে তাঁহার নাম থাকে। তাঁহার যে স্বাভাবিক রোগ ছিল, ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বৃদ্ধি হয়। তিনি লাটিন ভাষায় আপনার তৎকালীন দুরবস্থা ও যাতনা বর্ণন করিয়া ডাক্তার সিন্‌ফিনের

হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ বর্ণনা এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, গিন্‌ফিন্ তাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন।

লিচ্‌ফিল্ডে প্রত্যাগমনের দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর জন্‌সন নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া অগত্যা লিসেষ্টসায়ারের এক বিদ্যালয়ে এক সামান্য শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ঐ পদ কোনরূপেই তাঁহার উপযুক্ত ছিল না। কিছু দিনের মধ্যেই সাতিশয় বিরক্ত হইয়া ঐ পদ পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুবাদ ও রচনা লিখিয়া যাহা কিছু লাভ হইত, তদ্দ্বারা যথাকথঞ্চিৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পোর্টরনাম্নী এক বিধবা কামিনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হন এবং ১৭৩৬ খ্রীঃ অব্দের ৯ জুলাই তাহার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ কামিনীর প্রশংসাযোগ্য তাদৃশ রূপ গুণ বা অধিক ধনসম্পত্তি ছিল না, তথাপি তিনি জন্‌সনের নয়ন ও মন হরণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ জন্‌সন তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। জন্‌সন যৎকালে তাঁহাকে বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বয়স জন্‌সনের বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। জন্‌সন এই সময়ে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কিন্তু তিনটির অতিরিক্ত ছাত্র ঐ বিদ্যালয় আইসে নাই। ঐ তিনটি ছাত্রের মধ্যে একটির নাম গারিক। ঐ বিদ্যালয় দেড়বৎসরের অধিক কাল থাকে নাই।

তদনন্তর জন্‌সন লণ্ডন নগরে গিয়া আপন ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মানস করেন এবং ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে গারিককে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হন। তিনি তথায় সময়ে সময়ে যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বিস্তীর্ণ হয় এবং তিনি লোক-সমাজে মহাপণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত ও সমাদৃত হয়েন। তিনি যত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহার মধ্যে র‍্যাম্বলর, ইংরেজী অভিধান, রাসেলাস ও কবিগণের জীবনচরিত, এই কয়েকখানিই প্রধান।

১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে জন্‌সনের র‍্যাম্বলর গ্রন্থ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়, সপ্তাহে দুই দিন প্রচারিত হইত।

১৭৫২ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ উহা সমাপ্ত হয়। যে দিন র‍্যাম্বলর সমাপ্ত হয়, তাহার তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা মানবলীলা সংবরণ করেন। জন্‌সন ভার্য্যাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

জন্‌সনের সুপ্রসিদ্ধ অভিধান ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। এই অভিধান মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবামাত্র লোকে উহা অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। উহা দ্বারাই তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইল। ঐ অভিধান মুদ্রিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জন্‌সন অক্সফোর্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে M. A. উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের প্রথমে মাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত এবং মাতার যে কিছু ঋণ ছিল, তাহার পরিশোধের জন্য জন্‌সন রাসেলাস গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে যুক্তিগর্ভ বিচার ও নীতিগর্ভ অনেক উপদেশ আছে। প্রত্যহ সায়ংকালে লিখিতে বসিতেন, যতখানি লেখা হইত, মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত যন্ত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ এক সপ্তাহের সায়ংকালীন পরিশ্রমে রাসেলাস সমাপ্ত হয়। লিখিয়া আর দেখিবার ও শুদ্ধ করিবার অবকাশ হয় নাই, তথাপি ইহা কি চমৎকার গ্রন্থ হইয়াছে।

ইহার সমুদায় সন্দর্ভই এইরূপ উৎকৃষ্ট যে, জন্সনের চরিতাখ্যায়ক বসোয়েল কহিয়াছেন, "রাসেলাসের কোন্ ভাগ উদ্ধৃত করিয়া কোন্ ভাগের অবমাননা করিব, তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না, এ জন্য পাঠকবর্গের নিকট রাসেলাসের পরিচয় দিবার নিমিত্ত তাহার কোন ভাগ উদ্ধৃত করা হইল না।" জন্সন যদি রাসেলাস ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রন্থ না লিখিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় ও কীর্ত্তি চিরজীবিনী হইয়া থাকিত সন্দেহ নাই। তিনি যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে জীবনচরিত ও রাসেলাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জন্সন দীর্ঘ কথা ও দুর্ব্বোধ বাগাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু রাসেলাসে সেরূপ কথার প্রয়োগ ও সেরূপ বাগাড়ম্বর অধিক করেন নাই। ফলতঃ রাসেলাস জন্সন-প্রণীত আর আর গ্রন্থ অপেক্ষা সরল ও সুশ্রাব্য। যাহা হউক, সপ্তাহের পরিশ্রমে এরূপ ভাবশুদ্ধ, নীতিগর্ভ, হিতোপদেশপূর্ণ, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রস্তুত করা অল্প ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। ইয়ুরোপে যত ভাষা প্রচলিত আছে, প্রায় সমুদায় ভাষাতেই রাসেলাসের অনুবাদ হইয়াছে। জন্সনের অন্তঃকরণ যে সর্ব্বদা উদ্বেগ ও চিন্তারোগে আক্রান্ত ছিল, রাসেলাসের অনেক স্থলেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে বৎসর রাসেলাস প্রচারিত হয়, সেই বৎসরে জন্সনের ত্রিনীতি কালেজ হইতে প্রশংসাপত্র ও D, C, L, উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে বার্ষিক তিন শত পৌণ্ড পেন্সন পান। তদবধি সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের তাদৃশ কষ্ট ছিল না। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অধীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হয়; রাজা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান এবং তাঁহার প্রণীত সমুদায় গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্সন-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ জীবনচরিত মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। তদনন্তর তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠিল। শীঘ্রই জানিতে পারা গেল যে, তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী। জন্সন মৃত্যুর অতিশয় ভয় করিতেন। তাঁহার যেরূপ পরিণত চিত্ত, তাহাতে ইহাই সম্ভাবনা করা যাইতে পারে যে, তিনি সাহস ও সহিষ্ণুতা সহকারে চরম দশায় জীবনের আশা পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু তাঁহার [illegible] বৎসর বয়স, তথনও বাঁচিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে তাঁহার সাহস ও সহিষ্ণুতা একবারে বিলীন হইয়া গেল, তখন নিতান্ত অধীর হইলেন। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চিকিৎসককে জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন, কিরূপ বুঝিতেছেন?" চিকিৎসক উত্তর করিলেন, "কোন অলোকিক ঘটনা ব্যতিরেকে আপনি এই রোগ হইতে এ যাত্রা উদ্ধার পাইতে পারেন না।" তখন জন্সন কহিলেন, "তবে আর ঔষধ-সেবনের আবশ্যকতা নাই, এক্ষণে চিত্তকে জগদীশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত করা উচিত।" ১৭৮৪ খৃঃ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর জন্সন কলেবর পরিত্যাগ করেন। মহাসমারোহ পূর্ব্বক ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবিতে তাঁহার কলেবর ভূগর্ভে নিহিত হয়। তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হয়, ঐ প্রতিমূর্ত্তি সেন্ট পাল ক্যাথিড্রালে স্থাপিত আছে।

জন্সন অতি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক ছিলেন, উত্তম বক্তা ও বাদানুবাদের সময় কখন কখন আত্মশ্লাঘা ও অহঙ্কার প্রকাশ করাতে লোকে বিরক্ত হইত। জন্সন সুকবি ছিলেন না যথার্থ বটে, কিন্তু উত্তম গদ্য লিখিতে পারিতেন। আশ্চর্য্য এই, জন্সন প্রগাঢ়ধীশক্তিসম্পন্ন ও মহাপণ্ডিত হইয়াও অলৌকিক ও অপ্রাকৃতিক ব্যাপারেও বিশ্বাস করিতেন

রাসেলাস

গিরিগর্ভ।

আফ্রিকা খণ্ডে আবিসিনিয়া দেশ আছে। নীলনদ ঐ দেশমধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ঐ দেশে এক মহাবল-পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। সম্রাটের অনেক পুত্র-কন্যা, তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্রের নাম রাসেলাস।

সে দেশে এইরূপ প্রথা ছিল, যত দিন রাজকুমার ও রাজকুমারীরা সিংহাসনের অধিকারী হইতে না পারিতেন, তাবৎ তাঁহাদিগকে নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিতে হইত। এইরূপ প্রথা থাকাতে রাসেলাসকে আপন ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের সহিত আমহারা রাজ্যে পর্ব্বতবেষ্টিত প্রশস্ত এক গিরিগর্ভে বাস করিতে হইয়াছিল। ঐ গিরিগর্ভে প্রবেশ করিবার একমাত্র পথ, প্রস্তরের মধ্য দিয়া ঐ পথ প্রস্তুত হয়। যে স্থানে গিরিগর্ভের সহিত ঐ পথ মিলিত হয়, তথায় লৌহকবাটে আবদ্ধ প্রকাণ্ড দ্বার ছিল

পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ হইতে জল পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নদী প্রবাহিত হয়। সেই সকল নদী একত্র হইয়া গিরিগর্ভের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড এক হ্রদ হয়। তথায় নানাপ্রকার মৎস্য ছিল ও নানাবিধ জলচর পক্ষী সকল সাঁতার দিয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিত। পর্ব্বতের চারিদিকে ভগ্ন প্রস্তর ছিল, হ্রদের জল যখন ছাপাইয়া উঠিত, তখনই ভগ্ন প্রস্তরের মধ্য দিয়া বহির্গত হইত

গিরিগর্ভ অতি মনোহর। উহার চতুর্দ্দিক্ নানা তরুমণ্ডলীতে আচ্ছন্ন এবং গিরিনদীর তীর-বিকসিত কুসুমে সর্ব্বদা আলোকময়। মন্দ মন্দ গন্ধবহ নানাবিধ গন্ধলতা কম্পিত করিয়া চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিস্তার করিত এবং প্রতিমাসে বৃক্ষের ফল পরিণত হইয়া ভূতলে পতিত হইত। বন্য ও পোষিত পশু মাঠের চতুর্দ্দিকে চরিয়া বেড়াইত, হিংস্র জন্তু তথায় আসিতে পারিত না। কোন দিকে গো মেষাদির পাল চরিতেছে, কোন দিকে হরিণ ও হরিণীগণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে, কোন স্থলে ছাগশাবক প্রস্তরের উপর লম্ফ-ঝম্প দিয়া বেড়াইতেছে, কোন স্থানে গম্ভীর-স্বভাব হস্তী তরুতলের ছায়ায় শয়ন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেছে, কোথাও বা চঞ্চল কপিকুল এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরের শাখায় লম্ফ দিয়া পড়িতেছে, দেখিতে পাওয়া যাইত। পৃথিবীর সমুদায় আশ্চর্য্য বস্তু তথায় সংগৃহীত হইয়াছিল, জগতের সমুদায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ তথায় আসিয়া একত্রিত হইয়াছিল, সংসারের সমুদায় দুঃখ-সন্তাপ তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

গিরিগর্ভ অতিশয় উর্ব্বরা, তথায় নানাবিধ শস্য জন্মিত, তত্রস্থ লোকদিগের আবশ্যক সামগ্রীর অপ্রতুল হইত না এবং সম্রাট্ আসিয়া সমুদায় সুখ-সামগ্রীও প্রদান করিয়া যাইতেন। সম্রাট্ বৎসরে একবার রাজকুমারদিগকে দেখিতে আসিতেন ও গিরিগর্ভে অষ্টাহ বাস করিতেন। ঐ সময়ে গিরিগর্ভের দ্বার মুক্ত থাকিত ও নৃত্য, গীত, মহোৎসব আরম্ভ হইত। পরম

কালক্ষেপ হয় এবং সেই নির্জ্জন স্থান সুখের ও আমোদের স্থান হয়, এই নিমিত্ত গিরিগর্ভ-বাসী রাজকুমারেরা, যিনি যাহা চাহিতেন, সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন। নর্ত্তক, বাদক, গায়ক ও অন্যান্য শিল্পকর সুখময় গিরিগর্ভে চিরকাল বাস করিবার আশয়ে সেই সময়ে আসিয়া রাজকুমারদিগের নিকট আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিত। যাহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নৈপুণ্য গিরিগর্ভবাসী লোকদিগের আমোদজনক ও কৌতুকাবহ হইবে বলিয়া বোধ হইত এবং রাজকুমারেরা যাহাদিগকে মনোনীত করিতেন, তাহারা তথায় থাকিতে পাইত। যাহারা গিরিগর্ভে নূতন আসিত, তাহারা চিরকাল বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা করিত এবং একবার তথায় গিয়া বদ্ধ হইলে আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং অধিক কাল তথায় বাস করায় যে কিরূপ সুখ-দুঃখ, তাহা অন্যে জানিতে পারিত না। জানিতে পারিত না বলিয়াই প্রতিবৎসর নূতন নূতন লোক আসিয়া নূতন নূতন আমোদ বৃদ্ধি করিত।

গিরিগর্ভের অন্তর্গত এক উন্নত ভূভাগের উপর প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদের অনেক প্রকোষ্ঠ, যিনি যেরূপ সম্ভ্রান্ত, তাঁহার বাসের নিমিত্ত সেইরূপ প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রাসাদ এরূপ বৃহৎ ও বিস্তৃত যে, বহুকালাবধি যাহারা রাজসংসারে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিল, তদ্ভিন্ন আর কেহ সম্পূর্ণরূপে সমুদায় গোপন স্থান জানিত না। উহার নির্ম্মাণচাতুরী দেখিলে বোধ হয় যেন, স্বয়ং সন্দেহ আসিয়া কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, উপদেশ দিয়াছিলেন। এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইবার প্রকাশ্য পথ ছিল, গুপ্ত পথও ছিল; এক প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে যাইবার পথ, উপর দিয়াও ছিল, নিম্ন দিয়াও ছিল; কিন্তু উভয় পথই নিভৃত। অনেক স্তম্ভের অভ্যন্তরে গহ্বর ছিল, কিন্তু বাহির হইতে দেখিলে গহ্বর আছে বলিয়া বোধ হইত না। সম্রাটেরা উহাতে সঞ্চিত ধন নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রস্তর দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতেন, যখন প্রয়োজন হইত, প্রস্তর খুলিয়া ধন লইতেন, আবার বন্ধ করিয়া রাখিতেন। ঐ ধনের আয়ব্যয়-নিরূপণের পুস্তক এক উন্নত মন্দিরে লুক্কায়িত থাকিত। সম্রাট্ ও তাঁহার অব্যবহিত উত্তরাধিকারী আর কেহ জানিত না।

গিরিগর্ভে রাসেলাসের অসন্তোষ

সম্রাটের পুত্রকন্যাগণ পরম সুখে কাল যাপন করিবার নিমিত্তই এই প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। মনে যাহা প্রীতি জন্মাইয়া দিতে পারে, এরূপ লোক সর্ব্বদাই তাহাদিগের সমভিব্যাহারে থাকিত, সমুদায় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে পারে, এরূপ সামগ্রীও প্রাসাদে অনেক ছিল। রাজকুমারেরা দিনের বেলায় সুগন্ধময় উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, রাত্রিকালে নিঃশঙ্কচিত্তে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন। এই অবস্থায় তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে থাকিবেন বলিয়া বিজ্ঞ শিক্ষকেরা গিরিগর্ভকে সুখের ধাম বলিয়া বর্ণনা করিতেন, জনসমাজে অবস্থিতি করা দুঃখ-ভোগ করা মাত্র বলিয়া উপদেশ দিতেন, গিরিগর্ভের বহিঃপ্রদেশকে ক্লেশময়, দুরবস্থাময় ও অসন্তোষময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন ও কহিতেন, তথায় লোকদিগের পরস্পর দ্বেষ, হিংসা ও অনৈক্য বশতঃ ভয়ানক উপদ্রব ও অত্যাচার ঘটে এবং মানবগণ স্বজাতির শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে। গায়কেরা গিরিগর্ভকে

আমোদময় বলিয়া গান রচনা করিত ও প্রতিদিন রাজকুমারদিগকে সেই সকল গান শুনাইত।

পাচক ও শিক্ষকদিগের কৌশল প্রায় সফল হইয়াছিল। রাজকুমারেরা প্রায় কেহই আবাসসীমা অতিক্রম করিতে চাহেন নাই। জগদীশ্বর মনুষ্যের সুখ ও সন্তোষের নিমিত্ত যত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে সকল সৌকর্য্যসাধক সামগ্রী শিল্পবিদ্যা দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে, সমুদায় গিরিগর্ভে পাওয়া যায়, এইরূপ বিশ্বাস থাকাতে তাঁহারা পরম সুখে কালযাপন করিতেন। যাহারা গিরিগর্ভে বাস করিতে পায় নাই, তাহাদিগকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও দুঃখের দাস বলিয়া অনুতাপ করিতেন।

তাঁহারা প্রভাতে উঠিতেন, আমোদ-প্রমোদ করিতেন, রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতেন। রাসেলাস ব্যতিরিক্ত আর সকলেই এই অবস্থায় সুখী ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন এবং আমোদ-আহ্লাদে কালক্ষেপণ করিতেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাসেলাসের মনে অসন্তোষের উদয় হইল। যেখানে আমোদ-প্রমোদ হইত, যেখানে পাঁচ জন আসিয়া একত্র বসিত, তিনি আর তথায় যাইতে ভালবাসিতেন না। তিনি নির্জ্জনে বসিতেন, নির্জ্জনে বেড়াইতেন, মনে মনে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার চিন্তা করিতেন। চিন্তায় এরূপ মনোনিবেশ করিতেন যে, ভোজনের সময় নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রী সম্মুখে থাকিত, তিনি খাইতে বিস্মৃত হইতেন; কখন কখন তানলয়বিশুদ্ধ সুস্বর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অমনি উঠিতেন ও নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া সঙ্গিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইত এবং পুনর্ব্বার আমোদ-প্রমোদে তাঁহার প্রীতি জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইত, কিন্তু তিনি তাহাদিগের প্রবোধবাক্য ও সাদর সম্ভাষণ অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিদিন নদীতীরে উপস্থিত হইতেন, তরুতলের ছায়ায় বসিয়া কখন বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পক্ষিগণের মধুর কলরব শুনিতেন, কখন বা জলে মৎস্য সকল সাঁতার দিয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিত দেখিতেন, কখন বা হঠাৎ মাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, চতুর্দ্দিকে পশু সকল চরিতেছে, কোন কোন পশু শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কেহ বা ঘাস খাইতেছে, কেহ বা দৌড়িতেছে, নিমেষশূন্য-লোচনে অবলোকন করিতেন।

রাসেলাসের এইরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে কারণ সন্ধান করিতে সমুৎসুক হইল। একদা তিনি নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক জন বিজ্ঞ শিক্ষক গোপনে গমন করিলেন। রাসেলাস পূর্ব্বে ঐ শিক্ষকের কথা-বার্ত্তা শুনিতে ভালবাসিতেন ও শুনিয়া আহ্লাদিত হইতেন। তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, রাসেলাস জানিতে পারিলেন না। রাসেলাস কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পাহাড়ের উপর ছাগগণ চরিতেছে, নিমেষশূন্য-লোচনে অনেকক্ষণ অবলোকন করিয়া আপন অবস্থার সহিত তাহাদিগের অবস্থার তুলনা করিয়া কহিলেন, "মনুষ্য ও পশু জাতির কেন এত ইতর-বিশেষ হইল? আমার শরীর রক্ষার্থে যাহা যাহা আবশ্যক, যে সকল পশু আমার চতুর্দ্দিকে চরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদিগের প্রাণধারণের নিমিত্তও তাহাই প্রয়োজনীয়। ইহারা ক্ষুধার সময় ঘাস খায়, পিপাসা হইলে জল পান করে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা শান্ত হইলে সন্তুষ্ট হয় ও নিদ্রা যায়। নিদ্রাভঙ্গ হইলে আবার খায়, ক্ষুধানিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার বিশ্রাম করে। ইহাদিগের ন্যায় আমারও ক্ষুৎ-

পিপাসা হয়, আমিও আহার করি, জলপান করি, কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা শান্তি হইলে আমার মনে সন্তোষের উদয় হয় না। আমি বিশ্রামসুখ লাভ করিতে পারি না। ইহাদের মত আমারও আবশ্যক সামগ্রীর প্রয়োজন হয়; কিন্তু পাইলে ইহাদিগের মত সন্তুষ্ট বা পরিতৃপ্ত হই না। যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা না লাগে, সে পর্য্যন্ত ইহারা বিশ্রাম করে, কিন্তু আমার সে সময় অন্ধকারময় ও ক্লেশময় বোধ হয়। শীঘ্র শীঘ্র ক্ষুধা লাগিলে আহারের দিকে মনঃসংযোগ হইবে বলিয়া আমি মুহুর্ম্মুহুঃ ক্ষুধা প্রার্থনা করি। পক্ষিগণ চঞ্চুপুট দ্বারা ফল ভক্ষণ করে, ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইলে বনের অভ্যন্তরে উঠিয়া যায়, তথায় তরুশাখায় উপবিষ্ট হইয়া, জন্মিয়া অবধি যে একপ্রকার কলরব শিখিয়াছে, তাহাই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া সুখে কালযাপন করে। আমি শত শত বীণা-বাদক ও বেণুবাদক আনিতে পারি, শত শত গায়ক সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু কল্য যে গান ও স্বর শুনিয়াছি, তাহা আর আজি শুনিতে ভাল লাগে না, আবার পরদিন উহা শুনিতে ক্লেশকর বোধ হয়। এখানে কৌতুক-নিবারণের সমুদায় সামগ্রী আছে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার সকল উপায় আছে, তথাপি আমি পরিতৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হই না। বোধ হয়, মানবজাতির অনুভাবিত কোন ইন্দ্রিয় থাকিবে, সেই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার সামগ্রী এখানে নাই, অথবা ইন্দ্রিয়-সুখব্যতিরিক্ত এমত কোন সুখ থাকিবে, সেই সুখ-সম্ভোগ করিতে না পারিলে মনুষ্য প্রকৃত সুখী হইতে পারে না।"

অনন্তর রাসেলাস ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, গগনমণ্ডলে চন্দ্রোদয় হইতেছে, তখন প্রাসাদের দিকে চলিলেন। মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার সময় চতুর্দ্দিকে পশু-দিগকে দেখিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পশুজাতি! তোমরাই যথার্থ সুখী। আমি দুঃখভারে আক্রান্ত হইয়া তোমাদিগের নিকট দিয়া যাইতেছি, আমাকে দেখিয়া তোমাদের ঈর্ষা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; আমিও তোমাদিগের সুখে ঈর্ষা করি না; কারণ, তোমাদের সুখ ও মানবজাতির সুখ বিভিন্ন প্রকার। আমার এরূপ কত দুঃখ-সন্তাপ উপস্থিত হয়, যাহা তোমাদিগের কখনই ভোগ করিতে হয় না। যে ক্লেশ আমাকে সহ্য করিতে হইতেছে না, তাহা হইতেও আমি ভয় পাইতেছি; যে বিপদ ঘটে নাই, তাহারও আশঙ্কা করিয়া কাতর হইতেছি; যে অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই, তাহাও স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকি। কখন অমঙ্গল হইবে, কখন সঙ্কট ঘটিবে, এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত; তোমাদিগের এরূপ ক্লেশ কিছুই নাই। জগদীশ্বর জন্তুবিশেষকে যেরূপ বিশেষ বিশেষ সুখভোগ করিতে দিয়াছেন, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ দুঃখ প্রদান করিয়া সকল জন্তুর সুখ-দুঃখের সাম্য করিয়া দিয়াছেন, সন্দেহ নাই।" রাজকুমার যাইতে যাইতে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হওয়াতে এবং সদ্বক্তার মত উত্তমরূপ সাজাইয়া সেই সকল ভাব আপনা হইতে ব্যক্ত করিতে পারাতে তাঁহার দুঃখের অনেক হ্রাস হইল। সে দিন সন্ধ্যাকালে আহ্লাদিত-মনে সকলের সঙ্গে একত্র বসিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আহ্লাদিত দেখিয়া সকলে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

যাহার কিছু অভাব নাই, তাহার অসুখ।

রাজকুমারের মানসিক রোগের হেতু জানিতে পারিয়া উপদেশ দ্বারা তাহার প্রতীকার করিবার আশয়ে সেই প্রাচীন শিক্ষক একদিন রাসেল্যাসের নিকটে গেলেন এবং বিনীতভাবে কথোপকথনের অবসর চাহিলেন। রাসেলাস অনেক কালাবধি জানিতেন, ঐ শিক্ষকের বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে, নূতন কিছু উপদেশ দিতে অথবা শিখাইতে পারেন, তাঁহার আর এরূপ সংস্থা নাই, সুতরাং অবসরদানে অনিচ্ছুক হইয়া মনে মনে কহিলেন, 'কেন এ আমাকে বিরক্ত করে? নূতন ও অশ্রুত-পূর্ব্ব বলিয়া যে সকল কথা ভাল লাগিয়াছিল, আবার ভুলিয়া গেলে ভাল লাগিতে পারে, তাহা কি আমাকে ভুলিতে দিবে না?' এই ভাবিয়া তথা হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন ও বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতি-দিন যেরূপ চিন্তা করিতেন, সেইরূপ চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। চিন্তা গাঢ়রূপে মনো-মধ্যে নিবিষ্ট না হইতেই সহসা পার্শ্বে দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখিলেন, সেই শিক্ষক দণ্ডায়-মান। তখন অত্যন্ত বিরক্ত ও অধীর হইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে ভাবিলেন, যাহাকে পূর্ব্বে বিলক্ষণ সম্মান ও সমাদর করিয়াছি এবং এখনও ভালবাসিয়া থাকি, তাহাকে অপমানিত করা উচিত নয়। অনন্তর বৃদ্ধকে নিকটে আহ্বান করিলেন ও উভয়েই নদীর তীরে উপবিষ্ট হইলেন।

বৃদ্ধ এইরূপ আহ্বানে উৎসাহিত হইয়া রাজকুমারের মনোগত ভাবের পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন ও জিজ্ঞাসিলেন, "কুমার! তুমি কি নিমিত্ত প্রাসাদের সুখসম্ভোগ ও আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে অবস্থিতি কর ও লোকের সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া সর্ব্বদা মৌনভাবে থাক?"

রাসেলাস কহিলেন, "আমি আমোদ পরিত্যাগ করি, কারণ, আমোদে আর আমোদ পাই না। আমি সর্ব্বদা দুঃখিত থাকি এবং আত্মদুঃখে অন্যের সুখশশধর মলিন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া নির্জ্জনে যাই ও একাকী অবস্থিতি করি।" বৃদ্ধ কহি-লেন, "রাজকুমার! সুখের প্রাসাদে দুঃখের কথা তুমিই এই প্রথম উল্লেখ করিলে। তুমি যে দুঃখের কথা বলিতেছ, তাহা অমূ-লক। আবিসিনিয়ার সম্রাট্ যত সুখ-সামগ্রী প্রদান করিতে পারেন, সমুদয় এখানে আছে। এখানে পরিশ্রম ও দুঃসা-হসিক কর্ম্ম করিতে হয় না অথচ তাহার ফল পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া দেখ, এখানে কিছুরই অভাব নাই, যাহা চাহ, সমুদয় আছে। যদি প্রার্থনীয় বস্তুই না থাকিল, তবে কিসের দুঃখ?"

রাজকুমার কহিলেন, "প্রার্থনীয় বস্তু কিছু দেখিতে পাই না অথবা কি বস্তু প্রার্থনা করি, তাহা জানি না বলিয়াই দুঃখিত আছি। যদি জানিতে পারি যে, এই বস্তু প্রার্থনীয়, তাহা হইলে উহা পাইবার ইচ্ছা হয়, পাইবার ইচ্ছা হইলে যত্ন করি। তখন আর দিনমণি আস্তে আস্তে অস্তাচলে গমন করিতেছেন বোধ হয় না এবং প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর কি করিব বলিয়া ভাবিতে হয় না। যখন আমি দেখি, মেষ-শাবকগণ একটা আর একটার অনুবর্ত্তী হইতেছে, তখন মনে হয়, আমিও কোন বিষয়ের অনুসরণ করিলে সুখী হইব, কিন্তু সেইরূপ করিয়া দেখি, তাহাতেও সুখ নাই; সকল দিনই সমান ও সমুদায় মুহূর্ত্তই এক-

প্রকার বোধ হয়। বিশেষ এই, পূর্ব্বদিন ও পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত অপেক্ষা পরদিন ও পর-মুহূর্ত্ত অধিক ক্লেশকর ও দুঃসহ হইয়া উঠে। বাল্যকালে দিন সকল শীঘ্র শীঘ্র যাইত, সমুদায় বস্তুই নবীন ও অচিরজাত বোধ হইত, প্রতিমুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বস্তু দেখিয়া আহ্লাদিত হইতাম। আপনি ত একজন বহুদর্শী বটেন, কি করিলে শীঘ্র শীঘ্র দিন যাইবে, বলিয়া দেন। আমি অনেক সামগ্রী ভোগ করিয়াছি একণে অভিলাষের নূতন সামগ্রী কিছু নির্দ্দেশ করুন।"

বৃদ্ধ নূতন রকম দুঃখের কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; তথাপি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, "কুমার! যদি তুমি পৃথিবীর দুঃখ ও দুর্দ্দশা দেখিতে, তাহা হইলে আপনার বর্ত্তমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে দুর্ল্লভ ও বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে সন্দেহ নাই।" রাজকুমার কহিলেন, "হাঁ, একণে অভিলাষের নূতন সামগ্রী পাইলাম, পৃথিবীর দুঃখ ও দুরবস্থা দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা দেখিলে বোধ হয় সুখী হইব। কারণ, অন্যের দুঃখের সহিত তুলনা করিয়া না দেখিলে আপনার সুখ বুঝিতে পারা যায় না।"

রাজকুমারের ক্রমাগত চিন্তা ও বিষাদ।

এইরূপ কথা-বার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে আহারের সময়-বিজ্ঞাপক বাদ্যধ্বনি হইল ও কথোপকথন শেষ হইল। ন্যায়ানুগত উপদেশ দ্বারা যে পথ হইতে রাজকুমারকে নিবৃত্ত করিবার মানস করিয়াছিলেন, সেই পথই প্রদর্শিত হইল দেখিয়া, বৃদ্ধ সাতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়া প্রস্থান করিলেন। রাজকুমার পৃথিবীর কথা শুনিয়া কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে কত ভাবের উদয় হইতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইবে ও বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, এক্ষণে অধিক বয়স হয় নাই; অনেক কর্ম্ম করিতে পারিব বলিয়া আহ্লাদিত হইলেন।

এইরূপ আশার শিখা তাঁহার মনোমধ্যে প্রথম প্রবেশ করিয়া তাঁহার গণ্ডস্থলের স্বাভাবিক রাগ বর্দ্ধিত করিল এবং তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া উজ্জ্বল আলোক বহির্গত হইতে লাগিল। কিছু করিতে হইবে বলিয়া মনে মনে ইচ্ছা জন্মিল, কিন্তু হইবে, কি উপায়েই বা সম্পন্ন করিবে, তাহার ফলই বা কি হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। তদবধি একাকী অথবা চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন না। সুখের গুপ্ত ভাণ্ডার পাইয়াছি গোপনে ভোগ করিব বিবেচনা করিয়া আমোদে আপনাকে সর্ব্বদা আসক্ত ও অনুরক্ত দেখাইতেন এবং যে অবস্থায় আপনি বিরক্ত হইয়াছিলেন, সেই অবস্থায় অন্যকে সুখী রাখিবার চেষ্টা করিতেন। আমোদ-প্রমোদের যত বৃদ্ধি হউক না কেন, তদ্দ্বারা সমুদায় সময় কখন অতিবাহিত হয় না। দিন-যামিনীমধ্যে এমন অনেক সময় পাওয়া যায়, যে সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া সুখ করিলে কেহ সন্দেহ করে না নির্ভয়ে চিন্তা করিতেও পারা যায়। রাসেলাস সম্যুৎসুক চিত্তে সমাজে গতাগতি করিতেন, তথা হইতে বহির্গত হইয়া আহ্লাদিত মনে নির্জ্জনে গমন করিতেন এবং চিন্তায় যে নূতন সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারই অনুধ্যান করিতেন। এইরূপে তাঁহার দুঃখের ভার অনেক কমিয়া গেল।

যে পৃথিবী তিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন

দেখেন নাই, মনে মনে তাহার কল্পনা করাই তাঁহার প্রধান আমোদ হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে আপনার নানা অবস্থা কল্পনা করিতেন। আপনাকে নানা সঙ্কটে নিক্ষিপ্ত করিতেন ও অশেষবিধ দুঃসাহসিক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। মনে মনে দীন-হীনের দুঃখ দূর করিতেন, কখন প্রতারণা ও অত্যাচার নিবারণ করিতেন, কখন বা পৃথিবীস্থ লোকদিগকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিতরণ করিতেন। এইরূপে বিংশতি মাস অতীত হইল। মনে মনে মনোরথ-কল্পনায় এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলেন যে, নির্জ্জনে আছি বলিয়া তাঁহার আর বোধ হইত না। তিনি ভাবিতেন—আমি পৃথিবীতে গিয়াছি ও জনসমাজে বাস করিতেছি। এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পৃথিবীতে যাইবার ও পৃথিবীস্থ লোকের সহিত মিলিবার কোন উপায় চেষ্টা করেন নাই।

একদা নদীতীরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার মনে উদয় হইল যেন, পিতৃমাতৃহীন এক স্ত্রীলোক আসিয়া কহিল, 'আমার প্রাণবল্লভ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলাইতেছে।' রাসেলাস অমনি উঠিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন। ধরিতে না পারিয়া মনে মনে কহিলেন, 'দোষীরা ভয়যুক্ত শীঘ্র দৌড়িয়া যায়, সহসা ধরিতে পারা যায় না। যাহা হউক, যতক্ষণ ধরিতে না পারিব, ততক্ষণ ছাড়িব না।' এই বলিয়া ক্রমাগত দৌড়িতে লাগিলেন। পরিশেষে সম্মুখে পর্ব্বত দেখিয়া গতিরোধ হইল। তখন সমুদয় মিথ্যা বলিয়া বোধ হইল এবং মিথ্যা মনোরথ-কল্পিত আবেগ নিবারণ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিষণ্ণ-বদনে কহিলেন, "এই পর্ব্বতই আমার সুখসম্ভোগ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দৃঢ়তর প্রতিবন্ধক হইয়াছে। কত দিন হইল, আমি পর্ব্বতের বহির্ভাগে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি উহা সম্পন্ন করিবার কোন চেষ্টা পাই নাই।" মনে এইরূপ উদয় হওয়াতে তথায় উপবিষ্ট হইয়া রাসেলাস মনে মনে কহিলেন, "প্রায় দুই বৎসর হইল, আমি এই কারা অতিক্রম করিবার মানস করিয়াছি, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত সেই মানস সফল করিবার কোন চেষ্টা করিলাম না। এই সময় মিথ্যা অতিবাহিত হইল, ইহাতে কত কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিত, কিন্তু আমি কিছুই করিতে পারিলাম না; কেবল অলীক চিন্তায় মিথ্যা কালক্ষেপ করিলাম! মনুষ্যের জীবনকালের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, আমি যত সময় মিথ্যা অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা উহার চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। যথার্থরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বাল্যকাল জীবনকালের মধ্যে পরিগণিত নয়, যেহেতু, তখন বুদ্ধিশক্তি ও চিন্তাশক্তি জন্মে না। বার্দ্ধক্যও জীবনকালের মধ্যে ধর্ত্তব্য নয়। জন্মিয়া অনেক কাল পরে আমরা চিন্তাশক্তি প্রাপ্ত হই এবং শীঘ্রই আবার আমাদিগকে কাজের বাহির হইতে হয়। বাল্য ও বার্দ্ধক্য বাদ দিয়া যথার্থরূপে গণনা করিলে মনুষ্যের জীবনকাল চল্লিশ বৎসরের অধিক নয়। আমি কেবল অলীক চিন্তা দ্বারা তাহারই চব্বিশ ভাগের এক ভাগ হারাইয়াছি। যাহা হারাইয়াছি, তাহাই নিশ্চয় পাইয়াছিলাম, আবার আমি যে কুড়ি মাস বাঁচিব, তাহা কে বলিতে পারে?" রাসেলাস এই বলিয়া অতিশয় অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অনুতাপের যন্ত্রণা তাঁহাকে ইহার পূর্ব্বে আর সহ্য করিতে হয় নাই, এই প্রথম আরম্ভ হইল।

মনে মনে আত্মদোষের উদ্ভাবন করিয়া

তিনি অতিশয় পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেন না। নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া মনে মনে কহিলেন, "পূর্ব্বপুরুষের অনভিজ্ঞতা এবং দেশের কুনিয়ম ও কুপ্রথার জন্য অনেক বয়স মিথ্যা অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ হইলে বিরক্তি ও দুঃখ উপস্থিত হয়। কিন্তু যে অবধি আমার মনে নূতন কল্পনা উদিত হইয়াছে, যে অবধি আমি যথার্থ সুখের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার পর কেবল আমারই দোষে ও আমারই মূর্খতায় এত কাল মিথ্যা অতিবাহিত হইল। যাহা হারাইলাম, তাহা আর পাইব না। এক জন অলস দর্শকের মত কুড়ি মাস ক্রম সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন নিরীক্ষণ করিলাম। এত দিনে পক্ষিশাবক উড়িতে শিখিয়াছে, মাতৃসন্নিধান পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বনে বনে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছে। ছাগশিশুক স্তন্য ত্যাগ করিয়াছে, পাহাড়ের উপর উঠিতে শিখিয়াছে ও ইচ্ছামত আহার-বিহার করিতেছে। আমিই কেবল নিরাশ্রয় ও অজ্ঞান অবস্থায় আছি। আমার কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। চন্দ্র উদিত ও অস্তগত হইয়া জীবন যাইতেছে বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, নদী ক্রমাগত প্রবাহিত হইয়া আলস্যের তিরস্কার করিয়াছেন, তথাপি আমার চৈতন্যোদয় হয় নাই। আমি একেবারে চৈতন্যশূন্য ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ছিলাম। কুড়ি মাস গত হইয়াছে, তাহা আর কে ফিরিয়া আনিতে পারে?"

এইরূপ দুঃখাবহ চিন্তা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকিল। 'বৃথা চিন্তায় আর কালক্ষেপ করিব না,' এই চিন্তা করিতে করিতে চারি মাস গত হইল; একটি মৃত্তিকার পাত্র ভগ্ন হওয়াতে এক জন স্ত্রীলোককে 'যাহা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, তাহার জন্য অনুতাপ করা বৃথা,' এই কথা কহিতে শুনিয়া তাঁহার মনে চৈতন্যোদয় হইল। তখন আপনাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন এবং এই সামান্য উপদেশ আপনি উদ্ভাবিত করিতে ও বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। এত কাল মিথ্যা অনুতাপ করিলাম বলিয়া আবার অনেকক্ষণ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তদবধি গিরিগণ্ড হইতে পলায়নের চেষ্টায় থাকিলেন।

রাসেলাস এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে মনে স্থির করা সহজ, তাহা কাজে নিষ্পন্ন করা অতিশয় কঠিন কর্ম্ম। চতুর্দ্দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, গিরিগণ্ডের সকল দিকেই দুর্ভেদ্য আবরণ। সে আবরণ কখন কেহ অতিক্রম বা ভগ্ন করিতে পারে নাই এবং [illegible] দ্বারে অবরুদ্ধ যে, একবার [illegible] দিয়া প্রবেশ করিলে আর ফিরিয়া [illegible] যায় না। রাসেলাস পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর [illegible] নিতান্ত অধীর ও ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। [illegible] তের উপর বনে আচ্ছাদিত, [illegible] সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়, [illegible] প্রতিদিন পর্ব্বতে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু উহার শিখরদেশ এরূপ [illegible] যে, তথায় আরোহণ করা নিতান্ত অসাধ্য। লৌহের দ্বার খুলিয়া পলায়ন করাও অতিশয় কঠিন কর্ম্ম। উহা কেবল অত্যন্ত ভারী বলিয়া খোলা যায় না, এমন নহে; কিন্তু শত শত দ্বারপাল সাবধান ও সতর্ক হইয়া সর্ব্বদা উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে; সুতরাং কিরূপে ঐ স্থান দিয়া পলায়ন সম্ভবপর হইতে পারে? হ্রদের জল যে স্থান দিয়া বহির্গত হয়, তথায় গিয়া সূর্য্যের আলোকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তর আছে; তাহার মধ্য দিয়া জল নির্গত হইতে পারে,

কিন্তু আর কোন বস্তু যাইতে পারে না। সুতরাং পলায়ন-বিষয়ে নিরুৎসাহ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মনোমধ্যে আশা জাগ্রত থাকিলে সন্তোষেরও সম্ভাবনা থাকে, ইহা জানিতে পারিয়া একবারে হতাশ হইলেন না।

এইরূপ বৃথা অনুসন্ধানে দশ মাস অতীত হইল। রাসেলাস অপেক্ষাকৃত সুখস্বচ্ছন্দে এই কয়েক মাস অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে নবীন আশা অবলম্বন করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন, দিনের বেলায় পরিশ্রম ও মনোযোগ পূর্ব্বক আশা সফল করিবার চেষ্টায় থাকিতেন, সায়ংকালে চেষ্টা করিতেছি বলিয়া আহ্লাদিত হইতেন, পরিশ্রমজন্য ক্লান্তির পর রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতেন। দিনের বেলায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন ও পশুদিগের নানাবিধ কৌশল ও বৃক্ষলতাদির নানাপ্রকার গুণ উদ্ভাবন করিতেন। তখন তাঁহার বোধ হইল যে, গিরিগর্ভ নানা আশ্চর্য্য বস্তুতে পরিপূর্ণ এবং যদিও এখন হইতে পলাইতে না পারি, অন্ততঃ এই সকল আশ্চর্য্য বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান করিলে সুখী ও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব। পলায়নের চেষ্টা বিফল হইতেছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধানের নানা সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেছি, ভাবিয়া আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। প্রথম মনোরথও একেবারে পরিত্যাগ করিলেন না। পৃথিবীতে যাইব, তত্রস্থ লোকদিগের সমুদয় বিষয় অবগত হইব, ইহাও মনে মনে মনোরথ করিতে লাগিলেন। পলায়নের পথ অন্বেষণ করায় ক্ষান্ত থাকিলেন বটে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই প্রস্থান করিব, ইহা মনে মনে জাগরূক রহিল।

উড়িবার কৌশল।

গিরিগর্ভবাসী লোকদিগের সুখ ও সৌকর্য্য-সাধনের নিমিত্ত যত শিল্পকর তথায় আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে এক জন নানাবিধ যন্ত্র ও নানাবিধ কল প্রস্তুত করিতে পারিত। সে এরূপ এক কল প্রস্তুত করিয়াছিল যে, সেই কলে জল উঠিয়া এক উন্নত স্তম্ভের উপরিভাগে পতিত হইত, সেই স্তম্ভের সহিত প্রাসাদের সমুদায় প্রকোষ্ঠের সংযোগ ছিল, সুতরাং জল তথা হইতে প্রাসাদের সমুদায় প্রকোষ্ঠে যাইত। ঐ ব্যক্তি উদ্যানের মধ্যে এমন এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে, তাহার চতুর্দ্দিকে জলযন্ত্র দ্বারা জল বিকীর্ণ হওয়াতে তত্রস্থ সমীরণ সর্ব্বদা শীতল থাকিত। উদ্যানের যে গৃহে কামিনীগণ বাস করিতেন, তথায় এরূপ এক ব্যজন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল যে, নদীর জলপ্রবাহের গতি দ্বারা ঐ ব্যজন আপনিই সঞ্চালিত হইত, কাহাকেও টানিতে হইত না। সে এরূপ অনেক বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল যে সকল বাদ্যযন্ত্র বায়ুর আঘাতে আপনিই বাজিত, কোনটা বা জলপ্রবাহের গতি দ্বারা সুশ্রাব্য শব্দ করিত।

রাসেলাস যাহা কিছু নূতন দেখিতেন, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি কখন এই শিল্পকরের নিকটে আসিতেন, মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহার শিল্পকর্ম্ম দেখিতেন। একদা তথায় আসিয়া দেখিলেন, শিল্পকর,—সমভূভাগে পালভরে চলিতে পারে, এমন এক শকট নির্ম্মাণ করিতেছে। রাসেলাস দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ও বহু সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ শকট শীঘ্র প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলেন। শিল্পকর রাজকুমারের এইরূপ আদরে উৎসাহিত হইয়া সমধিক সম্মানলাভের আশায় কহিল, "মহাশয়!

আপনি ত এক সামান্য শিল্পকৌশল দেখিলেন, শিল্পবিদ্যাপ্রভাবে কত অভাবনীয় অচিন্তনীয় কার্য্যও সম্পন্ন হইতে পারে। বহুকালাবধি আমার এই এক সিদ্ধান্ত আছে যে, মানবগণ জাহাজ ও শকটে আরোহণ না করিয়া কেবল পক্ষের সাহায্যে গতাগতি করিতে পারে। অনভিজ্ঞ অলসেরাই ভূমির উপর দিয়া যাতায়াত করে; জ্ঞানবানেরা নভোমণ্ডল দিয়াও পথ করিয়া লইতে পারেন।”

শিল্পকরের কথা শুনিয়া রাজকুমারের পর্ব্বত অতিক্রম করিবার ইচ্ছা জন্মিল। শিল্পকর যে সকল যন্ত্র রচনা করিয়াছিল, রাসেলাস তাহা দেখিয়া মনে করিলেন যে, তাহার ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আশা অবলম্বন করিয়া হতাশ ও নিরশ্বাস হইলে অধিক অনুতাপ হইবে বলিয়া, আশা অবলম্বন করিবার অগ্রে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিল্পকরকে জিজ্ঞাসিলেন, “তুমি যথার্থ করিয়া বল, যাহা এখনই কহিলে, তাহা সম্পন্ন করিতে পার কি না এবং সেইরূপ করিতে তোমার কি ইচ্ছা আছে? বুঝি তোমার ইচ্ছাই ক্ষমতা অপেক্ষা বলবতী হইয়া থাকিবে। সকল জন্তুরই পৃথক্ পৃথক্ পথ আছে পক্ষিগণ নভোমণ্ডলে উড়িয়া বেড়ায়, মনুষ্য ও পশুগণ ভূমির উপর গতাগতি করিয়া থাকে।”

“হাঁ, এইরূপ মৎস্য সকলও জলে ভাসে, কিন্তু পশুপক্ষিগণও তথায় সাঁতার দেয় এবং মনুষ্যেরাও সন্তরণ শিখিয়া তথায় ভাসিয়া যাইতে পারে। সন্তরণ ও উড্ডয়ন প্রায় একরূপ। জল বায়ু অপেক্ষা গুরু, তাহার উপর ভর দিয়া ভাসিয়া যাওয়াকেও সন্তরণ কহে এবং জল অপেক্ষা লঘু বায়ুর উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াকে উড্ডয়ন বলে। শরীরের ভরে বায়ু অপসারিত না হইতে হইতে দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতে পারিলেই পারা যায়।” শিল্পকরের এই কথা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, “সাঁতার দেওয়া অতিশয় শ্রমসাধ্য, সাঁতার দিবার সময় বলবান্ ব্যক্তিরও অঙ্গ সকল ক্লান্ত ও অবশ হইয়া যায়। আমার আশঙ্কা হইতেছে, তুমি যেরূপ উড়িবার কথা কহিতেছ, বুঝি উহা অপেক্ষাও ক্লেশসাধ্য ও ভয়ানক হইবে। সাঁতার দিয়া যত দূর যাওয়া যায়, উড়িয়া যদি তাহা অপেক্ষা অধিক দূর যাইতে পারা না যায়, তাহা হইলে পক্ষ দ্বারাই বা কি কাজ হইবে?”

শিল্পকর কহিল, “ভূতল হইতে যখন প্রথম আকাশমার্গে উঠা যাইবে, তখন অধিক পরিশ্রম লাগিবে সন্দেহ নাই কুক্কুট প্রভৃতি পোষিত পক্ষিগণ পক্ষ বিস্তার করিয়া যখন ভূতল হইতে প্রথম উঠে, তাহাদিগকে অধিক আয়াস পাইতে হয়, কিন্তু উপরে উঠিলে পৃথিবীর আকর্ষণ অধিক থাকে না, সুতরাং শরীরের ভার লাঘব হয় এবং ক্রমে ক্রমে এরূপ স্থানে উড়িয়া যাওয়া যায় যে, হইতে আর পড়িবার আশঙ্কা থাকে যখন অধিক দূরে উঠা যায়, তখন আর অধিক আয়াস পাইতে হয় না কেবল সহজে সম্মুখে বেগ দিলেই অনায়াসে যাওয়া যায়। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যখন কোন দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পক্ষযুক্ত হইয়া নভোমণ্ডল আশ্রয় করিবেন এবং উপর হইতে দেখিবেন, নিম্নে পৃথিবী যথানিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে; কখন সুমেরু, কখন বা কুমেরু, কখন সাগর, কখন বা নগর, কখন পর্ব্বত, কখন অরণ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে তখন তাঁহার অন্তঃকরণে কি অসীম আনন্দোদয় হইবে। তখন তিনি বাণিজ্যের বিপণি ও

সংগ্রামভূমি সমভাবে দেখিবেন এবং অসভ্য পার্ব্বতীয় লোকের বাসস্থান ও সমৃদ্ধিশালী সুখসম্পন্ন রাজ্য এক ভাবে অবলোকন করিলেন কিছুমাত্র ভয় জন্মিবে না। সহজেই নীলনদের উৎপত্তি- করিতে পারিব এবং পৃথিবীর ত অপর দিকের অনুসন্ধান লইতে সমর্থ হইব।"

"হাঁ, যাহা তুমি কহিলে, তাহা অভিলষণীয় বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, যেখানে উঠিলে পতনের ভয় থাকিবে না, তথায় নিশ্বাসরোধ হইয়া মারা যাইবার সম্ভাবনা। আমি শুনিয়াছি, উচ্চ পর্ব্বতের উপরে উঠিলে নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু তথা হইতে পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যেখানে নিশ্বাস ফেলিতে পারা যায়, তথা হইতে পতনেরও ভয় থাকে।"

রাজকুমারের এই কথা শুনিয়া শিল্পকর কহিল, "অগ্রেই সমুদয় আপত্তির উত্তর করিতে হইলে আর কোন কর্ম্মেরই উদ্‌যোগ করা হয় না। আপনি যদি আমার সংকল্পিত বিষয়ে আনুকূল্য করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমিই প্রথম পক্ষ অবলম্বন করিয়া নভোমণ্ডলে উঠিব; যত বিপদ্, যত আপদ্ হয়, আমারই হইবে। উড্ডীন বিহগাবলীর পক্ষের আকার ও গঠন দেখিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি যে, মনুষ্যের পক্ষ প্রস্তুত করিতে হইলে বাদুড়ের পাখার মত করা উচিত, প্রয়োজন হইলে উহা বিস্তারিত করা যায়, সহজে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতেও পারা যায়। আমি কল্য অবধি ঐরূপ কাষ্ঠের পক্ষ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিব এবং বোধ হয়, এক বৎসরের মধ্যেই মনুষ্যের আবাসভূমি অতিক্রম করিয়া আকাশমণ্ডলে উঠিব। কিন্তু একটি নিয়ম করিতে হইবে। আমাদের ভিন্ন আর কাহারও নিমিত্ত পক্ষ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিবেন না, অগ্রে অঙ্গীকার করুন, তাহা হইলে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।"

রাসেলাস কহিলেন, "এতাদৃশ লাভ ও উপকার হইতে কেন অন্যকে বঞ্চিত করিবে? জগতের হিতের নিমিত্ত সমুদয় লোকেরই চেষ্টা করা উচিত। মানবগণ জন্মিয়া অবধি স্বজাতির নিকট ঋণী থাকে এবং যথাসাধ্য উপকার ও হিতানুষ্ঠান করিলে তখন সেই ঋণ হইতে পরিত্রাণ পায়; সে যাহা জানিতে বা উদ্‌ভাবন করিতে পারে, তাহা লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত করাই উচিত।"

"যদি সকল মনুষ্য সুশীল ও ধার্ম্মিক হইত, তাহা হইলে আমি আহ্লাদিত-চিত্তে সকলকেই উড়িবার কৌশল শিখাইতাম। যখন অসচ্চরিত্র লোকেরা গগনমণ্ডল হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ আরম্ভ করিবে, তখন পৃথিবীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য কোথায় থাকিবে? তখন প্রাচীর, পরিখা, দুর্গ, অরণ্য, পর্ব্বত, সাগর, কিছুতেই কিছু রক্ষা হইবে না। তখন উত্তর দিকের অসভ্য লোকেরাও গগনমার্গ দিয়া আসিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের রাজধানীতে অবতীর্ণ হইবে, লুঠ করিবে ও নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটাইবে। তখন রাজকুমারদিগের বাসস্থান সুখময় এই গিরিগর্ভও নিরাপদ থাকিবে না।" শিল্পকর এই কথা কহিলে রাজকুমার তাহার শিল্পনৈপুণ্যের বিষয় গোপনে রাখিতে স্বীকার করিলেন। শিল্পকর সঙ্কল্পিত বিষয় সম্পাদন করিলেও করিতে পারেন, মনোমধ্যে এইরূপ আশার উদয় হওয়াতে রাসেলাস মধ্যে মধ্যে শিল্পকরের নিকটে যাইতেন, কত দূর হইল, সর্ব্বদা অনুসন্ধান লইতেন।

এবং কিরূপ করিলে উত্তম হইবে, তাহারও উপদেশ দিতেন। পক্ষীদিগকেও অতিক্রম করিয়া উঠিব বলিয়া শিল্পকরের মনে দিন দিন বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল, রাজকুমারের মনেও ঐ রোগ সংক্রামিত হইল।

এক বৎসরের মধ্যে পক্ষ প্রস্তুত হইল। এক দিন প্রাতঃকালে উড়িবার মানসে শিল্পকর পক্ষ লইয়া গিরিগর্ভস্থিত হ্রদের নিকটবর্ত্তী এক উন্নত ভূভাগের উপর উঠিল। প্রথমতঃ পক্ষ দিয়া বাতাস্ একত্র করিল, পরে লম্ফ দিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, যেমন উঠিল, অমনি হ্রদে পতিত হইল। যে পক্ষ গগনে কিছুই সাহায্য করিতে পারিল না, জলে পতিত হইলে তাহাতে অনেক সাহায্য হইল। রাজকুমার শিল্পকরকে ধরিয়া তীরে উঠাইলেন; দেখিলেন, সে ভয়ে ও লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়াছে।

এক পণ্ডিতের সহিত রাজকুমারের সাক্ষাৎ।

সঙ্কল্পিত বিষয় নিষ্ফল হইল বলিয়া, রাজকুমার নিতান্ত দুঃখিত হইলেন না। তিনি অন্য সুযোগ না দেখিয়াই এই অকিঞ্চিৎকর উপায়ে মনোরথসম্পাদনের আশা করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন না, আপন মনোরথও পরিত্যাগ করিলেন না; কেবল সুযোগের অনুসন্ধানে রহিলেন। ক্রমে তাঁহার মানসিক সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার প্রত্যাশার হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। মনে অসন্তোষের উদয় না হয়, এ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার সমুদায় চিন্তা পুনর্ব্বার দুঃখে পরিণত হইল। এমন সময়ে আবার বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ ও নির্জ্জনে গতায়াতের পথ বন্ধ করিল।

ক্রমাগত বৃষ্টি হইতে লাগিল। এরূপ ভয়ানক বর্ষা ইহার পূর্ব্বে আর কখন দেখা যায় নাই। চতুর্দ্দিকে মেঘে দশদিক অন্ধকার। পর্ব্বত হইতে জলের স্রোত আসিয়া সমুদয় মাঠ ভাসাইয়া দিল। যে ছিদ্র দিয়া জল বহির্গত হইত, উহা অতিশয় অপ্রশস্ত, সুতরাং হ্রদের জল ফাঁপিয়া উঠিয়া তীরভূমি আপ্লাবিত করিল। চতুর্দ্দিক জলমগ্ন হইয়া উঠিল। যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, জল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। যে উন্নত ভূভাগের উপর প্রাসাদ ছিল, স্থলের মধ্যে কেবল সেই ভূভাগ ও অন্যান্য দুই এক উচ্চস্থান দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল; সমুদয় নিম্নভূমি জলে এরূপ পরিপূর্ণ হইল যে, গো-মহিষাদির পাল আর মাঠে দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য পশুদিগকেও আর চরিতে দেখা যায় না। তাহারা পর্ব্বতের উপরি-প্রদেশে প্রস্থান করিল।

বর্ষাকাল রাজকুমারদিগকে প্রাসাদে রুদ্ধ করিল। তাঁহারা আর কোথাও যাইতে পারেন না, কেবল প্রাসাদে বসিয়া নানাবিধ আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। ইমলাক নামক এক জন কবি গিরিগর্ভে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তিনি এই সময়ে রাজকুমারদিগকে এক সুশ্রাব্য কাব্য শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। ঐ কাব্যে মানবদিগের নানা অবস্থা বর্ণিত ছিল। রাসেলাস ঐ কাব্য শ্রবণ করিতে অতিশয় সমুৎসুক হইলেন। এরূপ সমুৎসুক হইলেন যে, কবিকে আপন প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার সেই কাব্য শ্রবণ করিলেন। কবির সহিত রাসেলাসের আলাপ-পরিচয়

হইল ও ক্রমে সৌহার্দ্দ জন্মিল। তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় ও সৌহার্দ্দ হওয়াতে রাসেলাস আপনাকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। ভাবিলেন, সৌভাগ্যক্রমে এমন এক জন পণ্ডিতের সহিত আলাপ হইল, যিনি পৃথিবীর সমুদায় বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন ও লোকের সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়াছেন। তিনি ইমলাককে এমন শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন, যাহা মনুষ্যমাত্রেই অবগত আছে, বাল্যকালাবধি কারারুদ্ধ থাকাতে তিনিই কেবল জানিতে পারেন নাই। রাজকুমারের সামান্য বিষয়ে এরূপ অনভিজ্ঞতা দেখিয়া ইমলাক বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদায় বিষয় জানিতে কৌতুকাক্রান্ত দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তদবধি দিন দিন নূতন নূতন বিষয়ের শিক্ষা দিয়া রাজকুমারকে আহ্লাদিতচিত্ত করিতে লাগিলেন। রাজকুমারও তাহাতে এরূপ আসক্ত ও অনুরক্ত হইলেন যে, জগদীশ্বর মনুষ্যকে কেন নিদ্রাবশীভূত করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইলে নূতন আমোদ অনুভব করিতে ও নূতন নূতন বিষয় শিখিতে পারিব বলিয়া ব্যগ্র হইয়া প্রতিদিন প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা উভয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাজকুমার ইমলাককে স্বকীয় জীবনচরিত বর্ণনা করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং তিনি কি আশয়ে গিরিগর্ভে আসিয়া বদ্ধ হইয়াছেন, তাহাও জানাতে উৎসুক হইলেন। ইমলাক আপন উপাখ্যান বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজকুমারও গানবাদ্য শুনিতে আহূত হইলেন; সুতরাং তৎকালে উহা বন্ধ থাকিল।

ইমলাকের জীবনচরিত।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দিবসের শেষভাগ ও রাত্রিকাল অতি রমণীয়। সেই সময়ই আমোদ-প্রমোদের সময়; সুতরাং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান-বাদ্য হইল। তদনন্তর রাজকুমার ও রাজকুমারীরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন রাসেলাস ইমলাককে ডাকাইলেন এবং আত্মজীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আদেশ দিলেন।

ইমলাক কহিলেন, "মহাশয়! আমার জীবনবৃত্ত দীর্ঘ নয়। যিনি জ্ঞানোপার্জ্জনে একান্ত অনুরক্ত ও বিদ্যানুশীলনে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন, নিরুদ্বেগে ও নিরুপদ্রবে তাঁহার সময় যায়; তাহার মধ্যে নানা ঘটনা উপস্থিত হয় না। সমাজে বক্তৃতা করা, নির্জ্জনে চিন্তা করা, পাঠের অনুশীলন করা, কৌতুকাক্রান্ত হওয়া ও অন্যের কৌতুক ভঞ্জন করা বিদ্যার্থীর কর্ম্ম। তিনি বিনা আড়ম্বরে ও নির্ভয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করেন। তাঁহার মত বিদ্যাব্যবসায়ী ভিন্ন আর কেহ তাঁহার গণনা বা সমাদর করে না।

নীল নদের অনতিদূরে গোম্বিয়ামা রাজ্যে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার পিতা এক জন ধনবান্ বণিক্ ছিলেন। আফ্রিকার অভ্যন্তর-প্রদেশে ও লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী বন্দরে তিনি বাণিজ্যব্যবসায় করিতেন। তিনি সুশীল, মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার আশয় অতি ক্ষুদ্র। কিসে ধনবান্ হইব, সর্ব্বদা এই চেষ্টায় থাকিতেন এবং পাছে ঐ রাজ্যের গবর্ণর অপহরণ করিয়া লন, এই ভয়ে আত্মধন গোপন করিয়া রাখিতেন।"

রাজকুমার কহিলেন, "কি! আমার পিতার রাজ্যে এক জনের ধন অপরে অপহরণ করিয়া লয়। তবে ত তিনি কর্ত্তব্য-

কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অত্যন্ত অমনোযোগী। তিনি কি জানেন না যে, স্বয়ং অন্যায় কর্ম্ম করিলে অথবা অন্যায় কর্ম্ম করিয়া শাস্তি না পাইলে উভয়েতেই রাজারা দোষভাগী হন? যদি আমি সম্রাট্ হইতাম, তাহা হইলে সামান্য এক প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়াও কেহ দণ্ড এড়াইতে পারিত না। এক জন নিরপরাধ বণিক্ স্বোপার্জ্জিত ধন সুখে ভোগ করিতে পারেন না শুনিয়া আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত ও সর্ব্বশরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। তুমি এখনই সেই গবর্ণরের নাম নির্দ্দেশ কর, আমি তাহাদের দোষের বিষয় সম্রাটের নিকট এখনই প্রকাশ করিয়া দিই।"

ইমলাক কহিলেন, "মহাশয়! আপনি যুবা, যৌবনসুলভ অধৈর্য্য ও ঔৎসুক্য আপনার মনে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এমন সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে এইরূপ দোষে আপনার পিতাকে দূষিত করিতে সম্মত হইবেন না এবং গবর্ণরের দোষের কথা শুনিয়াও এত অধীর হইবেন না। আবিসিনিয়ার অন্তর্গত সমুদায় রাজ্যে অত্যাচার অধিক নাই, অত্যাচার করিয়াও প্রায় কেহ দণ্ড এড়াইতে পারে না। কিন্তু এরূপ কোন রাজ্যে শাসনপ্রণালী অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই, যদ্দ্বারা সমুদায় অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহার একেবারে নিবারিত হইতে পারে। রাজা স্বচক্ষে সমুদায় দেখিতে পারেন না; স্বয়ং সমুদায় কর্ম্ম করিতেও সমর্থ হন না; তাঁহাকে অন্যের উপর নির্ভর ও অন্যের হস্তে প্রভুত্ব প্রদান করিতে হয়। মনুষ্যের হস্তে প্রভুত্ব সমর্পিত হইলেই কখন কখন অন্যায় ও অত্যাচার ঘটিয়া থাকে। প্রধানপদারূঢ় ব্যক্তি সতর্ক ও সাবধান হইলে অনেক সৎকর্ম্ম সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু অনেক সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও রহিয়া যায়। লোকেরা যত দুষ্কর্ম্ম করে, সমুদায় তিনি জানিতে পারেন না; যাহাও বা জানিতে পারেন, সে সমুদায়েরও সমুচিত প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন না।"

রাজকুমার কহিলেন, "তোমার কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তোমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হই নাই, তোমার কথা শুনিতে প্রস্তুত হইয়াছি, ভাল, বলিয়া যাও।"

ইমলাক কহিলেন, "আমি যাহাতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে বিলক্ষণ দূরদর্শী হইতে পারি, এইরূপ শিক্ষা ব্যতিরিক্ত পিতার আর কোন শিক্ষা দিবার বাকী ছিল না। আমার সুন্দর স্মৃতিশক্তি ও দেখিয়া পিতা আহ্লাদিতচিত্তে এই আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন যে, 'এই বালক আবিসিনিয়ার মধ্যে এক জন প্রধান ধনবান হইবে'।"

রাজকুমার বলিলেন, "তোমার পিতার এত ধনসম্পত্তি ছিল যে, তাহা তিনি প্রকাশ করিতেও পারিতেন না, ভোগ করিতেও সমর্থ হইতেন না। তবে কেন আবার ধনবৃদ্ধির বাসনা করিয়াছিলেন? তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার সত্যাসত্য বিষয়ে আমার সন্দেহ করিবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে, পরস্পরবিরুদ্ধ উভয় বিষয়ই কখন সত্য হয় না।"

"পরস্পরবিরুদ্ধ উভয়ই সত্য হয় না যথার্থ বটে, কিন্তু ইহা সেরূপ নয়। বোধ হয়, পিতা মনে করিতেন, এমন সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে অপহরণের ভয় থাকিবে না এবং নিরুদ্বেগে স্বোপার্জ্জিত ধন ভোগ করিতে পারিব। হয় এই জন্যই হউক, নতুবা মনকে বিষয়বিশেষে ব্যাপৃত রাখিবার নিমিত্তই হউক, তিনি ধনবৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেন। যাঁহার আবশ্যক সামগ্রীর

অপ্রতুল নাই, তাঁহাকেও মনোরথের পরতন্ত্র হইয়া চলিতে হয়।" ইমলাকের এই কথা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, "হাঁ, ইহা আমি কতক কতক বুঝিতে পারি। যাহা হউক, তোমার কথার ব্যাঘাত করিলাম বলিয়া আমার অনুতাপ হইতেছে।"

ইমলাক কহিলেন, "পিতা এই অভিপ্রায়ে আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যখন আমি বিদ্যানুশীলনে ও জ্ঞানোপার্জ্জনে কত সুখ জানিতে পারিলাম, নব নব বিষয় অবগত হইয়া অপূর্ব্ব সন্তোষ পান করিতে লাগিলাম, তখন ধনে বিতৃষ্ণা জন্মিল এবং পিতার মনোরথ বিফল করিতে ইচ্ছা হইল। তাঁহার ক্ষুদ্রাশয়তার নিমিত্ত দুঃখ হইতে লাগিল। কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বে আমাকে বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত ও ভ্রমণের ক্লেশে নিক্ষিপ্ত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। আমি তত দিন নানা শিক্ষকের নিকট স্বদেশ প্রচলিত বিদ্যার সমুদায় শাখা শিখিতে লাগিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বিষয় শিখিয়া মনে নব নব প্রীতি জন্মিত এবং ক্রমাগত সুখ-সন্তোষে কালক্ষেপ করিতাম। প্রথমে শিক্ষকদিগকে আশ্চর্য্য বস্তু ও অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী সম্মান ও সমাদর করিতাম; কিন্তু যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই সম্মানের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। পাঠারম্ভকালে যাঁহাকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইত, পাঠ সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য অপেক্ষা সমধিক বিজ্ঞ বা উৎকৃষ্ট বোধ হইত না।

পরিশেষে পিতা আমাকে বাণিজ্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন এবং এক গুপ্ত ধনাগার খুলিয়া দশ সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা গণিয়া দিলেন ও কহিলেন, 'এই মূলধন লইয়া তুমি বাণিজ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। আমি ইহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও অল্প সুবর্ণ লইয়া প্রথম বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম; দেখ, পরিশ্রম ও পরিমিত ব্যয় দ্বারা কত ধন উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছি। যাহা তোমাকে দিলাম, ইহা তোমার আপনার হইল। এক্ষণে বৃদ্ধি করিতেও পার, বিনষ্ট করিতেও পার। যদি ইচ্ছানুসারে অথবা অনবধানতাদোষে ইহা বিনষ্ট করিয়া ফেল, তাহা হইলে আমার মরণ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে আর এক কপর্দ্দকও পাইবে না। যদি চারি বৎসরের মধ্যে ইহা দ্বিগুণ করিতে পার, তাহা হইলে পুত্রত্ব-নিবন্ধন তোমার আর অধীনতা থাকিবে না। তখন বাণিজ্য-ব্যবসায়ে আমার অংশীদার হইবে এবং পরস্পর মিত্রভাবে কালযাপন করিব। যে ব্যক্তি আমার ন্যায় ধনবৃদ্ধির কৌশল জানে, তাহাকে আমি আমার সমান লোক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি।'

অনন্তর আমি টাকা লুকাইয়া লইলাম এবং উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া দিয়া লোহিত সাগরের তীরে বাণিজ্য করিতে চলিলাম। যখন অকূল সাগর নেত্রপথে পতিত হইল, কারাবদ্ধ ব্যক্তি পলাইতে পারিলে তাহার মনে যেরূপ আনন্দোদয় হয়, আমার অন্তঃকরণেও সেইরূপ আহ্লাদ জন্মিল। আমার মনে অনিবার্য্য কৌতুক প্রবল হইয়া উঠিল এবং এই অবকাশে বিদেশের আচার-ব্যবহার জানিতে ও নানাদেশ-প্রচলিত নানা বিদ্যা শিখিতে ঔৎসুক্য জন্মিল।

মনে করিলাম, পিতা আমাকে মূলধন বৃদ্ধি করিবার অঙ্গীকার করান নাই। যদি আমি অঙ্গীকার করিয়া প্রতিপালন না করিতাম, তাহা হইলে দোষভাগী হইতাম, সন্দেহ

নাই। তিনি আমাকে কেবল ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন, তবে এক্ষণে আমার যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। এই মনে করিয়া আত্ম-অভিলাষ সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলাম এবং বোধনদের জল পান করিয়া কৌতুকতৃষ্ণা নিবারণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল।"

আমি স্বতন্ত্র হইয়া বাণিজ্য-কার্য্য করিব, পিতার সহিত কোন সংস্রব থাকিবে না, লোকে ইহা জানিতে পারিয়াছিল; সুতরাং জাহাজের অধ্যক্ষের সহিত আপনিই বন্দোবস্ত করা ও আপন ইচ্ছানুসারে দেশ-দেশান্তরে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ কর্ম্ম হইল। যে দেশে যাইব, তাহাই আমার পক্ষে নূতন, তথায় নূতন নূতন বস্তু দেখিবার ও নূতন বিষয় জানিতে পারিবার সম্ভাবনা, এই নিমিত্ত নির্দ্ধারিত দেশবিশেষে গমন করিবার ইচ্ছা হইল না। একখান জাহাজ সৌরাষ্ট্রদেশে যাইতেছিল, তাহাতেই আরোহণ করিলাম এবং আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পত্র লিখিয়া পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

যখন অকূল সাগরে প্রবেশিলাম, ভূমি দর্শনপথ অতিক্রম করিল, যে দিকে নেত্রপাত করি, জল বৈ আর কিছুই দেখিতে পাই না, কূল-কিনারা কিছুই নাই, তখন মনে একদা আহ্লাদ, ভয় ও বিস্ময়ের অবির্ভাব হইল এবং জলের বিস্তারের সহিত অন্তঃকরণও বিস্তৃত হইল। তখন মনে করিলাম যে, ক্রমাগত চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিব, কখন বিরক্তি বা অসন্তোষ জন্মিবে না। কিন্তু কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই বিলক্ষণ বিরক্তি জন্মিয়া উঠিল। নিরন্তর এক বস্তু দেখিতে আর ভাল লাগিল না। তখন উপর হইতে নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। সমুদায় আশা ভরসা বুঝি এইরূপ বিরক্তি ও নিরাশায় পর্য্যবসিত হয় ভাবিয়া, মনে দুঃখ ও পরিতাপ উপস্থিত হইল। তখন মনে প্রবোধ দিয়া কহিলাম যে, সমুদ্র ও ভূমির অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। যখন বাতাস বহে, জলে তরঙ্গ উঠে, যখন বাতাস না থাকে, জল স্থির হইয়া থাকে, সমুদ্রে এই দুই বৈ আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভূমির উপর নানাবিধ পর্ব্বত, বন ও নগর আছে এবং উহা মনুষ্যজাতির আবাসস্থান। মনুষ্যজাতির আচার, ব্যবহার ও রীতি নীতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার; সুতরাং যদিও আমি জড় পদার্থে নানা রকম দেখিতে না পাই সচেতন জীব-জন্তুতে নানা রকম দেখিতে পাইব, সন্দেহ নাই এইরূপ সান্ত্বনা-বাক্যে অন্তঃকরণকে বুঝাইলাম এবং জাহাজ চলিবার সময় কখন নাবিকদিগের কৌশল শিখিতে লাগিলাম, কখন বা মনে মনে আপনাকে নানা অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিয়া সেই সেই অবস্থার কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে লাগিলাম। ইহাতে কথঞ্চিৎ কালযাপন হইতে লাগিল।

জাহাজে বাস করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইতেছিলাম, এমন সময়ে জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে সৌরাষ্ট্রে পঁহুছিল। জাহাজ হইতে নামিলাম, টাকা লুকাইয়া লইলাম এবং আপাততঃ লোকদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত কিছু কিছু দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিয়া কতকগুলি পান্থের সহিত মিলিত হইলাম। সঙ্গিগণ আমাকে ধন নয় বলিয়া বিবেচনা করিল এবং আমি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের নিকট সমুদায় জানিতেছিলাম ও মধ্যে মধ্যে বস্তুবিশেষের প্রশংসা করিতেছিলাম, এই নিমিত্ত আমাকে অনভিজ্ঞ নূতন লোক বলিয়া স্থির করিল। নূতন লোক দেখিলেই তাহারা প্রতারণা করিবার চেষ্টা পায়, নূতন লোকেরাও আবার তাহাদিগের নিকট চাতুরী শিখিয়া সুযোগ পাইলেই অন্যকে প্রতারণা-

জালে নিক্ষিপ্ত করে। তাহাদিগের উপদেশানুসারে তথাকার কর্ম্মকারকেরা কলে-কৌশলে আমার ধন অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল। মিথ্যা ছলনায় আমার অর্থব্যয় হইতে লাগিল দেখিয়াও তাহাদিগের মনে কিছুমাত্র দয়া বা দুঃখ জন্মিল না। আমাকে প্রতারণা করায় তাহাদিগের কিছুমাত্র লাভ হইল না, তথাপি তাহারা আমাকে অনভিজ্ঞ এবং আপনাদিগকে বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বিবেচনা করিয়া মহা আহ্লাদিত হইতে লাগিল।"

রাজকুমার কহিলেন, "স্থির হও, আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। মনুষ্যজাতি কি এত অপকৃষ্ট যে, আপনার লাভ ব্যতিরেকেও অন্যের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা পায়? অন্য অপেক্ষা আমি অধিক বিজ্ঞ, এইরূপ ভাবিয়া লোকে আহ্লাদিত হয়, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু তেমন স্থলে অনভিজ্ঞ বলিয়া তোমার দোষ দেওয়া যায় না ও তাহাতে নির্ব্বুদ্ধিতাও প্রকাশ পায় না। সেরূপ অবস্থায় সেরূপ অনভিজ্ঞতা ঘটিয়াই থাকে, সুতরাং তাহাদিগের আহ্লাদিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। তোমা অপেক্ষা তাহাদের যে অধিক বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা ছিল, তদ্দ্বারা তোমাকে প্রতারণা না করিয়া সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিলেও ত দিতে পারিত।"

ইমলাক কহিলেন, "অহঙ্কারের স্বভাব অতি নিকৃষ্ট, ইনি অতি হীন লাভেই সন্তুষ্ট হন। ঈর্ষাও অতিকুটিলগতি, ইনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, কেবল পরের মন্দ দেখিলেই আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকেন। আমা অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিক অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের মনে অহঙ্কার জন্মিয়াছিল, সুতরাং আমার অনিষ্ট করিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিল এবং আমাকে আপনাদিগের অপেক্ষা অধিক ধনবান্ দেখিয়া দুঃখিত ও ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল, সুতরাং আমার বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল।" ইমলাকের এই কথা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, "হাঁ, বলিয়া যাও, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার সত্যতাবিষয়ে আমি সন্দেহ করিতেছি না। কিন্তু ইহা মনে করিও যে, তুমি ভ্রান্ত হইয়াও, তাহাদিগের দোষ দিতে পার।"

ইমলাক কহিলেন, "আমি সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজধানী আগ্রায় উপস্থিত হইলাম; যে স্থানে মোগল-সম্রাট্ সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ তথাকার ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলাম এবং কিছু দিনের মধ্যেই তদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের কথা বুঝিতে ও তাঁহাদিগের সহিত সহজে কথাবার্ত্তা কহিতে সমর্থ হইলাম। দেখিলাম, তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক অধিক কথা কহেন না ও লোকের সহিত মিশিতে ভালবাসেন না। কতকগুলি সরলান্তঃকরণ লোক মনের কথা অন্যের নিকটেও ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কতকগুলি আপনারা যাহা অতিকষ্টে শিখিয়াছেন, তাহা অন্যকে শিখাইতে অসম্মত। কতকগুলিকে দেখিলে বোধ হয় যে, অন্যকে উপদেশ দেওয়াই শিক্ষার ফল বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

রাজকুমারদিগকে যিনি শিক্ষা দিতেন, তাঁহার সহিত আমার এরূপ আলাপ-পরিচয় হইল যে, তিনি আমাকে অসামান্যবিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া সম্রাটের নিকট লইয়া গেলেন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। সম্রাট্ আমায় বাসস্থান ও ভ্রমণ-বিষয়ক অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি যে অসামান্য লোকের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ একণে আমার

স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতেছে না, কিন্তু যখন তিনি আমাকে বিদায় দেন, তখন তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও সততা দেখিয়া আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছিল।

তথায় আমার এত মান-সম্ভ্রম হইল যে, আমার সহিত যে সকল বণিকেরা গিয়াছিল, তাহারা রাজবাটীর কামিনীগণের নিকট আপন আপন দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয়ের সুবিধার নিমিত্ত আমার অনুরোধপত্র লইবার আশয়ে গতায়াত করিতে লাগিল। পথের প্রতারণার কথা উল্লেখ করিয়া আমি মিষ্টবাক্যে যথেষ্ট উপদেশ দিলাম, তাহারা অনবধানতা প্রদর্শন করিল; শুনিয়া লজ্জা বা অনুতাপের কোন চিহ্নই প্রকাশ করিল না।

অনন্তর অনুরোধপত্র লইবার প্রার্থনায় উৎকোচ দিতে চাহিল, কিন্তু যাহা আমি উপকারের নিমিত্ত দিলাম না, টাকার খাতিরে তাহা কেন দিব? আমাকে পথে প্রতারণা করিয়াছিল বলিয়া আমি অনুরোধপত্র দিতে অস্বীকার করিলাম, এমন নহে, আমার অনুরোধপত্রে বিশ্বাস করিয়া যাহারা তাহাদের দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিতে সম্মত হইবে, সুযোগক্রমে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া আমি অনুরোধপত্র দিলাম না।

আগ্রায় কিছু দিন থাকিয়া যখন দেখিলাম যে, তথায় জানিবার বা শিখিবার উপযুক্ত আর কিছুই নাই, তখন পারস্য-দেশে গমন করিলাম। পূর্ব্বকালে তথায় যে সকল সমৃদ্ধি ও জাঁকজমক ছিল, তাহার বিনাশাবশেষ অনেক দেখিতে পাইলাম। সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, এরূপ সৌকর্য্যসাধন নূতন নূতন সামগ্রীও তথায় অনেক দেখিলাম। পারস্যদেশীয় লোকেরা সমাজপ্রিয়; অনেকে একত্র অবস্থিতি করিতে ভালবাসেন। আমি সর্ব্বদা তাঁহাদের সভায় গতায়াত করিতে লাগিলাম এবং প্রকৃতি, রীতি, নীতি, আচার-ব্যবহার সমুদায় অবগত হইলাম।

পারস্যদেশ হইতে আরবদেশে গমন করিলাম। আরবেরা পশুজীবী, অথচ সংগ্রামপ্রিয়। তাহাদিগের বাসস্থানের স্থৈর্য্য নাই এবং গোমেষাদির পালই তাহাদিগের ধনসম্পত্তি। অন্যের ধনসম্পত্তিতে তাহাদিগের লোভ বা ঈর্ষ্যা নাই, তথাপি তাহারা চিরাগত আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া মানবজাতির শত্রুতাচরণ করে ও সুযোগ পাইলেই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ ও বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়।"

কবিত্ব-শক্তি।

"যেখানে যাই, দেখি, লোকে কবিত্ব-শক্তিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তি বলিয়া সাতিশয় সমাদর করিয়া থাকে। যখন জানিলাম যে, প্রাচীন কবিরাই সর্ব্বত্র প্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত ও মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত, তখন বিস্ময়াপন্ন হইলাম। অন্যান্য বিদ্যা ক্রমে ক্রমে শিখিতে হয়, কিন্তু কবিত্বশক্তি একবারে লাভ করা যায়, এই বলিয়াই হউক, সকল দেশের আদি কবিরা নূতন নূতন বিষয় বর্ণনা করিয়া লোকের মনে বিস্ময় জন্মাইয়া দিয়াছিলেন এবং লোকেরা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া হঠাৎ যে সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই সমাদর চিরকাল রহিয়া গিয়াছে বলিয়াই হউক, অথবা প্রকৃতি ও অবস্থা বর্ণনা করা কবিদিগের কর্ম্ম, প্রকৃতি ও অবস্থা চিরকালই এক প্রকার, প্রাচীন কবিরা সে সমুদায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, নব্যদিগের বর্ণনার নিমিত্ত কিছুই রাখিয়া যান নাই, সুতরাং নব্য

কবিরা যাহা কিছু বর্ণনা করেন, তাহা নূতন হয় [illegible] এই জন্যই হউক, আর কারণান্তর প্রযুক্তই [illegible] বা হউক, প্রাচীন কবিরাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহাদিগের রচিত কাব্য স্বভাব-বর্ণনায় অলঙ্কৃত [illegible]ব্য কাব্য কাল্পনিক অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। [illegible] নব বর্ণনার চাতুরী বিষয়ে প্রাচীন কবিরা অতি নিপুণ, ভাষার মাধুরী ও লিখনভঙ্গী বিষয়ে নব্যদিগের কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার নাম নিবিষ্ট করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। পারস্য ও আরব দেশের সমুদায় কাব্য পাঠ করিলাম। মক্কার ধর্ম্মালয়ে যত পুস্তক ছিল, সমুদায় অভ্যাস করিলাম। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম যে, অনুকরণ দ্বারা কেহ প্রধান হইতে পারে না। প্রকৃতিপর্য্যালোচনাবিষয়ে পাণ্ডিত না হইলে প্রধান কবি হইবার সম্ভাবনা নাই। মনে মনে প্রধান কবি হইবার অভিলাষ হওয়াতে প্রকৃতিপর্য্যালোচনা ও মানবদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা জন্মিল। ভাবিলাম, স্বভাব বর্ণনা করা কবিদিগের কর্ম্ম এবং মানবগণ কবিদিগের শ্রোতা। আমি কখন যাহা দেখি নাই, তাহা বর্ণনা করিতে কদাচ সাহস করিতে পারিব না এবং যে সকল মনুষ্যের অভিপ্রায় অবগত নহি, কাব্য-রচনা দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট অথবা বিস্ময়াবিষ্ট করিবার প্রত্যাশাও করিতে পারি না।

কবি হইবার মানসে নূতন প্রণালীক্রমে সকল বস্তু দেখিতে লাগিলাম অর্থাৎ সকল বিষয়েই ক্রমশঃ মনঃসংযোগ হইতে আরম্ভ হইল। তদবধি কোন বিষয়েই অনাদর করিতাম না। পর্ব্বতে পর্ব্বতে আরোহণ করিতাম, বনে বনে ভ্রমণ করিতাম। মনোযোগ পূর্ব্বক সকল বস্তু দেখিতাম। বনের সমুদায় বৃক্ষ, উদ্যানের সমুদায় লতা, গিরিগর্ভজাত সমুদায় কুসুম আমার চিত্তপটে সর্ব্বদা চিত্রিত থাকিত। পর্ব্বতের ভগ্ন প্রস্তর ও প্রাসাদের উন্নত চূড়া সমান মনোযোগ পূর্ব্বক অবলোকন করিতাম। কখন বক্রগামী গিরিনদীর তীরে তীরে ভ্রমণ করিতাম, কখন বা নিদাঘকালীন মেঘমণ্ডলীর নানাপ্রকার পরিবর্ত্ত দেখিতাম। কবিদিগের কিছুই অনাবশ্যক হয় না। তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া মনে যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখেন, সমুদায়ই কাজে লাগে; কি সুন্দর, কি ভয়ঙ্কর বস্তু, সমুদায়ই তাঁহাদিগের মনোমধ্যে জাগরিত থাকা আবশ্যক। যাহা দেখিলে ভয় ও বিস্ময় জন্মে, এরূপ বৃহৎ বস্তু এবং যাহা দেখিলে প্রীতি জন্মে, এমন ক্ষুদ্র বস্তু সকলই তাঁহাদিগকে স্মৃতিপথে উপস্থাপিত করিয়া রাখিতে হয়। উদ্যানের তরু লতা, অরণ্যের পশু, ভূগর্ভস্থিত ধাতু, আকাশের উল্কা সমুদায় তাঁহাদিগের মনে নিরন্তর সঞ্চিত থাকা আবশ্যক। কারণ, নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রস্তাব সকল উজ্জ্বল বেশভূষায় ভূষিত ও নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সমুদায় জ্ঞানেরই প্রয়োজন হয়। যিনি অধিক জানিতে পারিয়াছেন, তিনি অসাধারণ দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন করিয়াও নানাবিধ সদুপদেশ দিয়া আপন বর্ণনাকে অলঙ্কৃত এবং পাঠকবর্গকে সৎপথে আনীত ও সন্তুষ্ট করিতে পারেন।

সতর্ক হইয়া সকল বস্তুর আকার-প্রকার পর্য্যবেক্ষণ করিতাম, যে দেশ দিয়া যাইতাম ও যাহা দেখিতাম, সমুদায়ই কবিত্বশক্তির সাহায্য করিত।"

রাজকুমার কহিলেন, "এমন দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণে বোধ হয়, অনেক বস্তু তোমার নেত্রপথে পতিত হয় নাই এবং অনেক বস্তু

তোমার নেত্রপথে পতিত হইয়াও জ্ঞানপথ অতিক্রম করিয়া থাকিবে। আমি এত কাল এই গিরিগর্ভে বাস করিতেছি, তথাপি যখন যেখানে যাই, এমন বস্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই অথবা দেখিয়াও মনোযোগ করি নাই।"

ইমলাক কহিলেন, "এক একটি বস্তুর সূক্ষ্মানুসন্ধান করা কবিদিগের কর্ম্ম নয়, সামান্যতঃ এক শ্রেণী ও এক এক জাতির পর্য্যবেক্ষণ করাই তাঁহাদিগের কর্ম্ম। বস্তুর সাধারণ গুণ ও স্থূল স্থূল আকার-প্রকার অনুসন্ধান করাই তাঁহাদিগের আবশ্যক। এক এক কুসুমে কত প্রকার চিহ্ন আছে, তাহা গণনা করা অথবা তরুপল্লবের কত ভিন্ন প্রকার বর্ণ আছে, তাহা বর্ণনা করা তাঁহাদিগের কর্ম্ম নয়। তাঁহারা এরূপ স্থূল স্থূল বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, তাহা পাঠ করিলে যাহা পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, পাঠকবর্গের মনে তাহারই স্মরণ হয়। তাঁহারা এরূপ বিশেষ অনুসন্ধানে মনোযোগ দেন না, যাহা কেহ কেহ দেখিয়া থাকে, কেহ বা অনাদর করিয়া দেখে না। যাহা সকল লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহাদিগের বর্ণনীয় বিষয়।"

জড় পদার্থের আকার-প্রকার পর্য্যবেক্ষণ করিলেই যে কবিদিগের সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন হইল, এমত নহে; তাঁহাদিগকে মানবগণের নানাবিধ অবস্থা, কোন্ অবস্থায় কিরূপ সুখ-দুঃখ, সমুদায় জানিতে হয়; ক্রোধাদি রিপুবর্গের কিরূপ শক্তি ও প্রভাব, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক নিরূপণ করিতে হয়, বাল্যকাল অবধি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত শিক্ষাপ্রণালী, ও দেশ-কাল-ভেদে মানবদিগের মনোবৃত্তির কত প্রকার পরিবর্ত্ত হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান লইতে হয়; স্বদেশ-প্রচলিত ও বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে হয় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ন্যায়ানুগত বিচার দ্বারা সত্যাসত্য বিষয় স্থির করিতে হয়। বর্ত্তমান নিয়ম ও প্রচলিত মতের পরতন্ত্র হওয়া তাঁহাদিগের উচিত নয়। তাঁহাদিগের এরূপ রীতি ব্যক্ত করা উচিত, যাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত, যাহা ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর, যাহার সত্যতা কেহই অপহ্নব করিতে পারে না এবং যাহা চিরকাল এক ভাবে থাকিবে, কখনও পরিবর্ত্ত হইবে না। একবারে মান-সম্ভ্রম ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল না বলিয়া তাঁহাদিগের দুঃখিত বা ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নয়; সহসা প্রশংসা লাভ করিব, এরূপ প্রত্যাশা করাও কর্ত্তব্য নয়। যে সকল লোক পরে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া থাকাই উচিত। তাঁহাদিগের রচনা এরূপ হওয়া উচিত যে, তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদিগকে 'প্রকৃতির ব্যাখ্যাতা ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের নিয়মকর্ত্তা বলিয়া বোধ হইতে পারে। তাঁহারা দেশ ও কালের অধীন নহেন, লোকাচার ও দেশাচারেরও দাস নহেন। তাঁহারা অনন্তরজাত লোকদিগের আচার-ব্যবহার ও বিবেচনার উপরও কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের রচনা সমস্ত লোকের পথপ্রদর্শক ও উপদেশস্বরূপ হয়।

ইহাতেই যে তাঁহাদিগের পরিশ্রমের শেষ হইবে, এমত নহে, তাঁহাদিগকে নানা দেশের ভাষা শিখিতে হয় ও অনেক বিজ্ঞান-শাস্ত্র জানিতে হয়। তাঁহারা যে সকল মত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, লিখনপ্রণালী তাহার উপযুক্ত হওয়া উচিত। সুশ্রাব্য শব্দ ও মধুর বাক্য-প্রয়োগ বিষয়ে তাঁহাদিগের পটুতা থাকা আবশ্যক।"

———

তীর্থ-যাত্রা।

ইমলাক এইরূপে উৎসাহসহকারে আপন ব্যবসায়ের গৌরব-বৃদ্ধি করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজকুমার কহিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে, আর কবির গুণ বর্ণন করিতে হইবে না। বুঝিলাম, মনুষ্যজাতি কেহ কবি হইতে পারেন না। একণে তোমার উপাখ্যান বর্ণন কর।"

ইমলাক কহিলেন, "হাঁ, কবি হওয়া অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম বটে।" রাজকুমার বলিলেন, "হাঁ, এত কঠিন কর্ম্ম যে, আমি আর তাহার বিষয় শুনিতে চাহি না। তুমি তদনন্তর কোথায় গেলে, বল।" ইমলাক কহিলেন, "আমি তদনন্তর সীরিয়ায় গমন করিলাম এবং তিন বৎসর প্যালেস্টিনে বাস করিলাম। তথায় ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হইল। তাঁহারা একণে সর্ব্বজাতিপ্রধান ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত লোক অপেক্ষা ক্ষমতাবান্ ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন। তাঁহাদিগের সেনাগণ দুর্জ্জেয়, তাঁহাদিগের জাহাজ অতি দূর-দেশেও গতাগতি করে, তাঁহাদিগের দেশ অতি সমৃদ্ধিশালী ও ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। তাঁহাদিগের সহিত অন্যদেশীয় লোকের তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, তাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট জীব। তাঁহাদিগের দেশে কিছুই দুষ্প্রাপ্য নাই। লোকের সুখ ও সৌকর্য্যার্থে তথায় দিন দিন যে সকল শিল্প-কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে, আমরা তাহার নামও কখন শুনি নাই। সে দেশে যাহা উৎপন্ন না হয়, তাহাও বাণিজ্যের সাতিশয় শ্রীবৃদ্ধি থাকাতে দুর্লভ হয় না।"

রাজকুমার কহিলেন, "ইউরোপের লোকেরা কিসে এত পরাক্রান্ত ও ক্ষমতাবান্ হইলেন? শুনিতে পাই, তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যবসায় ও জয়লাভ করিতে অনায়াসে আসিয়া ও আফ্রিকায় আইসেন। আসিয়া ও আফ্রিকার লোক কি নিমিত্ত তাঁহাদিগের দেশ আক্রমণ করিতে পারে না, কেনই বা তদ্দেশীয় রাজগণের উপর প্রভুত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হয় না?"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "মহাশয়, তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞ ও বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়াই অধিক ক্ষমতাবান্। যেরূপ মনুষ্যজাতি বুদ্ধিমান্ বলিয়া অন্যান্য জন্তুর উপর প্রভুত্ব করে, সেইরূপ সমধিকজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা আপন অপেক্ষা অনভিজ্ঞ লোকের উপর অনায়াসে প্রভুত্ব প্রচার করিতে পারে। আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধিক বুদ্ধি কিরূপে হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে জগদীশ্বরের দুরবগাহ ও দুর্ভেদ্য ইচ্ছা ব্যতীত কারণান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না।"

রাজকুমার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "কত দিনে আমি প্যালেস্টিনে যাইব, কত দিনে সেই সকল পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান্ লোকদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিব? যাবৎ সেই শুভ দিনের উদয় না হয়, তাবৎ তোমার কথা ও বর্ণনা শুনিয়া কালক্ষেপ করিতে হইবে। প্যালেস্টিনে এত লোক আসিয়া একত্র হয় কেন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে; ধর্ম্মক্ষেত্র ও জ্ঞানক্ষেত্র বলিয়াই তথায় জ্ঞানী ও সাধু লোকেরা আসিয়া বাস করেন, বোধ হইতেছে।"

ইমলাক কহিলেন, "এরূপ অনেক লোক আছেন, তাঁহারা তীর্থস্থান বলিয়া প্যালেস্টিন্ দেখিতে আইসেন না। ইউরোপের বিদ্বান্ অনেক সম্প্রদায় তীর্থযাত্রাকে

পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করেন এবং উপহাসও করিয়া থাকেন।"

রাজকুমার কহিলেন, "মতভেদের কারণ আমি কিছুই অবগত নহি। তীর্থযাত্রীরা ও তীর্থযাত্রার প্রতিকূলবাদীরা আপন আপন মতরক্ষার নিমিত্ত কি কি যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করা দীর্ঘকালসাপেক্ষ; অতএব সংক্ষেপে উভয় পক্ষের স্থূল অভিপ্রায় ব্যক্ত কর

ইমলাক কহিলেন, "অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্মের ন্যায় তীর্থযাত্রাও উদ্দেশ্য বুঝিয়া কখন বা সৎকর্ম্ম, কখন বা মিথ্যাধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সত্যের অনুসন্ধানের নিমিত্ত দূরদেশে ভ্রমণ করা বিহিত নয়। সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সত্যানুসন্ধান আবশ্যক, তাহা সর্ব্বত্র সম্পন্ন হইতে পারে, অনুসন্ধান করিলেও সর্ব্বত্র সত্যের দর্শন পাওয়া যায়। ধর্ম্মবৃদ্ধি ও চিত্ত প্রসন্ন হইবে, এই উদ্দেশে স্থান-পরিবর্ত্তন দ্বারা মনের চাঞ্চল্যও জন্মিতে পারে। কিন্তু যেখানে পূর্ব্বকালে গুরুতর ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সর্ব্বদা তথায় গতায়াত করিলে মনে সেই সেই ঘটনা জাগ্রত থাকে। এই নিমিত্ত যে স্থান হইতে ধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি হয়, লোকে তথায় গমন করে এবং তথায় যে সকল বিস্ময়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নিরন্তর তাহা স্মৃতিপথারূঢ় থাকাতে, মনে দৃঢ়তর ধর্ম্মনিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা। তীর্থবিশেষে গমন করিলে জগদীশ্বর অনুকূল ও সানুগ্রহ হইবেন, এই উদ্দেশে যাহারা তীর্থযাত্রা করে, তাহাদিগের অপেক্ষা ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধর্ম্মপরায়ণ আর নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, প্যালেস্টিনে যাইলে মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিবে, মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিলে পাপকর্ম্মেরও অনেক নিবৃত্তি হইবে, তাঁহারাও ভ্রান্ত বটেন, কিন্তু সেই উদ্দেশে যাইলে তাঁহাদিগের তাদৃশ দোষ দেওয়া যায় না। যিনি মনে করেন, তীর্থে যাইলে জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া সমুদায় পাপমোচন করিবেন, তিনি নিতান্ত অজ্ঞ। এইরূপ ভাবিলে পবিত্র ধর্ম্মের ও বিশুদ্ধ বিবেচনাশক্তির অপমান করা হয়।"

রাজকুমার কহিলেন, "ইউরোপের লোকদিগের এইরূপ মতভেদের বিষয় আমি আর এক সময় বিবেচনা করিয়া দেখিব। কিন্তু জ্ঞানের ফল তুমি কি বুঝিলে, বল। সেই সকল বিজ্ঞ লোক কি আমাদের অপেক্ষা অধিক সুখী?"

ইমলাক কহিলেন, "এই ভূমণ্ডলে মানবদিগকে সর্ব্বদা এত শোক-দুঃখ সহ্য করিতে হয় যে, কোন ব্যক্তিরই আত্মদুঃখের সহিত তুলনা করিয়া অন্যের অপেক্ষাকৃত সুখ অনুধাবন করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু জ্ঞান যে সুখের এক প্রধান কারণ, তাহারও সংশয় নাই। জ্ঞান সুখের কারণ না হইলে কেহই জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা পাইত না। অজ্ঞান অভাব পদার্থ, তদ্দ্বারা কিছুই বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানাবস্থায় কোন বস্তুই চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সে সময় অন্তঃকরণ ও আত্মা জড়ীভূত হইয়া থাকে। যখন আমরা কিছু শিখিতে পারি, আমাদিগের মনে আহ্লাদ জন্মে। যখন কিছু ভুলিয়া যাই, তখন অনুতাপ উপস্থিত হয়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই ন্যায়ানুগত বোধ হইতেছে যে, যখন জ্ঞানোপার্জ্জনের কোন প্রতিবন্ধকতা না ঘটে, তৎকালে আমরা যত জানিতে পারি এবং আমাদিগের মত যত বিস্তৃত ও বহুবিষয় হইতে থাকে, ততই আমরা সুখী হই। যদি বিশেষ বিশেষ সুখসামগ্রী ধরিয়া সুখের গণনা করা যায়, তাহা হইলেও ইউরোপীয়দিগের অধিক সুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে রোগ ও যে

আঘাতে আমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে অথবা সংকটাপন্ন হইতে হয়, তাহা তাঁহারা অনায়াসে দূর করিতে পারেন। শীত-বাত-আতপাদির জন্য আমাদিগকে যে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা তাঁহারা সহজে নিবারণ করিতে সক্ষম। আমরা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অতি কষ্টে যে কর্ম্ম সম্পাদন করি, তাহা তাঁহারা কলে-কৌশলে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন দেশেও তাঁহাদিগের এরূপ যোগাযোগ আছে যে, আপন আপন বন্ধু-বান্ধব হইতে কেহ দূরবর্ত্তী নয় বলিলেও বলা যায়। তাঁহাদিগের রাজনীতি-কৌশলে জনসমাজের অনেক দুঃখ নিবারণ হইয়া থাকে। তাঁহারা পর্ব্বতের মধ্য দিয়াও পথ প্রস্তুত করিতে পারেন, নদীর উপর দিয়াও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল গৃহে বাস করেন, তাহাও স্বাস্থ্যকর, সুদৃশ্য ও বহুকালস্থায়ী। তাঁহাদিগের বিষয়াদিও নিরাপদে রক্ষিত হইয়া থাকে।"

"যাঁহাদিগের এত সুখ ও সৌকর্য্য-সাধনসামগ্রী আছে, তাঁহারা সুখী হইলেও হইতে পারেন। দূরবর্ত্তী বান্ধবেরাও পরস্পর মনের কথা ব্যক্ত করিতে ও আপন আপন সংবাদ পাঠাইতে পারেন শুনিয়া আমার যত ঈর্ষা হইতেছে তত ঈর্ষা আর কিছুতেই হয় নাই।"

রাজকুমারের এই কথা শুনিয়া ইমলাক কহিলেন, "হাঁ, তাঁহারা আমাদিগের মত এত অসুখী নন বটে, কিন্তু তাঁহারাও প্রকৃত সুখী নন। মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেই অধিক দুঃখ, সুখভোগ অতি অল্প মাত্র।"

রাজকুমার কহিলেন, "জগদীশ্বর মনুষ্য-লোকে সুখ বিতরণে এত কৃপণতা করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যদি আমি ইচ্ছানুরূপ চলিতে পারি, তাহা হইলে সুখীও হইতে পারি। তখন আমি কাহারও অপকার করি না, কাহারও রোষানল প্রদীপ্ত করিয়া দিই না, সকলের দুঃখমোচন করি, সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করি; সুতরাং সকলেই আমার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। বিজ্ঞ লোকের সহিত মিত্রতা করি, গুণবতী ভার্য্যা পরিগ্রহ করি, সুতরাং বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নিষ্ঠুর ব্যবহারে ভয় থাকে না। সমুচিত যত্ন করিয়া পুত্রদিগের সুশিক্ষা দিই, তাহারাও সুশিক্ষিত হইয়া বিনয়ী, সুশীল ও ধার্ম্মিক হয় এবং বাল্যকালে আমার নিকট হইতে যে উপকার লাভ করে, আমার বার্দ্ধক্যে প্রত্যুপকার করিয়া তাহার পরিশোধ দেয়। যাহাদিগকে আমি আশ্রয় দিই, যাহাদিগকে আমি প্রতিপালন করি, তাহারা আমার চতুর্দ্দিকে থাকিতে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারে? তখন এক পক্ষে আশ্রয়দান, আর এক পক্ষে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ দ্বারা সুখে ও নিরুদ্বেগে জীবন যাপিত হইতে থাকে। ইউরোপের কল-কৌশলের সাহায্য ব্যতিরেকেও ঐ সকল সম্পন্ন হইতে পারে। তবে ঐ সকল কল-কৌশল তাদৃশ সুখসাধন বলিয়া বোধ হয় না। ভাল, সে কথা এখন থাকুক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।"

ইমলাক কহিলেন, "প্যালেস্টাইন হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়া অন্যান্য রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সমধিকসভ্যতা সম্পন্ন রাজ্যে বণিকের বেশে এবং অসভ্য দেশে তীর্থযাত্রীর বেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা জন্মিল। যে স্থানে বাল্যকাল বাল্যক্রীড়ায় অতিবাহিত হইয়াছিল, যে স্থানে যৌবনকালে অনেকের সহিত বন্ধুতা

জন্মিয়াছিল, অনেক পর্য্যটন ও অনেক পরিশ্রমের পর তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে অভিলাষ হইল এবং আত্মবৃত্তান্ত-বর্ণন দ্বারা বান্ধবদিগের কৌতুকোৎপাদন করিতে ইচ্ছা জন্মিল। যাঁহাদিগের সহিত একত্র সর্ব্বদা ক্রীড়া-কৌতুক করিতাম, যাঁহাদিগের সহিত একত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম, তাঁহারা একে একে আমার সমুৎসুকচিত্তে পদ প্রাপ্ত হইলেন, মনে মনে তাঁহাদিগের বিষয়ই সর্ব্বদা ধ্যান করিতে লাগিলাম। মনে হইল যেন, তাঁহারা সায়ংকালে আমার চতুর্দ্দিকে আসিয়া বসিয়াছেন, আমার উপাখ্যান শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্ময়াপন্ন হইতেছেন এবং মনোযোগপূর্ব্বক আমার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন।

মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা প্রবল হওয়াতে স্বদেশগমনোপযোগী কার্য্য ব্যতিরেকে অন্য কার্য্যে যে সময় যাপিত হইতে লাগিল, তাহা যেন বৃথা নষ্ট করিলাম বলিয়া বোধ হইতে আরম্ভ হইল। অনন্তর সত্বর হইয়া ঈজিপ্ট দেশে যাত্রা করিলাম। স্বদেশ-দর্শনে সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছিলাম, তথাপি পূর্ব্বকালে তথায় যে সকল বিদ্যা প্রচলিত ছিল এবং শিল্পকৌশলে যে সকল বিস্ময়াবহ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বিনাশাবশেষ অনুসন্ধান করিতে করিতে দশ মাস অতীত হইল। ঈজিপ্টের রাজধানী কায়রো নগরে পৃথিবীর সমুদায় জাতি আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে দেখিলাম। কেহ বা জ্ঞানানুশীলনের নিমিত্ত সমাগত হইয়াছে, কেহ বা ধনোপার্জ্জনের প্রত্যাশায় আসিয়াছেন। ইচ্ছামত সকল কর্ম্ম করিতে পারিব, কেহ সন্ধান লইবে না বলিয়াও অনেকে আসিয়া বাস করিতেছে। তাদৃশ জনাকীর্ণ নগরে জনসমাজে বাস জন্য যে সুখলাভ সম্ভাবনা, তাহাও সম্পন্ন হয় এবং নির্জ্জনে বাস করিলে যে সকল বিষয় গোপনে থাকে, তাহাও গুপ্ত থাকিতে পারে।

কায়রো হইতে সুইয়েজে প্রস্থান করিলাম এবং লোহিত সাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া, যে বন্দর হইতে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে প্রথম জাহাজ ছাড়িয়াছিলাম, তথায় গিয়া পৌঁছিলাম। অনন্তর পান্থদিগের সহিত মিলিত হইয়া কতিপয় দিবসে দেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাইতে যাইতে মনে মনে মনোরথ করিতে লাগিলাম যে, বাটীতে পৌঁছিলে জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও আত্মীবর্গ আসিয়া সমাদরে আলিঙ্গন করিবেন, বন্ধু বান্ধবেরা আহ্লাদিতচিত্তে অভিনন্দন ও সাদর-সম্ভাষণ করিবেন, পিতার ধনলালসা যত প্রবল হউক না কেন, যে পুত্র বংশ উজ্জ্বল এবং দেশের নাম-সম্ভ্রম ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম, এমন পুত্রকে দেখিয়া অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে, আমি যত মনোরথ করিয়াছিলাম, সকলই অলীক। দেশে গিয়া শুনিলাম, চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, পিতা আমার সহোদরদিগকে আপন ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন; ভ্রাতারাও তথায় নাই, দেশ-দেশান্তরে গিয়া বাস করিতেছেন। আমার সঙ্গিগণ অনেকেই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; যাঁহারাও বা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা অতি কষ্টে চিনিতে পারিলেন; কেহ বা বিদেশীয় আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হওয়াতে আমাকে ভ্রষ্টাচার বিবেচনা করিয়া অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

যে ব্যক্তি নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছে, অনেক দেখিয়াছে ও অনেক শুনিয়াছে, সে নিতান্ত

দুঃখে পড়িলেও সহসা ভগ্নোৎসাহ বা একবারে বিষাদ-সাগরে মগ্ন হয় না। সমুদায় আশা বিফল হইল বলিয়া যে শোক-তাপ উপস্থিত হইল, তাহা কিয়দ্দিনের মধ্যেই বিস্মৃত হইলাম। তখন তত্রস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকটে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমাকে নিকটে যাইতে দিলেন, আমার উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিদায় করিলেন। তদনন্তর আমি এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিবার মানস করিলাম; কিন্তু সকলেই প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল, বিদ্যালয় স্থাপন করিতে দিল না। তখন গৃহস্থ হইয়া সংসারধর্ম্ম করিবার মানসে এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলাম, তিনি আমার কথাবার্ত্তা শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইতেন; কিন্তু আমার পিতা বণিক্, এই কথা শুনিয়া বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন।

এইরূপ অনুগ্রহাভিলাষ ও নিগ্রহভোগে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া পৃথিবী হইতে আত্মগোপন করিবার অভিলাষ করিলাম, লোকের ইচ্ছামাত্রের উপর নির্ভর করিতে আর বাসনা হইল না। সুখময় গিরিগর্ভের দ্বারমোচনের অপেক্ষায় রহিলাম। একবারে সমুদায় আশায় জলাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা জন্মিল। দ্বার খুলিবার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি গিরিগর্ভে বাস করিবার উপযোগিনী বোধ হওয়াতে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল; আমিও সানন্দচিত্তে পৃথিবীর নিকট বিদায় লইয়া চিরকারায় আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিলাম।"

রাসেলাস কহিলেন, "তুমি কি এখানে আসিয়া সুখী হইয়াছ, সত্য করিয়া বল, তুমি কি এই অবস্থায় সন্তুষ্ট আছ, তোমার কি পুনর্ব্বার পৃথিবীতে যাইয়া ভ্রমণ করিতে ও নানা বিষয়ের অনুসন্ধান হইতে ইচ্ছা হয় না? গিরিগর্ভবাসী সকলেই আপন আপন ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন ও আপন আপন সুখের অংশভাগী করিবার নিমিত্ত বৎসরে বৎসরে নূতন নূতন লোকদিগকে আহ্বান করেন। তুমিও কি গিরিগর্ভে আসিয়া তাঁহাদের ন্যায় আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিয়া থাক?"

ইমলাক কহিলেন, "রাজকুমার! আমি সত্য কহিতেছি, এই গিরিগর্ভে যত লোক বাস করে, সকলেই সেই সেই দিন দুর্দ্দিন বলিয়া গণনা করে, যে দিনে তাহারা এই কারায় আবদ্ধ হইয়াছে। আমি তাহাদিগের মত তত অসুখী বা অসন্তুষ্ট নই। কারণ, আমি অনেক দেখিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি, আমার মনে কত ভাব সঞ্চিত আছে। ইচ্ছামত তাহাই স্মরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকি। যে সকল জ্ঞান আমার স্মৃতিশক্তি হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার স্মৃতিপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করাতে এই নির্জ্জন প্রদেশেও সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকি ও সুস্থিরচিত্তে কালযাপন করি। আমি অতীত বৃত্তান্ত ও অতীত ঘটনা স্মরণ করিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হই। কেবল এই বলিয়া দুঃখ ও অনুতাপ হয় যে, আমি যাহা শিখিয়াছি ও যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা আর কাজে লাগিবে না এবং যে সকল সুখ-সম্ভোগ করিয়াছি, তাহাও আর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। অত্রস্থ অন্যান্য লোকের উপস্থিত বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান নাই; বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত না থাকাতে ইহাদিগের অন্তঃকরণ জড়ীভূত ও ঈর্ষ্যা, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আস্পদ হইতেছে।"

রাজকুমার কহিলেন, "যাহাদিগের প্রতি-

পক্ষ নাই, তাহারা কেন ঈর্ষা-হিংসাদির বশীভূত হইবে? আমরা যে স্থানে আছি, এখানে কাহারও প্রভুত্ব নাই, কাহারও প্রতি কোন ব্যক্তির হিংসাও জন্মিতে পারে না, এখানে সকলেই সমান সুখসম্ভোগ করে। তবে ঈর্ষা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি?"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "ইহা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে যে, এক ব্যক্তি অপেক্ষা আর এক ব্যক্তি অধিক সন্তুষ্ট করিতে পারে। যে অধিক সন্তুষ্ট করিতে পারে, সে অধিক আদরণীয় হয়; যে তাদৃশ সন্তুষ্ট করিতে না পারে, সে আপনাকে অনাদরণীয় দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হয়। বিশেষতঃ যাহারা তাহাকে অনাদর করে, তাহাদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিতে হইলে তাহার ঈর্ষার বৃদ্ধি হইতে থাকে। গিরিগর্ভবাসী লোকেরা যে অন্যকে এখানে আসিতে আহ্বান করে, তাহাও তাহাদিগের মাৎসর্য্যের কার্য্য বলিলেও বলা যায়। তাহারা আপনারা নিরন্তর দুঃখ ভোগ করে, কারাবদ্ধ থাকিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইতে থাকে এবং মনে করে, নূতন লোকের সঙ্গ পাইলেই সুখী হইব। এই প্রত্যাশায় নূতন লোকদিগকে এখানে আনয়ন করে। তাহারা আত্মদোষে আপন স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়াছে এবং অন্যের সেই স্বাধীনতা দেখিতে না পারিয়া তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করিবার চেষ্টা পায়। যাহা হউক, আমি এই দোষে লিপ্ত নই। কেহই এমন কথা বলিতে পারিবেন না যে, আমি অন্যকে দুরবস্থাগ্রস্ত করিতেছি। যাহারা প্রতি বৎসর কারাবদ্ধ হইবার প্রার্থনা করে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত অনুতাপ করিয়া থাকি; তাহাদিগকে পূর্ব্বে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহাও মনে মনে বিবেচনা করি।"

রাজকুমার কহিলেন, "ইমলাক! ভাই! এখন তোমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলি। আমি বহুদিবসাবধি এই গিরিগর্ভ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোন দিকেই পলাইবার পথ দেখিতে পাই নাই। কিরূপে আমি এই পর্ব্বতের বহির্গত হইতে পারি, তাহার উপায় বলিয়া দাও। পলাইবার সময় তুমি আমার সঙ্গী হইবে, দেশভ্রমণের সময় পথদর্শক হইবে, আমার ধনের অংশী হইবে এবং কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত, তদ্বিষয়ে উপদেশক হইবে।"

ইমলাক কহিলেন, "মহাশয়! আপনার পলায়ন করা কঠিন কর্ম্ম দেখিতেছি। যদিও কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও বোধ হয়, শীঘ্র আপনাকে তজ্জন্য অনুতাপ করিতে হইবে। আপনি পৃথিবীকে গিরিগর্ভগত ঐ হ্রদের ন্যায় নিস্তব্ধ ও নিরুপদ্রব বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ নয়। আপনি তথায় গিয়া দেখিবেন, তরঙ্গাকুল সমুদ্রের ন্যায় পৃথিবী অতি ভয়ঙ্কর স্থান। তথায় আপনাকে শত শত বার উপদ্রব-তরঙ্গে অভিভূত হইতে হইবে এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা-রূপ পাষাণে পতিত হইয়া সংশয়াপন্ন ও বিষম কুলবঞ্চনাগ্রস্ত হইতে হইবে। আপনি তথায় গিয়া এমন চাতুরী ও প্রতারণাজালে নিপতিত হইবেন এবং আপনাকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে যে, তখন এই নিরুপদ্রব গিরিগর্ভ শত শত বার স্মরণ করিবেন, ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে মনে কত অনুতাপ উপস্থিত হইবে এবং আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া পুনর্ব্বার এই গিরিগর্ভে আসিয়া নির্ভয়ে ও নিরুদ্বেগে কালক্ষেপ করিবার ইচ্ছা হইবে।"

রাজকুমার কহিলেন, "আমার মনে যে

অভিলাষ হইয়াছে, তাহা হইতে আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিও না। তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ, সে সমুদায় আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়াছি। গিরিগর্ভে বাস করা যখন তোমারও ভাল লাগিতেছে না, তখন ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, তোমার পূর্ব্বের অবস্থা এই অবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। পৃথিবীতে যাইবার ফল যাহা হউক না কেন, আমি একবার স্বচক্ষে পৃথিবী না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না। আমি স্বচক্ষে পৃথিবীস্থ লোকের অবস্থা দেখিয়া আপনিই ভাল মন্দ বিবেচনা করিব এবং কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত, দেখিয়া শুনিয়া তাহাও স্থির করিয়া লইব।"

ইমলাক কহিলেন, "আপনার পলাইবার দৃঢ়তর প্রতিবন্ধক দেখিতেছি। কিন্তু যদি পৃথিবীতে যাইবার নিতান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে আমি সে আগ্রহ পরিত্যাগ করিতেও পরামর্শ দিই না। যে বিষয়ে আগ্রহ হয়, সে বিষয় অবশ্যই সম্পন্ন হইতে পারে। পরিশ্রম ও ধীশক্তির কিছুই অসাধ্য নাই।"

পলায়নের উপায় উদ্ভাবন

তদনন্তর রাজকুমার আপন প্রিয়পাত্র ইমলাককে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার মুখে যে সকল আশ্চর্য্য ও অশ্রুতপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন, মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। শত শত সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রাতঃকালে ইমলাককে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন স্থির করিয়া রাখিলেন।

এইরূপে রাজকুমারের অনেক অসুখ নিবারণ হইল। তিনি এমন একজন বন্ধু পাইলেন, যাহাকে মনের কথা বলিতে পারিবেন এবং যাহার অভিজ্ঞতা তাঁহার মনোরথসম্পাদনের সাধন হইলেও হইতে পারিবে। তদবধি তিনি নির্জ্জনে বসিয়া আর বিলাপ করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে, আমি এমন একজন সঙ্গী পাইয়াছি,যাহার সহিত একত্র বাস করিলে এই গিরিগর্ভও নিতান্ত দুঃসহ বোধ হইবে না এবং যদি ইহার সহিত পৃথিবীতে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকিবে না।

কিছু দিনের মধ্যে গিরিগর্ভ হইতে বর্ষার জল নির্গত হইল এবং সমুদায় ভূমি শুষ্ক হইয়া গেল। রাজকুমার ও ইমলাক প্রাসাদের বহির্গত হইয়া পরিশুষ্ক ভূমিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল কথাবার্ত্তা কহিতেন, কেহ জানিতে পারিত না। গিরিগর্ভ অতিক্রম করিয়া পলাইবার ইচ্ছা রাজকুমারের মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল। একদা দ্বারের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় দ্বারকে সম্বোধন করিয়া বিষণ্ণচিত্তে তিনি কহিলেন, "দ্বার! কেন তুমি এরূপ দৃঢ় হইয়াছিলে এবং মানবেরাই বা কেন এত ক্ষীণবল হইয়াছে?"

ইমলাক কহিলেন,"মনুষ্যেরা ক্ষীণবল নয়, তাহাদিগের যে এক বুদ্ধি-বল আছে, তাহাতেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। শারীরিক বল অপেক্ষা বুদ্ধি-বল দ্বারা অনেকে কার্য্য সমাধা হয়। বুদ্ধিমান্ শিল্পকরেরা শারীরিক শক্তিকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। আমি এই লৌহদ্বার এখনই ভগ্ন করিতে পারি, কিন্তু গোপনে পারি না। সুতরাং গিরির বহির্গত হইতে হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন করা বিধেয়।"

অনন্তর তাঁহারা পর্ব্বতের নিকটে

গেলেন ও দেখিলেন, বর্ষার জলে আবাস-গর্ত্ত পূর্ণ হওয়াতে কতকগুলি শশক আপন আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে গিয়াছিল, এক্ষণে জল শুষ্ক হওয়াতে নিম্ন হইতে উপরের দিকে বক্র-ভাবে পুনর্ব্বার আবাসগর্ত্ত প্রস্তুত করিতেছে। ইমলাক কহিলেন, "প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, মানবে পশুদিগের কৌশল দেখিয়া অনেক শিল্পকর্ম্ম শিখিতে পারেন। যদি শশকের কৌশল দেখিয়া আমরা কিছু শিখিতে পারি, তাহাতে ঘৃণা বা অবহেলা করা উচিত নয়।" অনন্তর নিকটবর্ত্তী হইয়া শশকদিগের গর্ত্তনির্ম্মাণের কৌশল দেখিয়া ইমলাক কহিলেন, "আমরাও এইরূপ গর্ত্ত খনন করিলে পর্ব্বত ভেদ করিতে পারিব। যেখানে পর্ব্বতের শৃঙ্গ নিম্ন হইয়া রহিয়াছে, ঐ স্থানে খনন করিতে আরম্ভ করা যাইবে এবং যাবৎ শেষ না হয়, তাবৎ পরিশ্রম করিতে হইবে।"

রাজকুমার যখন এই কথা শুনিলেন, তাঁহার নয়নযুগল আনন্দে বিস্ফারিত হইল। তিনি বলিলেন, "ইহা সম্পন্ন করা সহজ, সম্পন্ন হইলেও অবশ্য মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারিবে।" তদনন্তর আর বৃথা সময় নষ্ট করিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া উভয়েই খননের স্থান নিরূপণ করিতে গেলেন। অতি কষ্টে পর্ব্বতে উঠিলেন, ভগ্ন প্রস্তরের উপর ভ্রমণ করাতে ও কণ্টকবনে বার বার যাতায়াত করাতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সুবিধামত স্থান দেখিতে পাইলেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসও এইরূপ স্থান নিরূপণ করিতে করিতে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ দিবসে জঙ্গলে এক ক্ষুদ্র গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন এবং তথায় খনন করিয়া দেখিতে অভিলাষ করিলেন।

ইমলাক প্রস্তর খনন করিবার অস্ত্র ও মৃত্তিকা ফেলিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ব্যগ্র হইয়া দুই জনই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কর্ম্ম আরম্ভ না করিতেই রাজকুমার পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং ঘাসের উপর বসিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। রাজকুমারকে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ দেখিয়া ইমলাক কহিলেন "মহাশয়! অভ্যাস হইলে আমরা ক্রমে অধিক শ্রম করিতে পারিব। গুরুতর কর্ম্ম সকল বল দ্বারা একবারে সম্পাদিত হয় না, অধ্যবসায় ও কালসহকারে ক্রমে ক্রমে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। একখানি প্রস্তরের উপর আর একখানি প্রস্তর বসাইয়া ঐ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখুন, উহা কত উচ্চ, কত বিস্তৃত। দিনের মধ্যে তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া পর্য্যটন করিলে সাত বৎসরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিয়া আসা যায়।"

তাঁহারা প্রতিদিন আসিয়া খনন করিতে লাগিলেন। খনন করিতে করিতে প্রস্তরের মধ্যে এক ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। যে পর্য্যন্ত ছিদ্র ছিল, তাহাতে অক্লেশে ও অনায়াসেই পথ প্রস্তুত হইল। রাসেলাস ইহাকেই শুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইমলাক কহিলেন "যে চিন্তা ন্যায়ানুগত নহে, তাহাকে মনোমধ্যে স্থান দেওয়া উচিত নয়। যদি আপনি শুভ লক্ষণ দেখিয়া আহ্লাদিত হন, তবে দুর্নিমিত্ত দর্শনে অবশ্যই শঙ্কাতুর হইবেন। তাহা হইলেই আপনার অন্তঃকরণ কুসংস্কারে আবদ্ধ হইবে। যাহারা অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে কর্ম্ম করিতে থাকে, তাহাদিগের সৌকর্য্য-সাধন ও সন্তোষকর এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। যাহা কঠিন

কর্ম্ম বলিয়া মনে বিবেচনা হয়, সম্পাদনের সময় তাহাও সহজ হইয়া উঠে।

সহসা নিকায়ার আগমন।

তাঁহারা গর্ত্তের অভ্যন্তরে খনন করিতেছিলেন এবং পলাইতে পারিলে সমুদায় শ্রম সার্থক হইবে, এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজকুমার বায়ুসেবনের নিমিত্ত গর্ত্তের বহির্গত হইলেন; বহির্গত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভগিনী নিকায়া গর্ত্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান। তখন শুষ্ক ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া মনের কথা ব্যক্ত করিতেও ভয় পাইলেন, গোপন করিবারও কোন উপায় দেখিলেন না। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, ভগিনীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করাই উচিত, ভগিনীর সাক্ষাতে মনের কথা সমুদায় ব্যক্ত করিয়া অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া দেওয়াই সৎপরামর্শ।

রাজকুমারী কহিলেন, "ভ্রাতঃ! এমন বিবেচনা করিও না যে, আমি গূঢ় চরস্বরূপ হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমি প্রত্যহ গবাক্ষদ্বার দিয়া দেখিতাম যে, তুমি ইমলাকের সহিত প্রতিদিন এই দিকে আসিয়া থাক। সুশীতল সমীরণ সেবন, স্নিগ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন ও সুগন্ধময় তীরে পরিভ্রমণ ব্যতিরিক্ত তোমরা অন্য কর্ম্ম করিতে আইস, এমন বিবেচনা হয় নাই। তোমাদিগের কথোপকথন শুনিব বলিয়া আমিও আজি এই দিকে আসিয়াছি। যাহা হউক, তোমরা যাহা করিতেছ, দেখিলাম। এক্ষণে আমাকেও ইহার ফলভাগী করিতে হইবে। তোমরা কারারুদ্ধ থাকিয়া যেরূপ ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়াছ, আমিও ততোধিক বিরক্ত হইয়া পৃথিবীর অবস্থা দেখিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। এই গিরিগর্ভের আমোদপ্রমোদ আমার আর ভাল লাগে না। বিশেষতঃ তোমরা এখান হইতে যাইলে কোন প্রকারে এখানে আর থাকিতে পারিব না। তোমরা সঙ্গে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিলেও করিতে পার, কিন্তু অনুগমনের বাধা দিতে পারিবে না।"

রাজকুমার অন্যান্য ভগিনী অপেক্ষা নিকায়াকে অধিক ভালবাসিতেন, সুতরাং তাঁহার প্রার্থনায় অস্বীকার করিতে পারিলেন না। ভগিনীর নিকট অগ্রেই মনের কথা আপনা হইতে ব্যক্ত করেন নাই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে, নিকায়াও তাঁহাদিগের সহিত যাইবেন। পাছে আর কেহ কৌতুকাক্রান্ত হইয়া অথবা সহসা তথায় আসিয়া সমুদায় ব্যাপার দেখিয়া যায়, এই জন্য রাজকুমার ভগিনীকে সাবধান হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে অনুমতি দিয়া গর্ত্তের অভ্যন্তরে গিয়া পুনরায় কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে তাঁহাদিগের পরিশ্রম সমাপ্ত হইল। সুড়ঙ্গ দিয়া পর্ব্বতের বহির্ভাগস্থিত সূর্য্যের আলোক দেখা গেল। তাঁহারাও সুড়ঙ্গ দিয়া পর্ব্বতের বহির্ভাগে গিয়া দেখিলেন, নিম্নে নীল নদের মূল প্রবাহ মন্দ মন্দ বহিতেছে। রাজকুমার চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া আনন্দে প্রফুল্ল হইলেন এবং ভ্রমণের সময় কত আনন্দ অনুভূত হইবে, কত আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে পাইব, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পিতার রাজ্যের বহির্গত হইয়াছি বলিয়া তাঁহার মনে বোধ হইল। কারা হইতে মুক্ত হইলাম বলিয়া ইমলাক আনন্দিত বটে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সুখ অনুভব করিয়া একান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন,

সুতরাং তথায় আর অধিক সুখ-সম্ভোগের প্রত্যাশা করিলেন না।

রাসেলাস যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দেখেন, কোন দিকেরই সীমা নাই, চতুর্দ্দিকেই অপরিসীম আকাশমণ্ডল। অপরিচ্ছিন্ন আকাশমণ্ডল দেখিয়া তিনি সাতিশয় আনন্দিত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন; নিমেষশূন্য নয়নে দশ দিক্ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে গিরিমধ্যে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আনাও কঠিন কর্ম্ম হইল। অনেক ক্ষণের পর প্রত্যাগত হইয়া প্রফুল্লনয়নে ভগিনীকে কহিলেন যে, পথ প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে প্রস্থান করিলেই হয়।

রাজকুমার ও রাজকুমারীর প্রস্থান ও নানা আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন।

রাজকুমার ও রাজকুমারীর মণি, মুক্তা, হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যজাত ছিল; ইমলাকের উপদেশানুসারে বস্ত্রের মধ্যে তাহা লুকাইয়া লইলেন এবং পরদিন পূর্ণিমার রাত্রিতে সকলে গিরিগর্ভ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। রাজকুমারীর পরমপ্রীতিপাত্র এক সখীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু সে কোথায় যাইতেছে, তাহা জানিতে পারেন না। সুড়ঙ্গ দিয়া প্রবেশ করিয়া সকলে বহির্গত হইলেন; বহির্ভাগে আসিয়া নিম্নে নামিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকুমারী ও তাঁহার সখী চতুর্দ্দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া কোন দিকেরই সীমা দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় ভীত হইলেন এবং আপনাদিগকে বিপন্ন জ্ঞান করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ও ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন, "যে পর্য্যটন সমাপ্ত হইবে না বোধ হইতেছে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে আমাদিগের ভয় জন্মিতেছে। এই অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন পথে পদার্পণ করিতে আমাদিগের সাহস হয় না। এখানে কত অপরিচিত লোক আমাদিগের নিকট আসিবে। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নেও যাহাদিগকে দেখি নাই, এমন কত শত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" রাজকুমারের মনেও এইরূপ ভয়ের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু বলিলে কাপুরুষতা প্রকাশ হয়, এই নিমিত্ত গোপন করিয়া রাখিলেন।

ইমলাক ভয়ের কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন এবং গমন করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। রাজকুমারী যাইবেন কি না, ইহা স্থির করিতে করিতে এত দূরে গিয়া পড়িলেন যে, তথা হইতে ফিরিয়া আসা কঠিন কর্ম্ম বোধ হইল; সুতরাং ফিরিয়া আসা হইল না। প্রাতঃকালে দেখিলেন, রাখালেরা মাঠে গোমেষাদির পাল চরাইতেছে। তাহারা দুগ্ধ ও ফলমূল আনিয়া দিল। রাজকুমারী সুসজ্জিত প্রাসাদ ও সুখাদ্যসামগ্রী-পরিপূর্ণ বহুমূল্য ভোজনপাত্র না দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু পথশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন বলিয়া দুগ্ধ পান ও ফলমূল আহার করিলেন; দেখিলেন, গিরিগর্ভের খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষা উহা সুস্বাদ ও সুমধুর।

পথ চলা অভ্যাস ছিল না, তথাপি বার ভয়ে বসিয়া না থাকিয়া আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের পর এক জনাকীর্ণ রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গিগণ তত্রস্থ লোকদিগের রীতি, চরিত্র, আচার, ব্যবহার ও অবস্থার বিভিন্নতা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করাতে ইমলাক মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাদিগকে রাজপরিবার বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি রাজকুমার যেখানে যাইতেন, প্রত্যাশা করিতেন যে, লোকে তাঁহাদিগকে

সমাদর করিবে। রাজকুমারীর নিকট যে সকল লোক আসিত, তাহারা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিত না বলিয়া তিনি বিরক্ত হইতেন। পাছে তাঁহারা আপন আপন পদ-মর্য্যাদা প্রকাশ করেন, এই শঙ্কায় ইমলাককে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া তাঁহাদিগকে দৃষ্টিপথে রাখিতে হইত। প্রথমে যে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তত্রস্থ জনগণের আচার-ব্যবহার দেখিয়া সাধারণ লোকের আচার-ব্যবহার-পরিজ্ঞান হইবে ও সামান্য লোকের সঙ্গে থাকা অভ্যাস হইয়া যাইবে বলিয়া ইমলাক তাঁহাদিগকে অনেক দিন তথায় রাখিলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা কিছু দিনের নিমিত্ত আপন আপন পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে লোকের দয়া ও সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া যাহা লাভ করা যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়। জনাকীর্ণ নগরে যাইলে বাণিজ্যবিপণির গোলযোগ ও বণিক্‌দিগের রূঢ় আচরণ সহ্য করিতে হইবে বলিয়া ইমলাক ক্রমাগত উপদেশ দিয়া পরিশেষে তাঁহাদিগকে সমুদ্রের উপকূলে লইয়া গেলেন। সমুদ্রের উপকূলে এক বন্দর ছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমার ও রাজকুমারীর পক্ষে সকল বস্তুই নূতন, তাঁহারা যেখানে যান, নূতন নূতন বস্তু দেখিতে পান, সুতরাং অধিক দূর না গিয়া সমুদ্রের উপকূলস্থিত সেই বন্দরেই কিছু দিন থাকিলেন। তাঁহারা তথায় থাকিলেন বলিয়া ইমলাক সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ, তাঁহারা লোকের রীতি-চরিত্র তখন পর্য্যন্ত সুন্দররূপ জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে একবারে দূরদেশে লইয়া যাওয়া উচিত নয়। কিছু দিনের পর ইমলাক ভাবিলেন যে, এখানে অধিক দিন থাকিলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, এখানে আর অধিক দিন থাকা বিধেয় নয়। এই বিবেচনা করিয়া যাত্রার দিন স্থির করিলেন। রাজকুমার কিছু জানিতেন না বলিয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না; ইমলাক যাহা বলিতেন ও যে পরামর্শ দিতেন, তাহাতেই সম্মত হইতেন। একখান জাহাজ সুইয়েজে যাইতেছিল, ইমলাক তাহারই এক গৃহ ভাড়া লইলেন। জাহাজ ছাড়িবার সময় রাজকুমারীকে অতি কষ্টে জাহাজে প্রবেশ করিতে হইল। জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে সুইয়েজে গিয়া শীঘ্র পৌঁছিল। তথা হইতে স্থলপথে তাহারা কায়রোয় গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

রাজকুমারদিগের কায়রো নগরে প্রবেশ।

নগরে প্রবেশ করিবার সময় ইমলাক কহিলেন, "এই নগর অতি আশ্চর্য্য; পৃথিবীর সমস্ত প্রদেশ হইতে বণিকেরা এই নগরে আসিয়া বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদন করে। এখানে নানা রকমের ও নানা ব্যবসায়ের লোক দেখিতে পাইবেন। এখানে বাণিজ্যব্যাপার সম্মান ও সম্ভ্রমকর বলিয়া পরিগণিত। আমি গিয়া বাণিজ্যকার্য্য আরম্ভ করিব, আপনারা বিদেশীয় লোকের মত থাকিবেন। যখন যে কৌতুক হয়, সেই কৌতুক ভঞ্জন করিবেন। কৌতুক-ভঞ্জনই আপনাদিগের ভ্রমণের ফল। বাণিজ্যকার্য্য আরম্ভ করিলে আমরা শীঘ্রই ধনবান্ হইব। আমাদিগের মান-সম্ভ্রম এত বৃদ্ধি হইবে যে, কি ধনী, কি দীনহীন, সকল লোকই অনুগ্রহ-কামনায় আমাদিগের নিকটে আসিবে। তখন কাহারও

আগমন দুর্লভ হইবে না। যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ হইবে, তাহাকেই আনাইতে পারা যাইবে। মনুষ্যের যত প্রকার অবস্থা ঘটিতে পারে, সমুদায় এখানে দেখিতে পাইবেন; দেখিয়া অবকাশমতে আপন আপন জীবনযাপনের পথ নির্দ্ধারিত করিয়া লইবেন।”

নগরে প্রবেশ করিবামাত্র লোকের কলরবে আর কিছুই শুনিতে পান না। জনতা দেখিয়া দেখিয়া রাজকুমার ও রাজকুমারী অতিশয় বিরক্ত হইলেন। উপদেশ তখন পর্য্যন্ত অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। পথে যত লোক যাইতেছে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া কেহ পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইতেছে না, কেহ সম্মান বা সমাদর করিতেছে না, অতি নিকৃষ্ট জাতিরাও তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে, দেখিয়া স্তব্ধ ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সামান্য লোকের সহিত আমাদিগের কোন বৈলক্ষণ্য রহিল না বলিয়া রাজকুমারী নিতান্ত অধীর হইলেন এবং আপনি যে প্রকোষ্ঠে রহিলেন, কিছু দিন কাহাকেও তথায় যাইতে দিলেন না। যেরূপ গিরিমধ্যে পেকুয়া সেবা-শুশ্রূষা করিত, এখানেও সেইরূপ করিতে লাগিল; তদ্ভিন্ন আর কাহাকেও নিকটে রাখিলেন না।

ইমলাক বাণিজ্যব্যাপার উত্তমরূপ বুঝিতে পারিতেন। তিনি পরদিন মণি, মুক্তা, হীরা কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া অনেক মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন এবং এক বাটী ভাড়া লইয়া সুন্দররূপে সাজাইলেন। তিনি এক জন সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী বণিক্, ইহা সকলেই শীঘ্র জানিতে পারিল। আগন্তুক লোকদিগকে মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিতেন বলিয়া সকলেই গতাগতি করিতে লাগিল এবং তাঁহার সদ্ব্যবহারে অনেকে বশীভূত হইল। সকল জাতীয় লোকই তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করিল। সকলেই তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গিগণ তদ্দেশীয় ভাষা জানিতেন না বলিয়া কিছু দিন তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তাঁহারা যে পৃথিবীর বৃত্তান্ত কিছুমাত্র অবগত নহেন, তাহা কেহ সহসা বুঝিতে পারিল না। ক্রমে যত তদ্দেশীয় ভাষা শিখিতে লাগিলেন, ততই লোকের সহিত আপন পরিচয় হইতে আরম্ভ হইল।

ক্রমাগত উপদেশ দ্বারা বহু কাল পরে রাজকুমার মুদ্রার স্বভাব ও শক্তি জানিতে পারিলেন। স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ড লইয়া বণিকেরা কি করে, কেমন করিয়াই বা এমন সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বস্তু দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যায়, রাজকুমারী ও তাঁহার সখী অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারিলেন না।

তাঁহারা দুই বৎসর তদ্দেশীয় ভাষা শিখিলেন। ইমলাক তাঁহাদিগের সম্মুখে নানা অবস্থায় অবস্থিত, বিবিধ পদনিয়োজিত, নানাবিধ লোক উপস্থাপিত করিতে লাগিলেন। যাঁহারা অসামান্য সৌজন্য ও সাতিশয় সৌভাগ্য থাকাতে লোকমান্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত রাজকুমারের পরিচয় হইল। প্রধান ও নিকৃষ্ট, ভোগাভিলাষী ও মিতব্যয়ী, অলস ও উদ্যোগী, বাণিজ্যব্যবসায়ী ও বিদ্যানুরাগী সর্ব্বপ্রকার লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

রাজকুমার ক্রমে লোকের সহিত সংস্রবে কথাবার্ত্তা কহিতে পারগ হইলেন। বিদেশীয় লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সময় যেরূপ সাবধান হওয়া উচিত, তাহাও শিখিলেন। এক্ষণে জীবনযাপনের সুন্দর পথ

নির্দ্ধারিত করিবার আশয়ে ইমলাকের সহিত নগরমাঝে গতাগতি করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সকল লোককেই সুখী বোধ হওয়াতে জীবনযাপনের পথ মনোনীত করা অনাবশ্যক স্থির করিলেন। যেখানে যান, দেখেন, সকলেই আমোদ-প্রমোদে রহিয়াছে; সকলের অন্তঃকরণেই দয়া ও সন্তোষ বিরাজমান; নিরুদ্বেগ ও প্রসন্নতা সকলের মুখেই প্রকাশ পাইতেছে। এই সকল দেখিয়া স্থির করিলেন, পৃথিবী সুখে পরিপূর্ণ। পৃথিবীতে সদ্‌গুণের পুরস্কার হইয়া থাকে, কাহারও কোন অভাব নাই, সমুদায় হস্তই দান করিতে উদ্যত, সকল অন্তঃকরণই দয়ার্দ্র; তবে এমন স্থানে দুঃখ ও দুর্ভাগ্য কেন থাকিবে?

ইমলাক রাজকুমারের এই সুখাবহ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত করিলেন না। অনভিজ্ঞতা জন্য রাজকুমারের মনে যে আশালতার অঙ্কুর হইতেছিল, তাহা উৎপাটন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। একদা রাজকুমার বিষণ্ণচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ইমলাককে দেখিয়া কহিলেন, "ইমলাক! আমি যে সকল বন্ধুবান্ধবের সহিত সর্ব্বদা একত্র থাকি, তাহাদিগকে সুখী বোধ হয়, তবে আমি সর্ব্বদা অসুখী থাকি, ইহার কারণ কি? তাহাদিগকে ক্রমাগত আনন্দিত দেখিতে পাই, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে আনন্দের লেশমাত্র নাই। যে সকল আমোদ-প্রমোদে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, আমার তাহাতে সন্তোষ জন্মে না। একাকী থাকিলে আপনি বিরক্তি বোধ হয়, এই নিমিত্ত পাঁচজনের সঙ্গে থাকি, নতুবা সঙ্গসুখ অনুভব করিব বলিয়া তথায় যাই না। মনের দুঃখ গোপন করিবার নিমিত্ত হাস্য করি ও আপনাকে আহ্লাদিত দেখাই, বাস্তবিক আমি কোন সময়েই আনন্দিত থাকি না।"

ইমলাক কহিলেন, "অন্যের মনে কি হইতেছে, তাহা জানিতে হইলে আপনার মন পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যখন আপনার আমোদ-প্রমোদ কৃত্রিম ও কল্পিত বোধ হয়, তখন এমন মনে করিবেন না যে, আপনার সঙ্গিগণের আমোদ-প্রমোদ যথার্থ ও অকৃত্রিম। আমরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া অনেক কালের পর জানিতে পারি যে, সুখ কোনস্থানেই নাই। কিন্তু মনোমধ্যে সুখপ্রাপ্তির আশাকে জাগরূক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত সকলেই জ্ঞান করে যে, আমা ভিন্ন অন্য লোকেরা সুখী এবং আমিও তাহাদিগের মত হইতে পারিলে সুখী হইতে পারিব। গত রাত্রে আপনি যেখানে বসিয়াছিলেন, তথায় এত আমোদ, হাস্য, পরিহাস হইতে লাগিল যে, বোধ হইল যেন, সেই সকল লোক মানুষ নহেন, জগদীশ্বর যেন তাঁহাদিগের মনুষ্য অপেক্ষা প্রধান প্রাণিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহারা যেন সুখাস্পদ স্বর্গলোকে বাস করিবার উপযুক্ত। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সেখানে এমন এক ব্যক্তিও ছিলেন না, যিনি চিন্তাজ্বর হইতে ভয় না পান এবং নির্জ্জন-প্রদেশসুলভ উদ্বেগের আশঙ্কা না করেন।"

রাজকুমার কহিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা যখন আমার পক্ষেও খাটিতেছে, তখন অন্যের পক্ষেও খাটিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যলোকে যত দুঃখ থাকুক না কেন, এক অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা আছে, ইহা মানিতে হইবে। যে অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্প দুঃখ, বিচারশক্তি আমাদিগকে সেই অবস্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেছে।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "সুখ-দুঃখের কারণপরম্পরা এত বিস্তৃত, এত অনির্দ্ধারিত, এত জটিল, অবান্তর কারণ বশতঃ এত

বিভিন্ন প্রকার ও দৈবের এত পরতন্ত্র যে, সুখ ঘটিবার পূর্ব্বে প্রায় উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি যুক্তিশক্তি দ্বারা উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিয়া অবস্থা অবলম্বন করিতে উৎসুক হন, অন্বেষণ ও বিচার করিতে করিতেই তাঁহার কালক্ষেপ হয়।"

রাসেলাস কহিলেন, "হাঁ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু যে সকল বিজ্ঞ লোকের কথা আমরা সমাদর ও ভক্তি-শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করি এবং শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হই, তাঁহারা বোধ হয়, বিবেচনা পূর্ব্বক এমন অবস্থা গ্রহণ করেন, যাহা অপেক্ষাকৃত সুখের অবস্থা সন্দেহ নাই।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "অবস্থা মনোনীত করিয়া সেই অবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনযাপন করা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এমন কোন কারণ উপস্থিত হয়, যে কারণে মানবদিগকে এক এক অবস্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। তাঁহারা পূর্ব্বে সেই কারণ দেখিতে পান না এবং সেই কারণ উপস্থিত হওয়াও তাঁহাদিগের অভিমত নহে। তন্নিমিত্ত আপনি যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই বলিবে যে, আমার ভাগ্য অপেক্ষা আমার প্রতিবেশীদিগের ভাগ্য উৎকৃষ্ট।"

রাজকুমার কহিলেন, "যাহা হউক, আমার এই এক যথেষ্ট লাভ বলিতে হইবে যে, আমার আপনার ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ভার আপনিই পাইয়াছি। পৃথিবী আমার সম্মুখে রহিয়াছে, অবকাশমতে সুখের অনুসন্ধান করিব, সুখ কোথাও না কোথাও অবশ্য থাকিবে।"

আমোদ-প্রমোদে অনুরক্ত ও উৎসাহশালী কতিপয় যুবা পুরুষের সহিত রাজকুমারের মিলন।

রাসেলাস পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলেন এবং মানবদিগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সুখের অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন স্থির করিলেন। মনে মনে কহিলেন, 'যৌবনকাল সুখের কাল। আপন অভিলাষ-সম্পাদন করাই যুবাদিগের প্রধান কর্ম্ম। যুবারা আমোদ-প্রমোদই সর্ব্বদা ভালবাসেন। অতএব যুবাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া সুখের অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য।'

এই স্থির করিয়া শীঘ্রই যুবকসম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, তাহারা আহ্লাদের প্রকৃত কারণ ব্যতিরেকেও আহ্লাদ প্রকাশ করে, হাসিবার কোন কথা উপস্থিত না হইলেও হাসিয়া উঠে। মনের সহিত যে সুখের কোন সম্পর্ক নাই, তাদৃশ অপকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সুখেই আপনাদিগকে সুখী জ্ঞান করে। তাহাদিগের চরিত্র অপকৃষ্ট এবং তাহারা সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ নহে। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিও তাহারা উপহাস করে, কাহারও প্রভুত্ব দেখিতে পারে না এবং বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন জীবকে তাহাদের মধ্যে অবস্থিতি করিতে হইলে লজ্জা পাইতে হয়।

রাজকুমার শীঘ্রই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যাহাদিগের কর্ম্ম দেখিয়া লজ্জা পাইতে হয়, তাহাদিগের অবস্থায় কখন সুখী হইতে পারিব না। অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কর্ম্ম করা বুদ্ধিমান্ জীবের উচিত নয়। অকারণে কাহারও দুঃখোদয় ও অকারণে কাহারও হর্ষোদয় হয় না। যুবাদিগের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, ইহা কখনই সুখের অবস্থা নহে। যথার্থ সুখ এত অসার ও এমন

ক্ষণভঙ্গুর নহে। বোধ হয়, তাহা ইহা অপেক্ষা সারবান্ ও স্থায়ী হইবে।

সঙ্গিগণ সদ্ভাবপ্রদর্শন ও সরল ব্যবহার দ্বারা রাজকুমারের এমন প্রিয়পাত্র হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া না দিয়া এবং ন্যায়ানুগত যথার্থ পথ না দেখাইয়া তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি সঙ্গীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মিত্র! আমি মনোযোগ পূর্ব্বক আমাদিগের আচার-ব্যবহার ও আশা-ভরসার বিষয় বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি; দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আমরা নিতান্ত ভ্রান্ত। আমরা যে অবস্থা অবলম্বন করিয়াছি, ইহাতে কোন লাভ ও উপকারের সম্ভাবনা নাই। প্রথম অবস্থায় শেষ কালের জীবনোপায় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপ না করেন, তিনি কখনই জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। বাল্যকালের বিগমেও ক্রমাগত বালোচিত চাপল্য প্রকাশ করিলে চিরকাল অনভিজ্ঞ ও অনাশ্রয় হইয়া থাকিতে হয়। অপরিমিত পান-ভোজন ক্ষণকালের নিমিত্ত উদ্দীপক ও উৎসাহবর্দ্ধক হয় বটে, কিন্তু পরিণামে দুঃখ ও ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে এবং অকালে কালের হস্তে জীবন সমর্পণ করে। বিবেচনা করিয়া দেখ, যৌবনকাল চিরকাল থাকিবে না। পরিণত বয়সে যখন আমোদ-প্রমোদের নবীন প্রভা নির্ব্বাপিত হইবে, তখন আর কিছুই ভাল লাগিবে না। তখন বিজ্ঞ লোকেরা কিসে শ্রদ্ধা করিবেন কি উপায়ে পরের উপকার করিতে পারিব, কিরূপেই বা সুন্দররূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, এই চিন্তাই ভাল লাগিবে। আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইব চিরকাল এইরূপে যাইবে না, সর্ব্বদা ইহা চিন্তা করা উচিত; অতএব এই বেলা সাবধান হও মন্দ কর্ম্ম করিয়া বৃথা কালক্ষে করিয়াছি, অপরিমিত পান-ভোজন দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়াছি বলিয়া যেন পরে অনুতাপ করিতে না হয়।"

যুবা পুরুষেরা রাসেলাসের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল এবং পরস্পর পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিল। পরিশেষে সকলে মিলিয়া এমন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল যে, রাসেলাস অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া আর ক্ষণকালও তথায় থাকিতে পারিলেন না। তিনি সদভিপ্রায়ে ও সদয়-চিত্তে উপদেশ দিতে গিয়াছিলেন, ইহা মনে জানিয়াও উপহাস জন্য ক্ষোভের হস্ত এড়াইতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণের পর ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষোভ নিবারণ করিয়া প্রকৃত অনুসন্ধানের অনুবর্ত্তী হইলেন

৪

একজন নীতিজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত রাজকুমারের সাক্ষাৎ।

একদা রাজকুমার পথে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন দেখিলেন, পথের ধারে এক উন্নত অট্টালিকা রহিয়াছে। অট্টালিকার চতুর্দিকের দ্বার মুক্ত, শত শত লোক সেই দ্বার দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তিনিও সেই সকল লোকের সঙ্গে অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশিলেন। প্রবেশিয়া দেখিলেন, উহা বিদ্যালয়, অধ্যাপকেরা তথায় পাঠকবর্গকে শিক্ষোপযোগী উপদেশ দিয়া থাকেন। সে দিন একজন বিজ্ঞ অধ্যাপক দণ্ডায়মান হইয়া উৎসাহোদ্দীপক বাক্যে ক্রোধাদি রিপুবর্গের পরাজয়বিষয়ক বক্তৃতা করিতেছিলেন। রাজকুমার স্থিরচিত্তে তাহাই শুনিতে লাগিলেন। অধ্যাপকের ভাবভঙ্গি ও অভিনয় অতি মধুর। তিনি নানাবিধ দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা দেখাইলেন যে, যখন অপকৃষ্ট মনোবৃত্তি

সকল উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির উপর প্রভুত্ব করে, তখন মানবদিগের প্রকৃতি অপকৃষ্ট হইতে থাকে। সমুদয় রিপুর মূলস্বরূপ নিরঙ্কুশ ইচ্ছা যখন মনোরূপ রাজ্য আক্রমণ করে, তখন নানাবিধ গোলযোগ ও বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইচ্ছা মনোরূপ রাজ্য অধিকার করিয়া আপন অনুচর রিপুবর্গকে বুদ্ধিরূপ দুর্গ দেখাইয়া দেয় এবং তাহা ভেদ করিয়া সেই দুর্গের যথার্থ অধিকারী বিচারশক্তির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে আদেশ করে। তিনি সূর্য্যের সহিত বিচারশক্তির উপমা দিয়া কহিলেন, যেরূপ সূর্য্যের আলোক চিরস্থায়ী, সর্ব্বত্র ব্যাপী ও সর্ব্বদা উজ্জ্বল, বিচারশক্তির প্রতিভাও সেইরূপ এবং উল্কার সহিত ইচ্ছার সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "যেরূপ উল্কার প্রভা ক্ষণভঙ্গুর, ইচ্ছার গতিও সেইরূপ। কামক্রোধাদির জয়ের নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা সময়ে সময়ে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও শ্রোতাদিগকে শ্রবণ করাইলেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যে কত সুখ ও কত সৌভাগ্য, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, জিতেন্দ্রিয় লোকেরা ভয়েরও দাস নয়, আশারও অধীন নয়, ঈর্ষারও পরতন্ত্র নয়, ক্রোধেও প্রজ্বলিত হয় না, লোভেও মুগ্ধ হয় না, মমতা ও স্নেহেও আর্দ্র হইয়া যায় না। গগনমণ্ডল যখন নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত থাকে, অথবা যৎকালে নভোমণ্ডলে প্রবল ঝড় বহিতে থাকে, উভয় কালেই দিনমণি যেরূপ সমভাবে গতায়াত করেন, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শান্তমূর্ত্তি হইয়া অবিকৃত চিত্তে ও সমভাবে সংসারের তরঙ্গ সহ্য করেন ও নির্জ্জনপ্রদেশসুলভ সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন; কোন কালেই তাঁহার অবিচলিত চিত্ত বিকৃত হয় না।

যাহাদিগের সুখ-দুঃখে সমভাব, এমন মহাত্মাদিগের অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইলেন ও কহিলেন, ইতর লোকে যাহা সৌভাগ্য বা দুরদৃষ্টের কার্য্য বলিয়া গণনা করিয়া থাকে, এমন ঘটনায় মহাত্মারা সন্তুষ্টচিত্ত বা দুঃখিত হয়েন না। তিনি শ্রোতাদিগকে কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন এবং দুরবস্থা ঘটিলে অথবা কেহ দ্বেষ বা ঈর্ষা করিলে অবিচলিত সহিষ্ণুতা সহকারে তাহা সহ্য করিতে কহিলেন এবং পরিশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন যে, এই অবস্থা কেবল সুখের অবস্থা এবং এইরূপে সুখ লাভ করা সকলেরই সহজ কর্ম্ম।

রাসেলাস এমন ভক্তি ও মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যাপকের উপদেশবাক্য শুনিতে লাগিলেন যে বোধ হইল যেন, মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন জীবের কথা শুনিতেছেন। শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর অধ্যাপকের অপেক্ষা করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন। অধ্যাপক দ্বার দিয়া বহির্গত হইবার সময় রাসেলাস কহিলেন, "মহাশয়! ভবাদৃশ জ্ঞানরাশি মহাত্মার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতে আমার অভিলাষ হয়। কখন্ সাক্ষাৎ করিব, বলুন।" অধ্যাপক ক্ষণকাল নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। রাসেলাস তাঁহার হস্তে একটি স্বর্ণের মুদ্রা দিলেন, তিনি আনন্দ ও বিস্ময়ের সহিত গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাজকুমার বাটীতে আসিয়া সানন্দ-চিত্তে ইমলাককে কহিলেন, "আজ একজন মহাত্মার দেখা পাইয়াছি। যাহা যাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, তিনি তৎসমুদায়ের উপদেশ দিতে পারেন। তিনি বিচারের উন্নত সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া মানবগণের অবস্থার পরিবর্ত্ত দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার অবস্থার কোন পরিবর্ত্ত নাই। তিনি যখন কথা কহিতে আরম্ভ করেন, সকলে

মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার পানে চাহিয়া থাকে। তিনি যখন যুক্তি প্রদর্শন করিতে থাকেন, তাঁহার কথা সমাপ্ত না হইতেই সকলের মনে সেই যুক্তি সদ্‌যুক্তি বলিয়া বোধ হইয়া যায়। অতঃপর তিনিই আমার পথ-প্রদর্শক হইবেন, আমি তাঁহার সমুদায় মত অবগত হইব এবং তাঁহার আচরণের অনুকরণ করিব।"

ইমলাক কহিলেন, "নীতি-শাস্ত্রের উপদেশকদিগকে সহসা বিশ্বাস বা প্রশংসা করা উচিত নয়। তাঁহারা যখন বাগাড়ম্বর করেন, তৎকালে তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় বোধ হয়; কিন্তু তাঁহাদিগের চরিত্র মনুষ্যের চরিত্র অপেক্ষা পবিত্র বা উৎকৃষ্ট নয়।"

যাঁহারা ন্যায়ানুগত যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্যকে অমূল্য সদুপদেশরূপ রত্ন দান করেন, তাঁহারা যে স্বয়ং সেই যুক্তিযুক্ত উপদেশ অনুসারে চলেন না, রাসেলাস ইহা বুঝিতে পারিলেন না। তন্নিমিত্ত তিনি কিয়দ্দিন পরে সেই অধ্যাপকের বাটীতে গেলেন; কিন্তু দ্বারপালেরা প্রবেশ করিতে দিল না। রাসেলাস সুবর্ণের শক্তি জানিতে পারিয়াছিলেন, সুবর্ণের এক মুদ্রা ব্যয় করিয়া অনায়াসে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশিলেন। প্রবেশিয়া দেখেন, গৃহস্বামী সেই মহাপণ্ডিত অন্ধকারাবৃত এক গৃহে বসিয়া আছেন। মুখ বিবর্ণ, দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। রাসেলাসকে দেখিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমার এ সময় বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় নয়। যে শোক-দুঃখ আমি সহ্য করিতেছি, তাহার প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই; যাহা আমি হারাইয়াছি, তাহা আর পাইব না। আমার কন্যা—আমার একমাত্র কন্যা, যাহার স্নেহ ও ভক্তি আমার বার্দ্ধক্যে সন্তোষদায়ক ও সমুদায় দুঃখনিবারক হইবে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, গত রাত্রে জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমার আশা-ভরসা এককালে তিরোহিত হইয়াছে। আমার আর লোক-সমাজে মিলিবার ইচ্ছা নাই; আমার নির্জ্জনে একাকী থাকাই শ্রেয়ঃ।"

রাজকুমার কহিলেন, "কি মহাশয়! আপনি এত শোকাকুল হইয়াছেন কেন? জন্মিলেই মৃত্যু হয়, তাহাতে জ্ঞানী লোকদিগের বিস্ময়ের অথবা শোকের বিষয় কি? আমাদিগের জানা উচিত যে, মৃত্যু সর্ব্বদা সন্নিহিত; মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়া সর্ব্বদাই সম্ভব।" অধ্যাপক কহিলেন, "তুমি বালক, যাহাকে কখন বিরহযাতনা সহ্য করিতে হয় নাই, তাদৃশ লোকের মত কথা কহিতেছ।" রাসেলাস কহিলেন, "কি মহাশয়! আপনি যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন? শোকের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া হৃদয়কে রক্ষা করিতে কি বিবেক-শক্তির ক্ষমতা নাই? বিবেচনা করিয়া দেখুন, বাহ্যবস্তু স্বভাবতঃ নানাপ্রকার হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও যুক্তি সর্ব্বদা একরূপ।" অধ্যাপক কহিলেন, "সত্য ও যুক্তি আমাকে এক্ষণে আর কি আশ্বাস দিতে পারে? এখন তাহারা আর কি কাজে লাগিবে? তাহারা আমাকে এইমাত্র বলিতেছে যে, তোমার প্রিয়তমা কন্যা আর ফিরিয়া আসিবে না।"

রাজকুমার অতি সুশীল ছিলেন, তিরস্কার করিয়া শোকাকুল ব্যক্তির অপমান করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং তিনি আর কিছু না বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তদবধি বুঝিতে পারিলেন যে, অসঙ্গত বাগাড়ম্বরের কিছুই সার নাই, মধুর বক্তৃতা ও অভ্যস্ত বাক্য উচ্চারণেরও কোন গুণ নাই।

কৃষক ও রাখালদিগের অবস্থা।

রাসেলাস সুখের অনুসন্ধানে পরাঙ্মুখ না হইয়া ক্রমাগত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা শুনিলেন, নীল নদের মুখে এক জলপ্রপাত আছে। সেই জলপ্রপাতের অনতিদূরে এক সন্ন্যাসী বাস করেন ও তিনি পরমসুখী ও সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত। সন্ন্যাসী এরূপ আশ্চর্য্য লোক যে, তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাবের যশঃসৌরভে সমুদায় দেশ আমোদিত হইয়াছে। জনসমাজে যে সুখের সন্ধান পাওয়া যায় না, নির্জ্জনে তাহা আছে কি না এবং যিনি নানা সদ্গুণ লাভ করিয়া পরিণতবয়োবস্থায় সকলের নিকটে সম্মানিত হইয়াছেন, তিনি দুঃখ ও দুরবস্থা নিবারণের অথবা অক্লেশে উহা সহ্য করিবার কোন উপায় শিখাইতে পারেন কি না, জানিবার নিমিত্ত রাসেলাস সন্ন্যাসীর আবাসে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইমলাক ও রাজকুমারী তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন। গমনের সমুদায় উদ্যোগ হইল, তাঁহারাও চলিলেন। তাঁহারা মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, রাখালেরা গোমেষাদির পাল চরাইতেছে এবং মেষশাবক সকল মাঠে ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া বেড়াইতেছে।

ইমলাক কহিলেন, "রাখাল ও কৃষকদিগের অবস্থায় নির্দ্দোষ ও পবিত্র আমোদ-প্রমোদ থাকাতে ঐ অবস্থা সুখের অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কবিগণ মোহিত হইয়া উহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। রৌদ্রের অতিশয় উত্তাপ হইতেছে, চলুন, আমরা রাখালদিগের কুটীরে গিয়া বসি এবং উহারা কিরূপ সুখী, তাহাও অবগত হওয়া যাউক। হয় ত এইখানেই আমাদিগের সমুদায় অনুসন্ধানের শেষ হইবে।" ইমলাকের প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মত হইলেন। কুটীরে গিয়া রাখালদিগকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া এবং মিত্রভাবে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়া প্রথমতঃ তাহাদিগকে অনুকূল করিলেন; পরে তাহাদিগের অবস্থায় সুখসৌভাগ্য কিরূপ, এই বিষয়ে তাহাদিগের মত জিজ্ঞাসিলেন। তাহারা এত অনভিজ্ঞ, ভাল-মন্দ বিবেচনা করিতে এত অপারগ, তাহাদিগের বর্ণনা ও বাক্যবিন্যাস এত অস্পষ্ট যে, তাহাদিগের নিকট কিছুই শিখিবার সুযোগ দেখিলেন না, কিন্তু ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা গেল যে, তাহাদিগের অন্তঃকরণ অসন্তোষে পরিপূর্ণ। উচ্চপদস্থ লোকদিগের সুখ ও আমোদের নিমিত্তই তাহারা অনবরত পরিশ্রম করিতেছে, ইহা তাহারা সর্ব্বদাই মনে করিয়া থাকে এবং উচ্চপদস্থ লোকদিগের প্রতি হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যও প্রকাশ করে।

রাজকুমারী তাহাদিগের হিংসার কথা শুনিয়া এমন অধীর হইলেন যে, তাঁহার আর তথায় থাকিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি কহিলেন, "ঈশ্বর একান্ত বিধেয় এই সকল অসভ্য লোকের সঙ্গে আর থাকিবার আবশ্যকতা নাই, কৃষকদিগের অকপট ও বিশুদ্ধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দৃষ্টান্ত দেখিতে আর আমার কখন প্রবৃত্তি হইবে না।" রাজকুমারী এইরূপে কৃষকদিগের অবস্থার নিন্দা করিলেন বটে, কিন্তু রাখাল ও কৃষকদিগের পবিত্র সুখ ও বিশুদ্ধ সরলতার বিষয়ে যত বর্ণনা আছে, তাহাও যে মিথ্যা কল্পনা ইহাও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মাঠ ও বনে অবস্থান জন্য যে সুমধুর সুখানুভব হয়, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ আছে কি না, তাহাতেও সন্দেহ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মনে এই আশার উদয় হইল যে, এমন এক সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে সদ্গুণশালিনী ও মধুরভাষিণী কতি-

পয় সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে আমি আপন স্বার্জ্জিত লতার কুসুম তুলিব, স্বহস্তপ্রতি-পালিত মেষীর শিশু-শাবকের গাত্রে সস্নেহে হস্ত স্পর্শ করিব এবং সুগন্ধময় নদীতীরে শীতল তরুতলের ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া আমার সঙ্গিনীরা সুস্বরে গ্রন্থ পাঠ করিবে, আমি নিরুদ্বেগ-চিত্তে শুনিব।

সৌভাগ্যের অনেক বিঘ্ন

পরদিন আবার গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে যাইতে রৌদ্রের এরূপ উত্তাপ হইল যে, চতুর্দ্দিকে আশ্রয়স্থান দেখিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে এক নিবিড় বন দেখিতে পাইলেন। বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তথায় মানবের বসতি আছে। বনমধ্যগামী পথ অতি পরিষ্কৃত, পথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ তরু, লোকের শ্রমে ও কৌশলে দুই ধারের তরুশাখা সকল পরস্পর সংলগ্ন হওয়াতে সূর্য্যের কিরণ তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে মনোহর লতায় আকীর্ণ এক এক কুঞ্জবন; কুঞ্জবনে নানাবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। একটি মনোহর ঝিল বক্রভাবে প্রবাহিত হইয়া রাশীকৃত শিলা ও কঙ্করের প্রতিঘাতে এমন শব্দ করিতেছে যে, দূর হইতেও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ও মধুর বোধ হয়।

তাঁহারা বনের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। তাদৃশ অভাবনীয় অচিন্তনীয় সুরম্য প্রদেশ দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। মনে মনে কহিলেন, কোন্ মহাপুরুষ এই জনশূন্য অরণ্যকে স্বর্গতুল্য সুখাস্পদ করিয়াছেন ও সুখে বাস করিতেছেন, বলা যায় না। ক্রমে অগ্রসর হইয়া গান-বাদ্যের শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং দেখিলেন, বালক ও বালিকাগণ কুঞ্জবনে নৃত্য করিতেছে। আরও কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পাহাড়ের উপর সুরম্য এক প্রাসাদ দেখিলেন। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ উপবন। সে দেশে এইরূপ প্রথা ছিল যে, অতিথি আসিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে কেহ নিষেধ করিত না, সুতরাং তাঁহারা অনায়াসে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্বামীও ধনবান্ ও দাতার মত তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

গৃহস্বামী তাঁহাদিগের আকৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা সামান্য অতিথি নহেন। তন্নিমিত্ত তিনি সমারোহে ভোজনের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। কথোপকথন আরম্ভ হইলে ইমলাকের মধুর বচনে তাঁহাকে বশীভূত হইতে হইল এবং রাজকুমারীর সদ্ব্যবহারে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আহারাদি করিয়া বিদায়ের অনুমতি চাহিলে গৃহস্বামী সে দিন তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন। পরদিন বিদায় দিতে আরও অনিচ্ছুক হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের আলাপ-পরিচয় প্রণয়ে ও বিশ্বাসে পরিণত হইল।

রাজকুমার দেখিলেন, গৃহস্বামীর পরিবার ও অনুচরবর্গ সকলেই সুখী ও প্রফুল্লচিত্ত এবং তাহারা এরূপ স্থানে বাস করে, যাহার চতুর্দ্দিকে মনোহর উদ্যান, ঐ উদ্যানের শোভা দেখিলে বোধ হয় যেন, সমুদয় প্রদেশ আহ্লাদে হাসিতেছে। তখন মনে মনে ভাবিলেন, যাহা অন্বেষণ করিতে বহির্গত হইয়াছি, বুঝি, এইখানেই তাহা থাকিতে পারে। অনন্তর গৃহস্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনাকে সমুদায় সুখ-সামগ্রীর অধিকারী বোধ হইতেছে।" গৃহস্বামী এই কথা শুনিবামাত্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "হাঁ, বাহ্যদৃষ্টিতে আপাততঃ তাহাই বোধ হয় বটে, কিন্তু বাহ্য-দৃষ্টি প্রায় ভ্রমাত্মক, বাহ্যদৃষ্টিতে তত্ত্বানুসন্ধান পাওয়া অতি সুকঠিন। আমার সৌভাগ্য ও সুখসম্পত্তিই আমার বিপদের নিদান হইয়াছে। প্রজারা আমাকে অতিশয় ভালবাসে এবং আমার ধন-সম্পত্তি আছে বলিয়া ঈজিপ্টের সম্রাট্ অত্যন্ত ক্রোধান্ধ ও ঈর্ষ্যা-পরবশ হইয়া আমার শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন। এই দেশের রাজগণ তাঁহার ক্রোধের করাল গ্রাস হইতে আমাকে এক্ষণে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বড় লোকের অনুগ্রহ চিরস্থায়ী নহে; জানি না, কবে তাঁহারাও সম্রাটের সহিত মিলিত হইয়া আমার ধন-সম্পত্তি বিলুণ্ঠন করিতে আসিবেন। আমি এই নিমিত্ত আমার সমুদায় সম্পত্তি দূরদেশে পাঠাইয়াছি এবং ভয়ের উপক্রম দেখিলেই পলায়ন করিব স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তখন আমার শত্রুগণ এই প্রাসাদ অধিকার করিবে এবং যে সকল মনোহর উদ্যান ও সুরম্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, ইহা সুখে ভোগ করিবে, সন্দেহ নাই।"

তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া সকলে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে যেন নির্ব্বাসিত হইতে না হয়, এই বলিয়া জগদীশ্বরের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজকুমারীর মনে শোক ও ক্রোধের উদয় হওয়াতে তিনি এত অধীর হইলেন যে, তথা হইতে উঠিয়া গিয়া স্বতন্ত্র এক গৃহে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা তথায় আর কিছু দিন থাকিয়া সন্ন্যাসীর অন্বেষণে চলিলেন।

নির্জ্জন প্রদেশে সুখের অন্বেষণ ও সন্ন্যাসীর উপাখ্যান।

রাখালদিগের নিকট পথের সন্ধান লইয়া তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গিরি-গহ্বরের মধ্যে ঐ আশ্রম। আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি নানাবিধ তরুমণ্ডলীতে আচ্ছন্ন, তরুমণ্ডলীর ছায়া অতি শীতল। ঐ আশ্রম নীলনদের জল-প্রপাত হইতে এত অন্তর যে, তথা হইতে ঐ জলপ্রপাতের মন্দ মন্দ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ শব্দ শুনিতে শুনিতে অন্তঃ-করণ চিন্তারসে নিমগ্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন তরুশাখার মধ্যে বায়ুর ঝর ঝর শব্দ হইতে থাকে, তখন সেই শব্দের সহিত মিলিয়া জলপ্রপাতের শব্দ কি মধুর বোধ হয়। সন্ন্যাসী সেই গিরিগহ্বরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করাইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। পথিকেরা ঝড়ে অভিভূত হইয়া ঘোর অন্ধকারে পথ হারাইয়া তথায় যাইলেই আশ্রয় পাইত। সন্ন্যাসী সন্ধ্যাকালীন সমীরণ-সেবনের নিমিত্ত দ্বারদেশে কাষ্ঠাসন পাতিয়া বসিয়া আছেন, এক দিকে এক-খান পুস্তক ও লিখিবার উপকরণ রহিয়াছে, আর এক দিকে নানাবিধ যন্ত্র আছে; সন্ন্যাসী অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহারা গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীর অনবধানতা দেখিয়া স্থির করিলেন যে, এরূপ ব্যক্তি কখনই সুখের পথ দেখাইয়া দিতে পারিবেন না।

পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন; সন্ন্যাসী এরূপে তাহার পরিশোধ দিলেন যে, তিনি নগরের আচার-ব্যবহার জানেন না বলিয়া বোধ হইল না। যাঁহারা নগরে বাস করিয়া থাকেন ও জন-

সমাজের আচারপ্রণালী সুন্দররূপে অবগত আছেন, এরূপ ব্যক্তির ন্যায় তিনি প্রতি-নমস্কার করিলেন ও কহিলেন, "বৎস! যদি তোমরা পথ হারাইয়া থাক, অদ্য এই স্থানে অবস্থিতি কর, এই প্রান্তর-গিরিগহ্বরে যাহা পাইবার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তাহা তোমরা এখানে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এখানে আবশ্যক সামগ্রীর অপ্রতুল নাই, কিন্তু সন্ন্যাসীর আশ্রমে ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার প্রত্যাশা করা বৃথা।"

তাঁহারা সন্ন্যাসীর বহু প্রশংসা করিলেন ও গিরিগুহার অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ, সুন্দররূপে সমুদায় গৃহ সুসজ্জিত এবং সমুদায় স্থান পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের আহারের নিমিত্ত নানাবিধ সামগ্রী আহরণ করিয়া দিলেন; কিন্তু আপনি ফল-মূল আহার করিয়া জল পান করিলেন। অনন্তর এরূপ পবিত্র কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যে, তাহা শুনিলে মনে আনন্দোদয় ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিসঞ্চার হয়। তাঁহার কথাবার্ত্তায় চমৎকৃত হইয়া সমাগত অতিথিরা মহাত্মা বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী বিবেচনা না করিয়াই সহসা তাঁহাকে অনভিজ্ঞ স্থির করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষণকাল অনুতাপ করিলেন।

অনন্তর ইমলাক বিনয়বচনে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার যশ ও গৌরব যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনার মত সদাশয় ও সুখী ভূমণ্ডলে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা কায়রো নগরেও আপনার বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার কথা শুনিয়াছি। আপনি মহাবিজ্ঞ, অনায়াসে এই যুবা পুরুষ ও এই কুমারীকে, কিরূপ অবস্থা অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত, তাহার উপদেশ দিতে পারিবেন, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সুন্দর পথ বলিয়া দিতে পারিবেন, এজন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি।" সন্ন্যাসী কহিলেন, "যে ব্যক্তি সুন্দররূপ চলিতে পারে, তাহার পক্ষে সকল অবস্থাই উৎকৃষ্ট। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথ নির্দ্ধারণের আর কোন নিয়ম বলিয়া দিতে পারি না, কিন্তু যাহাতে বিপদ্ বা অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাই, সেই পথই অবলম্বন করা উচিত।" রাজকুমার কহিলেন, "আপনি আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা যে পথ উৎকৃষ্ট ও অবলম্বনীয় প্রকাশ করিতেছেন, বোধ হয়, ইহাতে আপদ্-বিপদ্ ও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি পনর বৎসর হইল, এই নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় করিয়াছি, কিন্তু আমার এরূপ ইচ্ছা নাই যে, লোকে আমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হয়; যৌবনাবস্থায় আমি একজন সৈনিক পুরুষ ছিলাম, ক্রমে ক্রমে সেনাসংক্রান্ত উন্নত পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলাম। সেনা সমভিব্যাহারে কত দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কত যুদ্ধ দেখিয়াছি, কতবার বিপদে পড়িয়াছি, কতবার যুদ্ধে জয়ী হইয়াছি। পরিশেষে একজন অল্পবয়স্ক সৈনিক পুরুষকে আমার অপেক্ষাও প্রধান পদ প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ও আপনার শক্তির হ্রাস হইতেছে বুঝিতে পারিয়া অত্যাচার ও উপদ্রবে পরিপূর্ণ, মায়ামন্ত্র বাগুরায় আচ্ছন্ন, দুঃখময় সংসার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা জন্মিল এবং নির্জ্জনে নিরুদ্বেগে শেষ কাল অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্তি হইল। একদা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালাইয়া এই গিরিগহ্বরে আসিয়া শত্রুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। তন্নিমিত্ত ইহাকেই চরমাবস্থার বাসস্থান স্থির করিলাম। শিল্প-

কর নিযুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করিয়া লইলাম এবং প্রায় সমুদায় আবশ্যক সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম।

ঝড়ে অভিভূত ও উদ্বিগ্নচিত্ত নাবিক ঘাট পাইলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, আমিও এই গিরিগুহায় আসিয়া কিছু দিন সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রের গোলযোগ ও উদ্বেগের হস্ত এড়াইয়া এই নিঃশব্দ ও নিরুপদ্রব গিরিগহ্বরে আসিয়া প্রথমতঃ মহাসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু যখন নূতন নূতন বস্তু দর্শন জন্য আনন্দের বিগম হইল, অর্থাৎ যখন ইহাকে আর নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল না, তখন অত্রস্থ তরুলতাদির স্বভাব ও গুণ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলাম এবং এই পাহাড় হইতে নানাবিধ ধাতু সংগ্রহ করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এক্ষণে তাহাও আর ভাল লাগে না। আমি কখন কখন আপনা-আপনি বিরক্ত হইয়া উঠি, তখন কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারি না। কখন কখন আমার অন্তঃকরণে নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন কত শত চিন্তা উপস্থিত হইয়া চিত্তকে আন্দোলিত ও ব্যাকুল করে, সংসারে থাকিলে সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের অনেক সুযোগ পাওয়া যায়; পাপকর্ম্ম ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকে। আমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া পাপকর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না বলিয়া সাতিশয় লজ্জিত হই। কখন কখন এরূপ ভাবি যে, আমি রোষ ও ঈর্ষা-পরবশ হইয়াই নির্জ্জনে আসিয়াছি; ধর্ম্মবুদ্ধিতে আসি নাই। তখন আত্মদোষের উদ্ভাবন করিয়া কতই বিলাপ করি এবং অল্প লাভের জন্য অনেক হারাইয়াছি বলিয়া কতই অনুতাপ করি। নির্জ্জনে আসিয়া অসৎসংসর্গের অসৎফল হইতে বিমুক্ত হইয়াছি বটে; কিন্তু সৎসংসর্গ, সৎপরামর্শ ও সদালাপ-জনিত সুখলাভ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি সন্দেহ নাই। জনসমাজে বাস করা ও নির্জ্জনে অবস্থিতি করার লাভালাভ ও ক্ষতি-বৃদ্ধির পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছি, কল্য পৃথিবীতে যাইব ও লোকসমাজে বাস করিব। যাহারা নির্জ্জনে বাস করে, তাহাদিগের অবস্থা দুঃখের অবস্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে ধনোপার্জ্জন হইলেও হইতে পারে, না হইলেও না হইতে পারে।”

তাঁহারা সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মনে নানা প্রকার চিন্তা করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে কায়রো নগরে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন। সন্ন্যাসী পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রচুর ধন পুতিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া লইলেন এবং কায়রো নগরে চলিলেন। তথায় পৌঁছিয়া বহু কালের পর জনসমাজের শোভা দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলিলে যেরূপ সুখের সম্ভাবনা।

কতকগুলি সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক সভা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নির্দ্ধারিত সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া আপন আপন মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন ও অন্যের অভিপ্রায় ও মতের সহিত আপন অভিপ্রায় ও মতের ঐক্য হইল কি না, তাহা বুঝিয়া দেখিতেন। তাঁহাদিগের রীতি-প্রকৃতি কর্কশ বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের বক্তৃতায়, কথোপকথনে নানা সদুপদেশ পাওয়া যাইত ও বিচারে তর্কশক্তি প্রদর্শিত হইত। বিচারে তর্কশক্তি প্রদর্শিত হইত বটে, কিন্তু বিচারের সময়

তাঁহারা এরূপ ব্যগ্রচিত্ত হইতেন যে, ধারাবাহিক বিচারের পর কি বিষয় লইয়া প্রথম বিচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ভুলিয়া যাইতেন। কোন কোন দোষ সর্ব্বসাধারণেরই ছিল। প্রভুত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অন্যকে উপদেশ দিতে সকলেরই বাঞ্ছা এবং কাহারও বুদ্ধিবিদ্যা নিষ্ফল হইয়াছে শুনিলে সকলেই আনন্দিত হইতেন। রাসেলাস সর্ব্বদা এই সভায় গতায়াত করিতেন। তিনি একদা তথায় সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসী উত্তম বলিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আবার অপকৃষ্ট বলিয়া তাহাই পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত শ্রবণে শ্রোতারা নানা প্রকার মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন, "যেমন তিনি না বুঝিয়া কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তেমনি ফল পাইয়াছেন।" এক যুবা পুরুষ ব্যগ্রতা সহকারে কহিলেন, "ঐ সন্ন্যাসী কপটবেশী সন্দেহ নাই।" কেহ কেহ কহিলেন, "সাধ্যানুসারে জনসমাজের উপকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব সন্ন্যাসীর জনসমাজ পরিত্যাগ করা উপযুক্ত কর্ম্ম হয় নাই।" কেহ বা কহিলেন, "যখন সাধ্যানুসারে জনসমাজের উপকার করা সম্পন্ন হয়, তখন মানবগণ অন্তঃকরণের বিশুদ্ধির জন্য এবং ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কি করিলাম, তাহার পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত নির্জ্জনে যাইয়া অবস্থিতি করিতে পারেন।"

সন্ন্যাসীর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া এক ব্যক্তি অন্যান্য লোক অপেক্ষা সমধিক চিন্তাবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "বোধ হয়, সন্ন্যাসী আবার কিছু কালের পর পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইতে পারেন এবং লজ্জা যদি প্রতিবন্ধক না হয়, তাহা হইলে আবার আশ্রম হইতে জনপদে প্রত্যাগত হইতে পারেন। সুখপ্রাপ্তির আশা অন্তঃকরণে এমন দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া থাকে যে, বহুকালের অভিজ্ঞতাও তাহাকে উন্মূলিত করিতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ হউক না কেন, আমরা তাহাতে দুঃখ অনুভব করি এবং তাহা দুঃখের অবস্থা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি, কিন্তু যখন সেই অবস্থা দূরবর্ত্তিনী হইতে থাকে, তখন সংকল্প তাহাকে সুন্দর করিয়া চিত্রিত করে এবং অন্তঃকরণ মুগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার উহা পাইবার প্রার্থনা করে। কিন্তু এমন সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে আশা আর যাতনা দিতে পারিবে না এবং আত্মদোষ ব্যতিরেকে মনুষ্যের দুরবস্থা ঘটিবে না।"

এক দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধীরতা সহকারে এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, শুনিয়া কহিলেন, "জ্ঞানীদিগের পক্ষে এই বর্ত্তমান সময়কেই সেইরূপ সময় বলা যাইতে পারে। আত্মদোষ ব্যতিরেকে মনুষ্যের দুরবস্থা ঘটিবে না, এরূপ সময় আসিবে কি, সেরূপ সময় ত আসিয়াছে। পরমকারুণিক পরমেশ্বর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমাদিগের হস্তগত করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব তাহার অন্বেষণ করা বৃথা কালক্ষেপ করা মাত্র। প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলাই সুখী হইবার একমাত্র পথ। যিনি প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তিনিই সুখী। তাহাকে আশাপিশাচীর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। কতকগুলি লোক সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ তর্ক দ্বারা সুখের পথ উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা কখনই সফল হইয়া উঠে না। যাঁহারা সহজে জ্ঞানী ও সুখী হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের বনের হরিণী ও কোকিলার প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। জগদীশ্বর পশু-পক্ষীদিগকে যে এক প্রকার সংস্কার দিয়াছেন, সেই সংস্কার তাহাদিগকে

যে দিকে লইয়া যায় ও যাহা করিতে বলে, তাহারা সেই দিকে যায় ও তাহাই করে। তাহারা যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার অনুসারে চলিয়া সুখী হয়, আমরাও সেইরূপ প্রকৃতি অনুসারে সুখী হইতে পারি। আমাদিগের বাদানুবাদেরও কিছু আবশ্যকতা নাই, উপদেশ লইবারও কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, যাহারা সদ্বক্তার ন্যায় বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক সাহঙ্কারে উপদেশ দেয়, তাহারা আপনাদিগের উপদেশ আপনারাই বুঝিতে পারে না। আমাদিগের কেবল এইমাত্র মনে করিয়া রাখা উচিত যে, প্রকৃতির নিয়ম হইতে যত দূরবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই সুখের দূরবর্ত্তী হইতে হয়।"

তিনি এই কথা বলিয়া, সদুপদেশ দিয়া লোকের মহোপকার করিলাম মনে মনে এই বোধ হওয়াতে গম্ভীরদৃষ্টিতে একবার সকলের মুখপানে চাহিলেন। রাজকুমার বিনীতবচনে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়! অন্যান্য লোকের ন্যায় আমিও সুখের অভিলাষী, তন্নিমিত্ত মনোযোগ পূর্ব্বক আপনার উপদেশবাক্য শুনিয়াছি। ভবাদৃশ পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ-চিত্তে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তাহার সত্যতাবিষয়ে সংশয় করিতে আমার ইচ্ছা নাই। কেবল ইহাই জানিতে চাহি, কিরূপে চলিলে প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলা হয়?"

পণ্ডিত কহিলেন, "যখন আমি যুবা পুরুষদিগকে বিনয়ী ও শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগী দেখি, তখন আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা শিখাইতে কোন প্রকারে অস্বীকার করি না। কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ-প্রণালী দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিলে, যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া জানা যায়, তাহা পরিত্যাগ করিলে এবং জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত যে অপরিবর্ত্তনীয় চমৎকার কৌশল নির্দ্ধারিত আছে, তদনুসারে চলিলে প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলা হয়।"

যে সকল জ্ঞানীদিগের কথা যত শুনা যায়, ততই আর বুঝিতে পারা যায় না, ইনি উঁহাদিগের মধ্যে একজন, রাজকুমার ইহা শীঘ্রই বুঝিয়া লইলেন। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে নমস্কার করিলেন ও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। পণ্ডিত তাঁহাকে সন্তুষ্ট বিবেচনা করিয়া ও অন্য লোকদিগকে নিস্তব্ধ দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং আপনি প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলিতেছেন, এইরূপ ভাবিয়া সাহঙ্কারে প্রস্থান করিলেন।

রাজকুমার ও তাঁহার ভগিনী কর্ত্তৃক পর্য্যবেক্ষণকার্য্যের বিভাগ।

সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, করিতে না পারিয়া রাজকুমার ভগ্নোৎসাহচিত্তে গৃহে গমন করিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, বিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ কেহই সুখের পথ অবগত নহেন। তখনও অধিক বয়স হয় নাই বলিয়া রাজকুমারের মনে এইমাত্র আশ্বাস থাকিল যে, এখনও অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অনেক সময় আছে। যাহা হউক, রাজকুমার এত দিন যে সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন ও তাঁহার মনে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইতেছিল, তাহা ইমলাককে জানাইতেন, কিন্তু ইম্লাক তদ্বিষয়ে যে উত্তর দিতেন, তাহাতে আবার নূতন নূতন সন্দেহ উপস্থিত হইত। সুতরাং রাসেলাস এই অবধি ভগিনীর সহিতই সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা কহিতে ও পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে যেরূপ আশা ছিল, ভগিনীর

মনেও সেইরূপ আশা সঞ্চারিত থাকাতে তিনি ভ্রাতাকে বুঝাইয়া কহিলেন যে, 'আমাদিগের একবারে নিরাশ ও হতশ্বাস হওয়া উচিত নয়, অনুসন্ধান করিলে পরিশেষে কৃতকার্য্য হইলেও হইতে পারি।

দেখ, আমরা পৃথিবীর বিবরণ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের অবস্থা কি দুঃখের অবস্থা, কোন অবস্থাই আমাদিগের ঘটে নাই। দেশে আমরা রাজপরিবার বলিয়া পরিগণিত ছিলাম বটে, কিন্তু কোন ক্ষমতা ছিল না। এখানেও আজি পর্য্যন্ত গৃহকর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মের সুখ এবং গৃহস্থদিগের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারি নাই। পাছে আপন মত ও আপন কথার বৈপরীত্য হয় ও আপনার ভ্রান্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত ইমলাক আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন না, বরং তাঁহার কথা শুনিলে উৎসাহশিখা একবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা কার্য্য বিভাগ করিয়া লই। প্রাসাদের সমারোহ ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে সুখ আছে কি না, তুমি গিয়া অনুসন্ধান কর; আমি গৃহস্থদিগের আলয়ে গিয়া উহার তত্ত্ব করি। হয় ত ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সুখ থাকিবে, কেন না, ঐশ্বর্য্যশালী লোকের পরোপকার ও পৃথিবীর হিতানুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা আছে; না হয় ত মধ্যবৃত্তি লোকের গৃহে সুখের দেখা পাওয়া যাইবে, কেন না, তাহাদিগের অত্যুন্নত মনোরথও হয় না।"

ধনী ও প্রভুত্বশালী লোকের প্রাসাদে সুখের অন্বেষণ।

রাসেলাস ভগিনীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরদিন অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া পাসার প্রসাদে গমন করিলেন। তথায় গিয়া এরূপ জাঁকজমক ও সমারোহ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, শীঘ্রই এক জন ধনবান্ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন ও বিলক্ষণ মান-সম্ভ্রম হইল। 'এক জন রাজকুমার কৌতুকাক্রান্ত হইয়া দূরদেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন', এইরূপে রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট পরিচিত হইলেন; পাসার সঙ্গেও সর্ব্বদা দেখা-শুনা ও কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল।

প্রথমে তাঁহার মনে এই বিশ্বাস হইল যে, যাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার সময় লোকের মনে ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়, প্রজারা বিনীতভাবে যাঁহার আদেশ গ্রহণ করে এবং সমস্ত রাজ্যে যাঁহার আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা আছে, তিনি সুখী সন্দেহ নাই। 'আমার সদ্বিচারগুণে সহস্র সহস্র লোক সুখে কালক্ষেপ করিতেছে', ইহা জানিতে পারিলে মনে যে অপরিসীম আনন্দোদয় হয়, তাদৃশ আনন্দ আর কিছুতেই অনুভূত হয় না। কিন্তু ক্ষণকাল পরে ভাবিলেন যে, এরূপ আনন্দ এক জাতির মধ্যে একজনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। বোধ হয়, এমন কোন সুখ থাকিলে, যাহা সকলে লাভ করিতে পারে। এক ব্যক্তির ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া সহস্র সহস্র লোক চলিবে এবং এক ব্যক্তির সুখের নিমিত্ত শত শত লোক সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কোনরূপেই ন্যায়ানুগত ও বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না।

এই চিন্তা রাজকুমারের মনে জাগ্রত থাকিল; তিনি ইহার কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্রমে উপহার ও সদ্ব্যবহার দ্বারা রাজকুলে যত পরিচিত হইতে লাগিলেন, ততই জানিতে পারিলেন যে, প্রধানপদস্থ লোক অন্যান্য লোকের প্রতি

ঘৃণা প্রদর্শন করে ; অন্যান্য লোকেও প্রধান-পদস্থ লোকের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ করিয়া থাকে। সুতরাং রাজকুল কেবল চাতুরী, ধূর্ত্ততা, দলাদলি ও বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ। পাসার নিকট যাহারা সর্ব্বদা বসিয়া থাকে, ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, তাহারা সুলতানের চর, পাসার দোষ অনুসন্ধান করিতে প্রেরিত হইয়াছে। দেখিলেন, সকল রসনাই অনবরত তিরস্কার ও নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত আছে ও সকল চক্ষুই সর্ব্বথা দোষান্বেষণে নিযুক্ত রহিয়াছে।

কিছু দিনের পর পাসার পদচ্যুত হইবার আদেশপত্র আসিল এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপল নগরে যাইতে হইল। তদবধি তাঁহার নাম একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন রাসেলাস ভগ্নোৎসাহচিত্তে ভগিনীর নিকট আসিয়া পাসার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, "কৈ প্রভুত্বের ত কোন গুণ দেখি না, প্রভুত্ব কখনই সুখের আস্পদ নহে; অথবা অধীনপদস্থ হইলেই বুঝি বিপদ্ ঘটে, স্বাধীন ও সর্ব্বপ্রধান হইলে বুঝি আর বিপদ্ হয় না। তবে কেবল সুলতানই কি সুখী, কি তাঁহাকেও যাতনা সহ্য করিতে ও শত্রুদিগকে ভয় রাখিতে হয় ?"

কিয়দ্দিবসের মধ্যে দ্বিতীয় পাসাও পদচ্যুত হইলেন। যে সুলতান তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনি আপন রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। আর এক ব্যক্তি সুলতানপদ প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রিয় পাত্র অপর এক ব্যক্তিকে পাসা করিয়া পাঠাইলেন।

গৃহস্থাশ্রমের সুখের অনুসন্ধান।

রাজকুমার যে সময়ে পাসার প্রাসাদে সুখের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, রাজকুমারীও সেই সময়ে গৃহস্থদিগের বাটীতে প্রবেশিয়া অভিপ্রেত বিষয়ের তত্ত্ব করিতে লাগিলেন। দানশীলতা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের নিকট কোন দ্বার মুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজকুমারী এই সকল গুণের সাহায্যে যে বাটীতে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিলেন, তথায় যাইতে পারিলেন। দেখিলেন, অনেক বাটীর কন্যাগণ হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে আপাততঃ বোধ হয় যেন, তাহারা প্রসন্নচিত্তে ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া কালক্ষেপ করিতেছে।

রাজকুমারী সর্ব্বদা ইমলাকের ও বায় ভ্রাতার কথোপকথন শুনিয়া এরূপ গম্ভীরস্বভাব ও পরিণতচিত্ত হইয়াছিলেন যে, কন্যাগণের অকিঞ্চিৎকর ক্রীড়া কৌতুক, বাল্যসুলভ চাপল্য এবং অর্থশূন্য কথোপকথন তাঁহার মনে সন্তোষ জন্মাইয়া দিতে পারিল না। তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন, তাহাদিগের অভিলাষ নীচ, আশয় অতিক্ষুদ্র আমোদ-প্রমোদ কৃত্রিম। দীন-হীনের আমোদ প্রমোদ যেরূপ পবিত্র ও নির্দ্দোষ হওয়া উচিত, তাহাদিগের আমোদ প্রমোদ সেরূপ নয়। অকিঞ্চিৎকর ঈর্ষা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে জিগীষা তাহাদিগের সমুদায় আমোদ প্রমোদ দোষদূষিত করিয়া রাখিয়াছে। চেষ্টা করিলে যাহার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং নিন্দা করিলে যাহার ক্ষতি হইতে পারে না, এমন শারীরিক সৌন্দর্য্যের নিমিত্তও তাহারা পরস্পর ঈর্ষা করে। তাহারা যেমন ক্ষুদ্রাশয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রের প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিয়া থাকে এবং কেহ কেহ ভাবে যে, আমরা প্রেমবন্ধনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগকে তৎকালে অলস ও অকর্ম্মণ্য বৈ

আর কিছুই বলা যায় না; সুতরাং তাহাদিগের প্রণয় পরিণামে বিরস হইয়া উঠে। তাহাদিগের আহ্লাদ-আমোদ যেরূপ ক্ষণিক, শোক-দুঃখও সেইরূপ। তাহাদিগের অন্তঃকরণ পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাশূন্য, সুতরাং তাহাতে যে কোন ভাবের উদয় হয়, তাহার সহিত ভূত-ভবিষ্যতের কোন সম্পর্ক নাই। যেরূপ জলে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে গোলাকার রেখা উত্থিত হয়, দ্বিতীয়বার প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে সেই রেখা বিনষ্ট হইয়া আবার নূতন নূতন রেখা উত্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহাদিগের মনে নূতন অভিলাষ উদ্ভূত হইয়া পূর্ব্ব অভিলাষ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ফলতঃ তাহাদিগের অভিলাষেরও স্থৈর্য্য নাই, মনেরও দার্ঢ্য নাই।

রাজকুমারী সেই সকল কন্যাদিগকে নিরীহ জন্তুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার অনুগ্রহে তাহারা গর্ব্বিত হয়, কিন্তু তাঁহার সহিত একত্র থাকিতে ভালবাসে না। তিনি আরও বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মানস করিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে বশীভূত ও অধিককাল সংসর্গে বিশ্বস্ত হইয়া দুঃখভারাক্রান্ত অবলারা তাঁহার কর্ণে আপন দুঃখ ও গোপন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিল এবং সৌভাগ্যগর্ব্বিত কন্যাগণ আপন আপন সুখ-সৌভাগ্যের অংশভাগিনী করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। এইরূপে কাহারও অবস্থা তাঁহার অবিদিত থাকিল না।

গ্রীষ্মকালে বাসের নিমিত্ত নীলনদের তীরে এক নির্জ্জন আলয় ছিল। রাজকুমার ও রাজকুমারী প্রায় প্রতিদিন সায়ংকালে তথায় গিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিতেন ও আপন আপন পর্য্যবেক্ষণবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেন। একদা উভয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাজকুমারী নদের দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণবদনে কহিলেন, "হে স্রোতোবহ! তুমি অনেক দেশে গতাগতি কর, তুমি অশীতি জাতির আবাসভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাক। আমি রাজকুমারী, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, যেখানে শোক-তাপ নাই, সেখানে দুঃখের কাতর-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না, এমন লোকালয় কোনখানে দেখিয়াছ কি না?"

রাসেলাস কহিলেন, "আমি যেরূপ প্রাসাদের অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি, তুমি বুঝি, গৃহস্থাশ্রমে তাহা অপেক্ষা কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া থাকিবে।"

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, "আমি কার্য্যের বিভাগ করিয়া লইয়া অবধি ভাব ও সদ্ব্যবহার পূর্ব্বক নানাবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, নানা গৃহে প্রবেশ করিয়াছি ও নানাপ্রকার সন্ধান লইয়াছি। আপাততঃ তথায় সৌভাগ্য-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এরূপ একটী আলয়ও পাওয়া যায় না, যেখানে দুরবস্থাপিশাচী গতাগতি না করে এবং দুর্ভাগ্যদানব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া না দেয়। নিতান্ত দীনহীনের আলয়ে আমি সুখের সন্ধান লই নাই। কারণ, আমি নিশ্চয় জানি যে, তথায় তাহার তত্ত্ব পাওয়া যাইবে না, কিন্তু এমন অনেক দীনহীন আছে, আপাততঃ তাহাদিগকে সৌভাগ্যশালী বলিয়াও বোধ হয়, কিন্তু তাহারা নিতান্ত দুঃখী। বৃহৎ বৃহৎ জনাকীর্ণ নগরীতে দারিদ্র্যদশা নানা আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কোনখানে বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে নিভৃত হইয়া আছে, কোথাও বা অপব্যয়ের অন্তরালে লুকাইয়া আছে। অন্য লোকে

আমার দুরবস্থা জানিতে না পারে, ইহা অনেকেরই ইচ্ছা এবং তন্নিমিত্ত আপন আপন দুরবস্থা গোপন করিবার চেষ্টা পায়। তাহারা ক্ষণিক উপায় অবলম্বন করিয়া দিনপাত করে, কল্য কিরূপে চলিবে ও কি উপায়ে মান-সম্ভ্রম বজায় থাকিবে, এই চেষ্টায় সমুদায় সময় বৃথা নষ্ট করে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মনে তাদৃশ ক্লেশোদয় নাই; কারণ, তাহাদিগের দুঃখ আমি অনায়াসেই নিবারণ করিতে পারিতাম। কিন্তু কতকগুলি লোক আমার নিকট দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল; তাহাদিগের দীন-দশা শীঘ্রই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম বলিয়া তাহারা অতিশয় বিরক্ত হইল, সাহায্য করিতে চাহাতে তাদৃশ সন্তুষ্ট হইল না। কতকগুলি লোককে অগত্যা আমার দয়ার পাত্র হইতে হইল। কিন্তু দান-গ্রহণজন্য অপমান বোধ হওয়াতে তাহারা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইল এবং আপনাদিগের উপকারিণীকে কোনরূপে ক্ষমা করিতে পারিল না। কতকগুলি লোককে যথার্থ কৃতজ্ঞ দেখিলাম, দেখিলাম, তাহারা অকপট-চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল; কিন্তু উপকারান্তর প্রত্যাশা করিল না।”

গৃহস্থদিগের অবস্থার বিস্তার।

নিকায়া ভ্রাতাকে অনন্যমনা দেখিয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, “দারিদ্র্যদশা থাকুক বা না থাকুক, সকল পরিবারের মধ্যেই সর্ব্বদা অনৈক্য ঘটিয়া থাকে। ইমলাক বহু পরিবারের উপর কর্তৃত্বকে রাজত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সুতরাং ইহাও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, অল্প পরিবারের উপর কর্তৃত্বও একপ্রকার ক্ষুদ্র রাজত্ব। এই রাজত্বেও সর্ব্বদা দলাদলি, বিরোধ, বিগ্রহ উপস্থিত হয় এবং কখন কখন ভয়ানক অনর্থও উঠে। যে ব্যক্তি সংসারাশ্রমের কিছুই জানে না, সে মনে করে যে, সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ চিরস্থায়ী এবং পিতা-মাতা সকল সন্তানকেই সমান ভালবাসিয়া থাকে। কিন্তু সন্তানদিগের শৈশবাবস্থা অতীত হইলেই পিতামাতার স্নেহেরও বৈপরীত্য ঘটিয়া উঠে। সন্তানেরাও আবার পিতামাতার বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং তিরস্কার দ্বারা কলঙ্কিত না হইয়া উপকার বিতীর্ণ হয় না এবং অন্য দ্বারা দূষিত না হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হয় না।

পিতা, মাতা ও সন্তানগণ একমতাবলম্বী হইয়া প্রায় কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। পিতা-মাতার অধিকতর স্নেহ ও অনুগ্রহের পাত্র হইবার নিমিত্ত সকল সন্তানেই চেষ্টা পায়, তাহাতে তাহাদিগের লাভেরও প্রত্যাশা আছে। কিন্তু স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রকাশের তারতম্যে কিছুমাত্র লাভ-প্রত্যাশা থাকিলেও পিতামাতা কোন সন্তানকে অধিক ভালবাসেন, কাহাকেও বা তেমন ভালবাসেন না। এইরূপে কেহ পিতার বিশ্বাসপাত্র, কেহ বা মাতার স্নেহপাত্র, কেহ বা উভয়েরই অপ্রিয় পাত্র হইয়া উঠে। সুতরাং পরস্পর ঈর্ষা জন্মে এবং প্রতারণা ও কলহে বাটী পরিপূর্ণ হয়। পিতা, মাতা ও সন্তানগণ নির্দ্দোষস্বভাব হইলে ও ন্যায়ানুগত কর্ম্ম করিলেও বার্দ্ধক্য ও যৌবনভেদে পরস্পরের মতভেদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যৌবনজাত বিকসিত আশার সহিত বার্দ্ধক্যসুলভ নীরস নৈরাশ্যের কখন মিল হয় না। যৌবনকালের আমোদ-প্রমোদও বৃদ্ধের বিরক্ততা সহ্য করিতে পারে না। বসন্তকালীন বস্তুজাতের সহিত শীতকালীন বস্তুজাতের তুলনা করিয়া দেখিলে উভয়ের আকারগত যেরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে

পাওয়া যায়, যৌবন ও বার্দ্ধক্যেরও তত ইতর-বিশেষ অনুভূত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধেরা ক্রমে ক্রমে উন্নতির প্রত্যাশা করেন, যুবা পুরুষেরা বল, বীর্য্য, উৎসাহ, ধীশক্তি ও ব্যগ্রতা সহকারে একবারে কার্য্য সকল সফল করিবার চেষ্টা পান। বৃদ্ধেরা সাবধানতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করেন, যুবা পুরুষেরা সহসা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন। যুবা পুরুষের প্রায় অপকার করিবার ইচ্ছা হয় না এবং অন্যে তাঁহার অপকার করিবে. এরূপ সন্দেহও করেন না, সুতরাং বিশ্বাসপূর্ব্বক সকলের সহিত সরল ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহার পিতা লোকের সহিত সরল ব্যবহার করিয়া কতবার প্রতারিত হইয়াছেন, কতবার চাতুরীজালে পতিত হইয়াছেন; সুতরাং সকলকেই সন্দেহ করেন, আপনিও সুযোগ পাইলে প্রতারণাজাল বিস্তার করিয়া বসেন। বৃদ্ধ ক্রোধদৃষ্টিতে যৌবনসুলভ অবিবেকের প্রতি নেত্রপাত করেন; যুবা বার্দ্ধক্যসুলভ সন্দেহকে সাতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকেন। সুতরাং পিতাপুত্রের পরস্পর মনের ঐক্য না হওয়াতে ক্রমে ক্রমে স্নেহ-ভক্তিরও হ্রাস হইয়া আইসে। জগদীশ্বর যাহাদিগকে স্নেহগ্রন্থি দ্বারা এত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহারাই যদি পরস্পরের যাতনাস্বরূপ হইল, তাহা হইলে আমরা কোথায় বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধান পাইব?"

রাজকুমার কহিলেন, "যেরূপ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করা উচিত, বোধ হয়, তাদৃশ লোক তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সকল সম্বন্ধের সারভূত স্নেহময় সম্পর্ক যে নৈসর্গিক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, ইহা বিশ্বাস করিতে আমার অভিলাষ হয় না।"

নিকায়া বলিলেন, "গৃহবিচ্ছেদ যে নিতান্ত নৈসর্গিক, তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়াও সহজ কর্ম্ম নহে। সমুদায় পরিবার প্রায় সদ্‌গুণসম্পন্ন হয় না; পরিবারের মধ্যে কেহ ভাল, কেহ বা মন্দ হয়। ভালমন্দে সুন্দররূপে মিল হয় না; মন্দে মন্দে কখনই মিল হয় না। কখন কখন গুণবানদিগেরও পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। যে হেতু, গুণ নানাপ্রকার, কেহ বা এক গুণের সাতিশয় পক্ষপাতী হইয়া অন্য গুণের অপরোনাস্তি দ্বেষ করে, কেহ বা অন্যবিধ গুণের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠে। তখন তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য থাকিবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, যে সকল পিতামাতা সম্মান ও সমাদরের উপযুক্ত, তাঁহাদিগের পুরস্কারও হইয়া থাকে। যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া ন্যায়ানুগত পথে চলিতে পারেন, তাঁহাকে কখন ঘৃণা বা অনাদর করে না।

এতদ্ভিন্ন সংসারাশ্রমে আরও অনেক প্রকার দুঃখ ও কষ্ট আছে। কতকগুলি লোক কেবল ভৃত্যের অধীন। ভৃত্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সকল কার্য্যের ভার দেন; ভৃত্য যাহা করে, তাহাই হয়। কতকগুলি লোককে ধনবান্ জ্ঞাতিকুটুম্বের ইচ্ছামাত্রের উপর নির্ভর করিয়া কালক্ষেপণ করিতে হয়। তাঁহারা সেই সেই জ্ঞাতিকুটুম্বকে সন্তুষ্ট করিতেও পারেন না, রুষ্ট ও বিরক্ত করিতেও তাঁহাদিগের সাহস হয় না। এমন অনেক স্বামী আছেন, তাঁহারা কেবল হুকুম খাটাইতে চাহেন; এমন অনেক পত্নী আছেন, তাঁহারা স্বামীর একটি কথাও গ্রাহ্য করেন না। এই ভূমণ্ডলে অনায়াসেই লোকের মন্দ করা যায়, কিন্তু ভাল করা সহজ কর্ম্ম নয়। এক জনের সদ্‌বুদ্ধিতে ও সদ্‌গুণে অনেকে সুখী হইতে পারে না, কিন্তু

এক জনের মূর্খতাদোষে ও পাপে অনেকেই অসুখী ও বিষম দুরবস্থাপন্ন হইয়া উঠে।"

রাজকুমার কহিলেন, "যদি বিবাহরূপ বৃক্ষে এইরূপ অসুখ-ফল ফলে, তাহা হইলে এক জনের মতের সহিত আপন মতের ঐক্য করা ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করিব এবং সঙ্গিনীর দোষে আপনি অসুখী হইব না।"

নিকায়া উত্তর করিলেন, "আমি অনেককে এই কারণবশতঃ একাকী থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগের অবস্থা ও বিবেচনাকেও উৎকৃষ্ট বলা যায় না। প্রণয় ও স্নেহপ্রকাশ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের জীবন ক্ষয় হয়; তাঁহারা প্রায় বালোচিত আমোদে ও অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া কথঞ্চিৎ দিনপাত করেন, অন্যের প্রতি দ্বেষ ও ঈর্ষা করিয়া থাকেন এবং অন্যের দোষোদ্ঘোষণ করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা যখন গৃহে থাকেন, গৃহকর্ম্ম ও সংসারধর্ম্ম ভাল লাগে না; বাহিরে অন্যের অনিষ্ট করিয়া বেড়ান। তাঁহারা জনসমাজের কিছুই ধার ধারেন না, সুতরাং নিয়মের বিপরীত কর্ম্মও করিয়া থাকেন এবং লোকের সুখের ব্যাঘাত করিবারও চেষ্টা পান। যে অবস্থায় অন্যের সুখ-দুঃখে আপনার সুখ-দুঃখ বোধ হয় না, আপনার সুখ-দুঃখেও অন্যে সুখী বা দুঃখী হয় না, আপনি পরমসৌভাগ্যশালী হইলেও সেই সৌভাগ্যে আর কেহ গর্ব্বিত হয় না, আপনি দুঃসহ ক্লেশে পতিত হইলেও কেহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে না, এমন অবস্থায় থাকা জনশূন্য অরণ্যে থাকা অপেক্ষাও ভয়ানক ও ক্লেশকর। তখন প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত থাকিয়াও মনুষ্যজাতির দূরবর্ত্তী বলিয়া আপনাকে বোধ হয়। পরিণয়প্রথার অনুবর্ত্তী হইলে অনেক দুঃখ, কিন্তু একাকী থাকিলে কোন সুখ নাই।"

রাসেলাস কহিলেন, "তবে কি করা কর্ত্তব্য? যত অনুসন্ধান করিতেছি, ততই নূতন নূতন সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, কিছুই স্থির হইতেছে না। আমার বোধ হয়, যাহাকে অন্যের মত লইয়া কর্ম্ম করিতে না হয়, সে আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে।"

প্রধান পদ।

তাঁহাদিগের কথোপকথন ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইল। রাজকুমার মনে মনে ভগিনীর কথা পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন, "তুমি কুসংস্কারপরতন্ত্র হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ, সন্দেহ নাই। যেখানে দুঃখ নাই, সেখানেও তুমি দুঃখের অনুমান করিয়া লইয়াছ। তোমার কথা শুনিয়া ভাবী আশা ভরসা সকল অন্ধকারাবৃত বোধ হইতেছে। সমলোকের উপদেশ সকল অস্পষ্ট চিত্রস্বরূপ ছিল, কিন্তু তুমি তাহাতে নানা বর্ণ দিয়া সুস্পষ্ট চিত্র প্রস্তুত করিলে।

দেখ, প্রধান পদ সুখের আস্পদ নহে। সুখ প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যের অধীন, ইহা কদাপি বিশ্বাস হয় না। সুখ ধন দ্বারাও ক্রয় করা যায় না, জয় দ্বারাও অপহরণ করিয়া আনা যায় না। যাঁহার প্রভুত্ব আছে, তাঁহার হস্তে অনেক কর্ম্ম এবং তাঁহাকে অনেক লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহার অনেক বিপক্ষ হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাকে কখন কখন বিপক্ষদিগের শত্রুতাচরণে পতিত হইতে হয়, কখন বা কার্য্যগতিকে তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা সকল বিফল হইয়া যায়। যাঁহার হস্তে অনেক কর্ম্ম, তাঁহার পক্ষে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক; সেই সকল সহকারীর মধ্যে কেহ বা অনভিজ্ঞ, কেহ বা অসচ্চরিত্র হইবারও সম্ভাবনা। কেহ বা তাঁহাকে অপথে লইয়া যায়, কেহ বা প্রতা-

রণা করে। তিনি এক ব্যক্তিকে বিরক্ত না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। যাহারা তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র না হয়, তাহারা আপনাদিগকে অপকৃষ্ট ও অনাদৃত জ্ঞান করে। অল্প লোক বৈ অধিক লোকের অনুগ্রহপাত্র হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অধিক লোক তাঁহার উপর সর্ব্বদা রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট থাকে।"

রাজকুমারী কহিলেন, "এরূপ রোস ও অসন্তোষ অকারণ, আমি এরূপ অন্যায় অসন্তোষ অবলম্বন করিয়া কখন চিত্তকে ব্যাকুলিত করিব না, তুমিও উহা নিবারণ করিয়া রাখিতে পার।"

রাসেলাস্ উত্তর করিলেন, "যেখানে রাজা সাবধান ও অপক্ষপাতী হইয়া ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্য সম্পন্ন করেন, সেখানেও বিনা কারণে সর্ব্বদা লোকের মনে অসন্তোষের উদয় হয় না। রাজা যত বুদ্ধিজীবী হউন না কেন, দারিদ্র্যদশায় অথবা লোকবদ্বেষে যে গুণ আচ্ছাদিত হইয়া আছে, তাহা তিনি কখনই উদ্ভাবন করিতে পারেন না। রাজা যত প্রভুত্বশালী ও যত ক্ষমতাপন্ন হউন না কেন, যত গুণ উদ্ভাবিত হয়, সর্ব্বদা সেই সমুদায় গুণের যথোচিত পুরস্কার করিতেও সমর্থ হন না। বিশেষতঃ যখন কোন ব্যক্তি আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট পুরুষকে উন্নত পদ প্রাপ্ত হইতে দেখে, তখন সহজেই এই মনে করে যে, উহা পক্ষপাতের অথবা নিরঙ্কুশ ইচ্ছামাত্রের কার্য্য, আর যথার্থরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য যত বড় মহাত্মা হউন না কেন, চিরকাল যে পক্ষপাতশূন্য বিচারের বিধেয় হইয়া চলিবেন, ইহা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। কখন তাঁহাকে স্নেহ ও প্রণয়ের বশীভূত হইয়া চলিতে হয়, কখন বা আপন প্রিয়পাত্রের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতে হয়। যাহারা কখনই কাজে লাগিবে না, তাহারাও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে। তিনিও যাহাদিগকে ভালবাসেন, তাহাদিগের বাস্তবিক যে সকল গুণ নাই, তাহাও আছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয় এবং যাহাদিগের নিকট সন্তোষ প্রাপ্ত হন, সময় পাইলেই তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। এইরূপে অনুগ্রহ কখন কখন অপাত্রে বিন্যস্ত হয়। ধনরূপ উৎকোচ দ্বারা অথবা চাটু-বাদ ও চাটু-কর্ম্মরূপ সাংঘাতিক উৎকোচ দ্বারা যে অনুরোধ ক্রয় করা যায়, তাহাও এইরূপে কখন কখন কার্য্য সফল করিয়া থাকে।

যাহাকে অধিক কর্ম্ম করিতে হয়, তিনি কখন কখন অন্যায় কর্ম্মও করিয়া থাকেন; সেই অন্যায় কর্ম্মের ফলভোগও তাঁহাকে করিতে হয়। সর্ব্বদা ন্যায়পথে চলা ও ন্যায়ানুগত কর্ম্ম করা কখন কখন ঘটিয়া উঠে না। যদিও কথঞ্চিৎ সম্ভব হয়, তাহা হইলেও যখন বহু লোক তাহার ব্যবহারদর্শক ও চরিত্রপরীক্ষক, তখন অসৎ লোকেরা ঈর্ষ্যা ও দ্বেষের পরতন্ত্র হইয়া নিন্দা করে, সাধুরাও ভ্রান্তি প্রযুক্ত কখন কখন দোষারোপ করিয়া থাকেন।

এই সকল কারণ বশতঃ স্থির হইতেছে যে, প্রধান পদ সুখের আস্পদ নহে। সিংহাসন ও প্রাসাদ হইতে পলাইয়া সুখ সামান্য লোকের নিভৃত গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিতেছে সন্দেহ নাই।

যিনি আপন ক্ষমতানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আপনার প্রভুত্ব যত দূর বিস্তৃত, আপন চক্ষেই তাহা দেখিতে পান, যাহাকে বিশ্বাসী বলিয়া আপনিই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, কোন কর্ম্মের ভারার্পণের সময় তাহাকেই মনোনীত করেন, আশা ও ভয়ের বশীভূত হইয়া কোন ব্যক্তিরই

যাহাকে প্রতারণা করিবার আবশ্যকতা হয় না, তাঁহার সুখের ব্যাঘাত করিতে কে সমর্থ হয়? তিনি লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, লোকেরাও তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত থাকে, তাঁহাকেই সদ্গুণশালী ও যথার্থ সুখী বলা যায়।”

নিকায়া কহিলেন, “সদ্গুণশালী হইলেই যে সুখী হয়, এই পৃথিবীতে ইহা স্থির করিবার সুযোগ নাই। কিন্তু ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, যে পরিমাণে কোন লোকের ভদ্রতা ও সদ্গুণ দেখা যায়, সে পরিমাণে তাঁহার সুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক উপদ্রব ও দণ্ডনীতির বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন উপদ্রবের হস্ত হইতে কি ভদ্র, কি অভদ্র কেহই পরিত্রাণ পায় না। দুর্ভিক্ষ জন্য দুঃখ সকলকেই সহ্য করিতে হয়। রাজ্যমধ্যে দলাদলি ও বিরোধ উপস্থিত হইলে সকলকেই দুঃসহ ক্লেশে পতিত হইতে হয়। প্রবল ঝড় উপস্থিত হইলে সাধুরাও জলে নিমগ্ন হন, অসদ্ব্যক্তির নৌকাও জলে ডুবিয়া যায়। শত্রুপক্ষ রাজ্য আক্রমণ করিলে কি সাধু, কি অসাধু সকলকেই দেশ ত্যাগ করিতে হয়। তবে সাধুদিগের এই এক লাভ যে, সৎপথে আছি বলিয়া তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিপদের সময়েও বিচলিত হয় না। আর তাঁহাদিগের মনোমধ্যে এই এক আশা থাকে যে, এমন সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে সাংসারিক কোন ক্লেশ থাকিবে না এবং সুখময় ধামে গিয়া পরম সুখে বাস করিব। এইরূপ আশা অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সংসারের দুঃখ ও দুরবস্থা সহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে, ক্লেশ না ঘটিলে আর ধৈর্য্যের আবশ্যকতা হয় না।”

রাসেলাস কহিলেন, “ভগিনি! তুমি সম্বক্ত তাসুলভ অত্যুক্তি-দোষে পতিত হইতেছ। গৃহাশ্রমের ও সংসারধর্ম্মের সামান্য কথাবার্ত্তায় জাতীয় দুঃখ ও সাধারণ বিপদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? ঐরূপ দুঃখ ও ঐরূপ বিপদের কথা পুস্তকেই পাঠ করা যায়, চক্ষে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা অতিশয় ভয়ঙ্কর বটে, কিন্তু প্রায় ঘটে না। যে সকল উপদ্রব প্রায় ঘটে না, তাহার আশঙ্কা করিয়া আত্মাকে ব্যাকুল ও বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। জরুজিলেম যেরূপ শত্রু কর্ত্তৃক ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হইয়াছিল, সেইরূপ ভয়ঙ্কর আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া প্রতিনগরকেই ভয় প্রদর্শন করা, শলভ উড়িলেই দুর্ভিক্ষ হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা, উত্তরদিক্ হইতে বায়ু বহিলেই মারীভয় উপস্থিত হইয়া দেশ উৎসন্ন যায় বলিয়া বর্ণনা করা, আমার ভাল লাগে না।

অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিবিধেয় সেইরূপ বিষম বিপদের সময় পরামর্শ ও তর্ক-বিতর্ক কিছুই কার্য্যকর হয় না। সেরূপ বিপদের সময় সহিষ্ণুতা বৈ উপায়ান্তর নাই। কিন্তু ইহা জানা উচিত যে, জগতের ভয়ানক দুঃখোৎপাদক সেইরূপ বিষম বিপদের যত আশঙ্কা করিতে হয়, তত তাহা সহ্য করিতে হয় না। সহস্র সহস্র লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, যৌবনকালে হৃষ্টপুষ্ট ও বার্দ্ধক্যে জরাগ্রস্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহারা সাংসারিক দুঃখ ব্যতিরিক্ত আর কোন দুঃখই জানিতে পারিতেছে না। রাজা দয়ালু বা নিষ্ঠুর হউন, সেনাগণ শত্রুদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হউক বা তাহাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করুক, তাহাতে তাহাদিগের কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। যখন প্রাসাদ বিরোধ, বিদ্রোহ ও দ্বেষ-ঈর্ষায় আন্দোলিত হইতে থাকে অথবা যখন

দূতগণ বিদেশে সন্ধিস্থাপন করিতে যান, উভয় কালেই সূত্রধর হস্তে কুঠার লইয়া বৃক্ষচ্ছেদন করে ও কৃষকেরা ভূমির উপর হল-চালনা করিতে থাকে, তখনও আবশ্যক সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যায়। তখনও ঋতুর পরিবর্ত্ত হইতে থাকে এবং ঋতুর পরিবর্ত্ত জন্য লাভালাভ সমানই থাকে।

যাহা প্রায় ঘটে না, কিন্তু তখন ঘটে, যখন মনুষ্যের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিবেচনা কিছুই করিতে পারে না, এমন অনিষ্টের আশঙ্কার প্রয়োজন নাই। আমরা বায়ুর গতির প্রতিরোধ করিতেও চাহি না, রাজ্যের বন্দোবস্ত করিতেও ইচ্ছা করি না। মাদৃশ প্রাণিগণ যাহা সহজে সম্পাদন করিতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। যাহার যেমন ক্ষমতা, সে তদনুসারে অন্যের সুখবর্দ্ধন পূর্ব্বক আপনি সুখী হইবার চেষ্টা পায়।

দারপরিগ্রহ যে প্রকৃতির নিয়ম, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। পরস্পর মিলিত থাকিবে বলিয়াই স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব বিবাহকে সুখের এক কারণ বলিতেই হইবে।”

রাজকুমারী কহিলেন, “মানবদিগের দুঃখের যে অসংখ্য উপকরণ আছে, বিবাহ যে তাহার মধ্যে পরিগণিত নয়, তাহা আমার বোধ হইতেছে না। দাম্পত্যনিবন্ধন মনুষ্যের যে কত অসুখ ও দুরবস্থা ঘটে, যখন আমি তাহার বিষয় আলোচনা করি, স্ত্রী-পুরুষের চির-অনৈক্যের যে কত অভাবনীয় অচিন্তনীয় কারণ উপস্থিত হয়, তাহা যখন চিন্তা করি, পরস্পর স্বভাবের বৈপরীত্য, মতের বৈপরীত্য ও অভিলাষের বৈপরীত্যে যে কত অসুখ উপস্থিত হয়, তাহা যখন ভাবনা করি, যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ভিন্ন সৎপথ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন চলিতে চাহেন ও উভয়েই মনে করেন আমরা যথার্থ পথে গমন করিতেছি, কিন্তু সেই সেই পথ পরস্পরের অনভিপ্রেত হওয়াতে যে পরস্পর অনৈক্য ঘটে, তাহা যখন আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন কঠিনচিত্ত নৈয়ায়িকদিগের মতে মত না দিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা কহেন, পরিণয়প্রথা বিহিত বটে, কিন্তু প্রশংসনীয় নয়। কতকগুলি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মানব বিষয়ভোগে ইন্দ্রিয়গণকে আসক্ত রাখিবার নিমিত্ত অখণ্ডনীয় দাম্পত্যবন্ধনে আপনাদিগকে চিরকালের জন্য নিক্ষিপ্ত করেন।”

রাসেলাস কহিলেন, “ভগিনি! তুমি এইমাত্র কহিলে যে, একাকী থাকায় কোন সুখ নাই, বোধ হয়, তাহা বিস্মৃত হইয়া আবার কহিতেছ, বিবাহে নানা দুঃখ। পরস্পর বিরুদ্ধ দুই অবস্থাই মন্দ হইতে পারে, কিন্তু দুই অবস্থাই নিতান্ত অপকৃষ্ট হইতে পারে না। তাহার মধ্যে কোন না কোন অবস্থা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।”

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, “আমি যে একদা পরস্পরবিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিও না। মনুষ্যের অদূরদর্শিতানিবন্ধন প্রায় এইরূপ ঘটিয়াই থাকে। যে সকল বিষয় বহুবিস্তৃত ও বহু ভাগে বিভক্ত, তাহাদিগের পরস্পর তুলনা করিয়া যথার্থরূপে উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন কর্ম্ম। আমরা একবারে যে সকল বিষয়ের মূল অবধি শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, তাহাদেরই তারতম্য ও উৎকর্ষাপকর্ষ ত্বরায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি। কিন্তু যখন আদি, মধ্য, অন্ত একবারে দেখিতে পাই না, তাহাতে যত জটিলতা আছে, একবারে ভেদ করিতে পারি

না, তখন একদেশ দেখিয়া সমুদায়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হই এবং স্মৃতিপথে যাহা উপস্থিত হয়, তাহাই ব্যক্ত করি। সে সময় পরস্পরবিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করিলেও বিস্ময়ের বিষয় কি? দণ্ডনীতি ও নীতি-বিষয়ক জটিল প্রস্তাবের একদেশ দেখিয়া সমুদায়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে যেরূপ অন্যের মত হইতে আমাদিগের মত ভিন্ন হয়, সেইরূপ আপন মতও পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু যখন তাহার আদি, মধ্য, অন্ত একবারে দেখিতে পাই, সমুদায় জটিল গ্রন্থি একবারে ভেদ করিতে পারি, তখন আপন মতেরও অনৈক্য হয় না এবং সকলেই একরূপ মীমাংসায় সম্মত হন।"

রাজকুমার কহিলেন, "যাহা হউক, আমাদিগের কথোপকথনে কলহের সূত্রপাত করিবার আবশ্যকতা নাই, যুক্তির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পথ ধরিয়া পরস্পর জয়ী হইবার চেষ্টা করারও প্রয়োজন নাই। আমরা এমন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি যে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে উভয়েই সমান ফলভোগী হইব, কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে উভয়কেই সমান হতাশ হইতে হইবে। তন্নিমিত্ত আমাদিগের পরস্পর সাহায্য করা ও পরস্পর অনুকূল থাকা বিধেয়। বোধ হয়, দম্পতির দুঃখ দেখিয়া উত্তমরূপে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়াই তুমি প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে আপন মত ব্যক্ত করিয়া থাকিবে। ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয় বলিয়া কি জীবনকে ঈশ্বরদত্ত বলিবে না? পরিণয়-সম্পাদন দ্বারা প্রজাসৃষ্টি হইবে, কি স্ত্রী-পুরুষের সমাগম ব্যতিরেকেই পৃথিবী প্রজাময় হইবে?"

নিকায়া উত্তর করিলেন, "পৃথিবীতে কিরূপে প্রজাবৃদ্ধি হইবে, সে ভাবনায় আমার প্রয়োজন কি, তোমারই বা সে চিন্তায় আবশ্যক কি? পৃথিবীর বর্ত্তমান লোকেরা যদি আপন আপন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করে, তাহা হইলে আমি কোন অনিষ্ট দেখিতে পাই না। আমরা এক্ষণে পৃথিবীর ভাবনা ভাবিতেছি না, আপন আপন ভাবনাই ভাবিতেছি।"

রাসেলাস কহিলেন, "সমুদায় লোকের পক্ষে যাহা উত্তম, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও তাহা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। বিবাহপ্রথা যদি সমুদায় লোকের পক্ষে শুভকরী হয়, তাহা হইলে এক এক ব্যক্তির পক্ষেও শুভকরী সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে বিহিত কর্ম্মকেও দোষদূষিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং সুবিধার নিমিত্ত কখন বা ত্যাগ করিতেও হয়। বিবাহ করা ও বিবাহ না করা এই উভয়ের উৎকর্ষাপকর্ষবিষয়ে যাহা তুমি স্থির করিয়াছ, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, একাকী থাকিলে যে সকল অসুখ ও অসুবিধা ঘটে, তাহা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বিবাহ করিলে সচরাচর যে সকল অসুবিধা দেখা যায়, তাহা নিবারণ করিবারও উপায় আছে।

সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক চলিতে পারিলে বিবাহ করা শ্রেয়স্কর। যে হেতু, তাহাতে সুখের সম্ভাবনা আছে। লোকের দোষই লোকের দুঃখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যে সময়ে সদসদ্বিবেক ও অভিজ্ঞতা জন্মে না, অন্যের আচার, ব্যবহার, স্বভাব, বিচারশক্তি ও অভিপ্রায়ের সহিত আপন আচার-ব্যবহার প্রভৃতির ঐক্য করিবার কৌতুক ও বাসনা থাকে না, এমন অপরিণত বয়োবস্থায় ব্যগ্র ও ঔৎসুক্যপরতন্ত্র হইয়া সহচরী নির্দ্ধারণ করিলে অনুতাপ ও দুঃখ ব্যতিরেকে আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? সচরাচর বিবাহের রীতি এই, যুবক-যুবতীর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর সাদর-সম্ভাষণ ও কটাক্ষপাতের পর উভয়েই আপন আপন

আলয়ে প্রস্থান করেন। যুবা যুবতীর রূপ-লাবণ্য চিন্তা করিয়া মনে মনে কত মনোরথ করিতে থাকেন, যুবতীর মনেও কত সঙ্কল্প সমুদ্ভূত হইতে থাকে। অন্য বিষয়ে চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিতে না পারিয়া বিরহদশায় উভয়েই আপনাকে অসুখী ও অসুস্থ জ্ঞান করেন এবং এই স্থির করেন যে, পরস্পর মিলিত হইলে সুখী হইব। তদনন্তর পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং যে অন্ধতা পূর্ব্বে অপ্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন পরস্পর কলহ ও বিদ্বেষ করিতে করিতে কালক্ষেপ হয় এবং উভয়েই জগদীশ্বরকে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর এবং শুভ সাক্ষাৎকারের জন্য সেই দিনকে দুর্দ্দিন বলিয়া সাতিশয় আক্ষেপ করেন।

পিতামাতা ও সন্তানদিগের পরস্পর বিদ্বেষ বাল্যবিবাহের আর এক ফল। পিতা সংসারের সুখভোগ হইতে বিরত না হইতেই পুত্র সুখসম্ভোগে অগ্রসর হয়। সংসারে দুই পুরুষের একদা এক স্থানে সমাবেশ হওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম। মাতা বিষয়ভোগ পরিত্যাগ না করিতেই কন্যা বিকসিত হইয়া উঠে; সুতরাং পরস্পর দুরবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করে।

সহধর্ম্মিণী নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ বিশিষ্ট বিবেচনা ও যত কাল বিলম্ব আবশ্যক, সেইরূপ বিবেচনা ও তত কালবিলম্ব করিলে এই সমুদায় অনিষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। যৌবনের প্রথম আরম্ভে সহচরীর সাহায্য ব্যতিরেকেও নানাপ্রকার কৌতুক ও আমোদে কালক্ষেপ হইতে পারে। যত বয়োবৃদ্ধি হয়, তত অভিজ্ঞতা জন্মে। তখন অনেক দেখিয়া শুনিয়া সুন্দররূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। অধিক বয়সে সহচরী নির্দ্ধারণ করায় অনেক লাভ আছে, অন্ততঃ এই এক লাভ যে, পুত্র অপেক্ষা পিতাকে বয়োবৃদ্ধ বোধ হয়।"

নিকায়া কহিলেন, "যে বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় নাই এবং বিচার দ্বারাও স্থির করা হয় নাই, তদ্বিষয়ে অন্যের মত অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। আমি শুনিয়াছি, অধিক বয়সে বিবাহ করা তাদৃশ শ্রেয়স্কর নহে। এই গুরুতর প্রস্তাব অনাদরের যোগ্য নয় বলিয়া, যাঁহাদিগের অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, যাঁহারা অসাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন ও যথার্থরূপ অনুসন্ধান করিতে পারেন এবং যাঁহাদিগের মত ও অভিপ্রায় সমাদরণীয় ও প্রশংসনীয়, তাঁহাদের নিকট আমি অনেকবার এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম। তাঁহারা কহেন, যে সময়ে আপন আপন মত স্থির হইয়া যায়, আপন আপন বন্ধুবান্ধবেরও স্থৈর্য্য হয়, আচার-ব্যবহার-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করে, কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহারও নিশ্চয় হইয়া যায় এবং অন্তঃকরণ আপন আপন অভিলষিত সামগ্রীর অনুধ্যান করিয়া বহুকালাবধি আহ্লাদিত হইতে থাকে, এমন সময়ে স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্যসম্বন্ধ অতি ভয়ানক ও অনিষ্টজনক কর্ম্ম।

দুই জন পথিক ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে যে এক পথই অবলম্বন করিবে, ইহা প্রায় সম্ভবে না। যে পথে ভ্রমণ করা অভ্যাস হইয়াছে ও ভ্রমণ করিতে আমোদ জন্মে, তাহা কেহই পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইবে না। যখন বাল্যকালের চাপল্য গাম্ভীর্য্যে পরিণত হয়, তখন মনে অহঙ্কার জন্মে এবং আপন মতানুসারে কার্য্য করিতে দৃঢ়তর প্রবৃত্তি হয়, তখন আপন মত ত্যাগ করিয়া অন্যের মতে মত দিতে ও অন্যের কথায় অনুবর্ত্তী হইয়া

চলিতে লজ্জা বোধ হয় এবং আপন মতের সহিত অন্যের মতের ঐক্য না হইলে বিবাদ ও কলহ করিতে ইচ্ছা জন্মে। অধিকবয়স্ক দম্পতির অন্তঃকরণে পরস্পর সমাদর ও অনুরাগ প্রকাশ করিবার বাসনা প্রবল হওয়াতে পরস্পর সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা জন্মে বটে, কিন্তু যে সময় বাহ্য আকৃতির পরিবর্ত্ত হয়, তখন মনোবৃত্তি সকল নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করে এবং আচার-ব্যবহারেরও স্থৈর্য্য হইয়া যায়। বহুকাল যাহা অভ্যাস হইয়া আইসে, এক জনের সন্তোষের নিমিত্ত তাহা সহজে পরিত্যাগ করা যায় না। যিনি অধিক বয়সে আপন আচার-ব্যবহারের প্রণালী পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা পান, তাঁহার চেষ্টা প্রায় সফল হইয়া উঠে না। যে সময় আপন আচার-ব্যবহার-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করা যায় না, সে সময় অন্যের আচার-ব্যবহারের প্রণালী পরিবর্ত্তিত করা যে কিরূপ কঠিন কর্ম্ম, তাহা বর্ণনাতীত।”

রাজকুমার কহিলেন, “সহধর্ম্মিণী নির্দ্ধারণের প্রধান নিয়ম তুমি বিস্মৃত হইয়াছ। যখন আমি কোন কামিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব, আমার প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে, তিনি ন্যায়পথে চলিতে সম্মত কি না?”

নিকায়া উত্তর করিলেন, “হাঁ, এইরূপে নৈয়ায়িকেরা প্রতারিত হইয়া থাকেন। সংসারে এমন সহস্র সহস্র প্রকার বিবাদ ও কলহ উপস্থিত হয়, ন্যায়ানুসারে তাহার কিছুই মীমাংসা করা যায় না। অনুসন্ধান করিয়া যাহার নির্ণয় হয় না, তর্কশক্তি যাহার নিকট উপহাসাস্পদ হয়, দিন দিন এরূপ শত শত বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে, এমত কত শত ব্যাপার উপস্থিত হয়, যাহাতে কিছু করা আবশ্যক, বাক্যব্যয় নিরর্থক মাত্র। মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা কর এবং কয় জন লোক ন্যায়ানুসারে সমুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখ। যে স্ত্রী-পুরুষ শয্যা হইতে উঠিয়া সামান্য সামান্য গৃহকর্ম্মের বন্দোবস্ত বিষয়ে পরামর্শ ও যুক্তি করিতে বসেন, বোধ হয়, তাঁহাদিগের পর হতভাগ্য আর কেহই নাই।

যাঁহারা অধিক বয়সে বিবাহ করেন, তাঁহারা সন্তানের বিদ্বেষ হইতে রক্ষা পান বটে, কিন্তু সন্তানদিগকে অনাশ্রয় ও অজ্ঞান অবস্থায় একজন প্রতিপালকের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়। যদিও সৌভাগ্যক্রমে এরূপ না ঘটে, তথাপি সন্তানেরা বিজ্ঞ ও প্রধান লোক বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হয়। অধিক বয়সে দারপরিগ্রহ করিলে সন্তান হইতে যেরূপ ভয় থাকে না, সেইরূপ তাহাদিগের নিকট কোন প্রত্যাশারও সম্ভাবনা থাকে না। আর নবীন অবস্থায় পরস্পর প্রগাঢ় অনুরাগসঞ্চার জন্য দম্পতির মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হয়, অধিক বয়সে বিবাহ করিলে তাহারও রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না। যে সময় আচার-ব্যবহারের প্রণালী বদ্ধমূল হয় নাই, চিত্তবৃত্তি দৃঢ় ও কঠিন হয় নাই, অভ্যাস দ্বারা সংস্কার জন্মে নাই, এমন সময়ে পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইলে দুইটি কোমল বস্তু পরস্পর সংযোগ দ্বারা যেরূপ অনায়াসে মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সুন্দর মিলন হইবার সম্ভাবনা। অধিক বয়সে সেরূপ মিলন হওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, যাহারা অধিক বয়সে বিবাহ করে, তাহারা সন্তানদিগকে অত্যন্ত ভালবাসে; যাহারা

অল্প বয়সে বিবাহ করে, তাহারা সঙ্গিনীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত থাকে।"

রাসেলাস কহিলেন, "সন্তানের প্রতি স্নেহ ও সঙ্গিনীর প্রতি অনুরাগসঞ্চারের যে সময়, তাহাই পরিণয়ের যথার্থ উপযুক্ত কাল। এমন সময় দারপরিগ্রহ করা উচিত, যে সময়ে পিতা হইলে বিসদৃশ বোধ হয় না, স্বামী হইলেও লোকে উপহাস করে না।"

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, "প্রতিমুহূর্ত্তেই ইমলাকের কথা বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইতেছে। ইমলাক কহেন, জগদীশ্বর দুই দিকে দান করিতেছেন; হয়, বাম ভাগে গিয়া দান গ্রহণ কর, নতুবা দক্ষিণ দিকে গিয়া হস্তপাত; যিনি মধ্যে থাকিয়া দুই দিকেরই দান লইতে চাহেন, তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হয়; যে সকল অবস্থা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তাহা এরূপ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া আছে যে, তাহার মধ্যে একের প্রতি ধাবমান হইলে অন্য হইতে সুদূরবর্ত্তী হইতে হয়। উভয় দুই বস্তু পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধ যে, তাহার একটি লইতে গেলে আর একটি হারাইতে হয়। কোন প্রকারে দুইটি পাইবার সুবিধা হয় না। যাহারা বুদ্ধি খাটাইয়া উভয়-প্রাপ্তির চেষ্টা করেন, তাঁহারা উভয়ের মধ্য দিয়া চলিয়া যান, একটিও লাভ করিতে পারেন না। অতিবুদ্ধির সর্ব্বদাই প্রায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যিনি মনুষ্যের শক্তির অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কিছুই করিতে পারেন না। পরস্পর-বিরুদ্ধ সুখপরম্পরা সম্ভোগ করিবার বাসনা ফলোপধায়িকা হয় না; সম্মুখে যাহা পাও, গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হও। যখন বসন্ত কালের কুসুমসৌরভ আঘ্রাণ করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায়, তৎকালে শরৎকালীন সুস্বাদু ফলের রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না। কেহই একদা নীলনদের মুখ ও প্রস্রবণ হইতে জল তুলিয়া পানপাত্র পূর্ণ করিতে পারেন না।"

ইমলাকের প্রবেশ ও অন্য বিষয়ের কথোপকথন।

ভ্রাতা ও ভগিনীর কথোপকথন চলিতেছিল, এমন সময়ে ইমলাক আসিয়া প্রবেশ করাতে কথাবার্ত্তার ব্যাঘাত হইল। রাসেলাস ইমলাককে দেখিয়া কহিলেন, "ইমলাক! আমি ভগিনীর নিকট গৃহস্থাশ্রমের ও সংসারধর্ম্মের ভয়ঙ্কর বৃত্তান্ত শুনিতেছিলাম, শুনিয়া এরূপ ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি যে, কিছুই আর জানিবার কৌতুক নাই।"

ইমলাক কহিলেন, "কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে, এই অনুসন্ধান করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না; আপনারা যে নগরে পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইহা অতি বৃহৎ ও নানা আশ্চর্য্য বস্তুতে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু ইহাতে আর নূতন কিছু দেখিবার নাই। বোধ হয়, বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যে, আপনারা এরূপ এক দেশে আসিয়াছেন, যে দেশ অতিপূর্ব্বকালীন নিবাসী লোকদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতা দ্বারা এক সময়ে মহাবিখ্যাত হইয়াছিল এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র যে দেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া এককালে পৃথিবীকে আলোকময় করিয়াছিল। এ দেশ এরূপ প্রসিদ্ধ যে, সুখ ও সৌকর্য্যসাধন শিল্পকৌশলের আদিস্থান নিরূপণ করিতে হইলে ইহা অতিক্রম করিয়া গণনা করা যায় না।

ঈজিপ্টের অতি প্রাচীন লোকেরা পরিশ্রম ও প্রভুত্বের এরূপ অদ্ভুত চিরস্মরণীয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার নিকট

ইয়ুরোপের সমৃদ্ধি মলিন ও বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে। এখানে বহুকাল পূর্ব্বে যে সকল প্রাসাদ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার বিনাশাবশেষ ইদানীন্তন শিল্পকরদিগের শিক্ষার আদর্শ ও অধ্যয়নের পুস্তক হইয়া রহিয়াছে।"

রাসেলাস কহিলেন, "প্রস্তরের ও মৃত্তিকার স্তূপ দেখিতে আমার কৌতুক নাই। মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সুখের অনুসন্ধান লওয়া ও তাহাদিগের প্রকৃতি পরীক্ষা করাই আমাদিগের প্রধান কর্ম্ম। আমরা ভগ্নমন্দিরের বিনাশাবশেষ পরিমাণ করিতে অথবা জঙ্গলে আকীর্ণ জলপ্রণালীর মূল অন্বেষণ করিতে এখানে আসি নাই, কেবল পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা অবলোকন করিতে আসিয়াছি।"

রাজকুমারী কহিলেন, "বর্ত্তমান কালের যে সমস্ত বস্তু আমাদিগের সম্মুখে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেওয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পূর্ব্বকালের বীরপুরুষ ও প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ লইয়া আমরা কি করিব? সে সময়ও ফিরিয়া আসিবে না, সেই সকল বীরপুরুষের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থারও ঐক্য হইবে না।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "কোন বিষয় বিশেষরূপে জানিতে হইলে তাহার কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। মানবগণের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিতে হয়। তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি, কোন্ কার্য্য জ্ঞানানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে, কোন্ কর্ম্মই বা কেবল ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই কর্ম্ম আরম্ভের প্রধান কারণই বা কি? বর্ত্তমান বিষয় যথার্থরূপে জানিতে হইলে অতীত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ, সকল জ্ঞানেই তুলনাসাপেক্ষ। আর তুলনা করিয়া না দেখিলে ভবিষ্যৎ বিষয় কিছুই জানা যায় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিষয়ে মন অধিকক্ষণ ব্যাপৃত থাকে না। আমরা সর্ব্বদা অতীত বিষয় স্মরণ করিয়া থাকি এবং নিরন্তর অনাগত বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে ব্যাপৃত রাখি। শোক, আনন্দ, অনুরাগ, ঘৃণা, আশা, ভয় প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হয়। তাহার মধ্যে শোক ও আনন্দ অতীত ঘটনার কার্য্যস্বরূপ; ভাবী ঘটনার সহিত আশা ও ভয়ের সম্পর্ক আছে; অনুরাগ ও ঘৃণাও অতীত বৃত্তান্ত অবলম্বন করে; যে হেতু, কারণ অবশ্যই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে, সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান অবস্থা অতীত কারণের কার্য্যস্বরূপ। আমাদিগের যে সকল ভাল মন্দ ও সুখদুঃখ ঘটে, তাহার কারণ সন্ধান করিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু পুরাবৃত্ত-পাঠ ব্যতিরেকে উহা সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। পুরাবৃত্ত-পাঠ দ্বারা আমরা অনেক জানিতে পারি এবং বিপদ্ ও দুঃখনিবারণের অনেক উপায় শিখিতে পারি। যে সময়ে আমাদিগের হস্তে কেবল আমাদিগেরই রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে, সে সময় আমরা পুরাবৃত্তপাঠে মনোযোগী হইলে বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করা হয় না। আর যদি আমাদিগের উপর রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপ্রতিপালনের ভার সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের পুরাবৃত্ত না জানা অতি অন্যায় ও অনুচিত কর্ম্ম। যে হেতু, ইচ্ছাপূর্ব্বক অনভিজ্ঞ থাকা অতি দোষের কথা এবং অনিষ্ট-নিবারণের সদুপায় থাকিতেও তাহা অভ্যাস না করিয়া বিপদে পড়া অতি নির্ব্বুদ্ধিতার কর্ম্ম।

পুরাবৃত্তের যে প্রকরণে মানবগণের মনো-

বৃত্তির উৎকর্ষ, তর্কশক্তির উন্নতি, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি, চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীবের আলোক ও অন্ধকারস্বরূপ জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব, শিল্পবিদ্যার আবির্ভাব ও তিরোভাব, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর মত ও অভিপ্রায় পরিবর্ত্তের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যান্য প্রকরণ অপেক্ষা উহা সমধিক উপকারজনক ও সাতিশয় ফলোপধায়ক। যুদ্ধ ও আক্রমণের বিবরণ অবগত হওয়া রাজাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে অনাদর করাও তাঁহাদের উচিত নয়। যাঁহাদিগের রাজ্য-শাসন করিতে হয়, তাঁহাদিগেরও আপন আপন বুদ্ধিবৃত্তির সংস্কার করা আবশ্যক।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলোপধায়ক। সংগ্রামভূমিতে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধকৌশল না দেখিলে সেনা হয় না, চিত্র লিখিতে অভ্যাস না করিলেও চিত্রকর হয় না। অন্যান্য গুরুতর কর্ম্ম প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শিল্পবিদ্যা-প্রভাবে যে সকল বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইলে প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন আমরা কোন অসামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করি, প্রথমতঃ আমাদিগের মনে বিস্ময় জন্মে; তদনন্তর কি উপাদানে ও কিরূপে সেই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা জানিতে উৎসুক হই। তখন প্রখর বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি বিশেষ কাজে লাগে। তখন নব নব জ্ঞান ও উদ্ভাবন দ্বারা অভিজ্ঞতা বিস্তীর্ণ হয়, যে শিল্পবিদ্যা মনুষ্যমণ্ডলীমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইতে পারে এবং যে দেশে যে শিল্পবিদ্যা অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে, তথায় তাহা পরিজ্ঞাত হইবারও সম্ভাবনা। অন্ততঃ আমরা প্রাচীন শিল্পবিদ্যার সহিত বর্ত্তমান শিল্পকৌশলের তুলনা করিয়া দেখিতে পারি এবং ইদানীন্তন শিল্পকৌশলের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে সন্তুষ্ট হই, হ্রাস দেখিলে তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাই। এই সকল কারণ বশতঃ স্থির হইতেছে যে, শিল্পবিদ্যাপ্রভাবে যে সকল অদ্ভুত বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে অবলোকন করা ও তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান লওয়া অতি আবশ্যক।"

রাজকুমার কহিলেন, "যাহা আমাদিগের অনুসন্ধানের উপযুক্ত, তাহা দেখিতে আমার ইচ্ছা আছে।" রাজকুমারী উত্তর করিলেন, "প্রাচীনদিগের বিদ্যা-বুদ্ধির বিষয় অবগত হইতে আমারও বাসনা হয়।"

ইমলাক কহিলেন, "ঈজিপ্টদেশের অপরিসীম প্রভুত্ব ও আশ্চর্য্য ক্ষমতার প্রমাণস্বরূপ যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্ত্তি-স্তম্ভ আছে, তাহাদিগের নাম পিরামিড। মনুষ্যের হস্তের পরিশ্রম দ্বারা কিরূপে বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে, পিরামিড তাহার এক দৃষ্টান্তস্থল। যৎকালে পুরাবৃত্ত লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই, পিরামিড সেই কালের সামগ্রী। কেবল পরম্পরাগত অনির্দ্ধারিত কিংবদন্তী ব্যতিরেকে উহার আদি বৃত্তান্ত জানিবার কিছুই উপায়ান্তর নাই। সর্ব্বপ্রধান পিরামিড আজি প র্য্যন্ত ভূতলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কত কাল গিয়াছে, তথাপি তাহার কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই।"

নিকায়া কহিলেন, "আমরা কল্য পিরামিড দেখিতে যাইব, আমি উহার কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। স্বচক্ষে উহার ভিতর বাহির ভাল করিয়া না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না।"

পিরামিডদর্শন।

পরদিন সকলে পিরামিড দেখিতে চলিলেন। যে পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখা না হয়, তাবৎ তথায় থাকিতে হইবে বলিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে তাম্বু ও অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রী বোঝাই করিয়া দিলেন। আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে যাহা কিছু দর্শনীয় বোধ হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তাহা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যে গ্রাম ও যে নগরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, তত্রস্থ লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। যে সকল নগর জনশূন্য ও উচ্ছিন্ন হইয়া বন অথবা মরুভূমি হইয়া গিয়াছে এবং যে সকল নগর লোকে পরিপূর্ণ ও শস্যক্ষেত্রে শোভিত হইয়া রহিয়াছে, সমুদায়েরই আকারপ্রকার ও শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

যখন প্রকাণ্ড পিরামিডের নিকটে আসিলেন, তাহার নিম্নভাগের বিস্তার ও ঊর্দ্ধভাগের উচ্চতা দেখিয়া চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইমলাক কহিলেন, "পৃথিবী যত কাল থাকিবে, তত কাল থাকিবে বলিয়া পিরামিড এই ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নিম্নভাগ প্রশস্ত ও ঊর্দ্ধভাগ ক্রমে ক্রমে অপ্রশস্ত হইয়া উঠাতে এরূপ দৃঢ় হইয়াছে যে, ঝড়-বৃষ্টির আক্রমণে কিছুই হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। ভূমিকম্পও ইহাকে পাতিত করিতে পারে না। যে আঘাতে পিরামিড পতিত হইবে, বোধ হয়, তদ্দ্বারা এই প্রদেশও উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।"

তাঁহারা পিরামিডের দৈর্ঘ্য-বিস্তার পরিমাণ করিলেন এবং তাহার নিকটে তাম্বু খাটাইলেন। পরদিন তদ্দেশীয় কতিপয় পথদর্শক সঙ্গে লইয়া পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশিলেন। প্রবেশিয়া সোপানশ্রেণীতে পদনিক্ষেপপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দূর উঠিলেন। রাজকুমারীর সহচরী সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইল ও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রাজকুমারী জিজ্ঞাসিলেন, "পেকুয়া! তুমি কেন ভয় পাইলে?" পেকুয়া উত্তর করিল, "এই অন্ধকারময় পথ দিয়া উঠিতে আমার মনে ভয় জন্মিতেছে। বোধ হয়, এই স্থান ভূতপ্রেতের আবাস-স্থান, আমার আর অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। এই ভয়ানক গহ্বরের পূর্ব্বাধিকারীরা আমাদিগের সম্মুখে সহসা আসিয়া দণ্ডায়মান হইবে, আমাদিগকে আর ফিরিয়া যাইতে দিবে না, চিরকাল এইখানেই রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।" পেকুয়া এই কথা বলিয়া দুই হাত দিয়া নিকায়ার গলা জড়াইয়া ধরিল।

রাজকুমার কহিলেন, "যদি তোমার ভূতের ভয় হইয়া থাকে, আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি। মৃত ব্যক্তি হইতে বিপদের আশঙ্কা নাই। যিনি একবার মৃত্যুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাওয়া যায় না।"

ইমলাক কহিলেন, "মরিলে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, এ কথা সকলের মতবিরুদ্ধ। সকল সময়ের সকল জাতিরাই ভূত-প্রেত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন; এ বিষয়ে কাহার মতের অনৈক্য নাই। কি অসভ্য, কি সভ্য, সকল জাতিমধ্যেই ভূতের কথা প্রচলিত আছে এবং ঐ কথায় সকলে বিশ্বাসও করিয়া থাকে। যদি ভূত সত্য না হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মত একরূপ হইত না। যাহাদিগের পরস্পর কোন সংস্রব নাই, তাঁহারাও যখন সকলে একমত হইয়া ভূত আছে অঙ্গীকার করেন, তখন মিথ্যা বলা যায় না। কতকগুলি বিতর্ককারী লোক সংশয় করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রামাণ্যের

কোন ব্যাঘাত করিতে পারেন না। যাহারা মুখে অস্বীকার করেন, তাঁহারাও আন্তরিক ভয় দ্বারা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

পেকুয়া একেই ভয় পাইতেছে, আমি আর উহার ভয় বাড়াইতে চাহি না। ভূত আছে, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তাহারা অন্য অন্য স্থান অপেক্ষা পিরামিডে অধিক গতায়াত করিয়া থাকে, ইহা কে বলিবে? কেনই বা তাহারা নির্দ্দোষী লোকদিগের অপকার-চেষ্টা পাইবে? আমরা ত তাহাদিগের কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, তাহাদের কিছুই অপহরণ করিতেও পারিব না. তবে কেন তাহারা আমাদিগের অনিষ্ট করিবে?"

রাজকুমারী কহিলেন, "পেকুয়া! আমি তোমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছি, ইমলাক তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। তুমি আবিসিনিয়াদেশের রাজকুমারীর সহচরী, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিও।"

পেকুয়া উত্তর করিল, "যদি রাজকুমারীর এমন অভিলাষ হয় যে, তাঁহার সহচরী প্রাণ ত্যাগ করুক, তাহা হইলে এই অন্ধকারাবৃত ভীষণ গহ্বরে ভয়ানক মৃত্যু অপেক্ষা অন্য কোন সহজ-মৃত্যুর আজ্ঞা করুন। আপনি জানেন ত, আমি কখনই আপনার কথার অবাধ্য নহি। আপনি আদেশ করিলে আমাকে অবশ্যই যাইতে হইবে; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে আর ফিরিয়া আসিতে পারিব না।"

রাজকুমারী দেখিলেন, পেকুয়ার মনে এমন ভয় জন্মিয়াছে যে, তখন যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক উপদেশ দেওয়া বা তিরস্কার করা সকলই নিষ্ফল। সুতরাং প্রিয় সহচরীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "যাবৎ আমরা ফিরিয়া যাই, তাবৎ তুমি তাম্বুতে গিয়া অবস্থিতি কর।" পেকুয়া তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকেও ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিল এবং পিরামিডের অভ্যন্তরপ্রদেশে প্রবেশরূপ ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে কহিল। নিকায়া উত্তর করিলেন, "যদিও আমি তোমাকে সাহসের পথ শিখাইয়া দিতে পারিলাম না, কিন্তু আমিও তোমার নিকট ভয়ের পথ শিখিতে চাহি না। আমি যে উদ্দেশে এতদূর আসিয়াছি, তাহা সম্পন্ন না করিয়াও কদাচ যাইব না।"

পিরামিডে প্রবেশ

পেকুয়া তাম্বুতে ফিরিয়া গেল, আর সকলে পিরামিডে প্রবেশ করিলেন। অনেক বারান্দা অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে প্রস্তরের খিলান দেখিলেন এবং যে সিন্দুকে সেই পিরামিডস্বামীর মৃতদেহ আছে বলিয়া সকলে অনুমান করিয়া থাকে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে এক প্রশস্ত গৃহে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইমলাক কহিলেন, "এত দিনে মনুষ্যের পরিশ্রমসম্পাদিত এক প্রকাণ্ড ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত করা গেল। চীন দেশের প্রাচীরও অদ্ভুত বস্তু। ঐ প্রাচীর-নির্ম্মাণের হেতু কি, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। অসভ্য ও ভীষণাকার তাতারদেশীয় লোকেরা শিল্পকৌশল কিছুই জানে না। তাহারা পরিশ্রমপরাঙ্মুখ, কেবল বিলুণ্ঠন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা পায়। যেরূপ শ্যেনপক্ষী সুযোগ পাইলেই গৃহপালিত পক্ষীদিগকে আক্রমণ করে, তাহারাও সেইরূপ সময়ে সময়ে বাণিজ্যের বন্দর আক্রমণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই ভীরুস্বভাব চীন-জাতিরা ঐ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিলুণ্ঠনকারী অসভ্য জাতিরা অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রাচীর-নির্ম্মাণ আবশ্যক হইয়াছিল এবং তাহারা

অনভিজ্ঞ বলিয়া ঐ প্রাচীরের কোন হানি করিতে পারে নাই। কিন্তু পিরামিড-নির্ম্মাণে এত ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করার হেতু কি, তাহা কেহই অদ্যাপি সুন্দররূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। পিরামিডের গৃহ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সুতরাং বিপক্ষ লোক আক্রমণ করিলে পলায়ন করিয়া এখানে অবস্থিতি করিবার উদ্দেশে ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। সঞ্চিত ধন নিরাপদে রাখা, ইহা অপেক্ষা অল্প ব্যয়েও সম্পাদিত হইতে পারে। বোধ হয়, মানবগণের মনে যে অনিবার্য্য বাসনা উদিত হয়, পিরামিড সেই বাসনার এক কার্য্য। মনের এরূপ স্বভাব যে, তাহাকে সর্ব্বদা বিষয়-বিশেষে ব্যাপৃত করিয়া রাখিতেই হয়। যাঁহার উপভোগ-সামগ্রীর অপ্রতুল নাই, তাঁহাকেও অভিলাষ বৃদ্ধি করিতে হয়। যিনি বাস ও ব্যবহারের উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকেও অহঙ্কারের পরিতোষের নিমিত্ত নূতন অট্টালিকা আরম্ভ করিতে হয়। নূতন নূতন ইচ্ছার পরতন্ত্র হইয়া নূতন নূতন কর্ম্ম করিতে না হয়, এজন্য কেহ কেহ এমন বৃহৎ ব্যাপারের আড়ম্বর করিয়া বসেন, যাহা সম্পাদন করিতে করিতে সমুদায় জীবনকাল অতিবাহিত হয় এবং পরিশ্রমেরও একশেষ হয়।

মানবদিগের ভোগাভিলাষের যে ইয়ত্তা ও পরিসীমা নাই, পিরামিড তাহারই এক প্রমাণস্বরূপ। যাঁহার প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা ছিল না, কোন বিষয়েরই অপ্রতুল ছিল না, তিনিই পিরামিড-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ক্রমাগত আমোদ-প্রমোদে আসক্ত থাকিয়া যখন উহা বিরস বোধ হয় এবং যখন জীবনের অবসানকাল বিরক্তিকর হইয়া উঠে, তখন সহস্র সহস্র লোক ক্রমাগত এমন পরিশ্রম করিতেছে যে, পরিশ্রমের শেষ নাই এবং একখানি প্রস্তর আর একখানি প্রস্তরের উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছে, যাহার কিছুই ফল নাই, ইহা দেখিলেও অন্ততঃ অন্তঃকরণে কিছু হর্ষোদয় হইয়া থাকে। যিনি সামান্য অবস্থায় সন্তুষ্ট না হন, যিনি রাজকীয় প্রাসাদকে সুখের স্থান বলিয়া অনুমান করেন, যিনি ধন-সম্পত্তিকে সন্তোষের মূল বলিয়া স্বপ্ন দেখেন, তিনি পিরামিডের বিষয় পর্য্যালোচনা করুন ও আপনার [illegible] স্বীকার করুন।"

দুর্ঘটনা।

তাঁহারা সকলে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যে পথ দিয়া উঠিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া নামিতে লাগিলেন। অন্ধকারাবৃত বক্র পথ, সুসজ্জিত ও বহুব্যয়সম্পাদিত চমৎকার গৃহ ও অন্যান্য নানাপ্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া মনে যে নানাবিধ ভাবোদয় হইতেছিল, প্রিয় সহচরীর নিকট তাহা সবিস্তর বর্ণন করিবার নিমিত্ত রাজকুমারী প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। [illegible] তাম্বুর নিকটে আসিয়া দেখিলেন, সকলেই বিষণ্ণ। পুরুষদিগের মুখে লজ্জা ও ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে এবং স্ত্রীলোকেরা তাম্বুর মধ্যে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে।

তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শোক ও বিলাপের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভৃত্য কহিল, "মহাশয়! আপনারা পিরামিডে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময়ে একদল আরব সৈন্য আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমরা অতি অল্প লোক ছিলাম, সুতরাং বাধা দিতে পারিলাম না, পলাইবারও সুযোগ দেখিলাম না। তাহারা তাম্বুর ভিতর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং আমাদিগকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরো-

হণ্‌ করাইয়া অগ্রে অগ্রে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, ইতিমধ্যে কতকগুলি তুরস্কদেশীয় অশ্বারোহী নিকটবর্ত্তী হওয়াতে তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া কেবল পেকুয়া ও তাঁহার দুই সহচরীকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিল। আমরা অনুরোধ করাতে তুরস্ক-সেনাগণ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছে, বোধ হয় ধরিতে পারিবে না।"

রাজকুমারী এই সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাসেলাস ক্রোধের প্রথম উদ্রেকেই ভৃত্যদিগকে আপনার অনুবর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়া স্বয়ং করে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক গমনের উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইমলাক বারণ করিয়া কহিলেন, "এ সময়ে বল ও সাহসে কোন কাজ হইতে পারিবে না। আরবেরা যে সকল অশ্বে আরোহণ করিয়া থাকে, উহা সুশিক্ষিত, সংগ্রামভূমিতে বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ ও অতিদ্রুতগামী। আমাদিগের সঙ্গে কতকগুলি ভারবাহক পশুমাত্র আছে। আমরা যদি এই অবস্থায় তাহাদিগকে ধরিতে যাই, তাহা হইলে রাজকুমারীকেও হারাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু পেকুয়াকে পাইবার কোন প্রত্যাশা নাই।"

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তুরস্কসেনারা দস্যুদিগকে ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিল। রাজকুমারীর মনে নূতন শোক ও পরিতাপ উপস্থিত হইল। রাসেলাস তাহাদিগকে ভীরু বলিয়া ভর্ৎসনা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। ইমলাক কহিলেন, "আরবদিগকে ধরিতে না পারায় ভালই হইয়াছে, তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে হয় ত তাহারা পেকুয়াকে সমর্পণ না করিয়া মারিয়া ফেলিত।"

পেকুয়াকে হারাইয়া রাজকুমারদিগের কায়রোয় প্রত্যাগমন।

তথায় অধিক দিন থাকিয়া কিছুই লাভ নাই দেখিয়া তাঁহারা কায়রোয় প্রত্যাগমন করিলেন। কেনই বা পিরামিড দেখিতে কৌতুক জন্মিয়াছিল, কি নিমিত্তই বা অধিক রক্ষক লইয়া যাই নাই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অশাসন ও অসাবধানতার জন্য শত শত বার গবর্ণমেণ্টের দোষ দিলেন। পেকুয়ার অপহরণ নিবারণের যে সকল পথ ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহার পুনরুদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিবার মানস করিলেন, কিন্তু উপযুক্ত উপায় কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

রাজকুমারী বিষণ্ণবদনে ও অশ্রুপূর্ণলোচনে আপন গৃহে গিয়া বসিলেন। সহচরী ও দাসীগণ নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, "পেকুয়া বহুকাল সুখসম্ভোগ করিয়াছেন, চিরকাল সুখভোগ করা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; সুতরাং এক্ষণে তাঁহার অবস্থান্তর ঘটা অসম্ভাবিত নহে। কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেখানে থাকুন, নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করুন এবং অন্য এক সহচরী তৎপদে নিযুক্ত হইয়া রাজকুমারীর মনোরঞ্জন ও শোকাপনোদন করুক।" রাজকুমারী তাহাদিগের কথায় কিছুমাত্র উত্তর দিলেন না। তাহারাও তাদৃশ দুঃখিত হয় নাই, সুতরাং এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল।

পরদিন রাসেলাস পাসার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া প্রতীকারের প্রার্থনা করিলেন। পাসা দস্যুদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে ধরিয়া

আনিবার কোন চেষ্টা পাইলেন না। তাহারা পলায়ন করিয়া কোথায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহারও নিশ্চিত অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। শীঘ্রই জানিতে পারা গেল, গবর্ণমেণ্ট দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন হয় না। গবর্ণরেরা সর্ব্বদা এত অধিক অপরাধের কথা শুনিতে পান যে, সে সমুদায়ের সমুচিত দণ্ডবিধান করা তাঁহাদিগের অসাধ্য। তাঁহারা এত অধিক দুষ্কর্ম্মের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন যে, কোন প্রকারে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন না। দুষ্কর্ম্ম ও অপরাধের কথা শুনা তাঁহাদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাতে আর তাঁহাদিগের মনোযোগ হয় না। আবেদক দৃষ্টিপথের বহির্গত হইলেই তাঁহারা তাহার প্রার্থনা বিস্মৃত হইয়া যান।

অনন্তর ইমলাক নিজপ্রেরিত দূত দ্বারা সংবাদ আনাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আরবেরা পলাইয়া যে সকল নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করে, ঐ সকল স্থান উত্তমরূপ জানি এবং তাহাদের অধ্যক্ষের সহিত আলাপ-পরিচয় আছে বলিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক অনেকেই পেকুয়ার পুনরুদ্ধারের ভার গ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি টাকা-কড়ি লইয়া প্রস্থান করিল, আর ফিরিয়া আসিল না। কতকগুলি সন্ধান বলিয়া দিয়া অনেক পারিতোষিক লইল; কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে জানা গেল যে, তাহাদের কথা সমুদায় মিথ্যা। যে উপায় যত অসম্ভব হউক না কেন, রাজকুমারী সেই উপায় দ্বারা একবার চেষ্টা না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। উপায় চেষ্টা করিতেছি বলিয়া মনে প্রবোধ দিতে পারিবেন, এই জন্য এক উপায় বিফল হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে লাগিলেন। একজন দূত কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলে আর এক জন আর এক স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল।

দুই মাস অতীত হইল, পেকুয়ার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তাঁহারা পরস্পরের মনে যে আশার উদ্দীপন করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাও ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল। রাজকুমারী যখন দেখিলেন, চেষ্টারও আর সুযোগ নাই, তখন বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন। কি জন্য আমি প্রিয় সহচরীকে তাম্বুতে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলাম, কেনই বা তাহার প্রার্থনায় অনায়াসে সম্মত হইয়াছিলাম, এই বলিয়া আপনাকে শত শত বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, "যদি আমার স্নেহ আমার প্রভুত্ব অপেক্ষা প্রবল না হইত, তাহা হইলে পেকুয়া কখনই আমার নিকটে ভয়ের কথা কহিতে সাহসী হইত না। ভূত অপেক্ষাও আমাকে অধিক ভয় করিত, আমি ভঙ্গি করিলেই অমনি কম্পিত হইত, আমি যাহা আদেশ করিতাম, কোন প্রকারে তাহাতে অসম্মত হইতে পারিত না। কেন আমি নির্ব্বোধের ন্যায় স্নেহ প্রকাশ দ্বারা তাহাকে দুর্ল্লালিত করিয়াছিলাম, কেনই বা তাহার কথা শুনিতে অস্বীকার করি নাই?"

ইমলাক কহিলেন, "রাজকুমারি! সৎকর্ম্ম করিয়া আপনার উপর বিরক্ত হইতেছেন কেন? যাহা দৈবাৎ বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে গর্হিত ও অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া কেনই বা বিবেচনা করিতেছেন? পেকুয়ার ভয়ের সময় স্নেহ প্রকাশ করা দয়া ও সরলতার কার্য্য হইয়াছে। যখন আমরা আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাকি, তখন এই মনে করি যে, যাঁহার নিয়মানুসারে জগতের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া

আসিতেছে এবং চিরনিবন্ধ সেই নিয়মানুসারে চলিলে যিনি দণ্ডবিধান করিবেন না, সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞই আমাদিগের কর্ম্মের ফলাফল জানিতেছেন। এইরূপ ভবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি। কিন্তু যখন আমরা স্বার্থ-সম্পাদনের আশয়ে অন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া চিরনির্দ্দিষ্ট সেই নিয়ম অতিক্রম করি, তখন সেই সর্ব্বনিয়ন্তার চিরনির্দ্ধারিত পথ হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট হইতে হয়। তখন আমাদিগের কর্ম্মের ফলের দায়ী আমরাই হই। মানবগণ সমুদায় কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ এত দূর জানিতে পারেন না যে, পরে ভাল হইবে বলিয়া আপাততঃ নিয়মাতীত পথে যাইবার সাহস করিতে পারেন। যখন আমরা ন্যায়ানুগত উপায় দ্বারা অভিলাষ-সম্পাদনের চেষ্টা পাই, তখন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও এই বলিয়া মনে প্রবোধ দিতে পারি যে, অবশ্যই ভবিষ্যতে আমাদিগের সৎকর্ম্মের পুরস্কার হইবে। কিন্তু আমরা চিরনির্দ্ধারিত যথার্থ পথ অতিক্রম করিয়া, ত্বরায় স্বার্থসাধনের উদ্দেশে স্বকপোলকল্পিত অন্যায় পথ অবলম্বন করি, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেও সুখী হইতে পারি না। কারণ, সে অন্যায় পথ অবলম্বনস্বরূপ দুঃসাহস যখন যখন মনে হয়, তখনই যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও ক্ষোভ পাইতে হয়। কি যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তবে অনুতাপের আর পরিসীমা থাকে না. দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া বোধ হইলে মনে যে যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং দুষ্কর্ম্মজন্য দুরবস্থা ঘটিলে যে যাতনা পাইতে হয়, যাহাকে সেই উভয়বিধ যাতনা একদা সহ্য করিতে হয়, তাহার দুঃখ কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে।

রাজকুমারি! আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন. যদি পেকুয়া পিরামিড দেখিবার নিমিত্ত আমাদিগের সহিত যাইতে চাহিত এবং আপনি যদি না লইয়া যাইতেন, আর যদি তাহার এইরূপ ঘটিত, অথবা সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিত, তখন অনুমতি না দিয়া যদি বলপূর্ব্বক তাহাকে পিরামিডের অভ্যন্তরে লইয়া যাইতেন এবং সে তথায় প্রবেশিয়া যদি আপনার সাক্ষাতে ভয়ানক যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিত, তাহা হইলে আপনার আজি কি দশা ঘটিত।”

নিকায়া উত্তর করিলেন, “এই দু'য়ের একটি ঘটিলেও এতদিন প্রাণ ধারণ করিতে পারিতাম না। হয়, আপনার নৃশংস ও নির্দ্দয় ব্যবহার স্মরণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতাম, নতুবা আপনার প্রতি সাতিশয় ঘৃণার উদয় হওয়াতে শুষ্ক হইয়া যাইতাম।” ইমলাক কহিলেন, ‘অতি অসৎকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া যে আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইতেছে না, ইহাকেই অন্ততঃ সৎকর্ম্মের ফল বলিয়া গণনা করা উচিত।”

পেকুয়ার বিরহে রাজকুমারীর সাতিশয় চিন্তা ও বিষাদ।

নিকায়া তখন বুঝিতে পারিলেন যে, দুষ্কর্ম্মের জ্ঞানসহচরিত দুরবস্থা যেরূপ অসহ্য যাতনাবহ, সেরূপ যাতনাবহ আর কিছুই নাই। তদবধি তিনি দুর্বিসহ দুঃখের ভয়ানক আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইলেন কিন্তু চিন্তার স্থির প্রবাহে মগ্ন হইতে লাগিলেন। পেকুয়া যাহা বলিত ও যাহা করিত, তিনি প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন; পেকুয়া যে সকল সামান্য বস্তুর দৈবাৎ প্রশংসা করিয়াছিল, সে সমুদায় বস্তু সংগ্রহ করিয়া

রাখিতেন; যে প্রিয় সহচরীকে তাঁহার আর দেখিতে পাইবার আশা ছিল না, তাহার মত ও অভিপ্রায়সকল উপদেশস্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। কোন কিছু উপস্থিত হইলে তিনি আর কিছুই বিবেচনা করিতেন না, কেবল চিন্তা করিতেন,— পেকুয়া এখানে উপস্থিত থাকিলে এমত স্থলে কিরূপ মত ও পরামর্শ দিত।

যে সকল স্ত্রীলোক নিকটে থাকিত, তাহারা তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জানিত না, সুতরাং তাহাদিগের সহিত কথা কহিবার সময় তিনি সাবধান হইতেন ও মনের কথা ব্যক্ত করিতেন না। মনের কথা ব্যক্ত করিবার সুযোগ ছিল না বলিয়া তিনি সকল বিষয়ে নিরুৎসাহ ও নিষ্কৌতুক হইলেন। রাসেলাস প্রথমতঃ সান্ত্বনাবাক্যে অনেক বুঝাইলেন, পরিশেষে তাঁহার চিত্তকে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত রাখিবার নিমিত্ত অনেক গায়ক ও শিক্ষক আনাইয়া তাঁহার নিকট রাখিয়া দিলেন। গায়কেরা যখন গান-বাদ্য করিত, বোধ হইত যেন, তিনি শুনিতেছেন; বস্তুতঃ তিনি কিছুই শুনিতেন না। শিক্ষকেরাও নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম-বিষয়ে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে এক প্রকার শিক্ষাই প্রতিদিন দিতে হইত; কারণ, তিনি কিছুই শিখিতেন না। তিনি আমোদ-আহ্লাদের আস্বাদ বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া গুণবতী হইবার অভিলাষ তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে একবারে দূরীভূত হইয়াছিল; তাঁহার মন কদাচিৎ বিষয়ান্তরের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেও অমনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইত এবং তন্মধ্যে কেবল পেকুয়ার আকৃতি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত।

ইমলাক প্রতিদিন প্রাতঃকালে পেকুয়ার অন্বেষণের উপায় চেষ্টা করিতেন এবং রাজকুমারী প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ইমলাককে পেকুয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। রাজকুমারীর অভিমত উত্তর-প্রদানে অসমর্থ হইয়া ইমলাক আর তাঁহার নিকট যাইতে ভালবাসিতেন না। রাজকুমারী তাঁহার অনাগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া, সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন ও কহিলেন, "ইমলাক! আমার অপেক্ষাকে তুমি ক্রোধ বলিয়া জ্ঞান করিও না! তুমি পেকুয়ার সংবাদ আনয়নে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছ না, এ জন্য আমি দুঃখে অভিভূত হইয়াছি বটে, কিন্তু অমনোযোগী বলিয়া তোমার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকি তাহাও তুমি বিবেচনা করিও না। তুমি যে পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকটে আর গতায়াত কর না, তাহাতে আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই। আমি জানি যে, অসুখী ও হতভাগ্য লোকেরা সুখসঙ্গী নহে। সকলেই দুঃখরূপ সংক্রামক রোগের সংস্রব পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পায়। কি সুখী, কি দুঃখী, সকলেই দুঃখের কথা শুনিতে সাতিশয় ক্লান্ত হয়। জীবনকালের মধ্যে কদাচিৎ যে এক এক বার সুখের সূর্য্য আলোক অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাকে আবার দুঃখরূপ মেঘে আবৃত করিতে কে অভিলাষ করে? মনুষ্যমাত্রেই আপন আপন দুঃখভারে ভারগ্রস্ত হইয়া আছে, আবার অন্যের দুঃখভার বহন করিতে কেনই বা ইচ্ছা করিবে?

যাহা হউক, নিকায়ার দীর্ঘ নিশ্বাসে আর অধিক দিন কাহাকেও বিরক্ত হইতে হইবে না। সুখের অনুসন্ধানের চেষ্টা সমাপ্ত হইয়াছে। সংসারের প্রতারণা, অত্যাচার ও আশা-ভরসা হইতে পৃথক্ হইবার মানস করিয়াছি। আমি নিভৃত ও নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া পবিত্র কর্ম্ম ও বিশুদ্ধ

চিন্তা দ্বারা কাল হরণ করিব স্থির করিয়াছি। তথায় সংসারের কোন উদ্বেগ থাকিবে না। অন্তঃকরণ সাংসারিক চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ হইলে এমন এক রাজ্যে প্রবেশ করিব, যেখানে কালসহকারে সকলকেই যাইতে হইবে। আমি তথায় গিয়া পুনর্ব্বার প্রিয়সহচরী পেকুয়ার সঙ্গসুখ অনুভব করিতে পারিব।"

ইমলাক কহিলেন, "আপনার এই দুরাগ্রহ পরিত্যাগ করুন। ইচ্ছা পূর্ব্বক দুঃখ সংগ্রহ করিয়া চিত্তকে ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়। যখন পেকুয়ার আকৃতি আপনার স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হইবে, তখন নির্জ্জনে বাসজন্য ক্লেশ দুঃসহ হইয়া উঠিবে। এক সুখে বঞ্চিত হইলাম বলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক আর আর সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত কর্ম্ম নহে।"

রাজকুমারী কহিলেন, "যে অবধি আমি পেকুয়াকে হারাইয়াছি, সেই অবধি আমার সমুদায় সুখ অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহার প্রণয়পাত্র ও বিশ্বাসপাত্র নাই, তাহার আশা-ভরসা সকলই বৃথা। সুখের প্রধান সামগ্রী তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। এই সংসারে যৎকিঞ্চিৎ সুখ আছে, —ধন, জ্ঞান ও সুশীলতাকে তাহার মূল বলিতে হইবে। ধন ও জ্ঞান যখন সৎপাত্রে দান করা যায়, তখন তাহারা সুখের হেতুভূত হয়; সুতরাং উহা সৎপাত্রে দান করা আবশ্যক। আমি এক্ষণে কাহাকে ধন ও জ্ঞান দান করিয়া সুখী হইব? সুশীলতাজন্য সুখ সঙ্গী ব্যতিরেকেও অনুভব করিতে পারা যায় এবং নির্জ্জনেও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "নির্জ্জনে কত দূর সদাচারের অনুষ্ঠান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে এক্ষণে বিচার করিতে চাহি না। সেই ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীর কথা স্মরণ করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। যখন পেকুয়ার আকৃতি স্মৃতিপথের বহির্ভূত হইবে, তখন আপনিও সন্ন্যাসীর ন্যায় পুনর্ব্বার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে সমুৎসুক হইবেন।"

নিকায়া কহিলেন, "এমন সময় কদাপি আসিবে না। যত আমি সংসারের পাপকর্ম্ম দেখিব, ততই পেকুয়ার সরলতা, বিনয় ও বিশ্বস্ততা আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতে থাকিবে।"

ইমলাক কহিলেন, "এক গল্প আছে,—যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়, তখন মানবেরা প্রথম রাত্রির আগমনে স্থির করিল যে, আর দিন হইবে না। সেইরূপ আকস্মিক দুঃসহ দুঃখে আক্রান্ত হইয়া আমরাও প্রথমে স্থির করি যে, এইরূপ দুঃখেই চিরকাল যাইবে, কখন সুখের মুখ দেখিতে পাইব না। ফলতঃ যখন দুঃখরূপ মেঘ আমাদিগের চতুর্দ্দিকে আসিয়া বিস্তীর্ণ হয়, তখন তাহার অভ্যন্তর দিয়া কিছুমাত্র আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সেই মেঘ কিরূপে অপসারিত হইবে, তাহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু রাত্রির বিগমে যেরূপ সেই সকল সৃষ্টিকালীন লোক উজ্জ্বল আলোকময় দিন দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল, সেইরূপ দুঃখের পরেও সুখের প্রসন্নমুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা সুখকে নিকটে আসিতে দিব না বলিয়া মনের দ্বার রোধ করে, তাহাদিগের অন্ধকারের আগমনে চক্ষুর বিকলতা দেখিয়া চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলে সেই সকল সৃষ্টিকালীন লোকের যেরূপ কর্ম্ম করা হইত, সেইরূপ কর্ম্ম করা যায়। যেমন আমাদিগের শরীরের ক্ষণে ক্ষণে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আমাদিগের অন্তঃকরণ কখন বা কোন জ্ঞান লাভ করিয়া পুষ্ট হয়, কখন

যা কিছু বিস্মৃত হওয়া যায়। একবারে অধিক হ্রাস হওয়া শরীরের পক্ষেও যেরূপ অনিষ্টজনক, অন্তঃকরণের পক্ষেও সেইরূপ। কিন্তু যত দিন জীবনের মূল শক্তি অবিকৃত থাকে, তত দিন ক্রমে ক্রমে সেই উভয়বিধ হ্রাসেরও সংশোধন হইতে পারে। আর দূরবর্ত্তিতা চক্ষুর পক্ষে যেরূপ ফলোপধায়ক, অন্তঃকরণের পক্ষেও সেইরূপ। যে বস্তু যত দূরবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই তাহা আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়। সেইরূপ যখন আমাদিগের জীবন সময়ের প্রবাহে সঞ্চালিত হইতে থাকে, তখন যে বস্তু পশ্চাতে ফেলিয়া আসি, তাহা ক্রমে স্মৃতিপথের বহির্গত হয় এবং যে বস্তু সম্মুখীন হয়, তাহাই স্মরণ করিয়া রাখি। তন্নিমিত্ত আত্মাকে এক বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নয়। স্রোত না থাকিলে জল যেরূপ কলুষিত হয়, সেইরূপ নানা বিষয়ে ব্যাপৃত না থাকিলে অন্তরাত্মা জড়ীভূত হইতে থাকে। আপনি চিত্তকে সাংসারিক কার্য্যপ্রবাহে প্রেরণ করুন, তাহা হইলেই পেকুয়া ক্রমে ক্রমে আপনার স্মৃতিপথের বহির্ভূত হইবে। তদনন্তর আপনি নূতন আর এক প্রিয়সহচরী পাইলেও পাইতে পারিবেন, অথবা সকলের সহিত কথাবার্ত্তায় ও সাংসারিক আমোদ-প্রমোদেও সন্তুষ্টচিত্ত থাকিতে পারিবেন।"

রাজকুমার কহিলেন, "অন্ততঃ যত দিন উপায় অন্বেষণ করা যাইতেছে, তাবৎ নিতান্ত নিরাশ ও হতাশ্বাস হওয়া উচিত নয়। তুমি আর এক বৎসর প্রতীক্ষা করিবে স্বীকার কর, তাহা হইলে এই অবধি সমধিক যত্ন পূর্ব্বক পেকুয়ার অন্বেষণ করা যায়।"

নিকায়া ভ্রাতার কথায় সম্মত হইলেন। ইমলাকের মনে পেকুয়ার পুনঃপ্রাপ্তির আশা ছিল না; কিন্তু তিনি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে রাজকুমারীর শোকনিবারণ হইবে, তখন আর তিনি সন্ন্যাসিনী হইতে চাহিবেন না।

প্রিয় সহচরীর উদ্ধারের নিমিত্ত কোন উপায়ই পরিত্যক্ত হইতেছে না দেখিয়া এবং আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া, নিকায়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার মানস দূরে রাখিলেন; ক্রমে ক্রমে সাংসারিক কার্য্যে ও সাংসারিক আমোদ-প্রমোদে আসক্ত হইতে লাগিলেন। পেকুয়ার বিরহশোক অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হয়, তাঁহার এরূপ বাসনা ছিল না; তথাপি কালসহকারে যত শোকের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল, ততই তিনি আনন্দিত হইতে লাগিলেন। যাহাকে কখনই বিস্মৃত হইব না বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই প্রিয় সহচরীর আকৃতি ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথ হইতে বহির্গত হইতেছে দেখিয়া তিনি কখন কখন আপনার উপর বিরক্ত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর পেকুয়ার গুণ ও প্রণয় স্মরণ করিবার নিমিত্ত এক সময় নির্দ্ধারিত করিলেন। সেই নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলেই আরব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে যাইতেন। যখন তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেন, তাঁহার আকার অতি বিষণ্ণ এবং দুই চক্ষু স্ফীত বোধ হইত। কত দিন পরে সময়ের আর তাদৃশ স্থৈর্য্য থাকিল না, কোন বিশেষ কর্ম্ম উপস্থিত হইলে ঐ সময়ের বিলম্বও হইত। ক্রমে এরূপ হইল যে, বিশেষ কর্ম্ম না থাকিলেও বিলম্ব করিতেন। যাহা স্মরণ করিলে মনে দুঃখ জন্মে, ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহা বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেন এবং সময়ে দুঃখ প্রকাশ করাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া যে স্থির করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহারও শৈথিল্য হইয়া আসিল। কিন্তু পেকুয়ার প্রণয় তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতে

পারিলেন না। এরূপ শত শত ঘটনা উপস্থিত হইত, ঐ সময়ে পেকুয়া রাজকুমারীর স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হইত। এমন শত শত প্রয়োজন উপস্থিত হইত, যাহা সৌহৃদ্যজনিত বিশ্বাস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। তখন রাজকুমারী পেকুয়ার নিমিত্ত যথেষ্ট অনুতাপ করিতেন। তিনি তন্নিমিত্ত ইমলাককে অনুসন্ধান ও উপায়ান্বেষণে ক্ষান্ত হইতে বারণ করিলেন ও কহিলেন, "ইহাতে অন্ততঃ এই এক লাভ আছে যে, অলস ও অমনোযোগী হইয়া বসি নাই বলিয়া মনকে বুঝাইতে পারিব। কিন্তু সুখের অনুসন্ধানে আর প্রয়োজন নাই; যখন দুঃখের কারণ হইল, তখন কি জন্য সুখের প্রার্থনা করিব? যাহা লব্ধ হইলেও রাখিতে পারা যায় না, তাহার জন্য আবার চেষ্টা কেন? আমি এই অবধি আর গুণে প্রীতি প্রকাশ করিব না ও প্রণয়-পাশে চিত্তকে বদ্ধ হইতে দিব না। কারণ, যাহা একবার হারাইয়াছি, তাহা আবার হারাইতে ভয় হয়।"

পেকুয়ার সংবাদ।

যে দিন রাজকুমারী এক বৎসর প্রতীক্ষা করিবার অঙ্গীকার করেন, সেই দিন যে সকল দূত প্রেরিত হয়, তাহার মধ্যে এক জন সাত মাস বৃথা পর্য্যটনের পর নিউবিয়ার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল ও কহিল, "পেকুয়া এক জন আরবসেনাপতির হস্তগত হইয়াছে। সেনাপতি ইজিপ্টের প্রান্তবর্ত্তী এক দুর্গে বাস করিতেছেন। আরবেরা বিলুণ্ঠন দ্বারা যাহা লাভ করে, তাহাকেই কর-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে; সুতরাং দুই শত সুবর্ণ-মুদ্রা পাইলেই পেকুয়া ও তাহার দুই সহচরীকে ফিরিয়া দিতে সম্মত আছে।"

মুদ্রার বিষয়ে কিছুই আপত্তি হইল না। রাজকুমারী যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়-সহচরী জীবিত আছে এবং অল্প মুদ্রা ব্যয় করিলেই আনাইতে পারা যাইবে, তখন তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। পেকুয়ার বন্ধনমোচন ও আপনার দুঃখমোচনের নিমিত্ত এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে তাঁহার বাসনা ছিল না, সুতরাং ভ্রাতাকে তৎক্ষণাৎ মুদ্রা সহিত সেই ভৃত্যকে পুনর্ব্বার প্রেরণ করিতে কহিলেন। ইমলাক দূতের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, আরবদিগের প্রতি বিশ্বাস করিতে আরও সন্দেহ করিতেছিলেন; তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন,—"যদি আরবদিগের প্রতি বিশ্বাস করিয়া মুদ্রা প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে এমনও ঘটিতে পারে যে, তাহারা মুদ্রাও লইবে, পেকুয়াকেও প্রত্যর্পণ করিবে না। আরবদিগের রাজ্যে গিয়া তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করা অতি ভয়ানক কর্ম্ম এবং যেখানে পাসার সেনা বসিতে পারিবে, এমন স্থানে যে তাহারা আসিবে, তাহাও আমার বোধ হয় না।"

যে স্থলে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে সম্মত নহে, সে স্থলে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। ইমলাক অনেক বিবেচনার পর দূতকে বলিয়া দিলেন, "ইজিপ্টের উন্নত প্রদেশে যে বন আছে, সেই বনের মধ্যে যে সেন্ট আন্টনির ধর্ম্মালয় আছে, তথায় আমাদের দশ জন অশ্বারোহী যাইবে, আরবসেনাপতিও তত সংখ্যক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পেকুয়াকে তথায় লইয়া আসিবেন ও প্রতিমূল্য লইয়া প্রত্যর্পণ করিবেন।"

এই প্রস্তাবে আরবসেনাপতি অসম্মত হইবেন না স্থির করিয়া, কালাতিপাত না করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাঁহারাও দূতের সহিত ঐ ধর্ম্মালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া ইমলাক সেই দূতকে সঙ্গে লইয়া আরবের তাম্বুতে গমন করিলেন। রাসেলাস সঙ্গে যাইতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভগিনী ও ইমলাক যাইতে বারণ করিলেন। আরবদিগের এইরূপ প্রথা আছে যে, যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে আত্মসমর্পণকারীর কোন অনিষ্ট করে না, বরং তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। আরবসেনাপতি ইমলাকের প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করিলেন না। তিনি কিয়দ্দিবসের মধ্যেই পেকুয়া ও তাহার দুই সহচরীকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনাইলেন ও মুদ্রা লইয়া বহু সম্মানপ্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যর্পণ করিলেন। পথে আর বিপদ্ না ঘটে, এ জন্য আপন লোকজন সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে কায়রোয় পৌঁছিয়া দিতেও স্বীকার করিলেন।

বহুকালের পর রাজকুমারী ও তাঁহার প্রিয় সহচরীর পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে আলিঙ্গনের সময় উভয়েই এরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। স্নেহ-বিগলিত অশ্রুজল মোচন করিবার নিমিত্ত এবং দয়া ও কৃতজ্ঞতার বিনিময়ের নিমিত্ত উভয়েই নির্জ্জনে গমন করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের পর তথা হইতে ভোজনালয়ে আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মালয়ের অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহচরদিগের সমক্ষেই পেকুয়াকে আদ্যোপান্ত আত্মসঙ্কট-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে কহিলেন।

পেকুয়ার সঙ্কটবিবরণ।

"কোন্ সময়ে কিরূপে আমাকে লইয়া গিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, ভৃত্যেরা বিজ্ঞাপন করিয়া থাকিবে। অকস্মাৎ সেরূপ ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে প্রথমতঃ আমি বিস্মিত ও বিমূঢ় হইলাম, সে সময়ে ভয় অথবা শোক-দুঃখ আমার অন্তঃকরণকে অভিভূত করিতে পারে নাই। যৎকালে তুরস্কসেনারা আমাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইল, তখন পলায়নের ত্বরা ও বিষম গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে আমার বাহ্য ব্যাকুলতার আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তুরস্কসেনারা ধরিবার সম্ভাবনা দেখিয়া অথবা মনে মনে ভয়ের আশঙ্কা করিয়া প্রস্থান করিল।

যখন আরবেরা দেখিল যে, বিপদের ও ভয়ের সম্ভাবনা আর নাই, তখন আস্তে আস্তে চলিল। তখন বাহ্য ত্বরার শৈথিল্য হওয়াতে অসুখ ও উদ্বেগ আমার অন্তঃকরণে পদার্পণ করিল। ক্ষণকাল পরে মাঠের মধ্যবর্ত্তী এক নির্ঝরের তীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তীরপ্রদেশ নানাবিধ তরু-মণ্ডলীতে আচ্ছন্ন, তথায় তরুতলের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। আমি সহচরীদিগের সহিত স্বতন্ত্র এক স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কেহই আমাদিগকে সন্তুষ্ট বা অপমানিত করিবার চেষ্টা পাইল না। সেই সময় সকল দুঃখ একত্র হইয়া হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিল। আমার সহচরীরা মৌনভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং এক একবার আনুকূল্যের আশয়ে আমার মুখপানে চাহিতে লাগিল। কোন্ অবস্থায় আমাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিবে, কোন্ স্থান আমাদিগের কারাগার হইবে, কিরূপেই বা তাহা হইতে উদ্ধার পাইব, ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না

মনে মনে ভাবিলাম, অসভ্য দস্যুর হস্তে পতিত হইয়াছি, ইহাদিগের কর্ম্ম দেখিয়া কদাচ বোধ হয় না যে, ইহাদের মনে দয়ার লেশমাত্র আছে। ইহারা যে আমাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে, নিষ্ঠুর আচরণ করিবে না, তাহা কিরূপে বুঝিব? কিন্তু সহচরীদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলাম, 'দেখ, ইহারা এখন পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করে নাই এবং ইহারা তুরস্কসেনাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, সুতরাং আমাদিগের প্রাণবিনাশেরও কোন আশঙ্কা নাই।'

যখন পুনর্ব্বার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম, সঙ্গিনীরা আমার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং পৃথক্ হইতে অস্বীকার করিল। আমি উহাদিগকে বুঝাইয়া কহিলাম যে, আমরা যাহাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছি, তাহাদিগকে রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট করা অনুচিত। উহারা যাহা বলে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। অনন্তর এরূপ স্থান দিয়া চলিলাম, যেখানে পথ নাই এবং কোন কালে যে তথায় লোকের গতিবিধি ছিল, এমনও বোধ হয় না। যাইতে যাইতে দিবাবসান হইল। রাত্রিকালে চন্দ্রের আলোকে কতক দূর গিয়া এক পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলাম। তথায় আরবদিগের অবশিষ্ট সেনাগণ অবস্থিতি করিতেছিল, স্থানে স্থানে তাম্বু নিক্ষিপ্ত ছিল ও অগ্নি জ্বলিতেছিল। সেনাগণ অধ্যক্ষকে এত সমাদরে গ্রহণ করিল যে, বোধ হইল, তাহারা অধ্যক্ষের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত।

আমাদিগকে এক তাম্বুর মধ্যে লইয়া গেল। তথায় অনেক স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা আহারসামগ্রী আহরণ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে দিল। আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই হয় নাই, তথাপি সঙ্গিনীদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলাম। ভোজনপাত্র তথা হইতে অপনীত হইলে, তাহারা শয়নের নিমিত্ত গালিচা পাতিয়া দিল। আমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিলাম এবং নিদ্রার আশ্রয় লইয়া ক্লেশ-শান্তি করিতে অভিলাষ করিয়া সহচরীদিগকে আমার গাত্রের পরিচ্ছদ খুলিতে আদেশ করিলাম। সহচরীরা বিনীতভাবে আমার আদেশ গ্রহণ করিবে, ইহা তাহারা প্রত্যাশা করে নাই; সুতরাং সহচরীরা আদেশমাত্র আমার গাত্রাবরণ খুলিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা ব্যগ্র ও সমুৎসুক হইয়া দেখিতে লাগিল। যখন উপরকার গাত্রাবরণ খোলা হইল তখন তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভিতরকার গাত্রাবরণে জরির কাজ দেখিতে লাগিল এবং এক জন সভয়চিত্তে জরির উপর হস্তস্পর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল ও আর এক জন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিল। তিনি আমার নিকটে আসিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন ও আমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আর এক ক্ষুদ্র তাম্বুর মধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় উত্তম গালিচা পাতা ছিল; আমি সহচরীদিগের সহিত সুখে নিদ্রা গেলাম।

প্রাতঃকালে আমি ঘাসের উপর বসিয়া আছি, এমন সময়ে আরবসেনাপতি আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। আমি উঠিয়া সমাদরে সম্ভাষণ করিলাম। তিনিও যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! আমি যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাও আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। স্ত্রীলোকেরা আমাকে সংবাদ দিয়াছে যে, একজন রাজকুমারী আমাদিগের তাম্বুতে সমাগত হইয়াছেন।' আমি কহিলাম, 'মহাশয়! তাহারা স্বয়ং প্রতারিত হইয়াছে, আপনাকেও প্রতারণা করিয়াছে। আমি রাজকুমারী নহি। আমি একজন হতভাগ্য বিদেশীয়

স্ত্রীলোক; শীঘ্রই এ দেশ পরিত্যাগ করিব মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চির-কালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইলাম।' সেনাপতি কহিলেন, 'তুমি যে হও ও যেখান হইতে আইস, তোমার পরিচ্ছদ ও তোমার নিকট তোমার সহচরীদিগের বিনীত ভাব দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, তুমি সম্ভ্রান্তকুলজাত ও প্রচুরসম্পত্তিশালী। তুমি অনায়াসে আপন প্রতিমূল্য দিতে পারিবে, তবে চির-কারার ভয় করিতেছ কেন? ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত আমি বিলুণ্ঠন করিয়া থাকি, অথবা যথার্থতঃ বলিতে হইলে লোকের নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য কর আদায় করিয়া লই। এসমেলের উত্তরাধিকারীরা এ দেশের যথার্থ অধিকারী। কতকগুলি অপকৃষ্ট অভদ্র রাজারা অন্যায় পূর্ব্বক এ দেশ অধিকার করিয়াছে। তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক কর-প্রদানে অসম্মত, এজন্য আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে তরবারির সাহায্যে কর আদায় করিয়া থাকি। সংগ্রামসাহসের নিকট উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বলিয়া বিচার নাই। যে বর্শা দোষী ও উদ্ধত ব্যক্তির প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা কখন কখন নির্দ্দোষী সাধুকেও লক্ষ্য করিয়া থাকে।'

'গত কল্য যে উহা আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই।' আমার এই কথা শুনিয়া সেনাপতি উত্তর করিলেন, 'আপদ্-বিপদ্ প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাহার কিঞ্চিন্মাত্র দয়া ও সরলতা আছে, সে তাদৃশ মহানুভব স্ত্রীলোককে কখনই অপমানিত করে না। দুর্ভাগ্য ও দুঃখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের নিকট সৎ, অসৎ ও প্রধান নিকৃষ্ট বলিয়া বিচার নাই। তাঁহারা সচ্চরিত্রকেও বিপদে নিক্ষিপ্ত করেন, অসৎ-কেও যাতনা দেন। অতএব তুমি বিপদে পড়িয়াছ বলিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইও না। আমি দুরাচার বন্য নৃশংস নহি, সংসারের সমুদায় রীতি ও সামাজিক সমুদায় নিয়ম অবগত আছি। আমি তোমার প্রতিমূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিব এবং তোমার অন্বেষণে যে দূত আসিবে, তাহাকে সমুদায় যথার্থরূপে বলিয়া দিব।'

সেনাপতির কথা শুনিয়া আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার অর্থের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল, অর্থের নিমিত্তই আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া উপস্থিত সঙ্কট তাদৃশ গুরুতর বিপদ্ বলিয়া বোধ হইল না। তখন এই বলিয়া ভরসা হইল যে, যত টাকা আমার প্রতিমূল্যে নির্দ্ধারিত হউক না কেন, কোনরূপেই তাহা অস্বীকৃত ও অদেয় হইবে না। অনন্তর তাঁহাকে বলিলাম, 'মহাশয়! আমাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে আমরা কখন অকৃতজ্ঞ হইব না। একজন সামান্য স্ত্রীলোকের উপযুক্ত যে প্রতিমূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তাহা প্রদত্ত হইবে। কিন্তু আপনি আমাকে রাজকুমারী ভাবিয়া প্রতিমূল্য নির্দ্ধারিত করিবেন না।' আমার কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, 'তোমার প্রতিমূল্যের বিষয় আমি বিবেচনা করিব।' অনন্তর কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে স্ত্রীলোকেরা আমার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল, সকলেই আমার প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল এবং সমাদরে আমার সহচরীদিগের সেবানুবৃত্তি করিতে লাগিল। অনন্তর তথা হইতে বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। চারি দিনের দিন সেনাপতি আমাকে কহিলেন, 'দুই শত সুবর্ণমুদ্রা তোমার প্রতিমূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছি।'

আমি তৎক্ষণাৎ দিতে স্বীকার করিলাম ও কহিলাম, 'যদি আমার ও আমার সঙ্গিনীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আরও পঞ্চাশৎ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিব।'

ইহার পূর্ব্বে আমি সুবর্ণের শক্তি জানিতে পারি নাই। সেই অবধি সুবর্ণের শক্তি জানিতে পারিলাম। সুবর্ণের শক্তিপ্রভাবে আমি সেনার অধ্যক্ষ হইলাম। আমার আজ্ঞাক্রমে গতির দীর্ঘতা ও ন্যূনতা হইতে লাগিল, অর্থাৎ আমি যে দিন যেখানে অবস্থিতি ও বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিতাম, সেই দিন সেই স্থানেই তাম্বু বিক্ষিপ্ত হইত। তদবধি অনেক উষ্ট্র ও গমনসৌকর্য্যসাধন অনেক সামগ্রী পাইলাম। সঙ্গিনীরা আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া চলিল। সেই সকল ভ্রমণকারী অসভ্য জাতিদিগের আচার-ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং তত্রস্থ প্রাচীন প্রাসাদ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইল। সেই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিলে বোধ হয়, সেই বনাকীর্ণ প্রদেশ এক কালে সুরম্য হর্ম্ম্যে বিভূষিত ছিল।

আরবসেনাপতি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ছিলেন। তিনি নক্ষত্র ও দিগ্দর্শন-যন্ত্র দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিয়া যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারিতেন। আপনার গতাগতিপথে এমন স্থান সকল লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহা পথিকদিগের কৌতুকাবহ ও সন্তোষদায়ক। তিনি আমাকে সেই সকল স্থান দেখাইতে লাগিলেন ও কহিলেন, 'যে স্থানে লোকের সমাগম নাই, এমন স্থানে ভগ্ন অট্টালিকা সকল বহু কাল এক ভাবে থাকে। যৎকালে কোন দেশ ঐশ্বর্য্যচ্যুত ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, তখন তথায় যত অধিক লোক বাস করে, তত শীঘ্র তাহা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আকর অপেক্ষা প্রাচীর ও প্রাসাদ হইতে অনায়াসে প্রস্তর পাওয়া যায়। লোকেরা সেই সকল প্রস্তর দ্বারা মন্দুরা ও গৃহের কুট্টিম নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং শীঘ্র উহা বিনষ্ট হইয়া যায়।'

কয়েক সপ্তাহ আমরা এইরূপে ক্রমাগত চলিলাম। সেনাপতি এইরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি আমারই সন্তোষের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছেন; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম, তিনি আপনার সুবিধার নিমিত্ত অধিক দূরে কোন নিঃশঙ্ক স্থানে যাইতেছেন। যে স্থলে বিরক্তি ও অসন্তোষ কিছুই কার্য্যকর নহে, এমন স্থলে অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া আমি আপনাকে সন্তুষ্টচিত্ত দেখাইবার জন্যই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেইরূপ চেষ্টা করাতে আমার অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া থাকিল। কিন্তু নিকায়া ক্ষণকালের নিমিত্তও আমার চিত্তকে পরিত্যাগ করেন নাই। দিনের বেলায় সামান্য আমোদ-প্রমোদে যে যৎকিঞ্চিৎ সুখ অনুভব করিতাম, রাত্রিতে তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সহ্য করিতে হইত। সঙ্গিনীরা যে অবধি আমার প্রতি আরবদিগকে সদ্ব্যবহার ও সমাদর করিতে দেখিল, তদবধি আমার উপর সমুদায় উদ্বেগ ও চিন্তার ভার সমর্পণ করিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত হইল। তাহাদিগকে নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। আমি জানিলাম, আরবেরা কেবল ধনের নিমিত্তই দেশ বিলুণ্ঠন করে, তখন আমার অবস্থা আর তাদৃশ ভয়াবহ বোধ হইল না। অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করে, কিন্তু লোভরূপ পাপের প্রকারভেদ নাই। এক বিষয় এক জন অহ-

ভূত পুরুষকে সন্তুষ্ট করে, আবার সেই বিষয় আর এক জন অহঙ্কারীকে বিরক্ত করিয়া তুলে। কিন্তু লুব্ধ ব্যক্তিদিগকে অনুকূল ও সন্তুষ্ট করিবার এক উপায়,—'মুদ্রা আনয়ন কর, তাহা হইলে আর কিছুরই প্রয়োজন হইবে না।'

পরিশেষে সেনাপতির বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম। নীলনদের মধ্যবর্তী এক উপদ্বীপে প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রশস্ত এক অট্টালিকা সেনাপতির বাসস্থান। সেনাপতি বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! অনেক পথ ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে, অতএব কিছু দিন এইখানে বিশ্রাম কর। এই বাটীর কর্ত্রী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করিও, যুদ্ধই আমার ব্যবসায়, তন্নিমিত্ত আমি এই নিভৃত প্রদেশে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছি। এখান হইতে যখন বহির্গত হই, কেহ সন্ধান পায় না। যখন এখানে ফিরিয়া আসি, কেহ অনুসরণ করিতে পারে না; তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে এই স্থানে বিশ্রাম কর। এখানে সুখসামগ্রী অধিক নাই বটে, কিন্তু এখানে ভয় ও বিপদেরও কোন আশঙ্কা নাই।' অনন্তর আমাকে বাটীর অভ্যন্তর-প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া উত্তম পর্য্যঙ্কে বসাইয়া পরম সমাদর করিলেন। তাঁহার অবরোধ-কামিনীরা প্রথমতঃ আমাকে সপত্নী জ্ঞান করিয়া হিংসাকলুষিত-নয়নে দেখিতেছিল, কিন্তু যখন জানিতে পারিল, আমি এক জন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক, প্রতিমূল্য পাইবার আশয়ে আরবসেনাপতি ধরিয়া আনিয়াছেন, তখন সকলেই আজ্ঞাবহ হইল ও আমার প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

শীঘ্রই মুক্তি পাইবে বলিয়া সেনাপতি আমাকে আশ্বাস দেওয়াতে আমি সেই স্থানের নূতন নূতন সামগ্রী অবলোকন করিয়া মনের অধীরতা নিবারণ করিয়া রাখিলাম। দিনের বেলায় সূর্য্যের গতি দ্বারা যখন যে দিকে রমণীয় শোভা হইত, তখন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম। যাহা পূর্ব্বে কখন নেত্রপথের অতিথি হয় নাই, এমন অনেক আশ্চর্য্য বস্তু সর্ব্বদা দেখিতে পাইতাম। সেই নির্ম্মনুষ্য দেশে কুম্ভীর ও জলহস্তীর অভাব নাই। যখন আমি তীরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের প্রতি নেত্রপাত করিতাম, তাহারা কোন অপকার করিতে পারিবে না জানিয়াও আমার মনে ভয় জন্মিত।

গ্রহমণ্ডলীর পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত সেনাপতির স্বতন্ত্র এক অট্টালিকা ছিল, সেনাপতি প্রতিদিন সায়ংকালে আমাকে তাহারই উপরিভাগে লইয়া গিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বিশেষ বিবরণ শিখাইবার চেষ্টা করিতেন। আমার তাহা শিখিবার আগ্রহ ছিল না, কিন্তু আমার শিক্ষকের তদ্বিষয়ে নৈপুণ্য থাকাতে তিনি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা আবশ্যক বোধ হওয়াতে আমি এইরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলাম যেন, তাঁহার উপদেশবিষয়ে মনোযোগ দিতেছি, বাস্তবিক আমার মন সে দিকে ধাবমান হইত না। কিঞ্চিৎ কাল পরে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যে স্থানে ক্রমাগত এক প্রকার বস্তু দেখিতে হয়, তথায় অন্ততঃ মনের অসন্তোষ নিবারণের নিমিত্তও কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক। যে সকল বস্তু দেখিয়া সায়ংকালে ক্লান্ত ও বিরক্ত হইতাম, তাহা আবার প্রাতঃকালে দেখিতে কেন প্রবৃত্তি জন্মিবে? তন্নিমিত্ত নক্ষত্রমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ করা কিছু না করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর বোধ হইল। শ্রেয়স্কর বোধ হইল বটে,

কিন্তু চিত্তকে সর্ব্বদা স্থির করিয়া রাখিতে পারিতাম না। যখন লোকে বোধ করিত, আমি আকাশের বিষয় চিন্তা করিতেছি, তৎকালে আমি নিকায়াকে স্মৃতিপথে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার গুণ গণনা করিতাম। কিছু দিন পরে আরবসেনাপতি স্বকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। তখন আমার আর কোন আমোদ রহিল না, কেবল সঙ্গিনীদিগের সহিত একত্র বসিয়া আপন আপন দুর্ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিতাম এবং আমাদিগের কারা-মোচনের পর সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইবে, তাহাই ভাবিতাম।"

রাজকুমারী কহিলেন, "আরবসেনাপতির অনেক অবরোধকামিনী ছিল, তাহাদিগকে কেন আপনার সঙ্গিনী কর নাই? তাহাদিগের আমোদ-প্রমোদ ও কথা-বার্ত্তায় কেন সুখানুভব না করিয়াছ? যেখানে তাহারা আমোদ-প্রমোদে আসক্ত ও কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া সুখে কালক্ষেপ করিয়া থাকে, তথায় তুমিই কেন একাকিনী বৃথা চিন্তায় মিথ্যা কষ্ট পাইয়াছ? যে অবস্থায় তাহারা চিরনিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কিছু কালের নিমিত্ত তুমি কেন তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর নাই?"

পেরুয়া উত্তর করিল, "যাহার অন্তঃকরণ গুরুতর ও সারবৎ আমোদের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, সে কখন তাহাদের সেই অকিঞ্চিৎকর চাপল্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কালক্ষেপ করিতে পারে না। অল্পবয়স্ক বালিকারা যেরূপ ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া কালহরণ করে, আরবসেনাপতির অবরোধকামিনীরা তাহাকেই আমোদ-প্রমোদ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহাদিগের আমোদ-প্রমোদের সহিত মনের কোন সম্পর্ক নাই। আমি বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সেরূপ অনুভব করিতে পারি, অথচ আমার মন তৎকালে অন্য দিকে ধাবমান হইয়া অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতে অসমর্থ হয়। যেরূপ পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী পিঞ্জরের এক দিক্ হইতে অপর দিকে উড়িয়া বসে, সেইরূপ তাহারা এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে দৌড়িয়া যায়; যেরূপ মাঠে মেষ সকল লম্ফ ঝম্ফ দিয়া বেড়ায়, সেইরূপ তাহারা লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া নৃত্য করে। কখন কখন সহচরদিগকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত মিথ্যা করিয়া আপনার যাতনা প্রকাশ করে এবং অন্বেষণ করিবে বলিয়া কখন বা নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকে। যে সকল সামান্য বস্তু নদীর উপর দিয়া স্রোতে ভাসিয়া যায় এবং গগনমণ্ডলে যে নানা প্রকার মেঘের উদয় হয়, সর্ব্বদা তাহাই লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় নষ্ট করে। এই ত তাহাদিগের প্রধান আমোদ-প্রমোদ।

বস্ত্রের উপর সূচীর কর্ম্ম করিয়া তাহারা যে শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কখন কখন আমিও তাহাদিগের আনুকূল্য করিতাম, আমার সহচরীরাও কখন কখন সাহায্য করিত। আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন, সে সময়ে আমার মন অঙ্গুলি হইতে পৃথক্ হইয়া অন্য দিকে ধাবমান হইত। কারাবন্ধনদুঃখ ও নিকায়ার বিরহযাতনা সামান্য শিল্পকর্ম্মে ব্যস্ত থাকাতে কখন নিবারিত হইয়া থাকিতে পারে না।

আরবকামিনীদিগের কথোপকথনেও অধিক সন্তোষ-লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহারা কি বিষয়ের কথা-বার্ত্তা কহিতে পারে? জগদীশ্বর এই অসীম জগন্মণ্ডলে যে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া আপনার মহিমা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা তাহার কিছুই দেখে নাই, যাহা তাহারা

দেখে নাই, তাহার কিছুই জানিতেও পারে না। কারণ, তাহারা লেখা-পড়া শিখে না। তাহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির এবং বুদ্ধি থাকিতেও মূর্খ। বাল্যকালাবধি এই ক্ষুদ্র স্থানে বাস করে, যে সকল সামান্য বস্তু সর্ব্বদা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পায়, তাহারই বিষয় জানিতে পারে। পরিধেয় বস্ত্র ও খাদ্য-দ্রব্যের নাম ব্যতিরিক্ত আর কোন বস্তুর নামও জানে না। আমাকে আপনাদিগের অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ দেখিয়া উৎকৃষ্ট জীব বলিয়া জ্ঞান করিত; সুতরাং বিবাদ বিসংবাদ ও কলহ-ভঞ্জনের সময় আমিই মধ্যস্থ হইতাম ও ন্যায়ানুগত বিচার দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতাম। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অভিযোগের কথা শুনিতে যদি আমার ভাল লাগিত, তাহা হইলে আমি অনেক কথা-বার্ত্তা শুনিতে পাইতাম। কিন্তু তাহাদিগের দ্বেষ, হিংসা ও কলহের কারণ সকল এমন অকিঞ্চিৎকর যে, তদ্বিষয়ক কথা শুনিতে শুনিতে বাধা না দিয়া থাকিতে পারিতাম না।"

রাসেলাস কহিলেন, "তুমি আরবসেনাপতিকে অসামান্যগুণসম্পন্ন বলিয়া বর্ণন করিলে, তিনি কিরূপে এতাদৃশ অবোধ অবরোধকামিনীপূর্ণ অন্তঃপুরে মনের সুখে কালক্ষেপ করেন? তাহারা কি পরম সুন্দরী?"

পেকুয়া কহিল, "যে সৌন্দর্য্য সদ্গুণ ও সদ্বিবেচনা-সহকৃত নয়, যে সৌন্দর্য্য সৎপুরুষের মন আকর্ষণ করিতে পারে না, তাহাদিগের তাদৃশ অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্যের অপ্রতুল নাই। আরবসেনাপতিতুল্য পুরুষেরা তাদৃশ সৌন্দর্য্যকে কুসুমের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, যে কুসুম কখন বা সমাদরে গৃহীত হয়, কখন বা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক পরিত্যক্ত হয়। আরবসেনাপতি তাহাদের নিকট বন্ধুত্ব ও সৎসঙ্গজনিত আমোদ লাভ করিতে পারেন না। যখন তাহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ক্রীড়া-কৌতুক করে, তিনি অনাদরে অবলোকন করিয়া থাকেন। যখন তাহারা তাঁহার প্রণয়-ভাজন হইবার চেষ্টা পায়, তৎকালে তিনি কখন কখন বিরক্ত হইয়া তাহাদের সম্মুখ হইতে উঠিয়া যান। তাহাদিগের কথাবার্ত্তায় সুখী ও সন্তুষ্ট হওয়া যায় না; সাংসারিক কষ্ট বা ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহাদিগের প্রবোধবাক্য দ্বারাও তাহা নিবারিত হয় না। তাহাদিগের অনুরাগের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই, সুতরাং তাহারা অসাধারণ প্রীতি প্রদর্শন করিলেও আরবসেনাপতির মনে তজ্জন্য গর্ব্ব বা কৃতজ্ঞতার আবির্ভাব হয় না। যে নারী জন্মাবচ্ছিন্নে প্রায় অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করে নাই, তাহার হাস্য দ্বারা তিনি আপনাকে সৌভাগ্য-গর্ব্বিত বোধ করেন না এবং সপত্নীগণের মনে ঈর্ষা জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত তাহারা যে অকৃত্রিম আদর ও অনুরাগ প্রকাশ করে, তাহাতেও তিনি কৃতার্থম্মন্য হয়েন না; তিনি যাহা প্রণয়পদার্থ বলিয়া তাহাদিগকে সমর্পণ করেন এবং তাহারা যাহা প্রণয় বলিয়া গ্রহণ করে, উহা কেবল আলস্যে কালক্ষেপ মাত্র। ঘৃণাস্পদ বস্তুতে লোকে কখন কখন যে কিঞ্চিৎ আদর প্রকাশ করে, উহাও তদতিরিক্ত নহে। ফলতঃ সেরূপ অনুরাগ ও সেরূপ প্রণয়ের সহিত আশা, ভয় অথবা শোক আনন্দ কিছুরই সম্পর্ক নাই।"

ইমলাক কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি যে সহজে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া আসিয়াছ, এ জন্য আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান কর। যে অন্তঃকরণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, সে যে দুর্ভিক্ষের সময় পেকু-

য়ার কথোপকথনরূপ মহাভোজ পরিত্যাগ করিবে, ইহা অতি অসম্ভব কথা।

পেকুয়া উত্তর করিল, "কায়রোমোচনের অঙ্গীকার করিয়াও তিনি যে কালবিলম্ব করিয়াছিলেন, তাহারও কারণ এই। যখন আমি কায়রোয় দূত পাঠাইবার প্রস্তাব করিতাম, তখনই কোন না কোন আপত্তি উত্থাপন করিয়া বিলম্ব করিতেন। যৎকালে আমি তাঁহার বাটীতে ছিলাম, তিনি মধ্যে মধ্যে পার্শ্বস্থ গ্রাম বিলুণ্ঠন করিতে যাইতেন। যদি বিলুণ্ঠিত দ্রব্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাকে কখনই ছাড়িয়া দিতেন না। তিনি যখন প্রত্যাগত হইতেন, সর্ব্বদা তাহা-দ্বারা আমার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা পাই-তেন। আমি তাহার মধ্যে যাহা কিছু সূক্ষ্ম কথা বলিতাম, তাহা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইতেন এবং আমাকে জ্যোতির্বিদ্যা শিখা-ইবার জন্য যত্ন করিতেন। যখন আমি ব্যগ্র হইয়া কায়রোয় পত্রিকা পাঠাইতে অনু-রোধ করিতাম, তিনি সান্ত্বনাবাক্যে নানা-প্রকার বুঝাইতেন। যখন দেখিতেন, আর অস্বীকার করা ভাল দেখায় না, তখন আবার আপন সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিতেন। প্রস্থানের সময় আমাকে বাটীর কর্ত্রী করিয়া রাখিয়া যাইতেন। এই-রূপ বিলম্ব করাতে আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলাম। আপনারা পাছে আমাকে বিস্মৃত হন বলিয়া মনে মনে অতিশয় শঙ্কা জন্মিল। আপনারা পাছে কায়রো পরিত্যাগ করিয়া যান, আমাকে চিরকাল নীলনদের তীরে বাস করিতে হয়, এই ভাবিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলাম। ক্রমে মুক্তিবিষয়ে একপ্রকার হতা-শ্বাস হইলাম। তদবধি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করি-বার আর যত্ন পাইতাম না। তখন তিনি আমাকে ছাড়িয়া আমার সঙ্গিনীদিগের সহিত সর্ব্বদা কথা কহিতেন। আমার সহিত সদ্ভাব ও আমার সহচরীদিগের সহিত সদ্ভাব উভয়ই ভয়ানক ও অনিষ্টকর বোধ হওয়াতে তাঁহার বন্ধুত্ববর্দ্ধন ও সদালাপ আমার ভাল লাগিত না। আমি কখন কখন নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিতাম, কিন্তু সেই অধৈর্য্য অধিক কাল থাকিত না। অধৈর্য্য কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলেই তিনি আমার নিকটে আসি-তেন এবং তাঁহাকে দেখিলে সমুদায় অধৈর্য্য নিবারণ হইত।"

তিনি তখন পর্য্যন্ত লোক পাঠাইতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। যদি আপনা-দিগের দূত তাঁহার নিকটে গিয়া না পৌঁছিত, তাহা হইলে বোধ হয় কখনই মুক্তি পাই-তাম না। যে সুবর্ণমুদ্রা তাঁহার যত্নপূর্ব্বক আনাইবার ইচ্ছা ছিল না, তাহা দিবার অঙ্গীকার করিলে তিনি গ্রহণ করিতেও অসম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি গম-নের উদ্‌যোগ করিতে গেলেন; সে সময় বোধ হইল যেন, তিনি কোন মানসিক যাতনা হইতে নিস্তার পাইলেন। তথায় আমি যে সকল সঙ্গিনী পাইয়াছিলাম, তাহা-দিগের নিকটে বিদায় লইলাম, তাহারা বিদায় দিবার সময় প্রণয়ের কোন চিহ্নই প্রকাশ করিল না।"

রাজকুমারী প্রিয় সহচরীর আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সস্নেহ আলিঙ্গন করিলেন। পেকুয়া আরবসেনাপতিকে পঞ্চাশৎ সুবর্ণ-মুদ্রা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল, কিন্তু রাসেলাস সন্তুষ্ট হইয়া সেনাপতিকে ডাকাইয়া একশত সুবর্ণ মুদ্রা-প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন।

এক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতের উপাখ্যান।

তাঁহারা সেণ্ট আণ্টনির আশ্রম হইতে কায়রোয় প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় সকলে একত্রে থাকিতেন, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া অধিক দূরে যাইতেন না। রাজকুমার অতিশয় বিদ্যানুরাগী হইলেন। একদা নীলনদের তীরবর্ত্তী প্রাসাদে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ইমলাককে কহিলেন, "ইমলাক! আমি বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলনে যত্নবান্ হইয়া নির্জ্জনে বিদ্যার আরাধনা করিয়া কালক্ষেপ করিব স্থির করিয়াছি।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "কোন নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, সে পথে কষ্ট ও ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা আছে কি না? সেই পথের পান্থদিগের সহিত যাহারা সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি করে, অন্ততঃ তাহাদিগের সহিত পরামর্শ করাও কর্ত্তব্য। আমি এখনই এক জন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতের পর্য্যবেক্ষণগৃহ হইতে আসিতেছি। তিনি নিরন্তর একমনে গ্রহগণের গতি নিরূপণ করিয়া চল্লিশ বৎসর কাটাইয়াছেন এবং ক্রমাগত নক্ষত্রমণ্ডলীর গণনা করিয়া জীবনক্ষেপ করিতেছেন। তিন মাসে একবার বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আপনার আবিষ্ক্রিয়া সকল তাহাদিগের বিদিত করেন। আমি এক জন বিজ্ঞ ও তাঁহার সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তথায় নীত হইয়াছিলাম। যাহাদিগের চিন্তাশক্তি বহু কাল এক বিষয়ে ব্যাপৃত আছে এবং অন্য বিষয়ের জ্ঞান যাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইতেছে, তাহাদিগের নিকট নানাবিষয়ক-জ্ঞানশালী ও সদালাপী লোক সাতিশয় সমাদৃত হয়। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিষয়ক কথা কহিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলাম। তিনি আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত গ্রহমণ্ডলীর বিষয় বিস্মৃত হইয়া নিম্ন-জগতে মনঃসংযোগ করিতে অভিলাষী হইলেন।

অবকাশের দিন ভিন্ন অন্য দিবসে তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। তন্নিমিত্ত আমি আর এক অবকাশদিবসে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিতে গেলাম; সে দিনেও আমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আমার ইচ্ছামত তাঁহার নিকট যাইতে কহিলেন। আমি যখন যখন যাই, দেখি, তিনি সর্ব্বদাই আপন কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন। আমাকে দেখিবামাত্র অমনি সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। আমি যে বিষয় অবগত নহি, তাহা তিনি উত্তমরূপ জানেন, তিনি যাহা জানেন না, আমি তাহা সুন্দররূপ অবগত আছি। সুতরাং আমরা উভয়েই জ্ঞানের বিনিময় করিতে উৎসুক হইলাম। দিন দিন আমার উপর তাঁহার বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাঁহার গম্ভীর অন্তঃকরণে প্রশংসাযোগ্য নানাবিধ গুণ দেখিতে পাইলাম। তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্তৃত, আশয় প্রশস্ত, স্মৃতিশক্তি প্রবল, কথাবার্ত্তা প্রণালীবদ্ধ এবং তিনি অর্থ-প্রকাশের রীতি উত্তমরূপ জানেন।

তাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, সৌজন্য ও দয়াও তাহার অনুরূপ। ধন দিয়া অথবা উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া লোকের উপকার করিবার অবকাশ পাইলে তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক অভীষ্ট বিদ্যানুশীলন ও অভিপ্রেত অনুসন্ধানেরও প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া থাকেন। তিনি যে সময় কর্ম্মে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকেন, সে সময় তাঁহার আনুকূল্য চাহিলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে যাইতে দেন। তিনি কহেন, আলস্য

ও আমোদ-প্রমোদকে আমি দূর করিয়া দিয়াছি, কিন্তু দানের দ্বার রুদ্ধ করিতে কোনক্রমেই সম্মত নহি। গ্রহমণ্ডলীর বিষয় অনুধ্যান করা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান বিহিত ও আদিষ্ট।"

ইমলাকের কথা শুনিয়া রাজকুমারী সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঐ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ই যথার্থ সুখী। ইমলাক কহিলেন, "আমি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গতাগতি করিয়া থাকি এবং যত তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনি, ততই প্রীত হই। তিনি অহঙ্কৃত নহেন অথচ তাঁহাকে দেখিলে মনে ভয় জন্মে। তিনি লোকাচারের অধীন নহেন অথচ সকলকে প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। রাজকুমারি! আমিও প্রথমে তোমারই মত ঐরূপ স্থির করিয়াছিলাম, অর্থাৎ তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী জ্ঞান করিয়াছিলাম। তন্নিমিত্ত আমি সর্ব্বদা তাঁহাকে এই বলিয়া অভিনন্দন করিতাম যে, আপনি পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন। তিনি কোন কথায় অনবধান প্রদর্শন করেন না, কিন্তু যখন যখন আমার এইরূপ কথা শুনিতেন, তখনই অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপিয়া রাখিতেন।

কিছু দিন পরে আমি বুঝিতে পারিলাম, কতকগুলি ক্লেশজনক চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া আছে। তিনি ব্যগ্রতাসহকারে এক একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করেন ও কথা কহিতে কহিতে তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ হন; যখন আমরা দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া থাকি, তিনি কখন কখন আমার প্রতি এরূপে নেত্রপাত করেন যে, বোধ হয় যেন, আমাকে কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছেন, কিন্তু কিছুই না বলিয়া চাপিয়া যান। কখন বা গুরুতর বিষয়ে কোন আদেশ করিবেন বলিয়া ব্যগ্র হইয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠান, কিন্তু যখন আমি উপস্থিত হই, কোন গুরুতর কথা শুনিতে পাই না। যখন আমি বিদায় লইয়া আসি, পথ হইতে আমাকে ডাকাইয়া লইয়া যান; আমি নিকটে গেলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন, আবার যাইবার অনুমতি দেন।"

জ্যোতির্ব্বিদের অসুখের হেতু উদ্ভাবন।

"পরিশেষে তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইল। গত রাত্রে আমরা দুই জনে পর্য্যবেক্ষণগৃহের উপরিভাগে বসিয়া জুপিটরের এক পারিপার্শ্বিকের গ্রহণমুক্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা ঝড় উপস্থিত হইয়া গগনমণ্ডল মেঘাবৃত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। আমরা অন্ধকারে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ইমলাক! তোমার সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়াতে আমি আপনাকে সুখী জ্ঞান করিতেছি। জ্ঞানবিহীন বিনয় অতি দুর্ব্বল, কোন কার্য্যকারক নহে; বিনয়হীন জ্ঞানও অতি ভয়াবহ। কিন্তু তোমাকে উভয় গুণে বিভূষিত দেখিতেছি; অতএব একটি কথা বলি, শুন। আমি বহুকালাবধি এক বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছি; জগদীশ্বর আমাকে শীঘ্র সেই ভার হইতে মুক্ত করিবেন। যে অবস্থায় শক্তি ও সামর্থ্য থাকিবে না, পদে পদে ক্লেশ উপস্থিত হইবে, এমন সময়ে তোমার উপর সেই ভার সমর্পণ করিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইব সন্দেহ নাই।"

তাঁহার এই কথায় আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করিলাম। ভাবিলাম, যে কার্য্য তাঁহাকে এত কাল সন্তুষ্টচিত্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ভার পাইলে

আমিও সুখী হইতে পারিব সন্দেহ নাই।

অনন্তর জ্যোতির্ব্বিদ্ আমাকে বলিলেন, 'ইমলাক! আমি তোমাকে এমন কোন কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যে কথা তুমি সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। আমি ক্রমাগত পাঁচ বৎসর শীত গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তের নিয়ম ও ঋতুর বিভাগ করিয়া আসিতেছি। সূর্য্য ক্রমাগত আমার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন এবং আমার কথাক্রমে এক অয়ন হইতে অয়নান্তরে গমন করিয়া থাকেন। মেঘ সকল আমার আজ্ঞানুসারে বর্ষণ করিতেছে এবং নীল নদ আমার অনুমতিক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। কেহই আমার আদেশ অতিক্রম করিতে পারে নাই, কেবল বায়ু অদ্যাপি আমার বশীভূত হয় নাই। শত শত লোক ঝড়ে বিপদাপন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে, আমি নিবারণ করিতে সমর্থ হই না। আমি সুবিচার পূর্ব্বক এই গুরুতর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি এবং অপক্ষপাতী হইয়া আবশ্যকমতে পৃথিবীস্থ সমুদায় লোকদিগকে রৌদ্র-বৃষ্টি বিভাগ করিয়া দিতেছি। যদি আমি মেঘদিগকে এক দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতাম, অথবা সূর্য্যকে সমুদায় দেশে কিরণ বিস্তার করিতে না দিতাম, তাহা হইলে পৃথিবীর কি দুর্দ্দশা ঘটিত' ?''

জ্যোতির্ব্বিদের মনোগত ভাব।

"তিনি এই কথা কহিতে কহিতে আমার প্রতি নেত্রপাত করিলেন এবং অন্ধকারেই আমার আকার দেখিয়া জানিতে পারিলেন, আমার মনে বিস্ময় ও সন্দেহ জন্মিয়াছে। তখন ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, 'ইমলাক! আমার কথায় সহজে বিশ্বাস হইতেছে না বলিয়া আমি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট নহি এবং তজ্জন্য আমার আশ্চর্য্য বোধও হইতেছে না। কারণ, আমি জানিয়াছি যে, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যাহার উপর এই গুরুতর ভার সমর্পিত হইয়াছে। এই গুরুতর ভার সমর্পণরূপ সম্মানকে পুরস্কার কি দণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এই ভার প্রাপ্ত হইয়া অবধি আমি অধিক অসুখী হইয়াছি। তবে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানজন্য কখন কখন মনে আহ্লাদ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু নিরন্তর সতর্ক থাকা ও সর্ব্বদা চিন্তা করায় যে কষ্ট হয়, তাহার উপশমের উপায়ান্তর আর কিছুই দেখিতে পাই না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়! আপনি কত দিন এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ?' তিনি কহিলেন, 'দশ বৎসর পূর্ব্বে একদা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ও গগনমণ্ডলের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমার মনে এই উদয় হয় যে, শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু সকলের যেরূপ ক্ষমতা, যদি আমার সেইরূপ ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমি পৃথিবীর সমুদায় লোককে অধিক পরিমাণে আবশ্যক সামগ্রী দিতে পারিতাম। এইরূপ চিন্তা আমার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া থাকিল; দিবা-রাত্রি কেবল এই বিষয়েরই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কখন এ দেশে কখন বা অন্য দেশে বৃষ্টি প্রেরণ করি, কখন বা আবশ্যক বুঝিয়া অল্প ও অধিক পরিমাণে সূর্য্যকিরণ পাতিত করি। তখন কেবল পৃথিবীর উপকার করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল; কিন্তু তদনুরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইব, তাহা কখন ভাবি নাই।'

অনন্তর এক দিন দেখিলাম গ্রীষ্মের প্রভাবে মাঠ সকল নীরস হইয়া গিয়াছে এবং শস্য সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। তখন

আবার মনে সহসা এই উদয় হইল যে, আমি দক্ষিণ-পর্ব্বতে বৃষ্টি এবং নীল নদ পরিবর্দ্ধিত করিতে পারি। অনন্তর প্রবল চিন্তার নিতান্ত পরতন্ত্র হইয়া ব্যগ্রতাসহকারে সহসা বৃষ্টিপতনের আদেশ করিলাম। কিঞ্চিৎ কাল পরে নীল নদের জল-বৃদ্ধি হইল; যে সময়ে জলবৃদ্ধি হইল, তাহার সহিত আদেশকালের তুলনা করিয়া দেখিলাম, বোধ হইল যেন, মেঘ সকল আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়! এইরূপ ঘটনা কি অন্য কারণে ঘটিতে পারে না? নীল নদের জলবৃদ্ধির ত নির্দ্ধারিত সময় নাই।'

তিনি অধীর হইয়া উত্তর করিলেন, 'ইমলাক! তুমি এরূপ বিবেচনা করিও না যে, ঐরূপ আপত্তি আমার অন্তঃকরণে উত্থিত হয় নাই। আমি আপন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াছি এবং সত্যকে মিথ্যা করিবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছি। আমি কখন কখন আপনাকে উন্মত্ত জ্ঞান করিতাম এবং এই গূঢ় কথা অদ্যাপি কাহারও সাক্ষাতে ব্যক্ত করি নাই। অসম্ভব হইতে বিস্ময়াবহের কি বিশেষ এবং অবিশ্বসনীয় হইতে মিথ্যার কি প্রভেদ, তাহা তুমি বুঝিতে পার, এই নিমিত্তই তোমার নিকট সমুদায় মনের কথা ব্যক্ত করিলাম।'

আমি কহিলাম, 'মহাশয়! আপনি যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, কি নিমিত্ত তাহা অবিশ্বসনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন?'

তিনি উত্তর করিলেন, 'যে হেতু, আমি বাহ্য-প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারি না, এই নিমিত্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। এ বিষয় সুস্পষ্টরূপে যাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সে যে আমি যথাস করিয়াছি বলিয়া করিবে, তাহা আমি সম্ভাবনা করি না। তন্নিমিত্ত আমি বিচার করিয়া এই বিষয় কাহারও বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া দিবার চেষ্টা পাই না। আমার এইরূপ ক্ষমতা আছে, বহুকালাবধি এইরূপ ক্ষমতা লাভ করিয়াছি এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেছি বলিয়া যে আমার মনে বোধ হইয়াছে, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মনুষ্যের জীবনকাল অতি অল্প। জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে ও দিন দিন আমার উপর বল প্রকাশ করিতেছে; শীঘ্রই এমন সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে সংবৎসরের নিয়মকর্ত্তাকেও ধূলিসাৎ হইতে হইবে। এক 'উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া তাহাকে সমুদায় ভার সমর্পণ করিব, এই ভাবনা বহুকালাবধি আমার চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে। যত লোক আমার নিকটে আইসে, আমি সকলের গুণ-দোষ পরীক্ষা করিয়া দেখি, কিন্তু তোমার মত উপযুক্ত লোক কাহাকেও দেখিতে পাই নাই'।"

ইমলাকের প্রতি জ্যোতির্ব্বিদের উপদেশ।

'সমস্ত পৃথিবীর হিতসাধনের নিমিত্ত যাহা যাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, তদ্বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। রাজারা কতিপয় লক্ষ মাত্র লোকের শাসন ও পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ অথবা অমনোযোগে সেই সকল লোকের বিশেষ উপকার অথবা যৎপরোনাস্তি অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদিগের বিশেষ উপকার অপকার করিবার ক্ষমতা নাই, তাহা কর্ম্ম যখন কঠিন বলিয়া

প্রসিদ্ধ আছে, তখন যাঁহাকে ভূতগণের কার্য্যের নিয়ম করিতে হইবে, যাঁহাকে আলোক ও উষ্ণতার বিভাগ করিয়া দিতে হইবে, তাঁহার উদ্বেগ ও চিন্তা যে কত অধিক, তাহা বর্ণনাতীত, তন্নিমিত্ত তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

আমি মনোযোগ পূর্ব্বক সূর্য্য ও পৃথিবীর অবস্থানের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি; কতবার উহার পরিবর্ত্ত করিবার কল্পনা করিয়াছি; কখন বা পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্থানান্তরে নিবেশিত করিয়াছি; কখন বা পৃথিবীর ভ্রমণপথের পরিবর্ত্ত করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর কোন উপকার নাই স্থির হইয়াছে। তাহাতে কোন রাজ্যের কিছু হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য রাজ্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। দূরবর্ত্তী অন্যান্য সৌরজগতের বিষয় আমরা অবগত নহি। আমরা যে সৌরজগতের বিষয় অবগত আছি, তাহারই ক্ষতিবৃদ্ধির কথা কহিলাম। অতএব সাবধান, সংবৎসরের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিবার সময় যেন নূতন প্রণালী অবলম্বন করিও না। ঋতুগণ যে প্রণালীক্রমে গতায়াত করিতেছে, সুখ্যাতিলাভের আশয়ে যেন সেই প্রণালী ভঙ্গ করিবার মানস করিও না। অপকার করিয়া যশোলাভ করা শ্রেয়স্কর নহে। আপন দেশে বৃষ্টি বিতরণ করিবার নিমিত্ত অন্য দেশের বৃষ্টি অপহরণ করিও না। কারণ নীল নদের জলই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।'

"আমি কহিলাম, 'মহাশয়! এইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে আমি যথার্থ পথে চলিব সন্দেহ নাই' অনন্তর তিনি আমার হস্ত নিপীড়ন করিয়া বিদায় দিলেন ও কহিলেন, 'এখন আমার চিত্ত সুস্থ হইল। আমি এরূপ এক জন গুণবান্ ও বিজ্ঞ লোক প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহাকে আপন বিদ্যার উত্তরাধিকারী করিয়া সুখী হইতে পারি'।"

রাজকুমার সাতিশয় মনোযোগসহকারে জ্যোতির্ব্বিদের উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন। রাজকুমারী সমুদায় শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। পেকুয়া উপাখ্যান সমাপ্ত হইলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। ইমলাক কহিলেন, "ভদ্রে! লোকের গুরুতর দুঃখে উপহাস করা জ্ঞানবানের কর্ম্ম নয়। অতি অল্প লোক সেই পণ্ডিতের মত বিদ্বান্ হইতে পারে, অতি অল্প লোক তাঁহার ন্যায় গুণবান্ হইতে পারে, কিন্তু সকলকেই তাঁহার ন্যায় দুঃখ ও যাতনা সহ্য করিতে হয়।"

ইমলাকের কথা শুনিয়া রাজকুমারী গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলেন; তাঁহার সহচরী লজ্জিত হইল। রাজকুমার জ্যোতির্ব্বিদের উপাখ্যান শুনিয়া তদনন্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইমলাক! তোমার কি বোধ হয়, এইরূপ চিত্তবিভ্রম কি সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে, ঘটিবারই বা কারণ কি?"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "সর্ব্বদাই বুদ্ধির এত ভ্রান্তি জন্মে যে, বাহ্য দর্শকেরা তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। যথার্থরূপে বলিতে গেলে, অন্তঃকরণের যে ভাব থাকা উচিত, কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণই সে ভাবে থাকে না। এমন ব্যক্তিই নাই, যাহার মনোরথ ন্যায়পথ অতিক্রম না করে। চিত্তকে আপন বশে রাখিতে পারে, এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ। অলীক কল্পনা যাহার অন্তঃকরণে দৌরাত্ম্য না করে, এরূপ লোকই দেখিতে পাওয়া যায় না। কল্পনাশক্তি ন্যায়পথ অতিক্রম করিলে, তাহাকেই এক প্রকার উন্মাদরোগের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু যত দিন আমরা উহাকে শাসনের অধীন করিয়া রাখিতে পারি, তাবৎ উহা ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া

লোক বুঝিতে পারে না। সুতরাং আমাদিগের বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বলিয়াও কেহ বিবেচনা করে না। যখন উহা আর শাসনের অধীন না থাকে, তখন যথার্থ উন্মাদরোগ জন্মে।

যাহারা নির্জ্জনে নিস্তব্ধ হইয়া ক্রমাগত চিন্তা করিতে ভালবাসে, কল্পনাশক্তির বৃদ্ধি করাই তাহাদিগের একপ্রকার আমোদ হইয়া উঠে। যখন আমরা একাকী থাকি, সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকি না, আমাদিগের অন্তঃকরণ কখন কখন ন্যায়পথের অনুগামী হইয়া বিচারপূর্ব্বক কোন গুরুতর বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শীঘ্রই পরিশ্রান্ত হয়। তখন গুরুতর বিষয়ের তত্ত্বান্বেষণে ক্ষান্ত হইয়া মিথ্যা মনোরথের অনুসরণে ধাবমান হয়। যাহাতে মন ব্যাপৃত থাকিতে পারে, এমন বাহ্য পদার্থ যাহার নিকটে নাই, সে নানাপ্রকার মনোরথ করিয়া মনকে ব্যাপৃত করিয়া রাখে। আপনি বস্তুতঃ যেরূপ নয়, তাদৃশ করিয়া আপনাকে জ্ঞান করে। কারণ, আপনি বাস্তবিক যেরূপ, সেরূপ করিয়া ভাবিলে কে সন্তুষ্টচিত্ত হয়? সে নিরন্তর ভাবী বিষয়ের চিন্তা করে, যে যে বস্তু পাইলে আপনার বর্ত্তমান অবস্থা সুখের অবস্থা হইতে পারে, মনঃকল্পিত নানা অবস্থা হইতে সেই সেই বস্তু সংগ্রহ করিয়া গ্রহণ করে; এমন আমোদের কল্পনা করে, যাহা কখনই ঘটিবার নহে এবং এমন রাজ্যের ভার গ্রহণ করে, যাহা কখনই পাইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে সকল সুখ-সৌভাগ্য একত্র করিয়া তাহার অন্তঃকরণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং এমন সুখের কল্পনা করে, প্রকৃতি ও অদৃষ্ট অতিবদান্য হইলেও তাহা দিয়া উঠিতে পারেন না।

কালক্রমে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ মনোরথ মনে বদ্ধমূল হইতে থাকে। গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া যখন মন পরিশ্রান্ত হয়, অথবা অবকাশ পায়, তখনই ব্যস্ত হইয়া সেই সকল মনোরথের প্রতি ধাবমান হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে চিন্তার রাজ্য দৃঢ়ীভূত হইয়া আইসে। তখন অলীক বস্তুও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং ভ্রান্তি-পাশে মন আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তখন সুখময় অথবা দুঃখময় স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জীবন ক্ষয় পাইতে থাকে। নির্জ্জনে থাকার আর এক দোষ এই যে, নির্জ্জনে থাকিলে জনসমাজের কোন উপকার করিতে পারা যায় না, ইহা সেই সন্ন্যাসীই আপন মুখে স্বীকার করিয়াছেন।"

ইমলাকের কথা শুনিয়া পেকুয়া কহিল, "আমি আর অতঃপর আপনাকে আবিসিনিয়ার রাজ্ঞী বলিয়া জ্ঞান করিব না। আমি অবকাশ পাইলেই রাজ্যের বন্দোবস্ত করি, পরাক্রান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিদিগের দর্প চূর্ণ করি, দীনহীন অনাথাদিগের দুঃখ দূর করি, অতি সুরম্য স্থানে নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া থাকি, পর্ব্বতের উপরিভাগে উদ্যান প্রস্তুত করিয়া থাকি এবং লোকের উপকার করিতে এমন ব্যস্ত থাকি যে, রাজকুমারী যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তখন নমস্কার ও সম্ভাষণ করিতেও প্রায় বিস্মৃত হইয়া যাই।"

রাজকুমারী কহিলেন, "আমি আর অতঃপর মেষপালিকা হইয়াছি বলিয়া জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখিব না। আমি নির্জ্জনে বসিয়া মেষপালিকার কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়া কতবার চিত্তকে আহ্লাদিত করিয়াছি। শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে মেষীর শব্দসহিত বায়ুর ঝর্ ঝর্ শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। কত বার কণ্টকাবদ্ধ মেষশাবকদিগকে কণ্টকমুক্ত করিয়া আনিয়াছি,

কত বার যষ্টি দ্বারা ব্যাঘ্র তাড়াইয়া দিয়াছি। গ্রাম্য নারীদিগের মত আমার একপ্রস্থ পরিচ্ছদ আছে, আমি কখন কখন মনে মনে সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আস্তে আস্তে বংশীধ্বনি করি, সেই সময় বোধ হয় যেন, মেষপাল আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে।”

রাজকুমার কহিলেন, “আমার মনোরথ তোমাদের অপেক্ষাও ভয়াবহ। আমি আবিসিনিয়ার সম্রাট্ হইয়াছি। আমার সাম্রাজ্যের সমুদায় দুষ্কর্ম্ম ও অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে এবং সমুদায় প্রজা নির্দ্দোষ ও সচ্চরিত্র হইয়া নিরাপদে ও সুখে কালক্ষেপ করিতেছে। আমি কতই নিয়ম ও কতই শাসন-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়াছি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহাই আমার বিজন স্থানের প্রধান আমোদ। কিন্তু যখন মনে হয় যে, আমি পিতা ও ভ্রাতাদিগের মৃত্যু কামনা করিতেছি, তখন চমকিত ও জাগরিত হইয়া উঠি।”

ইমলাক কহিলেন, “সঙ্কল্পের এইরূপ স্বভাব। যখন আমরা প্রথম সঙ্কল্প করিতে আরম্ভ করি, তখন উহা গর্হিত ও অসম্ভাবিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যত অভ্যাস হয়, তত উহার আর দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।”

এক বৃদ্ধের সহিত কথোপকথন।

সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইল; তাঁহারাও বাসস্থানে যাইবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন। নীল-নদের তীর দিয়া যাইতেছিলেন, জলের অভ্যন্তরে চন্দ্রবিম্ব মন্দ মন্দ কম্পিত হইতেছে দেখিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। দূর হইতে দেখিলেন, এক বৃদ্ধ গমন করিতেছেন। বিজ্ঞ লোকের সভায় তাঁহার নাম রাজকুমার সর্ব্বদা শুনিতে পাইতেন। রাজকুমার কহিলেন, “ঐ দেখ, এক বৃদ্ধ গমন করিতেছেন, বার্দ্ধক্য যাঁহার ক্রোধাদি রিপুগণকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও তর্কশক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। চল, আমরা ঐ বৃদ্ধের নিকটে যাই এবং বৃদ্ধাবস্থা সুখের অবস্থা কি না, জিজ্ঞাসা করি। তাহা হইলে জানিতে পারিব, শেষ দশায় সুখের কোন প্রত্যাশা আছে কি না।”

বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজকুমার তাঁহাকে আপনাদিগের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং সহসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সন্তুষ্টস্বভাব ও বাচাল ছিলেন, তিনি সঙ্গী হওয়াতে পথ চলায় ক্লেশ বোধ হইল না। তিনি আপনাকে অনাদৃত না দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের আলয় পর্য্যন্ত গমন করিলেন। রাজকুমারের অনুরোধে বাটীর মধ্যেও প্রবেশিলেন। তাঁহারা সমাদরে বৃদ্ধকে আসনে বসাইয়া সুখাদ্য সামগ্রী আহার করিতে দিলেন।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে রাজকুমারী কহিলেন, “মহাশয়! আপনার মত বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করিতে করিতে যেরূপ সুখানুভব করেন, অনভিজ্ঞ যুবাদিগের কোন ক্রমেই সেরূপ সুখানুভব হয় না। আপনি যাহা যাহা দেখেন, সমুদায়ের কার্য্যকারণভাব ও স্বভাব বুঝিতে পারেন। নদীর জল-বৃদ্ধির হেতু, গ্রহণের গতির নিয়ম, সমুদায় অবগত আছেন। সকল বস্তুই আপনার চিন্তাশক্তির উদ্দীপন করে এবং আপনার পদমর্য্যাদার গৌরবজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, সন্দেহ নাই।”

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "ভদ্রে! কৌতূহলাক্রান্ত ও উৎসাহশালী লোকেরাই ঐ সকল বিষয়ে সুখের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। আমাদিগের এই অবস্থায় কোন গুরুতর উদ্বেগ না থাকিলে তাহাই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট লাভ। আমার নিকট আর পৃথিবীর নবীনত্ব নাই, আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যে সকল বস্তু দেখি, তাহা একদা সুখের সময় দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আমি বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ নিক্ষেপ করিয়া বসি এবং চিন্তা করি যে, এই তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া একদা এক বন্ধুর সহিত নীলনদের বার্ষিক জলবৃদ্ধির বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিয়াছিলাম, তিনি বহু কাল হইল, 'ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইয়াছেন। আমি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চন্দ্রের পরিবর্ত্ত দেখিয়া জীবনের পরিবর্ত্তের বিষয় আলোচনা করি ও অতিশয় যাতনা পাই। আমাকে যাহা শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাদৃশ ভৌতিক বিষয়ে আমার আর কৌতুক জন্মে না।"

ইমলাক কহিলেন, "মহাশয়! আপনি সম্ভ্রমে কাল কাটাইয়াছেন ও অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়াও অন্ততঃ অন্তঃকরণ সুস্থ রাখিতে পারেন। আর সকলে ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার যে প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহাতে কি আপনার মনে আহ্লাদ জন্মে না?"

বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "যাহারা ত্বরায় সংসার পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহারা সুখ্যাতিকে অসার ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। পুত্রের প্রশংসাবাদ শুনিলে জননীর মনে হর্ষোদয় হয় এবং পত্নী স্বামীর মান-সম্ভ্রমের অংশভাগিনী হইয়া থাকেন। আমার জননী বা প্রণয়িনী কেহই নাই। আমি শত্রু-মিত্র উভয়েরই অতিক্রম করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। সুখ-দুঃখের অংশভাগী নাই বলিয়া কোন বিষয়েই কৌতুক নাই; কিছুই গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না। যুবা পুরুষেরা প্রশংসায় সন্তুষ্ট হয়; কারণ, তাহাতে তাহাদিগের উপকারের প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু আমি এক্ষণে জরার গ্রাসে কবলিত হইয়াছি, লোকের ঈর্ষা-হিংসায় তাদৃশ ভয় নাই, লোকের ভক্তি ও অনুরাগেও কিছুই লাভ দেখিতে পাই না। তাহারা এখনও আমার ক্ষতি করিতে পারে, কিন্তু কিছুই বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে না। ধন আমার নিকট অব্যবহার্য্য হইয়াছে এবং উন্নত পদ-মর্য্যাদা ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতেছে। যখন আমি আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেখি, তখন এই বলিয়া মনস্তাপ হয় যে, আমি অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মে কত সময় অতিবাহিত করিয়াছি, লোকের উপকার করিবার অবকাশ পাইয়াও তাহা হারাইয়াছি এবং আলস্যে কত কাল বৃথা নষ্ট করিয়াছি। এমন কত গুরুতর কর্ম্ম আছে, যাহার সম্পাদনে কিছুমাত্র চেষ্টা পাই নাই, কখন বা চেষ্টা পাইয়াও ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সমুদায় সমাপ্ত করিতে পারি নাই। আমার অন্তরাত্মা গুরুতর পাপে ভারাক্রান্ত ও অপবিত্র নয় বলিয়াই কথঞ্চিৎ স্থির হইয়া আছি; নতুবা একদিন মনস্তাপের পরিসীমা থাকিত না। মিথ্যা মনোরথ ও অলীক আশা বহুকালাবধি অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া আছে, এ জন্য শীঘ্র পরিত্যাগ করিতেছে না। আমি এক্ষণে তাহাদিগকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিতেছি এবং বিনীতভাবে সেই শুভ দিনের প্রার্থনা করিতেছি, যাহার আর অধিক বিলম্ব নাই। পৃথিবীতে যে সুখের সন্ধান পাইলাম না, সেই শুভদিনের সমা-

পরে এক সুরম্য রাজ্যে গিয়া সেই সুখ-সম্ভোগ করিব এবং এই ভূমণ্ডলে যে সুখ প্রাপ্ত হইলাম না, তাহা তথায় পাইতে পারিব, মনে মনে এই আশা করিতেছি।"

বৃদ্ধ, এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন। অধিক কাল জীবিত থাকা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া শ্রোতা-দিগের বোধ হইল না। রাজকুমার এই বলিয়া মনে প্রবোধ দিলেন যে, বৃদ্ধের বৃত্তান্ত শুনিয়া হতাশ হওয়া উচিত নহে। বার্দ্ধক্য কখনই সুখের সময়ে নয়; কিন্তু যাহার বার্দ্ধক্যে উদ্বেগ নাই, যৌবনাবস্থায় সে সুখী ছিল সন্দেহ নাই। সন্ধ্যাকাল নির্ম্মল দেখিলে মধ্যাহ্নকে অবশ্যই উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইয়া যায়।

রাজকুমারী এই ভাবিলেন যে, বার্দ্ধক্যে হিংসাপ্রবৃত্তি প্রবল হয়, সুতরাং যাহারা পৃথিবীতে নূতন প্রবেশ করিয়াছে, তাহা-দিগের আশা-ভরসার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ইচ্ছা জন্মে। আমি অনেক ধনবান্ লোক দেখিয়াছি। তাঁহারা আপন উত্তরাধি-কারীর প্রতি ঈর্ষ্যাকলুষিত-নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন, এবং অনেক লোক এমন আছেন, তাঁহারা প্রতি দিন আপনাকে সুখী বোধ করেন যাবৎ 'সুখসামগ্রী কেবল তাঁহা-দিগের নিকটেই থাকে।

পেকুয়া স্থির করিল, ঐ বৃদ্ধের আকার দেখিয়া যেরূপ বোধ হয়, তদপেক্ষাও তাঁহার বয়স অধিক। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে বিষাদ-রোগ জন্মিয়াছে। তাঁহাদিগকে ভগ্নোৎসাহ করিতে ইমলাকের ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে কোন আপত্তি উত্থা-পন না করিয়া কেবল হাসিতে লাগিলেন এবং মনে করিলেন যে, এমন বয়সে ঐ বৃদ্ধও ইঁহাদিগের ন্যায় ক্রমাগত সুখের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন।

রাজকুমারী ও তাঁহার সহচরীর সহিত জ্যোতির্ব্বিদের সাক্ষাৎ।

ইমলাক যে জ্যোতির্ব্বিদের কথা কহিয়াছিলেন, রাজকুমারী ও পেকুয়া নির্জ্জনে তাঁহারই বৃত্তান্ত আন্দোলন করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার স্বভাব অতিশয় কৌতুকজনক ও বিস্ময়াবহ। অতএব বিশেষরূপে জ্যোতির্ব্বিদের সমুদায় বিবরণ না জানিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। তাঁহারা যাহাতে স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিদের নিকট যাইতে পারেন, ইমলাককে তাহার উপায় দেখিতে অনুরোধ করিলেন।

এই ব্যাপার সহজে নির্ব্বাহ হওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম। যে হেতু, জ্যোতির্ব্বিদ্ স্ত্রীলোকের সহিত প্রায় সাক্ষাৎ করিতেন না। কি উপায়ে জ্যোতির্ব্বিদের সহিত রাজকুমারী ও তাঁহার সহচরীর সাক্ষাৎ হয়, এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। কেহ এরূপ প্রস্তাব করিলেন যে, ইঁহারা দুঃখিনীর বেশে তাঁহার আবাসে উপস্থিত হউন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিঞ্চিৎ কাল বিবেচনার পর স্থির হইল যে, এইরূপ চাতুরী দ্বারা অধিক কথা-বার্ত্তার সুযোগ হইবে না এবং ইহাতে কোন কার্য্যও সিদ্ধ হইতে পারিবে না। রাসেলাস কহিলেন, "এই-রূপ চাতুরী দ্বারা কোন কাজ সিদ্ধ হইবে না যথার্থ এবং মিথ্যা করিয়া আপন অবস্থা বর্ণন করায় আমার গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। প্রতারণা করা অতি অন্যায় ও অসৎকর্ম্ম বলিয়া আমি সর্ব্বদা বিবেচনা করিয়া থাকি। সকলপ্রকার প্রতারণাই বিশ্বাস ও দয়ার ব্যাঘাত করিয়া দেয়। যখন তিনি দেখি-বেন যে, তোমরা যেরূপ কহিয়াছ, বাস্তবিক সেরূপ নও, তখন তাঁহার মনে ক্রোধোদয় হইবে এবং অল্পবুদ্ধি লোক কর্ত্তৃক প্রতা-

বিরক্ত হইলাম বলিয়া তাঁহার মনে বিরক্তি জন্মিবে। তখন তিনি সকলকেই অবিশ্বাস করিবেন এবং তাঁহার বদান্যতা ও সৎপরামর্শ দ্বারা লোকের যে মহোপকার হইত, তাহারও হ্রাস হইয়া আসিবে।"

রাসেলাসের এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে কেহ চেষ্টা পাইলেন না। তখন ইমলাক ভাবিলেন যে, রাজকুমারী ও তাঁহার সহচরী আর জ্যোতির্ব্বিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ রাখেন না। কিন্তু পরদিন পেকুয়া কহিল, "আমি জ্যোতির্ব্বিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুন্দর সুযোগ স্থির করিয়াছি। আরবসেনাপতি আমাকে যে গ্রহমণ্ডলীর বিবরণ শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই উত্তমরূপে শিখিবার উদ্দেশে তথায় যাইব। স্ত্রীলোকের একাকী যাওয়া ভাল দেখায় না বলিয়া রাজকুমারীও আমার সঙ্গে যাইবেন।" ইমলাক কহিলেন, "তোমাদিগকে জ্যোতির্ব্বিদ্যার উপদেশ দিতে হইলে বোধ হয়, শীঘ্রই তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিবেন। যিনি যে বিদ্যায় অধিক ব্যুৎপন্ন, তিনি সেই বিদ্যার স্থূল স্থূল বিষয় সকল বারংবার বলিতে ও বুঝাইয়া দিতে ভালবাসেন না। সেই সকল স্থূল স্থূল বিষয়ও বুঝাইয়া দিবার সময় এত উদাহরণ দেন ও এত তর্কবিতর্ক করেন যে, তোমাদিগের মত অব্যুৎপন্ন ছাত্র তাঁহার শ্রোতা হইতে পারে না।" পেকুয়া কহিল, 'তাহার জন্য কিছু ভাবনা নাই। তোমাকে কেবল এইমাত্র অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি আমাদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিয়া দাও। তুমি যেরূপ ভাবিতেছ, বোধ হয়, তাহা অপেক্ষা আমি অধিক শিখিয়াছি। আর আমি সর্ব্বদা তাঁহার মতে মত দিয়া তিনি যাহাতে আমাকে বিজ্ঞ ও ব্যুৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন, সেরূপ করিতে পারিব।'

জ্যোতির্ব্বিদ্ ইমলাকের মুখে শুনিলেন যে, এক জন বিদেশীয় স্ত্রীলোক জ্ঞানপথের পান্থ হইয়া নানা বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে করিতে এই দেশে আসিয়া আমার যশ ও সুখ্যাতির কথা শুনিয়াছেন এবং আমার ছাত্র হইতে সমুৎসুক হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনে বিস্ময় ও কৌতুক জন্মিল। তাঁহার মনে এরূপ কৌতুক জন্মিল যে, তিনি অধীরতা সহকারে তাঁহার আগমনদিনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

কামিনীরা বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। ইমলাক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া জ্যোতির্ব্বিদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উজ্জ্বলবেশধারিণী কামিনীরা বিনীতভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরস্পর সম্ভাষণ-বিনিময়ের সময় জ্যোতির্ব্বিদ্ কিঞ্চিৎ ত্রস্ত ও লজ্জিত হইলেন। যখন রীতিমত কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল, তখন তিনি আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর পেকুয়াকে জিজ্ঞাসিলেন, "কিরূপে তোমার জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছা জন্মিল?" পেকুয়া পিরামিড দেখিতে যাওয়া অবধি আরবসেনাপতির আলয়ে অবস্থিতি পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। এরূপ সহজ ও মধুর ভাষায় বর্ণন করিল যে, তিনি শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে পেকুয়া যাহা শিখিয়াছিল, সমুদয় পরিচয় দিল। তিনি শুনিয়া তাহাকে জ্ঞানরাশি বলিয়া বোধ করিলেন ও কহিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে তুমি যাহা শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কদাচ তাহা হইতে ক্ষান্ত হইও না।"

তাঁহারা প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিলেন ; জ্যোতির্ব্বিদ্‌ও দিন দিন অধিক আদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। যতক্ষণ তাঁহাদের নিকটে থাকেন, তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহার চিন্তাশক্তি নির্ম্মল ও বুদ্ধি উজ্জ্বল হয় দেখিয়া অবাধে তাঁহাদিগের আগমন-প্রত্যাশায় দিন দিন তাঁহাদিগকে সমধিক সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে জ্যোতির্ব্বিদের নিরন্তর চিন্তাজনিত ক্লেশের অনেক হ্রাস হইয়া আসিল। যখন তাঁহারা প্রস্থান করেন, তিনি ঋতুগণের নিয়মবিধানরূপে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অতিশয় বিরক্ত হন। আবার তাঁহাদিগের আগমনে আপন কর্ম্ম হইতে অবসর পাইয়া আহ্লাদিত হন।

এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইল। রাজকুমারী ও তাঁহার সহচরী জ্যোতির্ব্বিদের প্রত্যেক কথার ভাবার্থ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এরূপ একটি কথাও শুনিতে পাইলেন না, যদ্দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিভ্রম অথবা উন্মাদের লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। যাহাতে তিনি মনের কথা ব্যক্ত করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ যত্ন পাইলেন ; কিন্তু তিনি অনায়াসে তাঁহাদিগের সকল চাতুরী অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কোন কথায় মনের ভাব ব্যক্ত হইবার উপক্রম দেখিলে অমনি তিনি আর এক কথা পাড়িতেন। ক্রমে আলাপ-পরিচয় ও আনুগত্য দ্বারা যত প্রণয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে বহু সমাদরে গৃহীত হইতেন এবং নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় সুখে কালযাপন করিতেন। ক্রমে আমোদ-প্রমোদে অতিশয় আসক্ত হইলেন। এরূপ আসক্ত হইলেন যে, প্রত্যূষে উঠিয়াই রাজকুমারের বাসস্থানে উপস্থিত হইতেন নানাবিধ আমোদ অনুভব করিয়া অনেক বিলম্বে বাটী যাইতেন।

এইরূপে বহু দিন জ্যোতির্ব্বিদের চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করিয়া রাজকুমার ও তাঁহার ভগিনী স্থির করিলেন যে, তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এই স্থির করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে আপনাদিগের অবস্থা বর্ণন করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং কোন্ পথের পান্থ হইলে যথার্থ সুখের অধিকারী হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌ কহিলেন, "পৃথিবী তোমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, এখানে লোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখিতে পাইতেছ ; তাহার মধ্যে কোন্ অবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমি উপদেশ দিতে পারি না। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি যে অবস্থা অবলম্বন করিয়াছি, ইহা উত্তম নহে। আমি নিয়ত অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি বহুদর্শিতা জন্মে নাই। এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমোদ-প্রমোদের রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াছি এবং পরিবারের সহিত স্নেহবিনিময়-জনিত কামিনীগণের বিশুদ্ধ সৌহার্দ্দজনিত সুখ একেবারে হারাইয়াছি। আর বিদ্যার্থী অপেক্ষা যদিও আমি কিঞ্চিৎ অধিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহাও বিশেষ কার্য্যকারক নহে। আমি লোকের সহিত যত আলাপ-পরিচয় করিতেছি, ততই ক্ষমতাপ্রাপ্তি-বিষয়েও সংশয় জন্মিতেছে। যত আমি সংসারের আমোদ-প্রমোদে আসক্ত হইতেছি, ততই আমার চিরনির্দ্ধারিত

সিদ্ধান্ত সকল ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে এই বলিয়া অনুতাপ হইতেছে যে, আমি অনেক ক্লেশ পাইয়াছি এবং অনর্থক ক্লেশ সহ্য করিয়াছি।"

জ্যোতির্বিবদের বুদ্ধি কুজ্ঝটিকা হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোকে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া ইমলাক আহ্লাদিত হইলেন ও স্থির করিলেন, জ্যোতির্বিবদ্‌কে গ্রহমণ্ডলী হইতে পৃথক্ করিয়া এই অবস্থায় কিছু কাল রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই জ্যোতির্বিবদ্ গ্রহমণ্ডলীর নিয়মবিধান বিস্মৃত হইয়া যাইবেন এবং তাঁহার বিচারশক্তি অন্ধকারবিনির্ম্মুক্ত হইয়া উজ্জ্বল আকার ধারণ করিবে।

তদবধি জ্যোতির্বিবদ্ পরম বন্ধু বলিয়া পরিগৃহীত ও সমুদায় আমোদ-প্রমোদের অংশভাগী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সকলে সম্মান ও সমাদর করিত, এ জন্য সকল বিষয়ে তাঁহাকে মনোযোগ দিতে হইত। রাসেলাস সর্ব্বদা তাঁহাকে কার্য্যবিশেষে ব্যাপৃত করিয়া রাখিতেন। দিনের বেলায় তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া নানাপ্রকার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; সন্ধ্যাকালে তাহারই আন্দোলন হইত এবং পরদিন প্রভাতে কি করিতে হইবে, তাহাও ঐ সময়ে নির্দ্ধারিত হইত।

একদা জ্যোতির্বিবদ্ ইমলাককে কহিলেন, "ইমলাক! যে অবধি তোমাদিগের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইয়াছে, যে অবধি আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করিতেছি, তদবধি অন্তরীক্ষ ও গ্রহমণ্ডলীর উপর আমার প্রভুত্ব আছে বলিয়া যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে আমার চিত্ত হইতে দূরীভূত হইয়া যাইতেছে এবং যে সিদ্ধান্ত আমি অন্যের নিকট সপ্রমাণ করিতে পারিতাম না, তাহাতেও ক্রমে ক্রমে অবিশ্বাস জন্মিতেছে। কিন্তু যখন একাকী থাকি, সেই প্রাচীন সংস্কার বল পূর্ব্বক আমার চিত্তে প্রবেশ করে ও চিন্তাশক্তিকে যেন শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। কিন্তু রাজকুমারের স্বর শুনিবামাত্র অমনি জাগরিত হই এবং পেকুয়ার প্রবেশমাত্র সেই সংস্কার ভুলিয়া যাই। যাহারা ভূতের ভয় করে, প্রদীপের আলোক দেখিলে তাহাদিগের ভয়-নিবৃত্তি হয়। তখন তাহারা বিবেচনা করে, কি জন্য ভয় পাইয়াছিলাম? কিন্তু তখনই প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে, আবার ভয় পায়; পুনর্ব্বার প্রদীপ প্রজ্বালিত হইলে ভয় থাকিবে না, তাহাও মনে মনে বুঝিতে পারে। আমারও সেইরূপ ঘটিয়াছে। তোমাদিগের সন্নিধানে প্রাচীন সংস্কারের বশীভূত হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করি এবং মনে করি, তোমাদিগের সমাগমে চিন্তা থাকিবে না। তোমরা আসিলেই চিন্তারও নিবৃত্তি হয়। কিন্তু আমার উপর যে গুরুতর ভার সমর্পিত আছে, কেবল আত্মসুখের নিমিত্ত ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পাইতেছি বলিয়া কখন কখন মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেই সন্দেহ সমূলক কি অমূলক, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে ত আমি অতি দুষ্কর্ম্ম ও গুরুতর অপরাধ করিতেছি।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "যখন চিন্তা করিতে করিতে মানসিক রোগ জন্মিবার উপক্রম হয়, সেই সময় যদি সেই চিন্তাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া সন্দেহ জন্মে, তাহা হইলে উহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না; সুতরাং বিষম অনর্থ ঘটিয়া উঠে। এই নিমিত্তই চিন্তাবিষ্ট লোকেরা সন্দিগ্ধচিত্ত হয় এবং সন্দিগ্ধচেতারা সর্ব্বদা চিন্তায় ব্যাকুল থাকে। যাহা হউক, আপনাকে অগ্রে সাবধান করি'

তেছি যেন, সন্দেহ আপনার বিচারশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠিতে না পারে। আপনি বিচারশক্তির আলোকে অন্তঃকরণ প্রকাশিত করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে সন্দেহরূপ অন্ধকার তথায় প্রবেশিতে পারিবে না। যখন যখন সন্দেহ উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিবেন, তখনই কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইবেন অথবা পেকুয়ার নিকটে গমন করিবেন এবং সর্ব্বদা এই মনে রাখিবেন যে, আপনি জগতের এক পরমাণু মাত্র। আপনার এমন কোন বিশেষ গুণ বা দোষ নাই, যদ্দ্বারা আপনি সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরের বিশ্বাসপাত্র অথবা নিগ্রহপাত্র হইতে পারেন।"

জ্যোতির্ব্বিদ্ কহিলেন, "আমিও সর্ব্বদা মনে মনে ঐরূপ আন্দোলন করিয়া থাকি, কিন্তু আমার বিচারশক্তি কল্পিত মনোরথে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে, উহা আপনার সিদ্ধান্ত আপনি বিশ্বাস করিতে চাহে না। পূর্ব্বে এমন একটি লোক পাই নাই, যাহার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতাম, কিন্তু ইহা নিশ্চয় ছিল যে, কাহার নিকট ব্যক্ত করিলেই যাতনার শান্তি হইবে। তোমার মতের সহিত আমার মতের ঐক্য হইল দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। তুমি সহজে প্রতারিত হইবার মানুষ নহ, আমাকেও প্রতারণা করিবার অভিসন্ধি নাই। অতএব তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে আমার সংশয় বা অবিশ্বাস জন্মে নাই। যে অন্ধকার বহুকাল আমার মনে আশ্রয় লইয়াছিল, কাল-সহকারে ও নানাবিধ দর্শনে তাহা দূরীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন আমি অনায়াসে ভরসা করিতে পারি যে, আমার শেষ দশা সুখে অতিবাহিত হইবে।" ইমলাক কহিলেন, "আপনার গুণ ও জ্ঞান অনায়াসেই এরূপ ভরসা দিতে পারে।"

রাজকুমারের প্রবেশ ও নূতন কথা।

তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে রাসেলাস, নিকায়া ও পেকুয়া প্রবেশিলেন এবং রাসেলাস জিজ্ঞাসিলেন, "কল্য কি করা যাইবে?" নিকায়া কহিলেন "সংসারের গতিই এইরূপ, নূতন নূতন পরিবর্ত্তন না হইলে কেহ সুখী হইতে পারে না। বসুমতী বস্তুশূন্য হয় নাই; আমরা যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই, কল্য তাহাই দেখিব।"

রাসেলাস কহিলেন, "নূতন নূতন বস্তু এত আবশ্যক যে, ক্রমাগত নব নব আমোদ-প্রমোদ ভিন্ন অন্যবিধ পরিবর্ত্তন না থাকাতে সেই সুখময় গিরিগহ্বর বিরক্তিকর ও ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন সেণ্ট আণ্টনির ধর্ম্মালয়স্থ সন্ন্যাসীরা আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হন, তখন অধীরতাসহকারে আপনাকে আপনি তিরস্কার না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাদিগের আমোদ-প্রমোদের পরিবর্ত্তের ত কথাই নাই, তাঁহাদিগকে নিরন্তর কেবল একবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "আমোদময় গিরিগহ্বরে আবিসিনিয়ার যে সকল রাজকুমার বাস করেন, তাঁহারা যেরূপ হতভাগ্য আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীরা সেরূপ হতভাগ্য নহেন। সন্ন্যাসীরা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সমুদায় ন্যায়ানুগত। তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া আবশ্যক সামগ্রী আহরণ করেন, পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে জগদীশ্বরের আরাধনা করেন। তাঁহারা সুন্দররূপে সময় বিভাগ করিয়া রাখিয়াছেন, এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আর এক কর্ত্তব্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহাদিগকে আলস্যে কালক্ষেপ করিতে হয় না, মিথ্যা মনোরথের যন্ত্রণাও

সহিতে হয় না। সময়বিশেষে কর্ম্মবিশেষ সম্পন্ন করেন ও পরিশ্রম করিয়া আনন্দিত হন। ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছি, পুরলোক অনন্ত সুখ-সম্ভোগ করিব, এই প্রত্যাশায় সুখে কালক্ষেপ করেন।"

নিকায়া কহিলেন, "ইমলাক! তোমার বিবেচনায় কি সন্ন্যাসধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও উৎকৃষ্ট? যিনি সরলান্তঃকরণে লোকের নিকট সৎকথার প্রসঙ্গ করেন, যিনি ধন দিয়া দীন-হীনের দুঃখ দূর করেন, যিনি শিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়া অনভিজ্ঞের অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, যিনি চেষ্টা ও যত্ন সহকারে জীবনযাত্রার সুন্দর নিয়ম ও প্রণালী সংস্থাপন করেন, যিনি পরিশ্রম করিয়া লোকসমাজের হিতসাধনের চেষ্টা পান, তিনি আশ্রমোচিত উপবাসাদি না করিয়া এবং সাংসারিক নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদে আসক্ত হইয়াও কি সন্ন্যাসীর মত ভাবী সুখ ও পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার আশা করিতে পারেন না?"

ইমলাক কহিলেন, "এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ কর্ম্ম নহে। এ বিষয়ে জ্ঞানীদিগেরও মতামত আছে, সাধুরাও সহসা ইহার উত্তর দিতে পারেন না। আমার মতে যিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুন্দররূপ চলিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা যিনি সংসারে থাকিয়া ন্যায়পথে সুন্দররূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট প্রশংসনীয়। কিন্তু সংসারে এত লোভনীয় বস্তু আছে যে, সকলে সেই সমুদায়ের লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। যাহারা লোভের বশীকরণ করিতে সমর্থ নয়, তাহাদিগের সংসার-পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কতকগুলি লোক জগতের কিছুমাত্র উপকারে আইসে না; আপনার কোন বিপদ্ ঘটিলেও তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। অনেকেই দুর্ভাগ্যের দাস, দারিদ্র্য-দশার অধীন এবং দুঃখে নিতান্ত অভিভূত। এরূপ লোকের মধ্যে যে কেহ নিরাকাঙ্ক্ষ হইতে পারে, তাহার নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় করাই মঙ্গল। সংসারে এমন অনেক লোক আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি জরাজীর্ণ, কতকগুলি চিররুগ্ন এবং কতকগুলি সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অশক্ত। ধর্ম্মালয়ে বলহীন লোকেরাও অনায়াসে আশ্রয় পায়, শ্রান্ত ব্যক্তিরাও সুখে বিশ্রাম করিতে পারে এবং যাহারা পাপ-কর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করে, তাহারাও নিশ্চিন্ত হইয়া চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। ঐ নির্জ্জন স্থান উপাসনা ও চিন্তার উপযুক্ত স্থান। অন্তঃকরণ তথায় স্থির ও শান্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই মহাত্মারা আপনাদিগের মত গম্ভীরভাব কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরের আরাধনায় অনুরক্ত হইয়া তথায় জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করেন।"

পেকুয়া কহিল, "হাঁ, আমারও ঐরূপ ইচ্ছা হয় বটে এবং রাজকুমারীও সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন যে, আমি অনেক লোকের মধ্যে মরিতে ভালবাসি না।"

ইমলাক কহিলেন, "নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ অনুভব করায় কাহারও বিপ্রতিপত্তি নাই। কিন্তু কিরূপ আমোদ-প্রমোদ নির্দ্দোষ, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। আমোদ-প্রমোদ নিজে দোষ নয়, কিন্তু যখন তাহারা সুখ হইতে পৃথক্ করে, তখন তাহাদিগকে দোষজনক বলা যায়। উপবাস নিজে গুণ নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণকে লোভপরাঙ্মুখ করে বলিয়া তাহাকে গুণের সাধন বলা যায়। সুখ-দুঃখ লইয়া গুণ-দোষের বিচার করিতে হইবে।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "এমন দুইটি বস্তু আছে, যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ, এক প্রস্তাব একদা সত্য ও মিথ্যা হইতে হয় না. এক-বিধ সংখ্যা কখন সম কখন বিষম হয় না, সৃষ্টির সময় যাহার চিন্তাশক্তি ছিল না, তাহাকে চিন্তাশক্তি দেওয়া যায় না, এই প্রকার ভাবিলেই কি সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির সীমা বদ্ধ করা হয়?"

নিকায়া কহিলেন, "এ বিষয়ে আর বাদানুবাদ করিবার ফল দেখি না। আমার মতে জীবাত্মার অভৌতিকত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে. কিন্তু অভৌতিক হইলেই কি চিরকাল অবিনশ্বর হইয়া থাকিতে পারে?"

ইমলাক উত্তর করিলেন. "যে সকল বস্তু ভৌতিক নয়, তাহার বিষয় আমরা বিশেষ-রূপে জানিতে পারি না। আমরা উহা অন্ধ-কারাবৃত দেখি। উহার বিনাশের কোন কারণ দেখিতে পাই না বলিয়া অনুমান করি, উহা চিরকাল অবিনশ্বর হইয়া থাকে। কোন বস্তুর বিনাশের পূর্ব্বে অগ্রে তাহার অংশের বিশ্লেষ হয়, অনন্তর সমবায়ি-কারণের নাশ হয়; কিন্তু উহার অংশ নাই, সমবায়িকারণেরও বিনাশ দেখিতে পাই না; সুতরাং উহা বিনষ্ট হইল বলিয়া কিরূপে সিদ্ধান্ত করিব?"

রাসেলাস কহিলেন, "বস্তুর দৈর্ঘ্য-বিস্তার নাই, ইহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। যাহার দৈর্ঘ্য-বিস্তার আছে, তাহারই অংশ আছে এবং তুমিই বলিলে, যাহার যাহার অংশ আছে, তাহারও বিনাশ হইয়া থাকে।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "রাজকুমার! তোমার মানসিক জ্ঞানের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে। জ্ঞানের কি দৈর্ঘ্যবিস্তার আছে? যেরূপ জ্ঞানের দৈর্ঘ্যবিস্তার নাই, সেইরূপ যাঁহার জ্ঞান হয়, তাঁহারও দৈর্ঘ্য-বিস্তার নাই।"

নিকায়া কহিলেন, "সেই সর্ব্বশক্তিমান যাহার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার বিনাশও করিতে পারেন।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "হাঁ, তিনি সকলই করিতে পারেন। যাহার বিনাশের কোন কারণ দেখা যাইতেছে না, তাহাকেও অবিনশ্বর করিয়া রাখিতে তাঁহারই ক্ষমতা আছে। বাহ্য কোন কারণদ্বারা উহা বিনষ্ট বা বিকৃত হইবে না, দর্শনশাস্ত্র এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন, ইহার অধিক আর বলিতে পারেন না।"

এইরূপ তর্কবিতর্কের পর সকলেই ক্ষণ-কাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর রাসেলাস কহিলেন, "চল, আমরা এই শ্মশানভূমি হইতে প্রস্থান করি। যিনি এমন চিন্তা করিতেছেন, চিরকালই তিনি চিন্তা করিবেন, কখনই তাঁহার ধ্বংস হয় না, ইহা যিনি অবগত নহেন, এই শ্মশানভূমি তাঁহার পক্ষে কি ভয়ঙ্কর স্থান! যাঁহারা পূর্ব্বকালে মহাবল-পরাক্রান্ত ও অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন ও আমা-দিগকে এই বলিয়া সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং এই জীবন অতি অল্পকালস্থায়ী। আমরা যেরূপ সুখের পথ অনুসন্ধান করিয়া কাল-ক্ষেপ করিতেছি, ইহারাও বোধ হয়, সেই-রূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে কালগ্রাসে কবলিত হইয়াছেন।"

রাজকুমারী কহিলেন, "ইহলোকে সুখের পথ মনোনীত করা আমার আর গুরুতর কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতেছে না। অতঃপর কেবল পরকালের পথ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করি।"

অনন্তর তাঁহারা সত্বর হইয়া গহ্বর হইতে উঠিলেন এবং সেই সকল অশ্বারোহী সমভি-ব্যাহারে কায়রোয় প্রত্যাগমন করিলেন।

উপসংহার

কিছু দিন পরে নীলনদের জল-বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। সমুদায় প্রদেশ জলে প্লাবিত হওয়াতে তাঁহাদিগের নূতন কিছু দেখিবার সুযোগ রহিল না। পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহারই কথাবার্ত্তা কহিয়া ও মনে মনে এক অবস্থার সহিত অবস্থান্তরের তুলনা করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

আরব-সেনাপতি যে ধর্ম্মালয়ে পেকুয়াকে প্রত্যর্পণ করেন, সেই ধর্ম্মালয় ব্যতিরিক্ত আর কোন বস্তুই পেকুয়ার মন হরণ করিতে পারে নাই। কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে তিনি সন্ন্যাসিনী হইবার অভিলাষ করিতে লাগিলেন। বারংবার হতাশ হইয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া নির্জ্জনে চিরকাল অবস্থান করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইল।

রাজকুমারী স্থির করিলেন, পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, তাহার মধ্যে বিদ্যাই উৎকৃষ্ট ও সার বস্তু। আমি প্রথমতঃ সমুদায় বিজ্ঞানশাস্ত্র শিখিব, তদনন্তর এক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিব। সুশিক্ষিত কামিনীগণ ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবেন, আমি অধ্যক্ষ হইব, বালিকারা তথায় অধ্যয়ন করিতে আসিবে। বৃদ্ধদিগের সহিত আলাপ করিয়া, বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়া, জ্ঞানোপার্জ্জন ও জ্ঞানবিতরণে সমুদায় সময় অতিবাহিত করিব এবং অনভিজ্ঞ লোকদিগকেও ধর্ম্মপথে দৃষ্টান্ত দেখাইব, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার মনে মনে এক রাজ্যের কল্পনা করিলেন। স্বয়ং ঐ রাজ্যের শাসন ও বিচার নিষ্পত্তি করিবেন এবং স্বচক্ষে তাহার সমুদায় প্রদেশ দেখিবেন, মানস করিলেন। কিন্তু রাজ্যের সীমা বদ্ধ করিতে পারিলেন না। দিন দিন সীমাবৃদ্ধি ও প্রজাবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

ইমলাকের ও জ্যোতির্ব্বিদের বিষয়-বিশেষে ব্যাপৃত থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহারা সংসারের কার্য্য-প্রবাহে চিত্ত নিক্ষেপ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন।

অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। পরিশেষে স্থির হইল যে, নীলনদের জল শুষ্ক হইলে আবিসিনিয়ায় প্রতিগমন করাই শ্রেয়ঃ।

সম্পূর্ণ।

নিকায়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাসেলাস জ্যোতির্ব্বিদের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়! আপনার সন্ধানে দেখিবার কোন নূতন সামগ্রী আছে কি না?"

জ্যোতির্ব্বিদ উত্তর করিলেন, "তোমরা অনেক বস্তু দেখিয়াছ, অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়াছ। এক্ষণে সহজে আর নূতন বস্তু দেখিতে পাইবে না। কিন্তু জীবিত লোকের আবাসস্থলে যাহা পাওয়া যাইবে না, মৃত ব্যক্তির বাসভূমিতে তাহা পাইতে পার। যে স্থানে মৃত-দেহ সকল সঞ্চিত ও সজ্জিত আছে, ঐ স্থানও এ দেশের এক আশ্চর্য্য বস্তু। ঐ স্থানকে শবনিবাস বলে। বহু কাল পূর্ব্বে যাঁহারা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মৃত-দেহও তথায় সঞ্চিত আছে, দ্রব্যবিশেষের গুণে উহা অদ্যাপি অবিকৃত হইয়া রহিয়াছে।"

রাসেলাস কহিলেন, "শবনিবাস দেখিয়া কি আনন্দ জন্মিবে? তবে আর নূতন নূতন সামগ্রী কিছুই নাই, কাজে কাজেই উহা দেখিতে হইবে।" অনন্তর শরীররক্ষক অনেক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে করিয়া পরদিন শবনিবাস দেখিতে চলিলেন। তথায় পৌঁছিয়া গহ্বরের মধ্যে প্রবেশিবার সময় রাজকুমারী কহিলেন, "পেকুয়া! আমরা আবার মৃতব্যক্তির বাসস্থান আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। বোধ হয়, তুমি আমাদিগের সঙ্গে যাইবে না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া যেন তোমাকে কুশলী দেখিতে পাই।" পেকুয়া উত্তর করিল, "না, আমি একাকিনী থাকিব না। আমি রাজকুমার ও রাজকুমারীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া গমন করিব।" অনন্তর তাঁহারা গহ্বরে নামিয়া বক্রগামী নিম্ন পথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পথের দুই ধারে মৃতদেহ সজ্জিত আছে। মৃতদেহ অবিকৃত আছে দেখিয়া চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

জীবাত্মার প্রকৃতিবিচার।

রাজকুমার কহিলেন, "কোন কোন দেশের লোক মৃত-দেহ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে, কোন কোন দেশের লোকে ভূগর্ভে নিহিত করিয়া রাখে। ফলতঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতে পারিলেই সকলে উহা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিতে সম্মত হয়। কিন্তু ঈজিপ্টদেশীয় লোকেরা কি নিমিত্ত এত ব্যয় করিয়া উহা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে?"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বকালে যে সকল আচার প্রচলিত ছিল, অনুসন্ধান করিয়া সেই সেই আচার প্রচলিত হইবার কারণ প্রায় নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায় না। যে হেতু, আচার ক্রমাগত চলিতে থাকে, কারণ অজ্ঞাত হইয়া যায়। বিশেষতঃ যে সকল আচার মিথ্যা ধর্ম্ম অথবা কুসংস্কারমূলক, তাহার কারণ স্থির করা যায় না। বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গের প্রতি মানবদিগের যে নৈসর্গিক স্নেহ আছে, এই ব্যবহারও সেই স্নেহের কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। দেখ, যত লোক মরিয়াছে, সকলের মৃত-দেহ এখানে সঞ্চিত করা নাই। যদি সমুদায় মৃত-দেহ সঞ্চিত করা থাকিত, তাহা হইলে জীবিত লোকের আবাসভূমি অপেক্ষা মৃত ব্যক্তির বাসস্থান অতিবিস্তৃত হইত। আমার অনুমান হয়, ধনবান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের শরীরই এইরূপে সঞ্চিত আছে। সামান্য ব্যক্তিদিগের শরীর হয় ভস্মাবশেষ, নতুবা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর সকলে কহিয়া থাকে, ঈজিপ্টদেশীয় লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, যাবৎ মৃতদেহ অবিকৃত

থাকে, তাবৎ জীবাত্মার বিনাশ হয় না। সুতরাং মৃত্যু-নিবারণের নিমিত্ত তাঁহারা এইরূপে মৃতদেহ অবিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন।"

নিকায়া কহিলেন, "ঈজিপ্টদেশীয় লোকেরা বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাঁহারা কিরূপে নির্ব্বোধের মত এরূপ অকিঞ্চিৎকর কল্পনায় বিশ্বাস করিতেন? যদি শরীর-পতনের পরেও জীবাত্মা জীবিত থাকিতে পারে, তবে শরীর অবিকৃত থাকা না থাকায় ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা কি?"

জ্যোতির্ব্বিদ কহিলেন, "যৎকালে মিথ্যা ও কুসংস্কারে জগৎ আচ্ছন্ন ছিল, দর্শনশাস্ত্রের প্রভা কেবল বিকীর্ণ হইতে আরম্ভমাত্র হইয়াছিল, এমন সময়ে ঈজিপ্টদেশীয়েরা ভ্রান্ত ছিলেন সন্দেহ কি? এক্ষণে দর্শন-শাস্ত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়া অজ্ঞানান্ধকার নিরস্ত করিতেছে, তথাপি জীবাত্মার প্রকৃতিনিরূপণের সময় অনেকে অনেক প্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন। কতকগুলি লোক জীবাত্মাকে ভৌতিক বলেন, অথচ অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "হাঁ, কতকগুলি লোক জীবাত্মাকে ভৌতিক বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু যাঁহার বিবেচনা করিবার শক্তি আছে, এরূপ কেহই জীবাত্মাকে ভৌতিক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন না। অন্তঃকরণ যে ভৌতিক নয়, ইহা যুক্তির পার সিদ্ধান্ত। ভূতের যে জ্ঞানশক্তি নাই, ইহা সমুদায় ইন্দ্রিয় ও দর্শনশাস্ত্র দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে।

স্থূল ভূত অথবা স্থূল ভূতের অংশরূপ পরমাণুর চিন্তাশক্তি আছে, ইহা কেহই অনুমান করেন না। যদি প্রত্যেক পরমাণুই চিন্তাশক্তিবিহীন হইল, তবে কোন্ অংশের চিন্তাশক্তি আছে বলিয়া অনুমান করিব? আকার, বিস্তার, গুরুত্ব স্থিতি ও গতির প্রকারভেদে এক ভূত হইতে ভূতান্তর বিভিন্ন হয়। এই সকলের মধ্যে কি কি গুণ একত্র হইলে অথবা পৃথক্ হইলে জ্ঞানশক্তি থাকিতে পারে? ভূত সকল গোল অথবা চতুষ্কোণ, বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র, দৃঢ় অথবা তরল হইতে পারে, চালাইয়া দিলে আস্তে আস্তে অথবা দ্রুতবেগে চলিতে পারে; একদিকে বা অন্য দিকে যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের বিচারশক্তি নাই। যদি তাহারা স্বভাবতঃ চিন্তাশক্তিশূন্য হইল, তবে তাহাদিগকে চিন্তাশক্তিযুক্ত করিতে হইলে নূতন কিছু পরিবর্ত্ত করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদিগের যেরূপ পরিবর্ত্ত ঘটিতে পারে, কোন পরিবর্ত্তের সহিত চিন্তাশক্তির সম্পর্ক নাই।"

জ্যোতির্ব্বিদ্ কহিলেন, "দেহাত্মবাদীরা বলেন, ভূতের এরূপ গুণ আছে, যাহা আমরা অবগত নহি।"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "আমরা জানি না, এমনও কিছু থাকিতে পারে সম্ভাবনা করিয়া, যাহা জানি, তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে আমরা বিবেকশক্তিসম্পন্ন জীবের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি না। আমরা জানি, ভৌতিক বস্তু জ্ঞানশূন্য, চৈতন্যশূন্য, জড়পদার্থ মাত্র; এমন কিছু থাকিতে পারে, যাহা আমাদিগের জ্ঞাত নয় বলিয়া এই সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেকশক্তির হতাদর করা হয়। যাহা জানি, তাহা অপেক্ষা যাহা জানি না, তাহাকেই সত্য ও প্রামাণিক করিয়া ভাবিলে সর্ব্বজ্ঞও কোন বিষয়ের স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারেন না।"

জ্যোতির্ব্বিদ্ কহিলেন, "উদ্ধত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার শক্তির সীমা বদ্ধ করা অন্যায় ও অনুচিত।"

দ্বিতীয় কল্প

রোমাবতী।

(আখ্যায়িকা)

স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত।

বিজ্ঞাপন।

—*—

আমার এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি গ্রন্থান্তরের অনুবাদ কি মূলগ্রন্থ, তাহা পাঠকবর্গকে বলিয়া দিতে আমার সাহস হইতেছে না। কারণ, অনেকে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ শুনিলেই আদরপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন, নূতন গ্রন্থ অমূলক বলিয়া তাহাতে বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন না, কিন্তু এরূপ লোকও অনেক আছেন, যাঁহারা 'বাঙ্গালাভাষার প্রায় সকল পুস্তকই অনুবাদিত—ইহাতে মূল পুস্তক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না,' এইরূপ আক্ষেপ করিয়া অনুবাদিত পুস্তকে উপেক্ষাই করিয়া থাকেন; সুতরাং এমত স্থলে ইহার বিশেষ পরিচয় দিয়া দিলে কোন পক্ষের কিঞ্চিৎ অনুরাগ এবং কোন পক্ষের কিছু বিরাগ জন্মিতে পারে, কিন্তু মাদৃশ সামান্য জনের পক্ষে সকল পক্ষের অনুরাগলাভ করাই বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই অনুরাগ লাভ আমার ও আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের পক্ষে যতদূর আবশ্যক, ইহা অনুবাদ বা মূলগ্রন্থ, তাহা পাঠকবর্গের জানা ততদূর আবশ্যক নহে। অতএব সহৃদয় পাঠকবর্গ-সমীপে প্রার্থনা এই যে, আমি ইহার সবিশেষ পরিচয় দিতে সমর্থ না হইলেও তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ কারণ বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করেন এবং ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক এক একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমার পরিশ্রম সফল করেন।

আমি এই গ্রন্থমধ্যে অনেক স্থলে আমার পরম হিতৈষী শ্রীযুত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি এবং ইহাও এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত এচ, উড্রো, এম, এ, সাহেব মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক পুস্তক-মুদ্রণ বিষয়ে সবিশেষ সাহায্য দান করিয়াছেন ইতি।

হুগলী নর্ম্মালবিদ্যালয়,
২৫শে পৌষ সংবৎ ১৯১৮।

শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

রোমাবতী।

প্রথম উল্লাস

হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমিতে কৈরাত নামে এক জনপদ আছে। অতি পূর্ব্বকালে পুরঞ্জয় নামে এক প্রবল-পরাক্রম প্রজারঞ্জন নরপতি তথায় আধিপত্য করিতেন। ময়ূরাঙ্গী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। ময়ূরাঙ্গীর তিন দিক্ কৌশিকী নামক এক তরাঙ্গণী দ্বারা বেষ্টিত; কেবল এক দিক্ দিয়া মানবগণের গমনাগমন সম্পন্ন হইত। পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমি সকল সহজেই বিবিধ মনোহর তরুগুল্মাদিতে সুশোভিত হইয়া সকলের নয়নরঞ্জন করিয়া থাকে। তাহাতে আবার রাজার যত্ন ও উদ্‌যোগে স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত পরম রমণীয় উদ্যান সকল নগরীকে যার পর নাই মনোহারিণী করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত রাজপথ, রমণীয় জলাশয়, নানাবিধ পণ্য-পূর্ণ আপণ এবং মনোহর সৌধরাজি-বিরাজিত দেবমন্দির, নৃপমন্দির ও ব্যবহার-মন্দির সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়াতে নগরী সর্ব্বালঙ্কারশোভিনা কামিনীর ন্যায় সকলেরই নয়নানন্দদায়িনী হইয়া ছিল।

রাজা পুরঞ্জয় বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ও গুণগ্রাহক ছিলেন। তিনি সামান্য নরপতিগণের ন্যায় মূর্খগণের ও চাটুকারবর্গের সংসর্গ ভালবাসিতেন না। সুতরাং নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ গুণের পুরস্কার পাইয়া তাঁহার রাজধানীতে আসিয়া অবস্থান করিতেন। ঐ সকল পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া তিনি সতত সভামণ্ডপ সমুজ্জ্বল করিতেন এবং কিরূপে আপনার ও দেশের বিদ্যাবত্তার উন্নতি হইবে, কিরূপে প্রজাগণের ধনসম্পত্তি-বৃদ্ধি হইবে, কিরূপে মানবমাত্রেই সজাতীয়ের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন হইবে, কিরূপে প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতির দোষ সকল সংশোধিত হইবে, কিরূপে বিপক্ষে আক্রমণ করিলে সকলেই প্রাণপণে দেশের স্বাধীনতা-রক্ষায় সযত্ন হইবে, কিরূপে কৃষি ও বাণিজ্য নির্ব্বিঘ্নে ও উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহিত হইবে, কিরূপেই বা পরনিন্দা, পরাপকার, পরস্বহরণ, পরদারগ্রহণ প্রভৃতি মানবগণের আন্তরিক কুপ্রবৃত্তির কার্য্য সকল একেবারে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে, সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের সহিত এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ফলতঃ তাঁহার দয়ালুতায়, তাঁহার বদান্যতায়, তাঁহার গুণগ্রাহকতায়, তাঁহার ধার্ম্মিকতায়, তাঁহার সমদর্শিতায় ও তাঁহার সুবিচারকতায় প্রজাগণ পরম সুখে কালযাপন করিত। গগনকমলিনী-প্রসূন-পূতিগন্ধের ন্যায় অসুখ তাঁহাদিগের নিকট নিতান্তই অলীক পদার্থ ছিল।

ভূপতি অধিক পত্নী পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি একমাত্র ধর্ম্মমহিষী ব্যতিরেকে পরকলত্রমাত্রেরই প্রতি দুহিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। মহিষীর সন্তান হইবে না বলিয়া সম্পূর্ণই সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরসমীপে প্রজাগণের নিরন্তর প্রার্থনা ও দৈবের অনুগ্রহবশতঃ প্রৌঢ়তার শেষাবস্থায় রাজপত্নী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। এই ব্যাপার ঘটনায় মহারাজ যেরূপ আনন্দিত হইলেন, প্রজাগণ তদপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণে আনন্দ লাভ করিল। কারণ, পুত্র জন্মিলে রাজার বংশ-রক্ষা হইবে, রাজার এই একমাত্র আনন্দ; কিন্তু প্রজাগণের সেই এক আহ্লাদ এবং তাদৃশ প্রজাবৎসল নরপতির হৃদয় হইতে অনপত্যতা-দুঃখ দূরীভূত হইবে, এই আহ্লাদ উভয়বিধ আহ্লাদে তাহারা এক-

বারে নিমগ্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, যেরূপ চিরপ্রোষিত পুত্রের গৃহাগমনের নিমিত্ত মাতা, দূরদেশবর্ত্তী প্রিয় সুহৃদের সংবাদ-প্রাপ্তির জন্য প্রণয়ী, নভস্থোদিত মেঘমালার প্রতি অবগ্রহ-ক্লেশিত কৃষক এবং সুদীর্ঘকাল ঘনাবৃত রবিবিম্বের প্রতি জীবলোক নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণ মহিষীর প্রসবদিনের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অনন্তর নিয়মিত সময়ে রাজ্ঞীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল। নগরীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাবৎ লোকই রাজপুত্র অবলোকন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাজভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। রামা-গণ শঙ্খহস্ত হইয়া সূতিকাগারের প্রাঙ্গণ-ভূমিতে দণ্ডায়মান রহিল, বাদ্যকরেরা নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য গ্রহণপূর্ব্বক বহির্বাটীতে উপস্থিত হইল; নর্ত্তকেরা রঙ্গদর্শনোপযোগী মনোহর বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া নৃত্য-শালায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র দীন, দরিদ্র, অনাথ, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ প্রভৃতি নিরাশ্রয় লোকেরা প্রীতিদায়-প্রাপ্ত্য ভিলাষে আগমন করত রাজভবন ও রথ্যা-সংবাধ করিয়া তুলিল; অমাত্যগণ রাজার পুত্রমুখ-দর্শনোৎসব-সময়ের প্রদেয় দ্রব্য সকলের নির্দ্ধারণ করিতে বসিলেন এবং কর্ম্মকরেরা সেই সেই দ্রব্যের আহরণ নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। ফলতঃ রাজবাটী যেন একটি উৎসব ভূমির ন্যায় কেবল কোলাহলময় হইয়া উঠিল। এমত সময়ে সূতিকাগারের মধ্য হইতে "হায়! কন্যা হইল!" এই আর্ত্তস্বর বিনি-র্গত হইল। মহিষী প্রসববেদনায় অত্যন্ত কাতরা হইয়াছিলেন, আবার সেই সময়ে পুত্রমুখ-দর্শনাশার উচ্ছেদের সংবাদ কর্ণ-গোচর হওয়াতে একেবারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অরিষ্ট-গৃহে হাহা রব উঠিয়া গেল। পুরস্ত্রীবর্গেরা নানাপ্রকারে রাজ্ঞীর মোহাপনয়ন করিয়া প্রবোধবচনে তাঁহাকে স্থিরচিত্তা করিতে যত্নবতী হইলেন। বহিঃস্থ শঙ্খহস্ত যুবতীগণ ব্রীড়া বিনম্র বদনে একে একে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতে লাগিল। বাদ্যকরেরা পলাইবার পথ পাইল না। সমাগত দীনদরিদ্রেরা একবারে ভগ্নাশ হইয়া তূষ্ণীভাবে বসিয়া পড়িল। কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। সকলেই ম্লানবদনে স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মে জড় লইয়া পড়িল। ফলতঃ ক্ষণকালের মধ্যে রাজভবন নিশীথসময়ের ন্যায় নীরব ও নিস্তব্ধ হইল।

নরনাথ এই সময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও গণকগণ সমভিব্যাহারে এক নিভৃত গৃহে সভা করিয়া প্রসবের সময়-নিরূপণার্থ সম্মুখে ঘটিকাযন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ এইরূপ অন্তঃপুরের নীরবতা অনুভব করিয়া তিনি সভাসদদিগকে কহিলেন, "মহাশয়গণ! অনেকক্ষণ হইল অন্তঃপুরের কোন সংবাদ আইসে নাই, সমুদয় নিস্তব্ধ দেখিতেছি, বোধ হইতেছে, কোন বিপদ্ ঘটিয়া থাকিবে। অতএব আর আমি এখানে স্থির-চিত্তে থাকিতে পারি না, আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে।" এই বলিয়া পুরোহিত এবং বিশ্বস্ত প্রধান সচিবকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশিয়া কাহারও মুখে আনন্দের চিহ্ন নাই দেখিয়া ভাবিতে লাগি-লেন, বুঝি রাজ্ঞীর গর্ভ কোন রোগরূপে পরিণত হইয়া থাকিবে; নচেৎ আমার এতাদৃশ ভাগ্য কি যে, অপত্য-মুখ অব-লোকন করিয়া সংসারসুখের সার্থকতা সম্পাদন করি। অকৃত পুণ্যদিগের এরূপ মনোরথ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিয়দ্দূর গমন করিতেছেন, এমন সময়ে অরিষ্টাভ্যন্তর হইতে নব-প্রসূত শিশুর রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ঐ শব্দশ্রবণে তাঁহার পূর্ব্বাশঙ্কা নিরাকৃত হওয়াতে তিনি কাহাকেও কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া সত্বরে সূতিকাগারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জলন-বিশোধিত জাতরূপাকৃতি এক পরম রমণীয়

কুমারী শরন্মেঘাবলীর উৎসঙ্গে বিদ্যুল্লতার ন্যায় অপ্রফুল্লচিত্তা রাজমহিষীর অঙ্গদেশ সমুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। অনন্তর "পুত্র না হইয়া দুহিতা হইয়াছে, এই জন্য পুরবাসীরা যথোচিত হর্ষ প্রকাশ করিতেছে না এবং রাজ্ঞীও মহা-দুঃখিতা হইয়াছেন;" এই সংবাদ অবগত হইয়া নরপাল অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত সূতিকা-গৃহের দ্বারদেশেই পরিজনোপনীত আসনে উপবিষ্ট হইয়া অশ্রু-পূর্ণনয়নে ও গদ্গদ-বচনে কহিলেন, "মানব জাতির অন্তঃকরণ কি অসন্তুষ্ট! তাহারা দুরাশা-গ্রস্ত হইয়া দৈবের প্রসাদদত্ত পদার্থকে কখনই উচিতমত কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতে সম্মত হয় না। আমি একপ্রকার গলিতবয়াঃ হইয়াছি বলিলেই হয়। এ বয়সে পুত্র বা কন্যার মুখ দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে, ইহা কাহার মনে উদিত হইয়াছিল? জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া এ অবস্থাতেও আমাকে তাদৃশ সুখে বঞ্চিত করিলেন না; অতএব এসময়ে তাঁহার অপার করুণার প্রশংসা না করা, উল্লসিতমনে তাঁহার প্রসাদদত্ত বস্তুর সমাদর না করা এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের চিহ্নস্বরূপ আমাদের আনন্দোৎসব না করা কি কাপুরুষের কর্ম! মূঢ় লোকেরাই কন্যা ও পুত্রের ভেদজ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি স্নেহের তারতম্য করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয়কেই এক পদার্থ ভিন্ন, আর কি বোধ হইতে পারে? জননীকে উভয়ের নিমিত্তই সমানরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, উভয়ের প্রতিই পিতা-মাতার সমানরূপ স্নেহাবির্ভাব হয় এবং উভয়েই বিপৎকালে সমানরূপে জনক-জননীর সাহায্য করিয়া থাকে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, পুত্রেরা উপার্জ্জনাদি করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা করে এবং কন্যারা পতিগৃহে গমন করিয়া তদনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। বোধ হয়, এই কারণবশতই পুত্র ও কন্যার প্রতি লোকের ভেদবুদ্ধি আবির্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু সুক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিলে এই ভেদবোধ নিতান্ত অযৌক্তিক। ভ্রাতা বা অপর অভিভাবক সত্ত্বে দুহিতারা পিতামাতার অধিক চিন্তা করে না যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদের অবিদ্যমানতায় কন্যারা পতি গৃহে বাসেও জনক-জননীর ক্লেশ সময়ে কখনই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে না; সর্ব্বদাই তাহাদের তত্ত্বাবধান ও ক্লেশবিমোচনের নিমিত্ত যত্নবতী থাকে। বিশেষতঃ পীড়ার সময় উপস্থিত হইলে কন্যারা যেরূপ শুশ্রূষা করিয়া থাকে, পুত্রেরা তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে না। শাস্ত্রকারেরা পিতামহ, মাতামহ ও পৌত্র-দৌহিত্রদিগের প্রতি সবিশেষ ব্যবহার করিলে নরকপাতের ভয়প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আর আমার যে পুত্র না হইয়া কন্যা হইয়াছে, তজ্জন্য জগদীশ্বরের আমার প্রতি সাতিশয় করুণাই প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ, এক্ষণে আমি স্থবির হইয়াছি, আর কত কালই বাঁচিব? ঐ অবস্থায় পুত্র হইলে সে প্রাপ্তব্যবহার হইবার অগ্রেই হয়ত আমাকে সংসারলীলা সংবরণ করিতে হইত, সুতরাং সেই পুত্র এবং কুলক্রমাগত এই রাজ্য সকলই রিপুকরকবলিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু কন্যা হওয়াতে এই সুবিধা হইয়াছে যে, অচিরকাল মধ্যেই জামাতৃরূপ এক উপযুক্ত পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পাইব এবং তাহাকে রাজা এবং কন্যাকে রাজমহিষী দেখিয়া উল্লাসিত-মানসে আপনার পারত্রিক কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিব।

নরপালের এইরূপ যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ উদার বচনাবলী শ্রবণ করিয়া অমাত্য, পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সকলের মনেই মোহ-মেঘ অপগত হইয়া বোধ-সুধাকরের উদয় হইল। সকলেই যেন জড়াবস্থার হস্ত হইতে সজীবতা লাভ করিল এবং সকলেই

তখন মহাকোলাহল সহকারে নানাবিধ মঙ্গলাচরণ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। তখন স্থানে স্থানে নৃত্য, গীত ও বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, সমাগত দীনদরিদ্রদিগের প্রতি জলধরের জলবর্ষণের ন্যায় সর্ব্বত্র সমানরূপে প্রচুর অর্থরাশি বিতীর্ণ হইতে লাগিল; ভৃত্যবর্গ রাজদত্ত রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ সমুদায় নগর যেন মূর্ত্তিমান্ হর্ষের ন্যায় হইয়া নানাপ্রকারে ক্রীড়া-কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজাও তৎকালোচিত অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাধান করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

কিয়ন্মাস অতীত হইলে পর নিয়মিত সময় উপস্থিত হইলে মহীপাল তনয়ানুরাগের অনুরূপ, মনের ঔদার্য্যের সদৃশ ও স্বভুজ-বিনির্জ্জিত দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমধিগত সম্পত্তির উপযুক্ত সমৃদ্ধি সহকারে প্রাণপ্রিয়া তনয়ার অন্নপ্রাশন, নামকরণ প্রভৃতি আবশ্যক সংস্কার সকল সম্পাদন করিলেন। কন্যার নাম রোমাবতী রহিল। রোমাবতী জনকের আনন্দের সহিত দিন দিন বর্দ্ধমানা হইয়া শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় যেমন পুষ্টাবয়বা, তেমনি লাবণ্যবতী হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, একটি নবনীত-পুত্তলিকা জীবন্ন্যাসমন্ত্রে প্রাপ্তজীবন হইয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। তিনি কোন দিন বধূবেশ ধরিয়া, কোন দিন বরবেশ পরিগ্রহ করিয়া, কোন দিন বা রাখালবেশে সজ্জিত হইয়া ভূপতির অঙ্গুলি ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে সর্ব্বদাই সভামণ্ডপে উপস্থিত হইতেন এবং 'এটি কি? উটি কি?' অর্দ্ধ-স্ফুট মধুর বচনে এইরূপ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিয়া সকলের শ্রবণেন্দ্রিয় সুধাসিক্ত করিতেন। বালিকাগণ নিয়ত অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিয়া যেরূপ নিতান্ত মৃদুভাব হইয়া যায়, রোমাবতী সেরূপ হইলেন না। তিনি সতত সভামণ্ডপে অবস্থান করাতে বীতভয়া হইয়া কুত্রাপি গমন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যে কেহ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেন, তিনি তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইয়া, কাহারও ক্রোড়ে বসিতেন, কাহাকেও ক্রোড়ে করিতে যাইতেন, কাহাকেও স্তনপান করাইতেন, কাহাকেও ধূলিময় অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইতে দিতেন এবং কাহারও চিবুক, কাহারও কেশ, কাহারও উষ্ণীষ, কাহারও বা যজ্ঞোপবীত আকর্ষণ করিয়া নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুক করিতেন।

এইরূপে পঞ্চবর্ষ অতীত হইলে পর রাজা তনয়ার বিদ্যাশিক্ষার্থে নানা-বিদ্যাবিশারদ কতিপয় উপদেশক ও উপদেশিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রোমাবতী তাঁহাদিগের নিকট সাতিশয় অভিনিবেশ সহকারে ক্রমাগত সাত আট বৎসর শিক্ষা করত ব্যাকরণ, সাহিত্য-পুরাণ, শিল্প, নৃত্য-গীত বাদিত্র প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মেধা এরূপ বলবতী ছিল যে, তিনি একবার যে বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতেন, তাহা পাষাণাঙ্কিত রেখার ন্যায় চিরকাল তাঁহার অন্তঃকরণে বিরাজমান থাকিত। ফলতঃ রোমাবতী এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাভ্যাস, প্রিয়ভাষিতা, বিনয়, সৌজন্য, গুরুভক্তি, অনুগতবাৎসল্য প্রভৃতি নানাগুণে বিভূষিতা হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর রোমাবতী যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলেন। মুক্তামালা সূর্য্যাকরণে লম্বমান করিলে প্রাতঃকালত প্রভা সকল যেমন উহার চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তাঁহার শরীরের তরলবৎ লাবণ্যও সেইরূপ প্রতিভাত হইতে লাগিল। তখন রবিকর-বিভিন্ন তামরসের ন্যায়, জ্বলন-বিশোধিত জাতরূপের ন্যায়, সুবর্ণমাণ্ডত রত্নাঙ্গুরীয়ের ন্যায়, নীহার-গর্ভ রক্তোৎপলের ন্যায়, মেঘমধ্যোদিত সুরচাপের ন্যায়, ফেনরাজিবিরাজিত জাহ্নবীজলের ন্যায়, বসন্ত-বিকসিত চূতকলিকার ন্যায়, শাণোল্লীঢ় হীরকমালার ন্যায় নবযৌবন-লাঞ্ছিত তদীয় শরীর

অপূর্ব্ব মনোহর শোভা ধারণ করিল। যেমন বহুরূপনামক সরীসৃপজাতি ক্ষণে ক্ষণে নূতনরূপ বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যমাধুরীও দিন দিন যেন নূতনরূপে আবির্ভূত হইতে লাগিল। এই যৌবন-শোভা সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল, বুঝি বিধাতা বিলাসের বিলাস, প্রসাধনের প্রসাধন, উপমানের উপমান এবং আভরণের আভরণ করিয়া এই রমণী-রত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। অধিক কি, বাসরশ্রী যেমন দিনমণির দ্বারা শোভা ধারণ করে, বিভাবরী সেরূপ নিশাকরের দ্বারা রমণীয় হয়, হারাবলী যেমন মধ্য-মণির দ্বারা সুশোভিত হয়, উদ্যানপঙ্‌ক্তি যেমন পুষ্পলতা দ্বারা চিত্তাকর্ষিণী হয়, সরোজিনী যেরূপ সরোজশোভায় কমনীয় হয়, সেইরূপ রোমাবতীর দ্বারা সমুদায় রাজপুরী একেবারে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

যেমন বসন্তকালের চূতকলিকা মুকুলিতা হইলে গন্ধবহের দ্বারা তদীয় পরিমল দিগ্‌-দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ রোমাবতীর বিদ্যা, রূপ, বিনয়, সুশীলতা প্রভৃতি গুণসমস্তের সৌরভ লোকপরম্পরায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতে লাগিল। এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া নানাদেশীয় ভূপালগণ তাদৃশ রমণীরত্ন-লাভে আত্মাকে চরিতার্থ করিবার জন্য রাজা পুরঞ্জয়ের নিকট ভূয়োভূয়ঃ লিপিপ্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরঞ্জয় সেই সকল লিপি প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, রোমাবতী আমার সংসারবিপিনের একমাত্র পুষ্পলতা এবং আমার জীবন-বৃক্ষের অকালের ফল; অতএব সে যাহাতে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগতা হইয়া যাবজ্জীবন সুখভাগিনী হয়, তৎসম্পাদনই আমার সংসারের সার কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ সে যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী হইয়াছে, তাহাতে যদি অপাত্রে অর্পিতা হয়, তবে তাদৃশ রূপ ও গুণের বিমাননা করা হইবে। আহা! বৎসার রূপলাবণ্য যতবার দর্শন করি, ততবারই যেন নূতন বলিয়া বোধ হয়, কোনরূপেই নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। তাহার করতলে কমল নিক্ষেপ করিলে, কাহার লক্ষ্মী বলিয়া বোধ এবং বীণা প্রদান করিলে কাহার সরস্বতী বলিয়া ভ্রম না জন্মে? যাহা হউক, এক্ষণে সে বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিল, আর এখন নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় হইতেছে না। অনেকানেক রাজপুত্রেরাও সবিশেষ আগ্রহসহকারে আমার নিকট পত্র প্রেরণ করিতেছেন। এক্ষণে কি করা যায়? ঐ সকল রাজগণের মধ্যে কেহই রোমাবতীর পরিচিত বা দৃষ্টপূর্ব্ব নহেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন করিলে রোমাবতীর মতনিরপেক্ষ হইয়াই করিতে হয়। পিতারা এইরূপ প্রণালীতেই প্রায় দুহিতার পরিণয়-সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রথা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সকলেরই রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কুমুদিনী দিনমণিরও মুখাবলোকন করে না, কমলিনী রাকানিশানাথেরও করস্পর্শে ম্লান হইয়া যায়। অতএব আমি যে ব্যক্তিকে রূপগুণ-সত্ত্বশীল-সম্পন্ন বোধ করিয়া জামাতৃত্বে বরণ করিব, সে হয়'ত কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে রোমাবতীর নয়নপ্রীতিকর না হইতে পারে এবং তাহা হইলে রোমাবতী 'পিতা মাধবীলতাকে পিচুমর্দ্দাশ্লিষ্টা করিয়াছেন,' এই ভাবিয়া যাবজ্জীবন আপনাকে হতভাগিনী বোধ করিবে। আমিও প্রাণসত্ত্বে প্রাণাধিক প্রিয়তমা তনুজার ম্লান মুখ কখন অবলোকন করিতে পারিব না। অতএব আমার বুদ্ধিতে স্বয়ংবরের উদ্‌যোগ করাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। কন্যার রূপ ও গুণের সৌরভ সকল দেশেই বিস্তৃত হইয়াছে; অতএব এই স্বয়ংবরে অনেক রাজা ও রাজপুত্রগণ সমাগত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। রোমাবতী তন্মধ্য হইতে অবশ্যই আপনার অনুরূপ পতিকে বরণ করিয়া লইয়া চিরসুখভাগিনী হইতে পারিবে। দৈবের কথা কিছুই বলা যায় না। যদি

তাহাতেও কন্যার কোন অসুখের কারণ উপস্থিত হইয়া উঠে, তবে আমার মনে অন্ততঃ এই নির্ব্বৃতি থাকিবে যে, আমি তাহার দুঃখভাগিনী হইবার কারণ নহি।

অনন্তর রাজা পুরোহিত ও অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আত্মজার মত গ্রহণপূর্ব্বক এই পরামর্শই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর স্বয়ংবরবিধানের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। দূতগণ পত্রিকাহস্তে দেশে দেশে গমন করিতে লাগিল। নানা দেশীয় রাজা ও রাজপুত্রেরাও ক্রমে ক্রমে মথুরাপাতে আগমন করিতে লাগিলেন। নগর একবারে জনময় হইয়া উঠিল। অনন্তর নির্দ্ধারিত দিবস উপস্থিত হইলে পর রোমাবতী শিবিকারোহিত হইয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ংবরস্থ রাজগণের সন্নিধানে আনীত হইলেন। এক প্রগল্ভা প্রতীহারী শিবিকার সমভিব্যাহারে থাকিয়া একে একে সকল রাজার নিকট গমন এবং তাঁহাদের বংশ ও গুণাবলী কীর্ত্তন করত ক্রমে ক্রমে সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উপস্থিত হইল, কিন্তু রাজকুমারীর কাহারও প্রতি একবারও সানুরাগ নয়নপাত হইল না। সুতরাং তিনি পঙ্কপ্রতিহত পয়স্বতীর ন্যায় আপনার গন্তব্য পথ অবধারণ করিতে অসমর্থা হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পরে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় চিন্তামগ্ন হওয়াতে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল যে, এই সমাগত রাজগণের মধ্যে একজনও তাঁহার প্রণয়বরের উপযুক্ত পাত্র নহেন, তাঁহার মনোরঞ্জন এখনও যেন কোন দূরদেশে বর্ত্তমান আছেন। মনোমধ্যে সহসা এই ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে তিনি একেবারে দৃঢ়চিত্তা হইয়া হস্তস্থিত মধুকমালা আপনারই গলদেশে অর্পণ করিলেন এবং শিবিকাবাহকদিগকে সঙ্কেত করত সবেগে আপন প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া আসিলেন।

স্বয়ংবরাগত ভূপালবর্গ এই ব্যাপার অবলোকন করত সাধারণের অবমাননা হইল বলিয়া কম্পান্বিতকলেবরে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহারা পুরঞ্জয় ও তৎপুত্রী রোমাবতীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ সমরাবতরণেও প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা স্বয়ংবরক্ষোভকারীদিগকে ইন্দ্রাণীর নিগ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই ভয়ে অনেকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যাহা হউক, নানারূপ প্রবোধ ও সান্ত্বনাবাক্যে সমরোদ্যম নিবৃত্ত হইলে ভূপগণ বিভাতকালীন গ্রহগণের ন্যায় মলিনবর্ণ হইয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। নগরী পুনর্ব্বার শান্তিভাব ধারণ করিল।

স্বয়ংবর-সভায় তাদৃশ আচরণের নিমিত্ত রাজনন্দিনীর প্রতি পুরবাসিগণ সকলেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল; সকলেই তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূরি ভূরি নিন্দা করিতে লাগিল। এবং সকলেই তাঁহার অদৃষ্টে মহৎ দুঃখ আছে বলিয়া পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিল। রাজা ও রাজমহিষী প্রথমে কন্যার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু অপত্যের প্রতি পিতা-মাতার ক্রোধ কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? তাঁহারা অল্পকাল পরেই কিরূপে কন্যার পরিণয়ব্যাপার সম্পাদন হইবে, কিরূপে কোথায় গিয়াই বা উপযুক্ত বরপাত্রের অন্বেষণ পাইব এবং কিরূপেই বা সংসারধর্ম্ম রক্ষা হইবে, এইরূপ চিন্তাতে এতাদৃশ গাঢ়নিমগ্ন হইলেন যে, তাঁহাদের আবশ্যক কর্ম্ম সকলও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় উল্লাস।

স্বয়ংবরব্যাপারের কতিপয় দিবসানন্তর একদা নগরমধ্যে জনরব উঠিল যে, সিংহলদ্বীপ হইতে এক অতি বিচক্ষণ ক্রীড়াদক্ষ

ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে; সে অদ্য অপরাহ্নে কৌশিকী নদীর তীরবর্ত্তী প্রান্তরমধ্যে আপনার অদ্ভুত শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে। এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে নগরস্থ সমুদয় লোকই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সত্বরানুষ্ঠানে দিবসোচিত ব্যাপার সমস্ত সমাধান করিয়া সেই স্থানে গমন করিতে লাগিল। দর্শনক্রিয়া অবাধে সম্পন্ন হয়, এই অভিপ্রায়ে অনেকেই ঐ স্থানের সমীপবর্ত্তী প্রাসাদসমূহের উপরিভাগে অগ্রেই আরোহণ করিয়া বসিল; বিদূর-ভবনা কুলকামিনীরা তৎসন্নিধানবাসী আত্মীয়গণের আবাসে উপস্থিত হইয়া প্রাসাদোপরি আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল; বালক ও অপরাপর লোকেরা বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইল। তদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র লোক পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় প্রান্তরমধ্যে দণ্ডায়মান রহিল। স্বয়ংবরদিনের পর অবধি রোমাবতী সাতিশয় উন্মনা হইয়াছিলেন। না শয়ন, না উপবেশন, না ভোজন, না প্রসাধন কিছুতেই তাঁহার প্রীতি জন্মিত না। তিনি সতত কেবল চিন্তানিমগ্নই থাকিতেন; কিন্তু কি চিন্তা করিতেছেন, তাহার কোন বিষয়ও অবধারিত ছিল না। ঐ দিন ঐন্দ্রজালিকের সংবাদ অবগত হইয়া কিয়ৎক্ষণ আশ্চর্য্যদর্শনে উৎকণ্ঠা বিনোদন করিবার অভিলাষে মাধবিকা, মধুলোভা, বনপ্রিয়া প্রভৃতি স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত গমন করিয়া তিনি ঐ প্রান্তরের সমীপবর্ত্তী এক প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে ঐন্দ্রজালিক গভীরস্বরে মন্ত্রপাঠ ও পিচ্ছিকাপরিভ্রমণ করত ক্রীড়া আরম্ভ করিয়া নগরে অগ্নিবৃষ্টি, পরক্ষণে অকালোদিত মেঘের বারিবর্ষণ দ্বারা তাহার নিবৃত্তি, একবার সর্প-বৃষ্টি, অন্যবারেই পতঙ্গরাজ কর্ত্তৃক তাহাদিগের ভক্ষণ, এক্ষণে দিনপ্রভা, পরক্ষণেই নিশীথ-সময় এইরূপ নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শাইয়া সকলকে আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় নিশ্চলদৃষ্টি করিয়া তুলিল। এ দিকে রোমাবতীর পক্ষে এক অদ্ভুতরূপ ইন্দ্রজাল উপস্থিত হইল—ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়ারম্ভ করিবার সমকালেই রোমাবতী সমাগত লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে দেখিতে সমীপস্থ অশোকতরুর মূলদেশে বয়স্যের সহিত দণ্ডায়মান এক তরুণ পুরুষের নয়নে নয়নপাত করিলেন এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অনিমিষ নয়নে ঐ পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাদৃশ জনাকীর্ণ স্থানও তাঁহার শূন্যময় বলিয়া বোধ হইয়া উঠিল। জনগণের তাদৃশ কলরবও একবার তাঁহার শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল না, সমীপস্থ সখীগণও তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ইন্দ্রজাল-প্রভাবেই যেন ঐ পুরুষ ভিন্ন আর কিছুরই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ফলতঃ যে কারণে কমলিনী দিনমণিদর্শনে প্রফুল্ল হয়, যে কারণে কুমুদিনী নিশানাথের প্রতি অনুরাগিণী হয়, যে কারণে ময়ূরী জলধরের উদয়মাত্রেই নৃত্য করিয়া উঠে, যে কারণে বসন্তের মুখ-দর্শনেই চূতলতিকা মুকুলিতা হয়, যে কারণে অয়স্কান্তমণিশলাকা লৌহধাতুর অনুবর্ত্তিনী হইতে চাহে, রাজবালা সেই কারণেই অবিদিত-কুলশীল অজ্ঞাত-নামধেয় অপরিচিত অদৃষ্ট-পূর্ব্ব তরুণ পুরুষের রূপলাবণ্যের একান্ত পক্ষপাতিনী ও নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়া একেবারে উন্মাদিনীপ্রায় হইলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর পঙ্গুর ন্যায় গতিশক্তি-বর্জ্জিত, নিদাঘার্ত্তের ন্যায় অনবরত-বিগলিত স্বেদজলে আপ্লুত, শাল্মলীতরুর ন্যায় রোমাঞ্চে কণ্টকিত, শীতার্ত্তের ন্যায় কম্পমান এবং রবিকরস্পৃষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর মূকের ন্যায় একবারে রুদ্ধ হইয়া পড়িল, নয়নযুগল নভস্থ মেঘের ন্যায় জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল এবং চেতনা অদৃষ্ট-নিশাকর কুমুদিনীর ন্যায় নিমীলিত হইয়া গেল। এ দিকে ক্রীড়া নিবৃত্ত হইলে পর সকল লোক স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে মাধবিকা প্রভৃতি সখীগণও বাসগৃহে গমনোন্মুখ হইয়া

রোমাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত দেখে যে, তিনি আলিখিতার ন্যায়, উৎকীর্ণার ন্যায় কোন অনির্দ্দিষ্ট পদার্থের প্রতি নয়নদ্বয় পোত করিয়া নিবাতস্থ বল্লীর ন্যায় নিস্পন্দ-শরীরে দণ্ডায়মান আছেন। তাহারা তাঁহার অকারণে ও অভূমিতে এইরূপ সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাবদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণাবধারণার্থ চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিল। কিন্তু তখন রঙ্গদর্শী লোক সকল বিশৃঙ্খলভাবে ও মহাকোলাহলসহকারে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছিল; সুতরাং কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিল না। যাহা হউক, তাহারা তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক বাসভবনে আনয়ন করত পল্যঙ্কের উপরিভাগে শয়ন করাইল এবং কি কারণে তাঁহার অকস্মাৎ এরূপ ভাব-পরিবর্ত্ত হইল, জানিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল।

এ দিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। উষ্ণরশ্মি নিজরশ্মির অসহ্য তেজেই যেন দগ্ধাঙ্গ হইয়া অলন্ত অঙ্গারের ন্যায় অরুণবর্ণ ধারণ করিলেন। তিনি উদিত হইয়া অবধি সমস্ত দিন ত্রিজগৎকে যে সাতিশয় সন্তাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পাপেই যেন তেজোহীন হইয়া অধঃপতিত হইয়া গেলেন। এই সময়ে ভূমি ও অন্তরীক্ষ সমুদয় সিন্দূরবর্ণ হইয়া উঠিল, বিহগকুল ব্যাকুল হইয়া কলরব সহকারে নিজ নিজ কুলায়-নিলয়ে আগমন করিতে লাগিল, অধ্বনীনগণ অধ্বগমনে বিরত হইয়া সমীপাশ্রমেই আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল এবং ধেনুপালেরা ধেনু সকল লইয়া গ্রাম্য গীত গান করত গ্রামাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। বিলম্বক্ষণ পরেই দিবাকররূপ প্রহরী গগনরূপ রথ্যা হইতে অপসৃত হইলে তিমিররূপ তস্করেরা তরু-কোটর, গৃহকোণ, কারাগার, কূপগর্ত্ত, গিরিগুহা প্রভৃতি নানা নিভৃত স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গমন করত দলবদ্ধ হইয়া একেবারে জগন্মণ্ডল আক্রমণ করিল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, গগন অঞ্জন বর্ষণ করিতেছে, সকলের গাত্র লিপ্ত হইতেছে, অন্তরীক্ষ ভূমির সহিত একীভূত হইয়া রহিয়াছে এবং সমুদয় দিক্ একত্র সংহত হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর একটি দুইটি তিনটি করিয়া অনেকগুলি তারা ক্রমে ক্রমে নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া নীলাংশুকাবিলম্বী হীরকমণির ন্যায় অল্প অল্প কিরণ বিস্তার করিতে লাগিল। অনন্তর শশধর অম্বরপথে প্রকাশমান হইলেন। তখন পৃথিবী যেন দুগ্ধোদধির অভ্যন্তরে নিমগ্না হইল, সকল পদার্থই যেন সুধালেপিত হইল এবং স্থাবর জঙ্গম সকলই যেন হাস্য করিতে লাগিল। তৎকালে রাজভবন চন্দ্রালোক, রত্নালোক ও দীপালোকে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

এই সময়ে সহচরীগণ সঙ্কোচিত গৃহকার্য্য সকল সমাধান করিয়া নৃপনন্দিনীর পল্যঙ্কের পার্শ্বদেশে উপবেশন পূর্ব্বক সবলে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। মাধবিকা কহিল, "প্রিয়সখি! রোগ প্রকৃতরূপে না জানিলে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করা যায় না। আমরা সকলেই ইন্দ্রজালদর্শনার্থ অট্টালিকোপরি গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু যাহাতে তোমাকে ঈদৃশাবস্থ হইতে হয়, উক্ত ক্রীড়াতে তাহার ত কোন কারণই অবলোকন করি নাই।" মধুলোভা কহিল, "রাজনন্দিনি! প্রণয়িজনের প্রতি ভাগ করিয়া দিলে দুঃখের ভার লঘু হয়; অতএব আমাদিগের নিকট তোমার মনোবেদনা গোপন করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না।" বনপ্রিয়া কহিল, "ভর্ত্তৃদারিকে! আপনি কি নিমিত্ত অকস্মাৎ এতাদৃশী বিহ্বলা হইলেন, জানিবার জন্য যে কি পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। যদি আমাদিগের দ্বারা আপনার আকস্মিক উদ্বেগের শান্তি হইবার কোন উপায় হয়, তবে জানিতে পারিলে তদ্বিষয়ে যত্নবতী হই।" রোমাবতী তাহাদিগের এই সকল প্রশ্নাবলী শ্রবণ পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া উত্তর করিলেন, "সখীগণ! তোমরা কেন বৃথা আমার মনোগত বিষয় জানিবার জন্য এত ব্যাকুল হইতেছ? জানিয়াও তাহার কোনরূপ উপায় করিতে পারিবে না। আমি যে ভ্রান্তিময় মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার প্রতীকারের কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রজাল বুঝি আমার পক্ষে কাল হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যথা কি নিমিত্তই আমি উহা দর্শন করিতে যাইব? কি নিমিত্তই বা মায়াময় অলীক পদার্থে মুগ্ধ হইয়া এতাদৃশ বিহ্বল হইয়া উঠিব?" এইমাত্র বলিয়া তিনি করতলে কপোল-বিন্যাস পূর্ব্বক চিন্তানিমগ্ন হইলেন। সখীগণ তাঁহার এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং মহাকৌতূহল সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারি! তুমি ইন্দ্রজালে কি পদার্থ দর্শন করিয়াছ, আমাদিগের নিকট অবশ্যই বলিতে হইবে, না বলিলে আমরা কোন প্রকারেই ছাড়িব না।" সমদুঃখ-সুখ সহচরীগণকে অপ্রতিবিধেয় দুঃখভারে দুঃখিত করিতে রোমাবতীর অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তিনি তাহাদিগের নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "সখীগণ! যদি নিতান্তই তোমাদিগের আপন আপন আত্মাকে ব্যথিত করিতে অভিলাষ থাকে, তবে শ্রবণ কর। আমি ইন্দ্রজালদর্শনার্থ তোমাদিগের সমভিব্যাহারে সেই সৌধশিখরে আরোহণ করিলাম এবং চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্তনয়ন হইয়া সমাগত বিবিধবেশ, বিবিধাকার ও বিবিধরূপ জনগণকে অবলোকন করিতে লাগিলাম। বাদ্যোদ্যমসহকারে ক্রীড়া আরম্ভ হইলে দুই একবার প্রজ্বলিত হুতাশনের প্রভাব-প্রকাশ এবং প্রচণ্ড চটচটাশব্দ অনুভূত হইল। ক্ষণকাল পরেই ইন্দ্রজালপ্রভাবে অভিব্যক্ত সেই অশোকবিটপিমূলে দণ্ডায়মান পুরুষের প্রতি নয়নপাত হইল। প্রথমে তাঁহার সহিত এক সহচরকে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে কোথায় গেলেন। তখন তোমরাও যে কোথায় ছিলে, তাহা কিছুই দেখিতে পাই নাই। সেই সময়ে বোধ হইল যেন আমি কেবল জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থিত হইয়া ঐ পুরুষের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তৎপরে তাঁহার মস্তক, মুখ, বক্ষঃ, কটি চরণ প্রভৃতি যে যে অঙ্গ নিরীক্ষণ করি, তাহাই যেন আমার নয়নকে কাড়িয়া লইতে লাগিল। কি বর্ণ, কি লাবণ্য, কি গঠন, কি মুখশোভা, কি নয়নভঙ্গী, কি গাম্ভীর্য্য, যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহা কি প্রাণান্তেও আর ভুলিতে পারিব! দুঃখদানে কৃতসঙ্কল্প বিধির অসাধ্য কি আছে? বোধ হইল যেন ঐ অলীক পুরুষও আমার প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারও বদনমণ্ডল সন্ধ্যা-রাগ-রক্ত শশধরের ন্যায় অরুণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং শরীর আলেখ্য-সমর্পিতের ন্যায় একেবারে স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এইরূপ অবস্থাদর্শনে আমি আরও উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলাম। তখন তাঁহার সমক্ষে অশিক্ষিতপূর্ব্ব কতই যে ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিলাম এবং কতই যে মনোগত কথা ব্যক্ত করিলাম, তাহা আর এক্ষণে স্মরণ হয় না। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার প্রতি একেবারে ধন, মান, প্রাণ, যৌবন সমুদায় সমর্পণ করিয়া শরণার্থিনী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। অনন্তরই তোমরা ক্রীড়াভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া গৃহাগমনের নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিবামাত্র সেই হৃদয়রঞ্জন যে কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।"

মধুলোভা ও বনপ্রিয়া রোমাবতীর এইরূপ বচনোপন্যাস শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কহিল, "রাজনন্দিনি! আমরা তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইন্দ্রজালোক্ত পুরুষ কৈ, আমরা একবারও দেখিতে পাই নাই। বিশেষতঃ সেই অগ্নি! তাদৃশ ঘোরতর মেঘগর্জ্জন! সেই কালভুজঙ্গের ধাবমান

শব্দ! সেই প্রকার পতগরাজের আস্ফালন! এ সকল তুমি যে কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাও নাই, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইল? ইন্দ্রজালে যে এক সময়ে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভিন্ন ভিন্নরূপ পদার্থ প্রকাশমান হয়, ইহা আমরা ত কথনই অবগত ছিলাম না। যাহা হউক, তোমার কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মিতেছে।" মাধবিকা এ সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রবীণা হইয়াছিল। প্রীতিপাত্র পদার্থকে নয়নগোচর করিবার সময়ে যে সমীপস্থ সকল বস্তুই তন্ময় হইয়া যায় এবং সকল ইন্দ্রিয়ই দৃষ্টিময় হইয়া উঠে, ইহা তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবগতি হইয়াছিল; অতএব সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিল যে, সরলা রাজবালা ক্রীড়ারম্ভ-সময়ে কোন হৃদয়চোর পুরুষকে অবলোকন করিয়া তদ্গতচিত্তে অনুধ্যান করত ইন্দ্রজালের ব্যাপার কিছুই দেখিতে পান নাই, সুতরাং ঐ পুরুষকেও ইন্দ্রজালের পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা হউক, ঐ পুরুষে সখীর গাঢ়ানুরাগ লক্ষ্য হইতেছে, কিন্তু উহার প্রতি মায়াময় জ্ঞান থাকাতে কখনই তাহার সহিত সমাগম হইবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়াই যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন। অতএব মর্ম্মজ্ঞ হইয়া সখীর হতাশতা পুষিয়া রাখিতে দেওয়া আর আমার উচিত হইতেছে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পরিহাসপূর্ব্বক কহিল, "সখি! যদি আমি কোন মন্ত্র বা ঔষধবলে সেই মায়াময় পুরুষকে প্রকৃত পুরুষ করিয়া তাঁহার সহিত তোমার পাণিগ্রহণ সম্পাদন করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তুমি আমাকে কি দাও?"

রোমাবতী ঈষৎ কোপ প্রকাশপূর্ব্বক উত্তর করিলেন,"মাধবিকে! পরিহাস কিরূপ সময়ে আমোদজনক বা যন্ত্রণাকর হয়, তাহা জানা না থাকিলেই এইরূপ কথা নির্গত হইয়া থাকে।" তখন মাধবিকা পরিহাসের সময়ও অতিক্রান্ত হইয়াছে ভাবিয়া ধীরভাবে কহিল, "প্রিয়সখি! মনক্ষোভ দূর কর, হতাশা হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি যাহাকে অবলোকন করিয়াছ, তিনি মায়াময় নহেন, তিনি এক ভুবনমোহন পুরুষরত্ন। তৎকালে আমিও তাঁহাকে কয়েকবার অশোকমূলে দর্শন করিয়াছিলাম এবং তিনি যে কোন কামিনীর প্রতি গাঢ়ানুরাগ বশতঃ নিশ্চলচিত্ত হইয়াছিলেন, তাহাও কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কন্দর্পের বসন্ত যেরূপ, সেইরূপ এক সহচরও তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন। আহা! তাঁহারও রূপ কি পৃথিবীতে ধরে! যাহা হউক সখি! আর তোমার চিন্তার বিষয় নাই। রজনী প্রভাত হইলেই নগরমধ্য হইতে আমি তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিব এবং মহারাজের গোচর করিয়া সকল মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিব।" রোমাবতী এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সান্ত্বনাবাদমাত্র বিবেচনা করত প্রথমতঃ বিশ্বাস করিলেন না। পরে মাধবিকা নানাবিধ শপথ ও দৃঢ়তর নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করাতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া আনন্দাশ্রুপরিপূর্ণ-নয়নে ও গদ্গদবচনে কহিলেন, "প্রিয়সখি! তবে কি আমি ইন্দ্রজালে প্রতারিত হই নাই? তবে কি আমার যাহাতে সর্প বলিয়া শঙ্কা জন্মিয়াছিল, তাহা বিচিত্র পুষ্পমালারূপে পরিণত হইল? তবে কি আমি যাহাকে অগ্নি বলিয়া স্পর্শ করিতে ভয় পাইয়াছিলাম, তাহা উজ্জ্বলদীধিতি রত্ন হইয়া উঠিল? তবে কি আমি যাহাকে অগাধ জলরাশি বলিয়া চরণক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম, তাহা স্ফটিকময় মসৃণ ভূমি বলিয়া প্রকাশমান হইল? যাহা হউক, তোমার অমৃতময় এই সান্ত্বনাবাদেও আপাততঃ আমি প্রাণদান পাইলাম। এক্ষণে আর এ স্থানে থাকিয়া কি করিব? চল, আমরা সেই স্থানে গমন করিয়া সেই হৃদয়চোরকে নয়নপাশে বাঁধিয়া চরিতার্থ হই।" এই বলিয়া গাত্রোত্থান করত

সহচরীগণের সহগমন প্রতীক্ষা না করিয়াই হরিণী যেমন কৃষ্ণসারদর্শনে ধাবমান হয়, সেইরূপ সত্বরপদে রাজতনয়া আপন সৌধ-শিখরে আরোহণ করিলেন। কিন্তু সেই অশোকমূল অন্তর্হিতশশাঙ্ক নভোভাগের ন্যায়, মণিহীন ফণীর ন্যায়, বিগলিতমধ্যমণি হারের ন্যায়, বিহঙ্গমশূন্য পঞ্জরের ন্যায় তাঁহার নয়নের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। তিনি বারংবার সোৎকণ্ঠনয়নে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন পুনর্ব্বার সমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহার অলীকরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল, পুনর্ব্বার তিনি আপনাকে দুরাগ্রহগ্রস্ত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

মাধবিকাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া দেখিল, রাজকুমারীর পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব উপস্থিত হইয়াছে। অতএব হস্ত ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া আপনিও পার্শ্বদেশে সমাসীন হইয়া মৃদুলবচনে কহিল, "প্রিয়সখি! তুমি নানা বিদ্যায় বিদ্যাবতী হইয়াছ; শুনিয়াছি, উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য নিবারণের বিদ্যাই একমাত্র উপায়, অতএব তুমি যদি অকারণে এরূপ বিহ্বলা হও, তবে তোমাকে আমরা কি বলিয়া বুঝাইব? তুমি যাহার নিমিত্ত এত সমাকুল হইয়াছ, তিনি ইন্দ্রজাল-দর্শনার্থ এই প্রান্তরভূমিতে আগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে যামিনীর প্রায় এক যাম গত হইল। এ পর্য্যন্ত তাঁহার এ স্থানে অবস্থান করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তোমার প্রতি তাঁহার গাঢ়ানুরাগের লক্ষণও কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার এ স্থানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করা সম্ভাবনা বটে; কিন্তু তাঁহার এক সহচরকেও সমীপে দেখিয়াছি। তিনি কি বুঝিয়া তাঁহাকে এই জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন? অতএব তাঁহাকে এখানে দর্শন করিতে না পাইয়া ব্যাকুলা বা হতাশা হইবার বিষয় নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রভাত হইবামাত্র নগরের মধ্যে তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইব এবং যেরূপে পারি, তোমার মনোরথ সফল করিয়া দিব, তাহার সন্দেহ নাই।" মাধবিকা এইরূপ অপরবিধ সান্ত্বনাবাদ দ্বারা তাঁহাকে সুস্থির করিবার বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। রাজবালা মত্তার ন্যায়, পিশাচাবিষ্টার ন্যায় কখন শয়ন, কখন উত্থান, কখন উপবেশন, কখন গান, কখন হাস্য, কখন রোদন এইরূপ ব্যাপারে নিরতা হইয়া সমস্ত বিভাবরী যাপন করিলেন। তখন মাধবিকার সহাবস্থানও তাঁহার অপ্রীতিকর হইতে লাগিল; সুযোগ পাইলেই তিনি কোন নিভৃত স্থানে গমন করিয়া তদ্গতচিত্তে সেই রূপ-চিন্তন, তাঁহার আলাপ, ক্ষণে তাঁহার প্রতি রোষপ্রকাশ, ক্ষণে চাটূক্তি, ক্ষণে মানভরে পরিত্যাগ করিয়া গমন, ক্ষণে দ্রুতবেগে আসিয়া হস্তধারণ ইত্যাদি সংকল্প-সমাগম দ্বারাই আত্মাকে সুখায়মান করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, অতঃপর যামিনী তাঁহার কাতরতা দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়াই যেন সম্মুখ হইতে অন্তর্দ্ধান করিতে লাগিল। জ্যোতিষ্কগণ তৈলশূন্য দীপাবলীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। পূর্ব্বদিগ্বিভাগ প্রোষিতমিত্রের সমাগমসুখাশায় যেন হাস্য করিতে লাগিল। এই সকল বিভাতলক্ষণ অবলোকন করিবামাত্র রাজদুহিতা দ্রুতবেগে আসিয়া মাধবিকার কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্বরায় নগরগমনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মাধবিকা মধুলোভা, বনপ্রিয়া প্রভৃতি অপরাপর সহচরীবর্গকে রাজনন্দিনীর সহাবস্থানে নিযুক্ত করিয়া সেই সন্দৃষ্ট পুরুষের আকৃতি চিন্তা করিতে করিতে রাজভবন হইতে বহির্গত হইল এবং প্রতি গৃহস্থের ভবন, রথ্যা, আপণ, মঠ, চৈত্য, সরিৎ প্রভৃতি সমুদয় স্থানে তদাকৃতি পুরুষ দর্শনের অভিলাষে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না। ক্রমে বেলাবসান

হইল, সন্ধ্যা-সময় উপস্থিত ; সুতরাং মাধবিকাকে অকৃতার্থ হইয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইল। সে স্বয়ং এক প্রকার নিরাশা হইয়াছিল, কিন্তু প্রিয় সখীর দুঃখাপনোদনার্থ সে ভাব গোপন করিয়া 'কল্য অবশ্যই অনুসন্ধান করিয়া আসিব' বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। যাহা হউক, এইরূপে চারি পাঁচ দিনগত হইলে পর মাধবিকা নিতান্ত বিষন্নহৃদয়ে বিবেচনা করিল যে, আশালতাকে প্রিয়সখীর হৃদয়ে আর অধিক বদ্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত হইতেছে না। ইহার পর উৎপাটন করিতে হইলে মূলদেশ শুদ্ধ উৎপাটিত হইয়া যাইবে। আমি কয়দিন নিরন্তর ভ্রমণ করিয়াও কিছুই সন্ধান পাইলাম না। এক্ষণে আমারও বোধ হইতেছে, বুঝি আমিও ইন্দ্রজালে প্রতারিত হইয়া থাকিব। নচেৎ এ নগর-নিবাসী অথবা এ নগর-সমাগত কোন পুরুষ হইলে তৎপরদিন প্রভাতেই আমি অন্বেষণ করিতে পারিতাম। এই ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে অতি সাবধানতা পূর্ব্বক প্রিয়সখীর হৃদয়ক্ষেত্র হইতে আশার অঙ্কুর সকল উন্মূলন করিতে আরম্ভ করিল। রোমাবতী যদিও কথায় তাঁহাকে মায়াময় পুরুষ বলিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু মনোমধ্যে তাঁহার স্থির প্রতীতি হইল যে, তিনি কখনই মায়াময় নহেন। যাহা হউক, অনন্তর তিনি ক্রমশঃ ধৈর্য্যাবলম্বনে অভ্যাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রকৃত হউক বা অলীক হউক, কখন দর্শন পাই বা না পাই, সেই আমার প্রাণবল্লভ ও সেই আমার জীবিতেশ্বর ; আমি প্রাণান্তেও অপর পুরুষের প্রতি নেত্রপাত করিব না।

তাঁহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা পুরমধ্যে প্রচারিত হইলে পর একদা প্রভাতসময়ে রাজমহিষীর পিঙ্গলা নামে এক পরিচারিকা রোমাবতীর আবাসে আগমন করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক বিনয়বচনে কহিল, "ভর্তৃদারিকে! তুমি মায়াময় পুরুষদর্শনে তাহাকেই বিবাহ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ ও রাজমহিষী যে কি পর্য্যন্ত সন্তাপিত হইয়াছেন, তাহা মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। মনে কর, তুমি তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ; তুমি অনুরূপ পতি-সমাগমে চিরসুখভাগিনী হইলেই তাঁহারা আপনাদের জীবন সার্থক বোধ করেন। কিন্তু হত-বিধাতার প্রতিকূলতায় তুমি এরূপ জনের প্রতি অনুরক্তা হইলে, যাহাকে কখনই দর্শন করিবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী হইয়া তোমার এই অলীক ভূমিতে অনুরাগ-সমর্পণ কিরূপে সম্ভব হইল? পরম ভক্তিভাজন জনক জননীরা সাতিশয় যন্ত্রণাভোগ করেন, ইহা কি তোমার প্রীতিকর হইতেছে? অকারণে যাবজ্জীবন আত্মসুখে জলাঞ্জলি দেওয়া কি বুদ্ধিমতীর কার্য্য হইতেছে? একবার স্বয়ংবরে কোন ফলোদয় হয় নাই ; কিন্তু তোমার অভিমত হইলে পুনর্ব্বার স্বয়ংবরের উদ্‌যোগ করা যায় অথবা অতি দূরতর-দেশীয় ভূপতিগণের চিত্রমূর্ত্তি সকল আনয়ন করিবার চেষ্টা করা যায়। যাহা হউক, তুমি এ বিপরীত বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং অন্য কোন সদ্‌গুণশালী পুরুষবরের দয়িতা হইতে অবহিতা হও।"

রোমাবতী মাতৃপরিচারিকার এই কথা শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "পিঙ্গলে! তুমি জননীকে আমার প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিবে, পিতা মাতা যন্ত্রণা ভোগ করেন, ইহা কোন্ পাপিষ্ঠের ইচ্ছা হইয়া থাকে? তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে সুখভোগ করেন, ইহাই আমার নিরন্তর অভিলাষ ; কিন্তু বামপ্রকৃতি বিধি আমার অভিলাষ কোন মতেই পূরণ করিতে দিতেছে না। আমি যাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, আমার চিত্ত নিরন্তরই কহিতেছে যে, 'তিনি মায়াময় নহেন, অবশ্যই তাঁহার সহিত তোমার সমাগম হইবে।' এই সংস্কার এখনও হৃদয়মধ্যে এতাদৃশ প্রবল না

থাকিলে আমি কি এত দিন জীবিত থাকিতাম? বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ না করিয়া এক পুরুষে অনুরক্ত হইয়া অন্যের প্রতি নেত্রপাত করা কামিনীগণের কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যাহার প্রতি অন্তঃকরণ একবার দৃঢ়রূপে অনুরক্ত হয়, পরিণয়কার্য্য সম্পাদন না হইলেও কি তিনি স্বামিরূপে পরিগণিত হয়েন না? হৃদয়-গৃহীত ও স্বজন-দত্ত পতির কিরূপে বৈলক্ষণ্য হইতে পারে? সাবিত্রী কি বুঝিয়া বর্ষমাত্র-জীবিত সত্যবানের প্রণয়িনী হইতে কোনরূপে সঙ্কুচিত হয়েন নাই এবং দময়ন্তীই বা কি কারণে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরিত্যাগ করিয়া নিষধরাজের দয়িতা হইয়াছিলেন? ফলতঃ যে স্ত্রী একবার হৃদয়-বৃত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি নেত্রপাত করিতে পারে, পতিপরিত্যাগিনী সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জিতা বারবনিতার সহিত তাহার বিশেষ কি আছে? অতএব পিঙ্গলে! তুমি জননীকে বুঝাইয়া বলিবে, যদি জগদীশ্বরের নিকট কোন মহাপরাধে অপরাধিনী না হইয়া থাকি, যদি স্বপ্নেও অন্য পুরুষের সমাগমাভিলাষ মনোমধ্যে উদিত না হইয়া থাকে, যদি পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অদ্যাপি ভুবনতলে বিদ্যমান থাকে, তবে অবশ্যই সেই হৃদয়রঞ্জনের প্রিয়তমা ও প্রাণবল্লভা হইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

পিঙ্গলা রাজনন্দিনীর এইরূপ সদুক্তিসন্দর্ভ শ্রবণ করিয়া নিরুত্তরা হইয়া মহিষীর নিকট প্রতিগমন করিলে পর রোমাবতী মাধবিকাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "প্রিয়সখি! পিতা-মাতা অপত্যবৎসলতার বশীভূত হইয়া অকর্ত্তব্য কর্ম্মও সাধন করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। আমি একের প্রতি আসক্তা হইয়া অন্য পুরুষের পত্নীত্ব স্বীকার করিলে যে ঘোরতর অধর্ম্ম জন্মিবে, ইহা তাঁহাদের বিলক্ষণ বোধ আছে। কিন্তু এ স্থলে তাঁহারা সেই অধর্ম্মকে অবহেলন করিলে, যদি আমাকে চির-সুখ-ভাগিনী করিতে পারেন, বোধ করুন, তবে তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, তাঁহারা কোন্ দিন বর-পাত্র মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আমার নিকট অনুরোধ জানাইবেন। সুতরাং আমি এইরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে মহাবিপদে পতিত হইব, অতএব আমাকে এখন সবিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রিয়সখি! বিবেচনা করিয়া দেখ, জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে মানবগণের কোন মনোরথই সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। তাঁহারা সহস্র কৌশল, সহস্র বুদ্ধিপ্রয়োগ ও সহস্র উপায় অবলম্বন করিলেও ঈশ্বরের প্রতিকূলতা থাকিলে কোনরূপেই আশা সফল করিতে সমর্থ হয়েন না। আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ দৃষ্টিপাত থাকিলে কত অসম্ভব, অতর্কিত ও অপ্রার্থিত অভীপ্সিত বিষয় সকল সম্মুখীন হইয়া তাহাদের অপরিসীম আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে। অতএব আমার মতে অভিলষিত বিষয় সমাধান করিবার জন্য জগদীশ্বরের উপাসনা করা অতি আবশ্যক হইয়াছে।" মাধবিকা কহিল, "সখি! তুমি যে কথা কহিতেছ, অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান করাই ইহার প্রকৃত উত্তর। দৈবানুগ্রহ ব্যতিরেকে মানবগণের মনোরথ সম্পন্ন হয় না, ইহাতে কাহার সংশয় আছে? অতএব তুমি দৈবানুগ্রহ-লাভের যে যে ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে, আমি শরীর, মন, প্রাণ সকল দিয়া তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতে কোন ক্রমেই ত্রুটি করিব না।" এইরূপ নানাবিধ কথোপকথনেই সে দিন অপগত হইল। কিন্তু পিঙ্গলার আগমন অবধি রাজনন্দিনী সর্ব্বদাই অনিষ্টাপাত শঙ্কা করিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এই সময়ে সাংবৎসরিক মধূৎসব-পর্ব্ব উপস্থিত হইল। পুরবাসী জনগণ আলোহিত পিষ্টাতক-বিকিরণ দ্বারা সমুদায় নগর

সিন্দূরবর্ণ করিয়া তুলিল। যুবকগণ যন্ত্রক-যোগে যুবতীদিগের উপর বর্ণিল জল নিক্ষেপ করিতে লাগিল; নানাবিধ কুসুমমালা সর্ব্বত্র বিন্যস্ত হইল; নর্ত্তক, গায়ক ও বাদকেরা স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া আপনাদিগের শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ময়ূরাক্ষীবাসী সমস্ত জনগণই মহামূল্য বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া উৎসব-রসে নিমগ্ন হইয়া গেল। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর একদা প্রভাত-কালে রাজমহিষী উৎসব-সময়ে রোমাবতী কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন জানিবার জন্য তাঁহার ভবনে উপনীত হইলেন, কিন্তু গৃহের চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন উৎসবব্যাপৃত অপরাপর পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল, "স্বামিনি! আমরা অদ্য প্রভাত অবধি রাজনন্দিনীকে দেখিতে পাই নাই, মনে করিয়াছিলাম, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া থাকিবেন; কিন্তু আপনার আগমন দর্শনে এক্ষণে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।" এই কথা শ্রবণমাত্র মহিষী ত্বরিত-পদে আপনার ভবনে গমন করিলেন; কিন্তু তথায়ও আত্মজার কোন অনুসন্ধান না পাইয়া সাতিশয় ব্যাকুল-হৃদয়ে ও আর্ত্তস্বরে বৎসাবলোকনার্থ নবপ্রসূতা ধেনুর ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। পরে মাধবিকার অন্বেষণ করাতে তাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন রাজনন্দিনী মাধবিকার সহিত রজনীতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, এই কথা পুর-মধ্যে প্রচারিত হইয়া উঠিল। এই ব্যাপার ক্রমে ক্রমে রাজারও কর্ণগোচর হইলে তিনি বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিয়া নগরী ও তাহার পর্য্যন্তবর্ত্তী গ্রাম সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাদের অনুসন্ধান পাইলেন না। রাজা ও রাজমহিষী বৃদ্ধবয়সে দরিদ্রের ধনের ন্যায় সেই কন্যাধন প্রাপ্ত হইয়া সংসার সুখের সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ধন এইরূপে অকস্মাৎ হারাইয়া তাঁহারা যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। রোমাবতী কোথায় গেল, কি জন্য গেল, ইহা কেহই অবধারণ করিতে না পারিয়া নানা জনে নানারূপ তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। নগরীতে উৎসব হইতেছিল, তাহা একেবারেই প্রতিষিদ্ধ হইল। নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই রাজা ও রাজমহিষীর বিলাপ দর্শনে যৎ-পরোনাস্তি খিদ্যমান হইল। রাজমহিষী 'রোমাবতীকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব' বলিয়া অধ্যবসিত হইলেন। নরপতি নানাবিধ প্রবোধ-বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া অশেষদেশভাষাভিজ্ঞ, বিবিধাচারনিপুণ কতিপয় চরকে তাঁহাদিগের অন্বেষণের নিমিত্ত দিগ্‌দিগন্তে প্রেরণ করিলেন।

তৃতীয় উল্লাস।

প্রীতি এক অদ্ভুত পদার্থ। মানবগণ প্রীতি-পাশে বদ্ধ হইলে পৃথিবীর অপরাপর সমুদয় সুখেই জলাঞ্জলি দিতে পারেন। যে পুরুষ একবারমাত্র দর্শন দিয়া রোমাবতীকে লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত করিয়াছিলেন, রোমাবতীও তাঁহাকে অশেষ দুঃখে পাতিত করিতে কোনরূপেই ত্রুটি করেন নাই। বসন্তোৎসবের কতিপয় দিবস পরেই একদা এক ব্রাহ্মণকুমার রাজা পুরঞ্জয়ের রাজসভায় উপনীত হইলেন। তিনি অলৌকিক রূপলাবণ্যশালী হইলেও তাঁহার মুখমণ্ডলে কেবল শোকই মূর্ত্তিমানরূপে লক্ষ্য হইতেছিল। রাজা অভ্যাগত দ্বিজকুমারের যথোচিত সম্মান ও সৎকার করত উপবেশন করাইলেন। অনন্তর তাঁহার নাম, ধাম ও আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আমার নাম মাধব, এ দেশে আমার নিবাস নহে। আমি যে কথা নিবেদন

করিতে আগমন করিয়াছি, নিতান্ত নিস্রূপ দুঃসাহসিক না হইলে কোনরূপেই তদর্থ আসিতে পারিতাম না। মহারাজ! আমি এবং রঞ্জন নামে আমার এক প্রিয়সুহৃৎ উভয়ে নানা জনপদ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে কৈলাসনাথ-দর্শনাভিলাষে এই কৌশিকী নদী দিয়া গমন করিতেছিলাম। প্রায় একমাস অতীত হইল, একদা আমাদিগের তরণী এই রাজধানীর নিম্নভাগে উপস্থিত হইলে নাবিকেরা এই স্থানেই নৌকা বদ্ধ করিল। আমরা দুই বন্ধুতে ভোজনাদি সমাপন করিয়া মহারাজের এই রাজধানীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিবার অভিলাষে তীরে উত্তীর্ণ হইলাম এবং ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে জল্পনকারী জনগণের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, অদ্য অপরাহ্ণে এই তরঙ্গিণীর তীরবর্ত্তী কোন প্রান্তরভাগে ইন্দ্রজালক্রীড়া পরিদর্শিত হইবে। শ্রুতিমাত্র আমরা উভয়ে কৌতুকাকুলিতহৃদয়ে সেই স্থানে গমন করিলাম এবং এক অশোকশাখীর মূলদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রীড়াকৌশল অবলোকন করিতে লাগিলাম। ক্রীড়াদর্শনসময়ে বিষয়ান্তরে আমার তাদৃশ অভিনিবেশ ছিল না। অনন্তর ক্রীড়াভঙ্গ হইলে পর বন্ধুকে নৌকায় গমনের নিমিত্ত আহ্বান করিয়া দেখি যে, তিনি যেন কোন বিষয়ান্তরজ্ঞানশূন্য তত্ত্বদর্শী যোগীর ন্যায় উন্নতবদনে ও নির্নিমেষনয়নে কাহার ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। আমি বারংবার শরীরে করাঘাতপূর্ব্বক আহ্বান করাতে তিনি সহসা বীতনিদ্রের ন্যায় একেবারে চকিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকাল আমারই প্রতি শূন্যদৃষ্টিতে নেত্রপাত করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তামগ্ন হইলেন। আমি তাদৃশ স্থানে বন্ধুর অকস্মাৎ সেইরূপ ভাবান্তর ও অবস্থান্তর দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইলাম এবং কি জন্য তিনি সহসা ঈদৃশাবস্থ হইলেন, জানিবার নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু অন্তঃসন্তাপসূচক দীর্ঘনিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই উত্তর পাইলাম না। পরে তরণীতে গমন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করাতে তিনি আমার অংসদেশে বাহু নির্ভর করিয়া অগত্যা যাইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে নৌকায় আনয়নপূর্ব্বক সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইলাম এবং পার্শ্বদেশে উপবেশনপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে এই আগন্তুক ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিতান্ত দীনবচনে কহিলেন, 'সখে মাধব! তুমি আমাকে অনেক সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়াছ, কিন্তু বোধ হয়, এইবারের সঙ্কট সেই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। ইন্দ্রজাল দর্শন করিতে গিয়া আমরা যে তরুতলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম, তাহারই সম্মুখভাগস্থ প্রাসাদের উপরিভাগে স্থিরতর সৌদামিনীর ন্যায় সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী এক কামিনী নেত্রগোচর করিয়াছি। সে কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি বিদ্যাধরী, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফলতঃ তাহার সেই নয়নোন্মাদকর রূপ এবং উদার-গুণ পিশুন বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আমি এই প্রকার ব্যাকুল হইয়াছি, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।'

আমি প্রিয়বন্ধুর এইরূপ অসঙ্গত অস্থানানুরাগের বিষয় অবগত হইয়া বহুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাবে রহিলাম। পরে তাঁহার সে ভাব অপনীত করিবার অভিলাষে পরিহাসগর্ভ বচনে কহিলাম, 'মিত্র! সুহৃৎ কোন উৎপথে পদার্পণ করিলে বা কোন দুর্লভ বিষয়প্রাপ্তির অভিলাষী হইলে সুহৃজ্জনে তাঁহাকে নিবারণ করে এবং তদুপলক্ষে স্নেহগর্ভ তিরস্কারও করিয়া থাকে। কিন্তু আমি সে উভয়ের কিছুই করিতে চাহি না। মনুষ্যের শুভাশুভ সমুদয় ব্যাপারই ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ ঘটিয়া থাকে। যদি তিনি নিতান্তই তোমাকে লোকের উপহাসাস্পদ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তবে আমার নিবারণ বা তিরস্কার কিছুতেই তোমার চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিবে না।

কিন্তু ইহাও একবার বিবেচনা করা উচিত যে, তুমি এ দেশে অজ্ঞাত-কুলশীল আগন্তুক ব্যক্তি; সামান্য পথিকরূপে এ স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছ। যে কামিনীকে নয়নগোচর করিয়াছ বলিতেছ, বোধ হয়, তিনি অত্রত্য কোন বিভবশালী জনের দুহিতা হইবেন। এ স্থলে তাদৃশ জনের প্রতি তোমার এই অকারণানুরাগ পরিণত বিষ-ফলে বায়সের চঞ্চুপুটাঘাতের ন্যায় কি একান্ত উপহাসাস্পদ হইবে না? বন্ধো! তুমি নানা শাস্ত্রে প্রবীণ হইয়াছ, অসঙ্গত আশা কেবল ক্লেশকারিণী ও হৃদয়শোষিণী, এই সামান্য নীতিসূত্র তোমার নিকট আর কি আম্রেড়িত করিব? আহা! আন্বীক্ষিকীবিচক্ষণ পণ্ডিতপ্রবর মনকে যে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা উচিতই হইয়াছে, যে মন অবলাদিগের কটাক্ষমাত্রে দর্শনে এতাদৃশ অসার হইয়া পড়ে, তাহাকে সহস্র খণ্ড করিলেও রাগ যায় না। যাহা হউক, সখে! আর এখন পরিহাসের সময় নহে, তোমাকে যথার্থ অসুস্থ দেখিতেছি। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, বিকারের হেতু শীঘ্রই পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই নগরীতে তোমার চিত্তবিকার জন্মিয়াছে, অতএব এ স্থানে যতক্ষণ অবস্থান করিবে, ততক্ষণই সেই চিন্তা তোমাকে প্রবলরূপে অভিভূত করিয়া রাখিবে, অতএব সত্বরে এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই উচিত কল্প।'

এইরূপ ও অপররূপ নানাবিধ উপদেশবহুল বচনবিন্যাস, পরিহাসগর্ভ আলাপ এবং চিত্তাকর্ষক নানা উপাখ্যান বর্ণন করিয়া তাঁহাকে অন্যাসক্ত করিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তিনি আমার কোন কথারই প্রায় উত্তর করিলেন না, কেবল বামকরে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক সরসিজসংযুক্ত শশধরের ন্যায় অপূর্ব্বরূপ শোভমান হইয়া সমস্ত রজনী অতিবাহন করিলেন। অনন্তর প্রভাত হইতে না হইতেই আমি কৈলাস-দর্শনাভিলাষ রহিত করিয়া স্বদেশগমনাভিলাষে নাবিকদিগকে আজ্ঞা দিয়া নৌকা খুলিয়া দিলাম। নৌকা দক্ষিণবাহিনী হইয়া গমন করিল, কিন্তু বন্ধুর হৃদয় অয়স্কান্তমণি-শলাকার ন্যায় উত্তর দিকেই ধাবমান হইতে লাগিল। গব্যূতিচতুষ্টয় মাত্র পথ অতিক্রান্ত হইলেই তিনি আর তরণীর অভ্যন্তরে থাকিতে পারিলেন না। উহা তাঁহার পক্ষে কারাগারস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি নৌকা বদ্ধ করিয়া তীরে উঠিবার জন্য আমাকে সাতিশয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয় স্থান সকল দর্শন করিলে চিত্তবৃত্তি স্থির হইলেও হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমিও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমাদিগের নৌকা একটি ক্ষুদ্র গণ্ড-শৈলের সন্নিধানে বদ্ধ হইল। আমরা দুই জনে তীরে নামিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিলাম, অনন্তর পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া সেই গণ্ড-শৈলের উপত্যকাভূমিতে ভ্রমণ করিতে চলিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, এই সকল দর্শন করিলে বন্ধুর মনস্তাপ কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া প্রজ্বলিত তৈলকটাহে সলিল-ক্ষেপের ন্যায় উহা আরও সন্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এই স্থান হইতে ময়ূরাক্ষী অনেক দূরবর্ত্তিনী, ইহা জানিয়াও বন্ধু মধ্যে মধ্যে আমার অলক্ষিতরূপে প্রপদে দণ্ডায়মান হইয়া উন্নত বদনে ময়ূরাক্ষী দর্শনের জন্য যত্নবান্ হইলেন। তৎকালে তাঁহার সেইরূপ ভাব অবলোকন করিয়া আমি যে কতই অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। যাহা হউক, এইরূপে কিয়ৎকাল তাঁহাকে তথায় ভ্রমণ করাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকায় আনয়ন করিলাম। সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান হইল। পরদিন প্রত্যূষেই নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সে দিনও পূর্ব্ব-দিবস অপেক্ষা অধিক পথ যাওয়া হইল না। এইরূপে আমি বন্ধুকে লইয়া কোন দিন পাঁচ ক্রোশ, কোন দিন আট ক্রোশ এবং

উদ্ধসংখ্যায় কোন দিন দশ ক্রোশ পথ গমন করিয়া এ নগরী হইতে, প্রায় শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলাম। কিন্তু এই কালাতিক্রম ও দেশাতিক্রম দ্বারা তাঁহার উৎকণ্ঠাকুল মনোবৃত্তি কিঞ্চিন্মাত্রও সুস্থ হইল না। পরিশেষে যখন আমি নিতান্তই বুঝিলাম যে, এ অনুরাগ কোনরূপেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার নহে এবং বলপূর্ব্বক ইহার প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে অনিষ্ট বৈ কোনরূপে ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আমি নাবিকদিগকে সেই স্থানেই কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া এবং 'আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত ময়রাঙ্গী গমন করিতেছি, যাবৎ আমি প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ অবহিত হইয়া এই স্থানে থাকিবে, শরীরের প্রতি কোনরূপে অবহেলা করিবে না। তুমি নিশ্চয় জানিও, মনোরথ-সিদ্ধির উপায় না করিয়া আর তোমাকে মুখ দেখাইব না', তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া এবং নাবিকগণকে সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবার আদেশ দিয়া আমি এই নগরীর অভিমুখে পদব্রজেই যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে যে কত কষ্টভোগ করিয়াছি, তাহা আর বর্ণন করিয়া কি জানাইব?

অদ্য বেলা চারি দণ্ডের সময়ে এই নগরীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এতাবৎকাল অপসংঘটিত বিপদ্‌রাশি অতিক্রমণের চিন্তাতেই এতাদৃশ অভিভূত ছিলাম যে, অন্য চিন্তা করিবার কিঞ্চিন্মাত্র অবসর প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে আমাকে যেমন সে চিন্তা পরিত্যাগ করিল, অমনি অপর এক চিন্তা উপস্থিত হইয়া প্রবলরূপে আক্রমণ করিল। তখন মনে হইল, "আমি কি মূঢ়! আমি কি উদ্দেশে এ স্থানে আগমন করিলাম? 'আমার বন্ধু ইন্দ্রজাল-দর্শনাবসরে এ নগরীর কোন্ কামিনীকে অবলোকন করিয়া বিহ্বল হইয়াছেন?' এ কথা আমি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব এবং কেই বা ইহার সদুত্তর প্রদান করিবে? বন্ধু মধ্যে মনোবেদনা বর্ণনাবসরে আমার নিকটে সেই কামিনীর কথা যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে অনূঢ়া এবং ধর্ম্মপরায়ণা, তাহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু তিনি কোন্ গৃহের অলঙ্কার বা কোন্ পিতামাতার হৃদয়দেশে বাস করেন, এই অনন্যবিদিত সমাচার কিরূপে বাহির করিব? সর্ব্বথা 'আমি তোমার অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া মুখ দেখাইব না', সুহৃদের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আগমন করায় আমার অতি অদূরদর্শিতাই প্রকাশ হইয়াছে।' আমি কি বলিয়া এখন তাঁহার নিকটে প্রতিগমন করিব? আশা-বদ্ধ প্রণয়িজনের জীবন কুসুমের বৃন্তস্বরূপ। আমি তথায় ফিরিয়া গিয়া সেই বৃন্ত কর্ত্তন করিয়া দিলে কিরূপে তাঁহার জীবন রক্ষা সম্ভবিতে পারে? এই নগরীর উপকণ্ঠে এক তরুতলে একাকী উপবেশন করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিলাম, এখন লজ্জা, ভয়, সম্ভ্রম, সুহৃৎস্নেহ ও সাহস পর্য্যায়ক্রমে আমার হৃদয়মধ্যে আবির্ভূত হইতে লাগিল। পরিশেষে নানারূপ চিন্তার পর স্থির করিলাম যে, এতদূর আসিয়া কিঞ্চিন্মাত্র অনুসন্ধান না করিয়া প্রতিগমন করা কাপুরুষের কর্ম্ম। অন্য ব্যক্তির নিকট ইহা জানিবার কোন উপায় দেখি না। যে বিষয় অন্য লোকের সম্পন্ন করিতে কত অন্তরায়, কত বিলম্ব ও কত অসুবিধা ঘটে, রাজারা মনে করিলে নিমিষমধ্যে সে বিষয় সম্পন্ন করিয়া দিতে পারেন। বিশেষতঃ যদি প্রার্থনা করিতে হয়, মহৎ লোকের নিকটেই করা উচিত। অতএব এই বিষয় আমি নররাজ-প্রতিম মহারাজ নৃবরের নিকট নিবেদন করি, যদি ইহার কোনরূপে সুবিধা সুযোগ থাকে, তবে তাঁহা হইতেই হইবে, অন্যের নিকট প্রার্থনা করা বিফল, এইরূপ অবধারণ করিয়া আমি শ্রীমৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ! পূর্ব্বাপর সমস্ত অবগত হইলেন, এক্ষণে মহাকুল-প্রসূত, বিবিধ বিদ্যাবিশারদ,

ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, ভুবন-জন-গণ-মনোরঞ্জন আমার পরমসুহৃৎ রঞ্জনের জীবন-রক্ষার যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহা সম্পাদন করিয়া তাঁহার ও তদেকাধীনজীবন আমার এই দুই ব্রাহ্মণ-কুমারের জীবন-দানের সম্পূর্ণ ফল লাভ করুন।”

রাজা পুরঞ্জয় আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাতাহতি-রহিত সাগরের ন্যায় ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজস্র বারি-ধারা পতিত হইতে লাগিল, মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিলেন, “হা বৎসে রোমাবতি! হা হৃদয়ানন্দিনি! হা মধুরভাষিণি। একবার সেইরূপ স্মিত-মুখে আমার অঙ্কে অধিরোহণ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিয়া দেও। আমি কি জন্মের মত তোমার সেই চন্দ্র-বদন দর্শনে একবারে বঞ্চিত হইলাম! বৎসে! আমি তোমার সেই অলৌকিক রূপমাধুরী অবলোকন করিয়া পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম যে, তুমি কোন শাপভ্রষ্টা দেবী হইবে, কেবল আমাকে পিতৃসম্বোধনে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। কিন্তু দেবী হও আর যাহাই হও, পিতা বলিয়া আমার প্রতি চিরকাল অসাধারণ ভক্তি করিয়াছিলে, অতি সামান্য কর্ম্মে কখনও আমার অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবৃত্ত হও নাই। কিন্তু এক্ষণে কি জন্য আমার এরূপ অবমাননা করিলে? কোথায় গেলে? কি জন্য গেলে? একবার বলিয়াও গেলে না? দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস বা পন্নগ কে তোমাকে হরণ করিল, একবার জানিতেও পারিলাম না। হা পুত্রি! চক্রধরে কমলার ন্যায় যাহাতে তুমি একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিলে, যাঁহাকে তুমি দেব, যক্ষ, কিন্নর বা অলীক পদার্থ বলিয়া বোধ করিয়াছিলে এবং যাঁহার প্রতি অনুরাগই তোমার সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিবার নিদানীভূত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ-কুমার-মুখে তোমার হৃদয়-গৃহীত আমার সেই জামাতার ঈদৃশী অবস্থা শ্রবণ করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া আছ? আহা! জামাতায় রাজ্য প্রদান করিয়া তোমাকে রাজমহিষী দেখিব বলিয়া মনে কতই সাধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে জামাতা উপস্থিতপ্রায়, নন্দিনি! আইস, আমি হিমালয়ের ন্যায় হইয়া হর-গৌরীসদৃশ তোমাদের দুই জনকে সংবদ্ধ করিয়া দিয়া সেই বাসনা পূরণ করত বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন করি।

নরপাল এইরূপ বিলাপবচনে সভা-মণ্ডপে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে সভাস্থ যাবতীয় লোকেই তাঁহার শোকে শোকাকুল হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মাধব এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, যিনি তাঁহার সুহৃদের হৃদয়াকর্ষিণী হইয়াছিলেন, তিনি এই রাজারই কন্যা। কিন্তু রাজার বিলাপ-শ্রবণে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে, তিনি প্রিয়সুহৃদের হৃদয়পূজার নিমিত্ত অনেক কণ্টক-বন ভেদ করিয়া যে কুসুম-মঞ্জরীটি তুলিতে আসিয়াছিলেন, বুঝি কৃতান্তকীটে তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়াছে। অনন্তর তিনি একজন সভাসদ-প্রমুখাৎ রাজকন্যার ইন্দ্রজাল-দৃষ্ট পুরুষবিশেষে পূর্ব্বরাগ অবধি মাধবিকা নামক পরিচারিকার সহিত তাঁহার অদর্শন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হর্ষ শোকে একেবারে জড়প্রায় হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তবে ত বন্ধুর অনুরাগ অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। হইবেই বা কেন? মধুকর কমলিনী ভিন্ন কখন কি পলাশ-কুসুমের অভ্যন্তরে বদ্ধ হইয়া থাকে? সাগর নদীমুখ ব্যতিরেকে কখন কি অন্য দিকে ধাবমান হয়? জলধর সৌদামিনী ভিন্ন অপর নারীকে কি কখন অঙ্কমধ্যে স্থান দান করে? যে কামিনী তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরাগিণী হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত বন্ধুর তাদৃশ বৈমনস্য অযুক্ত নহে। ফলতঃ বিধাতা তাদৃশ নায়কে এতাদৃশী নায়িকাকে বদ্ধানুরাগা করিয়া রত্নের সহিতই কাঞ্চন-শলাকাকে সংযো-

ন্তিত করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু তিনি প্রথমে এতাদৃশ অনুকূলতা দর্শাইয়া শেষে এরূপ বিড়ম্বনা করিতেছেন কেন? এক্ষণে রোমাবতী কোথায়? কোথায় যাই? কোথায় যাইলে প্রিয়সখীর দর্শন পাই? তাদৃশ মহানুভব-প্রকৃতি কামিনীজন একত্র দণ্ডহৃদয় হইয়া অন্যত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, স্বপ্নেও ইহা সম্ভাবিত নহে। পিশাচ, যক্ষ বা রাক্ষসে তাদৃশী সাধ্বীকে অপহরণ করিয়াছে, ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? যাহা হউক, এক্ষণে আমি মহারাজের পুরাতন শোক নবীভূত করিয়া দিলাম, অতএব অগ্রে ইঁহাকে সান্ত্বনা করা কর্ত্তব্য হইতেছে, কিন্তু কি বলিয়াই বা সান্ত্বনা করি?

মাধব এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হওয়াতে সভাভঙ্গ হইল। নরবর শোকে একান্ত অধীর হইয়াও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানভঙ্গ-ভয়ে সংসদাগত সমস্ত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা সহকারে বিদায় করিয়া প্রধান অমাত্যের হস্তে মাধবের ভার অর্পণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সে দিন ময়ূরাঙ্গীতে রোমাবতী, রঞ্জন ও মাধবসংক্রান্ত ভিন্ন অন্য কথা আর কিছুই নাই। কি রাজভবন, কি নাগরিক ভবন, কি রথ্যা, কি আপণ, কি নদীপুলিন, যেখানে দুই চারি জনের সমাগম, সেইখানেই ঐ কথার জল্পনা হইতে লাগিল। রাজমহিষী ও অপরাপর অন্তঃপুরিকাগণের শোকানল রোমাবতীরঞ্জন রঞ্জনের সুহৃদের সমাগম শ্রবণে পুনর্ব্বার নবীভূত হইয়া উঠিল। তাঁহারা যে রোমাবতীকে মনে হইলে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন, এক্ষণে সেই রোমাবতী তাঁহাদের হৃদয়মধ্যে যত অধিক উদিত হয়েন, ততই তাঁহাদের যন্ত্রণানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

এ দিকে মাধব অমাত্যনির্দ্দিষ্ট আবাসভবনে গমন করিয়া স্নানাহ্নিকাদি মধ্যাহ্নকৃত্য সমুদয় সমাপন করিলেন। বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে, এমত সময়ে এক জন প্রতীহারী আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিল, "মহাশয়! মহারাজ বিশ্রাম-গৃহে উপবেশনপূর্ব্বক আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।" মাধব শুনিবামাত্র ব্যগ্রচিত্ত হইয়া প্রতীহারীর সমভিব্যাহারে কৃপাণপাণি শত শত রক্ষি-পরিবৃত রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, ক্ষিতিপাল এক উত্তুঙ্গ পল্যঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, পরিচারিকগণ উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চামরব্যজন করিতেছে। তিনি প্রবেশ করিয়া যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ সহকারে রাজাকে সংবর্দ্ধনা করত পরিচারিকাদত্ত বেত্রাসনোপরি উপবিষ্ট হইলে পর মহীপাল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস মাধব! তুমি বালক বট, কিন্তু তোমাকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ দেখিতেছি। রোমাবতীকে পাই আর নাই পাই, যখন সে মানসে রঞ্জনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তখন তিনি যে হউন, তিনিই আমার জামাতা, সুতরাং তৎসহচর তুমিও আমার পুত্র তুল্য হইলে, অতএব তোমার নিকট আমার মনের কথা ব্যক্ত করিবার বাধা কি? বৎস! আমি যে রোমাবতীর মুখচন্দ্র আর অবলোকন করিতে পাইব, ক্ষণকালের নিমিত্ত সে আশা করি না। কারণ, যদি আমাকে সেরূপ সুখী করিবার অভিলাষই বিধাতার থাকিত, তবে তিনি আমার এই জরা-শিথিল হস্ত হইতে সেই যষ্টিটি কখনও হরণ করিয়া লইতেন না। যাহা হউক, এক্ষণে আমার ইহাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, কল্য প্রভাতে তুমি কতিপয় আমাত্রিক সমভিব্যাহারে যে স্থানে আমার রঞ্জন তোমার মুখপ্রতীক্ষা করিয়া আছেন, তথায় গমন কর এবং তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া এই স্থানে আনয়ন কর। যদি রোমাবতী কাহারও কর্ত্তৃক অপহৃতা না হইয়া থাকে এবং যদি সে অধর্ম্মপথে পদার্পণ না করিয়া থাকে, ধর্ম্ম সাক্ষী! আমি অকপট-চিত্তে কহিতেছি যে, আমি রোমাবতী তাঁহাকেই

প্রদান করিব। আর যদি দুর্দৈব বশতঃ রোমাবতীকে আর নাই পাইতে হয়, তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অত্রত্য কোন সুশীলা স্বরূপা ব্রাহ্মণতনয়াকে পুত্রিকারূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত রঞ্জনের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করত তাঁহাকে সেই জামাতাই বজায় রাখিব এবং পরে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তোমাকে তাঁহার মন্ত্রিত্বে অধিকৃত দেখিয়া সংসারবাসনা বিসর্জ্জন করিব।"

নরনাথ এইরূপ কহিয়া উচ্ছলিত অশ্রু-প্রবাহ বসনাঞ্চলে প্রোঞ্ছন করিতে আরম্ভ করিলে মাধব কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "মনুজেশ্বর! আপনার সরলতা, উদারাশয়তা ও ধার্ম্মিকতা যেরূপ প্রথিত আছে, পূর্ব্বোক্ত বচন-বিন্যাস তদনুরূপই হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি রোমাবতীর পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইবেন না। তিনি অতি সাধ্বী, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, কাহার সাধ্য? পন্নগের শিরোরত্ন-গ্রহণে হস্ত প্রসারণ করিতে কাহার সাহস হয়? আপনার কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া তিনি যে অপথে পদার্পণ করিবেন, ইহা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে; নন্দনবনে কি কখনও বিষলতা জন্মিতে পারে? আমার ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, আপনারা তাঁহাকে ইন্দ্রজাল-দৃষ্ট অলীক পুরুষে অনুরক্তা ভাবিয়া পুরুষান্তরে অর্পণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার পাতিব্রত্য-ভঙ্গ হইত, তিনি সেই ভয়ে কোন বিজন প্রদেশে গমন করত স্বকীয় অভীষ্টসিদ্ধির অভিলাষে তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিয়াছেন! যাহা হউক, মহারাজ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। কতিপয় আনুযাত্রিক আমার সহিত গমন করুক, আমি প্রথমতঃ গিয়া প্রিয়সুহৃদকে সমভিব্যাহারী করিয়া লই। পরে তিনি এই সকল আনুযাত্রিক এবং আমি একত্র মিলিত হইয়া অবশ্যই রোমাবতীকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিব এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে, কিয়দ্দিনের মধ্যেই আপনার দুহিতা ও জামাতা উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া এই নগরে আগমন করিব। যদি আমি নিতান্তই এই প্রতিজ্ঞা-পালনে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তবে স্বয়ং সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিব।"

মনুজনাথ মাধবের এই সকল প্রস্তাবে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পরদিন প্রভাতে এক দল সেনা সমভিব্যাহারে দিয়া তাঁহাকে রঞ্জনের উদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্থ উল্লাস।

এ দিকে মাধব যে স্থানে রঞ্জনকে অবস্থাপিত করিয়া তাঁহার হৃদয়াপহারিকার উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন, রঞ্জন তিন দিন কাল অতিকৃচ্ছ্রে তথায় অবস্থান করিলেন। ঐ দিনত্রয়ের এক এক মুহূর্ত্ত তাঁহার এক এক যুগবৎ দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যখন তিনি প্রিয়ানুধ্যানে মগ্নচিত্ত হইয়া ভোজনাদি দিবস-কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইতেন এবং তৎসমাগম-লাভে নিতান্ত হতাশ হইয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাভোগ করিতেন, তখন তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানারূপ প্রবোধবচনে তাঁহাকে স্থিরচিত্ত করত ভোজনাদি করাইতেন। এখন আর সে সম-দুঃখ-সুখ সুহৃৎ নিকটে নাই; কে তাঁহার ক্ষুধা বুঝিয়া অন্নদান করে? কেবা তাঁহার যন্ত্রণানলে প্রবোধামৃত বর্ষণ করে? ভৃত্যপক্ষীর সামান্যজনের দ্বারা কি সে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে? যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহার সুহৃদ্বিরহও প্রিয়া-বিয়োগের ন্যায় সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিল; তাঁহার শরীর দিন দিন নিতান্ত ক্ষীণ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি এই যন্ত্রণাগ্নি কোনরূপে সহ্য করিতে না পারিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে

অতি প্রত্যূষে তরণী হইতে অবতরণপূর্ব্বক যে দিকে তাঁহার প্রিয়তমা বাস করিতেছেন এবং যে দিকে তাঁহার প্রিয়তম পরমসুহৃৎ গমন করিয়াছেন, একাকী সেই দিকের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

এই পথে তিনি কখনও পদব্রজে গমন করেন নাই। এই স্থান হইতে ময়ূরাঙ্গী কত দূর, তাহাও জানিতেন না। পথিমধ্যে নদী, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, প্রান্তর বা অরণ্য কি কি ব্যবধান আছে, তাহা কখনও শ্রবণ-গোচর করেন নাই। তথাপি কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কু-চিত না হইয়া কৌবেরী দিক্ লক্ষ্য করিয়া অনবরত গমন করিতে লাগিলেন। পথ চলা তাদৃশ অভ্যাস ছিল না, তথাপি ভৃত্য-দিগের কর্ত্তৃক পাছে ধৃত হয়েন, এই ভয়ে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। পশ্চাদ্‌ভাগে কোন শব্দ হইলেই অমনি সভয়ে বিবৃত্ত-মুখ হইয়া দর্শন করেন। কণ্টক-উপল কীলক প্রভৃতি চরণে বিদ্ধ হইয়া শোণিতাক্ত হই-লেও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগনির্ঝরিণী সকল এক এক লম্ফে পার হইয়া যান। সব্যে বা অপসব্যে গ্রাম, নগর বা লোকালয় আছে কি না, তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন না। পথ অপথ উভয়েই সমজ্ঞান। কোন স্থানে স্খলিতপদ হইয়া পতিত হইলে উত্থান-প্রযত্নেও কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হয়েন; কিছুতেই তাঁহার গমনের প্রতিরোধ হয় না।

এইরূপে বাত্যার ন্যায় অনবরত বেগে গমন করিয়া বেলা সার্দ্ধৈকপ্রহর সময়ে এক স্থানে একবার গতিরোধ করত দণ্ডায়মান হইলেন এবং সর্ব্বতঃ দত্ত-দৃষ্টি হইয়া দেখি-লেন যে, অগ্র, পশ্চাৎ, বাম, দক্ষিণ চারি-দিকেই নিবিড় অরণ্য; মনুষ্যের গমনা-গমনের চিহ্নমাত্রও কোথাও নাই, কেবল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহগণ শ্যামবর্ণ পল্লবা-বলী দ্বারা সূর্য্যাতপ নিবারণ করত সমুদয় স্থান অন্ধকারাবৃত করিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে ময়ূর-ময়ূরীগণ কেলি করিতেছে, কোন স্থানে শাবক-সমেত হরিণযূথ, ছাগযূথ ও মেষযূথ বিচরণ করি-তেছে, কোন স্থানে গিরিনদী সকল পুরো-বর্ত্তী পাষাণে প্রতিহত হইয়া কলকল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে এবং উহাদের তীরবর্ত্তী বানীর-বনে নানাবিধ বিহঙ্গমগণ কলরব করিতেছে। বনের ভূমিসকল কোথাও সমতল, কোথাও নিম্ন, কোথাও ক্ষুদ্র গণ্ডশৈলের ন্যায় উন্নত হইয়া রহিয়াছে। কোন দিকে বিকসিত সপ্তপর্ণ-কুসুমের সৌরভে, কোন স্থানে উন্মীলিত স্বর্ণচম্পকের সুগন্ধে, কোথাও বা ইভ-দলিত সর্জ্জতরুর নির্য্যাসের আমোদে সমুদয় বিপিন আমো-দিত হইয়াছে।

রম্য বস্তু সংযোগীরই ভাল লাগে, বিয়ো-গীর পক্ষে উহা বিষবৎ বোধ হয়। রঞ্জন এই রমণীয় প্রদেশ সকল অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় সেই জনসমাগমশূন্য গহনে পুনর্ব্বার অবগাহন করিলেন এবং কোন স্থানে উপবেশন না করিয়া লোকালয়-প্রাপ্তির আশয়ে ক্রমিক চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা দ্বিপ্র-হর হইল। বন আর ফুরায় না। তাঁহার হস্ত-পদাদি ক্রমশঃ ভার বোধ হইতে লাগিল এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে উদ্রেকোন্মুখ হইল। তিনি 'এই বৃক্ষাবলীটি ছড়াইলেই লোকালয় পাইব,' 'ঐ পাদপ-মণ্ডলিটি পার হইলেই বনপ্রান্তে উপস্থিত হইব,' এইরূপ আশা করিয়া যে কত পথই গমন করিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পরিশেষে তিনি লোকালয়ের পরিবর্ত্তে এক ভয়ঙ্কর প্রান্তরভূমিতে উপনীত হইলেন। ঐ প্রান্তর বনের ঠিক মধ্য-স্থলে অবস্থিত। উহার মধ্যে এক একটি বৃক্ষ বা কতকগুলি গুল্ম এবং কোন কোন স্থানে এক একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ও দৃশ্যমান হয়। তদ্ভিন্ন অপর চতুর্দ্দিকই কেবল ধূ ধূ করিতেছে, ঐ সময়ে একে নিদাঘ-কাল, তাহাতে আবার তখন দিনমণি গগনমণ্ড-লের ঠিক মধ্য-ভাগে উত্তীর্ণ হইয়া খরধার

শরের ন্যায় করজাল নিক্ষেপ করিতে-ছিলেন।

যেরূপ রমণীয় বনভূমি অবলোকন করিয়াছিলেন, উহা সেরূপ নহে। তিনি ঐ প্রান্তরের কিয়দ্দূর গমন করত দণ্ডায়-মান হইয়া বনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, কোন স্থান নীলবর্ণ তরুমণ্ডলীতে সুশোভিত হইয়া মনোরম স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু কোন ভাগের পরিসর এরূপ সূক্ষ্ম যে, দেখিলে ভয় হয়। এক দিক্ পতত্রিগণেরও কূজিত-শূন্য হওয়াতে একান্ত স্তিমিত ও অপর দিক্ প্রোচ্চণ্ড সত্ত্বসমূহের গভীরগর্জ্জনে নিনাদিত। এক ভাগে নীলকান্ত ঘনাবলী আসিয়া উচ্চ-তর তরুশিখর অবলম্বন করিয়াছে এবং অপর ভাগে সজীব বনস্পতি সকলও দাবা-নলে দগ্ধ হইতেছে। তথাকার স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর অজগর সকল বৃক্ষমূল বেষ্টন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে এবং তাহাদের শ্বাসপবনের সহিত প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা বিনির্গত হইতেছে। কি ভয়ঙ্কর সময়! তখন সমুদয় জীব-জন্তু এরূপ তৃষাতুর যে, ঐ সকল ভুজঙ্গমের গাত্র হইতে যে স্বেদজল নির্গত হইতেছিল, কৃকলাসেরা যূথে যূথে আসিয়া নির্ভয়ে উহা পান করিতে লাগিল।

এক্ষণে রঞ্জন আর নির্ভয়-চিত্তে থাকিতে পারিলেন না। চারি দিক্ বিপদা-কীর্ণ দেখিয়া তখন তাঁহার হৃদয়-মধ্যে সাতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। তখন তিনি বন্ধুবাক্য অবহেলন করিয়া আসিয়াছি বলিয়া মনে মনে যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আর অনুতাপ করিলে কি হয়? তখন ঐ প্রান্তর পার না হইলে আর উপায় নাই, এই ভাবিয়া পুনর্ব্বার পদচালনা করিলেন। দীপ্ত-তর প্রভাকরের কিরোণোত্তপ্ত সিকতা-রাশির তাপে চরণ যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। উত্তপ্ত পবন আসিয়া সর্ব্বশরীর যেন ভাজিতে আরম্ভ করিল, ক্ষুধায় হস্ত-পদাদি অবশ হইল, পিপাসায় কণ্ঠ একবারে কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইয়া গেল। তখন ভাবিলেন, অদ্য এই মরুভূমিতে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রণয়ব্রতের দক্ষিণান্ত করিব। কিন্তু ইচ্ছা-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করা সহজ কর্ম্ম নহে। সুতরাং এক এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ অনেক কষ্টভোগ করিয়া ঐ প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী এক ন্যগ্রোধ-বৃক্ষের তলভাগে উত্তীর্ণ হইলেন।

ঐ বটচ্ছায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করি-বামাত্র আপাততঃ তাঁহার সর্ব্বশরীর শীতল বোধ হইল; কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত বায়ুরাশি চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া গাত্রস্পর্শ করাতে সে শীতলতা অধিক কাল রহিল না। তখন অন্যান্য ক্লেশ অনেক অপগত হইয়া পিপাসাযন্ত্রণাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। উহার প্রভাবে হৃদয় অবধি তালু পর্য্যন্ত সমুদয় শুকাইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যে, আর ক্ষণমাত্র জল না পাইলে প্রাণবিয়োগ হয়; কিন্তু সে যে স্থান, তথায় সমস্ত দিন ভ্রমণ করিলেও বিন্দুমাত্র জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। নিকটবর্ত্তী যে সকল নিম্ন-ভূমিতে জল পাইবার আশয়ে অন্বেষণ করিতে গেলেন, তাহা শুষ্কোদক হইয়া রবি-করে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিহ্বল-লের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঐ ন্যগ্রোধ তরুর অতি সমীপে একটি গুল্মাবৃত স্থান দর্শন করিলেন। তাঁহার শুনা ছিল যে, প্রান্তরমধ্যে কূপসকল ঐরূপ গুল্মাচ্ছাদিতই থাকে। সুতরাং তিনি ঐ স্থানকে কূপ বোধ করিয়া লোলুপ-লোচনে ও সত্বরপদে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং উহার একটি মাত্র গুল্ম অপসারিত করিয়া যেমন দেখিলেন, অমনি এক শয়ান প্রকাণ্ড শার্দ্দূলের জ্বলন্ত অঙ্গার-সদৃশ লোচনোপরি লোচনপাত করিলেন। ব্যাঘ্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র পদ-চতুষ্টয়ের উপর ভর দিয়া উপবেশনপূর্ব্বক লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে লাগিল; তাহার গাত্রলোম ও কর্ণদ্বয় উন্নত হইয়া উঠিল এবং রক্তবর্ণ মুখবিবর হইতে লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনমাত্র

রঞ্জনের আত্মাপুরুষ একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল এবং হৃদয় ছিন্ন-কণ্ঠ কপোতের ন্যায় ধড়ফড় করিতে লাগিল। তখন তিনি ইতি-কর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া ব্যাঘ্র-নয়ন হইতে নয়ন অপসারিত করিতে না পারিয়াই প্রতীপ-পাদে পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্ষণমাত্র পরে যেমন নয়ন নামিত করিয়া ঐ বটবিটপীর মূলভাগে যাই-বেন, অমনি শার্দ্দূল গভীর গর্জ্জনসহকারে লম্ফপ্রদান করিয়া তাঁহার উপরে আক্রমণ করিল; কিন্তু নিম্নমুখ একটা বিটপে প্রতি-হত হওয়াতে সে আক্রমণ কোন কার্য্য-কারী হইল না। প্রাণসংশয় বিপদে চতুর্গুণ বলাধান হয়। রঞ্জন যে তাদৃশ ক্ষীণবল হইয়া গতি-শক্তিরহিতপ্রায় হইয়াছিলেন, তথাপি ব্যাঘ্রকে একবার অকৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া সেই অবসরে উক্ত বৃক্ষের এক স্থূল-তর শিফাসংঘাত অবলম্বন করত নিমেষ-মধ্যে উহার উপরিভাগে আরোহণ করি-লেন। শার্দ্দূল এইরূপে ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া উক্ত বৃক্ষের মূলদেশে আগমন করত মহারোষ সহকারে এরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিল যে, তৎশ্রবণে প্রাণিমাত্রেরই শরীর অবশ হইয়া পড়ে। সে অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয় দ্বারা এক একবার ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিল, এক একবার বৃক্ষের স্কন্ধদেশ ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল এবং এক একবার তাঁহাকে ধরিবার আশয়ে উল্লম্ফন প্রদান আরম্ভ করিল। তাহার শরীরস্থ কণ্টকিত প্রতি লোম হইতে যেন বহ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সে বারংবার বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া ক্লান্তি-বোধ হওয়াতে রক্তবর্ণ রসনা বহির্গত করত এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ব্যাদিতমুখে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। অনন্তর দীর্ঘ দীর্ঘ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অতিদূরে গমন করিয়া এক ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিল। রঞ্জন সেই দূরগত শব্দশ্রবণে, ব্যাঘ্র তাঁহাকে না পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া গেল ভাবিয়া যেমন অবতরণ করিতেছিলেন, অমনি সে নক্ষত্রবেগে পুনর্ব্বার দৌড়িয়া আসিয়া পূর্ব্ববৎ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি পুনর্ব্বার উচ্চতর শাখায় উঠিয়া বসিলেন। এইরূপে সে বারংবার অতি দূরে গমন, তথায় শব্দকরণ এবং পুন-র্ব্বার দ্রুতবেগে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার কতই চেষ্টা করিল; কিন্তু তিনি একবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আর কিছু-তেই প্রতারিত হইলেন না।

ক্রমে দিবাবসান হইল। চতুর্দ্দিকের বনমণ্ডলীস্থ পতত্রিগণ কোলাহল করিয়া উঠিল। রজনী উপস্থিত। ক্রমে অন্ধকার সূচিভেদ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চতুর্দ্দিক্ আবৃত করিল। ভীষণাকার ভৈরব-রব ক্রূরচেষ্টিত সহস্র সহস্র শ্বাপদ সকল চারি-দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর সময়ে রঞ্জন সেই গহন বেষ্টিত প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তিনী ন্যগ্রোধ-শাখায় একাকী আরূঢ়। সমস্ত দিন বেগে দৌড়িয়াছিলেন, কণামাত্র ভোজন বা বিন্দুমাত্র জল পান করিতে পান নাই। তিনি এইরূপ বিষম বিপদে পড়িয়া মনে করিলেন যে, যৌবন কি বিষম কাল! ইহার অধিকারে পতিত হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ন্যায়ান্যায়, হিতাহিত কিছুই বোধ থাকে না। "আমি যত দিন প্রত্যা-গমন না করি, তত দিন এই স্থানে থাকিবে." বন্ধু আমাকে এইরূপ প্রতিশ্রুত করাইয়া গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি মত্তের ন্যায় হইয়া আগমনকালে তাঁহার সেই বাক্য একবার মনেও করি নাই। হা সখে! পাপ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তোমার ন্যায় অভিন্নহৃদয় বন্ধু জগতে আর আমার কেহ নাই; আমি যখন তোমার বাক্য অবহেলন করিয়াছি, তখন আমার আর কি পাপ করিতে বাকী আছে? এক্ষণে প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হই। হায়! যে সময়ে আমার জীবন-নাশ অন্যের প্রার্থনীয় হইয়া-ছিল, যদি তখন মরিতাম, তাহা হইলে আমার মরণও এক জনের তুষ্টিকর হইত,

কিন্তু এক্ষণে সেই জীবন নিরর্থক অপগত হইল! হা তাত! সর্ব্বদা তোমার হৃদয়-রঞ্জন করিতাম বলিয়া তুমি আমার নাম রঞ্জন রাখিয়াছিলে, অদ্য তোমার সেই রঞ্জন এই ঘোরা বিভাবরীতে প্রান্তরে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও! আমার উদর পূর্ণ থাকিলেও তুমি নানাবিধ সুখাদ্য আনিয়া সর্ব্বদাই আমাকে ভোজন করাইবার চেষ্টা করিতে, কিন্তু অদ্য সারাদিন খাই নাই, পিপাসায় বুক ফাটিয়া যায়, কিন্তু এমন কেহ নাই যে, বিন্দুমাত্র জল দিয়া জীবন রক্ষা করে। যে আমার মুখ ঈষৎ মলিন দেখিলে তোমার বুক বিদীর্ণ হইত, আজি সেই আমি ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলমুখে পতিত হইয়া হাহাকার করিতেছি, তুমি ইহার কিছুই জানিতেছ না! যে আমি ক্ষণ-কাল তোমার নেত্রের অন্তরাল হইলে বিহ্বল হইয়া বেড়াইতে, অদ্য সেই আমি জন্মের মত বিদায় হইতেছি, সংবাদও জান না! মাতঃ! এ পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিলে আজ তোমার কি দুর্দ্দশাই ঘটিত! হা প্রিয়ে! আমি তোমার নাম-ধাম কিছুই জানি না; কেবল সেই গাঢ়ানুরাগসূচিকা মোহিনী মূর্ত্তি নিরন্তর অনুধ্যান করি। আমি যে এই বিপদে পড়িয়াছি তুমিই কি ইহার নিদান নহ? তুমি কি আমাকে এরূপ বিপদে পাতিত করিয়া সুখিনী আছ? হায়! যদি মরণকালে একবার দেখা হইত অথবা তোমারই জন্য আমি এই জনশূন্য প্রান্তরে পড়িয়া শার্দ্দূলবদনে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছি, যদি ইহা একবার জানিতেও পারিতে, তাহা হইলেও আমি আত্মাকে চরিতার্থ মনে করিতাম। যাহা হউক, এখন ত আমি এ জন্মের মত বিদায় হইলাম, যেন জন্মান্তরেও তোমার সেই বিকচ-রাজীব-সদৃশ মুখমণ্ডল অন্ততঃ একবারও নিরীক্ষণ করিতে পাই। হা জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল?

রঞ্জন সেই বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতেই বিভাবরী অবসন্ন হইল। তারাগণ তাঁহার দুঃখদর্শনে অসমর্থ হইয়াই যেন একে একে অন্তর্দ্ধান করিতে লাগিল, পাদপগণ তদ্দুঃখে ব্যথিত-হৃদয় হইয়াই যেন বিহগকোলাহল-রূপ আর্ত্তরব সহকারে পত্রলগ্ন তুষারবর্ষণ-চ্ছলে রোদন করিতে লাগিল, কমলিনী-নায়ক ব্রহ্মবধোদ্যত শার্দ্দূলের দণ্ড-বিধানার্থই যেন গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া ক্রোধে লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেন। ক্রমে দুই তিন দণ্ড বেলা হইল। ব্যাঘ্র সমস্ত রজনীই সেই তরুতলে গমনাগমন করিয়াছিল, কিন্তু এবারে অতি প্রত্যূষে গমন করিয়া এ পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসিল না, ইহা দেখিয়া রঞ্জন কম্পান্বিতকলেবরে তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্যাঘ্র যে দিকে গমন করিয়াছিল, তাহার বিপরীত দিক্ লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রান্ত দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বদিন সেইরূপ ক্লেশ, সেইরূপ ভয় ও সেইরূপ অনশন গিয়াছে, তথাপি প্রাণের ভয় এমনি যে, তিনি তাহাতেও অবসন্ন না হইয়া কয়েক দণ্ডমধ্যেই সেই প্রান্তরের অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইয়া একবার পশ্চাদ্ভাগে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক শার্দ্দূলের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর কিঞ্চিৎ বীত-ভয় হইয়া কিয়দ্দূর গমন করত দ্রবীভূত রজত-বর্ণ তোয়-প্রবাহে প্রবহমাণ একটি নির্ঝরিণী অবলোকন করিলেন। অনন্তর তাহাতে অবগাহন করিয়া সন্নিহিত নানাবিধ তরু হইতে সুস্বাদু অনেক প্রকার ফল আনয়ন পূর্ব্বক ভোজন ও সেই নদীর জল পান করিলেন। ক্রমে শরীর স্নিগ্ধ বোধ হইল। সে দিন আর অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। রজনী উপস্থিত হইলে তত্রত্য কোন বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া উত্তরীয়-বস্ত্রে পৃষ্ঠের অবলম্বন-শাখায় শরীর বন্ধন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ নিদ্রানুভব করিলেন।

পূর্ব্বদিনের ক্লেশ, ভয় ও চিত্তের বৈক্লব্যপ্রযুক্ত রঞ্জন কোন্ দিকে গমন

করিলে মহারাজী প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং একদিন এদিক্, একদিন ওদিক্ এইরূপ করিয়া বনচরের ন্যায় বন্য ফলমূল ভোজন ও নগনদী-জল-পান পূর্ব্বক অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় এক মাস অতীত হইল। একদা প্রভাত-সময়ে তিনি বৃক্ষোপরি শরীর-বন্ধন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন, এমত সময়ে সহসা জাগরিত হইয়া দেখেন যে, সেই বৃক্ষের মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত সমুদয় কাঁপিতেছে, পরিণত পত্র ও পক্ব ফল সকল ঝর্ঝর শব্দে পড়িতেছে এবং তাঁহার আপাদমস্তক সর্ব্বশরীর দোলায়মান হইতেছে। বায়ুর লেশমাত্র নাই, তথাপি এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে কেন? এই অনুসন্ধানের জন্য তিনি ইতস্ততঃ দত্তদৃষ্টি হইয়া নিম্নভাগে দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড অজগর সেই তরুর মূল অবধি বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উঠিতেছে। আর হস্তচতুষ্টয় মাত্র উঠিতে পারিলেই তাঁহাকে কবলিত করে। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাঁহার জীবনাশা একেবারে নিরস্ত হইল, কিন্তু তৎকালোৎপন্ন সুমতিপ্রভাবে উত্তরীয়-বস্ত্র গাত্র হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক কুণ্ডলীকৃত করিয়া ভুজঙ্গমের ব্যাদিত আননমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ভুজগরাজ তাদৃশ ক্ষুদ্র কুণ্ডল অনায়াসেই গ্রাস করিতে পারিত, কিন্তু উহার দশা সকল তাহার বিকটাকার দশনমধ্যে সংলগ্ন হওয়াতে উহা উদ্গীরণ বা নিগীলন করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে লাগিল। রঞ্জন সেই সময়ের মধ্যেই দূরবর্ত্তী শাখান্তর অবলম্বন করিয়া লম্ফে লম্ফে তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবতীর্ণ হইয়াই দ্রুতবেগে একদিকে দৌড়িয়া চলিলেন। অজগরেরা দূরস্থ লক্ষ্যের কিছুই করিতে পারে না; সুতরাং সে কিয়ৎক্ষণ গর্জ্জনমাত্র করিয়াই নিবৃত্ত হইল।

এ দিকে রঞ্জন কিয়দ্দূর গমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি কি নিমিত্ত ভুজঙ্গমুখ হইতে পলায়ন করিয়া আসিলাম? আমার আর জীবনের প্রয়োজন কি? কি সুখে আর প্রাণ ধারণ করিতে অভিলাষ হয়? প্রায় এক মাস অতীত হইল, আমি বন্য জন্তুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি; ক্ষুধা হইলে কটু-তিক্ত ফলমূল ভোজন করি ও নিদ্রাকর্ষণ হইলে বৃক্ষে উঠিয়া নিদ্রা যাই। পরম প্রেমাস্পদ প্রণয়িজনের সাক্ষাৎকারলাভ দূরে থাকুক, মানবমাত্রের সহিত সমাগম নাই। বোধ হয়, শরীর এরূপ কদাকার ও ভ্রষ্ট-শ্রী হইয়াছে যে, পরিচিত লোকেরাও এখন দেখিলে সহসা চিনিতে পারেন না। পুনর্ব্বার জননীস্বরূপা জন্মভূমির মুখাবলোকন করিব, পুনর্ব্বার স্নেহময় জনক মহাশয়ের চরণ-বন্দনা করিব, পুনর্ব্বার সেই সুহৃদের করধারণ করিয়া স্নেহালাপ করিব, পুনর্ব্বার সেই মনোরথ-প্রিয়ার তামরস-তুল্য বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিব, স্বপ্নেও আর এরূপ আশা করিতে পারি না। এখন যে কয়েকদিন জীবিত থাকিব, কেবল অসহ্য যন্ত্রণানল ভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে শীঘ্র মৃত্যুই আমার পরম প্রার্থনীয়; অতএব আর অন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই; এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া অনবরত গমন করিতে থাকি; পথিমধ্যে যদি নদ, নদী বা সাগর উপস্থিত হয়, তাহাতে নিমগ্ন হইব, শৈলাবলী দেখিতে পাই তাহাতে আরোহণ করিয়া অধঃপতিত হইব, ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্রজন্তু সম্মুখে সমাগত হয়, তাহাদের মুখবিবরে প্রবেশ করিব।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই তিনি এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রাম গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইলেই সম্মুখভাগে এক নীলবর্ণ নবীন মেঘাবলী অবলোকন করিলেন;—ভাবিলেন, গমনের নিবৃত্তি করা হইবে না; হয় ত এতন্নিঃসৃত বৃষ্টি বা বজ্রাঘাতে অদ্যই প্রাণশেষ হইবে। আরও কতক দূর গমন করিলে পর সেই মেঘমালামধ্যে দুই একটি শৃঙ্গ ও ক্রমে ক্রমে দুই একটি বৃক্ষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন

স্থির করিলেন. উহা ঘনাবলী না হইয়া শৈল-শ্রেণী হইবে। অনন্তর বেলা নিঃশেষ হইয়াছে, এমত সময়ে সেই শৈলসমীপে উত্তীর্ণ হইয়া আরোহণ করিবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একে বন, তাহাতে শৈলাবৃত; সুতরাং দিনমণির অস্তগমনসমকালেই এরূপ প্রগাঢ় অন্ধকার আবির্ভূত হইল যে, ক্রোড়স্থ বস্তুও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব তিনি বিবিধ চেষ্টা করিয়াও শৈলারোহণের পথ বাহির করিতে পারিলেন না।

ক্রমে রাত্রিচর আরণ্য জন্তু সকল স্ব স্ব স্থান হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতে লাগিল। জীবিততৃষ্ণা কি সহজে লঙ্ঘন করিতে পারা যায়? রঞ্জন মরণের নিমিত্ত যে তাদৃশ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তথাপি অরণ্যের তৎকালীন ভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার মনোমধ্যে সাতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইল। সুতরাং নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষোপরি আরোহণপূর্ব্বক যামিনী-যাপনের মানস করিলেন। কিন্তু ঐ বৃক্ষের কতক দূর আরোহণ করিয়াই সম্মুখস্থ শৈলের নাত্যুচ্চ সানুপ্রদেশে একটি আলোক দর্শন করিলেন। অত্যন্ত দুঃখের পর সুখপ্রাপ্তির স্থলে পণ্ডিতেরা অন্ধকারে দীপদর্শনের উপমা দিয়া থাকেন, সুতরাং এই অন্ধতমসাবৃত নিবিড় অরণ্যমধ্যে তাদৃশ দীপালোক জন্য রঞ্জনের আহ্লাদের সহিত আর কি দিয়া উপমা দেওয়া যাইবে? তিনি ঐ দীপবর্ত্তিকে প্রথমতঃ দাবানল-শিখা মনে করিয়াছিলেন, পরে উহাকে সঞ্চারিণী দেখিয়া সে ভ্রম নিরাকৃত হইল। তখন মনে করিলেন, এ স্থানে যখন আলোক দেখিতে পাইতেছি, তখন ইহা অবশ্যই মনুষ্যাধিষ্ঠিত; কিন্তু সেই মনুষ্য কিরূপ স্বভাব হইবে, বলা যায় না। যাহা হউক, যদি মরিতেও হয়, তথাপি সজাতীয়ের মুখাবলোকন করিয়া মরিতে পাইব। এই ভাবিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শৈলসন্নিধানে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "পর্ব্বতে কে আছ গো? আমি এক জন সর্ব্ব-সহায়-বিহীন পথভ্রান্ত পথিক, এই অরণ্যমধ্যে শ্বাপদমুখে প্রাণত্যাগ করি, যদি কেহ মনুষ্য থাক, তবে এই শরণাগত অনাথ অতিথিকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা কর।"

তাঁহার এই কথা শেষ হইতে না হইতেই দুই জন তাপসকুমার জ্বলন্ত দুই কাষ্ঠখণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া এক সঙ্কীর্ণ বর্ত্ম দ্বারা মহীধর হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং "আপনার ভয় নাই, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন," এই বলিয়া তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করত সেই পথ দ্বারা পর্ব্বতে আরোহণ করাইয়া আপনাদিগের কুটীরসমীপে পাষাণ-প্রাঙ্গণে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর প্রথম তাপসকুমার সন্নিহিত প্রস্রবণ হইতে সুশীতল জল এবং দ্বিতীয় তাপসকুমার আশ্রমস্থ তরুগণ হইতে নানাবিধ সুস্বাদু ফল আনিয়া সুমধুর-সম্ভাষণে তাঁহাকে ভোজন করিবার অনুরোধ করিলেন। রঞ্জন প্রথমতঃ সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসাতুর ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে এই অতর্কনীয় অসম্ভাবনীয় আতিথ্যলাভ দ্বারা তাঁহার সে ক্লেশ দূরগত হইয়াছিল; তথাপি তাদৃশ আশ্রয়দাতাদিগের অনুরোধ-লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া প্রস্রবণে পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ফল আহার করিয়া জলপান করিলেন। তৎকালে তাঁহার মনে হইল, আজি আমার কি শুভ দিন! প্রায় মাসাবধি আমি মনুষ্যের স্বর শ্রবণ ও মনুষ্যের আকার দর্শন করি নাই এবং পরেও যে তাহা কখন করিতে পাইব, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু অদ্য এই পরমকারুণিক তপোধন যুবকদ্বয়ের আশ্রয় পাইয়া বোধ হইতেছে যেন, আমি পুনর্ব্বার জীবলোকে প্রবিষ্ট হইলাম। যাহা হউক, ইঁহারা কে? তপস্বীর এরূপ রূপ ত কখন দেখি নাই। ইঁহারা স্বীয় রূপপ্রভাবে অন্ধতমসাবৃত ভূধর যেন আলো করিয়া রহিয়াছেন। বোধ হয় যেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাকে বিপদযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার আশয়েই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ইহাঁদিগকে দেখিয়া আমার মন এত ব্যাকুল হইতেছে কেন? দেখিতেছি, ইহাদের উভয়েরই নবীন বয়স, উভয়েরই সর্ব্বশরীর স্থূল বল্কল দ্বারা আবৃত। ইহাঁরা কি তপস্বীরই সন্তান, না কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ বশতঃ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া অজাতশ্মশ্রু দশাতেই এইরূপ তাপসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন? যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাঁদের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে হইবে।

তিনি সুখাসীন হইয়া মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমত সময়ে প্রথম তাপসকুমার তাঁহার প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাতের ন্যায় বোধ করত হৃদয়মধ্যে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় ঋষিযুবক সহচরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক মধুরবচনে সম্বোধিয়া কহিলেন, "মহাশয়! অতিথির নামধাম জিজ্ঞাসা করা রীতি নাই। কিন্তু এ যেরূপ স্থান, এখানে কাহাকেও এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখিলে অবশ্যই তাঁহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য মনোমধ্যে অনিবার্য্য কৌতূহল জন্মে। আকার দেখিয়া আপনাকে যেমন কোন প্রধান বংশোদ্ভব মহাপুরুষ বোধ হইতেছে, সেইরূপ অচিরাৎ যে কোন বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, তাহাও গোপিত থাকিতেছে না। আপনি কোন্ দেশে এবং কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ নাম অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কি নিমিত্ত বিদেশ-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন? কি প্রসঙ্গেই বা এই দীর্ঘারণ্যে প্রবেশ করিয়া অদ্য এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? যদি বলিবার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে এই কয়েকটি কথার যথাযথ উত্তর করিলে আমরা পরম অনুগৃহীত হই।"

রঞ্জন এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমি যেমন ইহাঁদের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতুকী হইয়াছি, আমার বৃত্তান্ত জানিতেও ইহাঁদের সেইরূপ কৌতূহল দেখিতেছি। যাহা হউক, এক্ষণে আত্মবিবরণ বর্ণন না করিয়া উহাঁদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে তাপসকুমার সহচরকে সম্বোধন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন, "সখে! উহাঁর বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমাদের যৎপরোনাস্তি কৌতূহল হইয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু অদ্য উহাঁকে অতিশয় ক্লান্ত দেখিতেছি; অতএব কেবল আমাদিগের কৌতূহল-পূরণের জন্য আর উহাঁকে কষ্ট দেওয়া উচিত হইতেছে না; অতএব আমার মতে অদ্য উনি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রভাতে সকল কথা শ্রবণ করা যাইবে।" তাঁহার যুক্তিযুক্ত এই বচন শ্রবণ করিয়া সকলেই সম্মত হইলেন এবং সকলেই এক এক শিলাতলে শয়ন করিয়া নিশাবসান করিলেন।

পঞ্চম উল্লাস।

রজনী প্রভাত হইলে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক এক এক শিলাতলে উপবেশন করিলে রঞ্জন তাপসদ্বয়কে স্ববৃত্ত-শ্রবণে সমুৎসুক দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "ঋষিকুমার! আমি নিতান্ত হতভাগ্য, আমার জীবনবৃত্তান্ত কেবল ক্লেশময়; উহা শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্র সুখ নাই; তথাপি আপনাদের আজ্ঞা অবহেলন করিতে পারি না, এই নিমিত্তই সংক্ষেপে বলিতে আরম্ভ করিলাম, শ্রবণ করুন।

ভাগীরথীর তীরভাগে চম্পা নামে এক রমণীয়া নগরী আছে। বীরেশ্বর নামে মহাপ্রভাব মহীপাল তথায় আধিপত্য করেন। মহাকুলপ্রসূত অশেষবিদ্যাবিশারদ আমার পিতা বিশ্বদেব তাঁহার প্রধান অমাত্য। রাজা অমাত্যের প্রতি

এরূপ বিশ্বস্তচিত্ত যে, সন্ধিবিগ্রাদি সমুদয় রাজকার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া স্বয়ং বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। পিতাও এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও এরূপ সদ্বিবেচনা দ্বারা সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করেন যে, তাঁহার কোন কার্য্যে কেহ কখন অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহারও রাজার ন্যায় প্রভুতা ও রাজার ন্যায় সম্ভ্রম হইয়া উঠে। অতএব ভূপাল আপনি যেরূপ বিষয়ভোগ করিতেন, প্রিয় সচিবকে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র নাম করিতে দিতেন না। পিতা ব্রহ্মচারিবেশে গুরুগৃহে বাস করত সমুদায় বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থার মধ্যভাগে তাঁহার প্রথম পুত্ররূপে আমার জন্মগ্রহণ হয়। শুনিয়াছি, রাজনন্দন জন্মিলে সমুদয় নগর যেরূপ উৎসবময় হয়, আমার জন্মদিবসেও তাহার কোন অংশে ন্যূনতা হয় নাই। আমি বর্ষমাত্রবয়স্ক হইলেই পিতা সর্ব্বদাই আমাকে ক্রোড়ে লইয়া রাজসভায় গমন করিতেন। নরপতি প্রভৃতি আস্থানগত সমুদয় লোকেই আমাকে লইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতেন। আমি তখন অলৌকিক রূপলাবণ্য ও নব নব বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রকাশ দ্বারা সকলের হৃদয়রঞ্জন করিতাম, এই জন্য তাঁহারা আমাকে রঞ্জন বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি রঞ্জনই আমার নাম হইয়াছে।

এইরূপে আমি বালিকাদিগের পুত্তলিকার ন্যায় ভৃত্যবর্গের ক্রোড়ে ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া পিতার মধ্যমাঙ্গুলির অবলম্বন হইয়া এবং জননীর অঞ্চলের নিধি হইয়া চতুর্থ বৎসরে প্রবৃত্ত হইলাম, এমত সময়ে অকস্মাৎ অকালজ্ঞ কাল আসিয়া জননীকে উদরসাৎ করিল। পরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহার শোকে শোকাকুল হইলেন। কিন্তু তখন আমার শোক অদ্ভুতপ্রকার। শুনিয়াছি, আমি জননীর মরণসময়ে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু পশ্চাৎ সকলকেই বিষণ্ণ ও রোরুদ্যমান দর্শনে একবার ইহার মুখ, একবার উহার মুখ তাকাইয়া বিহ্বলরূপে বেড়াইতে লাগিলাম এবং জননীকে না দেখিতে পাইয়া মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন আরম্ভ করিলাম। তখন সকলেই আমাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্যমনস্ক করিয়া সান্ত্বনা করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমাকে কি দিয়া সান্ত্বনা করিবেন? আমি সর্ব্বদাই জননীর অন্বেষণে একবার বহির্ব্বাটীতে যাই, একবার অন্তঃপুরে আসি, একবার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হই, কিন্তু কোথাও সেই সুধাসোদর বদনমণ্ডল দর্শন করিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার কাঁদিয়া উঠি। জনক মহাশয় প্রিয়তমা জায়ার শোক সংবরণ করিয়া আমাকেই সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তিনি রজনীতে আমাকে ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হইলেই আমি সমুদায় শয্যায় জননীকে হস্তামর্ষণ করিতাম এবং পরিশেষে তাঁহার কোন চিহ্ন না পাইয়া কাঁদিয়া উঠিতাম। আমি মধ্যে মধ্যে পিতাকে রোদন করিতে দেখিলে পিতঃ! "কান্দ কেন? কি হইয়াছে?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অশ্রুপ্রবাহ দ্বিগুণিত করিয়া দিতাম। যাহা হউক, কাল সকলই সহাইয়া দেয়। ক্রমে আমি সেই জননীর মুখসুধাকরও বিস্মৃত হইতে লাগিলাম; কিন্তু তখন পিতাই আমার সকল সুখের অবলম্বন, সকল পরামর্শের জিজ্ঞাসাস্থান এবং সকল দুঃখের অভিযোগপাত্র হইয়া উঠিলেন। তৎকালে আমাদের উভয়ের এইরূপ ভাব দণ্ডায়মান হইল যে, আমি ক্ষণমাত্র তাঁহাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না এবং তিনিও মুহূর্ত্তমাত্র আমি নেত্রের অন্তরাল হইলে বিহ্বল হইয়া পড়েন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইল। পরিশেষে প্রতিবাসিগণেরা পিতাকে কিঞ্চিৎ বিগত-শোক দেখিয়া পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল। তিনি

পূর্ব্বপত্নীর গুণাবলীতে এরূপ মুগ্ধ ছিলেন যে, পত্ন্যন্তরপরিগ্রহের কথা হইলেও প্রথমতঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। কিন্তু অনবরত তাঁহাদের নানারূপ প্রবর্ত্তনা দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার সে ভাব অপগত হইয়া বিবাহ করিতে অভিলাষ জন্মিল এবং দ্বাদশবর্ষবয়স্কা এক সুরূপা ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিমাতা গৃহে আগমন করিলে প্রতিবাসিনীগণ 'রঞ্জন! তোমার মা আসিয়াছে' বলিয়া আমাকে তাঁহার ক্রোড়ে অর্পণ করিল। আমি তাহাদের কথায় বিশ্বস্ত হইয়া জননীর মুখদর্শনাভিলাষে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু সেই স্নেহময় মুখমণ্ডল আর কোথায় দেখিতে পাইব? যাহা হউক, আমি সকলের শিক্ষানুসারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া তাঁহাকেই মাতৃসম্বোধনে আহ্বান করিতে লাগিলাম এবং তিনিও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহসহকারে লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ হইলে আমি উপাধ্যায়সমীপে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মেধা অতিশয় প্রখরা ছিল। উপাধ্যায় মহাশয় যাহা দুই একবার বলিয়া দিতেন, তাহা আর প্রায় ভুলিতাম না। সুতরাং অচিরকালমধ্যেই বর্ণপরিচয় সমাপন করিয়া ব্যাকরণ-সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি যে সকল সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত একদা পাঠারম্ভ করিয়াছিলাম, বিদ্যাবিষয়ে তাহারা আমার বহু দূর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িল, কেবল মাধব নামে এক ব্রাহ্মণকুমার প্রায় আমার ন্যায় বুদ্ধিমেধা-সম্পন্ন হওয়াতে আমার সহাধ্যায়িরূপে চলিতে লাগিলেন। তন্মূলক সেই অবধিই তাঁহার সহিত আমার অকপট প্রণয় জন্মিল। তদবধি আমরা দুই জনে এরূপে একত্র অবস্থানাদি করিতে লাগিলাম যে, লোকে আমাদিগকে দেখিয়া রাম-লক্ষ্মণ বা অশ্বিনীকুমার দ্বারা উপমা দিতে লাগিল। যাহা হউক, উপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা অপর্য্যাপ্ত পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া নগরের সর্ব্বত্রই আমাদের যশোঘোষণা আরম্ভ করিলেন; তদনুসারে সর্ব্বসমাজেই আমরা রত্নযুগল বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলাম। জনক মহাশয় যখন আমার এই সুখ্যাতিবাদ শ্রবণ করিতেন, তখনই তাঁহার আহ্লাদের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু সংযোজিত প্রস্তর কতকাল দৃঢ়বদ্ধ থাকে? বিমাতা এতদিন আমার প্রতি পুত্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আমার এই সকল খ্যাতিবাদ শ্রবণে ক্রমশঃ ক্লেশানুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে ঈর্ষাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যাহাতে তাঁহার সন্তোষ জন্মে, আমি সর্ব্বদাই সেইরূপ কার্য্য করিতাম, কিন্তু তিনি আমার সকল কার্য্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট ভোজ্য প্রার্থনা করিলে তিনি বিরক্ত হইয়া বিরস বদনে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া আমাকে নিকট হইতে বিদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তখন বোধ হইল যে, আমার জননী নাই। জননী ব্যতিরেকে কে প্রকৃতরূপে পুত্রের প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকে? কে বা পুত্রের ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝিয়া ভোজ্য-পানীয় প্রদান করিতে পারে?

যাহা হউক, এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে পর বিমাতার একটি পুত্র জন্মিল। পিতা তাহার নাম ললিত রাখিলেন। আমি ললিতকে অতিশয় ভালবাসিতাম, সর্ব্বদা তাহার সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিতাম এবং সর্ব্বদা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বেড়াইতাম। কিন্তু অভ্যাসসঙ্গ দ্বারা পাছে ললিত আমার প্রতি সানুরাগ হয়, এই ভয়ে মাতা তাহা দেখিতে পারিতেন না। আমি তাহাকে ক্রোড়ে লইলেই তিনি বিরক্ত হইতেন এবং তাহার অনিষ্ট সম্ভাবনা করিতেন। একদা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নৃত্য করাইতে করাইতে হঠাৎ সে আমার হস্তস্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মাতা

ইহা দেখিবামাত্র 'সপত্নীসুত রঞ্জন ঈর্ষ্যা-প্রযুক্ত আমার পুত্রকে হত্যা করিল,' এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার রোদন ধ্বনিতে প্রতিবেশিগণ সসম্ভ্রমে আমাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার প্রতি নানারূপ দোষারোপপূর্ব্বক উপস্থিত ব্যাপার অবগত করাইলেন, কিন্তু সকলেই আমার চরিত্র অবগত ছিলেন এবং ভূমিপতিত হওয়াতে ললিতের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই দেখিয়া একে একে প্রস্থান করিলেন। তদবধি মাতা গূঢ়দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবেই আমার প্রতি বৈরিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর আমি মা বলিয়া ডাকিলে আর তিনি উত্তর দিতেন না। আমি সম্মুখে গমন করিলে বিরক্তমুখ হইয়া বসিতেন এবং রঞ্জনের মা বলিয়া কেহ তাঁহাকে সম্বোধন করিলে ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেন। পিতা বিবাহ করিয়া অবধি পাছে ভার্য্যার পরামর্শে আমি তাঁহার পর হইয়া যাই, সর্ব্বদাই এই শঙ্কা করিতেন। তিনি মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রঞ্জন কখনও জননীকে স্মরণ করিয়া যাহাতে দুঃখানুভব না করে, সতত সেই চেষ্টা করিব, রঞ্জনের চক্ষুর জল কখনও দেখিতে পারিব না এবং উহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিলে তাহাতে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, ভর্ৎসনা করিয়া অপবাদকে দূরীকৃত করিব। কিন্তু সপত্নীসুতের প্রতি বৃদ্ধ পতির বিরাগোৎপাদন করা যুবতী পত্নীর কত কাল অসাধ্য থাকে? পিতা প্রথমতঃ স্বীয় ভার্য্যার মুখে আমার নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন এবং তন্মূলক কলহ করিয়া দুই চারি দিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেরূপ ভাব অপগত হওয়াতে পরিশেষে প্রেয়সীর পক্ষই অবলম্বন করিলেন। তিনি যদিও আন্তরিক স্নেহবশতঃ আমার প্রতি সমধিক রুক্ষভাব প্রদর্শন করিতে পারিতেন না, কিন্তু বিমাতা আমার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়াও তাহাতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রকৃষ্ট স্নেহের অল্পমাত্রও স্খলন হইলে কি সহ্য করা যায়? পিতার এই স্বল্পমাত্র ভাবান্তর দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত বিরাগ উপস্থিত হইল। তখন মনে করিলাম, আমি কি হতভাগ্য! জননী কি পদার্থ, জানিতে না জানিতেই তাঁহাকে হারাইলাম। যে পিতাকে অবলম্বন করিয়া সমুদয় শোক বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তিনিও এরূপ বিরূপ হইলেন! আর কাহার নিকট দুঃখ নিবেদন করি? আর আমার বাঁচিয়াই বা ফল কি? যাহা হউক, আমার এইরূপ মনোবেদনা যার তার সমীপে প্রকাশ করিতাম না, কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রিয়-সুহৃৎ মাধবের নিকটে মধ্যে মধ্যে দুঃখের দ্বার উদ্ঘাটন করিতাম। আমার দুঃখের কথা শুনিবার সময়ে সুহৃদের বক্ষঃস্থল নেত্র-জলে ভাসিয়া যাইত। তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত কতই চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন, তাহার কিছু না পাইয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন।

এই সময়ে আমার উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল এবং আমি যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিয়াছিলাম। পিতার আন্তরিক অভিলাষ ছিল যে, আমার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূমুখ দর্শন করেন; কিন্তু পত্নীর ভয়ে তাহা প্রায় প্রকাশই করিতে পারিতেন না। অনন্তর মাতা যখন আপন স্বামীর ঐ অভিলাষ অবগত হইলেন, তখন তাঁহার ঈর্ষানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তদবধি তিনি বিধিমতে আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! আমি চিরকাল জননীর ন্যায়ই তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিয়াছি, দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি এবং সহোদরের ন্যায় তাঁহার পুত্রটীকে লালন-পালন করিয়াছি, তথাপি কি জন্য যে আমার প্রতি তাঁহার এরূপ দ্বেষভাব জন্মিল, তাহা এই অদ্ভুত

বিশ্বসৃষ্টির বিধাতা বিধাতাই জানেন। যাহা হউক, আমার বিবাহের কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে একদিন আমি কার্য্যান্তরে গমন করাতে পিতা অগ্রে ভোজন করিয়া রাজভবনে গমন করিলে পর আমি বাটী আসিয়া ভোজন করিতে বসিলাম। আমার অর্দ্ধাশন হইয়াছে, এমত সময়ে মাতা এক পাত্র দুগ্ধ আনয়নপূর্ব্বক সাদর-সম্ভাষণে উহা পান করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অভিলাষ ছিল যে, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াই আমাকে উহা পান করান, কিন্তু আশুসমাধেয় কোন কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়াতে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে তথা হইতে যাইতে হইল। আমি তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ভাবিলাম, এ কি! বিধাতা আমার প্রতি কি জন্য এত সদয় হইলেন? বোধ হয়, মাতা আমার অনেক প্রতিকূলতা করিয়াও কোনরূপে আপনার প্রতি আমার চিত্ত-বিকার জন্মাইতে পারিলেন না দেখিয়া লজ্জিত হইয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত এইরূপ স্নেহপ্রকাশ দ্বারা পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আমি অন্যমনস্ক হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমত সময়ে আমার সেই বিমাতৃজ ললিত সেই স্থানে আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবার অভিলাষ করিল। আমি তাহাকে আদরপূর্ব্বক অঙ্কে স্থাপন করিয়া সেই দুগ্ধ নিঃশেষে পান করাইলাম; কিন্তু পান করিবামাত্র সে বিচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। আমি ইতি-কর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া মাতাকে আহ্বান করিবার উপক্রম করিতেছি, এমত সময়ে তিনি সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেই ব্যাপার অবলোকন করিয়া 'রঞ্জন আমার পুত্রহত্যা করিল' বলিয়া চীৎকারপূর্ব্বক শিরে করাঘাত করত ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তখন আমি বুঝিলাম, মাতা এই গরল পান করাইয়া আমাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরের অনিষ্ট করিতে গেলেই অগ্রে আপনার অনিষ্ট হয়; ঈশ্বরের কৌশলে ইহার স্ব-নিক্ষিপ্ত শর নিজ হৃদয়ই বিদীর্ণ করিল। যাহা হউক, অতঃপর আমার এ স্থান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া সেই উচ্ছিষ্ট হস্তেই দ্রুতবেগে বন্ধুর আবাসে গমন করিলাম এবং তাঁহাকে পূর্ব্বাপর সমস্ত অবগত করাইয়া কহিলাম, সখে! হতভাগিনী যে ব্যাপার ঘটাইয়াছে, ইহাতে লোকে আমার চরিত্র সবিশেষ অবগত থাকিলেও শঙ্কা করিতে পারে। প্রকৃত বিষয় সকলের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন কর্ম্ম। বিশেষতঃ পিতা এই বিষয় অবগত হইয়া পুত্রশোকে বিহ্বল হইবেন, সুতরাং তত্ত্বাবধারণে অসমর্থ হইয়া অবশ্যই আমার দোষ সম্ভাবনা করিয়া একবারে স্নেহশূন্য হইবেন. অতএব এরূপ লোকবিগর্হিত সুখলেশশূন্য সংসারে আর ক্ষণকাল থাকিব না; নয়নদ্বয় যে দিকে পথ প্রদর্শন করে, সেই দিকেই গমন করিব। সখে! তোমার সহাবস্থান-সুখ আমার ফুরাইল; আইস, একবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া জন্মের মত বিদায় হই। দেখিও, পিতা রহিলেন; তিনি আমার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইলে এক একবার নিকটে যাইয়া সান্ত্বনা করিয়া আসিও।'

এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রত্যুক্তির অপেক্ষা না করিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে নগরী হইতে বহির্গত হইলাম। সরিৎস্রোত বেগে প্রবহমাণ হইলে তদারূঢ় কাষ্ঠখণ্ড কি স্থির থাকিতে পারে? বন্ধুও আমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পাছে নগরীর কেহ আসিয়া আমার গমনের প্রতিবন্ধকতা করে, এই ভয়ে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছিলাম, সুতরাং সুহৃৎ আমাকে অনেকক্ষণ ধরিতে পারেন নাই। পরিশেষে প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক স্থানে উভয়ে মিলিত হইলাম। তখন বন্ধু নানারূপ প্রবোধবাক্যে

পুনর্ব্বার নগরী প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার মন এত রুক্ষ হইয়াছিল যে, কিছুতেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলাম না। পরিশেষে তিনিও ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার চিরদুঃখের সহচর হইবার জন্য অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভাল্‌ই! এতাদৃশ প্রিয় সুহৃদের সংসর্গ কে পরিহার করিতে বাসনা করে? অনন্তর দুই জনেই পশ্চিমাভিমুখ হইয়া ক্রমশঃ চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া রজনী উপস্থিত হইলে এক গৃহস্থের ভবনে আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক অবস্থান করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে গ্রাম হইতে গ্রাম, নগর হইতে নগর এবং নদী হইতে নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে বিংশতি দিবসের পর পাটলীপুত্র নগরে উপস্থিত হইলাম। সেই নগরের শোভাদি সন্দর্শন করিবার অভিলাষে এক ব্রাহ্মণভবনে আবাস গ্রহণপূর্ব্বক কতিপয় দিবস অবস্থান করিতে লাগিলাম।

পাটলিপুত্রে প্রবরাঃ নামে এক ধার্ম্মিক সুবিচারক গুণগ্রাহী মহীপাল আছেন। নগরবাসীদিগের প্রমুখাৎ অহরহঃ তাঁহার নানাবিধ গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎকারবাসনায় আমরা দুই বন্ধুতে উপর্য্যুপরি দুই দিবস রাজসভায় গমন করিলাম। তৃতীয় দিবসে আমাদের প্রতি মহারাজের দৃষ্টিপাত হইল। তিনি আমাদিগকে দেখিবামাত্র সমীপে আহ্বান করিয়া নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসায়াদি সমুদয়ের পরিচয় লইলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রত্যহই আমরা রাজসভাতে গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা সবিশেষ প্রকাশিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া আমাদের দুই জনকেই দুই সদস্য-পদে বরণ করিতে অভিলাষ করিলেন। আমরাও ভাবিলাম, অত্র তত্র নিরর্থক ভ্রমণ করা অপেক্ষা সম্মানসহকারে কিছুকাল এ স্থানে অবস্থান করা অযুক্ত নহে। অতএব আমরা রীতিমত সদস্যকর্ম্মে ব্রতী হইয়া আন্তরিক অনুরাগ সহকারে নরপালের হিতচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। দর্শনাবধিই আমার প্রতি মহারাজের অকারণ স্নেহ জন্মিয়াছিল, সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই আমাকে নিকটবর্ত্তী রাখিতে ভালবাসিতেন, সকল কার্য্যেই আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং সকল বিষয়েই আমাকে বিশ্বাস করিতেন। আমি তাঁহার এই অকপট বাৎসল্য অনুভব করিয়া পিতাকে প্রায় বিস্মৃত হইলাম। তিনি পিতার ন্যায়ই আমাকে লালন-পালন ও কর্ত্তব্যোপদেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে ক্রমে আমি প্রধান মন্ত্রিপদে অধিরূঢ় হইলাম।

রাজার সন্তানাদি ছিল না, কেবল অনঙ্গবতী নামে এক পরম রূপবতী যুবতী মহিষী ছিল। যে বিধাতা নিশাকরে কলঙ্করেখা, পদ্মনালে কণ্টকাবলী, বিদ্যুদ্দামে চঞ্চলতা ও সাগরে লবণতা যোগ করিয়াছিলেন, বুঝি সেই বিধাতাই এতাদৃশ পুরুষপ্রবরের সহিত ঈদৃশ যোষিদধমার পরিণয়-সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। আমি প্রধান সচিব হইয়া অবধি নরপালের শুদ্ধান্তদেশেও গমনাগমন করিতাম। রাজা অপত্যনির্ব্বিশেষে আমাকে স্বীয় মহিষীর সমীপেও মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন। তিনি আমার প্রতি পুত্রভাব প্রকাশ করিতেন বলিয়া আমিও তাঁহার প্রতি পিতৃভাব ও তৎপত্নীর প্রতি মাতৃভাব অবলম্বন করিয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলাম, কিন্তু দুষ্টা মহিষী অচিরাৎ আমার সেই সুখের মূলোচ্ছেদ করিল। তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় হইবার কিয়দ্দিবস পরেই সে আমার প্রতি বিরুদ্ধনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিল। তাহার বাকচাতুরী, অঙ্গভঙ্গী ও নয়নবিভ্রমাদি দর্শনে আমি নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে, এ নীচস্বভাবার অভিপ্রায় ভাল নহে। সুতরাং তদবধি আমি আর ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিতাম না। কিন্তু ভূপতি অতি উদারপ্রকৃতি ছিলেন, তিনি আমার

অন্তঃপুর-প্রবেশের অনিচ্ছার কারণ অনুসন্ধান করিয়াই বলপূর্ব্বক আমাকে তথায় লইয়া যাইতেন এবং মহিষীও নানা কার্য্যের ছল করিয়া সর্ব্বদাই আমাকে সমীপে আহ্বান করিত। যাহা হউক, সে যখন আমাকে অন্য কোন প্রকারে পাপাসক্ত করিবার সুবিধা বোধ না করিল, তখন আমাকে ইঙ্গিতানভিজ্ঞ মূঢ় বিবেচনা করিয়া একদা স্পষ্টাভিমানে কহিল, 'রঞ্জন! তুমি অতি নির্ব্বোধ পুরুষ। তোমার এই নবযৌবন ও এই সৌন্দর্য্যরাশি কি বিবেচনায় ক্ষয়িত করিতেছ? এতাদৃশ অসামান্য রূপলাবণ্যবতী যুবতী রাজ-মহিষী তোমার রূপের এরূপ পক্ষপাতিনী হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না এবং তজ্জন্য আপনার সৌভাগ্য মানিতেছ না? হায়! তাহারা কি হতভাগ্য, যাহারা নামমাত্রাবস্থিত অলীক পরলোকের ভয় করিয়া সংসারসারভূত বিষয়ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তুমি যদি রাজার শঙ্কা করিয়া থাক, তাহা করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ, রাজা আমার প্রতি এরূপ বিশ্বস্ত ও এরূপ মুগ্ধ যে, কখনই তিনি আমাকে অন্যবিধা করিতে পারিবেন না। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার ন্যায় রূপবতী যুবতী অঙ্গনা কি কখনও তাদৃশ স্থবির পতিতে বদ্ধভাবা হইয়া থাকিতে পারে? আমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এ পর্য্যন্ত কখনও পরপুরুষের প্রতি সানুরাগ নয়নপাত করি নাই। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত অধীর হইয়াছে, সুতরাং দর্শনাবধি তোমার হস্তে মন, প্রাণ, দেহ সমুদয় সমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর, আর আমি অধিক কি বলিব?'

আমি তাহার এইরূপ পাপাসক্তি ও এইরূপ নির্লজ্জতা দর্শন করিয়া একেবারে যেন বজ্রাহত হইলাম, ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, ভাবিলাম, এরূপ পাপীয়সী নারী ত কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই। উদারস্বভাব নরপাল পুষ্পিত লতাভ্রমে এই বিষবল্লরীকে হৃদয়োদ্যানে স্থানদান করিয়াছেন। যাহা হউক, অনন্তর আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতবচনে কহিলাম, 'রাজমহিষি! আমনি কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন? রাজা প্রজাসাধারণের পিতাস্বরূপ, সুতরাং আপনি জননীস্বরূপা, বিশেষতঃ মহারাজ আমার প্রতি যেরূপ বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করেন, তাহা আপনি অনবগত নহেন। আমি কি সেই বাৎসল্যের এইরূপে প্রতিদান করিব? আপনি কি স্ত্রীধর্ম্ম কখনও শ্রবণ করেন নাই? বৃদ্ধ হউক, রোগী হউক, জড় হউক, ভর্ত্তাই স্ত্রীজাতির পরমারাধ্য ও পরমগুরু। যে নারী স্বামীকে অশ্রদ্ধা করিয়া অন্য পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, নরকেও কি তাহার স্থান হয়? জগদীশ্বর মনুষ্যজাতিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতলে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা তাহাদের সুখভোগের স্থান নহে। যে মানব ধর্ম্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই-ই চরমে অনন্তকাল পরম সুখভোগ করিতে পায়. কিন্তু যে নরাধম ক্ষণমাত্র স্থায়ী ঐহিক সুখে বিমুগ্ধ হইয়া অনন্তকালের নিমিত্ত সেই অবিনশ্বর সুখলাভে বঞ্চিত হয়, তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? আপনি ধর্ম্মসংস্থাপয়িত্রী রাজমহিষী; আপনি এরূপ অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিলে সংসারের কি গতি হইবে? প্রজারা ধর্ম্মবিষয়ে রাজার ও রাজপরিবারেরই অনেক অনুকরণ করিয়া থাকে, কিন্তু সেই অনুকার্য্য পদার্থ এরূপ কলুষিত হইলে, অনুকারকেরা যে কিরূপ মলিনাশয় হইবে, তাহা আপনিই চিন্তা করিয়া দেখুন। বিশেষতঃ আপনিই কহিতেছেন যে, মহারাজ আপনার উপর অপর্য্যাপ্ত বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই বিশ্বাসতরুর কি এই বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে? পৃথিবী সর্ব্বংসহা হইয়াও কি বিশ্বাসঘাতকের ভর সহিতে পারেন? অতএব দেবি! ঐ কুপ্রবৃত্তিকে আর মনোমধ্যে স্থান দিবেন

না। একণে অবিচলিত ভক্তিসহকারে ভর্ত্তার সেবা করুন, শাস্ত্রোদিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন এবং পুত্রভাবে প্রজাদিগের প্রতিপালন করুন, সেই-ই আপনার পরম ধর্ম্ম এবং সেই-ই আপনার পরম কর্ম্ম।'

আমি এই কথা বলিয়া তাহার প্রত্যুক্তির অপেক্ষা না করিয়াই অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলাম। ভাবিলাম, হয় ত এই তিরস্কারগর্ভক উপদেশেই রাণীর চৈতন্যোদয় হইবে, কিন্তু নিম্নগা কি কখন ঊর্দ্ধপথে গমন করিতে পারে? সেই নীচাশয়া তাদৃশ ভর্ৎসনাতেও আপনার অসদধ্যবসায় পরিত্যাগ করিল না, সুযোগ পাইলেই প্রলোভন দ্বারা আমাকে পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আহা! পরাভিলাষিণী পত্নী পতির সাক্ষাৎ কৃতান্ত! সে আমাকে এক দিন বিজনে পাইয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল যে, যদি আমি তাহার মনোরথ-সম্পাদনে বিমুখ না হই, তবে সে রাজাকে বিনষ্ট করিয়া আমাকে রাজ্যেশ্বর করিতে প্রস্তুত আছে। আমি তাহার এই অনাকর্ণনীয় নৃশংস অভিলাষ অবগত হইয়া সাতিশয় কুপিত হইলাম এবং ভ্রূকুটীবন্ধনপূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া কহিলাম, 'আঃ পাপীয়সি! দুষ্ট রাক্ষসি! তোর অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? তুই অকিঞ্চিৎকর বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পতিহত্যারও ভয় করিস্ না? তোর মুখাবলোকন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তুই আমাকে সৌন্দর্য্যে বিলোভিত করিবি কি? তোকে দেখিলে আমার ঘৃণা হয়। আহা! উদারচিত্ত মহীপাল ভার্য্যাবোধে কালসর্পীকে গৃহে পুষিয়াছেন! আমি অদ্য তোর সমুদয় গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, অদ্য মহারাজকে বলিয়া তোকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিব এবং অদ্য মহারাজের পলায়নোন্মুখী রাজলক্ষ্মীকে চিরস্থায়িনী করিব।' আমি মহারোষ সহকারে এরূপ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিলে পর সেই দুশ্চারিণী ত্বরিত-পদে আমার নেত্রান্তিক হইতে অপসৃতা হইল। তখন আমি ভাবিলাম, আমি এ দেশের অচিরাগত আগন্তুক। আমার কথায় নরপাল যে বিশ্বস্ত পত্নীর প্রতি বিরক্ত হইবেন, তাহার সম্পূর্ণ আশা করা যায় না। হয় ত আমি বলিতে গেলে বিরুদ্ধ হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ মহারাজ আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করেন, আমি কিরূপে তাঁহাকে এতাদৃশ অপ্রিয় কথা শ্রবণ করাইব। আর কিরূপেই বা জানিয়া শুনিয়া এতাদৃশী কালভুজঙ্গীর গ্রাস হইতে তাঁহার পরিত্রাণের উপায়-চেষ্টা না করিব? আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মন্দ মন্দ গমনে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া আবাসভবনে গমনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়াছি, এমত সময়ে দেখি যে, দুই জন রক্ষি-পুরুষ আমার সেই প্রিয়মিত্র মাধবকে পশ্চাদ্বাহুবদ্ধ করিয়া আনিতেছে এবং কৃতান্তসম ভীমাকার অপর দুই জন পাশহস্তে দ্রুতবেগে আমার দিকে আগমন করিতেছে। আমি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সেই পরুষভাষী পুরুষদ্বয় আমাকে পাশবদ্ধ করিল এবং অবিলম্বেই আমাদের দুই জনকে এক কারাগারে লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ করিল।

তখন আমরা কি বিষম বিপদে পড়িলাম! বন্ধু এই দুরবস্থাঘটনের কোনও কারণ অবগত ছিলেন না; সুতরাং তিনি আকস্মিক বজ্রপাতসদৃশ এই ভয়ঙ্কর অবস্থাতে পতিত হইয়া বিহ্বলপ্রায় হইলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে সুস্থ করিবার অভিলাষে কহিলাম, 'সখে! জগদীশ্বর মনুষ্যের অবস্থাকে চক্রনেমির ন্যায় কখন উন্নত, কখন বা অধোনত করিয়া থাকেন। আমরা সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল পরম সুখেই অতিবাহন করিয়াছি। অনন্তর বিমাতার প্রতিকূলতাবশতঃ কিছু দিন যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াছি। পরে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া এতাবৎকাল সুখভোগ করিলাম, এক্ষণে তাঁহারই ইচ্ছায় আবার এরূপ দুঃখ সাগরে পড়িয়

হইতে হইয়াছে। যদি তাঁহার প্রতি আমাদের অবিচলা ভক্তি থাকে, তবে অবশ্যই আমরা এই বিপজ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সুখমুখ দর্শন করিতে পাইব সন্দেহ নাই। সখে! তুমি ইহার কিছুই অবগত নহ; প্রভুর গৃহরহস্য আমি এরূপ গোপন রাখিয়াছিলাম যে, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার নিকটেও কিছুমাত্র ব্যক্ত করি নাই; এক্ষণে শ্রবণ কর।' এই বলিয়া মহিষীগত সমস্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইয়া কহিলাম, 'মিত্র! স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্যের প্রতি অনাদর করিলে তাহারা যেরূপ অবমাননা বোধ করে, অন্য কিছুতেই সেরূপ করে না। মহিষী অতিশয় রূপগর্ব্বিতা; আমি আজি বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা তাহার সেই রূপের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিলাম, বোধ হয়, তাহাতেই সে কুপিতা হইয়া মহারাজের নিকট আমার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া থাকিবে। স্থবিরের তরুণী পত্নী প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর; সুতরাং তিনিও তাহার অমৃতাচ্ছাদিত গরলময় বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথ্যানুসন্ধান না করিয়াই আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করিয়াছেন। তুমি আমার অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ, এই জন্যই বোধ হয় তোমাকেও এই বিপদে পাতিত হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সম্প্রতি ইহাই বিধাতার পরম অনুগ্রহ বলিতে হইবে যে, তিনি আমাদিগকে এরূপ বিপদে পতিত করিয়াও পৃথক্ স্থানে অবস্থাপিত করেন নাই।' এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন দ্বারা সে দিবস অতিবাহিত হইল।

দুষ্ট লোকে কোন প্রকারেই স্বার্থত্যাগ করিতে চাহে না। পরদিন প্রভাতে রাজ্ঞী এক অনুচরী দ্বারা বলিয়া পাঠাইল, 'রঞ্জন! তুমি যাহার ভয়ে ও যাহার মুখাপেক্ষা করিয়া আমার আজ্ঞা অবহেলন করিয়াছিলে, এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, আমি তোমার উপর তাহারই কোপোৎপাদন করিয়াছি এবং মনে করিলে তাহার দ্বারা তোমার জীবন নাশ করিতে পারি, অতএব এখনও দুর্ম্মতি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি।' আমি এই দূতীবাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলাম না, কিন্তু আমি তাহাতে যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, বোধ হয়, আমার অঙ্গভঙ্গী দ্বারা সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক, সেই অবধি আমি আরও ভীত হইলাম, কারণ, দুশ্চারিণীর অসাধ্য কি আছে? সে যে কপট প্রবন্ধে আমাদের প্রাণ বিনাশ করাইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, সেই সময় অবধি তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কয়েক দিন অতীত হইল, মুক্তিলাভের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না।

পাপকথা কদিন ছাপা থাকে? মহিষীর সেই কুৎসিত আচরণের বিষয় ক্রমে দুই এক জন করিয়া নগরীর অনেক লোকেই অবগত হইল। তখন এক দিন কারারক্ষী আমাদিগের নিকট আসিয়া বিনয়-বচনে কহিল, মহাশয়! আপনারা পরম ধার্ম্মিক, সাধুশীল মহাত্মা; রমণীর দুষ্টতায় নিরপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, বোধ হয়, অল্পকালের মধ্যেই মহারাজও প্রকৃত বিবরণ অবগত হইয়া দুশ্চারিণীর কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিবেন এবং আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া গৌরব সংকারে পুনর্ব্বার স্বপদস্থ করিবেন সন্দেহ নাই। সুতরাং এক্ষণে আপনাদিগকে যন্ত্রণাচ্যুত করিয়া সুখে রাখিতে পারিলে আমারও অভ্যুদয়ের আশা থাকে, কিন্তু ইতিমধ্যেই রাণী পাছে স্বাপবাদ-বিলোপ-বাসনায় আপনাদের কোন অনিষ্টোৎপাদন করেন, সেই ভয়ে রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে যদি আপনারা এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একেবারে পলায়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া দিই।' আমরা

সেই মহাপুরুষের অনাকাঙ্ক্ষিত এই অনুগ্রহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃতজ্ঞতারসে একেবারে আর্দ্র হইলাম এবং নানাবিধ স্তুতি-বিনতি সহকারে তদ্দণ্ডেই তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলাম। তিনিও তখনই আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া, অজ্ঞানবশতঃ নিরপরাধে এতাবৎকাল আমাদিগকে যে কষ্ট দিয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমরা হর্ষাশ্রুনয়নে ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে বন্দনা করিয়া গোপনভাবে নগর হইতে বহির্গত হইলাম। পূর্ব্বসঞ্চিত কিঞ্চিৎ অর্থ আমাদের ছিল, তাহাও লইলাম এবং অর্থ সত্ত্বে শারীরিক কষ্ট স্বীকার করা অবিধেয় বোধ করিয়া যানযোগে কোন পুণ্যতীর্থ-গমনে সমুৎসুক হইলাম। প্রথমেই কৈলাসনাথ দর্শনে আমার অত্যন্ত বাঞ্ছা হইল। সুতরাং ভাগীরথীতে এক তরণী-গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত কৌশিকী সরিতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। অনন্তর কত দেশ, কত নদী, কত বন, কত পর্ব্বত অতিক্রম করিলাম, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পরিশেষে একদিন ময়ূরাঙ্গীনাম্নী রমণীয় নগরীসমীপে উত্তীর্ণ হইলাম।

ময়ূরাঙ্গী-প্রবেশই আমার কাল হইয়া উঠিল।" এই বলিয়া রঞ্জন ময়ূরাঙ্গীতে বন্ধুসহিত ইন্দ্রজাল-ক্রীড়া-দর্শনার্থ গমন, তদবসরে অজ্ঞাত নাম-ধাম রমণীরত্ন দর্শন, তৎপ্রতি আপনার আকস্মিক অনুরাগ-সঞ্চার, তদপ্রাপ্তিবোধে বিরহ-যন্ত্রণা, মাধব-কর্ত্তৃক প্রবোধন, নৌকা পরাবর্ত্তিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন, মাধবের ময়ূরাঙ্গী উদ্দেশে যাত্রা, তাহার পুনরাগমনের অপেক্ষা না করিয়াই আপনার তদ্দেশাভিমুখে গমন, দীর্ঘারণ্য-প্রবেশ, তথায় ব্যাঘ্রমুখে পতন, ভুজঙ্গম-গ্রাস হইতে বিমুক্তি এবং পরিশেষে সেই পর্ব্বতের পর্য্যন্ত-দেশে আগমন পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "তাপসকুমার! আমার জীবনবৃত্ত সমুদয় অবগত হইলে। জগদীশ্বর কেবল দুঃখানুভব করাইবার নিমিত্তই আমাতে চৈতন্য প্রদান করিয়াছিলেন। হায়! আমি যেরূপ বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া আপনাদের আশ্রয় পাইয়াছি, বন্ধু বোধ হয়, তাদৃশ কোন বিপদে পড়িয়া কোন প্রান্তরমধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হায়! আমি কি মূঢ়চেতাঃ! আমি মৃণ্ময় কলসের বালুকা রন্ধ্র-পিধানের নিমিত্ত দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খকে চূর্ণ করিলাম! আমি এক কামিনীর লাভাশয়ে তাদৃশ মিত্ররত্নকে বিসর্জ্জন দিলাম! হায়! সেরূপ সম দুঃখ সুখ সুহৃদ্ আর আমি কোথায় পাইব? আমি এক কামিনীর রূপমৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইয়া আপনিও মরিলাম, বন্ধুকেও বধ করিলাম! তপোধনকুমার! আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে যে, আমি যাহার অনুরাগে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, সেই পাষাণ-হৃদয়া এ বিষয়ের বার্ত্তামাত্র অবগত নহে।"

রঞ্জন এই বলিয়া পূর্ব্বদুঃখ সকল যুগপৎ হৃদয়মধ্যে সমুদিত হওয়াতে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তপোধনকুমারেরা চিত্রলিখিতের ন্যায় এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহাদেরও নয়ন হইতে অবিচ্ছিন্ন বাষ্পবারি প্রবাহিত হইতেছিল। রঞ্জনের দুঃখবর্ণনা সমাপ্ত হইবার সময়ে প্রথম তাপসকুমার শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সহচর জলপ্রদানাদি দ্বারা তাঁহার মোহাপনয়ন করিয়া আশ্বাসবাক্যে কহিলেন, "সখে! তপঃসিদ্ধির উপক্রম-সময়ে তপস্বীর মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে।" অনন্তর তিনি কোন অনির্ব্বচনীয় হর্ষোদয়-হেতু জড়ীভূত-হস্তে জল দ্বারা রঞ্জনের মুখ-প্রক্ষালন করিয়া দিয়া বাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, "মহাভাগ! এরূপ ধার্ম্মিক পুরুষের মনোরথ কখন বিফল হয় না, আমি দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি, অবশ্যই আপনার অভীষ্ট

লাভ হইবে। আপনি যে ললনার প্রতি সাভিলাষ হইয়াছেন, তিনি কে, তাঁহার নাম কি এবং তিনি এক্ষণে কোথায় বা কিরূপ অবস্থায় আছেন, প্রণিধান দ্বারা তৎসমুদয় অবগত হইয়া আমি আপনাকে কহিতে পারি, কিন্তু অদ্য অধিক বেলা হইয়াছে, সে কথাও অধিক এবং আপনাকেও অত্যন্ত কাতর দেখিতেছি; অতএব এক্ষণে আহারাদি করুন, ভোজনান্তে আপনাকে সমস্ত অবগত করাইয়া যাহাতে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হয়, তাহার উপায় করিয়া দিব।"

অনন্তর দিবসব্যাপার সমাধানের নিমিত্ত কথোপকথন ভঙ্গ করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন।

ষষ্ঠ উল্লাস

মধ্যাহ্ন-ব্যাপার সমাহিত হইলে পর রঞ্জন প্রিয়তমার সংবাদ-শ্রবণাভিলাষে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। ঋষিদ্বয়ের বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে তাঁহার কৌতূহল জন্মিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে সে কৌতুক অপগত হইল। ঋষিকুমার-মুখে বল্লভার বার্ত্তা-শ্রবণের পূর্ব্বে তাঁহার এক এক মুহূর্ত্ত এক এক দিনের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। তিনি এক শিলাতলে উপবেশন করিয়া তাপসদ্বয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। এই সময়ে প্রথম মুনিতনয় রঞ্জনের নেত্রপথ হইতে অপসৃত হইয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বসিলেন; দ্বিতীয় রঞ্জনকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া তাঁহার সমীপস্থ অপর এক শিলাতলে উপবেশনপূর্ব্বক কোকিলকূজিতের ন্যায় কহিতে আরম্ভ করিলেন;—

"প্রিয়সুহৃৎ রঞ্জন! আমি দিব্যনয়নে দেখিতেছি, তুমি ময়ূরাঙ্গীতে যে অঙ্গনাকে অবলোকন করিয়া ঈদৃশাবস্থ হইয়াছ, তিনি ময়ূরাঙ্গীপতি রাজা পুরঞ্জয়ের একমাত্র কন্যা, নাম রোমাবতী। তুমি তাঁহার অনুরাগে মুগ্ধ হইয়া অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছ যথার্থ বটে; কিন্তু তোমার সে অনুরাগ অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। তিনিও তোমার নিমিত্ত পিতা, মাতা, বন্ধু ও অসীম ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকলোচনের অগোচর হইয়া পতিব্রতাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আছেন। বোধ হয়, তোমাদের জন্মান্তরীণ হৃদয়বন্ধন কোন ভাব ছিল, নচেৎ একবার দর্শনমাত্রেই উভয়েই কেন উন্মাদিত হইবে? যে রোমাবতী স্বয়ংবর-সমাগত ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় রাজগণকে বিমাননা করিয়াছিলেন, অজ্ঞাতকুলশীল এক আগন্তুক যুবকের প্রতি তাঁহার তাদৃশ প্রীতিস্পৃহার উদয় অবশ্যই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। তোমার প্রতি তাঁহার সেইরূপ অনির্ব্বাণ প্রেমভাব অবলোকন করিয়া সহচরী মাধবিকা তোমার অন্বেষণে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল; কিন্তু কোথাও তোমার অনুসন্ধান পাইল না। পরে নগরমধ্যে জনরব উঠিল যে, রোমাবতী কোন অলীক পুরুষ দর্শনে তদাসক্তচিত্তা হইয়া সমুদয় সাংসারিক কার্য্য বিসর্জ্জন করিয়াছেন। রাজা ও রাজমহিষীর এই ব্যাপার শ্রবণে কন্যা চিরদুঃখিনী হইল ভাবিয়া মনোমধ্যে যে কিরূপ শোকভার উপস্থিত হইল, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। তাহারা রোমাবতীকে এই অসদধ্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া পাত্রান্তরে সমর্পিত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোমাবতী সেরূপ কন্যা নহে যে, এক জনের প্রতি প্রদত্ত হৃদয় পুনর্ব্বার প্রত্যাহরণ করিয়া অপরকে দান করে; সুতরাং তাহাদের সমুদয় যত্ন বিফল হইল। পিতা-মাতা কি সন্তানের দুঃখ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন? তাহারা বারংবার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও চেষ্টা করিতে বিরত হইলেন না; সখী, পরিচারিকা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রলোভিত করিতে লাগিলেন।

তখন রোমাবতী বিবেচনা করিলেন যে, প্রলোভনে মুগ্ধ না হয়, এরূপ মনুষ্য অতি বিরল। এখানে থাকিলে পুনঃ পুনঃ প্রলোভন পাইয়া যদি কোন প্রকারে মনের গতি অন্যথা হয়, তাহা হইলে ইহকাল পর কাল উভয়ই নষ্ট হইবে। অতএব এ স্থানে অবস্থান করা আর কর্ত্তব্য নহে। কোন বিজন প্রদেশে গমনপূর্ব্বক প্রিয়সমাগমলাভে কৃতসংকল্প হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ! এই ভাবিয়া তিনি রাজভবন হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কয়েক দিন পর্য্যন্ত কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কিয়দ্দিনান্তর বসন্তোৎসব উপস্থিত হইল। রোমাবতী উৎসব-রসে সকলকে নিমগ্ন দেখিয়া একদা নিশীথ সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রত্নালঙ্কার পরি ত্যাগ ও মলিন বসন পরিধানপূর্ব্বক বাস-ভবন হইতে নিঃসৃতা হইলেন। এই সময়ে মাধবিকা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তিনি কোথায় গমন করেন, জানিবার জন্য অলক্ষিতরূপে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। তৎকালে উৎসবনিবন্ধন রাজভবনে স্থানে স্থানে নৃত্য গীতাদি আরম্ভ হওয়াতে অন বরত সর্ব্বপ্রকার জনগণের গমনাগমন হইতেছিল; সুতরাং তাঁহাদিগকে কেহই চিনিতে পারিল না বা নিবারণও করিল না। রোমাবতী রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় নগরী অতিক্রম করত তোরণদ্বারে না যাইয়া একবারে কৌশিকী-তীরে উপস্থিত হইলেন এবং যে অশোক মূলে ইন্দ্রজাল-সময়ে জীবিতেশ্বরকে অব-লোকন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে কিয়ৎ-কাল দণ্ডায়মান হইয়া বিহ্বলার ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই পুনর্ব্বার ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই অশোকমূলকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তীরের দিকে ধাবমান হইলেন এবং জলোপান্তে একখানি ক্ষুদ্র তরণী বদ্ধ আছে দেখিয়া তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক পরপারে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মাধবিকা এতক্ষণ গোপনভাবে ছিল, কিন্তু এখন আর সেরূপ থাকিতে না পারিয়া মহা ভয় ও সম্ভ্রম সহকারে চীৎকারপূর্ব্বক দৌড়িয়া নৌকা ধরিল। রোমাবতী মাধবিকাকে দেখিয়া প্রথমতঃ ক্ষণকাল বিষণ্ণ হইলেন, পরে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় স্তম্ভিত থাকিয়া তাঁহাকেও নৌকায় উঠিতে আদেশ দিলেন। মাধবিকা ইতি-কর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া অগত্যা নৌকা-রোহণ করিল। অনন্তর তরণী পরপারে যায়, এমত সময়ে সে ভয়বিহ্বলা হইয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে 'কোথায় যায়' জিজ্ঞাসা করিলে পর রোমাবতী তাহাকে অভয়-প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়সখি! তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছিলাম যে, ঈশ্বরোপাসনা ব্যতিরেকে অভীষ্টসিদ্ধি হওয়া কঠিন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখি-লাম যে, এ স্থানে থাকিয়া তাহা সম্পাদন করিতে কোনরূপেই সমর্থ হইব না, অত এব কোন নির্জ্জন স্থানে গমনপূর্ব্বক জগদী-শ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে তুমি বাটী গিয়া, পিতা-মাতা, আমার জন্য যাহাতে অধিক শোকাকুল না হয়েন, তাহার উপায় করিতে যত্নবতী হও; কিন্তু দেখিও, আমি কোথায় যাইলাম, কি করিলাম, এ কথা যেন কোনরূপে প্রকাশিত না হয়। যদি ঈশ্বর কৃপা করেন, তবে অবশ্যই পুনর্ব্বার আমরা পরস্পর দর্শনসুখ লাভ করিতে পারিব।'

মাধবিকা প্রিয়সখীর এইরূপ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি কাতর হইল এবং গৃহে অবস্থিত হইয়াই ঈশ্বরোপাসনা করিবার জন্য নানারূপ প্রবোধ-বচনে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু কর্ত্তব্যার্থে স্থির-নিশ্চয় মন বা নিম্নাভিমুখ

জলকে প্রতিকূলদিকে প্রবর্ত্তিত করা কাহার সাধ্য? মাধবিকা কোনরূপেই তাঁহার অধ্যবসায় ভঙ্গ করিতে পারিল না। অনন্তর সাতিশয় কাতর-বচনে নিবেদন করিল, 'রাজনন্দিনি! যদি নিতান্তই তোমার যাইতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকেও সঙ্গে লইতে হইবে। বিবেচনা কর, আমি জন্মাবধি ছায়ার ন্যায় তোমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া আছি। আমি সামান্য পরিচারিকা বৈ নহি, কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া প্রিয়সখী বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া থাক, অতএব আমি তোমাকে না দেখিয়া কোন প্রকারেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ তুমি রাজার একমাত্র দুহিতা, কখনও ক্লেশের মুখ অবলোকন কর নাই। অপরিচিত বিজন স্থানে গমন করিলে নানারূপ কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু সেই সেই স্থলে আমি সহচারিণী থাকিলে অনেক সহায়তা করিতে পারিব। অতএব রাজপুত্রি! এ দাসী প্রাণান্তেও তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।'

রোমাবতী প্রথমে তাহাকে সমভিব্যাহারিণী করিতে কোনরূপেই চাহিলেন না, কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এখন আর তাহাকে পরিত্যাগ করিলে আপনার বিষয় ব্যক্ত হইয়া পড়িবে, অতএব তাহার অনুগমনে আর প্রতিবন্ধকতা করিলেন না।

অনন্তর নৌকা পরপারে পৌছিলে উভয়ে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তৎকালীন তাঁহাদের ক্লেশের কথা কি কহিব? যে রাজকুমারী মণিময় হর্ম্ম্যাঙ্গনে পদচারণা করিয়াও ক্লেশানুভব করিতেন, তিনি তখন অন্ধকার সময়ে পাষাণবিষম অজ্ঞাত পথে ধাবমান। তাঁহার যে অঙ্গ দিবাকরও কখন দর্শন করিতে পান নাই, সেই অঙ্গ রাত্রিচর আরণ্য জন্তু সকল লোলুপ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যে ভীরু রজনীকালে অবরোধমধ্যেও একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিতেন না, তখন তিনি সখী মাত্র সমভিব্যাহারে সাহসিক জনের অগম্য পথের পথিক হইলেন। হায়! যে মাধবিকা প্রিয়সখীকে রত্নরাজীতে বিভূষিত করিয়াও নয়নের তৃপ্তি লাভ করিত না, সে তাঁহার তাদৃশ উন্মাদিনীবেশ দর্শন করিয়া কি হৃদয় ধারণ করিতে পারে? সে শোকে অধীরা হইয়া অবিরল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। আহা! প্রিয়সুহৃৎ রঞ্জন! তাঁহারা এইরূপ গমন করিয়া নিশার অবসান হয়, এমন সময়ে, তুমি ময়ূরাঙ্গী-গমনে যাত্রা করিয়া যে দীর্ঘারণ্যের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ করিয়াছিলে, বোধ হয়, তাঁহারাও উহারই উপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, রজনী প্রভাত হইয়া সূর্য্যোদয় হইল। তখন তাঁহারা ধৃত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বিশ্রামার্থ এক তরুমূলে উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইলে পর মাধবিকা প্রিয়সখীর শরীরোপরি নয়নপাত করিয়া দেখে যে, তাঁহার দুই চরণ হইতে অনর্গল রুধির-ধারা বিনির্গত হইতেছে; কেশপাশ বিগলিতবন্ধ হইয়া পৃষ্ঠোপরি পতিত হইয়াছে, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে; মুখমণ্ডল শরন্মেঘাবৃত নিশামণির ন্যায় হীন-কান্তি হইয়াছে; অঙ্গযষ্টি করসম্মর্দ্দিত মৃণালিনীর ন্যায় ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজল বিনিঃসৃত হইতেছে। মাধবিকা এই ব্যাপার দর্শনে অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত-নয়নে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছে, এমত সময়ে মূর্চ্ছা অজ্ঞাতসারে আসিয়া রোমাবতীর চেতন হরণ করিল। মাধবিকা সসম্ভ্রমে প্রিয়সখীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া দেখিল যে, তাঁহার সর্ব্বশরীর হীন-প্রভ ও অবশ হইয়া গিয়াছে। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া কহিল, 'হায়, নরনাথ পুরঞ্জয়! তোমার কি সর্ব্বনাশ হইল! হা রাজ্ঞি! তুমি অঞ্চলের

নিধি হারাইলে! হা সখীজন! তোমরা এ জন্মের মত রোমাবতীর মুখ-সুধাকর দর্শনে বঞ্চিত হইলে। হা রোমাবতী-হৃদয় রঞ্জন! তুমি কি অকৃত-পুণ্য হতভাগ্য যে, এতাদৃশ রত্ন পাইয়াও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে না। হা প্রিয়সখি! তোমার অলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্যের কি এইরূপ পরিণতি হইল? হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল?'

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সে রোমাবতীর নিশ্বাস-পবন প্রবহমাণ অনুভব করিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ভূতলে শায়িত করিল এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া সলিলানয়নপূর্ব্বক তাঁহার নয়নে জলোচ্ছ্বাস প্রদান করিয়া নবপল্লব বীজন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ শুশ্রূষার দ্বারা রোমাবতীর চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি শনৈঃ শনৈঃ নেত্রোন্মীলন করিয়া মেঘোন্মুক্ত শশিবিম্বের ন্যায় নিজ নৈসর্গিক শোভা পরিগ্রহ করত উপবেশন করিলেন। মাধবিকা তাঁহাকে প্রত্যাগতপ্রাণ দেখিয়া দেহে যেন প্রাণ পাইল এবং তাঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক নগরে ফিরিয়া যাইবার জন্য কাতর-স্বরে ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। রোমাবতী কহিলেন, 'প্রিয়সখি! শ্রেয়স্কর কার্য্যে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব আমাদের এই কার্য্য যে সম্পূর্ণ সম্পন্ন হইবে, তাহা কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে। নীচাশয় লোকেরা বিঘ্ন-ভয়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করিতেই পারে না, মধ্য-বৃত্তেরা আরম্ভ করিয়া বিঘ্ন দর্শনমাত্রে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু উত্তমপ্রকৃতি মানবগণ বিঘ্ন কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়াও প্রারব্ধ কার্য্য কখন পরিত্যাগ করেন না। অতএব মাধবিকে! এই অকিঞ্চিৎকর বিঘ্ন দর্শনে অভীষ্টসাধন হইতে পরাঙ্মুখ হওয়া আমাদের কোন প্রকারেই উচিত নহে। এক্ষণে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান কর—আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।'

এই বলিয়া রোমাবতী ক্লেশকে ক্লেশ বোধ না করিয়া মাধবিকা সমভিব্যাহারে সেই অরণ্যমধ্যে পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়াই দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড-কায় ভীষণাকার ব্যাধ তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছে। তাহার কেশপাশ লতাজালদ্বারা বদ্ধ, কর্ণে রুদ্রাক্ষের কুণ্ডল, কণ্ঠে অস্থিমালা, বাম হস্তে ধনুঃ, দক্ষিণ হস্তে শর, পৃষ্ঠে দুই তূণীর এবং পরিধান পূতিগন্ধি ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তাহাকে দেখিয়া রোমাবতীর কিছুমাত্র ভয় হইল না, তিনি ভাবিলেন, ভালই হইল, এক্ষণে মনুষ্য-দর্শন পাইলাম, ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব, যদি নিকটে কোন পর্ব্বতাদি থাকে, তথায় আরোহণ করিয়া প্রাণবল্লভের সমাগম-কামনায় যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিব। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে ব্যাধ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাদৃশ জন-সমাগম-শূন্য বিজনমধ্যে সৌবর্ণ-প্রতিমার ন্যায় সেই কামিনীকে অবলোকন করিয়া একবারে চমৎকৃত হইল এবং বলিয়া উঠিল, 'এ কি অদ্ভুত পদার্থ! এরূপ স্ত্রী ত কখন দেখি নাই, বোধ হয়, পশুপতি আমার বলবিক্রমে প্রসন্ন হইয়া পারিতোষিক-স্বরূপ এই রত্নদ্বয়কে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, নচেৎ এতাদৃশ নিবিড় অরণ্য-মধ্যে ইহাদের আসিবার সম্ভাবনা কি?' যাহা হউক, অনন্তর সে আপনার রূপ-গুণ-শৌর্য্য-বীর্য্যাদির বিষয় প্রকাশ করিয়া অগ্রে তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার অভিলাষে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, 'অঙ্গনে! তোমরা কে? কি জন্য এই নির্জ্জন বনে আগমন করিয়াছ? আহা! তোমাদের রূপ দেখিয়া চক্ষুর পাপ যায়। আমি তোমাদিগকে দেখিয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, তোমাদিগকে অত্যন্ত পথিশ্রান্ত দেখিতেছি, অতএব আর এখন চলিবার আবশ্যকতা নাই, কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে বিশ্রাম কর, পরে আমার আবাসে গমন করিবে।'

মাধবিকা ব্যাধের দুষ্টাভিসন্ধি বোধ করিয়া সভয়ে কহিল, 'ভদ্র! তোমার আবাসে যাইতে আমাদিগের অভিলাষ নাই, নিকটে যদি কোন পর্ব্বত বা তপোবন থাকে, বলিয়া দাও, আমরা তথায় গমন করিব।' ব্যাধ এই কথা শ্রবণ করিয়া কোপরক্ত-নয়নে উত্তর করিল, 'প্রমদে! পৃথিবীতে এমত নারী কে আছে যে, আমার রূপ ও গুণে বিমোহিত না হয় এবং আমার প্রেমপাত্র হইবার অভিলাষ না করে? আমার রূপ প্রত্যক্ষই দেখিতেছ, ইহার বিষয়ে আর কি বলিব? গুণ ও বিভবের কথা শ্রবণ কর—আমি প্রাতঃকালে মৃগয়ায় নির্গত হইয়া শশক-শৃগাল-মেষ-মৃগাদি কত পশু ও কত পক্ষীর যে প্রাণ বিনাশ করি, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না; সমস্ত দিন অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিলেও আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ হয় না; যে বৃক্ষে বানরেরাও উঠিতে সঙ্কোচিত হয়, আমি তাদৃশ দুরারোহ বৃক্ষেও অবলীলাক্রমে উঠিতে পারি, সুতরাং সকল বৃক্ষের ফল এবং সকল বৃক্ষের শাখাগ্রথিত কুলায় হইতে পক্ষিশাবক আনয়ন করা আমার অতীব সহজ কর্ম্ম; আমার চরণ ও গাত্রচর্ম্ম এমত কঠিন যে, পাষাণ কীলক ও সুদৃঢ় কণ্টকে বারংবার অভিহত হইয়াও বিদীর্ণ হয় না; মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা আমার গৃহ সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে, আমার কুটীরের চতুর্দ্দিকে অস্থিরাশি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। পাঁচ ছয়টা কুক্কুর আমার মৃগয়া-সহচর ও গৃহরক্ষক-স্বরূপ নিযুক্ত আছে। দশখান বেণুময় চাপ, সহস্র তীক্ষ্ণ শর ও বিংশতিটা শরধি আমার গৃহে সর্ব্বদা লম্বমান থাকে। অতএব সুন্দরি! এরূপ রূপ-গুণবিভবশালী পুরুষের প্রেমপাত্র হওয়া কি সামান্য সৌভাগ্যের কর্ম্ম? স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ, তাহারা স্বতঃ কোন শ্রেয়স্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যাহা হউক, যদি তোমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার অনুগামিনী না হও, তবে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না।'

ব্যাধবাক্য-শ্রবণে রোমাবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, এ কি বিষম বিপদ্! এ দুরাত্মা কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? মাধবিকার কথা শুনিয়া কেন রাজধানীতে ফিরিয়া গেলাম না। এক্ষণে এ পাপিষ্ঠ যদি কোনরূপ বল প্রয়োগ করে, তবে ত সর্ব্বনাশ হইল।—অথবা সর্ব্বনাশই কি? দুরাচারকে গাত্র স্পর্শ করিতে উদ্যত দেখিলেই যে কোনরূপে হউক, প্রাণত্যাগ করিয়া পতিব্রতাধর্ম্ম রক্ষা করিব। হা জগদীশ্বর! রোমাবতীকে আত্মঘাতিনী করাই কি তোমার উদ্দেশ্য ছিল? এই জন্যই কি তুমি ইন্দ্রজাল-সময়ে সেই মহাত্মা অবলোকন করাইয়া ইহাকে উন্মাদিনী করিয়াছিলে? এই জন্যই কি বিপিনে গমন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে রোমাবতীকে প্রবৃত্তি দিয়াছ? হা তাত! হা মাতঃ! তোমাদের আদেশ-লঙ্ঘনের ফল অদ্য সম্পূর্ণ ফলিল। হা প্রাণেশ্বর! পত্নী রক্ষা করা পতির কর্ম্ম, তুমি যে হও, আমি তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি; এক্ষণে তোমার সেই ধর্ম্মপত্নী কৃতান্তদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তুমি কিরূপে এবং কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া আছ? হা ধর্ম্ম! তোমাকে অবলম্বন করিলে কি এই ফল হয়?

রোমাবতী বিহ্বলার ন্যায় সাশ্রুনয়নে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, মাধবিকা তাঁহার স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিয়া গলদশ্রুনেত্রে কাঁপিতেছে, এমত সময়ে এক কর্দ্দমলিপ্ত প্রকাণ্ড-কায় বরাহ মুস্তা-প্ররোহ খনন করিতে করিতে পুরোভাগে দৃশ্যমান হইল। ব্যাধ বরাহ দর্শনমাত্র ঘোররবে গর্জ্জন ও বাহ্বাস্ফোলন করিয়া 'প্রমদে! আমার বল-বীর্য্য দেখ' এই বলিয়া শরাসনে শর সন্ধানপূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হইল। সেও ব্যাধকে জিঘাংসু দেখিয়া সটাচ্ছটা উন্নত করত ভয়ঙ্কর গর্জ্জন সহকারে আক্রমণ করিল। কিরাত বিলক্ষণ শিক্ষিত-হস্ত;

সুতরাং তৎপ্রহিত তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া বরাহ অচিরাৎ প্রাণ ত্যাগ করিল। দৈবের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! গুণনিধি রঞ্জন! বরাহের ভূমিপাত হইতে না হইতেই তুমি যেরূপ শার্দ্দূলের কথা বর্ণন করিয়াছ, অবিকল সেইরূপ এক ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল কিরাতকে লক্ষ্য করিয়া বনান্তরাল হইতে বহির্গত হইল। তখন কিরাতের পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করাই উচিত ছিল, কিন্তু কামিনী সমক্ষে পৌরুষ প্রদর্শন করিতে গিয়া বিপদে পতিত হওয়া মূর্খদিগের সাহজিক ধর্ম্ম। পলাইয়া প্রাণ-রক্ষা করিলে পাছে পূর্ব্বোক্ত তরুণীদ্বয়ের সম্মুখে আপনার কাপুরুষতা প্রকাশ হয়, এই ভয়ে কিরাত সেই ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের সহিতও সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সাক্ষাৎ কৃতান্তহস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা কাহার সাধ্য? শার্দ্দূল দুই চারি বাণাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও এক লম্ফে ব্যাধের উপরিভাগে পতিত হইয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বনমধ্যে চলিয়া গেল, রোমাবতী ও মাধবিকা ভয়ে সঙ্কুচিত-গাত্র হইয়া তরু-পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

এই আকস্মিক বিপৎপাত অতিক্রান্ত হইলে তাঁহারা বৃক্ষপার্শ্ব হইতে বহির্গতা হইলেন এবং ধর্ম্ম তাঁহাদের রক্ষা করিলেন ভাবিয়া দ্রুত-পদে তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া মাধবিকা কহিল, 'ভর্তৃদারিকে! আমরা অরণ্যমধ্যে কোথায় যাই? যাইবার উদ্দেশ্য স্থান কিছুই দেখি না। এ স্থানে এমত মনুষ্য নাই, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানা যায়। সম্প্রতি যে ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে দেহ, প্রাণ, ধর্ম্ম সমুদায়ই বিনষ্ট হইত। কেবল জগদীশ্বরের অনুকম্পায় তাহা হইতে মুক্ত হওয়া গেল। এই ভীষণ অরণ্যানীমধ্যে যে সেইরূপ বিপদ্ আর ঘটিবে না, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? অজ্ঞাতধর্ম্ম কিরাতাদির কথা দূরে থাকুক, তোমাকে গজেন্দ্র-গমনে গমন করিতে দেখিলে মুনিজনেরও মানস চঞ্চল হয়। এরূপ রত্ন দৃষ্টিগোচর হইলে কে না আত্মসাৎ করিতে যত্ন করিয়া থাকে? অতএব সুলোচনে! আর আমি তোমার এরূপ গমনে অনুমোদন করিতে পারি না। এক্ষণে স্থিরচিত্তা হইয়া অগ্রে গন্তব্য স্থান স্থির কর, পশ্চাৎ গমন করিবে।'

মাধবিকার কথা শ্রবণ করিয়া রোমাবতী কহিলেন, 'প্রিয়সখি! তুমি যে কথা কহিতেছ, সে বিষয়ে আমি কোন চিন্তা করিতেছি না, এমত নহে। এ ভয়ঙ্কর গহনমধ্যে বিপদ্ ঘটিবার অসম্ভাবনা কি? কিন্তু শুনিয়াছি যে, ময়ূরাক্ষীর দক্ষিণে অরণ্যমধ্যে মেখলীন নামে এক শৈল আছে, বোধ হয়, আমরা তাহার অতি সন্নিধানেই উপস্থিত হইয়াছি ঐ দেখ, তরুশাখার মধ্য দিয়া নবীন-নীরদের ন্যায় সেই মহীধর লক্ষ্য হইতেছে। ঐ শৈলে আরোহণ করিয়া তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেই আর আমাদের কেহ সন্ধান পাইবে না, অতএব চল, ঐ স্থানে গমন করা যাউক। কিন্তু নারীবেশ বিপদের আকর। এ বেশে যেখানে যাইব, সেইখানেই বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব এই দণ্ডেই ইহা পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ-পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব আইস, আমরা এ বেলা এই স্থানেই অবস্থান করিয়া পুরুষ-পরিচ্ছদের আয়োজন করি। অপরাহ্ণে শৈলসানুতে আরোহণ করা যাইবে।' এই বলিয়া উভয়ে এক প্রকাণ্ড বনস্পতি মূলদেশে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছিল। মাধবিকা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত নানাবিধ সুস্বাদু বন্য ফল আহরণ করিয়া রাজনন্দিনীকে ভোজন করাইল এবং তাঁহার অনুরোধে আপনিও ভোজন করিল। ভোজন সমাপন হইলে সে রাজতনয়ার আদেশে নারিকেল, রুদ্রাক্ষফল, বল্কল, শুষ্কেন্ধন

প্রভৃতি যোগী সাজিবার নানাবিধ সমাহরণ করিয়া তাঁহাকে সাজাইতে বসিল। আহা! রোমাবতীর যে কেশপাশ পূর্ব্বে বিচিত্র কবরীবন্ধন ও শিরোরত্নে শোভিত হইত, এক্ষণে মাধবিকা সেই কেশ বিনাইয়া অপূর্ব্ব জটাজূট প্রস্তুত করিয়া দিল, যে শরীর অগুরু-কুঙ্কুম, গন্ধসার প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত থাকিত, এক্ষণে সেই স্বর্ণ-অঙ্গে দারুঘর্ষণজ-বহ্নি-ভস্ম লেপিত হইতে লাগিল। যিনি সর্ব্বদা অপূর্ব্ব কৌষেয়-বসন পরিধান করিতেন, তিনিই এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্কল সকল সংযোজিত করিয়া গাত্রাচ্ছাদন করিলেন। যে পীনোন্নত পয়োধরে অপূর্ব্ব রত্নহার বিরাজিত হইত, সম্প্রতি সেই স্থানে অভিনব রুদ্রাক্ষমালা সমর্পিত হইল। যে পাণি কমল বা কুসুমস্তবকে সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত, অধুনা সেই পাণিতে নারিকেল-নির্ম্মিত কমণ্ডলু লম্বমান হইল। যে নিতম্ব মুক্তাময় সারসনে অলঙ্কৃত হইত, এক্ষণে তথায় ত্রিসরা মুঞ্জময়ী মেখলা সমাবদ্ধ হইল। আহা! সে রূপের শোভা আর কি বর্ণন করিব! তৎকালে উহা কেবল ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি, মেঘান্তরিত শশিবিম্ব ও পাংশু-লিপ্ত মহামণির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যাহা হউক, তিনি স্বয়ং এইরূপ অপূর্ব্ব যোগিবেশ ধারণ করিয়া মাধবিকাকেও আপনার ন্যায় সাজাইয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহারা দুই জনে সর্ব্ব-জন-মোহনাকার দুই তাপসকুমার হইয়া সেই মেঘলীন শৈলের সন্নিধানে গমন করিলেন। অনন্তর এক বন্ধুর পথ অবলম্বন করিয়া উহার এক রমণীয় প্রস্থদেশে আরোহণ পূর্ব্বক সে রাত্রি তথায় যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে তাঁহারা সমীপস্থ প্রস্রবণে স্নান করিয়া পূর্ব্বদিনের ন্যায় বেশভূষা সমাধা করিলেন। অনন্তর রোমাবতী প্রাণবল্লভ-সমাগমে সঙ্কল্প করিয়া হিমাংশু-শেখরের নিমিত্ত হৈমবতীর ন্যায় যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। মাধবিকা তাঁহার তপঃসাধনোপযোগী উপচার সকল আহরণ করিয়া দিয়া আপনিও দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হইল। বেলা তৃতীয় যাম অতীত হইলে তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া সমীপস্থ তরু হইতে ফল-মূল এবং প্রস্রবণ হইতে জল আনয়ন করিয়া ভোজন ও পান করিলেন। অনন্তর পত্রবল্লী, গুল্ম প্রভৃতি সংগ্রহ করত দুই জনের দুইখানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন—হে রোমাবতী-জীবিতেশ্বর রঞ্জন! তুমি যাঁহার নিমিত্ত তাদৃশ কষ্টভোগ করিয়াছ, সেই রোমাবতী তোমার নিমিত্ত কিরূপ অবস্থাপন্না হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে? তিনি ত্বদেকাধীন-জীবিত হইয়া জনক, জননী, রাজ্য-বিভব প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সখীমাত্র সমভিব্যাহারে বনবাসিনী হইয়া তোমার সমাগমাভিলাষে তপস্বিবেশে তপঃসাধন করিতেছেন। হায়! আর কতকাল তিনি সেরূপ অবস্থায় কালক্ষেপ করিবেন? তাঁহার কোমল জীবনে আর কত ক্লেশ সহ্য হইবে? দেবতা আর কত কাল অপ্রসন্ন থাকিবেন? আর তোমার উপেক্ষা করা উচিত নহে। এক্ষণে যাহাতে তাঁহার জীবন-রক্ষা হয়, সত্বর তাহার উপায়বিধান কর।”

রঞ্জন তাপসমুখে প্রিয়তমার এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে কান্দিয়া কহিলেন, “হা জীবিতেশ্বরি রোমাবতি! এক্ষণে তোমার নামগ্রহণ করিয়াও চরিতার্থ হইলাম। হা প্রিয়তমে! হা চিন্তাবিনোদিনি! তুমি আমার নিমিত্ত কি জন্য এরূপ ক্লেশ ভোগ করিতেছ? রত্নকেই সকলে প্রার্থনা করে, রত্ন কখন গ্রহীতাকে অন্বেষণ করে না। হা মদিরাক্ষি! তোমাকে বনবাসিনী ও তপস্বিনী শ্রবণ করিয়া কিরূপে হৃদয় ধারণ করিলাম! মুনিবর! আপনি আমার প্রিয়তমার বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া মুমূর্ষু দেহে জীবনদান করিলেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন এবং কিরূপে আমি তথায় যাইব, কি প্রকারেই বা তাঁহাকে চিনিতে পারিব, এ সমস্ত বৃত্তান্ত শীঘ্র না বলিয়া দিলে প্রাণবিয়োগ হয়।

আহা! যদি আমি পক্ষী হইতাম, তবে তিনি যেখানে আছেন, আপনি বলিবামাত্র তথায় উড়িয়া গিয়া তাঁহার কয়ঠলে উপবেশন করিতাম। যাহা হউক, আর আমার বিলম্ব সহে না; শীঘ্র বলুন! শীঘ্র বলুন!"

দ্বিতীয় তাপস রঞ্জনের এইরূপ অধীরতা দর্শন করিয়া সত্বরপদে কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় ধূলিধূসর অশ্রুমুখ সহচরের করাকর্ষণ করিয়া কুটীর হইতে বাহির করিলেন এবং রঞ্জনকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "প্রিয়সখে! আর তোমার উদ্বেগের বিষয় নাই, রোমাবতীর তপঃসিদ্ধি হইয়াছে, দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি যে মেঘনীল পর্ব্বতের কথা শ্রবণ করিলে, এ সেই পর্ব্বত। তোমার প্রিয়তমা ও তাহার সখী যে দুইটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই সেই কুটীর। তোমার প্রিয়তমার যে সহচরীর কথা শ্রবণ করিলে, আমিই সেই মাধবিকা এবং ইনিই তোমার হৃদয়রঞ্জিকা রোমাবতী!" রঞ্জন এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়োদ্‌ভ্রান্ত নয়নে তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখেন যে, তিনি তখন তপস্বিভাব পরিত্যাগ করিয়া অপূর্ব্ব তপস্বিনী-ভাব অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহার সর্ব্বাবয়বে ইন্দ্রজালসময়দৃষ্ট সেই সমুদয় সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, তৎকালে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎ লোহিতবর্ণ হইয়া ব্রীড়ায় অবনত হইয়া রহিয়াছে; কপোলদেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মোদয় হইয়াছে; নেত্রযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা নিপতিত হইয়াছে, অকৃত্রিমরাগ অধরদল ঈষৎ স্ফুরিত হইতেছে, শরীরের সৌবর্ণ বর্ণ ভস্মাচ্ছাদনকে লুক্কায়িত করিতেছে; সমুদয় গাত্রযষ্টি ঈষৎ কম্পমান হইতেছে এবং তাহাতে খরতর রোমাঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে।

তৎকালে সেই প্রণয়িযুগলের মনোমধ্যে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তখন তাঁহারা কি লোহিতা পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন, কি ভূমি হইতে স্বর্গে আরোহণ করিলেন, কি মরণানন্তর পুনর্জীবন লাভ করিলেন, তাহার কিছুই বলা যায় না। তখন উভয়েই উভয়ের প্রতি নিশ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া উন্মত্তের ন্যায়, মূকের ন্যায়, বিহ্বলের ন্যায় জড় ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কাহারও মুখ হইতে কিছুমাত্র বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর মাধবিকা সাশ্রুনয়নে পরিহাস পূর্ব্বক কহিল, "রাজনন্দিনি! সেইরূপ ব্যাকুলতার পর এরূপ তূষ্ণীম্ভাব কি ভাল দেখায়? যাহার জন্য তত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ এবং যাহাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই জনকে সম্মুখে এরূপ কাতর দেখিয়া একবার মধুরবচনে সান্ত্বনা করাও কি উচিত হয় না? লজ্জা কি প্রিয়তম অপেক্ষা বড় হইল? যাহা হউক, সম্প্রতি আর ওরূপ করিয়া থাকা ভাল হইতেছে না। এক্ষণে কুশল-প্রশ্নাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সম্ভাষণা কর, পরস্পরের দুঃখ শ্রবণে পরস্পর কাতর হও এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট হৃদয়কবাট উদ্‌ঘাটন করিয়া দাও।" রোমাবতী তখন আর কি উত্তর করিবেন? প্রাণনাথকে পর্ব্বতে সমাগত দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তদবধি মন, প্রাণ, দেহ কিছুই তাঁহার নিজের আয়ত্ত ছিল না, সুতরাং লজ্জাবনতমুখে তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। রঞ্জন কহিলেন, "প্রিয়সখি! সম্ভাষণাদি দ্বারা প্রণয় প্রদর্শন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। উভয়েই উভয়ের হৃদয়গত ভাব বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি, অতএব সে বিষয়ের নিমিত্ত আর প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি, আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত আছ, বিলক্ষণ বুদ্ধিমতীও বট, অতএব এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি? কিরূপ করিলে সকল দিক্ বজায় থাকে, তাহা বল। আমাকে যাহা কহিবে, তাহাতেই প্রস্তুত আছি।"

রঞ্জনের এই কথা শ্রবণ করিয়া মাধবিকা জিজ্ঞাসুনয়নে রাজতনয়ার প্রতি নেত্র-

পাত্ত করিলে তিনি বহুক্ষণের পর নম্রবদনে ও লজ্জাজড়িতবচনে কহিলেন, "প্রিয়সখি! গান্ধর্ব্ববিধানে বরকন্যা স্বয়ং পরিণীত হইলে গুরুজন কর্ত্তৃক দানের অপেক্ষা করে না যথার্থ বটে, কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহাদিগের অনুমোদিত হইলেই ভাল হয়।" তখন মাধবিকা কহিল, "তবে আমার মতে কল্য প্রভাতে সর্ব্বসমেত ময়ূরাক্ষী গমন করা যাউক। রাজা ও রাজ্ঞী আমাদের নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল আছেন; তাঁহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইলে যে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবেন এবং আমাদিগের মনোরথ-সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিবেন, তাহার কোন সংশয় নাই।" অনন্তর এই প্রস্তাবই সকলের যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল এবং প্রভাত হইলেই ময়ূরাক্ষী গমন করিবেন বলিয়া সকলেই সমুৎসুক রহিলেন।

এই সময়ে দিবাবসান হইল। দিনমণি বারুণী-সেবায় রত হইয়া অবসন্নকর ও রক্তবর্ণ হইলেন এবং ক্রমশঃ তেজোহীন হইয়া অম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলাইতে লাগিলেন। তাঁহারা মধ্যাহ্নের অব্যবহিত পরেই একত্র সমাগত হইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে দিবার চতুর্থ যাম অতীত হইয়া সন্ধ্যা উপস্থিত; এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সংজ্ঞা ছিল না। তখন মাধবিকা পরিহাস করিয়া রঞ্জন ও রোমাবতীকে কহিল, "তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, আর ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন নাই; কিন্তু আমাকে ত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে হইবে। অতএব ক্ষণকালের জন্য আলাপের বিশ্রাম দাও।" রঞ্জন উত্তর করিলেন, "সখি! তুমিও যাহাতে এইরূপ চেতনাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিস্মৃতা হও, তাহারও চেষ্টা করা যাইবে।" এইরূপ পরিহাসের পর সকলে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিলেন এবং পুনর্ব্বার একত্র হইয়া এক এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে রজনীর বহুভাগই অতীত হইল। অনন্তর রোমাবতী ও মাধবিকা এক কুটীরে এবং রঞ্জন অপর কুটীরে শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া রোমাবতী মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, যাহার প্রতি সকলেরই ইন্দ্রজালদর্শিত অলীক পুরুষ বলিয়া ভ্রম ছিল এবং কখন কখন আমারও যাহাকে তাদৃশরূপই বোধ হইত, দৈবানুগ্রহে তিনি যথার্থই আমার জীবিতেশ্বর হইলেন। আমি ত এখন চরিতার্থ হইলাম; কিন্তু মাধবিকা আমার সহিত যে এতাদৃশ ক্লেশভোগ স্বীকার করিল, তাহার ফল কি হইল? প্রিয়তমের সেই সহচরের প্রতি উহার অনুরাগ-সঞ্চার বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে এবং বোধ হয়, সেই অভীষ্টসিদ্ধিলাভও উহার অপশ্চর্য্যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতিবশতঃ আমার নিকট স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে নাই। যাহা হউক, যে ব্যক্তি আমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সংসারসুখ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছে, তাহাকে অসুখিত রাখিয়া আমার বিবাহামোদে প্রবৃত্ত হওয়া কিরূপে উচিত হয়? বোধ হয়, ময়ূরাক্ষী গমন করিলেই সেই প্রিয়সুহৃদের দর্শন পাওয়া যাইবে; অতএব এক্ষণে আর অন্য মতের আবশ্যকতা নাই, অগ্রে সেই স্থানেই গমন করা যাউক, বোধ হয়, দৈব এত অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়া আর প্রতিকূল হইতে পারিবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কথঞ্চিৎ তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল।

সপ্তম উল্লাস।

রজনীর শেষ যামেই রঞ্জনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রোমাবতী-সংক্রান্ত নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভাবিলেন, বন্ধু তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া প্রিয়তমার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। আমি

তাঁহার কথা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বহির্গত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর পথে যে যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, বন্ধুরও তদ্রূপ বিপদে পতিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। সম্প্রতি আমি সেই সকল বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রিয়তমাসমাগমে সুখভোগে প্রবৃত্ত হইতেছি, কিন্তু বন্ধু কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, জীবিত আছেন, কি সংসারলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাহার কিছুই মনে করিতেছি না। আমি কি কৃতঘ্ন! কি পামর! যে ব্যক্তি কেবল আমার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সমুদয় স্বজন ও স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখোদধিতে অবগাহন করিয়াছে, আমি তাহার চিন্তায় একবারও চিন্তাকুল হইতেছি না এবং তাহার অনিষ্টপাত সম্ভাবনা করিয়াও আপনার ইষ্টলাভ-সম্পাদনে সযত্ন হইতেছি! আমার ন্যায় স্বার্থপর নির্লজ্জ লোক আর কে আছে? যাহা হউক, প্রভাতে ময়ূরাঙ্গী-গমনের অবধারণ হইয়াছে যথার্থ বটে; কিন্তু তথায় গমন করিয়া যাবৎ প্রিয়সুহৃদের দর্শন না পাইব অথবা কোনরূপে তাঁহার শারীরিক কুশল-সংবাদ প্রাপ্ত না হইব, তাবৎ কখনই বিবাহামোদে মত্ত হইব না। তাদৃশ মিত্রহীন হইয়া সুখলাভেরই বা আশা কি? জীবনেরই বা প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ আমি পিতার পরমস্নেহাস্পদ ছিলাম। আমি সেইরূপে তথা হইতে পলায়ন করিয়া আসিলে তিনি কিরূপ অবস্থায় আছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার বার্ত্তামাত্র প্রাপ্ত হইলাম না। তিনি অসুখিত থাকিতে আমার সুখভোগে লিপ্ত হওয়া কিরূপে হইতে পারে? যাহা হউক, অগ্রে ময়ূরাঙ্গী গমন করি, পরে যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, করা যাইবে।

রঞ্জন মীলিত-নয়নে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে বিভাবরী প্রভাত হইল। বিধাতার কার্য্য কি বিচিত্র! এই সময়ে কুমুদবন শোভাহীন, কমলবন প্রফুল্ল, উলূকের হর্ষক্ষয়, চক্রবাকের প্রীতি, নিশানাথের অস্তগমন ও প্রভাকরের উদয়প্রাপ্তি হইল। রোমাবতী ও মাধবিকা গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলে রঞ্জনও শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিনাদিকার্য্য সকল সমাধান করিলেন। অনন্তর রোমাবতী তত্রত্য বনস্পতি, বনদেবী প্রভৃতি সকলকে পৃথক্ পৃথক্ বন্দন এবং সকলের সমীপে আত্মাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভবন-গমনাভিলাষে প্রিয়তম ও প্রিয়সখীর সমীপে আগমন করিলেন। পরে ময়ূরাঙ্গী-গমনের যাত্রা হইল। অগ্রে রঞ্জন, পশ্চাৎ মাধবিকা, মধ্যে রোমাবতী এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহারা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতে পাদনিক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে চতুর্দ্দিক্ হইতে এক ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল। রোমাবতী ও মাধবিকা সেই কলরব শ্রবণমাত্র সভয়ে গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রঞ্জন ভল্লুক, গণ্ডার, মহিষ, মৃগ প্রভৃতি আরণ্য জন্তু সকল ভয়বিহ্বল হইয়া নৈসর্গিক বৈরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন (চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ) করিতেছে। তরুগণ তাহাদের গাত্রঘর্ষণে ত্বক্‌শূন্য, ভগ্ন ও উৎপাটিত হইতেছে এবং মনুষ্যের কল কল ধ্বনিতে বন ও গিরিভূমি যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এখানে কোথা হইতে এই লোকসঙ্ঘের সমাগম হইল? কি নিমিত্ত ইহারা আসিল? তিনি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমত সময়ে কতিপয় শস্ত্রপাণি সৈনিক পুরুষ দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিল এবং কহিল, "মহাশয়! আমাদের সেনাপতি এই অরণ্যের প্রান্তভাগে আছেন, তাঁহার আদেশ এই যে, এই অরণ্যমধ্যে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, মনুষ্য দেখিলেই তাহাকে রুদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট সমর্পণ করিব। অতএব আপনাদিগকে তথায় যাইতে হইবে।"

তাহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই মনে মনে চিন্তা করিলেন, বিধাতার

বুঝি যন্ত্রণা দিবার অভিলাষ এখনও চরিতার্থ হয় নাই; নচেৎ এতাদৃশ সময়ে কেন আবার গমনের এরূপ প্রতিবন্ধকতা করিবেন? যাহা হউক, রঞ্জন বিনয়বচনে কহিলেন, "ভদ্র! দেখিতেছ, ইহাঁরা দুই জন তপস্বী, আমি উহাঁদের অনুচর। এতাদৃশ নিরীহ ও নির্ব্বিবাদী লোক লইয়া তোমাদের প্রভুর কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে? অতএব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকের অনুসন্ধান কর।" সৈনিক পুরুষেরা তাঁহার এইরূপ বিনয়োক্তি শ্রবণ করিয়াও কিছুতেই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল না, কিন্তু কাহারও গাত্রস্পর্শ না করিয়া কেবল বিনয়বচনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন রঞ্জন রোমাবতী ও মাধবিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে কহিলেন, "তোমরা যে তপস্বিভাব পরিত্যাগ কর নাই, ইহাই এখনকার সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে। যাহা হউক, ইহারা অজ্ঞ, ইহাদের নিকট আপনাদের তপস্বিতা দর্শাইয়া মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু বোধ হয়, ইহাদের সেনাপতির নিকট কাতরোক্তি করিয়া অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিব। অতএব চল, সেই স্থানেই গমন করা যাউক। পরে বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারা অগত্যা গমনে সম্মত হইলে সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সেনাপতিসন্নিধানে লইয়া চলিল। যাইবার সময়ে তাঁহাদের মনোমধ্যে যে কিরূপ ভয়, কিরূপ ব্যাকুলতা ও কিরূপ অনিষ্টাশঙ্কা উদ্ভূত হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনাতীত। যাহা হউক, তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া শুনিলেন যে, সেনাপতি এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। রঞ্জন তাঁহার সমীপে গিয়া আপনাদের মুক্তিপ্রার্থনা করিবার অভিলাষে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখেন যে, তাঁহার চিরন্তন সুহৃৎ মাধবই সেনাপতিপদে বৃত হইয়া করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক দুর্ব্বিগাহ চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। রঞ্জন তাঁহাকে দেখিবামাত্র 'সখে! জীবিত আছ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তিনি আবাল্যপরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রবণে উন্মুখ হইয়া রঞ্জনকে অবলোকন করত লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর উভয়ে উভয়ের কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। আনুযাত্রিকগণ দেখিয়া তত্ত্বপরিজ্ঞানার্থে বিস্ময়াপন্ন হইল এবং বহু যত্নে তাঁহাদিগকে সান্ত্বিত করিয়া আসনে উপবেশন করাইল।

অনন্তর রঞ্জন বহুক্ষণে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রিয়সুহৃদের সমক্ষে আপনার নৌকা হইতে পলায়ন অবধি রোমাবতীপ্রাপ্তি ও ময়রাক্ষীযাত্রা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মাধব সমুদায় শ্রবণ করিয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন, "সখে! তবে আর এখন শোকের আবশ্যক কি? তবে ত অপার আনন্দের সময় উপস্থিত। ক্লেশকর কার্য্যের ফল জন্মিলে তাহাকে আর ক্লেশ বলিয়া বোধ হয় না। আমরা যে রত্নের নিমিত্ত এত যত্ন ও এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, যখন তাহাকেই লাভ করিলাম, তখন সে সমুদায় ক্লেশ দূরগত হইয়াছে। বন্ধো! তোমার হৃদয়হারিণী রাজবালা স্বভবন হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, আমি ময়ূরাক্ষী গমনপূর্ব্বক মহারাজ পুরঞ্জয়ের নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় কাতর হইলাম এবং কিরূপে ও কোথায় বা তাঁহার অনুসন্ধান পাই, এই বিষয়ে অনবরত চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনন্তর রাজার আদেশক্রমে এই সকল আনুযাত্রিকগণ সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ তোমার অন্বেষণে গমন করিলাম, কিন্তু তথায় গমন করিয়া শুনিলাম যে, তুমি সকলের অজ্ঞাতসারে কোথায় পলায়ন করিয়াছ। তখন মনে হইল যে, তুমি একাকী অন্য কোন স্থানে

গমন করিবে না, অসহিষ্ণু হইয়া ময়ূরাঙ্গীর দিকেই ধাবমান হইয়া থাকিবে। আমি মায়ূরাঙ্গী-গমনের সময়ে এই দীর্ঘারণ্যের ভয়ঙ্করতা সমুদয় অবগত ছিলাম। সুতরাং ইহার অভ্যন্তর দিয়া গমনের সময়ে তোমার বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, এই ভাবিয়া ব্যাকুলচিত্তে তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। মহারাজ রোমাবতীর অন্বেষণের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমেই যে সকল চর দেশে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারাও অকৃতকার্য্য হইয়া এই সময়ে ক্রমে ক্রমে আমাদিগের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। আমি তাহাদের সমুদায়কেই সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক সেই অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আহার-নিদ্রা-রহিত হইয়া এই অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কোথাও তোমাদের অনুসন্ধান পাই নাই। অদ্য বিধাতা প্রসন্ন হইয়াছেন, অদ্য তোমাদের দুই জনকেই একেবারে প্রাপ্ত হইলাম। আমি মহারাজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম যে, তোমাদের দুই জনকে সমভিব্যাহারে না লইয়া ময়ূরাঙ্গী প্রবেশ করিব না, অদ্য আমার সে প্রতিজ্ঞা সফল হইল, অদ্য সমুদায় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।"

দুই সুহৃৎ একত্র সমাগত হইলে তাঁহাদের স্বকীয় ও পরকীয় নানা কথা হইয়া থাকে। রঞ্জন ও মাধব বহুদিনের পর একত্র সমাগত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদের পরস্পরের নিকট পরস্পরের হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটিত হওয়াতে কতই যে আন্তরিক কথা সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই সকল প্রণয়ালাপমধ্যে রঞ্জন মাধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়সুহৃৎ! মিত্রকে আপনার তুল্য সুখী করিতে না পারিলে মিত্রের সুখই বৃথা। তুমি উদাসীনবৎ সংসারসুখে অব্যাপৃত থাকিতে আমার রোমাবতী লাভ করিয়া সুখভোগে নিরত হওয়া কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? অতএব আমার ইচ্ছা যে, তুমিও আমার ন্যায় এক অনুরূপ পত্নীর প্রণয়াধার হও। ঐ যে তেজঃপুঞ্জ দ্বিতীয় তাপস-কুমারটি দেখিতেছ, উনিই রোমাবতীর প্রিয়সখী মাধবিকা। উঁহার ন্যায় সুশীলা বুদ্ধিমতী নারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আমার অভিলাষ এই যে, তুমি উঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া আমাদের পরস্পরের সৌহৃদ্যভাবকে সর্ব্বতোমুখে দৃঢ়ীকৃত কর। সখে! আমি কখন কোন বিষয়ের নিমিত্ত তোমার নিকট এরূপ নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করি নাই, অতএব আমার এই অনুরোধ তোমাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি সুহৃদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, তিনি সানুরাগনয়নে একদৃষ্টিতে মাধবিকার প্রতিই নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন এবং অদূরবর্ত্তিনী মাধবিকাও অপাঙ্গ-প্রসারিত নয়নাঞ্জলি দ্বারা তাঁহার রূপোদধি পান করিতেছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়াই রঞ্জন হাস্য করিয়া কহিলেন, "সখে! তবে ত আমি বড় অনুরোধই করিতেছি! তুমি মাধবিকায় প্রোতচক্ষু হইয়া আমার সকল কথাই ত শুনিলে! তুমি চিরজ্ঞ সুহৃৎ কি না? আমার ভবিষ্যৎ অনুরোধ বুঝিতে পারিয়াই তদনুসারেই কার্য্য করিতেছ। যাহা হউক, দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম।" মাধব ঈষৎ লজ্জান্বিত হইয়া স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "বন্ধো! অগ্রে তোমার ত সাপের মুখে বাঘের মুখে পতিত হইবার ফল লাভ হউক, পরে আমার যাহা হয় হইবে, তজ্জন্য তোমার এত অনুরোধের প্রয়োজন নাই।"

এইরূপে উভয়ের নানাবিধ পরিহাস আরম্ভ হইলে মাধব রোমাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "সখে! এখন পর্য্যন্ত আর প্রিয়সখীকে তপস্বিবেশ-স্বীকাররূপ ক্লেশ ভোগ করিতে দেওয়া আমাদের উচিত হইতেছে না।" এই বলিয়া বহুমূল্য আভরণ ও অপূর্ব্ব কৌষেয়-বসন আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে সুসজ্জিত করাইয়া দিলেন। এই সকল ব্যাপারেই দিবসের

অধিক ভাগ অপগত হইল। অনন্তর তাঁহারা দিনমধ্যব্যাপার সমস্ত সমাপন করিয়া সমুদায় আনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে মহানন্দ সহকারে ময়ূরপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রোমাবতী ও মাধবিকা শিবিকারোহণে সেই জনতার মধ্যভাগে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে পর কতিপয় আনুযাত্রিক সত্বরপদে আগমনপূর্ব্বক রঞ্জন ও মাধবকে নিবেদন করিল, "মহাশয়! মলিনবেশা চীরবসনা পরমসুন্দরী এক যুবতী স্ত্রী ঐ দূরবর্ত্তী তরুমূলে উপবেশন করিয়া জলধারাকুললোচনে রোদন করিতেছে।" শুনিবামাত্র তাঁহারা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে সমীপে আনয়ন করিবার আদেশ করিলেন, কিন্তু আনুযাত্রিকেরা কোন প্রকারেই তাহাকে তথা হইতে উঠাইয়া আনিতে পারিল না। অনন্তর রঞ্জন মাধবকে মাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক সেই কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে! তুমি কে? কি নিমিত্ত এরূপ স্থানে বসিয়া রোদন করিতেছ? কি জন্য তোমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে? তোমার আকার-প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি সামান্যকুলজা নও। যাহা হউক, এখানে আর অপর কেহ নাই, তুমি আমাদের নিকট সবিশেষ পরিচয় দাও, যদি আমাদের দ্বারা তোমার কোনরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা অবশ্য করিব সন্দেহ নাই।" সীমন্তিনী এই সকল কথা শ্রবণে রঞ্জনের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া করযুগলে বদনাবরণ করত উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কহিল, "বৎস রঞ্জন! তুমি এ দুরাচারিণীর মুখ আর অবলোকন করিও না। হা কৃতান্ত! তুমি কি পাপীয়সী বলিয়া আমাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করিতেছ? হা নির্লজ্জ! এখনও কি তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় নাই? হা বৎস! যাহার জুগুপ্সিত নিষ্ঠুরাচরণে তুমি কারাবাসক্লেশও সহ্য করিয়াছ, সেই পাপাচারিণীর প্রতি তোমার কি সদয়তা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হয়?"

রঞ্জন যুবতীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাহার আকার-প্রকার দর্শন করিয়া অচিরাৎ চিনিতে পারিলেন যে, তিনি পাটলিপুত্রাধিপ মহারাজ প্রবরের রাজমহিষী সেই অনঙ্গবতী। তখন তিনি তাহার এরূপ দুরবস্থার কারণ স্বয়ংই বুঝিতে পারিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, "দেবি! আর অতীত বিষয়ের অনুশোচনা করিয়া খিদ্যমান হইবার প্রয়োজন নাই, আমরা আপনার আশীর্ব্বাদে নানা বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে সুখাধিরোহিণীতে পদার্পণ করিয়াছি। কিন্তু এমত সময়ে আপনাকে এরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত মনোবেদনা উপস্থিত হইতেছে। আপনি না বলিলেও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, ম ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ত্তৃক আপনার এ বিপৎপাত উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই; মহারাজকে আমি পিতার ন্যায় অবলোকন করিতাম, তৎসম্বন্ধে আপনি আমার জননীস্বরূপা সুতরাং আপনি ঈদৃশাবস্থাতে কাহারও নয়নগোচর হয়েন, তাহা আমি কোন মতেই অভিলাষ করি না। আমার ইচ্ছা যে, কতিপয় বিশ্বস্ত লোক সমভিব্যাহারে অনুরোধপত্র সমেত আপনাকে মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিই।"

মহিষী লজ্জা ও ঘৃণায় মৃতপ্রায়া হইয়া অধোবদনে উত্তর করিলেন, "বৎস! তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ। কারাবাসাবস্থায় আমি তোমার নিকট যে দাসীকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারই দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। পরিশেষে উহা যখন মহারাজের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি প্রথমতঃ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু তোমরা তথা হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি কাতর হইলেন; এমন কি, সেই অবধি

তাঁহার আহার-নিদ্রা প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি সর্ব্বদা বিজনে বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাকে কিছুমাত্র বলেন নাই। অনন্তর এক দিবস মৃগয়া করিবার উদ্দেশে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভাগীরথীর পরপারে আগমন করিলেন এবং এ দেশ ও দেশ নানা দেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সকলের অজ্ঞাতসারে এই বিজনে আমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন। বৎস! চন্দ্র, সূর্য্য ও ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি কখন পাংশুল পথে পদার্পণ করি নাই, তথন কি জন্য যে আমার তাদৃশী কুমতি জন্মিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, আর আমি পাটলিপুত্রে গমন করিয়া এ মুখ দেখাইবার অভিলাষ করি না, আর আমার এ ঘৃণাকর জীবন-রক্ষার প্রয়োজন নাই, অতএব ত্বরায় যাহাতে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহার উপায় করিয়া কৃতার্থ কর।"

বঙ্কন তাঁহার দুঃখে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং কহিলেন, "মাতঃ! আপনি কখন পাংশুলপথে পদার্পণ করেন নাই, এই জন্যই জগদীশ্বর এতাদৃশ বিপৎকালেও আপনাকে আমার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, আর ও সকল দুঃখের কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই, আপনি রাজধানী গমন করিয়া একান্তমনে স্বামিশুশ্রূষায় নিরতা হইলেই সকল চরিত অবগত হইবে। আমি পাঠাইয়া দিলে মহারাজ অবশ্যই আপনাকে গ্রহণ করিবেন এবং লোকেও প্রকৃত বিষয় অবগত হইতে পারিবে না; অতএব আমি সেই স্থানেই আপনাকে পাঠাইয়া দিই, আপনি আর অন্যমত করিবেন না।" এই বলিয়া মাধবের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমতঃ বস্ত্রাভরণাদি আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সাজাইয়া দিলেন, পরে শিবিকারোহিত করিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত আনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে পাটলিপুত্রে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়া মহারাজ পুরঞ্জয়কে পত্রও লিখিয়া দিলেন। কিন্তু আনুযাত্রিকেরা প্রায় সকলেই জানিল যে, 'পাটলিপুত্রেশ্বর মৃগয়ায় আগমন করিয়া অরণ্যমধ্যে রাজমহিষীকে হারাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুপুত্রেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক রাজার নিকটে প্রেরণ করিলেন।' যাহা হউক, স্ত্রীলোকসমক্ষে স্ত্রীলোকবিষয়িণী গুপ্ত কথা রক্ষা করা কত কঠিন কর্ম্ম। রঞ্জন ও মাধব প্রকৃত বিষয় যে এত গোপনে রাখিয়াছিলেন, তথাপি রোমাবতী ও মাধবিকা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া সমুদায় অবগত হইলেন। কিন্তু সে অবগতিও তাঁহাদের প্রিয়তমের প্রতি অনুরাগের উদ্দীপিকাই হইল।

অনন্তর গমন আরম্ভ করিয়া যাইতে যাইতে বেলার অবসান হইয়াছে, এমত সময়ে নগরী দৃষ্টিগোচর হইল। মহারাজ পুরঞ্জয় তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই দূত দ্বারা সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া আনন্দনীরধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি অমাত্য, পুরোহিত, সভাসদ্ সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৌশিকীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিতে আগমন করিলেন। অনন্তর উভয়দল সম্মুখীন হইলে নরপাল সকলকে সস্নেহ সম্ভাষণ ও গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। তাঁহারা যথাযোগ্য বন্দনাদি দ্বারা মহারাজের সংবর্দ্ধনা করিলেন। রোমাবতী সাশ্রুমুখ পিতার অঙ্কদেশে উপবিষ্ট হইয়া কেবল নেত্রবারি-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং তাহার অজ্ঞাতসারে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, যে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত লজ্জা ও ভয়ে জড়প্রায় হইলেন; কিন্তু মহারাজ তাঁহার আচরিত কার্য্যের যথোপচিত অনুমোদন করিয়া সে লজ্জা অপনীত করিয়া দিলেন। অনন্তর সকলে একত্রিত হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে সমুদায় নগরী যেন আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল; চারিদিক্ হইতেই জনগণের

আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল, এবং সকল লোকেই তাঁহাদের দর্শনাভিলাষে রাজপুরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি, এই ব্যাপারের নিমিত্ত কয়েক দিন পর্য্যন্ত নগরী যেন মহোৎসবময়ী হইল।

এইরূপে কয়েক দিন অতীত হইলে একদা প্রভাতসময়ে রাজা পুরঞ্জয় সভা-মণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রঞ্জনকে রোমাবতী-প্রদানের শুভদিন নির্দ্ধারিত করিতে বসিয়াছেন, এমত সময়ে এক মুণ্ডিত-মুণ্ড নিরুপবীত রক্তবাসা কমণ্ডলুধারী পরমহংস আসিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভাস্থ সমুদায় লোক দণ্ডায়মান হইয়া প্রণিপাত করিলেন। পরমহংস "নারায়ণ! নারায়ণ!" বলিয়া রাজদত্ত বিচিত্র কম্বলাসনে উপবেশন পূর্ব্বক রঞ্জন ও মাধবকে দেখিবার অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সে যোগী অপর কেহ নহে, রঞ্জনের পিতা বিশ্বদেবই তাদৃশ অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছেন। রঞ্জন যোগিবেশী পিতাকে দেখিবামাত্র ভূমিতে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বিশ্বদেব সত্বরপদে সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ কাহারও বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। সভাস্থ সমস্ত লোক দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর রাজা স্বয়ং স্বকীয় উত্তরীয়াঞ্চল দ্বারা তাঁহাদের অশ্রুজল বিমোচন করিয়া দিয়া সান্ত্বনাবাদ সহকারে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করাইলে বিশ্বদেব গম্ভীর-প্রকৃতি বশতঃ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া নরপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! ভার্য্যার মরণ হইলে পুত্রসত্ত্বে ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করায় যে কি ফল হইতে পারে, তাহা আমি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি। বৎস রঞ্জন! তুমি সেইরূপে চম্পকনগরী হইতে পলায়ন করিয়া আসিলে পর আমি ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলাম। তৎকালে পুত্রশোকে আমার মন এতাদৃশ বিচলিত হইয়াছিল যে, গৃহিণী যাহা যাহা বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতেই বিশ্বাস জন্মিল। তোমার চরিত্র সবিশেষ অবগত থাকিলেও তুমি যে বিমাতৃক-বিনাশের অণুমাত্র কারণ নহ, তাহা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং তখন নিষ্ঠুর অধার্ম্মিক বলিয়া তোমার প্রতি যে দ্বেষভাব উৎপন্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ সেই দ্বেষবশতই তুমি পলায়ন করিয়া আসিলেও তোমার অন্বেষণে যত্নবান হইলাম না। লোকে কোন উৎকট পাপ করিলে অন্যের নিকট তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু আপনার অন্তরাত্মার নিকট তাহা করিতে না পারাতে নিরন্তর তৎকৃত তিরস্কার-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় এবং সেই যন্ত্রণা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিলে কোন বিচিকিৎস্য ব্যাপার ঘটিয়া উঠে। এ স্থলেও তাহাই হইল—গৃহিণী প্রথম দুই এক দিন আমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে তোমার নানারূপ দোষোদ্ঘোষণ করিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা পরিত্যাগ করিল —তখন তাহাকে কখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে, কখন তূষ্ণীম্ভূত হইয়া থাকিতে, কখন শূন্য গৃহের সহিত পরামর্শ করিতে, কখন তোমার দোষোদ্ঘাটন করিতে, কখন তোমার গুণকীর্ত্তনে মগ্ন হইতে, কখন যে পাত্রে সেই হতভাগা বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া মরিয়াছিল, সেই পাত্র নিরীক্ষণ করিতে, কখন বা অকারণে বাটীর অভ্যন্তরে সবেগে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে দেখিতে লাগিলাম। ফলতঃ এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাহার চিত্তভ্রংশ হইয়াছে বিলক্ষণ বোধ হইল।

অনন্তর একদিন আমি গৃহমধ্যে শয়ান আছি, এমন সময়ে সে উন্মাদিনী বেশে আমার নিকট আগমন করিয়া কহিল, 'নাথ! দুরাচারিণী একবার জন্মের মত তোমার চরণ দর্শন করিয়া লউক তুমি

রঞ্জনের কোন দোষ সম্ভাবনা করিও না, সে যথার্থই আমার প্রতি জননীভাব প্রকাশ করিত, আমি কেবল সপত্নীসুত বলিয়া তাহার যথেষ্ট অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। আমিই তাহাকে বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিই, কিন্তু দৈব তাহা সহ্য করিবেন কেন? স্বোদরজ স্বয়ং যাইয়া উহা পান করে। যাহা হউক, আর আমি এ পাপের ভরা বহন করিতে পারিব না। আর আমার এ অন্তর্দাহ সহ্য হয় না। ইহকালে যাহা হইবার হইল, আশীর্ব্বাদ করিও যেন, পরকালে নিরয়-যন্ত্রণার কিছু নিবৃত্তি হয়।' এই বলিয়া অঞ্চলমধ্য হইতে এক খরধার অস্ত্র বাহির করত সবেগে কণ্ঠোপরি নিক্ষেপ করিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া পল্যঙ্ক হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ধরিয়া দেখি যে, তাহার কণ্ঠের অর্দ্ধভাগ ছিন্ন হইয়াছে; যন্ত্রোত্থিত জলের ন্যায় রুধিরধারা নির্গত হইতেছে এবং হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আস্ফালিত হইতেছে।

এই ব্যাপার দেখিবামাত্র কিয়ৎক্ষণ আমি চেতনাশূন্য হইলাম। পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে দেখিলাম যে, গৃহিণী একবারে গতাসু হইয়াছেন। তখন আমার মন যে কিরূপ হইয়া গেল, তাহা কিছুই ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না। ভাবিলাম, বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিয়া সুখলাভ ত বিলক্ষণই হইল। বিমাতা ও সপত্নীসুতের বিবাদ নিবন্ধন চিরকালই অসুখে গেল প্রাণ-সম কৃতবিদ্য পুত্রকে কোথায় বিসর্জ্জন দিলাম! স্ত্রী ও পুত্র দুই মহাপ্রাণীর অপমৃত্যুর কারণ হইলাম। সংসার-সুখ একবারে উদ্‌যাপিত হইল! অতএব আর আমার গৃহে থাকিবার প্রয়োজন কি? একণে যাহাতে পরকালে নিস্তার পাই, তাহার উপায় করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া তদ্দণ্ডেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম এবং পুণ্যধাম বারাণসী গমনপূর্ব্বক সংসারোপরক্ত জনের আশ্রয়ে এই পবিত্র ভিক্ষু আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে লাগিলাম।

তৎকালে আমি এ পথে পদার্পণ করিলাম, তাহাতে পুত্রকলত্রাদি সংসারচিন্তা কোন প্রকারেই আমার পথ্য নহে। কিন্তু তাহা হইলেও বৎস! তোমার চিন্তা আমাকে সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল করিতে লাগিল. তুমি কোথায় গেলে, কি করিলে? জীবিত আছ কি অকারণে আমার কিঞ্চিৎ অসদ্ভাব দেখিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছ, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই আমার অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তখন স্থির করিলাম, একবার তোমাকে দেখিয়া বা তোমার সংবাদ লইয়া না আসিলে আমার মনের এই পরিপ্লবতা কোনরূপেই অপগত হইবে না। যতদিন তুমি চম্পায় আগমন করিয়া থাকিবে অথবা তথায় যাইলেই তোমার কোনরূপ সংবাদ পাইব, এই সম্ভাবনা করিয়া তদভিমুখেই যাত্রা করিলাম. কিন্তু পথিমধ্যে পাটলিপুত্র নগরে ইতস্ততঃ তোমার গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করি এবং তথাকার রাজসংসারে তুমি কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলে, এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করিলাম। মহারাজ প্রবরাঃ তোমার অদর্শনে সে কি পর্য্যন্ত কাতর আছেন, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহার মুখেই শুনিলাম, তুমি ময়ূরাঙ্গীরাজের জামাতা হইবে, এরূপ সম্ভাবনা হইয়াছে। অনন্তর তথা হইতে আমার এস্থানে আসিবার সময়ে রাজা বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়! রঞ্জনকে কহিবেন যে, আমি তাঁহার কথা কোনরূপে অন্যথা করিতে পারি না। তিনি যাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কথা-প্রামাণ্যে তাঁহাকে ভবনমধ্যে স্থান দান করিয়াছি। যদি অতঃপরও আর কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিব।' অনন্তর আমি তথা হইতে বহির্গত হইয়া নানা নগনদী

জনক বা জননী যদি বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও, আমার ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তোমার আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহারা পরলোকপ্রস্থান করিয়া পুত্রবিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে পান নাই। যাহা হউক বৎস! সুহৃদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছ, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা যাবজ্জীবন এইরূপ অবিযুক্ত থাকিয়া পরমসুখে কালযাপন কর। অধিককাল তোমাদের সংসর্গে থাকিলে পুনর্ব্বার আমাকে মায়াচ্ছন্ন হইতে হইবে, অতএব আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আমি নির্ব্বৃতমনে তীর্থযাত্রায় গমন করি।"

এই বলিয়া বিশ্বদেব গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিলে রঞ্জন ও মাধব কান্দিয়া অস্থির হইলেন। তখন নরপাল প্রভৃতি সভাস্থ সমস্ত লোক সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশপূর্ব্বক অন্ততঃ রঞ্জনের বিবাহক্রিয়া নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি কোনরূপেই সেই নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া বতী প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগের অনুরোধে মাধবিকাও মাধবে প্রদত্তা হইল। বর-কন্যা পরিণীত হইয়া পরমানন্দ সহকারে বহু-দিবসসঞ্চিত মনোরথ সকল সফল করিতে লাগিলেন। নগরী বিবাহমহোৎসবে আনন্দময় হইল।

কয়েক দিন অতীত হইলে বিশ্বদেব সকল বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। রাজা পুরঞ্জয়ও আপনার স্থবিরতা স্মরণ করিয়া জামাতাকে রাজেশ্বর ও তনয়াকে রাজমহিষী করিলেন এবং পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে মাধবকে প্রধানামাত্য-পদে নিযুক্ত করিয়া চিরাভ্যস্ত বিষয়বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বৈবাহিকের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা গমন করিলে পর কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত রাজপুরী শোকে অভিভূত হইল। অনন্তর নব নরপতি রঞ্জন শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক প্রিয়সচিব মাধবের সহিত বাসুদেব বাঁচর ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন আরম্ভ করিলেন। রোমাবতী ও মাধবিকা অনেক গুণাকর হৃদয়নাথের হৃদয়বল্লভা হইয়া পরমসুখে কাল [illegible] করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।